Free @ www.pathagar.com

তালিবানে ইলম
পথ ও পাথেয়

[তালিবানে ইলমের আত্মোপলব্ধি ও জীবন গঠনের জন্য]

মাসিক আলকাউসারের শিক্ষার্থীদের পাতায়
প্রকাশিত প্রবন্ধ ও শিক্ষা পরামর্শসমূহের সংকলন
[মুহাররম ১৪২৬ হিজরী — রজব-শাবান ১৪৩১ হিজরী]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
আমীনুত তালীম: মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা
খতীব: আজরুনকারীম জামে মসজিদ, শান্তিনগর, ঢাকা
তত্ত্বাবধায়ক: মাসিক আলকাউসার

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net

Free @ www.e-iqra.bd.com

তালিবানে ইলম
পথ ও পাথেয়

রচনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল
মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী
ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-8950-11-1

মূল্য ঃ তিনশত আশি টাকা মাত্র
[হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে মুদ্রিত]

TALIBANE ILM : POTH O PATHEO
By: Mawlana Muhammad Abdul Malek
Price Tk. 380.00 US $ 13.00 only

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহ!! আলহামদু লিল্লাহ!!! দীর্ঘদিন পরে হলেও 'তালিবানে ইলম : পথ ও পাথেয়' গ্রন্থটি এখন পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহপাকের শোকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

গ্রন্থটি মাসিক আলকাউসার-এর শিক্ষার্থীদের পাতায় মুহাররম ১৪২৬ হিজরী হতে রজব-শাবান ১৪৩১ হিজরী পর্যন্ত সংখ্যাসমূহে প্রকাশিত তালিবানে ইলমে নবুওতের জন্য পথ-নির্দেশনামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও শিক্ষাপরামর্শসমূহের সমষ্টি।

এ মহৎ কর্মটি আল্লাহপাক তাঁর এমন এক বান্দার মাধ্যমে সম্পন্ন করিয়েছেন, যার পুরো পরিবারই ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত। আল্লাহপাক তাঁকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আরবে দীর্ঘদিন পড়াশোনার সৌভাগ্য দান করেছেন। বিশ্ব-বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নো'মানী রহ., শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. ও শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর মতো মাশায়েখ-এর শিষ্যত্ব ও দীর্ঘ সান্নিধ্য তাঁর সা'আদাত ও সৌভাগ্যকে বুলন্দ করেছে।

আল্লাহপাক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে এদেশের ইলমের ইমামতির জন্য কবুল করুন। আমীন।

উস্তাযের নসীহত ও পরামর্শ তালিবানে ইলমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় পাথেয়, যা একজন তালেবে ইলমের জীবনকে ধ্বংস থেকে রক্ষা ও অতি উন্নতরূপে গড়ে তুলতে এবং সৌভাগ্যের তারকাকে চমকানোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক মুয়াছছির হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও শফীক উস্তাযের কোন বিকল্প নেই।

আমাদের একজন 'গোমনাম' উস্তায হযরত মাওলানা আব্দুল হামীদ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম (খুলনা হুজুর) যার দু'বারের দু'টি পরামর্শ আমাকে যে

Free © www.eelm.weebly.com

কিরূপ উপকৃত করেছে তা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। আল্লাহপাক তাঁকে উভয় জাহানে উত্তম বদলা দান করুন।

মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া যেরূপ এদেশের ইলমের দিগন্তে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, তদ্রূপ মাসিক আলকাউসার - পত্রিকার জগতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। মাসিক আল কাউসারের সাড়া জাগানো কলামগুলোর অন্যতম 'শিক্ষার্থীদের পাতা'। এ পাতায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ শিক্ষাপরামর্শ যে কত তালিবে ইলম ও মুদাররিসের কত ধরনের উপকার করছে তা বলে শেষ করার নয়। দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্নজনের পক্ষ থেকে এ সকল প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার পরামর্শ ও দাবী বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের নিকট আসছিলো। আমরাও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেবের অনুমতিতে কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু হযরতের তাহকীকী মেযাজ কোনভাবেই দ্রুত প্রকাশের অনুমতি দিচ্ছিল না। প্রায় দীর্ঘ দুই বছরের অধিক সময় ব্যয় করে পাঁচ পাঁচটি প্রুফ ও সম্পাদনার কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে এবার সেই কাংক্ষিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে সম্মানিত পাঠকের নিকট পৌঁছার পর্যায়ে এসেছে। আল্লাহপাক কবুল করুন। বরকত দিন।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো এ 'রাহনূমা গ্রন্থ' কে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং আমাদের অনুরোধ, যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করবেন, পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক এ গ্রন্থের রচয়িতা তাঁর সহযোগী, প্রকাশক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই হেদায়াতের ফায়সালা করুন। দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করুন। সীরাতে মুস্তাকীমে অটল অবিচল থেকে চিরশান্তির ঘর জান্নাতে পৌঁছে আল্লাহপাকের দীদার লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
১৯ মুহাররম, ১৪৩৩ হিজরী
রাত ১২টা

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬, আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

Free @ www.e-iqra.weebly.com

بسم الله الرحمن الرحيم

কালিমাতুশ শুকরি ওয়াল ইহ্‌দা

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين، لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين.

ইয়া আল্লাহ! আপনার বান্দার এই আমলটুকু কবুল করুন, যা শুধু আপনারই ফযল ও করমে সম্ভব হয়েছে।

ইয়া আল্লাহ! এর ছওয়াব আমার আম্মাজান ও আব্বাজানের আমলনামায় পৌঁছে দিন। আমার সকল সম্মানিত উস্তায, যাঁরা এখনো জীবিত আছেন এবং যাঁরা আখেরাতবাসী হয়েছেন, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ও আমার সকল মুরব্বী, বিশেষ করে যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের আমলনামায় পৌঁছে দিন এবং যাঁদের সামান্যতম হক আমার উপর রয়েছে, তাঁদের আমলনামায়ও এর ছওয়াব পৌঁছে দিন।

ইয়া আল্লাহ! এই 'ইহদা'টুকু কবুল করুন। এর বদৌলতে আমাকে ও আমার সকল নেক কাজের শরীক–জীবনসঙ্গিনী ও তার পরিবারের সকলকে আপনি কবুল করুন, আমাদের সকল সন্তানকে–ঘরের ও মাদরাসার–কবুল করুন; আমার ভাই-বোনদেরকে, তাঁদের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে কবুল করুন; আমাদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে, মারকাযুদ দাওয়াহ্‌র

Free © www.e-ilm.weebly.com

সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে, তাঁদের সকলের সন্তানদেরকে ও মুসলিম উম্মাহর সকল শিশু ও যুবকদেরকে আপনি কবুল করুন।

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ও এর সকল বিভাগকে–বিশেষ করে কিসমুদ দাওয়াহ, দারুত তাসনীফ ও মাসিক আলকাউসারকে এবং সকল দ্বীনী মাদরাসা ও মারকাযকে আপনি কবুল করুন।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের সকলকে ইলমে নাফে' ও রিয্‌কে হালাল দান করুন এবং মাকবুল আমলের তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

৫/১/১৪৩৩ হিজরী

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পেশ লফয

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

মুহাররম ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ২০০৫ এ যখন মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা থেকে মাসিক আল-কাউসারের প্রকাশনা শুরু হয় তখন এর কর্তৃপক্ষ 'শিক্ষার্থীদের পাতা' বিভাগটির দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করেন। আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে এই যিম্মাদারি গ্রহণ করি, এ আশায় যে, তালিবে ইলম ভাইদেরও খেদমত হবে এবং আমারও কিছু শেখা হয়ে যাবে। জানি, আমার দ্বারা এই বিভাগের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। তবু আল্লাহর রহম ও করমে যা হয় যতটুকু হয় তা-ই চেষ্টা করি তলাবায়ে কেরামের খেদমতে পেশ করতে। প্রথম সংখ্যা থেকে নিয়ে রজব-শাবান ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক জুলাই ২০১০ সংখ্যা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাতায় প্রকাশিত লেখাগুলো এই সংকলনে সামান্য সংযোজন ও পরিবর্তনসহ সন্নিবেশিত হলো।

পত্রিকায় প্রকাশিত সেই প্রবন্ধ ও পরামর্শগুলো গ্রন্থকারে প্রস্তুতের জন্য নজরে ছানীর পর তাতে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়েছে এবং তা থেকে ইস্তিফাদা সহজ কীভাবে হয়, সে চেষ্টাও করা হয়েছে। কিন্তু যতটা নিখুঁতভাবে আমি এ কাজটি করতে চেয়েছিলাম এবং একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে প্রস্তুত করার যে পরিকল্পনা আমার ছিল, তা আমি করতে পারিনি। যদিও এ উদ্দেশ্যেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংকলনটি আমার নিকট আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু সাথীদের পরামর্শ হল, এটাকে বর্তমান অবস্থায় প্রকাশ করা হলেও তালিবে ইলম ভাইদের জন্য ইনশাআল্লাহ অনেক উপকার হবে। তাই আরো নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করার জন্য তা আটকে রাখা ঠিক হবে না। উস্তাদে মুহতারাম শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) একটি মালফুজ মনে পড়ার পর আমার কাছেও তাদের পরামর্শ ভাল মনে হয়েছে। তাই আল্লাহর উপর

Free @ www.e-iln.weebly.com

ভরসা করে এই সংকলনটি প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা কবুল ও মাকবুল করুন। আমীন।

শিক্ষার্থীদের পাতায় কয়েকজন আকাবিরের কিছু রিসালা ও বয়ান ছাপা হয়েছিলো। প্রবন্ধের অংশে সেগুলোকেও শামিল করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এর বরকতে এই সংকলনকে কবুল করুন। আমীন।

তালিবে ইলমদের ইলমী রাহনুমায়ী অতি নাজুক ও গুরুভার এক দায়িত্ব এবং এই রাহনুমায়ী বহু দিক ও বহু বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। সন্দেহ নেই, এই সংকলনে এই ধারার যাবতীয় আলোচনা তো নয়ই; মৌলিক ও বুনিয়াদী অনেক কথাও আসেনি। তবে যেহেতু এটি আল-কাউসারের একটি নিয়মিত বিভাগ তাই আশা করছি আল্লাহর তাওফীকে এই অভাব একটু একটু করে পূরণ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সংকলনে আরো কিছু জরুরী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহই তাওফীক দাতা এবং সাহায্যকারী।

তালিবে ইলমের পাথেয় বিষয়ক কিতাবপত্র সলফ ও খলফের রেখে যাওয়া ভাণ্ডারে অনেক এবং এই খেদমত এখনো অব্যাহত আছে। কার জন্য কোন কিতাব বেশি উপকারী এবং কার কোন কথা দ্বারা তালিবে ইলম পেয়ে যাবে 'সুরাগে যিন্দেগী'র খোঁজ তা আল্লাহই ভালো জানেন। অনেক কিতাবের নাম তো শিক্ষাপরামর্শ অংশেই পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে ইস্তিফাদার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কিতাবের শুরুতে সাধারণ সূচি ছাড়াও কিতাবের শেষে আলাদা দুটি সূচি দেওয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে, যেসব কিতাব সম্পর্কে শিক্ষাপরামর্শে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তার সূচি। এটি করা হয়েছে যেন তালিবে ইলম ভাইরা সূচির সাহায্যে তাদের কাঙ্ক্ষিত কিতাব সম্পর্কে এ কিতাবের আলোচনা সহজে পেতে পারেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যেসব বিষয়ের আলোচনা এ কিতাবে একাধিকবার করা হয়েছে, তার সূচি। কোন কোন জায়গায় এ বিষয়ে আলোচনা আছে তার স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। আশা করছি, তালিবে ইলম ভাইরা এ ধরণের বিষয়গুলো সব জায়গা থেকে পাঠ করবেন। যে সকল তালিবে ইলম ভাই এর

Free @ www.eilm.weebly.com

দ্বারা উপকৃত হবেন তাদের কাছে আরয, কোথাও কোন ত্রুটি বা অসঙ্গতি নজরে এলে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন, সেই সাথে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তালিবে ইলম বানিয়ে দেন এবং আজীবন তালিবে ইলম হিসেবেই রাখেন, আর তালিবে ইলমদের জামাতে আমাদের হাশর নছীব করেন। আমীন।

সর্বশেষ দরখাস্ত এই যে, শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শ যেহেতু হালাত ও অবস্থার অনুগামী তাই আপনি সবসময় আপনার তালীমী মুরব্বির ফায়সালাকে অগ্রাধিকার দিবেন। কারণ তিনিই আপনার হালাত সম্পর্কে বেশি জানেন, বোঝেন। আর বিশেষভাবে দোয়া চাচ্ছি, আলকাউসারের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ে লেখার যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা যেন আল্লাহ তাআলা বাস্তবায়নের ভরপুর তাওফীক দান করেন। আমীন।

পরিশেষে আমি আমার ঐ সাথী ও বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, যাদের মেহনতে এই সংকলন অস্তিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ তাদের সকলকে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন, রুসূখ ফিল ইলম, তাকওয়া, তাহারাত এবং রিয্‌কে হালাল নছীব করেন। তাদেরকে দ্বীনের মুখলিছ, মুতকিন ও নাশীত খাদেম বানিয়ে দিন। আমীন।

মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী জনাব মাওলানা হাবীবুর রহমান খান ছাহেবকেও জাযায়ে খায়ের নছীব করেন, যিনি তার মাকতাবা থেকে কিতাবটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া আরো যত বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সামান্যতম সহযোগিতাও এতে শামিল রয়েছে সবাইকে আল্লাহ তাআলা তাঁর শান মোতাবেক জাযা দান করুন। আমীন।

هذا، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد
وعلى اله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

৯-১১-১৪৩২ হিজরী — মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
৮-১০-২০১১ ঈসায়ী — মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা
শনিবার — ৩০/১২ পল্লবী, ঢাকা ১২১৫

Free @ www.allhdwebdy.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তালিবানে ইলম

পথ ও পাথেয়

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

❖ **তালিবানে ইলমে নবুওয়তের প্রতি/৩৩**

❖ তালিবে ইলমের দৈনন্দিন করণীয়/৩৩

❖ ভাল ছাত্রের পরিচয়/৩৪

❖ নেসাবী কিতাবসমূহের উদ্দেশ্য/৩৫

❖ **মুতালাআর গুরুত্ব ও আকাবিরের কর্মপদ্ধতি/৩৬**

❖ দক্ষ ও কাজের লোক হতে চাইলে ব্যাপক পড়াশোনা করতে হবে/৩৬

❖ ছাত্রজীবনে আকাবিরদের মুতালাআ/৩৭

❖ আমাদের করণীয়/৩৯

❖ আরেকটি ঘটনা/৪০

❖ **নববী আদর্শের আলোকে জ্ঞানচর্চার মূলনীতি/৪২**

❖ ইলম একটি স্বতন্ত্র আমল, ইলমের প্রতি অনীহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ/৪২

❖ প্রয়োজন পরিমাণ ইলমই যথেষ্ট নয়/৪৩

❖ লক্ষ্য নির্ধারণ জরুরী/৪৪

❖ ইলমের ব্যাপারে 'কানাআত' নেই/৪৫

❖ 'তাফাক্কুহ' ছাড়া ইলমের উদ্দেশ্য হাসিল হয় না/৪৬

❖ অন্যের 'ফনে' দখল না দেওয়া/৪৮

❖ ভাষার পারদর্শিতা অর্জন/৪৮

❖ ইলম আল্লাহর দান/৪৯

❖ **তালিবানে ইলমে নবুওয়ত বিরতির দিনগুলো কীভাবে কাটাবেন/৫০**

❖ বিরতিতে যে কাজগুলো করণীয়/৫০

❖ **রমযান মাসে কুরআন তেলাওয়াত ঃ তালিবানে ইলমের অবলম্বনযোগ্য পদ্ধতি/৫৫**

❖ তেলাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ একটি আদব/৫৫

❖ 'তাদাব্বুর' সালাফের অনন্য বৈশিষ্ট্য/৫৬

❖ তেলাওয়াতে চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত হওয়ার একটি সহজ উপায়/৫৮

Free @ www.e-iqra.weebly.com

❖ **নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা : তালেবানে ইলমের খেদমতে কিছু কথা/৬০**
❖ মুকাদ্দিমাতুল ইলমের কিছু কিতাব/৬২
❖ কিছু ফনের বিশেষ কিছু কিতাব/৬২
❖ উলূমুল কুরআন/৬৩
❖ উলূমুল হাদীস/৬৩
❖ উলূমুল ফিকহ/৬৪
❖ মুকাদ্দিমাতুল কিতাবের কিছু মাসাদির/৬৫
❖ নব উদ্যম-উদ্দীপনাকে কাজে লাগান/৬৬
❖ ভাল ছাত্র কাকে বলে/৬৭
❖ তাখাস্‌সুসের প্রস্তুতি ও যোগ্যতা/৬৮
❖ **মানুষ হওয়ার জন্য মাদরাসায় আসুন 'আল্লামা' হওয়ার জন্য নয়/৭০**
❖ মানুষের গুণাবলী/৭০
❖ ইনসান হওয়া ফরয/৭১
❖ **ইলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে/৭৩**
❖ সালাফের অবস্থা একটু দেখুন/৭৪
❖ এ যুগের আকাবিরদের কথা/৭৫
❖ মাওলানা তাকী উসমানী দা. বা.-এর দু'টি কথা/৭৭
❖ **বর্তমানের মূল্যায়নই ভবিষ্যতের সোপান/৭৯**
❖ তালিবে ইলম কাকে বলে/৭৯
❖ ইলমের পরিচয়/৮০
❖ **ইলম অন্বেষণে সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন/৮২**
❖ মোবাইল : একটি মহামারী/৮৩
❖ **আসাতিযার সঙ্গে দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক প্রয়োজন; প্রতিষ্ঠানের নয়, উস্তাদগণের সোহবত গ্রহণ করুন/৮৪**
❖ উস্তাদ-শাগরিদ সম্পর্ক/৮৪
❖ সোহবতে থাকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত/৮৫
❖ এ যুগের কিছু নমুনা/৮৬

Free @ www.eilm.weebly.com

❖ এই সুন্নাত আবারো যিন্দা করতে হবে/৮৮
❖ অহেতুক কিছু অজুহাত/৮৮
❖ **ছাত্রদের সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে হবে/৯০**
❖ ইলমী নিমগ্নতা/৯১
❖ **মুতালাআর ফলপ্রসূতা উপযুক্ত নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল/৯৩**
❖ সুন্দর নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা/৯৩
❖ হাদীসের শিক্ষা, সালাফের কথা/৯৪
❖ সম্পূরক অধ্যয়নের ব্যাপারে প্রান্তিকতা/৯৬
❖ আত্মতৃপ্তির ব্যাধি/৯৭
❖ প্রত্যেক তালেবে ইলমের একটি কুতুবখানা চাই/৯৯
❖ কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআন অধ্যয়নও প্রয়োজন/৯৯
❖ **ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা সৃষ্টি করুন/১০১**
❖ ইলমের মহব্বত বৃদ্ধির ১২টি উপায়/১০২
❖ আরো কিছু আবেদন/১০৬
❖ **দু'টি বয়ান/১০৮**
❖ পাহাড়পুরী হুযুর (দা. বা.)-এর বয়ান/১০৮
❖ **মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেব-এর বয়ান/১১০**
❖ ইলমের জন্য 'ফানা ফিল উস্তাদ' জরুরী/১১১
❖ জীবন থেকে শিক্ষা/১১১
❖ সময়ের ভগ্নাংশগুলির হেফাযত করি/১১২
❖ আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা/১১২
❖ **তাঁদের প্রিয় কিতাব/১১৫**
❖ পূর্বকথা/১১৫
❖ কুরআন কারীম এই সূচির ঊর্ধ্বে/১১৬
❖ কুরআন অধ্যয়নের একটি সুন্দর নিয়ম/১১৬
❖ প্রকৃত মুহসিন কিতাব/১১৭
❖ কুরআনের সাথে সম্পর্ক/১১৮

Free @ www.e-iqra.weebly.com

❖ **তাঁদের প্রিয় কিতাব (২য় পর্ব)/১২১**

❖ মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী/১২১

❖ তাফসীরে ইবনে কাসীর/১২২

❖ তাফসীরে কাবীর/১২২

❖ তাফসীরে আবুছ ছাউদ/১২৩

❖ তাফসীরে কুরতুবী/১২৩

❖ রূহুল মাআনী/১২৪

❖ বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন/১২৫

❖ আরো চারটি তাফসীরগ্রন্থ সম্পর্কে হযরত বানুরী (রহ.)-এর মূল্যায়ন/১২৬

❖ **তাঁদের প্রিয় কিতাব (৩য় পর্ব)/১২৮**

❖ ইলাউস সুনান, কাইফিয়্যাত, উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, তাহরীকে শায়খুল হিন্দ/১২৮

❖ আকাবিরে দেওবন্দের উপর কিছু কিতাব/১২৮

❖ তাফসীরে মাজেদী (উর্দু), তাফসীরে মাজেদী (ইংরেজী), মাআরিফুস সুনান, ইয়াতিমাতুল বায়ান ফী শাইইম মিন উলূমিল কুরআন, নাফহাতুল আম্বার ফী হায়াতী ইমামিল আছর আশ-শাইখুল আনওয়ার/১২৯

❖ ফারান তাওহীদ সংখ্যা করাচী, পাকিস্তান/১৩০

❖ আপবীতী, মাঈনুল কুযাত ওয়াল মুফতীন, শরয়ী জাবিতায়ে দেওয়ানী/১৩১

❖ আদিলানা দিফা, আস-সিদ্দীক, ইরছুল ইয়াতীম নম্বর, হিফাযত ওয়া হুজ্জিয়াতে হাদীস, ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)-এর কিছু কিতাব/১৩২

❖ কওমী এসেম্বলী মে ইসলাম কা মারেকা, মানাযিলুল ইরফান ফী উলুমিল কুরআন, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর তাহকীক তা'লীককৃত কিছু গ্রন্থ, ফয়সালাকুন মুনাযারা/১৩৩

❖ কাদিয়ানী কেঁউ মুসলমান নেহী, হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর কিছু গ্রন্থ/১৩৪

❖ তুহফায়ে খাওয়াতীন, তাসহীলুল মীরাস/১৩৫

❖ **তালিবানে ইলমের প্রতি আকাবিরের কয়েকটি পয়গাম/১৩৭**

❖ পরিচ্ছন্নতায় কিছু অবহেলিত দিক/১৩৮

Free @ www.e-iqra.weebly.com

❖ একটি ঘটনা/১৩৮
❖ ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম/১৩৯
❖ আদবও সোহবতে থেকে শেখার বিষয়/১৪১
❖ আদবেরও 'সনদ' ছিল/১৪১
❖ আমাদের করণীয়/১৪৩
❖ **ইলমের জন্য চাই পিপাসা, কিছু প্রতিবন্ধক ভুল ধারণা/১৪৪**
❖ ইলম অন্বেষণের দ্বিতীয় পর্বকে ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করুন/১৪৪
❖ প্রথম ভুল ধারণা/১৪৫
❖ দ্বিতীয় ভুল ধারণা/১৪৫
❖ তৃতীয় ভুল ধারণা/১৪৬
❖ দরসী মুতালাআর বিভিন্ন পর্যায়/১৪৬
❖ চতুর্থ ভুল ধারণা/১৪৭
❖ পঞ্চম ভুল ধারণা/১৪৮
❖ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ইলম অন্বেষণ/১৪৯
❖ তাঁর একটি সুন্দর কথা/১৫০
❖ ষষ্ঠ ভুল ধারণা/১৫০
❖ 'তাখাসসুস'-এর উদ্দেশ্য/১৫১
❖ উপাধির জন্য 'তাখাসসুস' নয়/১৫২
❖ 'রিহ্‌লা' বা সফর/১৫৩
❖ **নতুন শিক্ষাবর্ষ– তালিবানে ইলমের জন্য আকাবিরের পয়গাম/১৫৪**
❖ প্রথম পয়গাম/১৫৪
❖ এই যুগের আকাবিরদের অবস্থা/১৫৫
❖ 'ছুটি নেওয়া' মানে উপস্থিত না থাকা/১৫৭
❖ অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি ও একটি আশ্চর্য ঘটনা/১৫৮
❖ দ্বিতীয় পয়গাম/১৫৯
❖ **এক মনীষীর অধ্যয়ন-নির্দেশিকা– হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর একটি সাক্ষাৎকার/১৬১**

Free @ www.eilm.weebly.com

❖ **সিহহত ও আফিয়াত তালিবে ইলমের মূলধন/১৭০**
❖ আফিয়াত, ঈমানের পর সবচেয়ে বড় নিয়ামত/১৭০
❖ স্বাস্থ্য সচেতনতার বিভিন্ন দিক/১৭১
❖ গুনাহ স্বাস্থ্য নষ্ট করে/১৭২
❖ মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দা. বা.)-এর নসীহত/১৭৩
❖ **মেরী ইলমী আওর মুতালাআতী যিন্দেগী/১৭৫**
❖ 'ফুতুহুশ শাম'-এর পারিবারিক তালীম ও এর প্রভাব/১৭৫
❖ 'মুসাদ্দাসে হালী'-এর পংক্তিগুলোতে চিত্রিত জাহিলিয়াতের অবক্ষয়ের ছবি/১৭৭
❖ উর্দূ সাহিত্যের পাঠশালায়/১৭৮
❖ মানসুরপুরীর 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' ও হৃদয়ে নবীপ্রেমের জোয়ার/১৭৮
❖ শিবলী মারহুমের রচনাবলীর সাথে পরিচয়/১৭৯
❖ আরো কিতাবের পাঠ ও সাহিত্য-চর্চার অংকুর/১৮০
❖ আরবী চর্চা ও একজন উস্তাযের অনন্য তালীমের স্মৃতিমালা/১৮২
❖ মুহাদ্দিস টোংকী (রহ.)-এর অনন্য দরসে হাদীস ও হাদীসের গ্রন্থাবলীর সাথে সখ্যতা/১৮৪
❖ শরহে মুসলিম-নববী ও ফাতহুল বারী/১৮৫
❖ তাকী উদ্দীন হেলালী ও আরবী সাহিত্যের নতুন পরিচয় এবং নেসাব নিয়ে তাঁর প্রস্তাবনা/১৮৬
❖ আমার আরবী পত্রিকা পাঠের শৈশব/১৮৮
❖ যদি সকল কিতাবপত্র থেকে মাহরূম করে দুটি মাত্র কিতাব রাখার অনুমতি মেলে তবে .../১৮৯
❖ কিয়ামুল লায়ল/১৯০
❖ তাফসীরে সূরা নূর ও আল জাওয়াবুল কাফী/১৯০
❖ যে কিতাব 'অবুঝ' বয়সে ইলম ও আহলে ইলমের আদব রক্ষায় অগাধ প্রেরণা যুগিয়েছে/১৯০
❖ আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের ঈমানদীপ্ত জীবনী পাঠ/১৯১
❖ তাসাওউফ-দর্শন পাঠের প্রভাব ও সতর্কতা/১৯২

Free @ www.eilm.weebly.com

❖ রায়বেরেলীর একটি কুতুবখানায় .../১৯২
❖ আরো কিছু কিতাব/১৯৩
❖ পাশ্চাত্যের মুখোশ উন্মোচনকারী গ্রন্থাবলী/১৯৩
❖ আহমদ আমীনের গ্রন্থাবলী ও একটি পর্যালোচনা/১৯৪
❖ মাওলানা আযাদের গ্রন্থাবলী/১৯৫
❖ তাফসীরে ওসমানীর মাহাত্ম্য/১৯৫
❖ খুতবাতে মাদরাছ/১৯৬
❖ মানাযির আহসান গিলানীর রচনাবলী/১৯৬
❖ হায়াতে জাবীদ, হায়াতে শিবলী/১৯৬
❖ 'নুযহাতুল খাওয়াতির' একটি অনন্য জ্ঞানকোষ/১৯৭
❖ ড. ইকবালের পংক্তিমালা এখনো রক্ত-কণিকায় শিহরণ জাগায়/১৯৭
❖ আয়তনে ছোট ও মূল্যে বড় পুস্তিকা/১৯৮
❖ কিছু 'মাকতুবাত' অধ্যয়ন/১৯৯
❖ 'ইযালাতুল খাফা' ও 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'/২০০
❖ 'সিরাতে মুস্তাকীম' তাসাওউফের রচনা সম্ভারে একটি বিপ্লবী ও ব্যতিক্রমী রচনা/২০১
❖ কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন ও এর মর্ম উদ্ধারে দুটি স্বভাবজাত পন্থা/২০২
❖ প্রশান্তি শুধু কুরআনেই/২০৩

❖ ছাত্রদের প্রতি বাইতে উম্মে হানী থেকে/২০৫

❖ আমলের গুরুত্ব নির্ণিত হয় শুধু ছওয়াবের বিবেচনায় নয়, উপকারিতা ও ফলাফলের বিচারেও/২০৬
❖ মা'ছুর দুআর উপকারিতা/২০৭
❖ আখলাক দুরস্ত করা ফরজ না মুস্তাহাব/২০৮

❖ পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া কোনো বড় কাজ সম্ভব হয় না/২০৯

❖ আকাবিরদের কাজ ছিল পরিকল্পনা মাফিক/২১০

❖ সহায়ক ও পরিপূরক অধ্যয়ন : গ্রন্থ নির্বাচনের একটি মানদণ্ড থাকা উচিত/২১২

❖ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আদব : কেউ কি এই আদর্শ গ্রহণ করব/২১৪

❖ বড়দের ছায়ায় থেকে কাজ করতে অনীহা/২১৫
❖ সালাফের অনুসৃত পথ/২১৬

Free © www.eUmmah.weebly.com

❖ **তালিবানে ইলমে নবুওয়তের প্রতি কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/২১৮**
❖ ব্যক্তিগত সংশোধন ও উন্নতির চিন্তা এবং এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে গ্রহণীয় পদক্ষেপসমূহ/২১৮
❖ ক. আকীদাগত দিক/২১৯
❖ খ. আমলগত দিক/২২০
❖ গ. হুকুক আদায় করা এবং লেনদেনে স্বচ্ছতা/২২১
❖ ঘ. তাযকিয়ায়ে নফস ও অন্তরের পরিশুদ্ধি/২২২
❖ ঙ. আকাবির ও আসলাফের মেযাজের অনুসরণ/২২৩
❖ চ. আদাবে মুআশারা ও আখলাকে জাহেরার সংশোধন/২২৪
❖ ছ. ইলমের পরিপক্কতা ও 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' অর্জন/২২৭
❖ (জ) তায়াক্কুয ও যুগসচেতনতা/২৩১
❖ রুসূখ ফিল ইলম ও তাফাক্কুহ অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি/২৩২
❖ দাওয়াত-প্রসঙ্গ/২৩২
❖ তাদরীস-প্রসঙ্গ/২৩৩
❖ তাসনীফ-প্রসঙ্গ/২৩৭
❖ একটি জরুরি কথা/২৪৩
❖ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/২৪৩
❖ **এখন থেকেই যত্নবান হোন/২৪৭**
১. নিযামুল আওকাত/২৪৭
২. কুররাসাতুল ফাওয়াইদ (নোটখাতা)/২৪৮
৩. রোজনামচা/২৪৯
৪. 'ভালো ছাত্র' এর মর্ম বুঝুন/২৪৯
৫. সময়ের মূল্য দিন/২৫০
৬. তাকওয়া-পরহেজগারীর প্রতি মনোযোগী হোন/২৫০
৭. ইলমের জন্য প্রতিবন্ধক বিষয় থেকে দূরে থাকুন/২৫০
৮. প্রথম জামাত থেকেই মেহনত করে পড়ুন/২৫০
৯. শুদ্ধ বলা ও শুদ্ধ লেখার বিষয়ে মনোযোগী হোন/২৫১
১০. নিজের যোগ্যতা যাচাই করতে থাকুন/২৫২

Free @ www.eqiin.weebly.com

❖ একটি অভিজ্ঞতা/২৫২
১১. বুযুর্গদের সোহবত গ্রহণ করুন/২৫৪
❖ **কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের প্রতি/২৫৫**
❖ মাসতূরাত-এর পর্দারক্ষা/২৫৫
❖ দ্বীন ও দুনিয়ার বিভাজন/২৫৬
❖ তারুণ্যের দায়িত্ব/২৫৬
❖ প্রথম দুর্বলতা– সালাফে সালেহীনের প্রতি অনাস্থা/২৫৮
❖ দ্বিতীয় দুর্বলতা– পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণ/২৬০
❖ **তালিবানে ইলমে নবুওয়তের প্রতি কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/২৬৩**
❖ **পিতৃত্বের ছায়া/২৭০**
❖ **দ্বীনী মাদরাসাসমূহের মজলুমানা হালত : তলাবায়ে কেরামের দায়িত্ব/২৭৩**
❖ **দ্বীনী কাজে খাশইয়াত ও হিকমতের প্রয়োজনীয়তা/২৭৯**
❖ **ওয়ালিদ ছাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মাদারে ইলমীর উদ্দেশে কয়েক ঘণ্টার সফর/২৮৯**
❖ **হযরত মাওলানা সরফরায খান ছফদর (রহ.)-এর তাসানীফের তালিকা/২৯৩**
❖ **শিক্ষাবর্ষের শুরু : তালিবে ইলম ভাইদের প্রতি কিছু অনুরোধ/২৯৮**
❖ **তালিবে ইলমের আত্মমর্যাদা/৩০১**
❖ **তলাবায়ে কেরাম সাবধান হোন, আপনাকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে/৩০৯**
❖ **তলাবায়ে কেরাম 'তালিবে ইলম' হয়ে যান/৩১২**
❖ **সম্ভাবনা ও ফলাফল/৩১৫**
❖ শয়তানের হাতিয়ার/৩১৬
❖ চিন্তার সূত্র/৩১৬
❖ সময়ের হিসাব/৩১৭
❖ সাধনা ও ক্ষেত্র/৩১৯
❖ **ইলমে দ্বীন থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ/৩২১**
❖ **ইলমী নিমগ্নতা : সে যুগে এ যুগে/৩২৬**
❖ **'মাকে সন্তুষ্ট কর, দুনিয়া-আখেরাতের কোথাও তুমি আটকাবে না'/৩৩০**

Free @ www.eqlim.weebly.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

❖ হেদায়া ঃ সহায়ক গ্রন্থ ও মুতালাআ-পদ্ধতি/৩৩৭
❖ হেদায়াকে যুগের সাথে মিলিয়ে পড়া/৩৩৯
❖ সীমিত সময়ে অধ্যয়নের সহজ পদ্ধতি/৩৪০
❖ সরফ আয়ত্ত করার উপায়/৩৪০
❖ দাওরায়ে হাদীসে উলূমুল হাদীসের প্রাথমিক মুতাআলা/৩৪০
❖ তিরমিযীর حسن صحيح /৩৪২
❖ بعض منتحلى الحديث দ্বারা কে উদ্দেশ্য/৩৪৩
❖ জালালাইন সম্পর্কীয় কিছু তথ্য ও মুতালাআর নিয়ম/৩৪৪
❖ 'আকীদা' সংক্রান্ত পড়াশোনা ও বাতেলের ভ্রান্তি নিরসন প্রসঙ্গ/৩৪৬
❖ 'আরবী' লিখতে ও বলতে পারব কীভাবে/৩৪৭
❖ হাদীসের আলোকে নামাযের মাসনুনের কিতাব/৩৪৮
❖ হেদায়া ঃ 'শুফআ' অধ্যায় ও প্রচলিত জমি-জমা আইনের তুলনামূলক অধ্যয়ন/৩৪৯
❖ হেদায়া ঃ উসুলে ফিকহের আলোকে অধ্যয়নে সমস্যা প্রসঙ্গ/৩৫০
❖ পড়ালেখায় অমনোযোগিতা/৩৫১
❖ প্রসঙ্গ ঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আরবাঈনাত/৩৫১
❖ দাওরা হাদীসের কিতাবের শুরুহ ও মুতালাআর পন্থা/৩৫৩
❖ কয়েক হাজার হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত কিছু কিতাবের নাম/৩৫৫
❖ শরহে জামীর হাসেল মাহসুল/৩৫৬
❖ কাওমী ছাত্রদের হীনম্মন্যতার রোগ ও প্রতিকার/৩৫৬
❖ জালালাইনের একটি টীকা প্রসঙ্গ/৩৫৮
❖ একটি মানসিক পেরেশানী/৩৫৮
❖ নববী পূর্ব যুগের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ/৩৫৯
❖ আল-কাউসারে একাধিক কিতাবের উদ্ধৃতি দেয়া হয় কেন/৩৫৯
❖ আল-কাউসারে হাওয়ালার প্রতি গুরুত্বারোপের কারণ/৩৬০
❖ আরবী বলা ও লিখার যোগ্যতা অর্জনে করণীয়/৩৬১
❖ আরবী প্রবন্ধ লিখতে পারি না/৩৬১
❖ আরবী শিখতে গিয়ে আমাদের প্রান্তিকতা/৩৬২

Free@www.eilm.weebly.com

❖ আরবী ভাষা কীভাবে শিখব/৩৬৩
❖ বৃদ্ধ বয়সে ইলম অর্জন/৩৬৩
❖ দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় মুতালাআ ছাত্রীদের করণীয়/৩৬৩
❖ নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলা/৩৬৪
❖ ছাত্রাবস্থায় তাবলীগে যাওয়া/৩৬৫
❖ আলেমদের জন্য তাবলীগে 'সাল' লাগানো/৩৬৫
❖ কম সময়ে সব দরসী কিতাব মুতালাআ/৩৬৬
❖ মেশকাতের বাংলা অনুবাদ ও অনুবাদক প্রসঙ্গ/৩৬৭
❖ মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষার পথ ও পদ্ধতি/৩৬৭
❖ ফেকহী মাসায়িল : নিছবত ও দলীল/৩৬৮
❖ ফিকহে হানাফির মাসায়েল ও দালায়েল সম্পর্কে কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কথা/৩৬৮
❖ 'কুত্‌বী', 'মায়বুযী' ইত্যাদি পড়া ব্যতীত হক্কানী রব্বানী আলেম হওয়া যাবে কি/৩৭১
❖ فعول এর অর্থ নির্ণয়ে সমস্যা/৩৭৩
❖ ছেলেকে মাদরাসায় দিতে চাই, কিন্তু ওখানে যে বাংলা-ইংরেজী নেই/৩৭৪
❖ হেদায়ায় 'মুফতাবিহী কওল' নির্ণয়ে সমস্যা/৩৭৪
❖ 'মুফতাবিহী' মত নির্ধারণে একটি উসুল/৩৭৫
❖ 'নুখবা'র সাথে মুতালাআর উপযোগী ক'টি কিতাব/৩৭৬
❖ ফিকহে 'মাহারাত' অর্জনে করণীয়/৩৭৬
❖ সম-সাময়িক মাসায়েলের উপর রচিত কিতাব/৩৭৮
❖ হাদীসের কিতাবসমূহের 'দ্বিতীয়' খণ্ড দরস দানের পদ্ধতি/৩৭৮
❖ হাদীসের দরস দানের কয়েকটি পদ্ধতি/৩৭৮
❖ طريق التعمق কখনো আকাবিরের রীতি ছিল না/৩৭৮
❖ طريق السرد এর পরিচয়/৩৭৮
❖ طريق البحث এর পরিচয়/৩৭৯
❖ দ্বিতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহের শরহ জানার জন্য করণীয় ও সহায়ক গ্রন্থ/৩৮০
❖ তাদরীসী যিন্দেগী যখন শুরু/৩৮২
❖ আদর্শ শিক্ষক হতে হলে/৩৮২

Free © www.e-iqra.bd.com

❖ তালীম তারবিয়ত এর রীতি-নীতি বিষয়ক কিছু কিতাব/৩৮২
❖ আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এ সংক্রান্ত বারটি অপরিহার্য উসূল ও আদাব/৩৮৩–৩৮৭
❖ রোযার ছুটিতে চিল্লায় সময় লাগানো/৩৮৮
❖ 'তাইসীর' না পড়ে 'মিজানে' ভর্তি হওয়া/৩৮৮
❖ 'ছুটি' কীভাবে কাটাবো? গাফলত দূর হবে কীভাবে/৩৮৯
❖ কাফিয়া শরহেজামী একসাথে পড়া/৩৮৯
❖ ইবারত পড়তে না পারার সমস্যা/৩৮৯
❖ মিশকাত, শরহে নুখবা ও শরহে আকাঈদ পড়ার পদ্ধতি/৩৯০
❖ হাদীসের কিছু অনুদিত সংকলন/৩৯৫
❖ দায়িত্বের ঝামেলায় মুতালাআর পদ্ধতি/৩৯৫
❖ লিখা ও বলার দুর্বলতা নিয়ে পেরেশানী/৩৯৬
❖ পারিবারিক প্রতিকূলতা/৩৯৭
❖ বিষয় বা মনীষীভিত্তিক গ্রন্থাবলীর উপর স্বতন্ত্র কিতাব/৩৯৮
❖ খুতবার উপকারী কিতাব/৩৯৮
❖ উসুলে ফিকহ বিষয়ের সহজ ও উপকারী কিতাব/৩৯৯
❖ তাফসীরে বায়যাবী/৩৯৯
❖ আধুনিক মাসআলায় ফিকহের কিতাব/৪০০
❖ 'উসুলে হাদীস ও তাফসীরের সহজ ও ফন্নী কিতাব'/৪০০
❖ তাফসীরে জালালাইন/৪০১
❖ 'ফাতহুল কাদীর' ও তৎসংশ্লিষ্ট কিতাবাদির পরিচিতি ও মুতালাআ পদ্ধতি/৪০২
❖ আলিয়ায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মেশকাত-জালালাইন একত্রে পড়া/৪০৫
❖ বয়স, শ্রেণী ও মেধা অনুপাতে মুতালাআযোগ্য কিতাবাদি/৪০৬
❖ সাধারণ শিক্ষিতদের দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া/৪০৬
❖ ভাবার্থ বুঝার পর ইবারতের অর্থ তুলতে অক্ষমতা/৪০৭
❖ 'মুতালাআ' কী, কেন ও কীভাবে/৪০৮
❖ حاسبوا قبل ان تحاسبوا এটি হাদীস না উক্তি/৪০৯
❖ ওসমানী সালতানাতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থ/৪০৯
❖ 'হেদায়া'র একটি টীকার অনুবাদ/৪১০

Free © www.eilm.weebly.com

❖ লাখনোভী (রহ.)-এর জীবনী উৎস/৪১০
❖ জালালাইনে একই শব্দের ব্যাখ্যায় দৃশ্যমান ভিন্নতা/৪১১
❖ হাশিয়ার শেষে ১২ সংখ্যার অর্থ/৪১১
❖ হেদায়া ৩য় খণ্ডের একটি ইবারত/৪১১
❖ ফুনূনাতে আলিয়ার পড়াশোনা/৪১২
❖ মানতিকে উচ্চজ্ঞান লাভে সময় দেবো না কুরআন-হাদীসে/৪১৩
❖ উলূমুল হাদীসের প্রাথমিক পড়াশোনা/৪১৪
❖ মুসলিম ২য় খণ্ডের পাঠদান পদ্ধতি/৪১৫
❖ 'শাহেদ' ও 'মুতাবি' সংক্রান্ত দুটি প্রশ্নোত্তর/৪১৫
❖ তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের মধ্যে কোনটি অধিক প্রয়োজনীয়/৪১৬
❖ বয়স বেশি অথচ নাহবেমীর পড়ি, কীভাবে মেহনত করতে পারি/৪১৮
❖ নসীহত লাভের জন্য 'পান্দেনামা' পড়বো কি/৪১৯
❖ শরহে বেকায়ার জন্য উর্দূ 'সিকায়া' ও 'দিরায়া' ইত্যাদি পড়বো কি/৪১৯
❖ তাদরীসি জীবনে দরকারী দুটি প্রশ্ন/৪২০
❖ 'নুখবা' ও 'মুকাদ্দিমাতুশ শায়খ'কে সমন্বয় করে পড়ার পদ্ধতি/৪২১
❖ সুফীদের হাদীস কি অগ্রহণযোগ্য/৪২২
❖ সাহিত্য চর্চা, বক্তৃতা ও লেখনীতে সমস্যা এবং উত্তরণের উপায়/৪২৪
❖ 'জালালাইন কালাঁ' অর্থ কী/৪২৪
❖ আরবী 'মুকালামা'র পদ্ধতি/৪২৫
❖ 'কওলে বদী' ও এর লেখক প্রসঙ্গ/৪২৫
❖ এটি কি হাদীস নয়/৪২৬
❖ 'কুদুরী' ও 'উসুলুশ শাশী'র সহায়ক কিতাবসমূহ/৪২৬
❖ সময়ে বরকত পেতে কী করতে পারি/৪২৭
❖ তালিবে ইলমদের জন্য 'আল-কাউসার' পড়া কেমন/৪২৭
❖ 'নুরুল আনওয়ার' এর সাথে আর কোন কিতাব পড়া যায়/৪২৮
❖ দুটি হাদীস একটি প্রশ্ন/৪২৯
❖ কাদরিয়া ও তেহাত্তর ফেরকা সংক্রান্ত দুই হাদীসের ক্ষেত্রে মাওলানা শিবলীর পদস্খলন/৪৩০
❖ নাহু বুঝি কিন্তু সরফ বুঝি না কীভাবে আরবী বলতে পারব কুরআন-হাদীস বুঝতে পারব/৪৩০
❖ احبوا العرب لثلاث রেওয়ায়াতটির হুকুম/৪৩১

Free @ www.e-iqra.weebly.com

❖ ‘নোট’ কি ক্ষতিকর? নোট ছাড়া সবক আয়ত্ত করব কীভাবে/৪৩১
❖ ‘মীযান’ কীভাবে বুঝবো? উর্দূ পড়বো কীভাবে? পড়ি, মনে থাকে না/৪৩২
❖ আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন ও আখলাক বিষয়ে কিছু কিতাব/৪৩৩
❖ আয়াতুল আহকাম সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত কিছু কিতাব/৪৩৪
❖ লেখাপড়া ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে.../৪৩৪
❖ ‘কিতাবী ইস্তিদাদ’ অর্জিত হবে কীভাবে/৪৩৫
❖ দরসে কিতাব বুঝি; পরীক্ষায় ভাল করি, কিন্তু নিয়মিত মুতালাআ করি না/৪৩৬
❖ আকাবিরের মুতালাআ কি দরসী কিতাবেই সীমিত ছিল/৪৩৭
❖ কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত/৪৩৭
❖ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.) জীবনী জানতে চাই, কয়েকটি নসীহত কাম্য/৪৩৯
❖ সবচেয়ে কম ও বেশী হাদীসের রাবী সাহাবীর নাম কী/৪৪০
❖ বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ/৪৪১
❖ ‘ইতহাফ’ কার কিতাব, কেমন কিতাব/৪৪১
❖ ‘ইবনু আমীরিল হাজ্জ’ ও তাঁর মাদখালের পরিচিতি জানতে চাই/৪৪১
❖ উসুলুশ শাশীর রচয়িতা কে? এটি এবং কুদুরী কিভাবে পড়ব/৪৪২
❖ উসুলুশ শাশী-এর রচয়িতা সম্পর্কে কিছু কথা/৪৪৩
❖ নাহবেমীর জামাতে পড়ি, কিন্তু ‘সীগা’ সঠিকভাবে বলতে পারি না/৪৪৪
❖ উসুলুশ শাশী বুঝার জন্য কী শরহ দেখব/৪৪৫
❖ ‘হেদায়া’ ৩য় খণ্ডের জন্য কিছু বাংলা কিতাবের নাম জানতে চাই/৪৪৫
❖ লেখা ও বলার অক্ষমতা নিয়ে আরেকটি পেরেশানী/৪৪৬
❖ সাধারণ আরবী ও কুরআনের ‘রসমুল খাত’ এ পার্থক্যের কারণ/৪৪৮
❖ হক আদায় করে কিতাব পড়া/৪৪৮
❖ সুনানের যয়ীফ হাদীসগুলো চেনার উপায়/৪৪৯
❖ মুজতাহিদ আলেম হতে করণীয়/৪৫০
❖ কোন নেসাব বেশী উপযোগী/৪৫০
❖ হেদায়াতুন নাহু ও বোস্তাঁর মুতালাআযোগ্য শরহ/৪৫১
❖ লেখক হতে কোন পত্রিকায় লেখা উপযোগী হবে/৪৫২
❖ মাসআলা মনে রাখতে পারি না/৪৫২

Free @ www.eilm.weebly.com

❖ উর্দূ-বাংলা নোট বা শরহের উপকারিতা ও অপকারিতা/৪৫৩
❖ মুখতারাত পড়ার পদ্ধতি/৪৫৪
❖ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা নিয়ে তিনটি প্রশ্ন/৪৫৫
❖ তাসাওউফ নিয়ে একটি প্রশ্নোত্তর/৪৫৭
❖ ইবারত বিশুদ্ধকরণে একটি সমস্যা ও পরামর্শ/৪৫৮
❖ বে-নামাযী মুসলিম ভাইদের নিয়ে করণীয়/৪৫৮
❖ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা বিষয়ে রচিত কিছু গ্রন্থ/৪৫৯
❖ সবকে অমনোযোগিতা ও এর প্রতিকার/৪৬১
❖ সময়ের স্বল্পতার পরও সব কিতাব কীভাবে মুতালাআ করা যায়/৪৬২
❖ আরবীতে পরীক্ষার উত্তরপত্র লিখতে করণীয়/৪৬২
❖ প্রাচ্যবিদ ও তাদের গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য/৪৬৩
❖ মাসতুরাতের মাঝে কাজ করতে ভাষা-দক্ষতা অর্জন/৪৬৪
❖ পড়ালেখার ফাঁকে কাব্যচর্চায় সময় ব্যয়/৪৬৫
❖ জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বীনি ইলম অর্জনের পথ ও পদ্ধতি/৪৬৭
❖ 'ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার' বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব/৪৬৮
❖ হেদায়া'র দলীলগুলো মুসান্নিফের নিজের নাকি পূর্ববর্তী ইমামদের/৪৭০
❖ 'হেদায়া'র হাদীস ও ইলমে হাদীসে ছাহিবে হেদায়ার মাকাম/৪৭১
❖ ইলমে হাদীসে ছাহিবে হিদায়ার মাকাম/৪৭২
❖ হিদায়ার হাদীস সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা/৪৭৫
❖ হাশিয়ায়ে হিদায়া, তাখরীজে হিদায়া/৪৭৫
❖ ইমাম মুসলিমের তাবাকাতে ছালাছা/৪৭৭
❖ কুরআনের দুটি শব্দের 'ইরাব' প্রসঙ্গ/৪৭৮
❖ 'হাম্মাম' ও 'বায়তুল খালা'র মাঝে পার্থক্য/৪৭৯
❖ সীরাতে হালাবিয়ার গ্রহণযোগ্যতা/৪৮০
❖ আল 'কামিল' ও 'আর রাহীকুল মাখতুম' এর নির্ভরযোগ্যতা/৪৮০
❖ দাড়ি সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর/৪৮১
❖ মানতিকের 'মিরকাত' কিতাবটি কীভাবে বুঝব/৪৮৩
❖ 'শরহে বেকায়া' 'নুরুল আনওয়ার' ও এর পাঠদান-পদ্ধতি/৪৮৪
❖ কিতাবে 'যায়েদ' 'আমর' এর উদাহরণ-প্রবলতার কারণ কী/৪৮৭
❖ হানাফী ছাড়া অন্য মাযহাবের মাসআলাগুলো কি বাতেল বা অনুত্তম/৪৮৮

Free © www.e-iqra.weebly.com

❖ 'রওযাতুল আদব'/৪৮৮
❖ মাফহুমে মুখালিফ এর হুজ্জিয়ত/৪৮৯
❖ হেদায়ার হাদীস/৪৯১
❖ হেদায়া ও অন্য কিতাবের কয়টি শরহ মুতালাআ করবো/৪৯২
❖ অন্য মাযহাবের তুলনায় শাফেয়ী মাযহাবের মুকারানা আধিক্যের কারণ/৪৯২
❖ হিদায়ার জন্য 'জামে সগীরে'র মতন চয়নের কারণ/৪৯৩
❖ হেদায়ার হাদীস নিয়ে আরেকটি সংশয়/৪৯৩
❖ বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনে করণীয়/৪৯৫
❖ পারিবারিক দ্বীনি তালিমের জন্য করণীয়/৪৯৫
❖ তাহাজ্জুদের প্রতিবন্ধক/৪৯৬
❖ কিছু 'আখলাকে রাযীলা' থেকে মুক্তির উপায়/৪৯৭
❖ সুন্দর হস্তলিপি অর্জনে করণীয়/৪৯৮
❖ তলবহীন ছাত্রজীবন শেষে তাদরীসের জীবনে করণীয়/৫০০
❖ কওমী মাদরাসার নেছাব সংস্কার নিয়ে দুটি প্রশ্ন/৫০১
❖ মীযান পড়ার পরও সরফে দুর্বলতা/৫০৩
❖ ইফতার পড়াশোনা ও তামরীন সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম/৫০৩
❖ 'খাসিয়াতে আবওয়াব'/৫০৫
❖ 'বাকুরা' ও 'রওযা'র উপযোগিতা/৫০৭
❖ বাবা-মা কওমী মাদরাসায় পড়াতে আগ্রহী নয়/৫০৮
❖ জিহাদ, তাবলীগ ও রাজনীতি সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর/৫০৮
❖ 'মুতাকাদ্দিমীন' ও 'মুতাআখখিরীন' কারা/৫০৯
❖ বাবার টাকায় কেনা কিতাবে অপর ভাইদের হক প্রসঙ্গ/৫১০
❖ ইবারত সহীহ করার জন্য তামরীনের পদ্ধতি/৫১০
❖ উসুলুশ শাশী বুঝতে করণীয়/৫১১
❖ হেদায়ার বিভিন্ন নুসখা ও সংস্করণ/৫১১
❖ 'মাযী'র নফীতে 'মা' ও 'মুজারে'র নফীতে 'লা' প্রসঙ্গ/৫১২
❖ আরবীতে পারদর্শিতা অর্জন/৫১৪

Free@www.eilmweb.com

❖ মুতালাআ করলে বুঝি না/৫১৪
❖ স্মরণশক্তির দুর্বলতা/৫১৫
❖ সোহবত অর্জনের পদ্ধতি/৫১৫
❖ মনোযোগিতার অভাব/৫১৬
❖ ফার্সী ও ইংরেজী কোনটির গুরুত্ব বেশী/৫১৭
❖ বিভিন্ন বিষয়ের কিছু কিতাব/৫১৮
❖ মুখতারাত পড়তে গিয়ে একটি সমস্যা ও পরামর্শ/৫২০
❖ আরবীতে উত্তরপত্র লিখতে কিছু সমস্যা/৫২০
❖ অর্থ শুনে কুরআনের আয়াত বলতে অক্ষমতা/৫২১
❖ ব্যক্তিগত পাঠাগার গঠনে করণীয়/৫২১
❖ সীরাত সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর/৫২৩
❖ আরবী শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ/৫২৪
❖ জামাতে ছাত্র কম হওয়ায় হতাশা/৫২৫
❖ ইলমে হাদীসে দক্ষতা অর্জন/৫২৫
❖ মিশকাত জামাতের কিতাবসমূহ কীভাবে পড়বো/৫২৬
❖ মানতিক নিয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর/৫২৬
❖ তাহকীকের মাদ্দা কম/৫২৭
❖ অনেক আরব আলেমের মুখে যে দাড়ি নেই.../৫২৮
❖ হেদায়াতুন নাহুর কয়েকটি মাসআলা/৫৩২
❖ জিহাদ সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর/৫৩৪
❖ জিহাদের আয়াত ও হাদীসকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহার প্রসঙ্গ/৫৩৪
❖ তাবলীগ জামাতের দ্বারা কি সুলুক ও তাযকিয়ার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়/৫৩৬
❖ একসঙ্গে এত বিষয় কীভাবে পড়বো/৫৩৯
❖ অর্থনীতি বুঝি না/৫৪০
❖ তরজমা ছাড়া ইবারত পড়তে পারি না/৫৪১
❖ লেখাপড়ায় আগ্রহ কম/৫৪১
❖ ইবারত পড়তে পারি অর্থ করতে পারি না/৫৪২

Free@www.eilm.weebly.com

❖ 'আলকাত্তান' ও 'ইবনুল কাত্তান'/৫৪৩
❖ রমযানের দীর্ঘ বিরতিতে ছাত্রদের করণীয়/৫৪৩
❖ দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রের দু'টি প্রশ্ন/৫৪৪
❖ শামায়েলে তিরমিযীর ভাল শরাহ কোনটি/৫৪৪
❖ তহাভী ও তাহতাভী এক না ভিন্ন/৫৪৪
❖ বাংলা নোট দেখে মুতালাআ/৫৪৫
❖ দুটি তারকীবের সমাধান/৫৪৬
❖ পড়ালেখা নিয়ে মানসিক অস্থিরতা/৫৪৭
❖ নিয়মিত রোযনামচা লেখা প্রসঙ্গ/৫৪৭
❖ নবীজীর সুন্নত বিষয়ক গ্রন্থ/৫৪৯
❖ আবু হানীফা ও আলী নদভীর জীবনীগ্রন্থ/৫৪৯
❖ ভারতবর্ষের মুসলমানদের ইতিহাস বিষয়ক বই/৫৫০
❖ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের আদব ও ফিকহের ইযাফি মুতালাআ/৫৫০
❖ সীরাতের প্রাথমিক মুতালাআ/৫৫১
❖ শিশুসাহিত্যের আরবী কিতাব পড়বো কি/৫৫১
❖ তারীখ, ই'রাবুল কুরআন ও মুফরাদাতুল কুরআন বিষয়ক কিছু বই/৫৫২
❖ কাফিয়া জামাতের শিক্ষার্থীদের জন্য/৫৫৩
❖ পড়া মনে রাখার উপায়/৫৫৪
❖ মেশকাত জামাতের শিক্ষার্থীদের করণীয়/৫৫৪
❖ ইলমে নাহুতে দুর্বলতা/৫৫৫
❖ পড়ালেখায় মন বসে না/৫৫৬
❖ মুতালাআয় মন বসাতে পারি না/৫৫৬
❖ শুরূহু কুতুবিল হাদীস কীভাবে মুতালাআ করবো/৫৫৭
❖ হিদায়াতুন নাহুর মুসান্নিফ কে/৫৫৮
❖ মিযান ও নাহবেমীর-এর ইবারত কি মুখস্থ করবো/৫৫৯
❖ তাফসীরুল কুরআনের সুনির্দিষ্ট কিছু কিতাব/৫৬০
❖ ছোটদের তারবিয়ত/৫৬১
❖ ইবারত বুঝি, আলোচনা উদ্ধার করতে পারি না/৫৬২

Free @ www.eilm.weebly.com

❖ এই খুতবাটি নিছক খুতবা হিসেবে পাঠ করা যাবে কি না/৫৬৪
❖ ইংরেজী ভাষায় কিছু দ্বীনী বই/৫৬৫
❖ উসূলে ফিকহের মুতালাআ/৫৬৭
❖ ইতিহাসখ্যাত চারজন মনীষীর জীবনী/৫৬৭
❖ 'আন্‌নাওয়াদিরুস্ সুলতানিয়া' ইতিহাসগ্রন্থটি কোথায় পাওয়া যাবে/৫৬৯
❖ 'শরহে জামী'র ছাত্রদের করণীয়/৫৭০
❖ ইরাবুল কুরআনের সহজ কিতাব/৫৭২
❖ ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কিত একটি ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই/৫৭২
❖ জালালাইনের হাশিয়া ও হাশিয়াতুস সবী প্রসঙ্গে/৫৭৪
❖ নবীদের ঘটনা ও তাদের নসব সম্পর্কে কিতাব/৫৭৫
❖ ঈমান : নবীগণের প্রতি না রাসূলদের প্রতি/৫৭৫
❖ ওয়ালাকাদ ইয়াস্‌সারনাল কুরআন/৫৭৬
❖ নাহব, ছরফ ও আরবী ইবারতে দুর্বলতা প্রসঙ্গে/৫৭৭
❖ সীরত ও সাওয়ানেহের কিছু কিতাব/৫৭৮
❖ বানান ঠিক করব কিভাবে/৫৭৯
❖ হেদায়ার সবচেয়ে জামে শরাহ/৫৭৯
❖ হেদায়া এবং আসরী মাসায়েল ও ইসতিলাহাত/৫৭৯
❖ একটি হাদীসের তাখরীজ/৫৮১
❖ নাসবুর রায়ার হাদীসসমূহের মান/৫৮১
❖ গাফলতের ঘুমের এলাজ প্রসঙ্গ/৫৮২
❖ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর আফকার সম্পর্কে কিছু কিতাব/৫৮৪
❖ পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টিকারী কিছু রেসালা/৫৮৫
❖ বড়ৌ কা বাচপন/৫৮৫
❖ ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কা'বাইন/৫৮৬
❖ আল মাদখাল ও আছারুল হাদীসের একটি হাওয়ালা প্রসঙ্গ/৫৮৬
❖ উলূমুল হাদীসের মুতালাআ কিভাবে শুরু করব/৫৮৭

Free @www.allfreebook.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

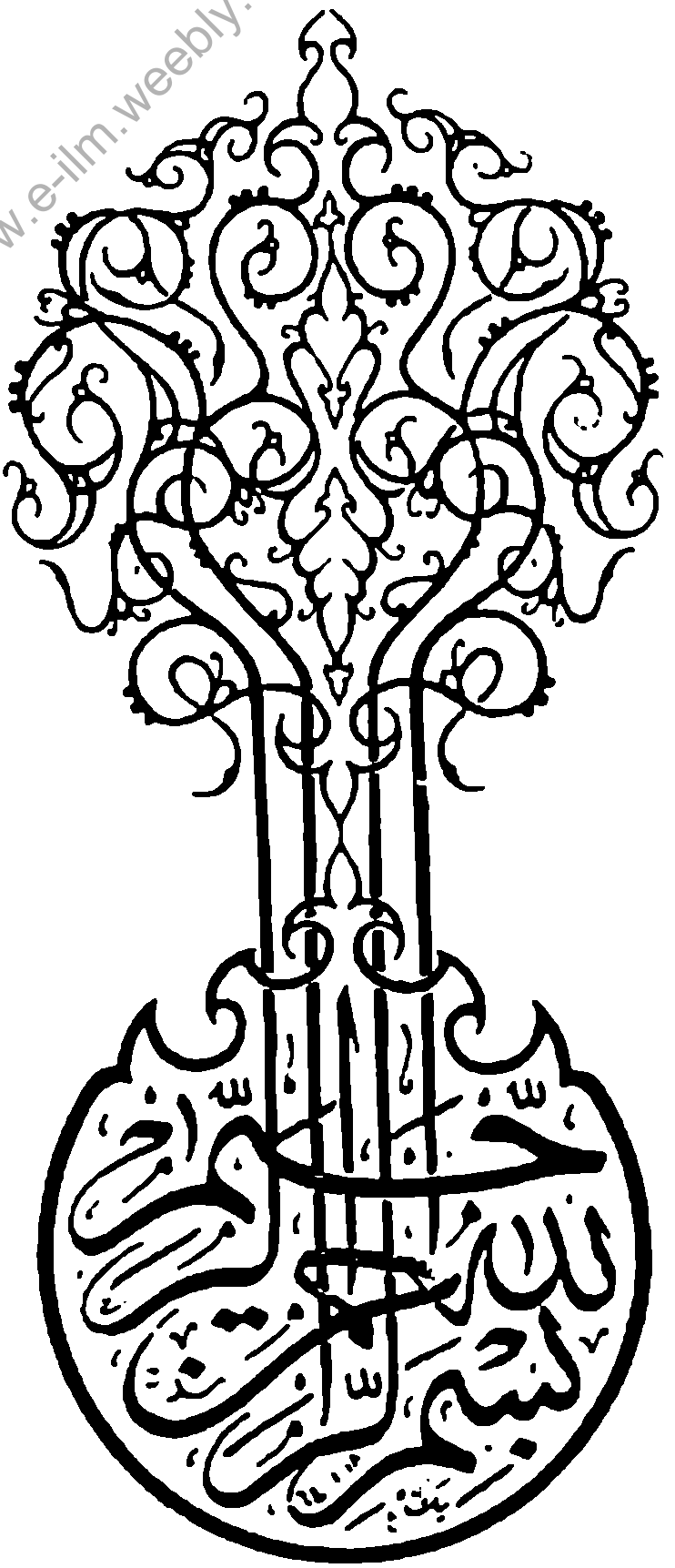

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بسم الله الرحمن الرحيم

তালিবানে ইলমে নবুওয়তের প্রতি

এখনো আমরা একটি নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুভাগেই রয়েছি। একজন মুখলিস, মুত্তাবিয়ে সুন্নত ও সচেতন তালিবে ইলমের কাজ হওয়া উচিত– সালানা ইমতেহানের পরই আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রস্তুতি শুরু করা। শাওয়ালে মাদরাসা খোলার পর নতুন শ্রেণীতে যেসব বিষয় ও যেসব কিতাবের সবক শুরু হবে, সেসব বিষয় ও কিতাবের প্রাথমিক ও প্রস্তুতিমূলক আলোচনা নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহ থেকে অধ্যয়ন আরম্ভ করা।

Free @ www.eilm.weebly.com

তালিবে ইলমের দৈনন্দিন করণীয়

সবক শুরু হলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগামী সবক মুতালাআ করা, নিয়মিত দরসে উপস্থিতি, দরস সমাপ্ত হওয়ার পর তাকরার করা এবং উস্তাদে মুহতারামের দেওয়া কাজগুলো যত্নসহকারে করা ইত্যাদি একজন তালিবে ইলমের জরুরি দায়িত্ব। এসব কাজ ছাড়াও একজন উচ্চাভিলাষী সচেতন তালিবে ইলমকে আরো কিছু কাজ করতে হয়। যথা ঃ

১. নির্বাচিত শুরূহ ও হাওয়াশী মুতালাআ করা।
২. নেসাবী কিতাবসমূহের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ও মাবাহেসের উপর লিখিত স্বতন্ত্র ও মানসম্পন্ন রচনাবলির সন্ধান নিয়ে তা অধ্যয়ন করা।
৩. গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী নোট করা।
৪. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তাকরার ও পারস্পরিক মুযাকারার মাধ্যমে আত্মস্থ করা।
৫. প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং হস্তলিপি স্পষ্ট ও সুন্দর করার চেষ্টা করা।
৬. পূর্ণ দ্বীনের সঠিক ধারণা লাভ করার জন্য এবং তারবিয়ত ও তাযকিয়ার জন্য আকাবির ও আসলাফের রচনাবলি পাঠ করা।
৭. নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত এবং কিছু কিছু নফল আমল ও যিকির-আযকারের অভ্যাস গড়ে তোলা।

Free © www.eilm.weebly.com

৮. আদাবে মুআশারা (সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবনের উসূল ও আদাব) সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে বাস্তব ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে তার অনুশীলন করা।

৯. নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনা।

প্রশ্ন হতে পারে, নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনা ও প্রারম্ভিক জ্ঞান লাভের জন্য কী কী মৌলিক উৎস রয়েছে এবং দরসী কিতাবসমূহের পাশাপাশি কোন কোন শরহ্ ও হাশিয়া মুতালাআ করা উচিত। বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতমানের যেসব স্বতন্ত্র রচনাবলি আছে তার সন্ধান লাভেরই বা উপায় কী?

এর উত্তর এই যে, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আসাতিযায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতে হবে। 'আল-কাউসার'-এর 'শিক্ষার্থীদের পাতা' বিভাগে প্রশ্ন করেও এ ব্যাপারে সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

বাস্তবিকপক্ষে আমরা ইলমে নবুওয়তের তালিবরা নিজেদের দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছি। তাই ইলম, আমল, তাফাককুহ, বসীরত এবং তাকওয়া-পরহেযগারীসহ সকল ক্ষেত্রেই আমাদের অবস্থা ক্রমাবনতিশীল। আমাদেরকে দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং আমাদের যে স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত তা প্রতিনিয়ত স্মরণে রেখে যাচাই করতে হবে যে, পঠিত কিতাব বা যে শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত হয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা আমাদের অর্জিত হয়েছে কিনা।

আমাদের মধ্যে হয়ত কোন কোন ভাইয়ের কিতাবী যোগ্যতাও অর্জিত হয়নি, শুধু ইমতেহানে প্রথম স্থান বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করছি এবং ভাবছি, আমরা তো 'ভাল ছাত্র'। আমরা কি কখনো কোন সচেতন অভিজ্ঞ উস্তাদের শরণাপন্ন হয়ে যাচাই করছি যে, বাস্তবেই আমাদের কিতাবী যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে কিনা?

ভাল ছাত্রের পরিচয়

ভাল ছাত্র সে-ই, যার কোন কিতাবের পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর বা কোন শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর উক্ত কিতাব বা শ্রেণীর কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। 'ভাল ছাত্র' হওয়ার এ হল সর্বপ্রথম স্তর এবং এ স্তরের পরে রয়েছে অনেক স্তর আরো।

'নাহবেমীর' কিতাবটির আলোচনা করা যাক। মুসান্নিফের কথা অনুযায়ী, এ কিতাব থেকে তালিবে ইলমের তিনটি বৈশিষ্ট্য অর্জিত হবে। এক. আরবী তারকীব বোঝা। দুই. মু'রাব-মাবনী চিনতে পারা। তিন. আরবী ইবারত সহীহভাবে

Free @ www.e-iqra.weebly.com

পড়তে পারা। এ কিতাবটি বা এ পর্যায়ের কোন একটি কিতাব যথাযথভাবে পড়া হলে উপরোক্ত তিনটি যোগ্যতা অবশ্যই অর্জিত হবে। অতএব নাহবেমীর জামাআতের 'ভাল ছাত্র' সে, যে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করেছে; যে মু'রাব-মাবনী চেনে, আরবী তারকীব করতে পারে এবং ইবারত সহীহভাবে পড়তে পারে। যার এই যোগ্যতা অর্জিত হয়নি, তাকে আরো মেহনত করতে হবে। কেউ ইমতেহানে ভাল নম্বর পেলেই বা সহপাঠীদের মধ্যে 'ভাল ছাত্র' হিসেবে পরিচিত হলেই সে বাস্তবে ভাল হয়ে যায় না।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রত্যেক তালিবে ইলমের জন্য অপরিহার্য, নিজে চিন্তা-ভাবনা করে বা নিজের তালীমী মুরব্বীর পরামর্শ অনুসারে, শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই নিজের শ্রেণী ও পাঠ্য কিতাবসমূহের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মেহনত শুরু করা।

নেসাবী কিতাবসমূহের উদ্দেশ্য

ইলমের তিনটি পর্যায় রয়েছে– এক কিতাবী যোগ্যতা, দুই বিষয়ের পাণ্ডিত্য এবং ৩. তাফাককুহ ফিদ্দীন বা দ্বীন ও শরীয়তের গভীর ও পরিপক্ক জ্ঞান এবং মুফাককির ও দাঈ পর্যায়ের যোগ্যতা।

একজন তালিবে ইলমকে প্রথম স্তর অতিক্রম করে অবশ্যই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে উন্নীত হতে হবে। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবেছি, শেষোক্ত দুই স্তরে পৌঁছার জন্য কী কী প্রস্তুতি প্রয়োজন? বলাবাহুল্য, এই দুই স্তরের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মেহনতও আমাদেরকে ছাত্র থাকাকালীনই করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, এই মেহনত কীভাবে হতে পারে?

এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করার জন্য মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর یہاں سراغ زندگی এবং মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নুমানী (রহ.)-এর বক্তৃতা– آپ کون ہیں اور کیا ہیں آپ کی منزل کیا ہے অবশ্যই মুতালাআ করা উচিত এবং অত্যন্ত বুঝে শুনে আমলের নিয়তে বারবার মুতালাআ করা উচিত। এছাড়া তলাবা ও উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে লিখিত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর রাসায়েল, মাওয়ায়েজ, মালফুযাত, মাকতুবাত এবং এসবের নির্বাচিত সংকলনসমূহ গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত মুতালাআ করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যথাযথ মেহনত করার এবং তাফাককুহ ফিদ্দীন অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুতালাআর গুরুত্ব ও আকাবিরের কর্মপদ্ধতি

দক্ষ ও কাজের লোক হতে চাইলে ব্যাপক পড়াশোনা করতে হবে

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী (রহ.) তাঁর 'আল-মুয়াফাকাত' কিতাবে লেখেন–

وَقَدْ قَالُوْا : إِنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِيْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِيْ الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেছেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিলো মনীষীদের বুকে, পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে, তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে।

সালাফে-সালেহীনের এই অমর উক্তি থেকে 'রিজালে ইলম' তথা আহলে-ফন ও আহলে-দিল আলেম ও বুযুর্গদের সান্নিধ্য লাভের আবশ্যকতা যেমন সাব্যস্ত হয়, তেমনি কিতাব মুতালাআর বিশেষ গুরুত্বও প্রকাশ পায়।

এই প্রবন্ধে মুতালাআর গুরুত্ব এবং এক্ষেত্রে বিদগ্ধ আকাবিরের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

মুতালাআর একটি সাধারণ স্তর বা প্রকার হল, দরসের কিতাবসমূহ এবং সেগুলোর নির্বাচিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনী গভীরভাবে মুতালাআ করা। এই মুতালাআর উদ্দেশ্য, উস্তাদের দরস যথাযথভাবে বোঝা ও আত্মস্থ করা এবং 'কিতাবী ইসতেদাদ' অর্জন করা। এই স্তরের মুতালাআ তালিবানে ইলমের জন্য ফরয। একে নিয়মিত দরসের অংশ মনে করতে হবে। তবে মুতালাআ কখনো এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বর্তমানের তালেবে ইলম ভাইদের অবস্থা এই যে, তারা এই সামান্য মুতালাআকে যথেষ্ট মনে করে থাকে; বরং অনেকে মুতালাআ বলতে একেই বোঝে। অথচ আমাদের আকাবির কখনো মুতালাআকে এই প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতেন না; বরং তাঁরা শিক্ষা-জীবনের শুরু থেকেই নিজ মুরুব্বীর পরামর্শ মোতাবেক প্রতি শিক্ষা-বছরের মান অনুযায়ী (নেসাবের কাজ পরিপূর্ণ করে) বিভিন্ন বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু না কিছু কিতাব মুতালাআ করতেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free © www.eilm.weebly.com

সুতরাং এই ধারণা ঠিক নয় যে, মুতালাআ দ্বারা শুধু 'দরসী মুতালাআ' উদ্দেশ্য, অতিরিক্ত কোন মুতালাআর প্রয়োজন নেই। এই ধারণা সাধারণ নিয়মে এবং বাস্তবতার নিরিখে যেমন গলদ, তেমনি আকাবিরের সামগ্রিক কর্মপদ্ধতিরও পরিপন্থী। আর এ কথা স্বীকৃত যে, শুধু নেসাবভুক্ত কিতাবের মধ্যে মুতালাআ সীমিত রাখলে জীবনে কখনো 'আলেম' হওয়া যাবে না।

এই শ্রেণীর তালেবে ইলম ছাত্রজীবনে 'দরসী-কিতাব' এবং শিক্ষকতার জীবনে নেসাবী কিতাব ছাড়া আর কিছুই মুতালাআ করবে না। অথচ নেসাবের কিতাব তো কোন কোন ক্ষেত্রে 'জরুরিয়াতে দ্বীনে'র (দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদির) মুদাল্লাল ইলম দান করতেও অক্ষম। আর অন্যান্য জরুরি উলূম ও মাআরেফের কথা তো বাদই দিলাম।

ছাত্রজীবনে আকাবিরদের মুতালাআ

আমাদের নিকট-অতীতের কয়েকজন আকাবিরের কিছু প্রসিদ্ধ ঘটনা এখানে উল্লেখ করব, যাতে তাঁদের ছাত্রজীবনে (শিক্ষকতার জীবনে নয়) মুতালাআর পরিধি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

১. আমাদের সম্মানিত উস্তাদ শায়েখ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.) [১৩৩৩ হি.–১৪২০ হি.] ষোল-সতের বছর বয়সেই দাওরার আগ পর্যন্ত দরসে নেযামীর পূর্ণ নেসাব সমাপ্ত করেন। সে সময় তাঁর মুতালাআর পরিধি এত সুবিস্তৃত ছিল যে, ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) [৭৪৮ হি.] প্রণীত 'মীযানুল ইতিদাল ফী নক্‌দির রিজাল'–যা বড় বড় চার খণ্ডে মুতাকাল্লাম ফী রাবীদের জীবনী সম্বলিত–আদ্যোপান্ত মুতালাআ করেছিলেন এবং আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.)-এর রচনাসম্ভার থেকে 'আল আজবিবাতুল ফাযিলা লিল-আসয়িলাতিল আশারাতিল কামিলা' ও 'আররাফউ ওয়াত তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত-তাদীল'সহ হাদীস ও ফিকহ বিষয়ক অনেক কিতাব মুতালাআ করেছেন। সাথে সাথে গায়রে মুকাল্লিদদের পক্ষ থেকে বিতর্কিত মাসআলা-মাসায়েলের দলীলাদি সম্পর্কে অনেক কিতাব নিমগ্নতার সাথে মুতালাআ করেছিলেন।

২. শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্দলোভী (রহ.) [১৩১৫ হি.– ১৪০২ হি.] তাঁর আত্মজীবনী 'আপ-বীতী'তে (যা মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ এবং ইলম ও উলামায়ে কেরামের উসূল ও

Free @ www.eilm.weebly.com

আদাব সংক্রান্ত একটি মূল্যবান ভাণ্ডার। কিতাবটি উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সকল ছাত্র-শিক্ষকের পড়া উচিত) নিজের ছাত্রজীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "আমি মেশকাত শরীফ সবটুকু তরজমা ছাড়া পড়েছি। (অর্থাৎ উস্তাদের তরজমা করার কোন প্রয়োজন হয়নি। ইবারতের অর্থ ও মতলব নিজেই বুঝে নিয়েছেন) তবে এই অনুমতি ছিল যে, প্রয়োজনে কোন শব্দের তরজমা জিজ্ঞাসা করতে পারব। মুহতারাম পিতা কখনো কখনো পরীক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। মেশকাত শরীফের অনুবাদগ্রন্থ 'মাযাহেরে হক' দেখা তো ভীষণ অপরাধ ছিল। 'হেদায়া' ও 'তহাবী' কিতাব দুটি মুতালাআ করে আসা আবশ্যক ছিল এবং 'কুতুবে সিত্তাহ'র যে কিতাবের হাদীস আসত তা সে কিতাব থেকে বের করে তার হাশিয়া দেখার অনুমতি ছিল। ইখতেলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় নিয়ম ছিল, প্রত্যেক হাদীসের পরে বলতে হত, এটি ফিকহে হানাফীতে বর্ণিত বিধানের উৎস, নাকি অন্য কোন ফিকহের। যদি অন্য কোন ফিকহের উৎস হয়ে থাকে তাহলে ফিকহে হানাফীর মাসআলার উৎস কোন হাদীস? সাথে সাথে উল্লেখিত পরিচ্ছেদে বিদ্যমান অন্য হাদীসের কী ব্যাখ্যা হানাফী ইমামগণ দিয়েছেন? এসব কিছু হাদীস অধ্যয়নের অপরিহার্য অংশ রূপে আমার যিম্মায় ছিল। ফিকহে হানাফীর উৎস ও দলীল বলতে পারিনি এমন ঘটনা আমার মনে পড়ে না। কেননা হেদায়া ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ এবং ফিকহ বিষয়ক অন্যান্য কিতাব বার বার পড়তাম। তবে কখনো কখনো অন্য ফিকহের উৎস যে হাদীস তার ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না, তখন আব্বাজান নিজেই সেগুলো বলে দিতেন।" (আপবীতী ১/৩০)

৩. ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) [১২৯৪ হি.–১৩৫২ হি.] বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) [৮৫৫ হি.]-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী' কিতাবটি; যে শাওয়ালে তিনি দাওরায়ে হাদীস পড়বেন, তার আগের মাস তথা রমযানেই আগাগোড়া সবটুকু মুতালাআ করে নিয়েছিলেন। এরপর সহীহ বুখারীর সবক চলার সাথে সাথে 'ফাতহুল বারী'-এর মুতালাআ জারি রেখেছিলেন। সাধারণত সবকের চেয়ে ফাতহুল বারী-এর মুতাআলা এগিয়ে থাকত। একবার শারীরিক অসুস্থতার কারণে সতের দিন দরসগাহে উপস্থিত হতে পারেননি। সুস্থতার পরে এসে দেখেন ফাতহুল বারীর মুতালাআ

এখনো আগে রয়েছে। অসুস্থতার আগে যে পর্যন্ত মুতালাআ করেছিলেন সে পর্যন্ত এখনও সবক পৌঁছেনি। (নাফহাতুল আম্বার ফী হায়াতি ইমামিল আসর আশ-শায়েখ আনওয়ার, মাওলানা সাইয়েদ ইউসুফ বানূরী রহ. [১৩৯৭ হি.] কৃত পৃ. ৪৮–৪৯)

আমাদের যা করণীয়

আপাতত এই তিনটি ঘটনা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি; যদিও এগুলো আকাবিরের মুতালাআ ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সাধারণতম ঘটনা। কিন্তু নসীহত ও উপদেশ গ্রহণের জন্য এবং নিজেদের বাস্তব জীবনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তবে কারো এমন ভাবা উচিত নয় যে, কোথায় আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী আর কোথায় আমরা! আমি বলব, প্রথমত চেষ্টা-সাধনার ক্ষেত্রে এবং আকাবিরকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে এ জাতীয় পার্থক্যের দিকে তাকানো সম্পূর্ণ গলদ। দ্বিতীয়ত আমরা কি এই সংকল্প করতে সক্ষম নই, 'উমদাতুল কারী' মুতালাআ শুরু করে দেখি, কতটুকু মুতালাআ করতে পারি? ঠিক আছে উমদাতুল কারী না হয় বড় কিতাব কিন্তু তিন খণ্ডের 'লামেউদ্দারারী' কি বড়? শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (রহ.)-এর 'আল-আবওয়াব ওয়াত তারাজিম'ও কি অনেক বড়? আমরা সহীহ বুখারী শুরু করার আগে এগুলোর একটিও কি পড়েছি? সে সময় না হয় পড়িনি, এখন কি এগুলোর মুতালাআয় গুরুত্ব দিচ্ছি?

মেশকাতের জামাআতে 'মীযানুল ইতিদাল' মুতালাআ না হয় করিনি, কিন্তু মেশকাত শরীফের শেষে সংযুক্ত 'আল-ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল'–খোদ মেশকাত প্রণেতার ছোট আরেকটি কিতাব– তাও কি মুতালাআ করতে পারি না? আল্লামা লাখনোভী (রহ.) কৃত 'আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যা ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যা' মুতালাআ করা কি অসম্ভব? কিন্তু আমরা কয়জন এগুলো মুতালাআ করে থাকি?

মেশকাতের সাথে যদি 'তহাবী শরীফ', 'ফাতহুল কাদীর' এবং 'কুতুবে সিত্তাহ'-এর হাশিয়াসমূহ না পড়তে পারি, তাহলে অন্তত মোল্লা আলী কারী (রহ.) [১০১৪ হি.]-এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'মিরকাতুল মাফাতীহ' এবং ইদরীস কান্দলভী (রহ.) [১৩৯৪ হি.]-এর 'আত-তালীকুস সাবীহ' কিতাব দুটি তো আদ্যোপান্ত মুতালাআ করতে পারি; কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা অন্তত এগুলোর মুতালাআয় গুরুত্ব দিয়ে থাকে?

Free@www.eilm.weebly.com

Free © www.eilm.weebly.com

আসল কথা হল, আমরা নিজেদের 'মনযিলে মাকসূদ' বানিয়ে নিয়েছি প্রথাগত মৌলভী হওয়াকে, 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' ও 'রুসূখ ফিল ইলম' আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে আমাদের হেফাজত করুন এবং প্রতিটি বিষয়ে সালাফে-সালেহীনের আদর্শ উত্তরসূরী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন তাহলে আগামী কোন সংখ্যায় মুতালাআর আদব, উসূল এবং প্রত্যেক শ্রেণীর তালিবানে ইলমের উপযোগী কিতাবসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করব।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ

আরেকটি ঘটনা

আমি লেখাটি সমাপ্ত করে ফেলেছিলাম, কিন্তু হযরত মাওলানা ইদরীস কান্দলভী (রহ.)-এর মৃত্যুর সন ও তারিখ সম্পর্কে ইতমিনান হাসিলের জন্য উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের 'নুকূশে রাফতেগাঁ' বের করলাম। তাতে এ সম্পর্কে কোন আলোচনা তো পেলাম না (আল্লামা ইউসুফ বানূরী [রহ.] কৃত 'বাসায়ের ওয়া ইবার' কিতাবের মাধ্যমে (২/৬৬৮) বিষয়টির তাহকীক করে নিয়েছি) কিন্তু সৌভাগ্যবশত উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা ওলী হাসান (রহ.) [সাবেক মুফতীয়ে আযম, পাকিস্তান] সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের নিম্নোক্ত লেখাটি নজরে পড়ে গেল, যা আলোচ্য বিষয়ের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত। তাই প্রিয় তালিবানে ইলমের খেদমতে তা পেশ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

হযরত মাওলানা বলেন, "হযরত মুফতী ওলী হাসান (রহ.) সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা নিজেদের ইলম ও মুতালাআকে শুধু পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কিতাবাদিতে সীমাবদ্ধ রাখেন; বরং তাঁর দিন-রাতের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল মুতালাআয় নিমগ্ন থাকা। তিনি সকল ইলম ও ফনের সুবিস্তৃত মুতালাআর অধিকারী ছিলেন। তাঁর কিতাব-পরিচিতির পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। যখন কারো কোন বিষয়ের 'মাওয়াদ' ও তথ্য খোঁজার প্রয়োজন হত তখন সে মুফতী ছাহেব (রহ.)-এর কাছে চলে যেত। মুফতী ছাহেব (রহ.) তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়ের প্রয়োজনীয় কিতাবাদির নাম বলে দিতেন।

Free © www.eilm.weebly.com

আমরা যখন তাঁর কাছে 'আরবী কা মুআল্লিম' কিতাব পড়তাম, তখন থেকেই তিনি আমাদের অন্তরে মুতালাআর যওক-শওক পয়দা করা শুরু করেছিলেন। আমার এখনো মনে আছে, সে সময় আমার আরবী শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থা ছিল এবং সরাসরি আরবী কিতাব থেকে 'ইসতেফাদা' করার চিন্তা করাও মুশকিল ছিল। একদিন হযরত মুফতী ছাহেব (রহ.) আমাকে ডেকে বললেন, তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের নাম বলব। কিতাবটি আবু মানসুর সা'আলিবী (রহ.) রচিত 'ফিকহুল লুগাহ'। এতে আরবী ভাষার বড় 'লাতায়েফ ও যারায়েফ' রয়েছে। কিতাবটি কুতুবখানার অমুক স্থানে রয়েছে। তুমি সেটি মুতালাআ করবে। এটি তোমার আরবী আদবের পাঠ্য কিতাবসমূহের সহায়ক হবে। আমি হযরত মুফতী ছাহেব (রহ.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী আমল করলাম। এখন বুঝতে পেরেছি 'আরবী কা মুআল্লিম' পড়ুয়া একজন তালেবে ইলমকে 'ফিকহুল লুগাহ' মুতালাআ করার পরামর্শ দেওয়া ছিল হযরত মুফতী ছাহেব (রহ.)-এর পাঠদান রুচির অভিনবত্ব।

যদিও সে সময় আমি 'ফিকহুল লুগাহ' থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হতে পারিনি; কিন্তু প্রথমত ঐ কিতাবের খোঁজ পাওয়ায় সামনের বছরগুলোতেও কিতাবটি আমার মুতালাআয় ছিল। আর বাস্তবেই আরবী আদব শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কিতাব থেকে বড় সাহয্য পেয়েছি। দ্বিতীয়ত এভাবেই কুতুবখানার সাথে আমার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তাই এই বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হল যে, মুতালাআকে শুধু নেসাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় বরং সাধারণ মুতালাআ বাড়ানোর চেষ্টা করাও একজন তালেবে ইলমের জন্য অপরিহার্য।"

(নুকূশে রাফতে গাঁ ৩৭৫–৩৭৬)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

নববী আদর্শের আলোকে জ্ঞানচর্চার মূলনীতি

Free @ www.e-iqra.weebly.com

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের মুয়াল্লিম ও মুরুব্বী। তাঁর পবিত্র সীরাত সবার জন্য আদর্শ। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কিছু বাণী ও ঘটনা উল্লেখ করব, যেগুলোতে আমাদের তালেবে ইলমদের জন্য রয়েছে অনুপম আদর্শ।

ইলম একটি স্বতন্ত্র আমল, ইলমের প্রতি অনীহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

১. পবিত্র সীরাত থেকে তালেবে ইলমদের আহরণের সর্বপ্রথম বিষয়টি হল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমকে শুধু একটি প্রয়োজন হিসেবে বা বিনোদন কিংবা সময় কাটানোর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট বড় সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাগিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও তালেবে ইলম হওয়ার স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোন এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন–

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُوْنَهُمْ وَلَا يُفَطِّنُوْنَهُمْ؟ وَلَا يَأْمُرُوْنَهُمْ وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ؟ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَا يَتَفَقَّهُوْنَ وَلَا يَتَفَطَّنُوْنَ؟

وَاللّٰهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ وَيُفَطِّنُوْنَهُمْ وَيَأْمُرُوْنَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُوْنَ وَيَتَفَطَّنُوْنَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا. (رواه الطبرانى فى الكبير، قال ابن السكن : إسناده صالح كما فى كنز العمال ٣ : ٦٨٥)

Free © www.eilm.weebly.com

"ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না; দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না এবং তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজের নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না; দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না; দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়তো তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শিখাবে; দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে; দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে; সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালভাবে বুঝে নিবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব।" (তাবারানী, কানযুল উম্মাল ৩/৬৮৫)

প্রয়োজন পরিমাণ ইলমই যথেষ্ট নয়

ইলম একটি দ্বীনী দায়িত্ব, গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল, স্বতন্ত্র একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য– এ বাস্তবতাটি উপলব্ধি করা একজন তালেবে ইলমের অন্তরে ইলমের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ইলমের প্রতি পূর্ণ আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট। আজকাল ইলমী অধঃপতনের বড় একটি কারণ এটাও যে, ইলম সম্পর্কে অধিকাংশ তালেবে ইলমের ধারণাই সঠিক নয়। অনেকেই এটিকে মুস্তাহাব পর্যায়ের বা প্রয়োজন পরিমাণ শেখাকেই যথেষ্ট মনে করে। অথচ ইলম সম্পর্কে ইসলামের ধারণা এরূপ নয়। বরং ইলম সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ও নববী আদর্শ তা-ই, যা নিম্নোক্ত আয়াত ও নবীজীর দুআ থেকে সুস্পষ্ট।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

"আপনি বলুন, হে রব! আমার ইলম বাড়িয়ে দাও।" (সূরা ত্বহা : ১১৪)

এখানে ভেবে দেখার বিষয় হল আল্লাহ তাআলা কাকে এই দুআ শিখাচ্ছেন। দুআটি কি ওই সত্তাকে শেখানো হচ্ছে না, যাঁর ব্যাপারে একথা সর্বজনবিদিত যে, আদি-অন্ত সকল জ্ঞানীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁকে দান করা হয়েছে? তারপরও তিনি এ দুআই করছেন–

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

"হে রব! আমার ইলম বাড়িয়ে দাও।"

Free @ www.eilm.weebly.com

আরো দুআ করছেন–

أَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ، وَزِدْنِيْ عِلْمًا.

"হে আল্লাহ! যে ইলম তুমি আমাকে দিয়েছ, তা দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং যে ইলম আমার উপকারে আসবে সে ইলম তুমি আমাকে দান কর এবং আমার ইলম বাড়িয়ে দাও।" (জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৯৯)

লক্ষ্য নির্ধারণ জরুরী

(২) পবিত্র সীরাত থেকে তালেবে ইলমদের আহরণের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ইখলাস ও তাসহীহে নিয়ত তথা ঐকান্তিকতা ও নিয়তের পরিশুদ্ধতা। ইলম অর্জন করা তখনই সওয়াব ও আনুগত্যের কাজ হবে যখন এর তলব ও শ্রম লোক দেখানোর জন্য বা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য না হয়ে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই হবে। এ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত হাদীসগুলো সর্বদা প্রত্যেক তালেবে ইলমের স্মরণে থাকা উচিত ঃ

لَا تَعَلَّمُوْا الْعِلْمَ، لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوْا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَالنَّارَ فَالنَّارَ.

ক. "এ জন্য ইলম অর্জন করো না যে, তা দ্বারা আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।"

(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭)

مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ، لَا يَتَعَلَّمُهٗ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

খ. "যে ইলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা হয় সেই ইলম যে ব্যক্তি পার্থিব কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অর্জন করবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮৪৫৭, সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ৩৬৬৪)

গ. সে হাদীস তো খুবই প্রসিদ্ধ যাতে ওই তিন ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে, যাদের ব্যাপারে হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম ফয়সালা করা হবে। যাদের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ فِيْكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ. قَالَ : كَذَبْتَ، وَلٰكِنْ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ لِيُقَالَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ اَمَرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ، حَتّٰى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

"(তিন ব্যক্তির একজন সে) যে ব্যক্তি ইলম শিখেছে, অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে। তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় সব নেয়ামতের কথা তার সামনে তুলে ধরবেন। সে সবগুলো স্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি এতসব নেয়ামতের বিনিময়ে কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি আপনার জন্য ইলম শিখেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বস্তুত তুমি ইলম শিখেছ যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় এবং কুরআন পাঠ করেছ যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর দুনিয়াতে তোমাকে এ রকম বলা হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহ তাআলা ওর ব্যাপারে আদেশ করবেন; তার চেহারা মাটিতে হেঁচড়িয়ে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৫)

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকতে হবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। তাই আমরা ইলম অর্জন করি এবং ইলমের জন্য মেহনত করি। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সীরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কালাম এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বোঝার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। ইলমের মাধ্যমে নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভুত হয়। সর্বোপরি ইলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাজি-খুশি করার জন্য আমরা ইলম অর্জন করি এবং এর জন্য মেহনত করি। এতে এমন কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না, যেগুলোর ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠিন হুঁশিয়ারী এসেছে।

ইলমের ব্যাপারে 'কানাআত' নেই

৩. পবিত্র সীরাত থেকে তালেবে ইলমদের গ্রহণীয় তৃতীয় আদর্শটি হল, তাদের মধ্যে ইলমের ব্যাপারে কোন প্রকার পরিতুষ্টি থাকতে পারবে না। তাদের

Free @ www.islamiweekly.com

Free @ www.eelmweekly.com

মধ্যে থাকতে হবে ইলমের প্রতি পূর্ণ লোভ; যতই পাবে ততই এর পিপাসা বাড়বে। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার ভিত্তিতে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ، طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا.

"দুই লোভাসক্ত এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না– দুনিয়া অন্বেষী ও ইলম অন্বেষী।" (সুনানে দারেমী ১/৮১)

আজকাল তালেবে ইলম ভাইদের মাঝে যে রোগ মহামারির আকার ধারণ করেছে তার জঘন্যতম একটি এই যে, তারা ইলমের ব্যাপারে পরিতুষ্টির শিকার। অথচ এখানে তো লোভী হওয়াই কাম্য। পরিতুষ্টি ও বিমুখতার বিষয় তো হচ্ছে দুনিয়া; ইলম ও আমল নয়। এখানে তো কামনা হবে–

اَللّٰهُمَّ زِدْ فَزِدْ.

'বাড়িয়ে দাও, আরো বাড়িয়ে দাও, হে আল্লাহ!' আর মেহনতও সে অনুযায়ী বাড়িয়ে দিতে হবে।

'তাফাক্কুহ' ছাড়া ইলমের উদ্দেশ্য হাসিল হয় না

৪) চতুর্থ যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত থেকে একজন তালেবে ইলমের গ্রহণ করার কথা তা হল, ইলমের বিস্তৃতির পাশাপাশি ইলমের গভীরতা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। অর্থাৎ কেবল বেশি পরিমাণে জ্ঞান অর্জনে ক্ষ্যান্ত না হয়ে 'তাফাককুহ' অর্জন ও ইলমের গভীরে পৌঁছার চেষ্টা করা। 'তাফাককুহ' ছাড়া ইলমের উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে 'তাফাককুহ ফিদ্দীন' ও 'ফুকাহা ফিদ্দীন'-এর ফযীলতই বর্ণনা করেছেন বেশি এবং তাঁদেরকেই মানুষের অনুসরণীয় ও আদর্শ সাব্যস্ত করেছেন। তাফাককুহ-এর মাধ্যমেই ইলমে দৃঢ়তা আসে। দৃঢ়তা ছাড়া কেবল জ্ঞান লাভ করার দ্বারা মানুষ নিজেও ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না, অন্যকেও ফেতনাবাজদের কবল থেকে নিরাপদ রাখতে পারে না। সূরা আলে-ইমরান ৭–৮ থেকে এ কথাই বুঝে আসে।

Free@www.e-iqra.weebly.com

৫. পঞ্চম বিষয় হল, আল্লাহ তাআলার কাছে عِلْمٌ نَافِعٌ (উপকারী ইলম) প্রার্থনা করা এবং عِلْمٌ ضَارٌّ (ক্ষতিকর ইলম) থেকে পানাহ চাওয়া। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

"ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ইলমে নাফে, পবিত্র রিযিক ও মকবুল আমল চাই।" (মুসনাদে আহমদ ৬/২৯৪ হাদীস ২৫৯৮২; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা, নাসায়ী ১০২; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ৯২৫)

আরো দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.

"ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই এমন ইলম থেকে যা উপকার করে না; এমন অন্তর থেকে যা বিনয়ী হয় না; এমন আত্মা থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ থেকে যা কবুল হয় না।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২২)

ইলম নাফে বা উপকারী হওয়ার দুটি দিক। প্রথমত, যে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে সে বিষয়টি উপকারী হওয়া এবং দ্বীনী দিক থেকে ক্ষতিকর না হওয়া। দ্বিতীয়ত ইলমটি অর্জিত হওয়ার পর অর্জনকারীর জন্য তা উপকারী হওয়া ও তার কাজে আসা। উপরোক্ত দুআসমূহে এই উভয় দিক বিবেচনায় রয়েছে। ইলম নাফে বা উপকারী হওয়ার জন্য মৌলিক কিছু শর্ত রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল 'তাফাককুহ ফিদ্দীন' তথা ইলমের গভীরতা, 'রুসূখ ফিল ইলম' তথা ইলমের দৃঢ়তা অর্জন এবং তাকওয়া, সহনশীলতা, আকলে সালীম ও আদব অবলম্বন করা।

ইলমের উপকারী হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি যদি হারিয়ে যায় তবে হাদীসের ভাষ্যমতে তা আখেরাতে মানুষের বিপক্ষে দলীল হবে। এই ধরনের ইলমের অধিকারীর উপাধি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় عَلِيْمٌ اللِّسَانِ, যার ব্যাপারে ভয়ানক শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

৬. ষষ্ঠ কথা হল, দুনিয়াবী কোন পেশা বা কারিগরির সাথে সম্পৃক্ত কোন জায়েয ইলমের নিন্দাবাদ না করা। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম علم ضار বা ক্ষতিকর ইলমের তো অবশ্যই নিন্দা করেছেন, কিন্তু শুধু এজন্য কোন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইলমের নিন্দা করেননি যে তা একটি দুনিয়াবী ইলম, আখেরাতের ইলম নয়। অনুরূপ কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর শুধু এজন্য নিন্দা করেননি যে তারা কোন দুনিয়াবী ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। কারো নিন্দা করলে পরকাল বিমুখতার কারণেই করেছেন।

অন্যের 'ফনে' দখল না দেওয়া

৭. সপ্তম কথা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত থেকে গ্রহণ করার তা হল নিজ শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রে দখল না দেওয়া এবং ভিন্ন শাস্ত্রে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে সংকোচবোধ না করা। অনুরূপ নিজ শাস্ত্রের যে বিষয়ে পুরোপুরি 'ইতমিনান' ও 'শারহে সদর' না থাকে তাতে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করতেও লজ্জাবোধ না করা। এ প্রসঙ্গে সীরাতে নববীর দুটি ঘটনার দিকে শুধু ইঙ্গিত করছি। এক ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্যতম সংকোচ ছাড়া স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন–

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার বিষয়াদি সম্পর্কে আমার চেয়ে ভাল জান।'

(মুসলিম; হাদীস ২৩৬৩)

অপর ঘটনায় তিনি ইরশাদ করেছিলেন–

لَا أَدْرِيْ حَتّٰى أَسْأَلَ جِبْرِيْلَ

'জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত আমি তা বলতে পারব না।'

(বাযযার-মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/১৩৫; হাদীস ৬৩২৬)

ভাষার পারদর্শিতা অর্জন

৮. সীরাতে নববী থেকে গ্রহণ করার মত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আরবী ভাষা ও মাতৃভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করা এবং দাওয়াত ও তালীমের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যেও যে ভাষার প্রয়োজন হয় তা অন্তত প্রয়োজন পরিমাণে শিখে নেওয়া। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের সুরিয়ানী ভাষা শেখার জন্য যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.)কে এই বলে আদেশ করেছিলেন–

إِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا آمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابِيْ

'খোদার কসম! আমি আমার চিঠির ব্যাপারে ইহুদীদেরকে বিশ্বস্ত মনে করি না।'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) বলেন–

فَمَا مَرَّبِيْ نِصْفُ شَهْرٍ، حَتّٰى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ، فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ، كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلٰى يَهُوْدَ، كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ وَإِذَا كَتَبُوْا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ.

"অর্ধমাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই আমি তা শিখে ফেললাম। এরপর তিনি যখন ইহুদীদের প্রতি কোন চিঠি লিখতে চাইতেন আমি তা লিখে দিতাম এবং তারা রাসূলুল্লাহর কাছে কোন চিঠি লিখলে আমি তা তাঁকে পড়ে শোনাতাম।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম; জামে তিরমিযী, কিতাবুল ইসতিযানি ওয়াল আদাব; হাদীস ২৭১৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একজন তালেবে ইলমের গ্রহণ করার মত নীতিমালা, নিয়ম-কানুন ও আহকামের এক দীর্ঘ সিলসিলা রয়েছে। আমি এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি পেশ করলাম। সবশেষে আরো একটি নীতির একাংশ উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে আলোচনাটির সমাপ্তি টানতে চাই।

ইলম আল্লাহর দান

৯) সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলমে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর বর্ণনাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ.

"আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের 'ফাকাহাত' (গভীর ও যথার্থ জ্ঞান) দান করেন। আমি হলাম কেবল বিতরণকারী, আল্লাহই দান করেন।" (সহীহ বুখারী; হাদীস ৭১)

এই হাদীস থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ওহীর ইলম (কুরআন ও হাদীস) পড়ে নেওয়া যদিও মানুষের সাধ্যের অধীন, কিন্তু 'তাফাককুহ ফিদ্দীন' এর নেয়ামত লাভ করা নির্ভর করে আল্লাহ তাআলার দানের উপর। এজন্য এই নেয়ামত অর্জন করতে হলে সেই পথই অবলম্বন করতে হবে যে পথে আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামত দিয়ে থাকেন। আর তাহল, আহলে-ফন ও আহলে-দিলের সান্নিধ্য, যথাযথ মেহনত ও মুজাহাদা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও তাযকিয়া, তাকওয়া ও খোদাভীতি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবনের সকল বিভাগে বিশেষত ইলম অর্জনের পথে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও নির্দেশনাসমূহকে আদর্শরূপে গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন।

امين يا ربّ العلمين ويا خير الغافرين ويا خير الرّحمين

তালিবানে ইলমে নবুওয়ত বিরতির দিনগুলো কীভাবে কাটাবেন

যে কোন শিক্ষাব্যবস্থায় বিরতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা, সালাফে সালেহীনের জীবনচরিত এবং সাধারণ বিবেকের দাবিতে ও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বিরতি যাকে আমরা ছুটি বলে থাকি তার উদ্দেশ্য কী? এবং এ সময়টা বিশেষত আমাদের সামনের সুদীর্ঘ বিরতির দিনগুলো কীভাবে কাটানো উচিত? ইসলামে যে আভিধানিক অর্থে ছুটির কোন ধারণা নেই এ কথাতো খুবই স্পষ্ট। এজন্যই নির্ধারিত সময়ে করণীয় ফরজ ইবাদতসমূহে এক ওয়াক্তেরও ছুটি নেই। অনুরূপ সীমিত পর্যায়ের যে ছুটি তার সময়গুলোও অনর্থক কাজকর্মে নষ্ট করার অনুমতি ইসলাম দেয় না।

'ছুটি'-এর মর্ম হল কাজের ধরন ও নিয়ম পরিবর্তন করা। মাদরাসা খোলা অবস্থায় নিয়মিত কাজের চাপে যে কাজগুলো করার সুযোগ হয়ে ওঠে না ছুটির মধ্যে তা যেন কিছু কিছু করা যায় এবং ছুটির পর যেন নতুন উদ্যমে নির্ধারিত কাজে মনোনিবেশ করা যায়। এজন্য আমাদের বড়দের অভ্যাস ছিল, তাঁরা ছুটির দিনগুলোর জন্য আলাদা 'নেজামুল আওকাত' রাখতেন এবং তাঁদের বিশেষ ছাত্রদেরকেও এই নির্দেশনা দিতেন যে, তারা যেন নিজ নিজ তালীমী মুরব্বীর পরামর্শক্রমে ছুটির দিনগুলোর একটি 'নেজাম' সামনে রাখে, যাতে ছুটির উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

বিরতিতে যে কাজগুলো করণীয়

বিরতির দিনগুলোতে অন্য সময়ের চেয়ে বিশ্রাম ও 'তাফরীহ'র জন্য কিছুটা বেশি সময় বরাদ্দ রাখতে অসুবিধা নেই। কেননা এটাও ছুটির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্য দিনগুলোতে যেহেতু আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা ও তাদের খোঁজখবর নেওয়া সম্ভব হয় না তাই এটিও এ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু এই দেখা-সাক্ষাতের পর্ব সারতেই যদি গোটা বিরতি শেষ হয়ে যায় আর যাদের হক সবচেয়ে বেশি সেই পিতা-মাতার খেদমত এবং অন্যান্য জরুরি কাজকর্ম করা সম্ভব না হয় তাহলে তা মোটেও বুদ্ধিমানের

Free@www.eamiweekly.com

Free@www.e-iqra.weebly.com

কাজ হবে না। যদি বুঝেশুনে সময় খরচ করা হয় তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেও আত্মীয়-স্বজনের মুলাকাত থেকে অবসর হওয়া যায়।

এই দীর্ঘ বিরতিতে আরো যে জরুরি কাজগুলো করা সম্ভব তা এই ঃ

১. কুরআন মাজীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা ঃ বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, মুখস্থ অংশটুকুর 'দাওর' করা এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম মন-মানসে অঙ্কিত করার জন্য চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা। প্রয়োজন হলে কোন নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত তাফসীর সামনে রাখা। চিন্তা-ভাবনার সময় দুটি বিষয়ের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। (ক) কুরআনের নির্দেশনা ও দাবি। অর্থাৎ কুরআন আমাদের নিকট কী চায় এবং কুরআনের কোন কোন আয়াতে কী কী নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া। (খ) আয়াতের মর্ম শুদ্ধ ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা।

কুরআন মাজীদই একজন আলেম ও তালেবে ইলমের আসল পুঁজি। এর সঙ্গে সম্পর্ক যত মজবুত হবে ততই কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ হবে। কুরআনের সঙ্গে শুধু দরসি সম্পর্ক (যা সাধারণত শুধু তরজমা পড়া এবং নামমাত্র সামান্য তাফসীর পড়ে নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে) একজন তালেবে ইলমের পক্ষে শোভনীয় নয়; যেখানে আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআন থেকে এবং উলূমুল কুরআনের কিতাবাদি থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন।

কুরআনের অর্থ ও মর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময় بيان القران، تفسير عثماني ও معارف القران এর কোন একটা সামনে থাকা উচিত, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে তার সাহায্য নেওয়া যায়। কুরআনের হেদায়াত ও নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য শায়েখ আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরীর أيسر التفاسير এবং হযরত মাওলানা মনযূর নুমানী (রহ.)-এর قرآن آپ سے کیا کہتا ہے এই কিতাব দুটির উসলূব ও ধারা থেকে সাহায্য নিতে পারেন এবং নিজের ভাষায় কুরআনের মর্ম প্রকাশ করার ব্যাপারে মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ রচিত الطريق إلى القرآن কে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। কুরআন অধ্যয়নের আদবসমূহ জানার জন্য মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাভী (রহ.)-এর কিতাব مطالعہ قرآن کے اصول ومبادی অধ্যয়ন করতে পারেন।

বিরতির কিছু সময় কুরআনের সঙ্গে ব্যয় করার বিষয়টি ইমাম বদরুদ্দীন ইবনে জামাআ (রহ.)-এর কিতাব تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم পৃষ্ঠা ৩৯-এও উল্লেখ আছে।

Free@www.eelm.weebly.com

২) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সময় দেওয়া ঃ এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বিরতির মধ্যে যদি চিল্লা বা ২০ দিনের জন্য বের হওয়া সম্ভব হয় তাহলে খুবই ভাল। চিল্লার সময়টুকু ভালভাবে কাজে লাগানোর জন্য নিজের তালীমী মুরব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। এরপর রওয়ানা হওয়ার সময় মারকায থেকে যে হেদায়াত দেওয়া হয় তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা উচিত। তাবলীগী সফরের দিনগুলোতে কুরআন তেলাওয়াত, যিকির ও মুতালাআ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় এবং একজন তালেবে ইলমের অধ্যয়ন শুধু 'ফাযায়েলে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটাও সমীচীন নয়। حياة الصحابة মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.)-এর دين و شريعت মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাভী (রহ.)-এর تاريخ دعوت وعزيمت ইত্যাদি কিতাব কিছু কিছু করে মুতালাআ করা উচিত। পাশাপাশি হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর 'মালফূযাত ও মাকাতীব', মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাভী (রহ.)-এর حضرت مولانا الياس اور ان کی دینی دعوت কিতাবটি পড়ে এই কাজের হাকীকত ও আদব সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করার চেষ্টা করাও কর্তব্য।

চিল্লায় বের হওয়া সম্ভব না হলে নিজের এলাকায় কিছু সময় দাওয়াতী কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। যেমন কোন তাবলীগ জামাআত আসলে তাদের নুসরত করা, নামাযের পরে মসজিদে এবং দিন-রাতের কোন এক সময় নিজের ঘরে আযান, ইকামত, নামায ও সুন্নতসমূহের মশক করানো, কুরআন তেলাওয়াত বিশুদ্ধ করানো ইত্যাদি।

তালেবে ইলমের সূরত-সীরাতে সুন্নতের ইহতেমাম, জামাআতের সাথে নামায আদায় ইত্যাদি বিষয় বিরতির দিনগুলোতেও তেমন থাকা চাই যেমন মাদরাসার চার দেয়ালের ভেতরে থাকে, বরং তার চেয়েও উন্নত রাখার চেষ্টা করা উচিত। এসব বিষয়ে তালেবে ইলমের কোন ছুটি নেই। বাহ্যিক বেশভূষা, আচার-ব্যবহার এবং চাল-চলনের দিক থেকেও তালেবে ইলমকে দাঈ এবং অন্যের জন্য আদর্শ হতে হবে।

৩) কোন 'ইলমী' বা 'আমলী' প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া ঃ তা'লীমী মুরব্বির পরামর্শ অনুযায়ী এটাও বিরতির দিনগুলোর একটি বিশেষ কাজ হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কাজে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে যদি সময়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকা যায় এবং কাজের নীতি- মালার ব্যাপারে যত্নবান থেকে ইখলাসের সাথে যথাযথ পরিশ্রম করা সম্ভব হয়।

Free@www.eilm.weebly.com

৪. মুতালাআ ও পড়াশোনা ঃ বিরতির দিনগুলোতে অল্প হলেও কিছু সময় মুতালাআর জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। এই মুতালাআ কয়েক ধরনের হতে পারে। বিগত শিক্ষাবর্ষের কোন জরুরি বিষয় কাঁচা থেকে গেলে তা পুনরায় পড়ে নেওয়া। আগামী শিক্ষাবর্ষে পঠিতব্য বিষয় ও কিতাবাদির ব্যাপারে প্রাথমিক মুতালাআ। তবে মনে রাখতে হবে যে, এই মুতালাআ নির্ভরযোগ্য কিতাব ও উৎস থেকে হওয়া চাই। যেমন, যারা এ বছর كنز الدقائق পড়েছেন এবং আগামী বছর شرح الوقاية পড়বেন তারা عمدة الرعاية এর مقدمة পড়ে নিবেন। যারা هداية اولين পড়বেন তারা هداية اولين ও هداية اخرين এর শুরু ও শেষে আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.)-এর যে ভূমিকাসমূহ আছে তা পড়ে নিবেন। যারা هداية آخرين পড়বেন তারা ড. আল্লামা খালেদ মাহমূদের آثار التشريع মুতালাআ করে নিবেন। অনুরূপ যারা 'জালালাইন' পড়বেন তারা মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের علوم القرآن ড. আবু শাহবার الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفاسير বা এর আলোকে প্রস্তুতকৃত মাওলানা আসীর আদরাবীর উর্দু কিতাবটি মুতালাআ করবেন। যারা মেশকাত পড়ার ইচ্ছা রাখেন তারা ড. আবদুল হালীম চিশতীর البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة (এটি মুলতান ও দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত مرقاة المفاتيح এর শুরুতে সংযুক্ত আছে) এবং ড. খালেদ মাহমূদের آثار الحديث মুতালাআ করে নিতে পারেন। আর যারা আগামী শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হবেন তারা علم حديث اور ابن ماجه মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী; ما تمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه (মুকাদ্দামায়ে ইবনে মাজাহ আরবী) মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী; مقدمة لامع الدراری এবং ওই সব কিতাব মুতালাআ করে নিতে পারেন যা মাসিক আল-কাউসারের প্রথম সংখ্যায় শিক্ষাপরামর্শে উল্লেখিত হয়েছে।

এভাবে প্রতি জামাআতের তালেবে ইলমগণ আসাতেযায়ে কেরাম বিশেষত নিজের তালীমী মুরব্বীর নির্দেশনাক্রমে মুতালাআযোগ্য কিতাব নির্বাচন করে নিবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুতালাআর একটা প্রকার আছে যাকে 'খারেজী মুতালাআ' বলা হয়। এরও বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। এ ব্যাপারে সম্ভব হলে আগামী সংখ্যায় কিংবা অন্য কোন সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রইল।

আরেকটি কাজ হল, **দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রসমূহ এবং বড় বড় কুতুবখানা পরিদর্শন করা।** এতে ইলমী ও আমলী ময়দানে অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ রাসায়েল ও গ্রন্থাদির ব্যাপারে জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ কথা হল, যা কিছুই করবেন আপনার তালীমী মুরব্বীর পরামর্শ ও নির্দেশনাক্রমেই করবেন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ...।

রমযান মাসে কুরআন তেলাওয়াত ঃ তালিবানে ইলমের অবলম্বনযোগ্য পদ্ধতি

Free @ www.eelm.weebly.com

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

"রমযান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং পথ লাভ করার ও সত্যকে মিথ্যা থেকে পার্থক্য করার উজ্জ্বল দলীল।"

(সূরা বাকারা : ১৮৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, রমযান মাসের শবে কদরে গোটা কুরআন লাওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে এক সাথে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর সেখান থেকে সময় ও অবস্থা অনুযায়ী অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, "এ থেকে রমযানের ফযীলত এবং কুরআন মাজীদের সাথে তার সম্পর্ক ও বিশেষত্ব একদম স্পষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই এ মাসে তারাবীর নামায বিধিত হয়েছে। তাই এ মাসে কুরআনের খেদমত খুব গুরুত্বের সাথে করা উচিত। এ মাস তো এ কাজের জন্যই নির্ধারিত।"

তেলাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ একটি আদব

কুরআন কারীমের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেদমত হল, তেলাওয়াত করা। আলহামদুলিল্লাহ তালেবে ইলমগণ এ মাসে খুব বেশি পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করে থাকেন। কিন্তু এখন আমি যে বিষয়টি বলতে চাই তা হল, কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব আজ ব্যাপকভাবে অবহেলিত। তালেবে ইলমদের পক্ষে এর দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং তেলাওয়াতের সময় এর দিকে লক্ষ্য রাখা খুবই সহজ; অথচ আফসোসের বিষয় হল সাধারণত তারাও এ আদবটির প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। আদবটি হল চিন্তা-ভাবনা, একাগ্রতা ও খোদাভীতির সাথে তেলাওয়াত করা এবং উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে তেলাওয়াত করা।

Free @ www.eilm.weebly.com

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

"এক কল্যাণময় কিতাব এটি, আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি; যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা সাদ : ২৯)

কুরআন তেলাওয়াতে 'তারতীল' মাসনূন হওয়ার একটি হেকমত এই যে, এটিই কুরআনের মান ও মর্যাদার দাবি এবং এর মাধ্যমে অন্তরে প্রভাবও বেশি হয়ে থাকে। এজন্য যারা কুরআনের অর্থ বোঝে না তাদের জন্যও তারতীল মুস্তাহাব। তারতীলের আরেকটি হেকমত হল এর মাধ্যমে কুরআনের মর্ম ও নির্দেশনার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ হয়।

'তাদাব্বুর' সালাফের অনন্য বৈশিষ্ট্য

সালাফে সালেহীনের অনেকেই চিন্তা-ভাবনা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য একটি আয়াতকে বারবার আবৃত্তি করতেন। এমনকি কখনো কখনো এক আয়াত নিয়েই তাদের রাত শেষ হয়ে যেত।

(আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন, ইমাম মুহিউদ্দীন নববী ৬৩১–৬৭৭)

আর এই চিন্তা-ভাবনা করা এবং উপদেশ গ্রহণের মানসিকতার প্রভাবেই তাঁরা তেলাওয়াতের সময় কাঁদতে আরম্ভ করতেন এবং তাঁদের দেহ-মনে কম্পন এসে যেত। পবিত্র কুরআনে তো প্রকৃত মুমিনের এই বৈশিষ্ট্যই উল্লেখিত হয়েছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

"ঈমানদারগণ তো এরকমই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়। আর তারা তাদের রবের উপর নির্ভর করে।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ.

Free@www.eIlm.weebly.com

"আল্লাহ অতি উৎকৃষ্ট বাণী অবতীর্ণ করেছেন; তা এমন গ্রন্থ যে, পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, বারবার আবৃত্তি করা হয়, যার কারণে আপন রবের ভয়ে ভীত লোকদের দেহ প্রকম্পিত হয়। অনন্তর তাদের দেহ ও অন্তর কোমল হয়ে আল্লাহর যিকিরের প্রতি ধাবিত হয়। তা আল্লাহর হেদায়াত, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দ্বারা হেদায়াত করে থাকেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।" (সূরা যুমার : ২৩)

সূরা ইসরার শেষে আহলে ইলমের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের অবস্থা এই হয় যে–

يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

"তারা চিবুকের উপর পতিত হয় ক্রন্দনরত অবস্থায়। আর কুরআন তাদের নম্রভাবকে আরো বাড়িয়ে দেয়।" (সূরা ইসরা : ১০৯)

হাদীসের কিতাবসমূহে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াতের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান সেগুলোর মধ্যে হযরত হোযায়ফা (রাযি.)-এর একটি বিবরণ–

يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ، سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ.

"তিনি তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করতেন। যখন কোন তাসবীহ সম্বলিত আয়াত পাঠ করতেন তখন তাসবীহ পড়তেন; যখন প্রার্থনা সম্বলিত কোন আয়াত পড়তেন তখন প্রার্থনা করতেন; যখন এমন কোন আয়াত তেলাওয়াত করতেন যাতে আশ্রয় চাওয়ার কথা রয়েছে তখন সেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭২)

আর এটা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন ভাবনা-চিন্তার সাথে তেলাওয়াত করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অভ্যাস যা রেওয়ায়াতে এসেছে তা তাহাজ্জুদের নামাযে ছিল; অথচ আজ নামাযের বাইরের তেলাওয়াতেও তা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সারকথা হল, নামাযের রূহ যেমন খুশূ-খুযূ, তেলাওয়াতের রূহ হল তাদাব্বুর ও তাযাক্কুর তথা চিন্তা-ভাবনা ও উপদেশ গ্রহণ। কালামে পাকের তেলাওয়াতে আবার সেই প্রাণ ফিরে আসুক! এটা এখন বড়ই প্রয়োজন।

Free © www.e-ilm.weebly.com

তেলাওয়াতে চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত হওয়ার একটি সহজ উপায়

তেলাওয়াতে চিন্তা-ভাবনা ও উপদেশ গ্রহণের বিষয়টি যেন পয়দা হয় এজন্য এই পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যে, দিন-রাতের কোন সময়ে, চাই তা একবারই হোক এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যই হোক, কিছু সময় চিন্তা-ভাবনার সাথে বুঝে-বুঝে, অর্থ ও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে তেলাওয়াত করা এবং এই তেলাওয়াতের সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর কুরআনে কারীমের উলূম ও মাআরেফ খাতায় নোট করার অভ্যাস গড়ে তোলা। এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় এমন আসবে যখন চিন্তা-ভাবনা করে তেলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। আর ততদিনে কুরআন কারীমের উলূম ও মাআরেফের একটি বড় সংগ্রহ বা অন্তত সেগুলোর একটা সূচি প্রস্তুত হয়ে যাবে। একজন তালেবে ইলমের জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে!

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আপনারা তো অনেক'বারই কুরআন কারীম খতম করে থাকেন। তো এক খতমের সময় 'শুআবুল ঈমান' তথা ঈমানের শাখাগুলো নোট করতে থাকেন। যেসব কাজ বা বৈশিষ্ট্য মুমিনের গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা মুমিন হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে যে কাজগুলো করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এসবই শুআবুল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রত্যেকটি বিষয়কে আলাদাভাবে নোট করে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহও পাশে নোট করা যায় বা সূরা নম্বর ও আয়াত নম্বর লিখে রাখা যায়।

এই কাজটিই صادقين (সত্যবাদী)-এর গুণ ও বৈশিষ্ট্য, اولوا الالباب (বুদ্ধিমান)-এর বৈশিষ্ট্যাদি, عباد الرحمن ও اولياء الرحمن (আল্লাহ ওয়ালা)-এর গুণাবলীর ক্ষেত্রেও করা যায়। অনুরূপ شعب الكفر والنفاق কুফর ও নিফাকের শাখা-প্রশাখা, صفات الكفار والمنافقين কাফের ও মুনাফেকদের খাছলত নিয়ে করা যায়।

এক খতমে اوامر القران ومطلوباته কুরআনের আদেশ এবং আমাদের করণীয় বিষয়াদি নোট করা হলে পরবর্তী খতমে نواهى القرآن ومحارمه কুরআনে নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ নোট করা যায়।

কোন খতমে آيات الرحمن রাহমানের নিদর্শনাবলী নোট করতে পারেন।

ومن آيته ... শিরোনামে হোক বা অন্য কোন আঙ্গিকে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী, আল্লাহর অস্তিত্বের দলীলসমূহ এবং তাওহীদের দলীলসমূহ নোট করতে থাকুন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কোন খতমে آيات احكام বিধানবিষয়ক আয়াতসমূহের একটি ইনডেক্স তৈরি করা হলে অন্য খতমে আকায়েদ ও ঈমানবিষয়ক আয়াতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে একত্র করতে থাকুন।

এভাবে এক বা একাধিক বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ জমা করার নিয়তে তেলাওয়াত করা হলে একদিকে যেমন চিন্তা-ভাবনা ও কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণের অভ্যাস তৈরি হবে, তেমনি উলূমুল কুরআনের একটি বড় সংগ্রহ আপনার নোটবুকে সংরক্ষিত হয়ে যাবে। পরবর্তী সময়ে যদি এই ডায়রিটি আপনি বারবার দেখতে থাকেন তাহলে প্রতিবারেই কুরআনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরো দৃঢ়, আরো নিবিড় হতে থাকবে। وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

বিষয়টি অনেক দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। এখানে শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার এবং এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সংক্ষেপে কিছু কথা পেশ করা হল। আশা করি তালেবানে ইলম এই কর্মপদ্ধতি থেকে উপকৃত হবেন। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন তাহলে অন্য কোন অবসরে এ বিষয়ে আবার আলোচনার ইচ্ছা রইল।

নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা : তালেবানে ইলমের খেদমতে কিছু কথা

Free@www.eelmweekly.com

কওমী মাদরাসাগুলোতে একটি নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা হয়েছে। নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার এই মুহূর্তে তালেবানে ইলমে নবুওয়তের খেদমতে কিছু 'মনের কথা' বলতে চাই। আশা করি যতটা 'দরদে দিল' নিয়ে কথাগুলো বলা হচ্ছে ঠিক ততটাই গুরুত্বের সাথে তা বিবেচনা করা হবে।

প্রথম কথা ঃ বছরের প্রথম দিকে বেশ দীর্ঘ সময় 'কিতাব', 'ফন' ও অন্যান্য বিষয়ের ভূমিকা ও পরিচিতিমূলক আলোচনায় অতিবাহিত হয়। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, এসব আলোচনার মাসাদির-তথ্যসূত্র সম্পর্কে অধিকাংশ তালেবে ইলমেরই কোন ধারণা থাকে না। তারা সাধারণত কিছু নোট এবং কিছু তাকরীর-সংকলনকেই অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ সকল শ্রেণীর তালেবে ইলম না হোক অন্তত ছানুবিয়া ও মুতাওয়াস্‌সিতার তালেবে ইলম ভাইদের তো এসব বিষয়ের আলোচনা সরাসরি মূল মাসাদির থেকে আহরণ করা উচিত। অন্তত 'মাসাদির'-এর সাথে চেনা-পরিচয় থাকা উচিত।

সাধারণত তিনটি বিষয়ে এসব আলোচনা হয়ে থাকে ঃ

১. মুকাদ্দিমাতুদ্দারস; এতে দরসের আদব, ইলম ও উলামার আদব, তাঁদের হকসমূহ এবং ইলম হাছিল হওয়ার শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা হয়।

২. মুকাদ্দিমাতুল ইলম; এতে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের পরিচিতি, আলোচ্য বিষয়, উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং উক্ত শাস্ত্রের বড় বড় ইমাম ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের আলোচনা হয়।

৩. মুকাদ্দিমাতুল কিতাব; এতে কিতাবের শাস্ত্রীয় মান, বৈশিষ্ট্যাদি, আলোচনা-ভঙ্গি, রচনার উদ্দেশ্য ইত্যাদির পাশাপাশি এর টীকা ও ভাষ্যগ্রন্থ, রচয়িতার পরিচয়, তার শাস্ত্রীয় অবস্থান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা হয়।

এ তিন ধরনের আলোচনারই বড় প্রয়োজন। কিন্তু তালেবে ইলমদের মধ্যে এসব বিষয়ের সর্বোচ্চ গুরুত্ব হল, হয়ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে মুসান্নিফের জীবনী ও পরিচিতি লিখতে বলা হবে, তাই এই সাময়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু জরুরি

Free © www.e-ilm.weebly.com

তথ্য নোটবুকে টুকে রাখা দরকার। সেই সব বন্ধুদের জানা থাকা উচিত যে, এ আলোচনাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে উদাসীনতা নিতান্তই ভুল। প্রথম আলোচনাটি (মুকাদ্দিমাতুদ্দারস) তো আপনার গোটা ইলমী ও আমলী জীবনের পুঁজি। একে ভালভাবে বুঝে নেওয়া এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা আপনার অপরিহার্য কর্তব্য। এ ছাড়া না আপনি ইলমের ধারক হতে পারবেন আর না ইলমের এই আমানতের হক আদায় করতে পারবেন। জীবনভর একজন রেওয়াজী তালেবে ইলম হয়েই থাকবেন; যে শুধু নামেই 'তালেব', লক্ষ্যে পৌঁছার সংকল্পও তার নেই; আর তার পক্ষে তা সম্ভবও নয়।

মুকাদ্দিমাতুদ্দারস বিষয়ক আলোচনার জন্য কী কী কিতাব পড়তে হবে এ ব্যাপারে আল-কাউসার-এর গত সংখ্যায় আলোকপাত করা হয়েছে। দাওরায়ে হাদীসের তালেবে ইলম ভাইদের জন্য উসূলে হাদীসের কিতাব এবং শুরূহে হাদীসের কিতাবসমূহের ভূমিকা অংশে পর্যাপ্ত আলোচনা রয়েছে।

মুকাদ্দিমাতুল ইলমের ব্যাপারে অধিকাংশ তালেবে ইলমের অভ্যাস হল, তারা শুধু 'মাবাদিয়াতে আশারা'কেই সংক্ষিপ্ত কয়েক বাক্যে নোট করে নেয় বা মুখস্থ করে নেয়; অথচ সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রটির হাকীকত এবং এর প্রয়োজনীয়তার দিকগুলো ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ইলমী জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কী পরিমাণ এ ইলমের প্রয়োজন হয় তা ভালভাবে বুঝে নেওয়া উচিত। এতে উপকার এই হবে যে, ইলমী জীবনের পূর্ণতার জন্য যে ইলমের প্রভাব যত বেশি এবং যে ইলম যত বেশি প্রয়োজনীয় তালেবে ইলমের মন-মানস তার জন্য ঠিক ততটাই পরিশ্রম ও মনোযোগ খরচ করতে প্রস্তুত হবে।

প্রতিটি শাস্ত্রের একটি ইতিহাস থাকে; যাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনায় আসে– শাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কীর্তি ও অবদান, বিভিন্ন যুগের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি; যাকে এই শাস্ত্রের মুখপত্র বলা যায় এবং সেসব মনীষীর আলোচনা, যাদেরকে এই শাস্ত্রের স্তম্ভ ও অথরিটি মনে করা হয়। এছাড়া আরো অনেক জরুরি বিষয় এই আলোচনায় আসে।

যেকোন প্রয়োজনীয় শাস্ত্রেই এসব বিষয়ের আলোচনা অতি জরুরি; কিন্তু হাদীস, ফিকহ ও তাফসীর-এর মত শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রগুলোর জন্য তো এসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা ফরযের পর্যায়ে।

আজ ইলমী ময়দানে যে অপূরণীয় শূন্যতা বিরাজ করছে তার কারণসমূহের মধ্যে উলূম ও ফুনূন-এর সঠিক ইতিহাস (উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী) সম্পর্কে অজ্ঞতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Free @ www.eilm.weebly.com

মুকাদ্দিমাতুল ইলমের কিছু কিতাব

মুকাদ্দিমাতুল ইলমের আলোচনার জন্য কিছু সাধারণ কিতাব আছে, আবার প্রতিটি শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক বিশেষ কিতাবও আছে। সাধারণ কিতাবসমূহের মধ্যে এখানে পাঁচটি কিতাবের নাম উল্লেখ করছি ঃ

١. الفهرست لابن النديم (٤٣٨ هـ)

٢. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (١٠٦٧ هـ)

٣. مفتاح السعادة، ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده (٩٦٨ هـ)

٤. ترتيب العلوم لمحمد بن أبي بكر ساجقلي زاده (١١٤٥ هـ)

٥. إرشاد القاصد إلى أسنى المطالب (في موضوعات العلوم) لشمس الدين محمد بن إبراهيم ابن الأكفاني (٧٤٩ هـ)

মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালদূনেও কিছু কিছু ইলম ও ফনের ব্যাপারে তথ্যপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। তবে ভুল-ত্রুটি থেকে কোনটিই মুক্ত নয়। তাই এসব সাধারণ কিতাবাদির পাশাপশি, –যেখানে অনেক শাস্ত্রের সাধারণ আলোচনা রয়েছে– প্রতিটি শাস্ত্রের উপরোক্ত বিষয়গুলো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের রচিত কিতাবাদিতে অধ্যয়ন করা উচিত এবং কোন স্থানে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে বা অস্পষ্টতা অনুভূত হলে সেই শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

যদি কোন মাদরাসায় উপরোক্ত কিতাবসমূহ না থাকে তাহলে অন্তত মাওলানা হানীফ গাঙ্গুহী ছাহেবের ظفر المحصلين بأحوال المصنفين وقرة العيون في تذكرة الفنون তো অবশ্যই থাকবে। এ কিতাবটি সাধারণ লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়। প্রত্যেক তালেবে ইলমের কাছে আর কিছু না হোক এ কিতাবের একটি কপি তো অবশ্যই থাকা উচিত এবং বারবার মুতালাআ করা উচিত। عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ এবং مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ এই মূলনীতি তো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমলের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিছু ফনের বিশেষ কিছু কিতাব

সকল 'ফন'-এর পরিচিতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিশেষ কিতাবাদির নাম এখানে উল্লেখ করা তো মুশকিল, তবে উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীস এবং

Free @ www.e-iqra.weebly.com

উলূমুল ফিকহ'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কিতাবের নাম অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

উলূমুল কুরআন

১. مباحث في علوم القرآن لمناع القطان

(কিতাবটি সংক্ষিপ্ত, ভাষা সহজ, যদিও কিতাবটির মান তত উঁচু নয়।)

২. مناهل العرفان للزرقانى (١٣٦٧ هـ)

٣. التفسير و المفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي

٤. مقدمه تفسير حقاني، مولانا عبد الحق حقاني رح (١٣٣٥ هـ)

٥. منازل العرفان : مولانا محمد مالك كاندهلوى رح (١٤٠٩ ه)

٦. علوم القرآن، مولانا محمد تقي عثماني

এছাড়া এ ফনের বুনিয়াদী কিতাবসমূহের মধ্যে বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ.)-এর البرهان في علوم القرآن এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর الإتقان في علوم القرآن খুবই প্রসিদ্ধ ও সহজলভ্য।

উলূমুল হাদীস

১. آثار الحديث، داكتر خالد محمود

২. ابن ماجه اور علم حديث، مولانا محمد عبد الرشيد نعماني رح (١٤٢٠ هـ)

৩. لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رح (١٤١٧ هـ)

٤ الحطة في ذكر الصحاح الستة، نواب صديق حسن خان رح (١٣٠٧ هـ)

٥. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، محمد ابن جعفر الكتاني (١٣٤٥ هـ)

এ বিষয়ে لامع الدراري ও أوجز المسالك এর মুকাদ্দিমা এবং মাওলানা সারফরায খান সফদর (দা. বা.)-এর পুস্তিকা شوق حديث ও মুতালা'আ করা যেতে পারে।

Free @ www.e-iliyweebly.com

আরো জানার জন্য মাসিক 'আল-কাউসার'-এর উদ্বোধনী সংখ্যায় এই বিভাগটিতে নজর বুলিয়ে নিতে পারেন।

দাওরায়ে হাদীসের 'মুকাদ্দিমাতুল ইলম'-এ تاريخ حفاظت حديث، حجيت حديث، تدوين حديث ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসব বিষয়ে জানার জন্য ড. মুস্তফা আস-সিবায়ীর السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ড. আবদুল গণী আবদুল খালেকের حجية السنة ড. আবু শাহবার রচনাবলী, ড. মুস্তফা আযমীর دراسات في السنة النبوية وتاريخ تدوينه এবং ড. হামীদুল্লাহর مقدمة صحيفة همام بن منبه মৌলিক কিতাবের মর্যাদা রাখে। মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী (রহ.)-এর تدوين حديث ও একটি অভিনব কিতাব। মুফতী রফী উসমানী (দা. বা.)-এর পুস্তিকা تاريخ كتابت حديث عهد رسالت اور عهد صحابه مين এবং মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর পুস্তিকা حجيت حديث তো এক বৈঠকে পড়ে ফেলার মত কিতাব। ড. হাবীবুল্লাহ মুখতার (রহ.)-এর السنة النبوية ومكانتها في ضوء القرآن الكريم একটি মূল্যবান কিতাব। এটি তাঁর তাখাসসুস-এর প্রবন্ধ।

উলূমুল ফিকহ

এ বিষয়ে ড. খালেদ মাহমূদের آثار التشريع খুবই গুরুত্বপূর্ণ। تاريخ التشريع বিষয়ে مناع القطان এর কিতাবটি সর্বজনবোধ্য, ড. খিযরী বেগ-এর রচনাটি অধিক সহজলভ্য এবং আল্লামা মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-হাজাভী আল-মাগরিবী-এর الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي অধিক বিস্তারিত, অধিক নির্ভরযোগ্য এবং অধিক তথ্যপূর্ণ, খুবই মজার কিতাব। কমপক্ষে আল্লামা লাখনোভী (রহ.)-এর ভূমিকাসমূহ, যা তিনি শরহুল বিকায়া, হিদায়া আউয়ালাইন, হিদায়া আখিরাইন এবং আল জামেউছ ছাগীর এর জন্য লিখেছেন এবং তাঁর রচনা– الفوائد البهية في تراجم الحنفية ভূমিকা ও পরিশিষ্টসহ অবশ্যই পড়ে নিবেন। منهج البحث فى الفقه الاسلامى ও একটি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর কিতাব।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

মুকাদ্দিমাতুল কিতাবের কিছু মাসাদির

মুকাদ্দিমাতুল কিতাবে বুনিয়াদী আলোচনা দুই প্রসঙ্গে হয়– কিতাব প্রসঙ্গে এবং মুসান্নিফ প্রসঙ্গে। মুসান্নিফের ব্যাপারে জানতে হলে 'আহওয়ালুল মুসান্নিফীন' বিষয়ক কিতাবাদির সাহায্য নিতে হবে। যেমন–

١ - معجم المصنفين، مولانا محمود حسن طونكي (অসমাপ্ত)

٢ - معجم المؤلفين، شيخ عمر رضا كحالة (১৫ খণ্ডে)

٣ - هدية العارفين، إسماعيل پاشا بغدادي

(كشف الظنون এর সাথে সংযুক্ত শেষ দুই খণ্ড)

٤ - ظَفَرُ المُحَصِّلين، مولانا حنيف گنگوهي

এই কিতাবগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত। বিস্তারিত ও তাহকীকী ধারণার জন্য তারীখ ও তারাজিমের দীর্ঘ কিতাবসমূহে মুসান্নিফের আলোচনা পড়ে নিতে হবে। বড় ও প্রসিদ্ধ মুসান্নিফদের মধ্যে অনেকে আছেন যাদের জীবনী সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সম্ভব হলে সেগুলোও দেখা যেতে পারে।

কিতাবের ব্যাপারে জ্ঞাতব্য বিষয়াদির জন্য সহজলভ্য সূত্র দুটি–

১. কিতাবাদির পরিচিতি বিষয়ে রচিত সাধারণ কিতাবসমূহ, যেখানে সব বিষয়ের কিতাবের আলোচনাই রয়েছে। কিংবা বিষয়ভিত্তিক রচনা, যেখানে শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিতাবাদির আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন–

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، الرسالة المستطرفة

لبيان مشهور كتب السنة المشرفة

২. মুহাক্কিক আলেমদের সম্পাদিত কিতাবসমূহের শুরু বা শেষে সম্পাদক ও প্রকাশকের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট এবং খোদ মুসান্নিফের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট থেকেও এ বিষয়ক তথ্যাদি লাভ করা যায়।

কিছু কিতাব এমনও আছে যার রচনাকাল, মান ও মর্যাদা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সম্ভব হলে সে সব কিতাবও পড়ে নেওয়া যেতে পারে। যেমন–

١ - مكانة الصحيحين، لمُلَّا خاطر،

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢ - الحِطَّة في ذكر الصحاح الستة، نواب صديق حسن خان

٣ - رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه،

٤ - ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه،

(الإمام ابن ماجه وكتابه السنن) لشيخنا النعماني

٥ - أبو جعفر الطحاوي وأثره في علم الحديث،

للدكتور عبد المجيد محمود

٦ - ما ينبغي به العناية لمن يطالع الهداية، للشيخ حفظ الرحمن الكملائى،

দীর্ঘ আলোচনা এখানে উদ্দেশ্যও নয় এবং তার কোন প্রয়োজনও নেই। আমি শুধু আমার তালেবে ইলম ভাইদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কিছু কথা আরজ করেছি, যাতে তারা এ ধরনের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনার 'মাসাদির'-এর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের পথ খুঁজে পান। আল্লাহ না করুন, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাও কারো মাথা ধরার কারণ হয়ে গেলে তা খুবই দুঃখজনক হবে।

আজকাল এসব বিষয়ে উদাসীনতা এতটাই মর্মান্তিক আকার ধারণ করে নিয়েছে যে, তালেবে ইলম পূর্ণ এক বছর একটি কিতাবের সাহচর্যে থাকার পরও কিতাবের ব্যাপারে এতটুকু জানাশোনাও তাদের থাকে না যে, এর সাথে সংযুক্ত 'হাশিয়া'টি (প্রান্ত-টীকা) কার লেখা এবং একাধিক হাশিয়া থাকলে কোনটি কার এবং কোনটি কোন মানের? অথচ অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়, টীকাকারের নাম একদম প্রথম পৃষ্ঠাতেই বা টীকার সূচনা বা শেষের দিকে উল্লেখ করা থাকে।

নব উদ্যম-উদ্দীপনাকে কাজে লাগান

দ্বিতীয় কথা ঃ তালেবে ইলম ভাইদের প্রতি দ্বিতীয় দরখাস্ত এই যে, এখন একটি নতুন বছরের সূচনা হয়েছে। এ সময় দেহ-মনে নতুন উদ্যম-উদ্দীপনা থাকে। একে কাজে লাগান, পূর্ণতায় পৌঁছে দিন এবং সারা বছর এর উপর অবিচল থাকুন। মনে রাখবেন, আপনি ইলম নামক মহান আমানতের বাহক। এ পর্যন্ত যা কিছু অর্জন করেছেন তা এক বারি-বিন্দুর সমপরিমাণও নয়। সামনে ইলমের বিশাল সমুদ্র পড়ে আছে। এজন্য ত্যাগ ও সাধনা লাগবে। সত্যিকারের

Free@www.e-ilm.weebly.com

প্রেরণা লাগবে, নিমগ্নতা ও একনিষ্ঠতা লাগবে। প্রথাগত 'তলব' পরিহার করে সত্যিকারের তলব ও মেহনত লাগবে।

নতুন করে নিয়ত করুন। ইলমের মনযিলে মকসূদ– তাফাক্কুহ ফিদ্দীন হাসিল করা এবং সর্বস্তরের লোকদের জন্য 'মারজি' ও মুকতাদা হওয়া থেকে আপনার অবস্থানের দূরত্ব কতটুকু তা আন্দাজ করুন। এরপর আল্লাহর ওয়াস্তে ভাবুন, আমাদের এই উদাসীন অন্বেষা ও ধীরগতির পথ চলা দিয়ে মনযিলে পৌঁছা সম্ভব কি না। মনযিলে পৌঁছানো তো আল্লাহ তাআলার কাজ; কিন্তু 'আদাতুল্লাহ' হল তাকওয়া-তাহারাত এবং পূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া ইলমের মত মহা অভিমানী নেয়ামতের দরজা তিনি কারো জন্য উন্মুক্ত করেন না। সেই প্রসিদ্ধ বাক্যটি স্মরণ করুন, যা কোন ইমামের বাণী বলা হয়ে থাকে–

اَلْعِلْمُ بَخِيْلٌ لاَ يُعْطِيْكَ شَيْئًا، حَتّٰى تُعْطِيَهُ كُلَّكَ.

"ইলম অতি কৃপণ, সে তোমাকে তার কিছুই ততক্ষণ দিবে না, যতক্ষন তুমি তোমার সবকিছু তার জন্য উজাড় করে দেবে।"

বাক্যটি শুধু বাইরের কানে শোনার জন্য নয়, দিলের কানে শোনার জন্যও। এ কথাটিকে অন্তরে বসান এবং সে অনুযায়ী ইলমের জন্য নিজেকে কুরবান করুন। এত অধিক পরিশ্রম করুন যে, আপনাকে 'ফানী ফিল ইলম' বলা যায়।

ভাল ছাত্র কাকে বলে

তৃতীয় কথা ঃ এই অবসরে আমার ভাইদের খেদমতে সর্বশেষ দরখাস্তটি হল, দয়া করে আপনারা নিজেদেরকে ধোঁকায় ফেলে রাখবেন না। করা উচিত, করব, এমন করতে পারলে ভাল হত– এ ধরনের অসার আকাঙ্ক্ষা যাকে لَيْتَ وَلَعَلَّ এর রোগে পাওয়া বলে, এ থেকে অনেক দূরে থাকবেন। যদি কাজ করতে হয় তো কাজে নেমে পড়ুন। কাজও করবেন না আবার কথাবার্তায় এমন ভাব প্রকাশ করবেন যেন বাস্তবিকই আপনি তালেবে ইলম– এটা আপনার উস্তাদদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। আর এটা নিজের সাথে, প্রতিষ্ঠানের সাথে, জাতির সাথে, সর্বোপরি রাব্বুল আলামীনের সাথে খেয়ানত। যদি কিছু বনতে চান তাহলে এসব পরিহার করুন এবং ইলমের জন্য জানবাজি রেখে 'ফানা ফিল ইলম'-এর পর্যায়ে পৌঁছতে চেষ্টা করুন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, আজকাল 'ভালছাত্র'-এর সংজ্ঞাই বদলে গেছে। পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেলেই তাকে ভাল ছাত্র বলা হয়। এমনকি 'জায়্যিদ'

Free © www.eilm.weebly.com

ও 'মকবুল' বিভাগে উত্তীর্ণরাও নিজেদেরকে 'ভালছাত্র' মনে করে। 'জায়্যিদ জিদ্দান' ও 'মুমতাজ'দের বিষয়টি তো অন্যের কাছেও স্বীকৃত। আর যদি 'সিরিয়াল'-এ নাম এসে যায় তাহলে তো আর কথাই নেই! আর এটাও এক আজব ব্যাপার, সিরিয়াল 'দশ', 'পনেরো', এমনকি 'বিশ' পর্যন্ত গণনা করা হয়। আর এদের সকলকেই 'ভাল ছাত্র' হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

যেহেতু তাখাসসুসসমূহের পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব আমার কাছে, তাই প্রতি বছর 'ভাল ছাত্রদের' সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ আমার হয়, যারা বিভিন্ন নামিদামি প্রতিষ্ঠানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন, বড় বড় বোর্ডে প্রথম, দ্বিতীয় হয়েছেন; কিন্তু সত্যি বলছি, শিক্ষকতার এই দীর্ঘ সময়ে দু'একজন ছাড়া এমন একজন ছাত্র আমি পাইনি, যিনি 'শুরূহ' ও 'হাওয়াশী' দীর্ঘ সময় অধ্যয়ন করে, 'হেদায়া সালেস' ও 'ফাতহুল বারী'-এর মাঝারি ধরনের ইবারতও সঠিকভাবে বুঝিয়ে খুশি করতে পেরেছেন!

এমনকি ইবারত ভুল পড়া, সহজ তারকীবসমূহ না বোঝা, ইবারতের সাথে মিলিয়ে সঠিক মর্ম বলতে না পারা, পুরো কথা না বোঝা– এসব রোগ তো 'মুমতাজ' যারা হন তাদের; বরং অনেক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

বন্ধুগণ! 'কিতাবী ইস্তিদাদ' অর্জন করা তো ইলমের প্রথম সিঁড়ি, আপনাদের মধ্যে যাদেরকে 'ভাল ছাত্র' বলা হয় তাদের মধ্যে তো এই ইস্তিদাদটুকুই নেই; তারপরও আপনারা নিজের ব্যাপারে আস্বস্ত এবং এই সুধারণায় নিমজ্জিত যে, আপনারা 'ভাল ছাত্র' এবং ভাল ইস্তিদাদের অধিকারী!

তাখাস্‌সুসের প্রস্তুতি ও যোগ্যতা

আমার দুঃখ হয় যখন আমার বন্ধুরা দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তাখাসসুস'-এ পড়তে চাই, এর জন্য কী প্রস্তুতি নিতে পারি? তাদের এটাও জানা নেই যে, 'তাখাসসুস'-এ ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি এক-দুই মাস তো দূরের কথা, এক-দুই বছরেও সম্ভব নয়। তাখাসসুসের ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি তো (যদি তাখাসসুস 'তাখাসসুস' হয় এবং পরীক্ষাও বাস্তব অর্থে পরীক্ষা হয়, শুধু রেওয়াজ পালন নয়) তাইসীর ও মিজান জামাআত থেকে আরম্ভ করতে হবে। সেই প্রথম জামাআতগুলো থেকেই কোন অভিজ্ঞ ও শফীক উস্তাদের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হবে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিপূর্ণ মেহনত ও নিমগ্নতার সাথে সত্যিকারের অন্বেষা ও যথাযথ উদ্যম নিয়ে নিজেকে ইলমের

Free@ www.e-iqra.weebly.com

জন্য কুরবান করতে হবে। তাহলেই দাওরা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে আপনার মধ্যে কিতাব বোঝার যোগ্যতা সঠিকভাবে অর্জিত হবে এবং আপনি একজন সতর্ক সচেতন তালেবে ইলম হতে পারবেন। আর তখনই আপনি তাখাসসুসে ভর্তি হওয়ার হকদার হবেন এবং তাখাসসুসের উপকারিতাসমূহ লাভ করতে পারবেন।

মনে রাখবেন, অসম্পূর্ণ ইস্তিদাদকে পূর্ণ করার জন্য তাখাসসুস নয়; তাখাসসুসে এ ধরনের লোকের কোন কাজ নেই। তারা যদি এখানে আসেন তো মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন; উস্তাদদের মাথাব্যথার কারণ হবেন আর কিছুটা অনুভূতি থাকলে নিজের মাথাও খারাপ করবেন। তাখাসসুস শুধু সেই সব তালেবে ইলমের জন্য যাদের মধ্যে কিতাবী ইস্তিদাদ পূর্ণরূপে বিদ্যমান এবং ইলমের জন্য কুরবান হওয়ার জযবা আছে।

তাখাসসুসের পরীক্ষায় যে বিষয়টি আমাদের সর্বাধিক শির-পীড়ার কারণ হয় তা হল, 'জায়্যেদ জিদ্দান' ও 'মুমতায' ছাত্রদের অধিকাংশের অবস্থাই এই যে, যখন তাদেরকে বলা হয় নিজের ইচ্ছামত কোন একটি জায়গা বের করে মনোযোগ দিয়ে পড়; এরপর তার মর্ম বুঝিয়ে দাও। তারপরও তারা অসম্পূর্ণ বা ভুল অর্থ বয়ান করে; কিন্তু তাদের এই অনুভূতিটুকুও থাকে না যে, তারা ভুল করে যাচ্ছে। কেউ কেউ তো হুজ্জতবাজিও করতে থাকে! আবার কেউ শুধু এটুকু বলে দেয় যে, আমি তো বিষয়টি বলে দিয়েছি, শুধু সামান্য একটু ত্রুটি রয়ে গেছে!! এর অর্থ হল, এখন আমাদের ছাত্রসমাজে 'জাহালতে মুরাক্কাবা'-এর ব্যাধিও বিস্তার লাভ করছে। কিতাব বোঝা, সঠিক বোঝা, আধা বোঝা, ভুল বোঝা– এসব শব্দের অর্থও তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

এসব কিছু এজন্যই হচ্ছে যে, মূলেই গলদ রয়ে গেছে। তাইসীর ও মিজান জামাআত থেকে ইস্তিদাদ বানানোর ফিকির করার পরিবর্তে শরহে বেকায়া, হেদায়া, মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীসে এসে ইস্তিদাদ তৈরির চিন্তা চলছে। আর নিজেকে গড়া ও তাফাককুহ ফিদ্দীন হাসিল করার ফিকির তো বিলুপ্তই হয়ে গেছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই দুর্গতির উপর দয়া করুন এবং আমাদেরকে গাফলতের নিদ্রা থেকে সজাগ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মানুষ হওয়ার জন্য মাদরাসায় আসুন 'আল্লামা হওয়ার জন্য নয়

আমরা সকল তালেবে ইলমই এ কথাটি জানি, মাদরাসা নিছক আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়া বা বিভিন্ন শাস্ত্রের কিছু বিশেষজ্ঞ তৈরি করার জায়গা নয়। মাদরাসা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরী গড়ার স্থান। এমন ব্যক্তিদের একটি জামাআত তৈরি করাই মাদরাসার লক্ষ্য, যারা প্রতি যুগে এবং যেকোন সংকট-মুহূর্তে জাতিকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে এবং নিজেদের জীবন ও কর্মে যারা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, মাদরাসা হল 'মানুষ গড়ার কারখানা।' এখানে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বা মানুষের মত মানুষ গড়ে তোলা হয়।

Free Amar Boi www.boiRboi.weebly.com

মানুষের গুণাবলী

মানুষের প্রথম গুণ, ঈমান ও আমল। দ্বিতীয় গুণ, হায়া ও শরাফত। তৃতীয় গুণ, তাফাককুহ ফিদ্দীন– দ্বীনের প্রজ্ঞা। চতুর্থ গুণ, আকলে সালীম– সুস্থ বুদ্ধি। পঞ্চম গুণ, ধৈর্য ও সহনশীলতা। ষষ্ঠ গুণ, মমতা ও সহানুভূতি আর সপ্তম গুণ হল মন-মানস মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হওয়া।

'মানুষ' নামে অভিহিত হওয়ার জন্য ঈমানের পর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সুস্থ বোধ-বুদ্ধি, নিরোগ অন্তর, লজ্জা ও ভদ্রতা এবং ইনসানিয়াতের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি। অন্তর যদি নিরোগ হয় তাহলে সেখানে বড়ত্ব ও অহংকারের স্থলে বিনয় ও শোকর স্থান পায়। হিংসা-বিদ্বেষের স্থলে মহব্বত ও কল্যাণকামিতা আসে। অস্থিরতা ও ধৈর্যহীনতার স্থলে স্থিরতা ও ধৈর্যশীলতা সৃষ্টি হয়। এরপর মমত্ব ও সহানুভূতি থেকে সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণের প্রতি আহ্বানের প্রেরণা পয়দা হবে। সুস্থ-বুদ্ধি থেকে আদাবুল মুআশারা– সমাজবদ্ধ জীবনের নীতি ও আদব বুঝে আসবে। লজ্জা ও শরাফত থেকে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার প্রকাশ পাবে। আর মজবুত ঈমান থাকলে আল্লাহভীতি ও লেনদেনে স্বচ্ছতা আসবে এবং অনৈতিকতা ও অসাধুতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার প্রেরণা জাগ্রত হবে।

মাদরাসাগুলোর পঠন-পাঠনে ক্রমাবনতির কারণে 'আল্লামা' হওয়ার রাস্তা তো বন্ধই বলা চলে, আর শুধু আল্লামা হয়েও বা লাভ কী, যদি মানুষ না হওয়া

Free @ www.eelmweelly.com

যায়! মাদরাসার প্রথম দায়িত্ব তালেবে ইলমদেরকে 'মানুষ' বানানো, তারপর মুহাক্কিক আলেম বানানো। তালেবে ইলমদেরও কর্তব্য হল মাদরাসার বিশেষ পরিবেশে অবস্থান করে আসাতেযায়ে কেরামের বিশেষ সোহবত গ্রহণ করা এবং মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা। পাশাপাশি ইলমের মধ্যে তাহকীকের মাকাম অর্জন করা। ইলমের এই মাকামটি অর্জন করা নিঃসন্দেহে কঠিন; কিন্তু 'মানুষ' হওয়া তার চেয়েও কঠিন। জনৈক কবির ভাষায়–

زاهد شدی و شیخ و دانشمند - این جمله شدی ولیکن انسان نشدی

"শায়খ, বিদ্বান, দুনিয়াবিরাগী সবই হয়েছ; কেবল 'মানুষ' হতে পারনি।"

'ইনসান হওয়া ফরয

প্রত্যেক তালেবে ইলমের জন্য যদিও তাহকীকের মকামে পৌঁছা ফরয নয়; 'ইনসান' হওয়া সবার জন্যই ফরয। আমরা কতটুকু মনুষ্যত্ব অর্জন করেছি তার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আমি নিজেকে এবং আমার তালেবে ইলম ভাইদেরকে আপাতত তিনটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার উপদেশ দিচ্ছি ঃ

১. মন্দ স্বভাবের পরিচিতি ও প্রতিকার বিষয়ক কোন রিসালা মুতালাআ করুন। কমপক্ষে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.)-এর রিসালা 'উম্মুল আমরায' মুতালাআ করুন এবং এর নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ অন্তরের পরীক্ষা নিন।

২. আদাবুল মুআশারা– সামাজিক জীবনের আদব-কায়দা বিষয়ক কোন রিসালা অধ্যয়ন করুন। যেমন হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর রিসালাটিই পড়ুন বা হাতে পেলে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর রিসালা 'মিন আদাবিল ইসলাম' মুতালাআ করুন। এর আলোকে নিজের দৈনন্দিন কথাবার্তা, চলাফেরা এবং সহপাঠি, মাদরাসার খাদেম, ব্যবস্থাপক ও আসাতেযায়ে কেরামের সাথে নিজ নিজ আচরণের পরীক্ষা নিন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও নানা স্বভাবের মানুষের সাথে চলাফেরার সময় আমরা তাদের সাথে কী ধরনের আচরণ করি তাও ভেবে দেখা দরকার।

৩. নামায ও তেলাওয়াতের পরীক্ষা নিন। এটা কতটুকু সুন্নত অনুযায়ী হচ্ছে এবং কী পরিমাণ ইখলাস ও ইহতেসাব এতে আছে ভেবে দেখুন।

এভাবে পরীক্ষা নিলে নিজেদের অনেক ত্রুটি প্রকাশিত হয় এবং অন্তরে এই অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে, আসলেই আমরা মানুষ শুধু ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা 'সবাক প্রাণী' হিসেবেই। 'মানুষের' বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মাঝে বলতে গেলে শূন্যের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কোঠায়। আমাদের সজাগ হওয়া উচিত এবং 'মানুষ গড়ার কারিগর' উস্তাদদের হাতে সমর্পণ করে নিজেদেরকে গড়ে তোলার সাধনায় নিমগ্ন হওয়া উচিত। চেষ্টা করা উচিত আমাদের সেসব পূর্বসূরীদের পথে চলার, যাঁদের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

هُمُ الرِّجَالُ، وَعَيْبٌ أَنْ يُّقَالَ لِمَنْ
لَمْ يَتَّصِفْ بِمَعَانِيْ وَصْفِهِمْ : رَجُلٌ!

'তাঁরাই পুরুষ। আর তাঁদের গুণে যারা গুণান্বিত হয়নি তাদেরকে পুরুষ বলা দোষ।'

তেমনি আমরাও যাতে সেই প্রসিদ্ধ পরিতাপ-বাক্যের অন্তর্ভুক্ত না হই, যা 'জামেআত'-এর সিলেবাস সমাপ্তকারী 'বিদ্বান'দেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে–

دَخَلَ جَاهِلاً مُتَوَاضِعًا، وَخَرَجَ جَاهِلاً مَغْرُوْرًا.

'এসেছিল মূর্খ, যাচ্ছেও মূর্খ; তবে তখন বিনয়ী ছিল আর এখন অহংকারী।' ইয়া আল্লাহ! আমাদের রক্ষা করুন।

ইলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে

Free © www.eIlm.weebly.com

বর্তমানে ইলমের অনেক আদব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ইখলাস, ইলমের অদম্য পিপাসা, ইলমের জন্য বিলীন হওয়ার জযবা ইত্যাদি আদব সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার। বিশেষজ্ঞদের সাহচর্য গ্রহণ করা, যা ইলমের একটি স্বতন্ত্র আদব তার অনুসরণের দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেলে হয়ত বিফল মনোরথে ফিরতে হবে। কিন্তু আমি এখানে অন্য একটি বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি তা হল, সালাফে সালেহীনের যুগ থেকে নিকট অতীতের আকাবিরের যুগ পর্যন্ত বুদ্ধিমান ও তাওফীকপ্রাপ্ত তালেবে ইলমকে যে নীতিটির উপর নিষ্ঠার সাথে যত্নবান থাকতে দেখা গেছে তা হল, তারা পড়াশোনার নির্ধারিত সিলেবাস সমাপ্ত করার পর আসাতেযায়ে কেরামের পরামর্শ ছাড়া খেদমতের ময়দানে পা বাড়াতেন না। উস্তাদের আদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ শুরু করার পরও তারা নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করতেন না। উস্তাদ ও মুরব্বীদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণের (রেওয়াজী তরীকায় নয়) সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

কিন্তু আজকাল এই রেওয়াজ ব্যাপক হচ্ছে যে, তালেবে ইলম নিজেই নিজেকে কোন 'খেদমতের' উপযুক্ত বিবেচনা করছে, এরপর নিজেই কাজ শুরু করে দিচ্ছে; না উস্তাদের অনুমতি, না তাদের সাথে কোন পরামর্শ! অনেক ক্ষেত্রে তো তাঁদেরকে এ বিষয়ে অবগতও করা হয় না!

সালাফ ও পূর্বসূরীদের তরীকার উপকারিতা এই ছিল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্যের কাজে অংশ নিত। যখন তালেবে ইলম উস্তাদের উপর নির্ভর করবে এবং উস্তাদ আমানতদারীর সাথে পরামর্শ দিবেন– তো যে খেদমতের সে উপযুক্ত নয় এমন কাজে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকবে। যেমন ফতওয়া দানের খেদমত, হাদীস-তাফসীরের কিতাবসমূহের দরস দানের খেদমত, তাসনীফের খেদমত, মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার খেদমত ইত্যাদি।

Free © www.e-iqra.weebly.com

দ্বিতীয়ত, উস্তাদের অনুমতিতে শুরু করলে তাঁর দুআ থাকবে এবং তাঁর নির্দেশের কারণে নিজের উপর নির্ভর করা হবে না। আর এর উপকারিতা হল–

وَإِذَا أُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

হীনমন্যতা যেমন ব্যাধি, অহংকার তার চেয়েও বড় ব্যাধি। দ্বীনের খেদমত বা যে কোন দায়িত্ব বিশেষত দ্বীনী দায়িত্বসমূহের নাযুকতা উপলব্ধি করতে না পারা তৃতীয় আরেকটি ব্যাধি। তালেবে ইলমদের এই সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বাঁচার পথ হল, কোন অভিজ্ঞ ও দয়াবান উস্তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করা এবং সে সব উস্তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা, যাদের মাধ্যমে ইলমী জীবন গঠিত হয়েছে। এই পথ অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হবে এবং 'খোদরায়ী'– যা অনেক ব্যাধির জনক-এর মন্দ প্রভাবগুলো থেকে নিরাপদ থাকা সহজ হবে।

সালাফের অবস্থা একটু দেখুন

১. ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, আমার যৌবনের শুরুতেই মদীনার আমীর আমাকে (ফকীহগণের ফিকহী) মজলিসে (সদস্য হিসেবে) উপস্থিত হতে আদেশ করেছিলেন; কিন্তু আমি ইমাম রবীআতুর রায় (রহ.) [ইমাম মালেক (রহ.)-এর বিশিষ্ট উস্তাদ] আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। তিনি আসার পর আমীরে মদীনার আদেশ তাঁকে জানিয়েছি এবং বলেছি, আপনার পরামর্শ ছাড়া আমি সেখানে উপস্থিত হইনি। ইমাম রবীআ (রহ.) বলেছিলেন, তুমি সেই মজলিসে আসবে। ঘটনাটির বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব বলেন, আমি মালেক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যদি রবীআ নিষেধ করতেন তাহলে কি আপনি সেই মজলিসে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন? ইমাম মালেক (রহ.) উত্তরে বলেছেন, অবশ্যই। সেক্ষেত্রে আমি কোনভাবেই সে মজলিসে যেতাম না। এরপর তিনি বলেছেন–

يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! لَا خَيْرَ فِيْمَنْ يَرَى نَفْسَهُ بِحَالَةٍ لَا يَرَاهُ النَّاسُ لَهَا أَهْلاً

"আবু মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি নিজেকে কোন কাজের যোগ্য মনে করে অথচ অভিজ্ঞজন তাকে যোগ্য মনে করে না, তার কল্যাণ নেই।"

(তারতীবুল মাদারিক, কাযী ইয়ায ১/১৪১)

ইমাম মালেক (রহ.) আরো বলেছেন–

Free @ www.islamiweeply.com

لَيْسَ كُلُّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّجْلِسَ فِيْ الْمَسْجِدِ لِلْحَدِيْثِ وَالْفُتْيَا جَلَسَ، حَتّٰى يُشَاوِرَ فِيْهِ أَهْلَ الصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ، وَأَهْلَ الْجِهَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ رَأَوْهُ لِذٰلِكَ أَهْلاً جَلَسَ، وَمَا جَلَسْتُ حَتّٰى شَهِدَ لِيْ سَبْعُوْنَ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنِّيْ مَوْضِعٌ لِذٰلِكَ.

"হাদীস বর্ণনা বা ফতওয়া দানের জন্য মসজিদে যারই স্বতন্ত্র মজলিস কায়েম করার ইচ্ছা হয়, সেই তা করবে না; যতক্ষণ না জ্ঞানী ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাথে এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে নিবে। তাঁরা যদি তাকে এ কাজের যোগ্য মনে করেন তবে মজলিস করবে। আমি তখনই এ কাজ আরম্ভ করেছি যখন সত্তরজন জ্ঞানী শায়খ আমাকে এর যোগ্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।" (তারতীবুল মাদারিক ১/১৪২)

এ যুগের আকাবিরদের কথা

এটাতো যাহোক আগের দিনের কথা, আমাদের এ যুগের আকাবিরের কথা শুনুন–

২. শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.)কে দেখুন, তিনি নিজ শায়খ হযরত সাহারানপুরী (রহ.)-এর পক্ষ থেকে শায়খুল হাদীস খেতাব পাওয়ার পরও এবং বাস্তবেও মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুরে শায়খুল হাদীস হওয়ার পরও কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে মুরব্বীদের আদেশের অপেক্ষায় থাকতেন এবং তাঁদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত বা পরামর্শকে কেমন মূল্য দিতেন, آپ بیتی অধ্যয়ন করলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন বা الكوكب الدري ও لامع الدراري এর ভূমিকা মুতালাআ করুন; অনেকটা আন্দাজ করতে পারবেন। তাঁর ফাযায়েলের কিতাব তো ঘরে ঘরে আছে। তার ভূমিকা ও পরিশিষ্ট অধ্যয়ন করলেও কিছুটা ধারণা হয়ে যাবে।

৩. শহীদে ইসলাম মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) [১৩৫১ হিজরী–১৪২১ হিজরী]-এর জীবনের একটি নমুনা দেখুন, (উর্দু) 'বায়্যিনাত' পত্রিকার সাবেক নির্বাহী সম্পাদক মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা ইদরীস মীরাঠী (রহ.) যিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর শাগরিদ ছিলেন, মাওলানা লুধিয়ানভী (রহ.)কে একটি পত্র লিখেছিলেন। তখনও লুধিয়ানভী (রহ.) বায়্যিনাত পত্রিকার

Free © www.eilm.weebly.com

সাথে জড়িত হননি। সে চিঠিতে মীরাঠী (রহ.) লিখেছিলেন, "মাসিক বায়্যিনাতের দু'টি বিভাগ এখনো আমাদের করণীয় খাতায় রয়ে গেছে, আমরা এখনো তা শুরু করতে পারিনি। একটি হল 'জাওয়াহেরে কুরআন' অপরটি 'জাওয়াহেরে হাদীস'। সিদ্ধান্ত হয়েছিল প্রতি সংখ্যায় বিষয় দুটির জন্য চার পৃষ্ঠা করে আট পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকবে। আয়াত ও হাদীসের নির্বাচনটা হবে সমাজের সংশোধনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য আঙ্গিকে। আর এটি সুন্দর ও উপযোগী হওয়া নির্বাচনকারীর রুচি-স্বচ্ছতার উপরই নির্ভর করে। আমি এ কাজের জন্য আপনাকেই উপযুক্ত মনে করছি।"

চিঠির বাকি অংশ شخصيات وتاثرات খ. ১, পৃ. ৩৫১–৩৫২ এ দেখুন।

এখানে যে উদ্দেশ্যে ঘটনাটি বলছি তা হল, লুধিয়ানভী (রহ.) একথা উল্লেখ করার পর লেখেন, 'আফসোসের বিষয় হল এই করণীয়টি এখনও শুধু করণীয়ই রয়ে গেছে। মাসিক বায়্যিনাতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর এই অধম চেষ্টা করেছি, যাঁরা এই খেদমতের উপযুক্ত তারা এর জন্য অগ্রসর হবেন; কিন্তু কেউ প্রস্তুত হননি। আমার হযরত বানুরী (রহ.) বলেছেন, 'জাওয়াহেরে হাদীস'-এর স্থলে তুমি নিজেই তিরমিযী শরীফের 'যুহদ' বিষয়ক হাদীসগুলো তরজমা (সংক্ষিপ্ত সর্বজনবোধ্য ব্যাখ্যাসহ) করতে আরম্ভ কর। কিন্তু অধম এর সাহস করতে পারিনি। হযরত বানুরী (রহ.)-এর ওফাতের পর হযরত আকদাস কুতুবুল আকতাব মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী মুহাজেরে মাদানী (রহ.)-এর খেদমতে লিখেছি, তিনি যেন এই খেদমতের ভার কারো উপর আরোপ করেন। উত্তরে হযরত বলেছেন, আমি তোমাকেই এ কাজটি করার নির্দেশ দিচ্ছি। হযরত শায়খ (রহ.)-এর হুকুমে অধম এই কাজ আরম্ভ করেছি। (আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর সেই লেখাগুলো এখন دنيا كي حقيقت নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।) কিন্তু প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কুরআনের তাফসীরের কাজ এই অধম এখনো শুরু করার সাহস করেনি। কোন কোন বন্ধু বারবার তাগাদা দিয়েছেন, মসজিদে দরসে কুরআনের যে মজলিস হয় তাই সম্পাদনা করে বায়্যিনাতে দিতে। কিন্তু এরও সাহস হয় না। যদি কোন বুযুর্গ আদেশ দিতেন, আদেশ পালন করা জরুরি হয়ে যেত।"

وَلَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا.

লক্ষ্য করার ব্যাপার হল, মসজিদে দরসে কুরআনের মজলিস নিশ্চয়ই তিনি কোন বুযুর্গের আদেশেই করে থাকবেন। সেই আলোচনাগুলো সম্পাদনা করে

বায়্যিনাতে প্রকাশ করার বিষয়টি ঐ আদেশের আওতাভুক্ত মনে করা যেত; কিন্তু তিনি এ থেকেও বিরত থেকেছেন। সেই বুযুর্গানের সতর্কতাকে সামনে রেখে আমাদের 'আযাদী' ও 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা'র বিষয়টি একটু ভাবুন। কবির ভাষায়–

ببین تفاوت راه از کجا تا بکجاست

মাওলানা তাকী উসমানী দা. বা.-এর দু'টি কথা

৪. মাওলানা লুধিয়ানভী (রহ.) আমাদের এ যুগেরই মানুষ; তবে তিনি ইন্তেকাল করে গেছেন। এবার জীবিত আকাবিরের অবস্থা দেখুন। মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম, যাঁর কামালাতের শোহরত পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর দুটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

ক. درس ترمذی এর ভূমিকায়, যা ১৫ শাওয়াল ১৪০০ হিজরীতে লেখা, হযরত বলেছেন, "গত প্রায় দশ বছর যাবৎ দারুল উলূম করাচিতে জামে তিরমিযী দরস দানের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত। সব সময়ই অধমের এই অনুভূতি ছিল যে, হাদীস শরীফের দরস দানের জন্য যে ইলমী ও আমলী যোগ্যতার প্রয়োজন তা থেকে আমি শূন্য এবং কোন দিক থেকেই এটার যোগ্য নই যে, দরসে হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ করি। কিন্তু যেহেতু এই দরসের মসনদে অধমের মুরব্বীগণ বসিয়েছেন তাই আদেশ পালন করাকে ভবিষ্যতের জন্য ভাল লক্ষণ মনে করে এই খেদমত গ্রহণ করেছি, যার ধারাবাহিকতা এখনও অবিচ্ছিন্ন আছে। প্রথমে যখন আমি নিজের অযোগ্যতার প্রচণ্ড অনুভূতি নিয়ে কম্পমান হৃদয়ে তিরমিযী শরীফের দরস আরম্ভ করি, আমার এই কল্পনাও ছিল না যে, কখনো দরসের তাকরীরগুলো বিন্যস্ত করে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত করতে পারব। কেননা দরসের তাকরীর প্রকাশ করা সেই সব ব্যক্তিদেরই শোভা পায় যাঁরা বাস্তবেই এর যোগ্য। আমি কী, আর আমার তাকরীরই বা কী। কিন্তু কয়েক বছর পর বিভিন্ন কারণে আমি তা গ্রন্থিত করে প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছি, যা এখন আপনাদের সামনে রয়েছে।" পুরো ভূমিকাটিই পড়ার মত। আমার আলোচ্য বিষয়ের জন্য রেখাযুক্ত বাক্যটিই যথেষ্ট।

খ. اصلاحي خطبات এর ভূমিকায় (যা ১২ রবিউল আউয়াল ১৪১৪ হিজরীতে সংকলিত) লিখেছেন, "কোন কোন মুরব্বীর আদেশ পালনার্থে অধম কয়েক বছর যাবৎ জুমার দিন আসরের পরে বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদ,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

গুলশান ইকবাল– করাচীতে নিজের ও শ্রোতাদের উপকারার্থে কিছু দ্বীনের কথাবার্তা বলতাম। আলহামদুলিল্লাহ, এই আলোচনা থেকে ব্যক্তিগতভাবেও অধমের ফায়েদা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে শ্রোতারাও ফায়েদা অনুভব করেন। আল্লাহ তাআলা এ কাজটিকে আমাদের সবার জন্য উপকারী করুন।" কিছুদূর গিয়ে লেখেন, "কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এই বয়ানের উদ্দেশ্য কেবল বক্তৃতার জন্য বক্তৃতা নয়, বরং সর্বপ্রথম নিজেকে, তারপর শ্রোতাদেরকে ইসলাহ ও সংশোধনের দিকে মনোযোগী করা।"

আপাতত এ কটি ঘটনা উল্লেখ করেই আলোচনা শেষ করছি। আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে পূর্বসূরী বুযুর্গানের পথে চলার তাওফীক দান করেন। আমীন।

বর্তমানের মূল্যায়নই ভবিষ্যতের সোপান

মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী (দা. বা.)

[২১ মার্চ '০৬ মঙ্গলবার বাদ যোহর জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মিলনায়তনে তারবিয়াতী জলসায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর জামাতা ও খলীফা শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী (দা. বা.) মূল্যবান নসীহত পেশ করেন। তাঁর বয়ানটি সাজিয়েছে মুহা. আবদুল গাফফার।]

Free @ www.e-iqra.weebly.com

হে পুষ্প কাননের কলিরা!

একদা হযরত সাফওয়ান (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সাফওয়ান! তুমি কেন এসেছ? উত্তরে সাফওয়ান (রাযি.) বললেন, ইলম শিখতে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু চিন্তা করলেন– যদি তাঁকে শুধু মারহাবা দেই তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তারা বঞ্চিত হবে, তাই তিনি বললেন, বিশেষভাবে শুধু তোমার জন্য নয়, কেয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে সবার জন্য মোবারকবাদ। প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি সত্যিকার তালেবে ইলম হয়েছি কি না। আল্লাহর খাতায় আমি গণ্য কি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুসংবাদ দিয়েছেন তার উপযুক্ত হয়েছি কি? তবেই এর উত্তর স্পষ্ট বেরিয়ে আসবে।

তালেবে ইলম কাকে বলে?

প্রশ্ন হতে পারে, তালেবে ইলম কাকে বলে? তালেবে ইলম হল, যার মধ্যে তলব আছে, জ্ঞানার্জনের পিপাসা আছে; যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির পানির তীব্র চাহিদা হয়। তলব হল পিপাসা। ইলম অর্জনের পিপাসা যার মধ্যে আছে তার শুধু একটি চিন্তা থাকা দরকার, সেটা হল ইলম। তালেবের পিপাসা এমন হতে হবে, যতক্ষণ ইলম অর্জন না হয়, ততক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ইলমের পিপাসায় কাতর হয়ে যাওয়া।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ঘটনা– তিনি ছাত্র যামানায় মাদরাসায় চলাচলের সাধারণ পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতেন। সে পথের ধারে

Free © www.e-iilm.weebly.com

এক দরবেশ ছিল। সে দেখল, একটা ছেলে এই পথ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কিতাবের ধ্যানে মগ্ন থাকে। দরবেশ তাকে ডেকে তিনটি প্রশ্ন করল। এক. হে কিশোর! তুমি স্বাভাবিক পথে না চলে অন্য পথে কেন চল? তিনি বললেন, আমি মাদরাসার ছাত্র, তাই সদা চিন্তা করি, আজ দরসে কী পড়লাম, যা পড়েছি তার কতটুকু আয়ত্তে আনতে পেরেছি। অন্য পথটি বাজারের মধ্য দিয়ে গেছে। সেখানকার নানা ধরনের জিনিসপত্র দেখে যেহেনে ইনতেশার পয়দা হতে পারে। তাই আমি এই পথে চলি।

দরবেশ এবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাপড় এত ময়লা কেন? উত্তরে তিনি বললেন, দেখুন– সারাদিন কিতাব নিয়ে ব্যস্ত থাকি, সামান্য সময়টুকুও বিরতির জন্য পাই না, কাপড় পরিষ্কার করার সময় কোথায়? দরবেশ বললেন, আমি ইলমে কিমিয়া জানি, এই লতা পাতাগুলো নিয়ে যাও, এগুলো মাটির সাথে ঘষলেই মাটি স্বর্ণে পরিণত হবে। তিনি তা নিয়ে বাড়িতে গেলেন, কিছুদিন পর দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ হলে দরবেশ বললেন, তোমার শরীরে তো ময়লা কাপড়ই দেখছি, তুমি স্বর্ণ বানাওনি? তিনি বললেন, হুযুর! আমি ভুলে গেছি। ঠিক আছে তুমি আগামীকাল বানিয়ে নিবে। বাড়িতে গিয়ে দেখলেন লতাপাতা শুকিয়ে গেছে, শুকনো লতাপাতা দিয়ে কী হবে, এই ভেবে তা রেখে দিলেন, একবার দু'বার, তিনবার তাকীদ দেওয়ার পরও যখন কোন কাজ হল না তখন দরবেশ নিজেই স্বর্ণ বানিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে বলল, এগুলো বিক্রি করে প্রয়োজন মিটিয়ে নিবে। পরের দিন তাকে দেখে বলল, তোমাকে তো পূর্বেকার অবস্থায়ই দেখছি। তিনি বললেন, হুযুর! পড়ালেখার ব্যস্ততায় স্বর্ণ বিক্রি করার কথা ভুলে গেছি। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) মাটিকে স্বর্ণ বানাতে শিখেননি ঠিকই, কিন্তু মাটির মানুষকে স্বর্ণে পরিণত করতে শিখেছেন।

ইলমের পরিচয়

দ্বিতীয় কথা হল, ইলম কী? যেই ইলম তোমাকে আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছায় সেটাই ইলম, আর যেটা তোমাকে আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, সেটা ইলম নয়। মুফতী শফী (রহ.) বলেছেন, তালেবে ইলম শব্দটা ছিল তালিবুল ইলম ওয়াল আমল। সংক্ষেপে তালেবে ইলম বলা হয়। তোমরা একটু ভেবে দেখ, যখন মাদরাসায় ভর্তি হয়েছ, তখন থেকে এখন পর্যন্ত তোমাদের উন্নতি হয়েছে না অবনতি? এক জামাত থেকে অন্য জামাতে উঠেছ, কতটুকু আমলে অগ্রসর হয়েছো। ইলম ও আমল একটা অপরটার সাথে

Free @ www.eilm.weebly.com

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আল্লাহর কাছে আমলহীন ইলমের কোন মূল্য নেই। আলেম দুই প্রকার। নেককার আলেম ও মন্দ আলেম। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসই দুই প্রকার– ভাল ও মন্দ। প্রত্যেকটি আবার কয়েক প্রকার। ভাল, খুব ভাল ও সবচেয়ে ভাল। মন্দও তদ্রূপ। নেককার আলেম হল সবচে' বেশি ভাল। মন্দ আলেম হল সবচেয়ে বেশি মন্দ।

তৃতীয় কথা, এই ইলম কে দিবেন? দিবেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। নিবে কে? নিবে কলব। চোখ, মুখ ও কানের মাধ্যমে। মাধ্যম ছাড়া ইলমকে ইলমে লাদুন্নি বলা হয়, যা হযরত খাযির (আ.)কে দান করা হয়েছে। ইলম যদি তার আপন জায়গায় গিয়ে না পৌঁছে তাহলে এটাই তার ধ্বংসের কারণ হয়। খোদাপ্রদত্ত ইলম তোমাকে কবর, হাশর, পুলসিরাত পার করে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।

অন্তর কীভাবে পরিষ্কার হবে? সাবানের মাধ্যমে কি কলব পরিষ্কার হবে? কারখানার সব সাবান খেয়ে নিলেও কলব পরিষ্কার হবে না। কলব পরিষ্কার করতে হলে গুনাহ ছাড়তে হবে। আমলের দ্বারা অন্তর সুসজ্জিত হয় আর গুনাহ ছাড়ার দ্বারা অন্তর পবিত্র হয়। তোমাদের চোখের গুনাহ ছাড়তে হবে। তোমরা মাদরাসায় পড় আর রাস্তায় চোখের মাধ্যমে গুনাহ কর। চোখ হল ইলম অর্জনের পথ। পথ যদি নাপাক হয়, তাহলে কীভাবে ইলম হাসিল হবে! কোন ছাত্র যদি জামাতের প্রথম হয়, আবার গুনাহও করে, তাহলে যে ছাত্রটি কম মেধাবী কিন্তু আমলে পাকা, তাকেই আল্লাহ আগে নিয়ে আসবেন। তোমরা এখনই গুনাহ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা কর, তোমরা জান, যামানা তিন প্রকার, এর মধ্যে যে হাল (বর্তমানকে) কাজে লাগায়, সেই সফলকাম। বর্তমানকে যে কাজে লাগাল না সে জিন্দেগীকে বরবাদ করে দিল। পেছনে যা নষ্ট হয়ে গেছে তা তো গেছেই, অন্তত এখন থেকে নিজের জীবনের রশি নিজের হাতে রেখো না, মুরব্বীর কাছে অর্পণ কর। তবেই সফলতার সোপান বেয়ে উপরে উঠতে পারবে।

ইলম অন্বেষণে সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন

"لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ." –একটি প্রসিদ্ধ উক্তি। ইলমে দৃঢ়তা অর্জন করা যে কোন তালেবে ইলমের সর্বোচ্চ কামনার বিষয়। কাজেই ইলমও নানা রকম প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার জালে আবৃত।

ফলে দেখা যায়, ইলমের প্রতি যে পরিপূর্ণ অভিনিবিষ্ট হতে চায় তার সামনেও বহু রকমের সমস্যা এসে ভিড় জমায়, যেগুলো তার অভিনিবেশকে বিঘ্নিত করে।

অনিচ্ছাকৃত প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ও দুআ করা ব্যতীত আর কিছুই করার নেই; কিন্তু আফসোসের কথা হল, আজকাল আমাদের তালেবে ইলম ভাইদের অবস্থা এমন যে, তারা অনিচ্ছাকৃত প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে পেরেশান হবে কি, তারা তো স্বেচ্ছায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তারা নিজেদেরকে এমন এমন কাজ ও ব্যস্ততার সাথে সম্পৃক্ত করছে যেগুলো ইলমী একাগ্রতা ও অভিনিবেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কীসে ধীশক্তি তীক্ষ্ণ ও প্রখর হয়। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, بِحَذْفِ الْعَلَائِقِ 'বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে।' (মুওয়াফফক কৃত মানাকিব ২/৯৩)

এ কথা অতি স্পষ্ট যে, বাধা ও প্রতিবন্ধকতা মস্তিষ্ককে বিক্ষিপ্ত করে রাখে এবং একাগ্রতাকে বিনষ্ট; অথচ ইলমের চর্চা ও জ্ঞানের বুৎপত্তি অর্জনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশ একান্ত জরুরি।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কাছে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَنْفَعَ لِلْحِفْظِ مِنْ نَهْمَةِ الرَّجُلِ وَمُدَاوَمَةِ النَّظَرِ 'অখণ্ড অভিনিবেশের চেয়ে অধিক উপকারী কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।'

(সিয়ারু আ'লামীন নুবালা)

যে বিভিন্ন ব্যস্ততা ও প্রতিবন্ধকতায় বন্দি থাকে সে তো কিতাব অধ্যয়নেরই সুযোগ পায় না; সে পড়ায় নিমগ্ন হবে কীভাবে?

Free@www.eelmeedu.com

Free@www.eilm.weebly.com

মোবাইল ঃ একটি মহামারী

আজকাল মোবাইল ফোন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি কারো কারো জন্যে প্রয়োজনের আওতায় পড়ে। সে যদি নিয়মের ভেতরে থেকে তা ব্যবহার করে তবে তার জন্য একটি উপকারী বস্তু বটে।

এই সময় বাংলাদেশের মত পশ্চাদমুখী একটি দেশে মোবাইলের এই প্রচলনে নৈতিক অর্থনৈতিক ও ক্ষতিকর দিকসমূহ কী, সেগুলো আমি উল্লেখ করতে চাই না, আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে– এ জিনিসটা দেশের অর্থনীতির জন্যে যেমন ক্ষতিকর, তার চেয়ে অনেক বেশি দামি সম্পদ 'সময়', যা মানব জীবনের একমাত্র পুঁজি ও অমূল্য সম্পদ –এর জন্যে অধিক ক্ষতিকর। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়াই কেবল বিলাসিতার জন্যে একে ব্যবহার করে 'সময়' অপচয়ে লিপ্ত। আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদের তালেবে ইলমরাও এই মহামারী থেকে নিরাপদ নয়। আজকাল তাদের অনেকের হাতেই মোবাইল ফোন দেখা যায়। কেউ গোপনে রাখে; কেউ প্রকাশ্যে ব্যবহার করে। আমার কাছে এটা দুর্বোধ্য যে, ইলম চর্চার অভিনিবেশের সাথে মোবাইল চর্চা একত্র হয় কীভাবে! একথা নিশ্চিত যে, তালেবে ইলমের জন্যে এই 'বস্তুটা' প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না। তালেবে ইলম ভাইদের জন্যে এটা অতিরিক্ত জিনিস। এর পেছনে পড়ার মানে এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আমি তালেবে ইলম নই।

আজ যেখানে বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরও শিক্ষালয় ও শিক্ষার পরিবেশে মোবাইলের অপকারিতার উপলব্ধি হচ্ছে এবং তারা এ ব্যাপারে আপত্তি অভিযোগ উত্থাপন করছে; এমনকি উন্নত বিশ্বের কোন কোন দেশে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশে মোবাইল প্রবেশের উপর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; সেখানে ওহীর তালেবে ইলমদের এই অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক যে, তারা নিঃসঙ্কোচে তা ব্যবহার করে চলেছে। তালেবে ইলমের জীবন ইলম চর্চায় নিমগ্নতার জীবন। এর সাথে মোবাইলের কোন সাযুজ্য নেই।

তালেবে ইলম যদি নিজেদের কল্যাণ চায় তাহলে তাদেরকে সর্বপ্রথম মোবাইল বর্জন করতে হবে। পাশাপাশি সব ধরণের ব্যস্ততা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে একাগ্রতার সাথে ইলমে নিমগ্নতার জন্যে নিজেকে ওয়াকফ করে দিতে হবে। এছাড়া দ্বীনের সঠিক বুঝ ও ইলমে দৃঢ়তা অর্জনের আশা করা যায় না।

আসাতিযার সঙ্গে দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানের নয়, উস্তাদগণের সোহবত গ্রহণ করুন

Free@www.e-iqra.weebly.com

মাদরাসাগুলোতে ইলমের অধঃপতনের একটি বড় কারণ হল, উস্তাদ ও ছাত্রের সম্পর্ক ক্রমেই সাময়িক ও নিয়মসর্বস্ব হয়ে পড়ছে। সময়ের প্রয়োজনে যখন শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হয়েছে, তখন থেকেই ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক উস্তাদের সঙ্গে হওয়ার স্থলে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হতে শুরু করেছে। এখন ছাত্ররা উস্তাদগণের সোহবত গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের। ফলে উস্তাদগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এখন নিয়ম রক্ষার সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। আর এর ফলাফলও চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে– নেছাবসমাপনকারী ছাত্রদের মধ্যে 'কিতাবী ইসতিদাদ' অর্জন করেছে এমন ছাত্র শতকরা একজনও পাওয়া যাবে না। আর 'ফননি ইসতিদাদ'–শাস্ত্রীয় বুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা তো আরো নগণ্য। এরপর 'রুসুখ ফিল ইলম' ও 'তাফাককুহ ফিদ্দীন'-এর যোগ্যতার অধিকারী অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ তো 'আনকা' পাখির ন্যায় দুষ্প্রাপ্য।

বলাবাহুল্য, কোন তালেবে ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণীয় আলেম হতে পারে না, যতক্ষণ না আহলে ফন–শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন করে গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী ইলম ও ফন সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করবে এবং সজাগ সচেতন আহলে ফিকহ-এর সাহচর্যের মাধ্যমে সচেতনতা, প্রাজ্ঞতা, চিন্তা ও কর্মে ভারসাম্য, আদাবুল মুআশারা তথা সমষ্টিগত জীবনের রীতি-নীতির জ্ঞান ও অনুশীলন ইত্যাদি অর্জন করবে। সর্বোপরি আহলে দিলের ছোহবত গ্রহণ করে তাকওয়া ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করাও অপরিহার্য।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সমাজে উল্লেখযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য অবদান রাখতে তারাই সক্ষম হন, যারা নিজেদেরকে উস্তাদগণের সঙ্গে যুক্ত রাখেন এবং উস্তাদগণের ছায়া ত্যাগ করেন না। আর এর প্রাথমিক বিষয়টি অর্থাৎ উস্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তাঁদের মুহাব্বত লাভ করা বস্তুত বিশেষ সোহবতের উপরই নির্ভরশীল।

উস্তাদ-শাগরিদ সম্পর্ক

আমাদের পূর্বসূরী আকাবির যে সব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিলেন কিন্তু আমরা তা থেকে বঞ্চিত তার একটি হল এই বিষয়টি, অর্থাৎ ছাত্রের প্রতি উস্তাদের মুহাব্বত

Free @www.eilm.weebly.com

এবং উস্তাদের সঙ্গে ছাত্রের দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক। দৃঢ় সম্পর্কের অর্থ হল, সম্পর্কটি নিরস নিয়মের সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠাননির্ভর সম্পর্ক না হওয়া; বরং শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত এবং গ্রহণ ও অর্জনের সম্পর্ক হওয়া। আর স্থায়ী সম্পর্কের অর্থ হল, সম্পর্কটি কেবল শ্রেণীকক্ষের সম্পর্ক না হওয়া। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ফার্সী পংক্তিটি খুবই প্রসিদ্ধ–

شاگرداین زمانه وقت سبق یگانه - چون شد سبق میسر آرند صد بهانه

এমন না হওয়া উচিত। সম্পর্কের দৃঢ়তা চাই এবং স্থায়ীত্ব চাই। উস্তাদের নিকট থেকে চলে আসার পরও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, নির্দেশনা গ্রহণ করা, ইলমী সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হওয়া এবং দুআ লাভ করা ইত্যাদি বিষয়ে একজন তালেবে ইলমকে সব সময়ই সজাগ-সচেতন থাকা উচিত।

এই সম্পর্কের চেয়েও যে জিনিসটি বেশি প্রয়োজন অথচ বেশি অবহেলিত তা হল উস্তাদের দীর্ঘ ও বিশেষ সোহবত। আর এটি দুই পর্যায়ে জরুরি। প্রথমত প্রচলিত পরিভাষায় 'মাওলানা' হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত 'মাওলানা' হওয়ার পর রুসুখ ফিল ইলম, তাফাককুহ ফিদ্দীন ও খোদাভীতিসম্পন্ন আলেম হওয়ার জন্য।

সোহবতে থাকার ক'টি দৃষ্টান্ত

সালাফের যুগে অনেক আলেম এমন ছিলেন যারা শিক্ষা সমাপণের পরও ১০, ২০, ৩০ ও ৪০ বছর নিজের বিশেষ আহলে ফন–শাস্ত্রজ্ঞ উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণ করেছেন। কেউ তো অন্য সব ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে এই সাধনা করেছেন আর কেউ অন্য কিছু দ্বীনী ব্যস্ততার পাশাপাশি দিন-রাতের অধিকাংশ সময় বা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় উস্তাদের সাহচর্যে কাটিয়েছেন। এ ধরনের দৃষ্টান্ত ইতিহাস ও চরিতাভিধান বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে প্রচুর রয়েছে। আমি এখানে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর কিতাব– "العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج" এবং তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ শায়খ মুহাম্মাদ আউয়ামাহ-এর কিতাব "أدب الاختلاف فى مسائل العلم والدين" পৃ. ১৪৭–১৫১ থেকে দু'চারটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি ঃ

আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না আল-বাছরী (১১০ হিজরী–২০৯ হিজরী) বলেছেন, 'আমি ইউনুস ইবনে হাবীব (প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ, জন্ম ৯০ হিজরী, মৃত্যু ১৮২ হিজরী)-এর খেদমতে ৪০ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি।'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আবু যাইদ আনসারী নাহবী (রহ.) বলেছেন, 'আমি ইউনুস ইবনে হাবীবের খেদমতে ১০ বছর অবস্থান করেছি এবং আমার আগে খালাফ আল-আহমারও তাঁর সাহচর্যে ১০ বছর অবস্থান করেছেন।'

(ওফায়াতুল আ'য়ান, ইবনে খাল্লিকান ২/৪১৬)

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন–

كَانَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَى الرَّجُلِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلَّمُ مِنْهُ.

অর্থাৎ শিষ্য উস্তাদের সাহচর্যে ৩০ বছর আসা-যাওয়া করতেন এবং ইলম অর্জন করতেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন, 'আমরা পূর্ণ ১০ বছর ইসমাঈল ইবনে উলাইয়ার সাহচর্য গ্রহণ করেছি। প্রতিদিন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতাম। বিশেষ কোন অসুবিধা ছাড়া কখনো অনুপস্থিত থাকিনি।'

(আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল, ইমাম আহমদ ১/৩৬৭)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বিষয়টি তো খুবই প্রসিদ্ধ, তিনি একাধারে ১৮ বছর ফকীহুল ইরাক হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন।

কাযী আবু ইউসুফ (রহ.)ও তার উস্তাদ আবু হানীফা (রহ.)-এর সাহচর্যে ১৭ বছর অবস্থান করেছেন।

এ যুগের কিছু নমুনা

কোন কোন বন্ধুর মনে হয়ত এই প্রশ্ন এসে থাকবে যে, আপনি আমাদের হাজার বছর আগের কথা শোনাচ্ছেন। সে সময়ের 'মুদ্রা' এখন চলবে কেন? এ জাতীয় কথা যদিও হিলা-বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও এর উত্তরে শুধু এটুকু আরজ করাই যথেষ্ট হবে যে, 'নুযহাতুল খাওয়াতির'-এর সর্বশেষ ও অষ্টম খণ্ডটি হাতে নিন। এ খণ্ডটিতে শুধু এই উপমহাদেশ ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোর উলামা-মাশায়েখ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আলোচনা রয়েছে এবং শেষ খণ্ডটিতে শুধু চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর ব্যক্তিবর্গের আলোচনাই স্থান পেয়েছে, যে শতাব্দীর পর মাত্র ২৫/২৬ বছরই অতিবাহিত হয়েছে। এই খণ্ডটি থেকে উদাহরণস্বরূপ শুধু নিম্নোক্ত পৃষ্ঠাগুলো অধ্যয়ন করুন–

২০, ৩৬, ৫৭, ৬১, ৬২, ৭৮, ১০৪, ১১০, ১২৬, ১৩৭, ১৪৬, ১৬০, ১৬৯, ১৭১, ১৭৭, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৮। এ পৃষ্ঠাগুলোতে নিকট অতীতের আকাবিরের ব্যাপারেই পেয়ে যাবেন, لَازَمَهُ مُدَّةً طَوِيْلَةً، لَازَمَهُ مُلَازَمَةً طَوِيْلَةً، لَازَمَهُ دَهْرِهِ، لَازَمَهُ إِلَى مَوْتِهِ ইত্যাদি বা তার সমার্থক শব্দাবলী।

Free@www.eilm.weebly.com

শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক রূপ লাভের পরও আকাবিরের যুগে এই রীতির বিলুপ্তি ঘটেনি। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) ও হযরত সাহারানপুরী (রহ.) উভয়ে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর এবং শাহ সাহেব (রহ.), হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন নিজেদের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ব্যস্ততার সময়েও। মাওলানা বদরে আলম মীরাঠী, মাওলানা আহমদ রেযা বিজনুরী, মাওলানা ইউসুফ বানূরী প্রমুখ তাঁদের ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার পর কর্ম জীবনেও শাহ ছাহেবের বিশেষ সাহচর্য গ্রহণ করেছেন। মাওলানা যফর আহমদ উসমানী ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার পরেই হযরত থানভী (রহ.)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। তদ্রূপ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান (রহ.)-এর, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.), হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর; মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), ডা. আবদুল আলী নদভী (রহ.)-এর এবং মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.), হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকী ও হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান টুংকী (রহ.)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন।

সিরিয়ার হলব শহরের গত শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম শায়খ আহমদ যারকা (রহ.) (১২৩৫ হিজরী–১৩৫৭ হিজরী) ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পর প্রায় ৩০ বছর তার পিতা শায়খ মুহাম্মদ যারকা (রহ.)-এর সাহচর্যে ছিলেন এবং ফতোয়ায়ে শামী ও বাদায়েউস সানায়ে-এর মত সুদীর্ঘ ও সুকঠিন একাধিক কিতাব আদ্যোপান্ত তাহকীকের সাথে পড়েছেন।

এ যুগের আকাবিরের মধ্যে মাওলানা সলীমুল্লাহ খান ছাহেব হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী (রহ.)-এর; মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী ছাহেব হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.)-এর; মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী ছাহেব হযরত মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী (রহ.) ও আল্লামা বিলয়াবী (রহ.)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন।

আপনি যদি নিকট অতীতের আকাবিরীনের ইতিহাস ও জীবনী অধ্যয়ন করেন কিংবা বর্তমানের আকাবিরের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেন তবে দেখবেন, যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন এবং মানসম্পন্ন খেদমতের ব্যাপারে বিশেষ মাকাম অর্জন করেছেন তারা কোন না কোন শাস্ত্রাভিজ্ঞ মেহেরবান উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। শুধু নিয়মের সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সম্পর্কের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

এই সুন্নাত আবারো যিন্দা করতে হবে

لَنْ يَّصْلُحَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا. -এর নীতি অনুযায়ী এই সুন্নতকেই আবার যিন্দা করতে হবে। এর বিকল্প নেই। যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদের প্রথম কর্তব্য হল, এ ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এরপর তার অভিভাবকদের দায়িত্ব হল, তাকে এই বিশেষ সোহবত গ্রহণের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদান করা। আর যে উস্তাদগণকে আল্লাহ তাআলা "মানুষ গড়ার" যোগ্যতা দান করেছেন তাঁদেরও বদান্যতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে। যদি এই তিন শ্রেণী সম্মিলিতভাবে মনোযোগী হন তাহলে এ যুগেও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সাহচর্য গ্রহণ করে নিজেকে আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য তৈরি করা অসম্ভব কিছু নয়।

যে সব মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ভাল সেগুলোতে মুখলিস, মেধাবী ও ওফাদার দু'চারজন তালেবে ইলমকে সুযোগ দেওয়া উচিত, তারা যেন কোন বিশিষ্ট উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণ করতে পারে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজ করে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

'তাখাসসুস'-এর ধারাবাহিকতাও মূলত হকদার তালেবে ইলমদেরকে 'আহলে ফন' ও 'আহলে ফিকহ' ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সাহচর্য প্রদানের জন্যই শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন এ বিভাগটিতেও 'ঘুন' ধরেছে এবং যে নিয়মসর্বস্বতা ও অগভীরতার চিকিৎসার জন্য এর সূচনা হয়েছিল সে নিজেই এখন তার শিকার হয়ে পড়েছে। (عَافَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَشَفَاهُ)

এখন যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হল, দাওরায়ে হাদীস ও তাখাসসুস সমাপনকারীদের মধ্য থেকে যোগ্য, মেধাবী, ওফাদার এবং পূর্ণ মনোযোগ ও অভিনিবেশসম্পন্ন কিছু তালেবে ইলমকে বাছাই করে তাদেরকে আহলে ফনের সাহচর্য লাভের ব্যবস্থা করে দেওয়া। সেটা সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেও হতে পারে কিংবা অল্প-স্বল্প পাঠদানের দায়িত্বের সঙ্গেও হতে পারে। প্রয়োজনাদি পূরণের ইন্তেজাম তালেবে ইলম নিজেও করতে পারে বা তার অভিভাবক করতে পারেন অথবা মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ কিংবা যে উস্তাদের তত্ত্বাবধানে থাকবে তিনিও করতে পারেন। মোটকথা নিয়ত ও হিম্মত থাকলে কোন না কোন ইন্তেজাম অবশ্যই হয়ে যাবে।

অহেতুক কিছু অজুহাত

তবে আমাদের একটি দুঃখজনক অভ্যাস এই হয়ে গেছে যে, যে কোন ভাল ও জরুরি পদক্ষেপের পরামর্শ দেওয়া হলে তাকে কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায়

Free © www.eilm.weebly.com

এই চিন্তা করার আগেই নির্ধারিত কিছু বাক্যের মাধ্যমে একে প্রত্যাখ্যান করা হয়। যেমন বলা হয়, 'আমাদের এখানে এগুলো বাস্তবায়নের পরিবেশ নেই।' 'এই দেশে এটা সম্ভব নয়।' 'এই যুগে এগুলোর কল্পনাও করা যায় না' ইত্যাদি। কিন্তু সত্য কথা হল, এ ধরনের কথাবার্তাকে অনেক সময়ই শুধু 'অনিচ্ছুকের বাহানা' ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না। আমাদের আশেপাশে কি এমন দৃষ্টান্ত কম রয়েছে যে, যোগ্যতাসম্পন্ন তালেবে ইলম নিসাবের পড়াশোনা শেষ করার পর কোথাও ইমামত কিংবা খিতাবাত-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া তার অন্য কোন কাজ নেই। কিংবা থাকলেও তা হল, কোন মাদরাসায় দু' একটি সবক পড়ানো। এমন বন্ধুদের পক্ষে কোন উস্তাদ কিংবা বিশেষজ্ঞ আলেমের তত্ত্বাবধানে থেকে কিছু কিছু ইলমী ও গবেষণামূলক কাজ করা এবং ধীরে ধীরে নিজেকে গড়ে তোলা খুবই সহজ। কিন্তু আমাদের অবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণীরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি–

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ.

অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক মানুষ দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন। নেয়ামত দু'টি হল, সুস্থতা ও অবসর। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪১২)

আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন এবং আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণ আলেম আছেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কর্ম জীবনেও বিশেষজ্ঞ উস্তাদের সঙ্গে কিংবা কোন অভিজ্ঞ মুরুব্বি আলেমের সঙ্গে কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন, কিন্তু এই সুযোগ থেকেও তারা উপকৃত হন না।

যাক, আলোচনা নেছাবসমাপনকারী ভাইদের দিকে চলে গেল। ছাত্র জীবনে যখন আমরা উস্তাদগণের ছায়াতলে থাকি তখনও কি দু'একজন বিশেষজ্ঞ উস্তাদের বিশেষ সোহবত গ্রহণ করি? তাহলে বোঝা গেল, সকল দোষ শুধু 'পরিবেশে'র উপর চাপিয়ে দেওয়া মোটেই উচিত নয়; বরং অনেক 'অপরাধ' আছে যার কারণ হল আমাদের নিজেদের ভীরুতা ও উদাসীনতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উচ্চ হিম্মত, 'দিলে দরদমন্দ', 'ফিকরে আরজুমন্দ' ও 'যবানে হুশমন্দ' নসীব করুন। আমীন।

ছাত্রদের সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে হবে

–মাওলানা আজিজুর রহমান (দা. বা.)

[গত ১৩ জুন '০৬ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মিলনায়তনে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান নসীহত পেশ করেন পাকিস্তান দারুল উলূম করাচির নাযেমে তালীমাত এবং মাসিক আল-বালাগ-এর সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান (দা. বা.)। তাঁর সে বয়ানটির অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ আবদুল গফফার।]

Free @ www.eijiin.weebly.com

আমার প্রিয় তালেবে ইলম!

ইলম অন্বেষার প্রত্যয় নিয়ে মাদরাসা নামক পুষ্পোদ্যানে যখন তোমরা ভর্তি হয়েছ, তখন থেকেই তোমাদের তালেবে ইলমের যিন্দেগী শুরু হয়ে গেছে। সাথে সাথেই তোমাদের স্কন্ধে এসে পড়েছে অনেক দায়িত্ব। বাস্তবিক পক্ষে তোমরা হয়ে গেছ জাতির নিঃস্বার্থ প্রতিনিধি। এখন তোমাদের কাজ ভালভাবে লেখাপড়া করে দিকভ্রান্ত জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া। এর ব্যতিক্রম করলে ভুলের মাশুল তোমাদেরকেই দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন–

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যাতে তারা দ্বীনের সমঝ লাভ করে এবং সতর্ক করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?" (সূরা তাওবা : ১২২)

আমাদের মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেছেন, উক্ত আয়াতে 'নাফারা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, 'খারাজা' নয়; যদিও তার অর্থও বের হওয়া। কারণ দুইটির মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। 'নাফারা' অর্থ সমস্ত ধান্দা-ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে বের হওয়া। আর 'খারাজা' অর্থ সাধারণ বের হওয়া।

তোমরা অনেকে 'তালীমুল মুতাআল্লিম' পড়েছ। সেখানে রয়েছে যে, "ইলম তোমাকে সামান্য অংশও দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইলমের জন্য তোমার সব কিছু বিসর্জন না দাও।" এছাড়া তোমরা শুনেছ, হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন–

Free © www.eilm.weebly.com

"যদি কোন তালেবে ইলম তিনটি বিষয়ে আমল করে তবে তার মুহাক্কিক আলেম হওয়ার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। ১. দরসে আসার পূর্বে মুতালাআ করে আসা। ২. সবক ভালভাবে শোনা ও ৩. তাকরার করা।

এই বিষয়গুলোর প্রতি আমল করা ছাত্রদের জন্য একান্ত জরুরি।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ! তোমাদের পিতা-মাতা তোমাদেরকে উস্তাদের কাছে রেখে গেছেন, যাতে তোমরা তাদের সোহবতে আদর্শ মানুষ হও, বড় আলেম হও। তোমাদের মাধ্যমে যেন মানুষ আলোকিত হয়। সঠিক পথ খুঁজে পায়। এর জন্য শর্ত হল, উস্তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তোমাদের চলতে হবে। তবেই পিতা-মাতার আশা পূর্ণ হবে। নিজের মত করে চললে হবে না। নইলে তাদের আশা নিরাশায় পরিণত হবে এবং তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। তোমরাও জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। দেখ, পড়ালেখার সময় অন্য মনস্ক হয়ো না। ভালভাবে পড়ালেখা কর। তবেই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হবে। নইলে সবই ব্যর্থ হবে।

ইলমী নিমগ্নতা

প্রিয় তালেবানে ইলম! অবসর সময়ে আকাবিরের জীবনী পড়বে। তাহলে দেখতে পাবে, তারা ইলমের জন্য কত কষ্ট করেছেন। নিজের জীবনকে সেভাবে গড়তে চেষ্টা করবে। তোমরা অনেকেই হয়ত এই ঘটনাটি শুনেছ, আল্লামা আবদুল হালীম লখনভী (রহ.)-এর সুযোগ্য পুত্র আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.)-এর মুতালাআর ঘটনা– "তিনি একবার মুতালাআয় রত অবস্থায় খাদেমের কাছে পানি চাইলেন। পিতা শুনে বললেন, ইলম দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। আর খাদেমকে পানির বদলে তেল দেওয়ার জন্য বলে দিলেন। সে তাই করল। মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) তা পান করে ফেললেন। পিতা এই দৃশ্য অবলোকন করে বললেন, না ইলম আরো কিছু দিন দুনিয়াতে বাকি থাকবে।

এই ছিল তাদের অভিনিবেশ। তাদের মাথায় কোন ঝামেলা ছিল না, তারা সর্বদাই ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। অনেক ছাত্র দরসে অনুপস্থিতিকে সাধারণ বিষয় মনে করে। একদিন অনুপস্থিত থাকলে যে ৪০ দিনের ক্ষতি হয় তা ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আবার অনেক ছাত্রকে দেখা যায় তারা ইবারতে কাঁচা। যদি ইবারত পড়তে না পারে তবে তো জীবনটাই বরবাদ। সময় থাকতে ঘাটতি পূরণ করে নাও। নইলে শিক্ষকতার যামানায় ভোগান্তির শিকার হতে হবে।

তোমরা সকলেই চেষ্টা করবে তাকরারের মুতাকাল্লিম হতে। যদি সারা জীবন শুধু শুনে যাও তবে আর বলার যোগ্যতা তৈরি হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যা পড়বে তার উপর যথাযথ আমল করার চেষ্টা করবে। নিজে আমল করলে অন্যের উপর এর প্রভাব পড়বে।

এটি আফসোসের বিষয় যে, এখন ছাত্ররাও মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। এটা যে তাদের জন্য ভয়ংকর ব্যাধি তা একটু ভেবেও দেখে না। কোন ছাত্রের জন্যই উচিত নয় সাথে মোবাইল রাখা। তোমাদের বারবার একটি কথাই বলছি যে, আগে সকল ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত কর, এরপর শুধু পড়ালেখা নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখ।

মুতালাআর ফলপ্রসূতা উপযুক্ত নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল

Free @ www.e-iqra.weebly.com

অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা ছিল আমার প্রিয় তালেবে ইলম ভাইদের খেদমতে নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছু লিখব ঃ

১. মুতালাআর গুরুত্ব ও প্রকারভেদ, সম্পূরক মুতালাআর জন্যে শ্রেণীভিত্তিক নির্বাচিত কিতাবসমূহ।

২. বিভিন্ন যুগের আকাবিরের পছন্দনীয় গ্রন্থাবলী।

৩. বিষয়ভিত্তিক মুতালাআর জন্যে নির্বাচিত গ্রন্থাবলী।

এখন লিখতে বসে মনে হচ্ছে, উপরের তিনটি বিষয়ে লেখার আগে ভূমিকাস্বরূপ মুতালাআর জন্যে উপযুক্ত নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তাই আগে এ ব্যাপারেই কিছু কথা বলছি।

মুতালাআর জন্যে উপযুক্ত গ্রন্থাদির সুন্দর নির্বাচন একটি স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। মুতালাআ তখনই ফলপ্রসূ হয় এবং 'তাফাক্কুহ' সৃষ্টিতে সহযোগিতা করে যখন তা সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন হয়। এজন্যে সাধারণ মানুষ তো বটেই, তালেবে ইলমদের জন্যেও অপরিহার্য হচ্ছে নিজের তালীমী মুরুব্বীর নির্দেশনা অনুযায়ী মুতালাআর বিষয় এবং সে বিষয়ে তার উপযোগী গ্রন্থাদি নির্বাচন করা।

সুন্দর নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা

এই নির্বাচনটি বিভিন্ন কারণে প্রয়োজন। একে তো আহরণযোগ্য বিষয়বালী অগণিত। এরপর প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে অসংখ্য কিতাব। উপরন্তু ভ্রান্ত চিন্তাধারা, অস্বচ্ছ রুচির অধিকারী লেখক এবং এক শ্রেণীর পণ্ডিতমূর্খের রচিত বইপত্রও, প্রচুর পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়। সেসব বইয়ে বাহ্যিক সাজসজ্জা, বিন্যাস ও উপস্থাপনা কখনো কখনো হকপন্থী ও আমানতদার ব্যক্তিবর্গের রচনাবলির চেয়ে বেশি মনে হয় অথচ ওই সব রচনা সাধারণ পাঠক ও সাধারণ তালেবে ইলমদের জন্যে বিষতুল্য। এছাড়া অনেক বই-পুস্তক এমনও রয়েছে যা কাঁচা ইলম ও অপরিপক্ক কলমের লেখা। ফলে সেসব বইপুস্তক থেকে সঠিক তথ্যাবলী এবং আলোচ্য বিষয়ের বাস্তব রূপরেখা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অনেকটা অসম্ভব বলা চলে। এ ছাড়া মুহাক্কিক আলেমদের রচিত 'তাহকীকপূর্ণ' কিতাবসমূহও

Free @ www.eilm.weebly.com

বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। প্রতি শ্রেণীর সকল পর্যায়ের ছাত্র সকল কিতাব আত্মস্থ করতে পারবে এমনটি অপরিহার্য নয়।

এসব মৌলিক কারণে সাধারণ পাঠক, তালেবে ইলম ও নেছাবসমাপনকারী সাধারণ আলেমদের জন্যেও বিজ্ঞ মুহাক্কিক আলেমের নির্দেশনা অনুযায়ী অধ্যয়নযোগ্য কিতাবাদি নির্বাচন করার প্রয়োজন থাকে। এ ব্যাপারে সচেতন না হয়ে অপরিকল্পিত অধ্যয়নে লাভের তুলনায় ক্ষতির আশংকাই বেশি।

হাদীসের শিক্ষা, সালাফের কথা

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে ইলমে নাফে' তথা উপকারী ইলম প্রার্থনা করার এবং ইলমে গাইরে নাফে' তথা অপকারী ইলম থেকে আশ্রয় কামনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদের দুআ শিখিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً،

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি উপকারী ইলম, হালাল রিযিক ও মাকবুল আমল।'

(মুসনাদে আহমাদ হাদীস ২৫৯৮২; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ৯২৫)

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا.

'হে আল্লাহ! আমাকে যে ইলম দান করেছেন তার মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করুন এবং আমাকে তা-ই শিক্ষা দিন যা আমার জন্যে উপকারী। আর আমার ইলম বাড়িয়ে দিন।' (জামে' তিরমিযী, হাদীস ৩৫৯৯)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে যা উপকার করে না; এমন হৃদয় থেকে যা বিনয়-নম্র হয় না; এমন আত্মা থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং আশ্রয় চাই এমন দুআ থেকে যা কবুল হয় না।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দুআ শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর উম্মতকে জ্ঞানহীন বাকপটু লোকদের ব্যাপারেও সাবধান করে বলেছেন–

Free @ www.eHiMweebly.com

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمُ اللِّسَانِ.

'আমার উম্মতের জন্যে সবচেয়ে বেশি ভয় হয় বাকসর্বস্ব মুনাফেক লোকদেরকে।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৪৩)

এটিও স্বীকৃত যে, শরীয়ত বেদআতী তথা ভ্রান্ত চিন্তাধারা পোষণকারী লোকদের সান্নিধ্যে বসা থেকে নিষেধ করেছে। (আল-ইতিসাম, আল্লামা শাতেবী)

অন্যদিকে কুরআন কারীমে আলেমদেরকে 'রাব্বানী' হওয়ার আদেশ করা হয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান : ৭৯)

কোন কোন সালাফের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'রাব্বানী' হওয়ার জন্যে আলেমের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যও থাকা আবশ্যক যে, 'ইউরাব্বী বি-সিগারিল ইলম কাবলা কিবারিহা' অর্থাৎ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমের খেয়াল রাখা। প্রথমে সহজ বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা, এরপর ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম ও কঠিন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাব : ১০)

ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও ইমাম আমের ইবনে শারাহীল আশশাবী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে–

اَلْعِلْمُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُّحَاطَ بِهٖ، فَخُذُوْا مِنْهُ أَحْسَنَهُ.

'ইলমের পরিধি এতটাই ব্যাপ্ত যে, তাকে বেষ্টন করা যায় না। অতএব তার উত্তম অংশটি অর্জন কর।'

এরপর তিনি ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এ দিকে মানছূব নিম্নোক্ত পংক্তি দুটি আবৃত্তি করেন–

مَا أَكْثَرَ الْعِلْمَ وَمَا أَوْسَعَهُ - مَنْ ذَا الَّذِيْ يَقْدِرُ أَنْ يَّجْمَعَهُ

إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ لَهُ طَالِبًا - مُحَاوِلاً فَالْتَمِسْ أَنْفَعَهُ

'ইলম কত বিস্তৃত আর তার শাখা-প্রশাখা কত বেশি! কারো পক্ষেই সম্ভব নয় তা পরিবেষ্টন করা। তাই তুমি যদি বাস্তবিকই ইলমের তালেব হও তবে সেই অংশটিই অন্বেষণ কর যা অধিক উপকারী।'

আরো জানতে হলে ইবনে আবদুল বার (রহ.)-এর কিতাব 'জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ওয়ামা ইয়ামবাগী ফী রিওয়ায়াতিহী ওয়া হামলিহী' পৃষ্ঠা ১২৫ (কাইফিয়্যাতুর রুতবাতি ফী আখযিল ইলমি) অধ্যয়ন করতে পারেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

এখানে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিতাব ও সুন্নতের দলীলসমূহ এবং সালাফের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করা উদ্দেশ্য নয়। আর তার প্রয়োজনও নেই। আমি শুধু তালেবে ইলম ভাইদেরকে এদিকে মনোযোগী করতে চাই যে, ইলমের আদব তথা নিয়ম ও নীতি বিষয়ক মৌলিক কথাগুলো শরয়ী দলীল দ্বারাই প্রমাণিত। আমাদের বরেণ্য পূর্বসূরী গণ শুধু চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আলোকেই তা স্থির করেছেন– বিষয়টি এমন নয়।

মোটকথা, বিষয়বস্তুর আধিক্য, গ্রন্থাদির প্রাচুর্য আর গ্রন্থকারদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিভিন্নতা; বরং এক শ্রেণীর লেখক-গ্রন্থকারদের মধ্যে এ দুটি বিষয়ের শূন্যতা সর্বোপরি অধ্যয়নকারীর যোগ্যতা, বয়স ও অবস্থার বিভিন্নতা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ই এমন, যে কারণে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গ্রন্থাদি নির্বাচন একটি অপরিহার্য ব্যাপার।

এরপর ছোট একটি বিষয় এও রয়েছে যে, কিছু অধ্যয়ন রয়েছে যা অল্প পরিমাণে হলেও নিয়মিত জারি রাখা উচিত। যেমন, কুরআন কারীম, হাদীস ও সীরাত এবং সালাফে সালেহীনের জীবনী ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যয়ন। যদি সম্পূরক অধ্যয়ন সুশৃঙ্খল ও নির্বাচিত না হয় তাহলে এর ফল এই দাঁড়াবে যে, নিয়মিত অধ্যয়ন যার মাধ্যমে তাফাক্কুহ তথা দ্বীনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জিত হয় তাই অধ্যয়নের বাইরে থেকে যাবে।

সম্পূরক অধ্যয়নের ব্যাপারে প্রান্তিকতা

বর্তমানে আমাদের তালেবে ইলম ও নেছাব সমাপনকারী ভাইদের অনেকেই মুতালাআ ও অধ্যয়নের ব্যাপারে প্রান্তিকতার শিকার। কেউ যা হাতের কাছে পায় কোন বাছ-বিচার, পরিকল্পনা ও নির্বাচন ছাড়া তাই পড়তে থাকে। এর ফল এই হয় যে, কখনো তাদের গোটা অধ্যয়নই ব্যর্থ হয়; কখনোবা পরিশ্রমের তুলনায় প্রাপ্তি হয় সামান্য। আবার কখনো উল্টো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আর কিছু অধ্যয়নকারী এমন রয়েছে, যারা অপরিহার্য পাঠ্য-মুতালাআর প্রতিই গুরুত্ব দেয় না। কেউ আবার পাঠ্য-মুতালাআর প্রতি গুরুত্ব দিলেও সম্পূরক মুতালাআর ব্যাপারে তাদের এতটাই ভীতি যে, যেন এটি একটি নাজায়েয কাজ। উপরোক্ত দুটি অবস্থানই নিঃসন্দেহে প্রান্তিকতা। প্রথমটির মূলে রয়েছে আত্মনির্ভরশীলতা, যা তালেবে ইলমের জন্যে এক মরণব্যাধি। আর দ্বিতীয়টির অন্তর্নিহিত কারণ হল, ইলমের ব্যাপারে অল্পেতুষ্টির মনোভাব অথচ অল্পেতুষ্টি পার্থিব মাল-আসবাবের ব্যাপারে কাম্য, ইলম ও আমলের ব্যাপারে অল্পেতুষ্টি নয়; লোভ ও

Free @ www.eilmweekly.com

সীমাহীন অতৃপ্তিই কাম্য। পার্থিব ব্যাপারে লোভ নিন্দিত; কিন্তু ইলমের ব্যাপারে তা শুধু নন্দিতই নয়, আবশ্যিকরূপে কাম্য। 'দুই জিনিসের লোভী কখনোই পরিতৃপ্ত হয় না।' (মুসনাদে বাযযার, কাশফুল আসতার, হাদীস ১৬৩) এবং 'শুধু দু ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা হতে পারে...।' (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬) বলুন তো এই হাদীসগুলোর মর্ম কী এবং 'রাব্বি যিদনী ইলমা' 'হে আমার পালনকর্তা! আমার ইলম বাড়িয়ে দাও।' (সূরা তহা ১১৪) এই কুরআনী দুআর মর্মইবা কী?

আত্মতৃপ্তির ব্যাধি

অধিক ও সুশৃঙ্খল অধ্যয়নের অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক হল আত্মম্ভরিতার ব্যাধি। আমাদের অনেকেই এই ব্যাধির শিকার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ব্যাধি থেকে নাজাত দান করুন। আমীন।

ইলম ও জ্ঞানের ব্যাপারে আত্মম্ভরিতার উৎস হল মূর্খতা। ইলমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞানও রয়েছে তার মধ্যেও এই ব্যাধি জন্ম নেওয়ার প্রশ্নও আসতে পারে না। আমের ইবনে শারাহীল আশশাবী (রহ.)-এর সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি, যার একটি বাক্য হল–

وَمَنْ نَالَ الشِّبْرَ الثَّانِيَ صَغُرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ.

-এর আলোচনা আমি এখানে করতে চাই না। আমি এখানে মধ্য শতাব্দীর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা এবং নিকট অতীতের আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করছি–

১. ইমাম আবুল হাসান মাওয়ার্দী (রহ.) তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, ইলমে কালাম প্রভৃতি শাস্ত্রের বড় ইমাম ও সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ৪৫০ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনি তাঁর কিতাব 'আদাবুদ দুনয়া ওয়াদ দীন'-এ তাঁর নিজের একটি ঘটনা লিখেছেন। আলেমদেরকে আত্মগর্ব ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করার উপদেশ দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমি তোমাদেরকে আমার নিজের একটি ঘটনা শুনিয়ে সতর্ক করতে চাই। আমি লেনদেন প্রসঙ্গে একটি সুবৃহৎগ্রন্থ প্রণয়ন করি এবং তাতে সাধ্যমত কুরআন হাদীসের দলীল ও অসংখ্য উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করতে কোন ত্রুটি করিনি। এ কাজে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আমার কিছুটা আত্মগর্ব হতে লাগল যে, এ বিষয়ে আমার জ্ঞানই সম্ভবত সবচেয়ে গভীর। আল্লাহর কী শান! আমি সেই মজলিসেই বসে ছিলাম ইতিমধ্যে দু'জন গ্রাম্য আরবী ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তাদের একটি সমস্যা নিয়ে

Free@www.eilm.weebly.com

আমার সামনে উপস্থিত হল। তাদের সমস্যাটির সম্পর্ক ছিল চারটি মাসআলার সঙ্গে। কিন্তু কোন সমাধানই আমার বুঝে আসছিল না। আমি তখন মাথা ঝুঁকিয়ে অনুভবের রাজ্যে বিচরণ করতে লাগলাম। তারা আমাকে বলল, আপনি আলেমদের শিরোমণি আর আপনি এই মাসআলার সমাধান জানেন না! একথা বলে তারা উঠে গেল এবং এমন একজন আলেমের শরণাপন্ন হল যার চেয়ে আমার অনেক ছাত্রও অগ্রগামী। সেই আলেম বেদুঈন দুজনকে সেই মাসআলার সমাধান জানিয়ে পরিতৃপ্ত করল এবং তারা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিল।'

মাওয়ারদী (রহ.) বলেছেন, 'আজ পর্যন্ত এই মাসআলার সমাধান আমার বুঝে আসেনি। এই ঘটনাটি ছিল আমার জন্যে এক ঐশী চপেটাঘাত, যার মাধ্যমে আমার শিক্ষা হল এবং আত্মম্ভরিতা দূর হল।'

(আদাবুদ দীন ওয়াদ দুনয়া ৮১–৮২)

২. হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানভী (রহ.) বলেছেন, 'আমার নিজের ঘটনা বলি– একবার 'গুরহীখাম' নামক এলাকায়, যা আমাদের গ্রামের নিকটবর্তী একটি পল্লী, লোকেরা ওয়াজ করার নিবেদন জানাল। আমি তাদের সঙ্গে ওয়াজ করার প্রতিশ্রুতিও দিলাম। সে সময় আমার মনে এই ভাবের উদয় হল যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি ওয়াজ করতে পারঙ্গম। এরপর যখন ওয়াজ করতে বসেছি তখন খুতবা ও আয়াত পড়ে আর অগ্রসর হতে পারলাম না। কোন বিষয়ই মনে আসছে না। অনেক চেষ্টা করার পরও বলার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এরপর ভাবলাম, আচ্ছা এ যাবৎ বহুদিন বহু স্থানে অনেক ওয়াজ করেছি, আজ একটি পুরাতন ওয়াজই হোক; কিন্তু সেসব ওয়াজের বিষয়ও আমার স্মৃতিতে আসছিল না। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এই অক্ষমতা হল আমার সেই চিন্তার উত্তর যা আমার মনে উদিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিলেন, তুমি নিজে থেকে কিছুই বলতে পারো না। আমি যখন তোমাকে দিয়ে কোন কিছু বলাতে ইচ্ছা করি তখনই তুমি সব কিছু বলতে পার। (আল আবদুর রাব্বানী ১০; আদাবে তাকরীর ওয়া তাসনীফ, ইফাদাতে হাকীমুল উম্মত, বিন্যাস ঃ যাইদ মাজাহেরী নদভী ১৭৫–১৭৬)

এসব হল সেই ব্যক্তিত্বদের ঘটনা যাঁদের বুঝও ছিল গভীর আর জ্ঞানও ছিল বিস্তৃত। শুধু আত্মগর্বের কল্পনার কারণেই এই ঐশী সতর্কীকরণ এবং এত গভীর আত্মবিচার ও আত্মপর্যালোচনা! তাহলে আমাদের মত অযোগ্যদের আর কী অধিকার থাকে উজ্‌ব বা আত্মগর্বের। এরপর সেখান থেকে আরো অগ্রসর হয়ে তাকাব্বুর বা অহংকারের!

Free@www.e-ilm.weebly.com

এ জন্যে তালেবে ইলমের একটি কাজ হল, ইলমের বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হলে এটিও উজ্‌ব ও কিবর থেকে রক্ষাবর্ম হতে পারে।

প্রত্যেক তালেবে ইলমের একটি কুতুবখানা চাই

মুতালাআ ও অধ্যয়নের ব্যাপারে একটি খোঁড়া যুক্তি হল, কিতাব পাওয়া যায় না। কোন কিতাব পাওয়া গেলেও তা এতই উচ্চ মূল্য যে, তা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এটা এক ধরনের খোঁড়া অজুহাতই বটে। কেননা প্রথমত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে অনুমতি নিয়ে অধ্যয়ন করা যায়। সেটা বিভিন্ন ছুটির সময় হতে পারে; কিন্তু এদিকে ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক আলেম ও প্রত্যেক তালেবে ইলমের কাছে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী একটি গ্রন্থাগার থাকা উচিত, হোক তা ছোট আকারের। সালাফের যেসব বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চলেছি তার মধ্যে বিশেষ একটি হল, কিতাবের মহব্বত, কিতাব সংগ্রহের আনন্দ এবং নিঃস্বতা সত্ত্বেও কিতাব সংগ্রহ করার আগ্রহ ও প্রেরণা। এ প্রসঙ্গে সালাফের বিভিন্ন ঘটনা একত্র করা হলে একটি বেশ বড় গ্রন্থ সংকলিত হবে। হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেছেন, 'মৌলভী ফাতহ মুহাম্মদ থানভী (রহ.)-এর অনেক বড় কুতুবখানা ছিল। কয়েক হাজার টাকার (তৎকালীন সময়ের) কিতাব সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন অথচ তার মাসিক আয় ছিল দশ-বারো টাকা। কিন্তু মোটা কাপড় পরিধান করতেন, সাধারণ খাবার খেতেন। বস্তুত আগ্রহ খুবই আশ্চর্যের বিষয়; যা কিছু পয়সা বাঁচত তা দিয়ে কিতাব কিনে ফেলতেন। এভাবে ধীরে ধীরে অনেক বড় গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছিল।' (হুস্‌নুল আযীয ১১১; উস্তাদ আওর শাগরিদ কে হুকুক ৭৯)

এ প্রসঙ্গে ইনশাআল্লাহ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রয়েছে। এজন্যে এখানে এই একটি উদ্ধৃতিই উল্লেখ করলাম। সারকথা আমাদের অভাব অর্থের নয়, সাহস ও আগ্রহের; অন্যথায় প্রয়োজনীয় কিতাবাদির গুরুত্ব বিচার করে সংগ্রহ করতে থাকলে প্রত্যেকের কাছেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কিতাবের সংগ্রহ গড়ে উঠবে।

কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআন অধ্যয়নও প্রয়োজন

এই আলোচনার সর্বশেষ কথাটি হল, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা অনেক বড় ইবাদত; কিন্তু এর প্রাণ হল চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষা গ্রহণ। তেলাওয়াতকে প্রাণবন্ত বানানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কুরআন অধ্যয়নও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। যদি সাধারণ তেলাওয়াতের সময় পূর্ণ চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না হয় তবে স্বতন্ত্র একটি সময় কুরআন অধ্যয়নের জন্যে বরাদ্দ রাখা দরকার, সে সময়ে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে যে, কুরআন আমাদেরকে কী বলে, আমাদের কাছে কুরআন কী চায় এবং কুরআনের শিক্ষা ও নির্দেশনা আমাদের জন্যে কী? এ উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর পুস্তিকা 'মুতালাআয়ে কুরআন কে উসূল ও মাবাদী' অধ্যয়ন করা যেতে পারে। কুরআন কারীমের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করার এবং বেশি সময় কুরআনের সাহচর্যে থাকার উত্তম সুযোগটি আসে রমযানুল মুবারকে, যা কুরআনেরই মাস। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তালেবে ইলম ভাইদের প্রতি আবেদন
নিজের মধ্যে ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা সৃষ্টি করুন

বহু দিন থেকে আসাতেযায়ে কেরামের কাছে এক বরেণ্য সালাফের এই উক্তিটি শুনে আসছি–

اَلْعِلْمُ شَيْءٌ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ، حَتّٰى تُعْطِيَهُ كُلَّكَ، وَأَنْتَ إِذَا أَعْطَيْتَهُ كُلَّكَ، مِنْ اِعْطَائِهِ الْبَعْضَ كُنْتَ عَلٰى غَرَرٍ.

কিন্তু ফিলহাল এ উক্তি বা এ ধরনের কোন আরবী উক্তি ফাযায়েল ও আদাবে ইলমের পূর্ববর্তীদের কিতাবে কোন ইমামের বরাতে আমি পাচ্ছিলাম না। পরে তালাশ করতে করতে তারীখে বাগদাদ (১৪/২৪৮–২৪৯) এ কাযী ইমাম আবু ইউসুফ (রহ. ১১৩–১৮২)-এর জীবনীতে সূত্র সহ তাঁর এই অমর বাক্যটি পেলাম।[১] সেখান থেকে ওয়াফাতুল আয়ান ৫/৩৩০ শাযারাতুয যাহাব ১/২৯৯ ইত্যাদি কিতাবেও তাঁর এই উক্তিটি উল্লেখিত হয়েছে।

আসলে এটি একটি বাস্তবতা যা ইমাম আযম-এর এই মহান শাগরিদের মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আমরা যারা ইলমকে পুণ্য হিসেবে বরণ করি; একে দ্বীনি ফরীযা মনে করি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম জ্ঞান করি কতইনা ভালো হতো যদি আমরা ইমাম আবু ইউসুফের এই মহান উক্তির বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারতাম।

ইলমের জন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ব্যতীত ইলমের দৃঢ়তা এবং দ্বীনের সঠিক সমঝ হাসিল হতে পারে না। যদি অন্তরে ইলমের মহব্বত না থাকে তাহলে ইলমের জন্যে সামান্য মেহনতও সহ্য হবে না। গতানুগতিকভাবে জামাত ডিঙানোই শুধু হবে। তাই বছরের শুরুতে তালেবে ইলম ভাইদের প্রতি আবেদন, ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা সৃষ্টি করুন, ইলমের তৃপ্তি উপলব্ধি করুন। এতে ইলমের

---

১. আল-কাউসারে এটিকে নাযযাম মু'তাযেলীর উক্তি হিসেবে লিখা হয়েছিল। বিভিন্নভাবে তালাশ করেও তার উক্তিটি এখনও পায়নি। আরো ব্যাপকভাবে খোঁজার পর জানলাম, নাযযামের নয়, বরং এই উক্তিটি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এরই।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

Free @ www.eelm.weebly.com

জন্যে মেহনত করা আপনার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে; বরং এছাড়া আপনি শান্তিই পাবেন না।

এখন প্রশ্ন হল, ইলমের মহব্বত কীভাবে পয়দা হবে, নিজের মধ্যে ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা কীভাবে সৃষ্টি হবে এবং কীভাবে ইলমের তৃপ্তি উপলব্ধি করা যাবে?

উত্তর হল, এ জন্য নিম্নের কাজগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হোন; ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

ইলমের মহব্বত বৃদ্ধির ১২টি উপায়

১. আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হওয়া এবং তাকওয়া ও খোদাভীতির ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। কখনো স্খলন হলে তাওবা করতে দেরি না করা। অধিক পরিমাণে দুআ করা। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে ইলমের মহব্বত পয়দা করে দাও; আমার অন্তরে ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা সৃষ্টি করে দাও; আমাকে ইলমের স্বাদ লাভ করার তাওফীক দাও; আমাকে দ্বীনের সঠিক 'সমঝ' দান কর; আমাকে ইলমের দৃঢ়তার স্তর দান কর। 'সালাতুল হাজত' পড়ে রাব্বুল আলামীনের দরবারে রোনাজারি করা উচিত। ইলম সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ বেশি বেশি করা উচিত।

২. ইলমের হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা; ইলম কাকে বলে, আমরা যে ইলম অন্বেষণ করি তা কোন জিনিসের ইলম; এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? এই ইলম আল্লাহ তাআলার মারেফত ও তাঁর গুণাবলীর ইলম, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধসমূহের ইলম, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহীর বিধানাবলীর ইলম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত মুবারক ও সুন্নাতের ইলম; এই ইলম কুরআন ও হাদীসের ইলম। এই ইলমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও হল আল্লাহ তাআলাকে জানা, তাঁর রাসূলকে জানা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর নির্দেশিত সহজ-সরল পথকে জানা, যা মুক্তি ও নাজাতের একমাত্র পথ। আমরা এসবের বিশ্লেষণধর্মী ও দলীলপূর্ণ ইলমের তালেব।

আমার ধারণা, যদি কোন তালেবে ইলম ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ তাআলাকে হাযের-নাযের জেনে ইলমের হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে এটা অসম্ভব যে, তার মধ্যে ইলমের মহব্বত পয়দা হবে না; যে ইলমের মাধ্যমে একজন মানুষের সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায়; যে ইলমের মাধ্যমে একজন মানুষ ওহীর ধারক-বাহকে পরিণত হয় সেই

Free@www.eilm.weebly.com

ইলমের সঙ্গে মহব্বত পয়দা হওয়ার জন্যে এই বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা করার চেয়ে আর কীসের প্রয়োজন বাকি থাকে?

৩. এ ব্যাপারে চিন্তা করা যে, ইলমের মান কী? ইলম মূলত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মিরাস, আর একজন আলেম– শরীয়ত ও ফিকহের পরিভাষায় আলেম– আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওয়ারিশ। আর একথা স্পষ্ট যে, দুনিয়াতে এ পদমর্যাদার চেয়ে উর্ধ্বের কোন পদমর্যাদা নেই।

এখন চিন্তা করে দেখুন, আমি ইলমে নবুওয়তের তালেব হলাম, কিন্তু এই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার স্পৃহা আমার মধ্যে নেই, তাহলে আমি কেমন তালেবে ইলম হলাম?

৪. ইলম সম্পর্কে কুরআন হাদীসে বর্ণিত ফযীলতসমূহে চিন্তা-ফিকির করুন; নিশ্চয়ই এটাও ইলমের প্রতি উৎসাহ যোগাবে এবং অন্তরে ইলমের মহব্বত পয়দা করতে সহযোগিতা করবে।

৫. উলামায়ে সালাফের জীবনচরিত মুতালাআ করুন; বিশেষত তাঁদের তলবে ইলমের যুগের ঘটনাবলী বারবার পড়ুন। তাঁরা ইলমের জন্যে কত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং কীভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্যায়ন করেছেন; ইলম ও আমলের পেছনে কীভাবে তাঁদের জীবনকে বিলীন করে দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে আকাবিরের জীবনী সম্বলিত বিভিন্ন গ্রন্থ ছাড়াও নিচের এক বা একাধিক গ্রন্থের অধ্যয়ন যথেষ্ট উপকার দিবে :

(ক) উলামায়ে সলফ, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী (রহ.) [১৩৭০ হিজরী]।

(খ) সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা আলা শাদায়িদিল ইলমি ওয়াতাহসীলিহী শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) [১৪১৭ হিজরী]।

(গ) আল-উলামাউল উযযাব আল্লাযীনা আসারুল ইলমা আলায যাওয়াজ, শায়খ আবদউল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)।

(ঘ) ক্বীমাতুয যামান ইনদাল উলামা, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)।

(ঙ) আপবীতী, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.) [১৪০২ হিজরী]।

(চ) মাতায়ে ওয়াক্ত আওর কারওয়ানে ইলম, মাওলানা ইবনুল হাসান আব্বাসী।

উলামায়ে সলফের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা ইলমের মহব্বত, ইলমের জন্যে বিলীন হওয়ার স্পৃহা জাগ্রত করার জন্যে মহৌষধ। এ ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া

Free @ www.eilm.weebly.com

উচিত। ভাবা উচিত যে, ইলমের জন্যে বিলীন হওয়ার দ্বারা, ইলমের জন্যে তাঁদের জান উৎসর্গ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে কত উঁচু মকাম দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জীবের অন্তরে তাঁদের কত মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে কত মান-মর্যাদা ও শান-শওকত দান করেছেন। এ পর্যায়ের ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে যথার্থই বলা হয়েছে–

إِنَّ الْمُلُوْكَ يَحْكُمُوْنَ عَلَى الْوَرٰى، وَعَلَى الْمُلُوْكِ لَتَحْكُمُ الْعُلَمَاءُ

মুফতী নেযামুদ্দীন শামেযী (রহ.) বলতেন, অভিযোগ করা হয় যে, উলামায়ে কেরামের মর্যাদা দেওয়া হয় না; আমি বলি, আগে 'আলেম' হও; দেখবে এখনো মর্যাদা দেওয়ার লোক আছে।' আর একথা স্পষ্ট যে, ইলমের জন্যে বিলীন হওয়া এবং ইলমের জন্যে জীবন উৎসর্গিত করা ছাড়া এরূপ আলেম হওয়া অসম্ভব।

৬. যে সব আলেম ও তালেবে ইলম নিজেকে বিলীন করে দিয়ে ইলমের মহব্বতে ডুবে আছে তাঁদের সংশ্রবও ইলমের মহব্বত বৃদ্ধি করে, এটি একটি পরীক্ষিত বিষয়।

৭. উলামায়ে কেরামের ইলমী মুযাকারার মজলিসে অংশগ্রহণও ইলমের মহব্বত সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে সুপ্রমাণিত। এটি এমন এক পরীক্ষিত বিষয়, যার প্রভাব আমীর বাদশাহদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস সাক্ষী, ইমাম তবরানী (২৬০–৩৬০ হিজরী) এবং ইমাম আবু বকর জিআবী (২৮৪–৩৫৫ হিজরী)-এর হাদীসের মুযাকারার একটি মাত্র মজলিস দেখে– যে মজলিসে তবরানীর পাল্লা ভারী ছিল, উযীর ইবনুল আমীদ এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, 'আহা! যদি আমার উযীরীর পরিবর্তে এমন হত যে, আমি তবরানীর আসনে হতাম আর আমার সে আনন্দ অর্জিত হত যে আনন্দ তবরানীর হয়েছে।'

(সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৬/১২৪)

খলীফা মামুনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার এমন কোন আকাঙ্ক্ষা কি বাকি আছে যা পূর্ণ হয়নি? বললেন, একটি আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই বাকি আছে– যদি আমার আশপাশে হাদীসের তালাবা হত, তারা আমার কাছে হাদীস লিখতে চাইত, বলত– من ذكرت، رحمكم الله. আর আমি তাদেরকে হাদীস লেখাতাম!! (আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল ১৮০; শরফু আসহাবিল হাদীস ৯৮)

ইলমের অবক্ষয় সত্ত্বেও কোথাও না কোথাও ইলমী মুযাকারা ও আলোচনার কম-বেশি ছোট-বড় মজলিস পাওয়া যাবেই। যদি না পাওয়া যায় তবে

Free © www.eilm.weebly.com

পূর্ববর্তীদের এ ধরনের মজলিসের ঘটনাবলী পড়ে নিন। ইনশাআল্লাহ এতেও অন্তরের সুপ্ত স্পৃহা অবশ্যই জাগ্রত হবে।

৮. অধিক পরিমাণে 'শাআয়েরে ইসলাম'-এর আযমত ও মহব্বত অন্তরে বসানোর চেষ্টা করুন; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত বাড়ানোর চেষ্টা করুন, ইলমের সম্পর্ক যেহেতু 'শাআয়েরে ইসলাম'-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'ইবাদাতুল্লাহ ও কালামুল্লাহ'-এর সঙ্গে, তাই এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খাঁটি মহব্বত অন্তরে থাকবে, ইসলামের শাআয়েরের সত্যিকারের আযমত ও মহব্বত অন্তরে থাকবে অথচ ইলমের মহব্বত পয়দা হবে না।

৯. অন্তঃকরণকে– যা ইলমের আধার, দুনিয়ার লোভ-লালসা, গাইরুল্লাহর মহব্বত এবং ইলমের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে; ইলমের উপকরণ– জিহ্বা, কান ও চোখের হেফাযত করা। এটিও এই বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা, যা এমনিতেই ফরয এবং ইলমে নাফের জন্য শর্তও বটে। এ ব্যাপারে যত্নবান হলে অন্তরে এমনিতেই আগ্রহ সৃষ্টি হবে; যা ধীরে ধীরে ইলমের মহব্বত; এর পর ইলমের জন্যে বিলীন হওয়ার স্তরে উন্নীত করবে।

১০. এ ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, ইলমের মহব্বত ছাড়া ইলমে দৃঢ়তার স্তর অর্জিত হবে না। আর ইলমে দৃঢ়তা হাসিল না হলে শুধু গতানুগতিক আলেম হওয়ার দ্বারা না আমি দ্বীনের কোন কাজে আসব না দুনিয়ার। তাই আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে আমি নিজে বা আমার অভিভাবকরা আমার জন্যে যে ময়দান নির্বাচন করেছেন আমাকে তো ওই ময়দানেই কুরবান হয়ে যেতে হবে।

১১. একথা চিন্তা করুন, তালেবে ইলমের অভ্যাসই এমন হওয়া উচিত যে, গুরুত্বপূর্ণ কোন কিতাব তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। সে তা পড়া শেষ করা ব্যতীত ছাড়তেই পারে না। ফকীহ ও বিজ্ঞ রচয়িতা তাকে এরূপ আকর্ষণ করে যে, সে এই রচয়িতার যা কিছু পায় সবই পড়ে ফেলে। ইলমী গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, সে এই বিষয়ে যা কিছু পায় সবই সংগ্রহ করে এবং একে একে সব কিতাবের প্রতিটি লাইন পড়ে শেষ করে। যদি আমার অবস্থা এমন না হয়ে থাকে তাহলে আমি নামেমাত্র তালেবে ইলম; আমি কেন এমন তালেবে ইলম হব না যে, ইলম, ইলমের ধারক-বাহক ব্যক্তিবর্গ এবং ইলমের উপকরণাদিই আমাকে মহব্বত করতে আরম্ভ করবে। এর পর উভয় দিকের আকর্ষণে আমি ইলমের পথে বিলীন হয়ে যাওয়ার স্তরে উন্নীত হব এবং দ্বীনের সঠিক সমঝ, ইলমের দৃঢ়তা, তাকওয়া ও খোদাভীতির আসনে সমাসীন হব।

Free © www.e-iqra.weebly.com

১২. ইলমের মহব্বতের ধারাবাহিকতার সর্বশেষ কথা হল, প্রতিটি তালেবে ইলমের মাঝেই আল্লাহ তাআলা ইলমের মহব্বতের জওহর গচ্ছিত রেখেছেন। যদি ইলমের মহব্বত কিছু না কিছু নাই থাকত তাহলে সে ইলমের জন্যে মাদরাসায় ভর্তি হত না। এখন আমাদের কর্তব্য হল এই সহজাত মহব্বতকে কাজে লাগানো। কষ্ট-মেহনত করে কিছু ইলম হাসিল করা এবং ইলমের হাকীকত ও গুঢ়তত্ত্বের অবগতি অর্জন করা। এতে অন্তরে এক বিশেষ প্রকার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এরপর ধীরে ধীরে ইলমের মহব্বতের ওই স্তর অর্জিত হবে, যে স্তরে পৌঁছলে মানুষের কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু তুচ্ছ মনে হয়।

আরো কিছু আবেদন

তালেবে ইলম ভাইদের শিক্ষাবর্ষের শুরুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আরো কিছু আবেদন পেশ করছি।

১. সাধারণত তালেবে ইলমের একটা সময় এমন অতিবাহিত হয় যখন সে পড়ে না; বরং তাকে পড়ানো হয়। এই অবস্থাটা বাচ্চাদের অবস্থা। বোধসম্পন্ন তালেবে ইলমদের জন্য এই অবস্থাটা খুবই আফসোসের! তাই আমার তালেবে ইলম ভাইদের প্রতি আবেদন, নিজ থেকেই গুরুত্বের সঙ্গে পড়ার এবং ইলমের জন্যে মেহনত করার ধারাবাহিকতা অবিলম্বে শুরু করুন। আপনি যত তাড়াতাড়ি এটা শুরু করবেন ভবিষ্যত ইলমী জীবনে তত দ্রুত এর ভাল ফল অনুভব করবেন। আর যত বিলম্ব করবেন এবং আসাতেযায়ে কেরামকে যত বাধ্য করবেন খড়গহস্তে আপনার মাথার উপর দণ্ডায়মান থাকতে; এরপর অনাগ্রহের সঙ্গে কিছু পড়বেন তাহলে ভবিষ্যত জীবনে এর চড়া মাশুল দিতে হবে এবং আল্লাহ না করুন এমনও হতে পারে যে, আপনার মাঝে কিতাব বোঝার যোগ্যতাই পয়দা হবে না।

২. পাঠ্য তালিকাভুক্ত কিতাবের আরবী শুরূহ ও হাওয়াশি পড়ার অভ্যাস গড়ুন। শুরুতে যদিও কষ্ট করতে হবে এবং অনেক কিছুই না বোঝার অভিযোগ উঠবে তবুও নিজেকে চাপ দিয়ে এমনটি করতে হবে। ভাল হয় যদি কোন উস্তাদের তত্ত্বাবধানে এই পড়াশোনা করা যায়। আরবী শুরূহ ও হাওয়াশির প্রতি এই ভীতি জরুরি পরিমাণ যোগ্যতা সৃষ্টি না হওয়ারই দলীল। তাই যদি আপনি নিজের মাঝে এই রোগ দেখেন তাহলে অতিশীঘ্র অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে দুর্বলতার দিকগুলো চিহ্নিত করুন এবং দ্রুত চিকিৎসা নিন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. ইলমের ব্যাপ্তি ও বিশালতার সঙ্গে সঙ্গে ইলমের গভীরতা সম্পর্কেও অবগতি অর্জন করুন। আমাদের আকাবিরের সারতাজ হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) [১২৯৭ হিজরী]-এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি কোন এক মাসআলা দেখার জন্যে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী [৬০৬ হিজরী] (রহ.)-এর তাফসীরে কাবীর আনিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট জায়গা পড়ার পর তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল যে, "আমরা ইমাম রাযীকে তো অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন মনে করতাম, কিন্তু এখন মনে হল যে, তাঁর চিন্তা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে তো খুব চলে, কিন্তু গভীরে কম চলে।" (মাজালিসে হাকীমুল উম্মত, সংকলক মুফতী শফী রহ.)

আমরা সবাই মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর রূহানী সন্তান। তাই আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হল, আমরা ইলমের শুধু 'ভাসা' অংশের অর্জনে তুষ্ট থাকব না, ইলমের গভীরে পৌঁছার চেষ্টা করব। 'মুতাবাহহির' হবে তো লাউয়ের মত মুতাবাহহির হয়ো না, যা কেবল সমুদ্রের উপরিভাগে সাতার কাটতে থাকে 'মাছের মত' মুতাবাহহির হবে, যা সমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

(আল-ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ, মালফুযাতে হাকীমুল উম্মত)

দু'টি বয়ান

মারকাযুদ্দাওয়ার সাপ্তাহিক ইসলাহী মজলিসে পাহাড়পুরী হুযুর দামাত বারাকাতুহুম-এর বয়ান হয়েছে। এদিন তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেবও উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়পুরী হুযুরের বয়ানের পর তিনিও সংক্ষিপ্ত বয়ান করেছেন। উভয় বয়ানেই তালিবে ইলমদের জন্য মূল্যবান পাথেয় রয়েছে। বয়ান দুটির সারসংক্ষেপ এ পাতায় উপস্থাপিত হল।

পাহাড়পুরী হুযুর (দা. বা.)-এর বয়ান

হুযুর বলেছেন, আমরা সবাই আখেরাতের মুসাফির। আমাদের পিছনে সর্বদা দুটি শত্রু লেগে আছে। এক. অভ্যন্তরীণ শত্রু নফস, দুই. বাহিরের শত্রু শয়তান। إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ নিঃসন্দেহে নফস মন্দ কাজের বেশি আদেশ করে থাকে– এটা নফসের স্বভাব। মুজাহাদার মাধ্যমে একে নফসে লাওয়ামা বানানো এরপর তাকে নফসে মুতমাইন্নার পর্যায়ে উন্নীত করা নাজাতের জন্য জরুরি।

নফসের ধোঁকায় যদি গুনাহ হয়ে যায় তবে ইস্তেগফার করতে থাকবে। খালেস অন্তরে তাওবা করবে এবং নফসের বিরোধিতা অব্যাহত রাখবে।

মুজাহাদার জন্য যে বিষয়টি সহায়ক হবে তা হল দাওয়ামে যিকির ও কাছরতে যিকির অর্থাৎ সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ ও অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির। যিকরুল্লাহ স্বতন্ত্রভাবেও কাম্য আবার তা নফসের মুজাহাদার ক্ষেত্রে ওষুধও বটে। মৌখিক যিকির সর্বদা করা যায় না কিন্তু অন্তরের যিকির সর্বদা জারি রাখা যায়। আর মৌখিক যিকির সার্বক্ষণিক সম্ভব না হলেও অধিক পরিমাণে করা সম্ভব।

আকাবির যিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং তাসাওউফের বিষয়াদি বোঝানোর জন্য বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করেছেন। যিকিরের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এক যরবী, দুই যরবী, তিন যরবী ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি বাতলেছেন। পরিভাষা বিশেষ জরুরি বিষয় নয় এবং শরীয়ত যদি কোনো পদ্ধতি নির্দিষ্ট না করে থাকে তবে পদ্ধতিও বিভিন্ন হতে পারে। তবে তোমরা যদি সাধ্যমত কালেমায়ে

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

তাওহীদ ও ইসমে যাত-এর যিকির করতে থাক তাহলে নফসের সংশোধন ও চরিত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে এর অনেক সুফল দেখতে পাবে।

সারকথা, আমাদের করণীয় হল–

১. মুজাহাদা অর্থাৎ নফসের চাহিদা থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করা।

২. গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা ইস্তিগফার দ্বারা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা।

৩. আত্মিক ব্যাধিগুলোর চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হওয়া।

৪. দাওয়ামে যিকির (মুরাকাবা) ও অধিক পরিমাণে মৌখিক যিকিরের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

(এ কাজটি তালিবে ইলমরা নিজ নিজ তালীমী মুরুব্বীর পরামর্শক্রমে বিশেষ নিযামুল আওকাতের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে।)

মুরাকাবার একটি উদাহরণ হল, রাস্তা-ঘাটে চলতে গিয়ে বদ নজরের অবস্থা সৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গে এই আয়াতের কথা স্মরণ করা–

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

অর্থাৎ আল্লাহ চোখ সমূহের খিয়ানত ও অন্তরে লুকায়িত বিষয়গুলো সম্পর্কেও জানেন। এই চিন্তার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ নজর হিফাযতে সাহায্য পাওয়া যাবে।

অতপর পাহাড়পুরী হুযুর বয়ান শেষ করে মজলিস থেকে যাওয়ার সময় মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেবকে অনুরোধ করেন, তিনিও যাতে সংক্ষিপ্ত বয়ান রাখেন। এ প্রসঙ্গে পাহাড়পুরী হুযুর বলেন,

দেখো, বিদ্যুতের সকল উপকরণ যদি বিদ্যমান থাকে, সবকিছু ঠিকঠাক মতো লাগানো আছে, লাইনে বিদ্যুৎও আছে কিন্তু যতক্ষণ সুইচ টিপে বাতি ও পাখায় বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া না হবে ততক্ষণ বাতিও জ্বলবে না, পাখাও ঘুরবে না। তদ্রূপ ইলমের সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উস্তাদের সঙ্গে যদি তোমাদের সংযোগ মজবুত না হয় তবে তোমাদের ইলমে নূরও থাকবে না এবং ইলমে বরকতও হবে না।

এই যুগে যদি উস্তাদের সঙ্গে সম্পর্কের যথার্থ কোনো দৃষ্টান্ত তোমরা দেখতে চাও তাহলে এই মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেব আছেন, তাকে দেখ। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। এই কথাটিও দুআ হিসেবে বললাম, তারীফ হিসাবে নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেব-এর বয়ান

Free @ www.e-iqra.weebly.com

পাহাড়পুরী হুযুর ইলমের সাথে সম্পর্কিত কিছু কথা বলার জন্য হুকুম করেছেন। কথা যুগ যুগ ধরে একই বলে আসা হচ্ছে। নতুন কোনো কথা নেই। দ্বীন যেহেতু নতুন নয়, ইলম যেহেতু নতুন নয়, তাই কথা একই হবে। আলফাযের কিছু বেশ-কম হয়। যামানার হালাতের কারণে কিছু বেশ-কম হয়। কথা একই। এবারের (যিলকদ সংখ্যা) আল-কাউসারে একটি মজমুন প্রবন্ধ দেখেছি। আমার মনে হয় যে, প্রত্যেক তালিবুল ইলমের এই যামানায় এ মজমুনটা অন্তত 'উসবুয়ী' অর্থাৎ সাপ্তাহিক মোতালাআর বিষয় বানানো উচিত। এমনি তো ছড়ানো মজমুন অনেক থাকে, কিন্তু গোটানো মজমুন, গোছানো মজমুন খুব কম। বিশেষত তালিবুল ইলমদের লক্ষ্য করে যে মজমুনগুলো লেখা হয় ওই মজমুনগুলো সাধারণত গোছানো থাকে। ওই মজমুনগুলো "لائحہ عمل" বানিয়ে নিলে খুব ফায়দা। মজমুনটা তালিবুল ইলমদের ইলমের মহব্বত কীভাবে পয়দা হবে, ইলমের পিপাসা কীভাবে জাগ্রত হবে, এই বিষয়ে আমার কাছে মজমুনটা খুব যুগোপযোগী, সময়োপযোগী এবং পাত্র উপযোগী মনে হয়েছে, আমি নিজেও এটার উপর আমল করার চেষ্টা করব, সবাই এটার উপর আমল করার চেষ্টা করব।

এই যামানায় হুযুর (পাহাড়পুরী হুযুর দামাত বারাকাতুহুম) যে কথাটা বললেন– খুব দামি দামি পাখা লাগানো হচ্ছে, দামি দামি বাতি লাগানো হচ্ছে কিন্তু আলোর জন্য যে সংযোগের প্রয়োজন সে সংযোগের চিন্তা করা হচ্ছে না। এখন আলহামদুলিল্লাহ তালিবুল ইলমরা খুব দামি দামি কিতাব সংগ্রহ করে থাকে এবং ইলমের জন্য অভিভাবকরা আগের তুলনায় বেশি ব্যয় করে থাকেন। মানে এই সব দিক থেকে ইযাফা হয়েছে। কিন্তু ইলম ও ইলমের নূর যে সংযোগের মাধ্যমে আসে সেই সংযোগটা আসলেই কমে গেছে। আমার জন্য এটা খুব শোকরের বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, পাহাড়পুরী হুযুর যে বলেছেন উস্তাদদের সঙ্গে কী রকম সম্পর্ক রাখতে হয় তার নমুনা বর্তমানে দেখতে চাইলে আবু তাহের মিসবাহকে দেখ, এটা আমার জন্য সতর্কবাণী, আসলে যে পরিমাণ তাআল্লুক থাকা দরকার সেই পরিমাণ তাআল্লুক রাখতে পারিনি।

Free@www.eilm.weebly.com

ইলমের জন্য 'ফানা ফিল উস্তাদ' জরুরী

মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব আজকে একটা সুন্দর কথা বলেছেন, ফানা ফিশ শায়খ যেমন আধ্যাত্মিক জগতে কামিয়াবীর জন্য জরুরি তেমনি ইলমের জগতে ফানা ফিল উস্তাদ জরুরি। এই ইবারতটা আমি নতুন শুনেছি। আমার দিল খুব আনন্দের সাথে কথাটা কবুল করেছে। ইলমের জগতে ইলমের হদ তক কামিয়াবীর জন্য ফানা ফিল উস্তাদ অর্থাৎ যখন যার থেকে আমি ইলম হাসিল করব তখন প্রতিটি বিষয়ে তার নেগরানী ও রহনুমায়ী কবুল করে মেহনত করব; অন্তত যখন যার থেকে যে বিষয়টি আমি ইস্তেফাদা করি, যার কাছ থেকে যে বিষয়ের ইলম হাসিল করি, সমস্ত নেগরানী, তত্ত্বাবধান সবকিছু যেন তার কাছ থেকেই গ্রহণ করি এবং তার ইজাযত ছাড়া এই ইলমটাকে কোনো কাজে ব্যয় না করি। এটাকে ব্যয় করতে হলেও তার ইজাযত নিয়ে ব্যয় করা উচিত। শারাফাতের দাবি এই যে, মনে করেন আপনারা এখানে হাদীস পড়বেন কিংবা ফিকহের ইস্তেফাদা করবেন এ ক্ষেত্রে এ কথাটি প্রযোজ্য। ফানা ফিল উস্তাদ হওয়ার এটাও একটা দাবি যে, পরবর্তীতে এটা আমি যখন ব্যবহার করব ব্যবহারটা যেন উস্তাদের মানশা মোতাবেক হয়। এটা যদি করতে পারি তাহলে ওই বিষয়ের যেটাকে রূহ বলে সেটা ইনশাআল্লাহ অর্জন করতে পারব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। মনে হয়, হুযুরের আদেশ হিসাবে মোটামুটি যথেষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

জীবন থেকে শিক্ষা

মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব বললেন, কিছু অভিজ্ঞতা শুনাবেন না? জীবন থেকে শিক্ষা?

হুযুর বললেন, জীবন থেকে শিক্ষা একটা বিস্তৃত বিষয়, একজন আলেম যেমন তার জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যকে দিতে পারে, একজন সাধারণ মানুষও তার জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যকে দিতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্যেও উপকৃত হতে পারে। আমাদের তো ঘটনাই আছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ডাকাতের কাছ থেকে সবক হাসিল করেছিলেন। এ জন্য অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি একটু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলার হিম্মত করি। কারণ যে কেউ যে কাউকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে পারে। তালিবুল ইলম তার জীবনের অভিজ্ঞতা উস্তাদকে সরবরাহ করতে পারে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে উস্তাদও উপকৃত হতে পারেন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

জীবনের অভিজ্ঞতা এমন জিনিস যে, ইলমের কমতি জীবনের অভিজ্ঞতা পূর্ণ করে দেয়। এটা ইলমের একটা প্রকার। তো আজকের এই পরিবেশের সাথে মুয়াফিক একটা অভিজ্ঞতার কথা উনি বলার সাথে সাথে আমার মনে পড়ে গেল।

সময়ের ভগ্নাংশগুলির হেফাযত করি

আমরা কিন্তু ক্ষুদ্র সময় বা সময়ের ক্ষুদ্রাংশগুলোকে বেশ ভালো কাজে লাগাতে পারি কিন্তু আমরা তা করি না। অথচ দুনিয়ার ক্ষেত্রে মানুষ মেধা, তার যোগ্যতা ও তার যাবতীয় সাধ্য ব্যয় করে তার সময়ের ভগ্নাংশগুলিকে হেফাজত করার জন্য। কাগজের টুকরা পড়ে থাকে, এই কাগজের টুকরাগুলো সংগ্রহ করে করে একটি শিল্প গড়ে উঠেছে। ফেলে দেওয়া বোতল, প্লাস্টিকের এই টুকরাগুলিকে জোগাড় করে করে। এগুলো কিন্তু মৌলিক কোনো উপাদান নয় এবং পণ্যসামগ্রী নয়, কিন্তু এইগুলিকে জোগাড় করে করে মানুষ একটি শিল্প গড়ে তুলছে। এসব হল অব্যবহৃত বর্জ্য, অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দেওয়া জিনিস। এগুলিকে সংগ্রহ করে কাজে লাগাচ্ছে। এতে মানুষের জীবনে অনেক সাশ্রয় আসছে। অনেক ফায়দা হচ্ছে। আমাদের জীবনের সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিকেও এভাবে কাজে লাগানো চাই। কোনো কাজ করার ফাঁকে দুই মিনিট থাকে, তিন মিনিট থাকে, এমনকি অনেক সময় দশ পনের মিনিটও চলে যায় অন্য একটা কাজের অপেক্ষায়। এ কাজটা হয়ে গেলে আমরা ভাবি যে, যে জন্য এসেছিলাম কাজটা হয়ে গেছে। আসলে আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে সময়ের এই আজযাগুলিকে হেফাযত করতে পারি। আল্লাহর সাথে যাদের সম্পর্ক তারা তো সময়ের হেফাযতের সবচেয়ে সুন্দর নুসখা বলেন, যিকিরের কথা, ফিকিরের কথা। ইলমের ময়দানে থেকে আমরাও যদি সময়ের আজযাগুলিকে হেফাযত করি, কিছু কাজ নির্ধারিত করে রাখি, যখন বড় কাজ না থাকে, যখন দুই তিন মিনিট চার-পাঁচ মিনিটের একটা অবসর থাকে, তখন যদি এই কাজগুলি করি তাহলে সময়ের হেফাযত হবে।

আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা

এটা আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি। আমি কয়েক দিন আগেও ছাত্রদেরকে বলেছি, সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশগুলোকে কীভাবে হেফাযত করা যায় এবং কিভাবে তা থেকে ইস্তেফাদা করা যায়। আমি একটি কিতাবের পুরা পরিকল্পনা তিন মিনিট, চার মিনিট, পাঁচ মিনিট এগুলো হেফাযত করে করে

Free © www.eilmweebly.com

তৈরি করেছি। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে আমি একটা নোটবুক সাথে নিয়েছিলাম। যখনই দুই মিনিট, পাঁচ মিনিট অন্য কাজের অপেক্ষায় থাকি তখন আমি ওই কাজটি কীভাবে করব চিন্তা করতাম এবং নোট করে রাখতাম। পরে লিখতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, এই কিতাবটি লিখতে যত সময় ব্যয় হত তার চেয়ে অনেক কম সময়ে আমার কাজটা হয়ে গেছে। সময়ের আজযা হেফাযত করার আরও ছোট ছোট বিষয় হতে পারে। ছোট রিসালা যদি সাথে রেখে দেই এটার মোতালাআ দুই তিন মিনিট করে করা যায়। বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আমি এই কাজটা করতাম। বই সাথে নিয়ে নিতাম। বিয়ে বাড়িতে গিয়েছি, দেখেছি যে, বিয়ে বাড়িতে যে সময়টা আমার কাজে লাগানোর কোনো সুযোগ ছিল না কিন্তু আমার যেতে আর আসতে মাঝখানে– এই সময়ের মধ্যে পুরা একটা বই পড়া হয়ে গেছে। সময়ের اجزاء গুলো হেফাযত করার জন্য আমরা একটু মুনাযযাম হই। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমাদের যিন্দেগীর সময়ের আজযাগুলি একত্র করলে জীবনের একটা বিরাট অংশ দেখা যায় এভাবে নষ্ট করেছি। অথচ সময় আমাদের এত কম, যিন্দেগীর তিন ভাগের এক ভাগ তো চলে যায় মূল কাজ ছাড়া। তো এই সময়ের ভগ্নাংশগুলোকে হেফাযত করার চেষ্টা করি। এটার জন্য মোতলাআ করতে হলে ছোট্ট রেসালা রেখে দেই। নিয়মিত দুই তিন পৃষ্ঠা মোতালাআ করলাম, আরেক সুযোগে এক পৃষ্ঠা মুতালাআ করলাম। এভাবে একটা কিতাব যদি আমি তিন-চার বারে মুতালাআ করি তো দেখা যাবে যে, ওই কিতাবটি বসে একেবারে পড়ে যে ফায়দা হত এর চেয়ে বেশি ফায়দা হবে। লেখার ক্ষেত্রেও এমন হতে পারে। আমরা সাহিত্য চর্চার কথা অনেকে বলি। সময় পাই না। যদি হালকা মজমুন, এমন কোনো বিষয় যা বাসের অপেক্ষায় থেকেও লেখা যায় বা কারও সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসে থেকেও লেখা যায়, তাহলে ওই লেখাগুলো চলতে থাকলে দেখা যাবে এক বছরে লেখার যোগ্যতা অনেক বেড়ে যাবে। তো লেখার ক্ষেত্রেও আমরা সময়ের আজযাগুলি হেফাযত করতে পারি। পড়ার ক্ষেত্রেও সময়ের আজযাগুলি হেফাযত করতে পারি। আবার কোনো মজমুন, কোনো পরিকল্পনা বা কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ক্ষেত্রেও খুচরা সময়গুলি হেফাযত করি, আর ফিকিরটা যদি একটা কাগজে টুকে রাখি তাহলে দেখা যাবে, কয়েক দিনের মধ্যে আমার খাতায় অনেকগুলি চিন্তা জমা হয়ে গেছে। সেগুলো আমি একসাথে বসে বের করতে পারতাম না। এই চিন্তাগুলি পরে আমি কাজে লাগাতে পারি। এটা আমার জীবনের একটা ভালো অভিজ্ঞতা। খুচরা সময়গুলি হেফাযত করার চেষ্টা

Free @ www.e-iqra.weebly.com

করা এবং এটা থেকে লাভবান হওয়া। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ হুযুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সেই কিতাব কোনটি? আদীব হুযুর বললেন, এটা আমার "الطريق الى العربية" -এর সর্বশেষ সংস্করণ, যার পরিকল্পনা আমি ফাঁকে ফাঁকে লিখে রাখতাম। এগুলি পরে যখন গ্রন্থরূপ দিতে গিয়েছি দেখেছি, অনেক অল্প সময়ে হয়ে গেছে। সর্বশেষ সংস্করণটা আগাগোড়া পরিবর্তিত। পুরো পরিকল্পনাটাই খুচরা সময়গুলোতে লিখে লিখে করেছি। এখন الطريق الى النحو। সংস্কারের জন্য চেষ্টা করছি। খেতে বসেও দেখি যে, খাবারের আয়োজনে পাঁচ মিনিট লেগে যায়। ওই সময় কোনো কিছু ফিকির করে কাগজে টুকে রাখা যায় কিংবা মুতালাআও করা যায়। প্রথম দিকে খুব অস্বস্তি লাগে বা হয়ে উঠতে চায় না। কিন্তু অভ্যাস হলে দেখা যায় যে, আল্লাহ চাহে তো সময়ের একটা জুযও নষ্ট হয় না।

সংকলন : হাসিবুর রহমান

তাঁদের প্রিয় কিতাব

[বেশ কিছুদিন থেকেই তালেবে ইলম ভাইদের জন্য আকাবির ও আসলাফের প্রিয় কিতাবসমূহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে কাজটি বিলম্বিত হচ্ছিল। বিলম্বের একটি কারণ এটিও ছিল যে, আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রবন্ধটিকে তথ্যবহুল ও সুবিন্যস্ত রূপ দিতে চাচ্ছিলাম, যাতে علوم عاليه এর সকল শাখা এবং علوم آليه এর জরুরি শাখার যে গ্রন্থগুলোকে কোনো কোনো মনীষী নির্বাচিত গ্রন্থের বা উপকারী গ্রন্থের তালিকায় শুমার করেছেন তার একটি সূচি ও সেই গ্রন্থগুলোর পরিচিতি উল্লেখ করা হবে। পরে এই ভাবনা আসল যে, এভাবে পূর্ণাঙ্গতার চিন্তায় অপেক্ষা করতে থাকা اَلْاِسْتِقْصَاءُ شُؤْمٌ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য مَالَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ অনুযায়ী ইরাদা করেছি, উপরোক্ত বিষয়ে যখন যতটুকু সম্ভব হয় তা-ই বন্ধুদের খেদমতে উপস্থাপন করতে থাকব। এরপর এর বিন্যাস ও পূর্ণতা দানের কাজ পরবর্তীতেও করা যাবে ইনশাআল্লাহ।]

পূর্বকথা

গ্রন্থ নির্বাচনের বিষয়টি একটি আপেক্ষিক বিষয়। এতে সময় ও পরিবেশ, যাদের জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে তাদের যোগ্যতা এবং নির্বাচনকারীর রুচি ইত্যাদি সব কিছুরই প্রভাব থাকে। এজন্য পছন্দে পছন্দে তারতম্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া বর্তমান সময় পর্যন্ত যে কিতাবগুলোকে পছন্দ করা হয়েছে তার সূচি দিতে গেলে একটি দীর্ঘ সূচিপত্র তৈরি হবে, যেখান থেকে পুনরায় বাছাই করার প্রয়োজন দেখা দিবে। এ জন্য তালিবে ইলমগণ সর্বাবস্থায় তাদের তালিমী মুরব্বী বা তাদের চেয়ে অগ্রগামী পথিকের রাহনুমায়ীর মুখাপেক্ষী। তাঁদের সামনে অবস্থা পেশ করে নিজ নিজ অবস্থার উপযুক্ত কিতাবাদি নির্বাচন করা জরুরি।

২. কোনো গ্রন্থ নির্বাচিত হয় সমষ্টিগত বিবেচনার ভিত্তিতে। এরপর তাতে রুচি ও বিচারেরও প্রভেদ থাকে। কোনো একটি গ্রন্থ কারও কাছে নির্বাচিত বা পছন্দনীয় হওয়ার অর্থ কখনো এই হয় না যে, নির্বাচিত গ্রন্থটি সকল দিকবিচারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল গ্রন্থের চেয়ে ভালো। এই অর্থও হয় না যে, এই গ্রন্থে

Free @ www.eilm.weebly.com

কোনো ধরনের ইলমী ত্রুটি নেই। أَبَى اللّٰهُ الْعِصْمَةَ لِكِتَابٍ غَيْرَ كِتَابِهٖ নীতিটি সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কুরআন কারীম এই সূচির ঊর্ধ্বে

৪. বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পছন্দকৃত গ্রন্থাদির একটি সূচি তৈরি করতে গেলে এখানে ওই সব গ্রন্থই স্থান পাবে, যা মানুষের রচনা ও সংকলন। আল্লাহর কালামে পাক অর্থাৎ আল-কুরআনুল কারীমের উল্লেখ এই সূচির ঊর্ধ্বে। এটা সকল মুসলিমের জীবনের সঙ্গী ও মহব্বতের পয়গাম। এই কিতাব থেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী হিদায়াত গ্রহণ করা এবং যার পক্ষে যে পর্যায়ের হিদায়াত গ্রহণ সম্ভব তা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এখানে তো নির্বাচনের প্রশ্নই আসে না। যেহেতু খুব সহজেই আমরা এই ফরমানে ইলাহী পেয়ে গেছি এবং সর্বদা তা আমাদের সামনে থাকছে তাই যে গুরুত্বের সঙ্গে এখান থেকে হেদায়াত ও বরকত গ্রহণ করা জরুরি ছিল তা আমাদের অনেকের পক্ষেই হয়ে ওঠে না। এটি অত্যন্ত আফসোসের ব্যাপার।

কুরআন অধ্যয়নের একটি সুন্দর নিয়ম

ইতিমধ্যে দায়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর চিঠিপত্রের একটি সংকলন নজরে পড়েছে। সেখানে সহকর্মী মাওলানা আবদুস সালাম নদভী (রহ.)কে লেখা তাঁর একটি পত্র দেখলাম, যা তিনি হিজাযের কোনো এক সফরে মাদরাসাতুল উলূমিশ শরইয়্যাহ, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ১৩৬৬ হিজরীর যিলকদ মাসে লিখেছিলেন। পত্রের নিম্নোক্ত কথাটিতে এসে আমার দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল। তিনি লেখেন,

'মাদরাসা (দারুত তাওহীদ, তায়েফ) পরিদর্শন করলাম। তালিবে ইলম ও আসাতিযায়ে কেরামের সামনে আলোচনা করেছি। আলোচনায় তিনটি বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। একটি হল, কুরআন মজীদ এই মানসিকতা নিয়ে অধ্যয়ন করা উচিত যে, আজ পর্যন্ত যেন কুরআনের সাথে কোনো জানাশোনা ছিল না, এটি একটি নতুন জিনিস, যার সঙ্গে এই মাত্র পরিচয় হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আরব মুসলমান এবং দীর্ঘ বংশ পরম্পরায় মুসলমানদের জন্য কুরআন মজীদ ও ইসলামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক তা এই মানসিকতা যে, এটা তো ওই কুরআনই, যা আমরা রাত-দিন পড়ে থাকি ও শুনে থাকি এবং যা নাযিল হওয়ার পর থেকে

Free @ www.eilm.weebly.com

Free@www.eilmweb.com

সাড়ে তেরো'শ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময় এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল। এই তায়েফ ভূমির কথাই ধরুন, আপনাদের হয়তো এই অনুভূতিও হয় না যে, আপনারা কোন ভূমির উপর দিয়ে চলছেন, এই ভূমিতে একদা কী কী ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা যারা পরদেশী তাদের জন্য এই ভূমির প্রতিটি বালুকণার মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে। কেননা আমরা আগ্রহ, অনুরাগ ও কৌতুহল নিয়ে এই ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকি। আপনারাও এই মানসিকতা নিয়ে কুরআন পড়ুন যে, আজ পর্যন্ত এই কুরআনের ব্যাপারে যেন আপনাদের কোনো অবগতি ছিল না। যেন এই কুরআন আজই অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর দেখবেন, কীভাবে কুরআনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য আপনাদের সামনে প্রকাশ পেতে থাকে।" (মাকতুবাতে মুফাককিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী ১/২০৩-২০৪; মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, পাকিস্তান)

প্রকৃত মুহসিন কিতাব

হযরত মাওলানা আলী মিয়া যখন 'আন-নাদওয়া'-এর সম্পাদক ছিলেন সে সময় তিনি میری محسن کتابیں শিরোনামে একটি বিভাগ আরম্ভ করেছিলেন। তখন তিনি হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ আলিম ও চিন্তাবিদগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তারা যেন সাধারণ পাঠকদের উপকারার্থে এবং এ পথের নতুন পথিকদের পথনির্দেশনার জন্য ওই কিতাবগুলোর কথা উল্লেখ করেন, যেগুলো তাদের চিন্তা ও মানসিকতা গঠনে এবং তাদের জীবন ও চরিত্র নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছে।

মাওলানা আলী মিয়া (রহ.)-এর এই দাওয়াতনামার উত্তরে হিন্দুস্তানের একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ লেখেন,

'কিছুদিন আগে আপনার পত্র পেয়েছি। 'আমি যে সব গ্রন্থের প্রতি কৃতজ্ঞ' শিরোনামে কিছু লেখার কথা ছিল। আমি পত্রটির জওয়াব দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন আপনাকে চিঠি লিখতে গিয়ে কথাটি মনে পড়ছে।

জাহেলী যুগে আমি অনেক কিছুই পড়েছি। প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে একটি বড়সড় লাইব্রেরি স্মৃতিতে গচ্ছিত করেছি, কিন্তু যখন চোখ খুলে কুরআন পড়লাম তখন খোদার কসম, এমন মনে হতে লাগল যে, যা কিছু পড়েছিলাম সব অতি তুচ্ছ ছিল। জ্ঞানের শিকড় এখন হাতে আসল। কান্ট, হেগেল, মার্কস এবং পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড়

Free @ www.eaimweedy.com

চিন্তাবিদদের আমার কাছে শিশু মনে হতে লাগল এবং তাদের প্রতি করুণা জাগল– তারা সারা জীবন যে সকল জটিলতার সুরাহা করতে গিয়ে ঘুরপাক খেয়েছে এবং যে সব সমস্যার আলোচনায় বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছে, কিন্তু তার সমাধান উপস্থিত করতে সক্ষম হয়নি সেগুলোকে এই কিতাব এক দুই বাক্যে খুলে দিয়েছে। আহা! যদি এরা এই কিতাব সম্পর্কে অবগত হত তবে কি আর এভাবে তাদের জীবনকে বিনষ্ট করত?

আমার প্রকৃত মুহসিন এই এক কিতাব। এটিই আমাকে আমূল পরিবর্তিত করেছে। পশু থেকে ইনসান বানিয়েছে, অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছে এবং এমন চেরাগ আমার হাতে দিয়েছে যে, জীবনের যে অঙ্গনেই দৃষ্টি ফেলি বাস্তবতা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, যেন এর উপর কোনো আবরণ নেই। ইংরেজি ভাষায় ওই চাবিকে Master Key বলে যার দ্বারা সকল তালা খুলে যায়। আমার জন্য এই কুরআনই হল Master Key। জীবনের যে তালাতেই এই চাবি সংযুক্ত করি তাই খুলে যায়। যে খোদা এই কিতাব দান করেছেন তার শোকর আদায়ে আমার যবান অক্ষম। (পুরানে চেরাগ ২/৩০৫–৩০৬)

কুরআনের সাথে সম্পর্ক

একজন তালিবে ইলমের ইলমী সম্পর্ক ধীরে ধীরে এই পর্যায়ে উন্নীত হওয়া উচিত যে, উপরোক্ত বিষয়ে তার পূর্ণ ইতমিনান অর্জিত হয় এবং কোনো ধরনের তাকাল্লুফ ব্যতীত তার যবান ও কলম থেকে পূর্ণ ইতমিনানের সঙ্গে এই কথাটি উৎসারিত হয়। আর কুরআনের সঙ্গে ঈমান ও মহব্বতের ওই সম্পর্ক হওয়া কাঙ্ক্ষিত, যা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

এর আগে যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছিলো তারা তো এমন– তাদের সামনে যখন (কুরআন) পড়া হয় তখন তারা থুতনি ফেলে সিজদায় পড়ে যায় এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে থুতনির উপর লুটিয়ে পড়ে এবং এটা (কুরআন) তাদের অন্তরের বিনয় আরো বাড়িয়ে দেয়।

(বনী ইসরাঈল : ১০৭–১০৯)

Free © www.e-ilm.weebly.com

আরও ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। আর তারা তাদের রবের উপর ভরসা করে। (আনফাল : ২)

তাই কুরআনের সঙ্গে শুধু চিন্তাবিদসুলভ বা শুধু জ্ঞানের সম্পর্ক কখনো যথেষ্ট নয়? কুরআনের সঙ্গে একজন মুমিনের অনুরাগের সম্পর্ক হওয়া উচিত যা উপরের আয়াতগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে।

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার কোনো এক শিক্ষাবর্ষের সূচনা মজলিসে কালামে পাক তিলাওয়াত হচ্ছিল। তিলাওয়াতের পর মাওলানা আলী মিয়াঁ দণ্ডায়মান হলেন এবং মাসনুন খুৎবার পর বললেন, 'একটু আগে কারী সাহেবের মুখে আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত শ্রবণকালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সমগ্র সত্ত্বা এ ভাব ও ভাবনায় তন্ময় ছিল যে, আমাকে ও মানবজাতিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা তাঁর কালাম এক তুচ্ছ মানুষ তিলাওয়াত করছে আর আমি এক তুচ্ছতম মানুষ তা শ্রবণ করছি।

সুবহানাল্লাহ! আমার মতো গান্দা ইনসানের কী যোগ্যতা আছে যে, 'পবিত্র স্রষ্টার বাণী' উচ্চারণ করতে পারি, শ্রবণ করতে পারি এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পরি! আমার আল্লাহ আমাকে সম্বোধন করে কালাম করছেন, আর আমি তা শ্রবণ করছি এবং অনুভব করছি। মাটির মানুষের জন্য এ কোন আসমানী মর্যাদা ও সৌভাগ্য! তুচ্ছ মানুষ এ অত্যুচ্চ নেয়ামত লাভ করে কেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় না? আল্লাহর কালাম বুঝতে পারা তো এমন নেয়ামত যে, মানুষ যদি খুশিতে মাতোয়ারা এবং আনন্দে আত্মহারা হয়, আর লায়লার প্রেমে পাগল মজনুর মতো দেওয়ানা হয়ে যায় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা কী বলব! আমাদের না আছে সে হৃদয়, না আছে সেই অনুভূতি।

সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কাআবের ঘটনা কি ভুলে গেছেন? ইতিহাসের পাতায় আবার নজর বুলিয়ে দেখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 'আল্লাহ তোমার নাম নিয়ে আমাকে বলেছেন যে, আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাই।'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ খোশ-খবর শুনে তিনি এমনই আত্মহারা হলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই খুশিতে চিৎকার করে বলে উঠলেন–

أَوَ سَمَّانِيْ رَبِّيْ

সত্যিই আল্লাহ আমার নাম নিয়েছেন? সত্যি আমার আল্লাহ উবাই বিন কাআব বলে আমায় ডেকেছেন! সুবহানাল্লাহ! ইশকে ইলাহী ও ইশকে নবীর কেমন দিওয়ানা ছিলেন তাঁরা। এর হাজার ভাগের এক ভাগও কি আছে আমাদের কলবে, আমাদের অনুভবে?' (জীবন পথের পাথেয়, পৃ. ২০–২১)

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এই নিয়ামত নসীব করুন। আমীন।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে প্রবন্ধটি শুরু হল। এবার আপনারা দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন ইখলাস ও ইতকানের সঙ্গে এটিকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেন এবং আমাদের সকলের জন্য উপকারী বানান। আমীন।

আজ এই ভূমিকামূলক আলোচনার পরই বিদায়ের অনুমতি চাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সাক্ষাতে বাকি কথাগুলো পেশ করা যাবে।

واخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين

তাঁদের প্রিয় কিতাব (২য় পর্ব)

চিন্তা-ভাবনার পর মনে হল 'প্রিয় কিতাব' এর প্রতিশ্রুত আলোচনা আমার উস্তাদগণের মাধ্যমে শুরু করে উপরের দিকে যাই। অবশ্য কখনো এই বিন্যাসের ব্যতিক্রমও হতে পারে, তখন বিশেষ কোনো বিন্যাস ছাড়া স্মৃতিতে যা আসে, তাই তালেবে ইলম ভাইদের সামনে পেশ করব এবং সবশেষে বর্তমান সময়ের বর্ষীয়ান ও সচেতন আলিমদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের প্রিয় কিতাবগুলোর কথাও তালিবে ইলম ভাইদেরকে জানাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন এবং কবুল করুন।

Free @ www.eilm.weebly.com

মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম মাসিক আল-বালাগ করাচীর 'গ্রন্থ পরিচিতি' বিভাগে বিভিন্ন কিতাবের উপর আলোচনা করেছেন। তাঁর সে আলোচনাগুলো গ্রন্থাকারে 'তাবছেরে' নামে প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবটি দেখেই ইচ্ছা হল, এ প্রবন্ধটির সূচনা হযরত মাওলানার প্রিয় কিতাবগুলো দিয়েই করি।

মাওলানার 'উলূমুল কুরআন' কিতাবটি তালিবে ইলম ভাইদের প্রায় সকলেরই সংগ্রহে রয়েছে। আমার মতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত কোনো তালিবে ইলমই এই কিতাবের অধ্যয়ন থেকে বঞ্চিত থাকা উচিত নয়।

উলূমুল কুরআনে তাফসীর গ্রন্থের আলোচনায় মাওলানা লিখেছেন, 'যে তাফসীর গ্রন্থগুলো বর্তমানে সহজলভ্য শুধু তার আলোচনা করতে গেলেও একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখতে হবে। আমি এখানে সংক্ষেপে এমন কিছু তাফসীর-গ্রন্থের আলোচনা করতে চাই, যেগুলোর অনুগ্রহ আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয় এবং আমার মনে হয়েছে যে, সালাফে সালেহীনের কুরআনী ইলমের সারনির্যাস এই গ্রন্থগুলোতে এসে গেছে।

যখনই কোনো আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে আমার মনে কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে তখন আমি সর্বপ্রথম এই গ্রন্থগুলোরই শরণাপন্ন হয়েছি। আমরা যারা সুদীর্ঘ তাফসীর গ্রন্থগুলো নিয়মিত অধ্যয়ন করতে পারি না, তাদের জন্য এ গ্রন্থগুলোই যথেষ্ট হতে পারে বলে আমি মনে করি।

Free@www.eelm.weebly.com

তাফসীরে ইবনে কাসীর

১. এগুলোর মধ্যে যে কিতাবটির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তা হল, **তাফসীরে ইবনে কাসীর**। হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আশ-শাফেয়ী (মৃত ৭৭৪ হিজরী) এ গ্রন্থের রচয়িতা। একে তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী-এর সারসংক্ষেপ বলাই সঙ্গত, যা রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীরের একটি মৌলিক গ্রন্থ। এর বৈশিষ্ট্য হল, গ্রন্থকার বহু জয়ীফ ও মওজু রেওয়ায়াত তার কিতাবে পরিহার করেছেন। এরপরও যে সব দুর্বল রেওয়ায়াত উল্লিখিত হয়েছে সেগুলোর সনদের সমস্যা ও দুর্বলতার দিক সাধারণত তিনি চিহ্নিত করেছেন। ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে তার নীতি অত্যন্ত সংযত, পরিচ্ছন্ন ও খালেস সুন্নাহ ভিত্তিক। এজন্য একেতো তার রচনায় ইসরাঈলী বর্ণনা বেশি উল্লেখিত হয়নি এরপর যাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে সাধারণত একথাও বলে দিয়েছেন যে, এটি ইসরাঈলী বর্ণনা।

মোটকথা রেওয়ায়াতের বিচারে এটা সবচেয়ে অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এ তাফসীরে উল্লেখিত সকল রেওয়ায়াতই সহীহ। কেননা কোথাও কোথাও হাফিয ইবনে কাসীর (রহ.)ও কিছু জয়ীফ রেওয়ায়াত কোনো মন্তব্য ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

তাফসীরে কাবীর

২. দ্বিতীয় গ্রন্থ **তাফসীরে কাবীর**। এর আসল নাম 'মাফাতীহুল গাইব'। এর রচয়িতা ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে উমার আররাযী ইবনুল খাতীব (মৃত ৬০৬ হিজরী)। রিওয়ায়াতের বিচারে তাফসীরে ইবনে কাসীর যেমন অতুলনীয়, দিরায়াতের বিচারে তেমনি তাফসীরে কাবীর।

এই কিতাবের ছয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে হযরত মাওলানা লেখেন,

'মোটকথা তাফসীরে কাবীর নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি গ্রন্থ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল, কুরআন বোঝার ব্যাপারে আমি যখনই কোনো জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি, তাফসীরে কাবীর আমাকে রাহনুমায়ী করেছে। সাধারণত পাঠক এর দীর্ঘ আলোচনা দেখে ঘাবড়ে যায়, কিন্তু আলোচনার দীর্ঘতা কিতাবটির প্রথম দিকেই বেশি। কিছুদূর যাওয়ার পর এটা কমে এসেছে। এই কিতাব অধ্যয়নে থাকলে ইলম ও মারিফাতের দুষ্প্রাপ্য মণি-মুক্তা হাতে আসে। তবে এ কিতাবের ব্যাপারে কিছু কথা মনে রাখা কর্তব্য।

Free © www.eilm.weebly.com

১. ইমাম রাযী সূরা ফাতহ পর্যন্ত তাফসীর লিখে ইন্তেকাল করেন। বাকী অংশ অপর একজন আলিম-কাযী শিহাবুদ্দীন ইবনে খলীল আদদিমাশকী (মৃত ৬৩৯ হিজরী) কিংবা শায়খ নাজমুদ্দীন আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ (মৃত ৭৭৭ হিজরী) পূর্ণ করেন। প্রশংসনীয় ব্যাপার হল, ইনি ইমাম রাযী (রহ.)-এর রচনাভঙ্গি এমন অনুসরণ করেছেন যে, উপরোক্ত তথ্য জানা না থাকলে অনুমান করাও কঠিন যে, এ অংশটি অন্য কারো রচনা।

(২) অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থের মতো তাফসীরে কাবীরেও নানা শ্রেণীর রেওয়ায়াত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(৩) অল্প কিছু জায়গায় ইমাম রাযী (রহ.) মশহুর মুফাসসিরীন থেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেমন–

لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ.

এই সহীহ হাদীসটিকে সহীহ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রগুলোতে জুমহুরের মতকে গ্রহণ করা উচিত।

তাফসীরে আবুছ ছাউদ

এ তাফসীরের পুরা নাম 'ইরশাদুল আকলিছ ছালীম ইলা মাযায়াল কিতাবিল কারীম'। এটা কাজী আবুছ ছাউদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ আল-হানাফী (মৃত ৯৮২ হিজরী)-এর রচনা। নিঃসন্দেহে এ কিতাব তার ইলমের গভীরতা, চিন্তার সূক্ষ্মতা এবং কুরআন ভাবনার উজ্জ্বল দলীল। কিতাবটি সর্বমোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর পেশ করা হয়েছে। এ কিতাবের একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হল এতে কুরআনের বাক্য ও আয়াতসমূহের পারস্পরিক মিল এবং বালাগাত সংক্রান্ত অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে, যার দ্বারা কুরআনের মর্ম অনুধাবন করা সহজ হয় এবং কুরআনের মুজিযানা বর্ণনাভঙ্গি উপলব্ধি হতে থাকে।

তাফসীরে কুরতুবী

এ গ্রন্থের পুরা নাম 'আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন'। আন্দালুসের প্রসিদ্ধ গবেষক আলিম আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-কুরতুবী (মৃত ৬৭১ হিজরী)-এর রচনা। তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এ কিতাবের বিষয়বস্তু হল কুরআনে কারীম থেকে ফিকহী আহকাম ও

Free @ www.eqra.weebly.com

মাসাইল ইস্তিমবাত করা। কিন্তু এর মধ্যে তিনি আয়াতের মর্মার্থ, কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা, ইরাব, বালাগাত ও সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াত ইত্যাদি বিষয়েও প্রচুর তথ্য পেশ করেছেন। বিশেষত দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী যে নির্দেশনা কুরআন থেকে পাওয়া যায় সেগুলোও তিনি খুব ভালোভাবে উপস্থিত করেছেন। এ কিতাবের ভূমিকাটিও বেশ বিস্তারিত এবং উলুমুল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সমৃদ্ধ। বার খণ্ডে সম্পূর্ণ তাফসীর গ্রন্থটি অনেকবার মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

রূহুল মাআনী

এর পূর্ণ নাম হল 'রূহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আজীম ওয়াছ ছাবইল মাছানী'। ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত এই তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা হলেন বাগদাদের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা মাহমুদ আলুছী হানাফী (রহ.) [মৃত ১২৭০ হিজরী] এটি যেহেতু পরবর্তী যুগের রচনা, তাই রচয়িতা পূর্ববর্তী তাফসীর গ্রন্থগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকে তার রচনায় সন্নিবেশিত করেছেন। তাই এ গ্রন্থে লুগাত, নাহব, আদব, বালাগাত, ফিকহ, আকাইদ, কালাম, ফালসাফা, হাইয়াত, তাসাওউফ এবং সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াতগুলোর উপরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো দিক যেন অনালোচিত না থাকে এ চেষ্টা করেছেন। হাদীস শরীফের বর্ণনার ব্যাপারেও আল্লামা আলুছী অন্য অনেক তাফসীরকারদের তুলনায় সতর্ক। এ সব দিক বিবেচনায় এ গ্রন্থটিকে পূর্ববর্তী গ্রন্থাদির সার নির্যাস বলা যেতে পারে। বর্তমানে তাফসীরে কুরআন বিষয়ক কোনো কাজ এই কিতাবের সাহায্য থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। অধম তার নাচিজ যওক অনুসারে এই পাঁচটি গ্রন্থ নির্বাচন করেছি। পরে আমার মাখদুম বুযুর্গ হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ইউসুফ বানূরী ছাহেব এর একটি প্রবন্ধে হুবহু এই কথাটিই পাওয়া গেল। ওয়ালহামদুলিল্লাহ।

তিনি তার মূল্যবান প্রবন্ধ 'ইয়াতীমাতুল বয়ান'-এ লেখেন, 'যেহেতু জীবনের সময় অল্প, ঝামেলা অনেক এবং এ যুগে হিম্মত ও সংকল্প দুর্বল... তাই আমি তালিবে ইলম ভাইদেরকে এমন চারটি তাফসীর গ্রন্থের কথা বলতে চাই যেগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ইনশাআল্লাহ প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে।

এক. তাফসীরে ইবনে কাসীর, যার ব্যাপারে আমাদের উস্তাদ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলতেন, কোনো কিতাব যদি অন্য কোনো কিতাবের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে তাহলে বলা যায় যে, তাফসীরে ইবনে কাসীর তাফসীরে ইবনে জারীরের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

Free @ www.eilm.weebly.com

দুই. তাফসীরে কাবীর, যার ব্যাপারে আমাদের উস্তাদ বলতেন, কুরআনে কারীম বোঝার ক্ষেত্রে আমি যে জটিলতারই সম্মুখীন হয়েছি, দেখেছি ইমাম রাযী সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হয়তো সর্বক্ষেত্রে এমন সুরাহা পেশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, যা অন্তর প্রশান্তির সঙ্গে গ্রহণ করে কিন্তু এটা তো ভিন্ন ব্যাপার। তার এ গ্রন্থের ব্যাপারে যে কথাটি প্রসিদ্ধ আছে যে, فِيْهِ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا التَّفْسِيْرَ এটা হল অযথা এর মর্যাদাকে খাটো করা।

তিন. তাফসীরে রূহুল মাআনী, আমার মতে কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি তেমনি, যেমন সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যার জন্য ফাতহুল বারী।

চার. তাফসীরে আবুছ ছাউদ। এ গ্রন্থে কুরআনের অপূর্ব বিন্যাস চমৎকার ভাষায় উপস্থাপনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এটি যমখশরীর তাফসীরে কাশশাফ এর প্রয়োজন পূরণ করে।'

উপরোক্ত আলোচনায় তাফসীরে কুরতুবী ছাড়া অন্য চার কিতাবের ব্যাপারে ওই বৈশিষ্ট্যই উল্লেখিত হয়েছে, যা অধমের চিন্তায় এসেছিল। হযরত শাহ ছাহেব ও তার বিশিষ্ট শাগরিদ হযরত বানূরী এর সঙ্গে এই চিন্তাগত মিলের কারণে আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি।

বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন

উপরোক্ত আলোচনা আরবী তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে ছিল। উর্দু ভাষায় হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর তাফসীরে 'বয়ানুল কুরআন' এক অতুলনীয় তাফসীরগ্রন্থ। এর যথার্থ মূল্য তখনই বুঝে আসবে যখন মানুষ দীর্ঘ তাফসীর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের পর এ কিতাবের শরণাপন্ন হবে। তবে কিতাবের উপস্থাপনা শাস্ত্রীয় হওয়ায় এবং পারিভাষিক শব্দাবলীর ব্যবহার থাকায় সাধারণ উর্দু পাঠকদের জন্য এটা বোঝা কঠিন। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে অধমের সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) 'মাআরেফুল কুরআন' নামে আট খণ্ডে একটি বিশদ তাফসীরগ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে একদিকে যেমন বয়ানুল কুরআনের আলোচনা সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে অন্যদিকে বর্তমান সময়ের জীবনযাত্রার নানা অঙ্গনে কুরআনী নির্দেশনাকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন অনুষঙ্গকে কুরআনী নীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত উর্দু ভাষায় যত তাফসীর এসেছে তার মধ্যে এটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এতে সালাফে সালেহীনের মাসলাক-মাশরাবের পূর্ণ হিফাযতের মধ্য

দিয়ে বর্তমান সময়ের প্রয়োজনসমূহ সবচেয়ে সুন্দর পন্থায় পূরণ করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এই তাফসীর সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রভূত উপকার সাধিত হচ্ছে। (উলূমুল কুরআন ৫০০–৫০৮)

আরো চারটি তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে হযরত বানুরী (রহ.)-এর মূল্যায়ন

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী (রহ.)-এর আলোচনার একটি অংশ উস্তাদে মুহতারামের উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত আলোচনার শেষ অংশটুকুও এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছুটা সংযোজনসহ উল্লেখ করে দিচ্ছি।

বানূরী (রহ.) উক্ত চার কিতাবের আলোচনার পর আরও চারটি কিতাবের কথা বলেছেন।

১. তাফসীরে জাওয়াহিরুল কুরআন, শায়খ জাওহিরী তানতাবী।

আল্লাহ তাআলার কুরদত বিষয়ক আয়াতগুলোর ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যাদি জানার জন্য এ কিতাব উপকারী। তবে রেওয়ায়াতের তাহকীকের ব্যাপারে এ কিতাবের উপর নির্ভর করা যায় না এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি আয়াতের সঙ্গে মেলানোর যে স্বীকৃত নীতিমালা রয়েছে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার প্রধান শর্ত।

২. তাফসীরুল মানার, রশীদ রেযা মিছরী (বারো খণ্ডে) সূরা ইউসুফ পর্যন্ত যুগোপযোগী (ও স্বাভাবিক) পন্থায় কুরআনের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে এ কিতাব উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে যে, কিছু ক্ষেত্রে লেখক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং আরও কিছু জায়গায় তার উপস্থাপনা ভঙ্গি এমন, যা পাঠককে বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে, যাদের স্বচ্ছ দ্বীনী ও ইলমী রুচি নেই।

৩. গারাইবুল ফুরকান, নিযামুদ্দীন হাসান নিশাপুরী (মৃত ৭২৮ হিজরী) এটি কিছু প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ তাফসীরে কাবীরেরই সারসংক্ষেপ। উপরোক্ত সবগুলো তাফসীর অধ্যয়নের সুযোগ যাদের নেই তারা গারাইবুল কুরআন ও তাফসীরে আবুছ ছাউদ পড়তে পারেন। ব্যস্ত মানুষের জন্য কুরআনী মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে এ দুই তাফসীর যথেষ্ট হতে পারে।

৪. কেউ যদি শুধু একটি তাফসীর পড়তে চান তাহলে বড় তাফসীরে আগ্রহী হলে তাফসীর রূহুল মাআনী উত্তম। আর ছোট তাফসীর পড়তে চাইলে আবদুর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

রহমান ছাআলবী আল-জাযাইরী কৃত তাফসীরুল জাওয়াহিরিল হিসান' উপকারী হবে। যা তাফসীরে ইবনে আতিয়্যার চমৎকার সারসংক্ষেপ হওয়ার পাশাপাশি লেখক বিভিন্ন শাস্ত্রের একশত কিতাব অধ্যয়ন করে অনেক মূল্যবান বিষয় এতে সংযোজন করেছেন।

৫. উর্দূ ভাষায় কুরআনী মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্য হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর তাফসীরী টীকাগুলো অধ্যয়ন করা উচিত। আরবী গ্রন্থাদি এই কিতাবের প্রয়োজন পূরণ করে না।

(ইয়াতীমাতুল বয়ান)

উপরোক্ত কিতাবগুলোর সবগুলোই মুদ্রিত। তবে কিছু কিতাব একেবারে সহজলভ্য না হলেও একদম দুর্লভও নয়।

উস্তাদে মুহতারামের অন্যান্য প্রিয় কিতাবের আলোচনা আগামী সংখ্যায় করব ইনশাআল্লাহ।

কয়েক বছর আগে হাযরাতুল উস্তাদের একটি প্রবন্ধ সংকলন 'নুকুশে রফতেগাঁ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ওই কিতাবেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের রচিত বিভিন্ন কিতাবের কথা গুরুত্বের সাথে এসেছে, ওই কিতাবগুলো থেকে কয়েকটি নির্বাচিত কিতাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা পেশ করতে চাই, কিতাবগুলো সম্পর্কে হযরত মাওলানার মতামত ও মন্তব্যও আমরা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

তাঁদের প্রিয় কিতাব (৩য় পর্ব)

(মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী)

১) ইলাউস সুনান ঃ (তিনটি মুকাদ্দিমাসহ) আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (১৩৯৪ হিজরী) "এটি ইলমে হাদীসে (আহকাম বিষয়ক হাদীসের ক্ষেত্রে) সম্ভবত এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় কীর্তি।" ইনডেক্সসহ মোট বাইশ খণ্ডে কিতাবটি মুদ্রিত হয়েছে এবং সহজলভ্য, এর মতনও স্বতন্ত্রভাবে 'আল-জামে ফি আহাদীসিল আহকাম' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই মতনটি মিশকাত ও দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের অধ্যয়নে থাকা উচিত।

২. কাইফিয়্যাত ঃ জনাব মুহাম্মদ যাকী কাইফী ইবনে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (১৩৯৫ হিজরী)-এর কাব্য সংকলন। "তিনি (কাইফী মারহুম) চিন্তা চেতনায় ও সৃজনশীলতায় সমকালের হাতেগোনা ক'জন কবির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উর্দু ভাষাকে তিনি অনেক কিছু দিয়েছেন। তিনি কাব্য চর্চায় সনাতন ধারার বাইরে নতুনের অন্বেষণ করেছেন।"

৩) উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী;

৪) তাহরীকে শায়খুল হিন্দ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মিঁয়া (১৩৯৫ হিজরী); "মাওলানা মুহাম্মদ মিঁয়া ইলম ও ফযলে উঁচু মাকামের অধিকারী ছিলেন। তার রচনাশৈলী ছিল আলিম সুলভ তদুপরি প্রাঞ্জল ও সাবলীল। 'উলামায়ে হিন্দকা শানদার মাযী' হল তার বিশিষ্ট কীর্তি। এ গ্রন্থে তিনি আকবরী যুগ থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত উলামায়ে উম্মতের দাওয়াত ও জিহাদের ইতিহাস অত্যন্ত পরিশ্রম করে আকর্ষণীয় আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর রেশমী রুমাল আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি এমন অনেক তথ্য উন্মোচন করেছেন, যা এতদিন চাপা পড়ে ছিল। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তাঁর রচনাবলি অতি মূল্যবান।"

আকাবিরে দেওবন্দের উপর কটি কিতাব

৫–১২. মাওলানা আনওয়ারুল হাসান শীরকুটি (১৩৯৬ হিজরী)-এর কিছু কিতাব ঃ "উলামায়ে দেওবন্দের জীবনী ছিল মাওলানা শীরকুটির বিশেষ আগ্রহের বিষয়। আকাবিরে দেওবন্দের বিশিষ্ট কয়েক জনের জীবনী তিনি প্রচুর

Free © www.eilm.weebly.com

Free © www.eilm.weebly.com

অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ওই গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'হায়াতে ইমদাদ', 'সীরাতে ইয়াকুব ও মামলুক' এবং 'আনওয়ারে কাসেমী' প্রকাশিত হয়েছে এবং 'হায়াতে যুলফাকার' যন্ত্রস্থ রয়েছে। বিশেষত শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তিনি তিনটি দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন ইলমী অবদানের আলোচনা 'তাজাল্লিয়াতে উসমানী' নামে এবং তার চিঠিপত্রের সংকলন 'আনওয়ারে উসমানী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ 'হায়াতে উসমানী'তে তিনি আল্লামা উসমানী (রহ.)-এর বিস্তারিত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া তিনি হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী (রহ.)-এর ইলমী চিঠিপত্র 'কাসিমুল উলূম' নামে সংকলন করেছেন এবং উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করে একটি মূল্যবান কাজ সম্পন্ন করেছেন।"

১৩. তাফসীরে মাজিদী (উর্দু);

১৪. তাফসীরে মাজিদী (ইংরেজী) ঃ উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় মাওলানা আবদুল মাজিদ দরয়াবাদী (রহ.) [১৩৯৭ হিজরী]-এর তাফসীরগ্রন্থ বেশ সমাদৃত হয়েছে এবং মানুষ এর দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। তবে যেহেতু তিনি দ্বীনী ইলম অনেকটাই ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করেছেন তাই কিছু বিষয়ে তিনি মূলধারার আলিম ও মুফাসসিরগণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে গেছেন। এ বিষয়টা ছাড়া সার্বিক বিচারে এটি একটি উপকারী তাফসীর গ্রন্থ। এতে আধুনিক বিষয়াদি সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য রয়েছে, বিশেষত খৃস্টধর্ম বিষয়ক আলোচনা তো অতুলনীয়।

এই তাফসীর গ্রন্থদ্বয়ের ওই সংস্করণের উপরই নির্ভর করা উচিত, যা স্বয়ং গ্রন্থকার কর্তৃক সম্পাদিত ও মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ থেকে প্রকাশিত।

উর্দু তাফসীরে মাজিদীর উপর একটি বিস্তারিত আলোচনা হযরতুল উস্তাদের কলমে 'আল-বালাগ' রমযানুল মুবারক ১৩৮৮ হিজরী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তাঁর 'তাবছেরে' নামক গ্রন্থের ১৭৭–১৮৫ পৃষ্ঠায় তা সংকলিত হয়েছে। এ প্রবন্ধটি অবশ্যই পড়া উচিত।

১৫. মাআরিফুস সুনান;

১৬. ইয়াতিমাতুল বায়ান ফী শাইইম মিন উলূমিল কুরআন;

১৭. নাফহাতুল আম্বার ফী হায়াতি ইমামিল আছর আশ-শাইখুল আনওয়ারঃ উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর প্রণেতা আল্লামা সাইয়্যেদ ইউসুফ বানূরী (রহ.) [মৃত

Free © www.eilm.weebly.com

১৩৯৭]। "এ যুগের ইলমী ও দ্বীনী খিদমতের জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত বানূরী (রহ.)কে নির্বাচন করেছিলেন এবং তার কাজে অসাধারণ বরকত দান করেছিলেন, ইলমী অঙ্গনে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হল– জামে তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ 'মাআরিফুস সুনান'। প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এই গ্রন্থটি ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বিগত সাত বছর যাবৎ দারুল উলূম করাচীতে জামে তিরমিযীর দরস অধমের যিম্মায় থাকায় এ কিতাব অধ্যয়নের সুবর্ণ সুযোগ হয়েছে এবং এ কথা বললে সম্ভবত অতিরঞ্জন হবে না যে, এ গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাই আমি পূর্ণ আস্থার সাথেই এ কথা বলতে পারি যে, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর মুহাদ্দিছানা রুচির ঝলক কোনো কিতাবে থাকলে তা হল– 'মাআরিফুস সুনান।' কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, ইলমের এই খাযানা অপূর্ণই রয়ে গেছে এবং 'কিতাবুল হজ্জ' এর পর তা আর অগ্রসর হয়নি।

অধমের পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) কতবার মাওলানা (রহ.)কে এই কিতাব সমাপ্ত করার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু মাওলানা (রহ.)-এর ব্যস্ততা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি আব্বাজীর এই ইচ্ছাটি পূর্ণ করে যেতে পারেননি। এখন এই কিতাব সমাপ্ত করার সাহসই বা কে করবে? আর তা করলেও হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর ইলমী ফায়যান এবং আল্লামা বানূরী (রহ.)-এর আদাবী বায়ানই বা কোথায় পাবে?

আল্লাহ তাআলা মাওলানাকে আরবী ভাষায় বলা ও লেখার এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন, যা আজমীদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক মানুষেরই নসীব হয়ে থাকে। তার আরবী রচনা এতটাই প্রাঞ্জল ও গতিশীল ছিল যে, রুচিশীল মানুষ তার স্বাদ আস্বাদন করেন। বিশেষত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষারীতির এমন সহজ সুন্দর মিশ্রণ ঘটেছিল যে, পাঠক এতে যুগপৎ প্রাজ্ঞতা ও প্রাঞ্জলতার স্বাদ অনুভব করেন। মাওলানার রচনায় আরবী ভাষাভাষীদের বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা অত্যন্ত সহজ সাবলীলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা অনেক আরব লেখকের লেখাতেও পাওয়া যায় না। 'নাফহাতুল আম্বার' তো এক হিসাবে খালিস সাহিত্য-রচনা কিন্তু 'মাআরিফুস সুনান' ও 'ইয়াতীমাতুল বায়ান'-এর মত শাস্ত্রীয় ও গবেষণামূলক রচনাতেও আরবী সাহিত্যের মিষ্টতা যুক্ত হওয়ায় এগুলোও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও উপভোগ্য কিতাবে পরিণত হয়েছে।"

১৮. 'ফারান তাওহীদ সংখ্যা করাচী, পাকিস্তান ঃ "শ্রদ্ধেয় জনাব মাহির আল-কাদেরী মরহুম মূলত একজন কবি ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। কাব্য ও

Free@www.e-iliyah.weebly.com

সাহিত্যে তিনি যে সুনাম কুড়িয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এক পর্যায়ে আল্লাহ তাকে ঈর্ষণীয় দ্বীনী জযবা দান করেন। ফলে তার সম্পাদিত 'ফারান' প্রথমে নিছক সাহিত্য পত্রিকা হলেও ধীরে ধীরে ধর্মীয় চরিত্র অর্জন করেছে।

প্রথমদিকে মাহির সাহেব তার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে বেরেলভী মাছলাকের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বীনী অধ্যয়নের বরকতে বিদআতের এমন দুশমনে পরিণত হলেন যে, তার পত্রিকা দীর্ঘদিন বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত ছিল। এই পত্রিকার সম্ভবত একটিই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। তা হল তাওহীদ সংখ্যা।

১৯. "আপবীতী" শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলভী (১৪০২ হিজরী) ঃ "দ্বীনের যে কাফেলা এই উপমহাদেশে দ্বীনের চেরাগ রওশন করার জন্য তাদের সর্বস্ব ওয়াকফ করেছিলেন এবং সাহসিকতার সাথে সময়ের ধূলিঝড় মুকাবেলা করেছিলেন তারই এক সদস্য ছিলেন হযরত শায়খুল হাদীস ছাহেব (রহ.)। তিনি ইলম অর্জন ও দ্বীন প্রচারের কাজে যে কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করেছেন, যাদের সাহচর্য দ্বারা উপকৃত হয়েছন এবং যাদের কর্ম-সাধনাকে নিজের কর্মজীবনে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন তাদের আকর্ষণীয় ও শিক্ষনীয় আলোচনা তার আত্মজীবনী 'আপবীতী'তে রয়েছে। গ্রন্থটি আমাদের জন্য শিক্ষা ও নসীহতের উপকরণে সমৃদ্ধ।"

২৩. মুঈনুল কুযাত ওয়াল মুফতীন;

২৪. শরয়ী জাবিতায়ে দেওয়ানী ঃ মাওলানা শামসুল হক আফগানী (রহ.) [১৪০৩ হিজরী] ঃ ১৯৩৯ সনে কালাতের পক্ষ থেকে তাঁকে কালাতের শিক্ষামন্ত্রী পদে বরণ করা হয়, তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরের পরামর্শক্রমে ওই পদ ও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় কালাতে ইসলামী বিচারব্যবস্থা কার্যকর ছিল এবং তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। হযরত মাওলানা এ ব্যবস্থাতে গতি সঞ্চার করেছিলেন। ফলে গোটা অঞ্চলে মামলা-মুকাদ্দামার ফায়সালা শরীয়তের ভিত্তিতে সম্পন্ন হত। এই বিচার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি ছিলেন হযরত মাওলানা নিজেই। ফলে শরীয়তী বিচার বিষয়ে তার বহু-বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। এ সময়ে তিনি ইসলামী আইন ও শরয়ী বিচার পদ্ধতি প্রসঙ্গে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'মঈনুল কুযাত ওয়াল মুফতীন' আরবী ভাষায় রচিত। কিতাবটি বিভিন্ন আরব দেশেও প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া 'শরয়ী জাবিতায়ে দেওয়ানী' নামে

Free @ www.eilmweebly.com

তিনি ইসলামের দেওয়ানী আইনগুলোকে দফা আকারে বিন্যস্ত করেছেন। ১৯৫৫ সনে যখন কালাতের এই আদালতকে সেক্যুলার আদালতের অধীন করে দেওয়া হয় তখন তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে শরীয়া অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনায় যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা মাওলানার ছিল তা এই উপমহাদেশের আর কারো ছিল না।

২৫. 'আদিলানা দিফা (খিলাফত ও মুলূকিয়াতের জবাবে) মাওলানা নূরুল হাসান বুখারী (১৪০৪ হিজরী) ঃ "রচনাটির উপস্থাপনাভঙ্গি এবং কিছু আলোচনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণের অবকাশ থাকলেও এই কিতাব মূল্যবান ইলমী তথ্যাদিতে সমৃদ্ধ, যা এই বিষয়ের পাঠক ও গবেষকদের অনেক কাজে আসতে পারে।"

২৬. আস-সিদ্দীক, ইরছুল ইয়াতীম নম্বর, হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল্লাহ ছাহেব মুলতানী (১৪০৫ হিজরী) ঃ "হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল্লাহ ছাহেব মুলতানী মুলতান থেকে যখন মাসিক আস-সিদ্দীক প্রকাশ করতেন, তখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত সম্ভবত এই একটি পত্রিকাই ছিল উলামায়ে দেওবন্দের মুখপাত্র। এর কিছু বিশেষ সংখ্যা বের হয়েছে যেগুলো খুব প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে।

যখন মুনকিরীনে হাদীসের কারসাজিতে 'পৌত্রের মীরাছ' বিষয়টি আলোচনায় আসল এবং পাঞ্জাব এসেম্বলীতে এ সম্পর্কে একটি খসড়া আইন উপস্থাপিত হল, তখন পাকিস্তানের অনেক আলেম এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সম্ভবত সবচেয়ে বিশদ ও প্রমাণসমৃদ্ধ আলোচনা 'আস-সিদ্দীকে'র এই বিশেষ সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।"

২৭. 'হিফাযত ওয়া হুজ্জিয়াতে হাদীস' মাওলানা ফাহীম উসমানী (১৪০৫ হিজরী) ঃ হুজ্জিয়াতে হাদীস প্রসঙ্গে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় লিখিত এই কিতাবটিই সম্ভবত এ বিষয়ে উর্দু ভাষায় সমৃদ্ধতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থে হাদীস অস্বীকারকারীদের সকল যুক্তি ও অপযুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।"

২৮–৩৩. ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)-এর কিছু কিতাব ঃ "ওয়াজ নসীহতের পাশাপাশি হযরত রচনা ও সংকলনের কাজও করেছেন এবং কয়েক হাজার পৃষ্ঠায় রচনাবলির এমন এক খাযানা রেখে গেছেন যা সম্পূর্ণ স্বকীয় উপস্থাপনার অধিকারী এবং আল্লাহ-প্রেমিকদের জন্য ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আলোকবর্তিকারূপে কাজ করবে।

Free@www.eilm.weebly.com

উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম, মাআছিরে হাকীমুল উম্মত, বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত, মাআরিফে হাকীমুল উম্মত, ইসলাহুল মুসলিমীন এবং মামুলাতে ইয়াওমিয়্যাহ' ইত্যাদি প্রত্যেক গ্রন্থই আমাদের প্রত্যেকের জন্য মূল্যবান পুঁজি এবং উলূম ও মাআরিফের অমূল্য খাযানা।

৩৪. 'কওমী এসেম্বলি মে ইসলাম কা মারেকা' হযরত মাওলানা আবদুল হক আকুড়াখটক (১৪০৯ হিজরী) ঃ "দেশে যখন এমন কোনো বিষয় পয়দা হয়েছে যার সম্পর্ক একান্তভাবে দ্বীনের সঙ্গে, তখন এ সম্পর্কে হযরত মাওলানা (রহ.) এসেম্বলিতে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। হযরত এসেম্বলিতে যে বক্তৃতা করেছেন কিংবা যে দাবি-দাওয়া পেশ করেছেন তার কিছু রেকর্ড তাঁর সাহেবজাদা জনাব সামীউল হক ছাহেব একটি কিতাবে সংরক্ষণ করেছেন। এ কিতাবটিই 'কওমী এসেম্বলি মে ইসলাম কা মারেকা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।"

৩৫. 'মানাযিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন' মাওলানা মুহাম্মদ মালিক কান্ধলভী (১৪০৯ হিজরী) ঃ "মাওলানার কিতাবসমূহের মধ্যে 'মানাযিলুল ইরফান' উঁচুমানের কিতাব। এ কিতাবে উলূমুল কুরআন বিষয়ক অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা ও তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত উর্দূ ভাষায় উলূমুল কুরআন বিষয়ে এত দীর্ঘ কিতাব আর নেই। এছাড়া 'তারীখে হারামাইন' এবং 'উসূলে তাফসীর' তাঁর মূল্যবান ইলমী রচনা। এ দুটো গ্রন্থই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান রচনা হিসেবে পরিগণিত।"

৩৬–৩৭–৩৮. শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর তাহকীক তা'লীককৃত কিছু গ্রন্থ ঃ মুকাদ্দিমায়ে ইলাউস সুনান (কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস) 'আল আজবিবাতুল ফাযিলাহ' (উলূমুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আল্লামা আবদুল হাই (রহ.)-এর রচনা) আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত তাদীল, আল্লামা লাখনোভী।

এই গ্রন্থগুলোতে তাঁর সন্নিবেশিত মূল্যবান টীকাগুলো তাঁর মুহাদ্দিসসুলভ প্রাজ্ঞতার দলীল।"

৩৯. "ফয়সালাকুন মুনাযারা' মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী (১৪১৭ হিজরী) ঃ "আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের কিছু কিছু আলোচনাকে কেন্দ্র করে বেরেলভী আলেমরা যেসব কঠিন আপত্তি (মিথ্যা অপবাদ) উত্থাপন করেছে তার বাস্তব অবস্থা অনেকেই উন্মোচন করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে যে গ্রন্থটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হল মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানী কৃত

Free@www.eilm.weebly.com

'ফয়সালাকুন মুনাযারা'। এ গ্রন্থে মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নুমানী (রহ.) যেভাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অত্যন্ত মজবুতভাবে তাঁদের ওই আলোচনাগুলোর সঠিক মর্ম তুলে ধরেছেন তা পড়ার পর কোনো ইনসাফপ্রিয় ইনসানের পক্ষে উলামায়ে দেওবন্দের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে সামান্যতম দ্বিধাও থাকতে পারে না।

গ্রন্থটির নাম যদিও 'ফয়সালাকুন মুনাযারা' যা থেকে মনে হতে পারে যে, মুনাযারা বলতে সাধারণত যা বুঝায় এটি সেই ধরনের কোনো গ্রন্থ, কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, মাওলানার এ কিতাবের সঙ্গে প্রচলিত ধরনের মুনাযারার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এ গ্রন্থটি পড়লে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নেক নিয়্যতওয়ালা মুনাযারা কাকে বলে। বস্তুত 'মুনাযারা' শব্দের মূল অর্থও তাই। আরবীতে 'মুনাযারা' শব্দের অর্থ হল 'কোনো একটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে চিন্তা-ভাবনা করা।' মাওলানা তার উপরোক্ত কিতাবে মুনাযারা শব্দের এ মর্মটিই বাস্তবরূপে তুলে ধরেছেন। তাঁর উপস্থাপনা একান্তভাবেই ইতিবাচক, বিশ্লেষণধর্মী এবং প্রমাণনির্ভর। এ উপস্থাপনার উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে লাঞ্ছিত করা নয়; বরং সত্য ও সঠিক বিষয়টি বোঝানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা।"

৪০. "কাদিয়ানী কেঁউ মুসলমান নেহী' মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানী (রহ.) ঃ "সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবচেয়ে প্রমাণসমৃদ্ধ, শক্তিশালী এবং হৃদয়স্পর্শী রচনা। এটি প্রথমে মাসিক আল-ফুরকানে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পাক-ভারতের বিভিন্ন দ্বীনী পত্রিকায়ও তা প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানার শক্তিশালী লেখনীর গুণমুগ্ধ আমি আগে থেকেই ছিলাম, কিন্তু তার এই রচনা থেকে অনুমিত হয়েছে যে, পাঠককে নিজের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়ার এক অসাধারণ যোগ্যতা আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করতে তার এই রচনা বিশেষ অবদান রেখেছে।"

৪১–৪৭. হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) [১৪২০ হিজরী]-এর কিছু গ্রন্থ ঃ "হযরত মাওলানার সকল গ্রন্থই আমাদের ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তবে 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত', 'ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানোঁ কে উরূজ ও যাওয়াল কা আছর' এবং 'আলমে ইসলাম মে ইসলামিয়াত আওর মাগরীবিয়ত কা কাশমাকাশ' এই তিনটি কিতাব থেকে অধম বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। অনেকের জীবনেই এই কিতাবগুলো চিন্তা ও আমলের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছে।

Free © www.eilm.weebly.com

এছাড়া তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ যা পরবর্তীতে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে তাতে অভাবনীয় প্রভাব রয়েছে। বিশেষত من غار حرا، اسمعوها منى صريحة ايها العرب، ترشيد الصحوة الإسلامية হল তার এমন কিছু প্রবন্ধ যা হৃদয়কে ঝাঁকুনি দিয়ে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ দেখিয়েছে। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী সাহেব মরহুমের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যে আলিমসুলভ পর্যালোচনা হযরত মাওলানা "আসরে হাজের মে দ্বীন কী তাফহীম ওয়া তাশরীহ"তে করেছেন তা তাঁরই কাজ ছিল। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি মাওলানা মওদুদী ও তার চিন্তাধারার ধারক আলিমদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাগত অনৈক্য অত্যন্ত ভাব-গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রামাণ্য ও শক্তিশালী উপস্থাপনায় পেশ করে ওই স্খলনগুলো চিহ্নিত করেছেন যেখানে তাদের চিন্তা-চেতনা কুরআন সুন্নাহর সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

হযরত মাওলানার স্বরচিত জীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' নামে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি থেকে তাঁর ব্যাপক দ্বীনী খিদমত সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। এই আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা শুধু জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ইতিহাস নয়; বরং এতে পাঠকের জন্য চিন্তা ও অভিজ্ঞতার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।"

৪৮. তুহফায়ে খাওয়াতীন, মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী (১৪২২ হিজরী) ঃ "মাওলানার মাঝে প্রথম থেকেই রচনা ও সংকলনের যওক ছিল। সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখিত তার কিতাবগুলো ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং এর দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। সে সময় আল-বালাগের সম্পাদনার সকল দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। আমি মাওলানা মরহুমকে আবেদন করেছিলাম, তিনি যেন মহিলাদের জন্য ধারাবাহিকভাবে আল-বালাগে লিখেন। মাওলানা 'খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে তা শুরু করেন, যা পাঠকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল। পরে সেই প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলোই 'তুহফায়ে খাওয়াতীন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি মহিলাদের জন্য একটি উত্তম রাহনুমা গ্রন্থ।"

৪৯. তাসহীলুল মীরাছ, মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী (রহ.) [১৪২২ হিজরী] ঃ "ইলমে মীরাছও মুফতী ছাহেবের একটি বিষয় ছিল। "তাসহীলুল মীরাছ" নামে তাঁর এ রচনা তালিবে ইলমদের জন্য অত্যন্ত উপকারী ছিল। এজন্য

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তিনি আমাদেরকে 'সিরাজী'র পরিবর্তে এই কিতাব দ্বারা ইলমে মীরাছ শিক্ষা দিয়েছেন এবং এমনভাবে এর অনুশীলনী করিয়েছেন যে, আমরা সে সময়ই 'মুনাসাখার' দীর্ঘ দীর্ঘ মাসআলা খুব সহজেই সমাধান করতে সক্ষম হতাম। তিনি আমাদেরকে মীরাছের হিসাব বের করার একটি নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন যার মাধ্যমে 'মুনাসাখা'র দীর্ঘ মাসআলা খুব সংক্ষেপে হল হয়ে যেত।

(অসমাপ্ত)

তালাবাদের প্রতি আকাবিরের কয়েকটি পয়গাম

Free @ www.e-iqra.weebly.com

গত কয়েক সংখ্যা থেকে 'তাঁদের প্রিয় কিতাব' শিরোনামে লিখছিলাম, যেহেতু এই ধারাটি অনেক দীর্ঘ, এদিকে চলতি শিক্ষাবর্ষের শেষে এবং পরবর্তী বর্ষের শুরুতে তালিবে ইলম ভাইদের কাছে কিছু আবেদন-নিবেদনের প্রয়োজন থাকে সেজন্য ইচ্ছা হল কয়েক সংখ্যার জন্য সেই ধারাটি স্থগিত থাকুক এবং ওই জরুরি আবেদনগুলো আকাবির ও আসলাফের বরাতে প্রিয়জনের সামনে তুলে ধরা হোক। তাই এ সংখ্যায় তালাবাদের কাছে তাঁদের শুধু দুটি পয়গাম পেশ করব।

১৪২১ হিজরীর শাওয়াল মাসে যখন মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বসুন্ধরার দাওয়াতে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর আগমন হল তখন খুলনার সফরে হযরতের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। যাওয়ার সময় ঢাকা বিমানবন্দরে হযরত অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দুটি বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন।

(১) **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ঃ** তিনি বললেন, 'পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীনতা তালাবাদের একটি ব্যাপক ব্যাধি। অথচ তাদের উচিত ছিল শরীরে, পোশাকে, পরিপার্শ্বে, সর্ববিষয়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা। তালিবে ইলমের পোশাক সাধারণ হতে পারে। জীর্ণ ও ছিন্ন হতে পারে কিন্তু অপরিচ্ছন্ন হতে পারে না।'

এটা সত্যই দুঃখজনক যে, পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে শিথিলতা আমাদের মাঝে দিন দিন বেড়েই চলেছে।

কিতাবকে যত্নের সাথে ব্যবহার করা এবং ধুলো বালি থেকে পরিষ্কার রাখা তো দূরের কথা মুসহাফুল কুরআনের আদব পর্যন্ত রক্ষা হয় না এবং পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মুসহাফের গিলাফ তো কখনো ধোয়াই হয় না। আর গিলাফ না থাকলে সরাসরি মুসহাফের উপরই ধুলো জমতে থাকে। অবশ্য যে মুসহাফগুলো দৈনিক তেলাওয়াত করা হয় সেগুলো ব্যবহারের বদৌলতে কিছুটা পরিষ্কার থাকে।

হাদীসে এসেছে–

طَهِّرُوْا أَفْنِيَتَكُمْ، فَإِنَّ الْيَهُوْدَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا. (المعجم الأوسط للطبرانى)

অর্থাৎ শুধু ঘর নয় ঘরের আঙ্গিনাসহ পবিত্র রাখ।

(তাবরানী আউসাত; হাদীস ৪০৬৯)

সাধারণত মাদরাসাগুলোতে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকে। তালিবে ইলমরা তা পালনই করে না কিংবা দায়সারাভাবে পালন করে, কিন্তু পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা এবং সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্নতার প্রতি মোটেও গুরুত্ব দেয় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পরিচ্ছন্নতায় কিছু অবহেলিত দিক

রান্নাঘর পরিষ্কার করা হয় না। কখনো রান্নাঘর পরিষ্কার করা হলে চুলা ডেগ ডেগচি পরিষ্কার করা হয় না। হলুদ মরিচ ও অন্যান্য মসলার পাত্রগুলো তো পরিষ্কার করার নামও নেওয়া হয় না কখনো। আর ইস্তেঞ্জাখানা ও গোসলখানাগুলো তো আরো বেশি অবহেলার শিকার। সেখানে সাবানের টুকরা, কাগজের প্যাকেট, টয়লেট পেপার বিক্ষিপ্তভাবে ফেলে রাখা হয়। এমনকি সেখানে মানুষের খাবার ভাত-তরকারী পর্যন্ত পড়ে থাকতে দেখা যায়। মেঝেতে এবং দেয়ালের নিচের অংশে শ্যাওলা জমে থাকে। হাম্মাম ব্যবহার করার পর ভালো করে পানি ঢেলে ময়লাগুলো পরিষ্কার করা হয় না। ব্যবহৃত টয়লেট পেপার বা নেকড়াগুলোও যথাস্থানে রাখা হয় না। ইস্তিঞ্জাখানা, গোসলখানা, অযুখানা পরিষ্কার করা হলেও ময়লার দাগ বা শ্যাওলাগুলো পরিষ্কার করা হয় না। উপরে পরিষ্কার করা হলে কমোডের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করা হয় না। অযুখানার নালা ঠিক মতো পরিষ্কার করা হয় না।

হাম্মামের লোটাগুলো পরিষ্কার করা হয় না। হলেও নামমাত্র। লোটার নিচের অংশের দিকে মোটেও দৃষ্টি দেওয়া হয় না। হাম্মামে রাখা জুতাগুলোর অবস্থা তো এমন দাঁড়ায় যে, রুচিশীল কোনো মানুষ সেখানে পা রাখতেই পারবে না। হাম্মাম বা অযু-গোসলখানার ব্যাপারে মনে হয় যেন মানুষ এটাই ভেবে রেখেছে যে, এগুলো এমন অপরিষ্কার থাকাই নিয়ম।

কিন্তু দস্তরখান এবং দস্তরখানের আশেপাশে ও যেখানে বসে মানুষ আল্লাহর নেয়ামত গ্রহণ করে সেখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দস্তরখানে তরকারী বা তরল খাবার পড়ে দাগ লাগতে লাগতে এত নোংরা হয়ে যায় যে, আল্লাহর পানাহ।

একটি ঘটনা

আমার সহপাঠী মাওলানা রহীমুদ্দীন চাটগামী একদিন শোনালেন, আমার কিছু দিন পটিয়া মাদরাসায় পড়ার সুযোগ হয়েছে। ওখানে হযরত মাওলানা

Free@www.eelm.weebly.com

মুফতী আবদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম (বর্তমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বসুন্ধরা)-এর কাছে তাফসীরে জালালাইনের সবকে বসার সুযোগ হয়েছে। একদিন মুফতী ছাহেব বললেন, 'আমার কাছে যদি কোনো মেহমান আসে এবং এমন কোনো তালিবে ইলমকে দস্তরখান দিতে বলা হয়, যে নিয়মিত খাদেম নয় তখন সে আমার কামরায় দস্তরখান খুঁজে পায় না। কারণ সাধারণ ধারণা হল দস্তরখানের কাপড়টা ময়লা থাকবে, কমপক্ষে খানাপিনার কিছু অংশ তো অবশ্যই তাতে লাগা থাকবে। যার ফলে তখন সে আমার এখানকার দস্তরখান দেখেও তা হাতে নেয় না। কারণ সে ভাবে, এত পরিষ্কার কাপড় দস্তরখান হয় কি করে?'

সমঝদার তালিবে ইলমদের জন্য এ ঘটনায় শিক্ষা গ্রহণের যথেষ্ট উপকরণ রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

যে চিলমচিতে হাত ধোয়া হয়, দ্বিতীয়বার ব্যবহারের প্রয়োজন হওয়া পর্যন্ত তাতে ময়লা পানিগুলো জমে থাকে। তারপর সেটার ভেতরের পানিগুলো ফেলা ছাড়া যেন আর কিছুই করার নেই। ভেতরের অংশ পরিষ্কার করার নাম-গন্ধ নেই। সেখানে ময়লা জমতে জমতে স্তর পড়ে যাওয়াই যেন নিয়ম। চিলমচির পানি ফেলার সময়ও লক্ষ্য করা হয় না যে, এটা কোথায় ফেলতে হবে। হাম্মামের কমোড বা গোসলখানা যেখানেই হোক, যেন ফেলতে পারলেই হল।

অনেক জায়গায় তালিবে ইলমদের পানি ফেলার বালতি থাকে, বালতিতে যদিও শুধু পানি ছাড়া কোনো ময়লা ফেলা নিষেধ থাকে, কিন্তু সবসময়ই পানির উপর ময়লা ভাসতে থাকে। আর অনেক সময়ই পানিটা যথাসময়ে ফেলা হয় না। এমনকি অনেক সময় বালতি পূর্ণ হয়ে পানি উপচে পড়ে এবং তখন সবাই ব্যবহৃত পানি ফেলার জন্য এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে তবুও বালতিটা খালি করার লোক পাওয়া যায় না। আর এ বালতি যে পরিষ্কার করতে হবে তা তো মনে হয় কখনো কারো মাথায়ই আসে না। যেই বাসনে আমরা খানা খাই তাতে দেখা যায় নতুন বাসন আসার কিছু দিনের মধ্যেই তার রূপ বদলে যায়। তাতে তরকারীর দাগ পড়ে যায়। নিচের অংশ তো সব সময় নিচেই থাকে, সেটা আর পরিষ্কার করারইবা কি দরকার। লবনদানি, জগ ও গ্লাসের অবস্থাও একটু লক্ষ্য করে দেখুন, কেমন দেখায়। জগের নিচে, গ্লাসের নিচে কি অবস্থা থাকে?

ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম

মোটকথা ইসলাম পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং অন্তরের স্বচ্ছতার ধর্ম। শরীর এবং অন্তরের পবিত্রতার বিষয়টি ছিল মানুষের আকলের উর্ধ্বে। এজন্য ইসলাম

Free © www.eilm.weebly.com

সেগুলোকে একেবারে বিন্দুবিসর্গসহ বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছে। আর স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি মানুষের মেধাও উপলব্ধি করতে পারে। তা সত্ত্বেও শরীয়ত শুধু পরিচ্ছন্নতার তাগিদ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি। বরং পরিচ্ছন্নতার এমন ছোটখাট বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যেগুলো সকল স্তরের মানুষের চিন্তায় না আসার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। আগ্রহী পাঠকগণ হাদীসের কিতাবগুলোর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এবং 'আল আদাবুশ শারইয়্যাহ' বিষয়ক কিতাবগুলোতে এ বিষয়ক হাদীস ও সীরাতের নির্দেশনা পড়ে দেখতে পারেন।

নমুনাস্বরূপ আমি এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। জনৈক সাহাবী বলেন, (এক সফর থেকে ফেরার সময় মদীনার কাছাকাছি এসে সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তোমাদের সাওয়ারী ঠিকঠাক করে নাও এবং পোশাক বিন্যস্ত করে নাও। যাতে মানুষের মাঝে তোমাদেরকে তিলকের মতো সুন্দর মনে হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা ও অসৌন্দর্য পছন্দ করেন না। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০৮৯)

হায়! যদি আমরা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষার প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখতাম এবং এক্ষেত্রে একজন মুমিনে কামেলের পরিচয় দিতাম যাতে আমাদের দরসগাহ, বাসস্থান, রান্নাঘর, অযুখানা, হাম্মাম ইত্যাদি দেখে কেউ এই অনুভূতি ব্যক্ত করতে না পারে যে, মুসলমানদের নিদর্শন হল নোংরামী আর ইংরেজদের নিদর্শন হল পরিচ্ছন্নতা! (নাউযুবিল্লাহ) অথচ ইসলামের শিক্ষা হল শুধু বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা নয় বরং সব ধরনের নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করাও জরুরি এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা, আদর্শের ও আখলাকের পবিত্রতা এবং হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতাও কাম্য। আর ইংরেজদের কাছে যদি কিছু থাকে তবে আছে শুধু বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা। তাও ইবাদত হিসেবে নয়, ফ্যাশন সর্বস্ব।

২. **আদাবুল মুআশারার প্রতি লক্ষ্য রাখা ঃ** হযরত মাওলানা দামাত বারাকাতুহুম সেদিন আরো বলেছিলেন, দ্বিতীয় কথা হল আদাবুল মুআশারা এর ব্যাপারে। এ বিষয়ে আজকাল তালাবাদের মাঝে খুব বেশি অবহেলা দেখা যায়, এটার প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, কারো সাথে মুসাফাহা করতে হলে কোন অবস্থায় করতে হবে তাও খেয়াল রাখা উচিত।'

আমি বললাম, এ বিষয়ের উপর কোনো কিতাব পড়ানো যায় বা পড়ে শোনানো যায়? বললেন, 'হ্যাঁ অবশ্যই। শুধু তাই নয়; বরং সব সময়ই তালাবাদের কথাবার্তা ও চলাফেরার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদেরকে সতর্ক করতে থাকা চাই।'

Free@www.eqrawi.com

আসলে, ইসলামী শরীয়তে আদবের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে এবং তার গুরুত্বও ইসলামে অনেক বেশি। শুধু মুআশারা (সমাজ) কেন, মানব জীবনের কোন দিকটা এমন আছে যেখানে মানুষের জীবন সফলকাম, সুখ-স্বাচ্ছন্দময় ও সুচারু হওয়ার জন্য আদবের প্রয়োজন নেই? এজন্যই হাদীসের কিতাবগুলোতে যেখানে 'আল আদাব' নামে দীর্ঘ কলেবরের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে সেখানে অন্যান্য অধ্যায়গুলোতেও সংশ্লিষ্ট আদাবের শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। আজকাল আদব বিষয়টাই অত্যন্ত অবহেলার শিকার। তবে আদাবুল মুআশারা তথা সামাজিক জীবনের রীতি-নীতি অনেক বেশি অবহেলিত। আদাবুল মুআশারার মূল কথা হল মানুষের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ যেন সুন্দর ও সুশীল হয়। সে কারো কষ্টের বা পেরেশানীর কারণ হবে না এবং যথাসম্ভব নিজের কোনো কাজ বা কথার কারণে অন্যের দ্বারা কষ্টের সম্মুখীন হবে না।

আদবও সোহবতে থেকে শেখার বিষয়

বলতে খুব সহজ হলেও এ নীতির বাস্তবায়ন কিন্তু খুবই কঠিন। কারণ এর জন্য অনেক আকল এবং হিলম সহনশীলতার প্রয়োজন। আর এ বিষয়গুলো কোনো ফকীহ আহলে দিলের সান্নিধ্য ছাড়া সহজে অর্জিত হয় না। আজকাল তো আমাদের তালিবে ইলম ভাইদের থেকে এ ধারণাও হারিয়ে যাচ্ছে যে, আদবও একটা শেখার বিষয়। অথচ সালাফে সালেহীনের অবস্থা ছিল, তাঁরা ইলমের আগে আদব শিখতেন এবং শিখাতেন। ইমাম ইবনে সিরীন (রহ.) [১১০ হিজরী] বলেন,

كَانُوْا يَتَعَلَّمُوْنَ الْهَدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ

'তারা ইলম যেমন শিক্ষা করতেন তেমনি জীবনাচারও শিক্ষা করতেন'।

(আল-জামি লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস্ সামে', খতীব বাগদাদী ১/৭৯)

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, 'আমার আম্মা আমাকে পাগড়ি পরিয়ে ইমাম রাবিয়াতুর রায় (রহ.)-এর নিকট পাঠাতেন এবং বলতেন তাঁর ইলমের আগে তাঁর আদবগুলো শিখে নাও।' (তারতীবুল মাদারিক ১/১১৯)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যাপারে একথা খুবই প্রসিদ্ধ যে, তাঁর চলাফেরা আগমন প্রস্থান সব কিছুইতে তার আকলের বহিঃপ্রকাশ ঘটত।

আদবেরও 'সনদ' ছিল

আজ আমরা হাদীস ও ফিকহের ইলম শিখলে সনদ তালাশ করি। আমাদের আকাবিরের কাছে আদবেরও সনদ থাকত। সে সনদ কিন্তু ইজাযত দেওয়া

Free © www.eilm.weebly.com

নেওয়ার সনদ ছিল না সেটা ছিল আদব শিখে সে আদব নিজের জীবনে বাস্তবায়নের সনদ।

ইমাম আবু আলী সাকাফী (রহ.) [২৪৪ হিজরী–৩২৮ হিজরী)-এর ব্যাপারে আবু বকর ইবনে ইসহাক (রহ.) [২৫৮ হিজরী–৩৪২ হিজরী] বলেন, তাঁর আকল সাহাবী ও তাবেয়ীন থেকে সংগৃহীত। তিনি সমরকন্দ শহরে মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী (রহ.) [২০২ হিজরী–২৯৪ হিজরী]-এর সান্নিধ্যে চার বছর অবস্থান করে এ আদব ও আখলাক অর্জন করেছেন। আর মুহাম্মদ ইবনে নাসর (রহ.) এগুলো অর্জন করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া নীশাপুরী (রহ.) [২২৬ হিজরী]-এর কাছ থেকে। খোরাসানে তাঁর চেয়ে আকলমন্দ লোক আর কেউ ছিল না। তিনি এসব অর্জন করেছিলেন ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছ থেকে। ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে হাদীস শেখার পর পূর্ণ এক বছর ছিলেন আদব শেখার জন্য। পড়া শেষ হওয়ার পরও এক বছর অবস্থান করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন,

"اِنَّمَا اَقَمْتُ مُسْتَفِيْدًا لِشَمَائِلِهٖ، فَاِنَّهَا شَمَائِلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ."

অতিরিক্ত এক বছর অবস্থান করেছি তাঁর আদর্শ ও জীবনাচার শেখার জন্য। কারণ তাঁর জীবনাচার ছিল সাহাবী এবং তাবেয়ীদের মতো।

(তাবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ আল-কুবরা ৩/১৯৩)

ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের এই সাক্ষ্য তো সম্ভবত উপরের জামাতের তালিবে ইলমদের সকলেরই জানার কথা যে, আবু দাউদ (রহ.) ভাবে ও ভঙ্গিমায় এবং আচারে ও শিষ্টতায় সব কিছুতে ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর সদৃশ ছিলেন। ইমাম আহমাদ এসব বিষয়ে সদৃশ ছিলেন ওয়াকি (রহ.)-এর। ওয়াকি (রহ.) সদৃশ ছিলেন সুফিয়ান (রহ.)-এর। সুফিয়ান (রহ.) মনসুর (রহ.)-এর, মনসুর (রহ.) ইবরাহীম (রহ.)-এর, ইবরাহীম (রহ.) আলকামা (রহ.)-এর, আলকামা (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর। আলকামা (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)কে ভাবে ও ভঙ্গিমায় এবং আচারে শিষ্টতায় নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদৃশ বলা হতো। (তাযকিরাতু হুফফাজ; শামসুদ্দীন যাহাবী ২/৫৯২)

এ বিষয়ে সালাফে সালেহীনের হেদায়াত ও ঘটনাবলীর ধারা অনেক দীর্ঘ। আমার উস্তায শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা (রহ.) 'আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসায়িলিল ইলমি ওয়াদ্দীন পৃ. ৬১–৬৭ পর্যন্ত তার সামান্য কিছু নমুনা পেশ করেছেন। যা সকলের জন্যই পড়ে নেওয়ার মতো।

Free © www.e-ilm.weebly.com

আমাদের করণীয়

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের মধ্যে এই আদবগুলো কীভাবে আসবে। উত্তর স্পষ্ট। প্রথমে আমাদেরকে আদব সংক্রান্ত শরীয়তের শিক্ষাগুলো হাসিল করতে হবে এবং কোনো আহলে দিল ফকীহ যিনি নিজের মধ্যে ওই আদবগুলোর বাস্তবায়ন করেছেন এবং অন্যের মধ্যেও বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন তাঁর সান্নিধ্যে থেকে অর্জন করতে হবে। আমাদেরকে উস্তাদদের নিকট থেকে তালীমের সঙ্গে সঙ্গে তারবিয়তও গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে যা যা মুতালাআ করা চাই তার কিছু নিম্নরূপ। এগুলোর মধ্যে যার জন্য যেটা সহজলভ্য এবং যার জন্য যেটা সহজবোধ্য সে সেটাই মুতালাআ করবে।

১. সূরায়ে হুজুরাত এবং সূরায়ে মুজাদালার তাফসীর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াতের তাফসীর।

২. আল-আদাবুল মুফরাদ। ইমাম বুখারী (২৫৬ হিজরী)।

৩. আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ দুনিয়া। আবুল হাসান মাওয়ারদী। (৪৫০ হিজরী)।

৪. আল আদাবুশ শারইয়্যাহ। ইবনে মুফলিহ (৭৬৩ হিজরী)।

৫. আদাবুল মুআশারাহ, হাকীমুল উম্মত থানভী [১৩৬২ হিজরী]।

৬. মিন আদাবিল ইসলাম, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা (১৪১৭ হিজরী)।

আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

ইলমের জন্য চাই পিপাসা
কিছু প্রতিবন্ধক ভুল ধারণা

একই সফরে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম আরেকটি বিষয়ে বারবার তাম্বীহ করেছেন। তা এই যে, ইলম ও তাহকীকের ক্ষেত্রে তুষ্টি নয়, চাই পিপাসা ও উদ্যম। তিনি বলেন, 'আমাদের সমস্যা হল, আমরা ইলমের ক্ষেত্রে পরিতুষ্ট হয়ে যাই, অথচ এটা পরিতুষ্টির ক্ষেত্র নয়।'

বৈষয়িক ক্ষেত্রে অল্পেতুষ্টি কাম্য, কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যায়, আগ্রহ ও প্রতিযোগিতাই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অন্যদিকে দ্বীনী বিষয়ে, বিশেষত ইলম ও তাহকীক, আমল ও আখলাকের দুরস্তির ক্ষেত্রে, যেখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে আগ্রহ ও চাহিদা কাম্য, অনাগ্রহ ও অল্পেতুষ্টিই স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।

ইলম অন্বেষণের দ্বিতীয় পর্বকে ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করুন

সালাফ শুধু মুখে নয়, নিরন্তর উন্নয়ন চেষ্টায় এই বোধ কর্মে প্রতিফলিত করেছেন যে,

مَنِ اسْتَوٰى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُوْنٌ.

'যার দুদিন এক সমান, সে ক্ষতিগ্রস্ত।'

তালিবের জন্য অপরিহার্য, এই ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। তাকে প্রতি মুহূর্তে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, চিন্তা ও বুদ্ধি, কর্ম ও চরিত্র, হৃদয়ের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সচেতনভাবে উন্নতির দিকে আগুয়ান হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় উল্টো চিত্র। ছাত্ররা যখন ইলম তলবের প্রথম পর্ব পাড়ি দিয়ে দ্বিতীয় পর্বে পদার্পণ করে তখন পূর্বের চেয়ে আরো বেশি উদাসীনতা ও ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হয়ে পড়ে। কেননা সে সময় পঠিত কিতাবের পাঠদানের দায়িত্বই সাধারণত তাদের উপর অর্পিত হয় আর তারা সেসব কিতাবের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন পাঠদানের প্রয়োজন মেপে। তাই শুধু দু'দিন কেন, দু'বছরও এমনভাবে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব যে, প্রথম বছরের প্রথম দিন এবং দ্বিতীয় বছরের

Free @ www.islamweekly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

শেষ দিনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না, ইলম ও আমল, আকল ও হিলম এবং অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না।

ইলম অন্বেষণের দ্বিতীয় পর্বে এখন এই ক্ষতিগ্রস্ততা ব্যাপকতর হচ্ছে। এর মৌলিক কারণ হল, ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অল্পেতুষ্টির প্রবণতা, তাছাড়া বিভিন্ন ভুল ধারণা ও এর পেছনে কার্যকর। সাধারণ কিছু ধারণা এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথম ভুল ধারণা

১. 'নিসাবের বাইরে পড়ার মতো তেমন কিছু নেই'।

এ ধারণা মন থেকে দূর করতে পারলে দেখা যাবে, নিসাবের বাইরে পড়ার মতো অসংখ্য বিষয় রয়েছে। সেসব বিষয়ের কোনো কিতাবই হয়তো নিসাবে নেই, কিংবা থাকলেও তার মাধ্যমে সে বিষয়ের প্রয়োজনীয় ইলম অর্জিত হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীস, উলূমুল ফিকহ, সীরাতে নববী ও উসওয়ায়ে নববীর মতো বিষয়গুলোও উল্লেখ করা যায়। এরপর কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ এবং সীরাত ও ইতিহাসে উল্লেখিত বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি, আধুনিক ফিকহী সমস্যা ও তার সমাধান, 'জরুরিয়াতে দ্বীনের' দলীল-নির্ভর গভীর জ্ঞান, বাতিল ফিরকা ও বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে প্রমাণ ভিত্তিক অবগতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর শাখাগত বিষয়ের তো কোনো সীমা-সংখ্যা নেই।

দ্বিতীয় ভুল ধারণা

২. 'যতটুকু ইলম দৈনন্দিন জীবনে ও পাঠদানের প্রয়োজনে অপরিহার্য তার অতিরিক্ত ইলম অর্জন করা মুস্তাহাব, আর তা আমাদের মতো লোকদের অর্জন করার প্রয়োজন নেই।'

এটাও একটা মারাত্মক ক্ষতিকর ধারণা, যা একেবারেই অমূলক। কেননা ঈমান-আকীদার হিফাযত, সুন্নতের উপর ইস্তিকামাত, আখলাক-চরিত্রের তাহারাত এবং দাওয়াত ও তাবলীগ ইত্যাদি কোন কাজটিকে মুস্তাহাব বলা যায়? অথচ এই সবগুলো কাজ, বিশেষ করে এই ফিতনা-ফাসাদের যুগে, মজবুত ইলম ছাড়া আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি যদি আকাঈদ সংরক্ষণ, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং অন্তরের পরিশুদ্ধি, শুধু এই তিনটি বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন তাহলেও দেখতে পাবেন এ কাজগুলোর জন্য আপনার কী পরিমাণ ইলম অর্জনের প্রয়োজন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مقدمة الفرض فرض এই নীতি অনুযায়ী আপনার জন্য ইলমের এই মাকাম অর্জন করাও ফরজ। ইলম অন্বেষণের প্রথম পর্বে যদি আপনি এই মাকাম অর্জন না করে থাকেন তবে এখন সচেষ্ট হওয়া আপনার দায়িত্ব।

তৃতীয় ভুল ধারণা

৩. 'দরসী মুতালাআর উদ্দেশ্যে শুধু কিতাব হল করা।'

উপরোক্ত ভুল ধারণার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, দু'তিন বছর কোনো কিতাব পড়ানোর পর দরসের প্রস্তুতির জন্যও আর সেই কিতাব মুতালাআ করার 'প্রয়োজন' হবে না। এবার ভাবুন যে, মুতালাআকে দরসী 'প্রয়োজনের' মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে সে যখন দরসী মুতালাআ থেকেও নিষ্কৃতি পাবে তখন ইলমী দুনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের আর কী সূত্র বাকী থাকবে?

দরসী মুতালাআর বিভিন্ন পর্যায়

বস্তুত দরসী মুতালাআরও অনেকগুলো পর্যায় রয়েছে। যথা ঃ

১. কিতাব হল করা।

২. কিতাবের নির্দিষ্ট ভাষা ও উপস্থাপনা থেকে মুক্ত হয়ে অধিত অধ্যায়টি নিজের ভাষায় ও সহজ উপস্থানায় পেশ করার যোগ্যতা অর্জন করা, যাতে তালিবে ইলমদেরকে কাওয়াইদ ও মাসাইল কণ্ঠস্থ করানোর কৌশল আয়ত্বে এসে যায়। এই মুতালাআ হবে চোখ বন্ধ করে।

৩. কুরআন, হাদীস ও আরবী সাহিত্যিকদের ব্যবহার থেকে মাসআলাটির অনেক উদাহরণ আহরণ করা, যাতে ভালোভাবে এ মাসআলার অনুশীলন করানো যায়।

৪. যেসব ক্ষেত্রে মুসান্নিফের ভুল হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশান্তিদায়ক তাহকীক জানা থাকা।

৫. কিতাবের ভালো কোনো শাস্ত্রীয় শরাহ থাকলে তা অধ্যয়ন করা।

৬. প্রচলিত নোট বই ও শরহের বইগুলোতে যেসব হাস্যকর ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায় এবং যা এসব নোট বইয়ের বদৌলতে তালিবে ইলমদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে সেই ভুল-ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করা।

৭. দরসাধীন কিতাবের কাওয়াইদ ও মাসাইলের জন্য উপরের বিভিন্ন কিতাব ও শরাহ মুতালাআ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে উস্তাদ চার পাঁচ বছর

Free © www.eilm.weebly.com

যাবৎ 'কুদুরী' পড়াচ্ছেন তিনি যদি ষষ্ঠ বছর কুদুরীর মাসাইল হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, বিনায়া ইত্যাদিতেও অধ্যয়ন করেন তাহলে কোনো ক্ষতি হবে কি? হাঁ, ছাত্রদের সামনে তাদের যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুপাতেই তাকরীর হবে, কিন্তু নিজের ইলম ও তাহকীকের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য যত বেশি মুতালাআ করা হবে ততই উপকার, এতে ক্ষতির কোনো প্রশ্নই আসে না। বরং 'কুদুরী' ও 'কানয' কিতাবের উস্তাদগণকে 'মুফতাবিহী' মত নির্ধারণ করার জন্য 'রদ্দুল মুহতার' ও 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' ইত্যাদি কিতাবও অধ্যয়ন করার প্রয়োজন হতে পারে। যে মাসাইল 'উরফ' ও 'আদাতের' উপর ভিত্তিশীল কিংবা যে মাসআলার অধীনে কোনো আধুনিক বিষয় আলোচনায় আসতে পারে সেগুলোর জন্য জাদীদ মাসাইলের কোনো ভালো কিতাব অধ্যয়ন করাও দরসী মুতালাআরই অন্তর্ভুক্ত।

এ ক্ষেত্রে এমন বলা যে, 'সামান্য যা কিছু বলা হয় তা-ই ছাত্ররা আত্মস্থ করতে পারে না তাহলে এর চেয়ে বেশির প্রয়োজন কী'– ভিন্ন ভিন্ন দুইটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, আমরা আলোচনা করছি অধিক অধ্যয়ন প্রসঙ্গে, অধিক তাকরীর প্রসঙ্গে নয়। খারেজী তাকরীর তো নয়ই, প্রয়োজনের অধিক তাকরীর করাও উচিত নয়, তবে নিজের ইলমী তরক্কীর জন্য অধ্যয়নের পরিধি অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। নিজের মুতালাআ এবং ছাত্রদের সামনে তাকরীর– এই দুই বিষয় এক করে দেখা কোনো অবস্থাতেই ঠিক নয়।

মোটকথা ইলম অন্বেষণের 'দ্বিতীয় পর্বে' আপনি যদি দরসী মুতালাআও হক আদায় করে এবং তার পর্যায়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে জারি রাখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ ইলম ও আমলে তরক্কী হতে থাকবে।

চতুর্থ ভুল ধারণা

৪. 'আমাদের কি এত মুতালাআর যোগ্যতা আছে?'

একটি অর্থহীন মানসিকতা। এ মানসিকতা তালিবে ইলমকে তার তলবে ইলমের দ্বিতীয় পর্বে মর্মান্তিকভাবে বঞ্চিত করে। তালিবে ইলমের যোগ্যতা যতই কম হোক, তারপরও গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অনেক কিতাব তার জন্য বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা এগুলো থেকেও তালিবে ইলমদেরকে বঞ্চিত রাখে। বলুন তো মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর 'মাআরিফুল কুরআন' অধ্যয়নের জন্য কত যোগ্যতা প্রয়োজন? 'তাফসীরে উসমানী' বোঝার জন্য কি অনেক যোগ্যতা দরকার? তাফসীরে ইবনে কাসীরের কথা নয় বাদই দিলাম।

Free © www.eilm.weebly.com

এরপর 'রিয়াযুস সালেহীন', 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব', 'আল মুহাযযাব মিন ইহয়াই উলূমিদ্দীন' এবং 'আল-আযকার' ইমাম নববী ইত্যাদি কিতাব অধ্যয়ন করার জন্য তো মুখতাসারুল মাআনী ও শরহে জামী বোঝার মতো যোগ্যতাও প্রয়োজন নেই। অথচ উপরোক্ত কিতাবগুলোতে রয়েছে একজন তালিবে হকের জন্য রূহ ও কলব এবং আকল ও দিমাগের মুকাম্মাল গিযা ও দাওয়া। কিন্তু কেউ যদি এগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপই না করে তাহলে আর কীভাবে হবে!

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর হায়াতুল মুসলিমীন, কসদুস সাবীল, আদাবুল মুআশারা, জাযাউল আমাল, আত-তাশাররুফ বিমারিফাতি আহাদীসিত তাসাওউফ এবং এ ধরনের আরও অনেক রিসালা ও তার অনূদিত মাওয়ায়েজ ইত্যাদিতে কি এমন কোনো জটিলতা রয়েছে যে, স্বল্প যোগ্যতার অজুহাতে সেগুলো থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে?

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম, হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.) প্রমুখের রচনাবলি তো পানির চেয়েও সহজ। কোনো তালিবে ইলম যদি এই তিন ব্যক্তিত্বের রচনাবলি মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বারবার পড়ে তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এগুলো তার ইলম বৃদ্ধি এবং ঈমান-আমলের তরক্কীর জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

পঞ্চম ভুল ধারণা

৫. 'অধিক পরিমাণে মুতালাআ শুধু তারাই করবেন যারা পথ-নির্দেশক পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব, মানুষ যাদের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। আমাদেরকে কেইবা মাসআলা জিজ্ঞেস করবে আর আমাদের কাছে কেইবা সমস্যার সমাধান নিতে আসবে? অতএব আমাদের অধিক মুতালাআর প্রয়োজন কী?'

এই ধারণার বশবর্তী ভাইয়েরা যেন এ কারণে উদ্বিগ্ন যে, এত ইলম দিয়ে তারা করবেন কী? এই ধারণা এবং এই উদ্বিগ্নতা যে নিতান্তই অমূলক ও কাল্পনিক তা বলাই বাহুল্য। সঙ্গে সঙ্গে তা অত্যন্ত দুঃখজনকও বটে। কেননা এই ধারণার পিছনে রয়েছে একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি– কিবর, উজব। উঁচুম্মন্যতা ও হীনম্মন্যতা দুটোই 'কিবর'-বৃক্ষের স্বতন্ত্র দুই শাখা। ভেবে দেখুন, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা বক্র হলে মানুষ ইলম অন্বেষণের মতো নেক আমলকে, যা সব সময় কাম্য, 'শায়খ বনা'র সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। বলাবাহুল্য যে, ইলম

Free@www.eelm.weebly.com

সর্বপ্রথম নিজের জন্যই অন্বেষণ করতে হয়। নিজের কর্ম ও চরিত্র সংশোধন করার জন্য, ঈমান ও আকীদা বিশুদ্ধ করার জন্য, ইলমের মাকাম ও তার আব্রু রক্ষার জন্যই ইলমের প্রয়োজন। এ পরিমাণ ইলম আগে অর্জন করুন এরপর আপনার ওই উদ্বিগ্নতা দূর করার চিন্তা করা যাবে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ইলম অন্বেষণ

যদি আমার এই বন্ধুরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ইলম অন্বেষণের ওই ঘটনাটি স্মরণ করতেন তাহলে তাদের এই ভুল ধারণার অবসান ঘটত।

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় আমি ছিলাম কিশোর।

আমি একজন আনসারী তরুণকে বললাম, 'চল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের নিকটে গিয়ে আমরা ইলম অর্জন করি। তাঁদের অনেকেই এখনো জীবিত আছেন।' সে বলল, হে ইবনে আব্বাস! তোমার প্রতি আমার আশ্চর্য হচ্ছে! এত সাহাবী বিদ্যমান থাকতে লোকেরা তোমার শরণাপন্ন হবে কেন! ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, একথা বলে সে ঘরে বসে রইল আর আমি সাহাবীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতে লাগলাম। এমন হত যে, আমি একজন সাহাবীর নিকটে গেলাম, তিনি তখন বিশ্রাম করছেন। আমি তাকে জাগ্রত করা সমীচীন মনে করতাম না; বরং তিনি বিশ্রাম শেষে ঘর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতাম। এই অপেক্ষার সময় চারদিকের ধুলাবালি বাতাসে উড়ে এসে আমার চেহারায় পড়ত। কাপড়-চোপড় হয়ে যেত ধুলিমলিন।

এভাবেই আমি ইলম অন্বেষণ করেছি। শেষে যখন এই আনসারী আমাকে দেখত যে, আমার চর্তুপার্শ্বে লোকেরা সমবেত হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছে, তখন সে বলত,

هٰذَا الْفَتٰى كَانَ أَعْقَلَ مِنِّيْ

এই যুবক আমার চেয়ে বুদ্ধিমান ছিল। (আল মুস্তাদরাক, হাকিম ১/১৯৪; জামিউ বয়ানিল ইলম ১/১০৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/৮৫)

ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন–

إِنْ كُنْتُ لَأَسْأَلُ عَنِ الْأَمْرِ الْوَاحِدِ ثَلَاثِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আমি এক বিষয়ে ত্রিশ জন সাহাবীকেও জিজ্ঞাসা করতাম।'

(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/৪৪৭)

তাঁর একটি সুন্দর কথা

ইবনুল আদীম 'তারীখে হালাব' গ্রন্থে নিযামুল মুলক-এর তরজমায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, শায়খ হয়ে যাওয়ার পরও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ইলমের প্রতি গভীর অভিনিবেশ দেখে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, كَمْ تَكْسِبُ الْعِلْمَ আর কত অর্জন করবেন? তিনি বললেন,

إِذَا نَشِطْتُ فَهُوَ لَذَّتِيْ، وَإِذَا اغْتَمَمْتُ فَهُوَ سَلْوَتِيْ.

উদ্যমের মুহূর্তে ইলমই আমার আনন্দ জোগায়, আর পেরেশানীর সময় সেই আমাকে সান্ত্বনা দেয়।

(সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ পৃ. ১১৩)

আমাদের মধ্যে যদি নসীহত গ্রহণের সামান্য বুদ্ধি ও প্রেরণা বিদ্যমান থাকে তাহলে 'হিবরুল উম্মাহর' জীবন থেকে গ্রহণ করার মতো অনেক কিছু রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের নেককার নায়েবদের পদচিহ্ন অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ষষ্ঠ ভুল ধারণা

৬. 'সহজ জিনিস পড়ার প্রয়োজন কী, কিংবা দ্বীন ও শরীয়তের মাসাদিরে আসলিয়্যাহ পড়ার প্রয়োজন কী, শুধু মাসাইল জেনে নেওয়াই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

এই ভ্রান্ত ধারণার ফলাফল এই হয় যে, আমাদের মতো নাকেস তালিবে ইলমের কুরআন কারীম, হাদীস শরীফ এবং সীরাত অধ্যয়নের প্রেরণা নিতান্ত দুর্বল হয়ে থাকে। যা নিঃসন্দেহে অনেক বড় মাহরূমী।

উপরোক্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই কারণ চিহ্নিত করার পরিবর্তে শুধু এটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। বস্তুত কুরআন-হাদীস ও সীরাত অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কেবল দলীল জানা নয়– এ তো এ অধ্যয়নের একটি মাত্র উদ্দেশ্য, এ অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও উপকারিতা হল, ঈমান তাজা করা, অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও

Free © www.eilm.weebly.com

Free © www.eilm.weebly.com

তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করা, ভয় ও আশা, আল্লাহ নিবেদন ও চরিত্রের শুদ্ধতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অর্জন করা, রূহকে শক্তিশালী করা, চিন্তার বিশুদ্ধতা ও সমুচ্চতা অর্জন করা, চরিত্রের পবিত্রতা ও অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জন করা এবং আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়ে নিজেকে উদ্যমী বানানো ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের জন্য চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত, হাদীস শরীফ ও সীরাত পাক অধ্যয়ন এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠ হল অত্যন্ত ফলদায়ক মাধ্যম। বরং মুমিন হৃদয়ের সবচেয়ে বড় গিযা হল চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কুরআন অধ্যয়ন এবং আল্লাহ তাআলার যিকির।

এজন্য এখন থেকেই আমাদেরকে এই ভুল ধারণা দূর করতে হবে যে, 'শুধু কঠিন বিষয়ই পড়া হয় কিংবা পাঠ ও অধ্যয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন।' তাই যেখানে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন থাকে না সেখানে অধ্যয়নেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ই পড়তে হয়। জরুরি বিষয় যদি সহজ হয় তাহলে তা অধিক গুরুত্বের সঙ্গে এবং বারবার পড়তে হয়। তদ্রূপ অধ্যয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞানবৃদ্ধি করা নয়; বরং ঈমান ও আমলের উন্নতি এবং হৃদয় ও আত্মার খোরাক জোগাবার জন্যও অনেক কিছু পড়তে হয়। আর সেই অবশ্য পাঠ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বশীর্ষে হল আল্লাহর কালাম, এপর হাদীসে রাসূল ও সীরাতে রাসূল। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আহলে দিল বুযুর্গানের জীবনী, মালফুযাত, মাকতুবাত।

মোটকথা আপনি যদি দরসী মুতালাআর সঙ্গে, যার পরিচয় উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এই শেষোক্ত ধরনের মুতালাআও শামিল করেন তবে ইলম অন্বেষণের দ্বিতীয় পর্বকে– যার বৈশিষ্ট্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে সময়ের অপচয়– বরবাদী থেকে রক্ষা করে ফলদায়ক বানাতে পারবেন। তখন দরসী যিম্মাদারী এবং অন্যান্য দায়িত্ব কম হলেও সময় ব্যয় করার মতো কাজ না পাওয়ার অভিযোগ আর থাকবে না এবং সময় কাটানোর জন্য গাফলতের নিদ্রা, অসার গল্প-গুজব, পরিস্থিতি সম্পর্কে অর্থহীন পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বদের বিষয়ে নিন্দা-সমালোচনা ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ারও প্রয়োজন হবে না।

'তাখাসসুস'-এর উদ্দেশ্য

'দরসে নেযামী'র নির্ধারিত পড়াশোনা সমাপ্ত করার পর আজকাল আমাদের তালিবে ইলম ভাইদেরকে দেখা যায়, তারা 'তাখাসসুস' শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাদের ভাষায় এর নাম হল 'তাখাসসুস করা'। অনেকে বলেন, 'তাখাসসুস পড়া'। এখান থেকেই বোঝা যায়, আজকাল তাখাসসুস বিষয়টি একটি রেওয়াজে পরিণত হতে চলেছে। অথচ তাখাসসুসের সূচনা হয়েছিল নামমাত্র রেওয়াজী পড়াশোনার ধারা থেকে তালিবে ইলমদেরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

'তাখাসসুসে'র বিভাগগুলো কখন, কাদের মাধ্যমে এবং কী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আরম্ভ হয়েছিল, পাক-ভারত-বাংলা অঞ্চলে তাখাসসুসের উৎপত্তি ও বিকাশ কীভাবে হল, বর্তমানে এই উদ্যোগ কেন ফলদায়ক হচ্ছে না এবং এর প্রতিকার কীভাবে হতে পারে– এ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দরকার। আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন এবং তাওফীক দান করেন তাহলে এ বিষয়ে লিখব ইনশাআল্লাহ।

আপাতত যে কথাটি বলতে চাই তা এই যে, 'তাখাসসুস'-এর উদ্দেশ্য হল বিশেষ কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য আগ্রহী তালিবে ইলমের মাঝে পূর্ণ কিতাবী ইসতিদাদ বিদ্যমান থাকা জরুরি। এর সঙ্গে 'তাফানী ফিল ইলম' ও 'ইহতিরাক লিল ইলম'-এর মেজাজও থাকতে হবে। তাকওয়া ও ইখলাস যা সকল দ্বীনী কাজে জরুরি, তাখাসসুসের জন্য তা অপরিহার্য বিশেষভাবে। 'তাখাসসুস' অসম্পূর্ণ কিতাবী ইসতিদাদ পূর্ণ করার জন্যও নয়, কিংবা বিশেষ কোনো উপাধী অর্জনের জন্যও নয়। তাখাসসুসের নিসাব ও পাঠদান প্রক্রিয়ায় এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত নেই, যা তালিবে ইলমের কিতাবী ইসতিদাদ তৈরী করতে পারে। বরং এখানে সকল কর্মসূচী এমনভাবে বিন্যস্ত যা কিতাবী ইসতিদাদ সম্পন্ন তালিবে ইলমের মাঝে ফন্নী ইসতিদাদ তৈরি করতে সহায়ক। যাতে সঠিক পন্থায় উস্তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ অব্যাহত রাখলে ধীরে ধীরে ফন্নী ইখতিসাস অর্থাৎ বিশেষজ্ঞতা ও পারদর্শিতা হাসিল হয়।

উপাধীর জন্য 'তাখাসসুস' নয়

আর উপাধী সম্পর্কে যে কথা মনে রাখা উচিত তা এই যে, 'মুহাদ্দিস, 'মুফতী', 'ফকীহ' ও 'মুফাসসির' এই উপাধীগুলোর প্রত্যেকটিই হল শরয়ী উপাধী, যার জন্য বিশেষ মানদণ্ড রয়েছে। সেই নির্ধারিত মানদণ্ডের সঙ্গেই এই উপাধীগুলোর সম্পর্ক, এক বছর বা দুই বছর মেয়াদী কোনো নিসাব সম্পন্ন করার সঙ্গে নয়। এই শরয়ী উপাধীগুলোর যে মানদণ্ড রয়েছে তার মধ্যে একটি বিষয় এও রয়েছে, যে উপাধী অর্জনের জন্য মেহনত করে এবং নিজের জন্য উপাধী

Free © www.e-ilm.weebly.com

ব্যবহার করে সে পয়লা দফাতেই এই উপাধীর অযোগ্য সাব্যস্ত হয়। এজন্য যে বন্ধু 'তাখাসসুস' বিভাগে ভর্তি হতে চান তিনি নিজের বিবেচনায় নয়, তালীমী মুরব্বীর পরামর্শক্রমে ভর্তি হবেন এবং উপরোক্ত কথাগুলো স্মরণ রাখবেন।

'রিহ্‌লা'বা সফর

মিশকাত বা দাওরায়ে হাদীসের পরে অনেক বন্ধু দেশের ভিতরে এবং বাইরে সফর করে থাকেন। সুযোগ-সুবিধা থাকলে এটা ভালো। এই মুবারক সফর পরিভাষায় 'আররিহলা লিতালাবিল ইলম' নামে পরিচিত। এর বিশেষ আদব ও নীতিমালা 'আদাবুল ইলম' ও 'উলূমুল হাদীসে'র কিতাবসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। আমরা যদি এই ইলমী সফরের পূর্বে এই সফরের আদব ও নীতিমালা জানা ও বোঝার চেষ্টা করি তাহলে তা অধিক ফলদায়ক হতে পারে।

সফর করে কোথায় যাব, কেন যাব, কার সাহচর্য গ্রহণ করব ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণত আমাদের তালিবে ইলম ভাইরা চিন্তা-ভাবনা করেন না। অনেকের অবস্থা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তাদের মানসিকতা হল, আগে যাই, পরে চিন্তা করা যাবে কী করব। যেন দেশের বাইরে পা রাখাটাই তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন। আপাতত শুধু এটুকু বলছি যে, সফরে আগ্রহী বন্ধুরা সফরের নিয়ত করার আগে কিংবা পরে নিজের তালীমী মুরব্বী ও অভিজ্ঞ উস্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং নিজে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

নতুন শিক্ষাবর্ষ

তালিবানে ইলমের জন্য আকাবিরের পয়গাম

Free @ www.eilm.weebly.com

আলকাউসার রজব ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক আগস্ট ২০০৭ ঈসায়ী সংখ্যা থেকে তালিবানে ইলমের খিদমতে আকাবিরের বিভিন্ন পয়গাম পেশ করেছি। একটি নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা উপলক্ষে এ সংখ্যায় আকাবিরের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম পেশ করছি।

প্রথম পয়গাম : নিয়মিত হাজিরি'র ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে।

১. প্রথম পয়গাম এই যে, আমরা যেন বিরতি (ছুটি)র সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় মাদরাসায় গরহাজির না থাকি। বিশেষত সবকে হাজিরির বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগী থাকা কর্তব্য, যেন কোনো অবস্থাতেই একটি সবকও ছুটে না যায়। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দরবারে দু'আ করতে থাকা উচিত– ইয়া আল্লাহ! সব ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধি থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

যে যুগে বর্তমান সময়ের মতো দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা ছিল না এবং শিক্ষার্থীদের স্থায়ী আবাসনেরও সুবিধা ছিল না সে সময়েও আকাবির ও আসলাফ নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁরা এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, বর্তমান সময়ের তালিবে ইলমরা তাকে বাড়াবাড়ি নামেও আখ্যায়িত করতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) সম্পর্কে তালহা (রাযি.)-এর এ কথা হয়ত সবাই জানেন,

وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِسْكِيْنًا لَا مَالَ لَهُ وَلَا أَهْلَ وَلَا وَلَدَ، وَإِنَّمَا كَانَتْ يَدُهُ مَعَ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَدُوْرُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ، وَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ، وَسَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ.

আবু হুরায়রা ছিলেন সহায় সম্বলহীন সম্পদ, সন্তান বা পরিজন বলতে তার কিছু ছিলো না; তার হাত ছিলো নবীজীর হাতের সঙ্গে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেখানে যেতেন তিনিও তাঁর সঙ্গে যেতেন। আর সন্দেহ নেই, তিনি

Free @ www.eilm.weebly.com

যে ইলম হাছিল করেছেন আমরা তা পরিনি এবং তিনি যা হাদীছ শুনেছেন আমরা তা শুনিনি। (আল-মুসতাদরাক, হাকেম নিশাপুরী ৩/৫১২)

মানাকিব বিষয়ক কিতাবসমূহে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ. ১১৩–১৮২ হিজরী) সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি সতেরো বছর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, কোনদিন তাঁর সঙ্গে ফজরের নামায ছুটেনি। কোনোদিন এর ব্যতিক্রম হয়নি, এমনকি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনও নয়। তিনি তার নিজের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমার এক সন্তানের মৃত্যু হল। আমি তার দাফন-কাফনের দায়িত্ব আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শিদের উপর ন্যস্ত করি। কেন? তিনি নিজেই বলেন,

مَخَافَةَ أَنْ يَفُوْتَنِيْ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ شَيْءٌ لَا تَذْهَبُ حَسْرَتُهُ عَنِّيْ.

'শুধু এ আশঙ্কায় যে, আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট থেকে এমন কোনো বিষয় আমার ছুটে যাবে যার আফসোস আর কখনো শেষ হবে না।'

(মানাকিবু আবী হানীফা; মুওয়াফফাক আলমক্কী ২/২১৫)

এই যুগের আকাবিরদের অবস্থা

এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা যখন ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এরপর যখন শিক্ষা-ব্যবস্থার ধরন পরিবর্তন হল এবং প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনার অধীনে তালিবানে ইলমের জন্য ছাত্রাবাস ইত্যাদির সুবিধা সৃষ্টি হল তখন যেন তালিবানে ইলমের জন্য নেমে এলো আসমানী ঈদ। তারা তখন দিন-রাত মাদরাসার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত এবং কিতাব ও উস্তাদের সাহচর্যে ইলম অর্জনে মগ্ন থাকত। নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ পংক্তি

وطن سے ہم کیا کرینگے مدرسہ ہے وطن اپنا

مرینگے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا

তাঁদের সে অবস্থাই প্রকাশ করেছে। আজ যদি আমরা এই পংক্তি দুটি পড়ি তবে তা কেবল মৌখিক দাবি হিসেবেই গণ্য হবে। যদি না আমরা আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দিল-দেমাগ তাদের মতো করে গঠন করার চেষ্টা করি এবং তনুমন এক করে ইলমে রাসিখ, খুলুকে আযীম, ফিকরে মুস্তাকীম ও যাওকে সালীম হাসিল করার জন্য নিজেদেরকে কুরবান করি।

ঐ সময়ের একজন মুদাররিস আবদুল আযীম মুনযিরী (৫৮১ হিজরী– ৬৫৬ হিজরী) যিনি 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থের সংকলক, তার সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য হল–

وَكَانَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ لَا لِعَزَاءٍ، وَلَا لِهَنَاءٍ وَلَا لِفُرْجَةٍ، وَلَا لِغَيْرِ ذٰلِكَ، اِلَّا لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، بَلْ يَسْتَغْرِقُ كُلَّ الْأَوْقَاتِ فِيْ الْعِلْمِ.

(بستان العارفين امام نووى صـ ١٩١)

তিনি মাদরাসা থেকে কখনোই বের হতেন না– না শোকে, না সুখে, না সুসংবাদ না দুঃসংবাদ; শুধু জুমার নামায ছাড়া। বরং সারাক্ষণ ডুবে থাকতেন ইলমের মাঝে। (বুসতানুল আরিফিন, ইমাম নববী, পৃষ্ঠা ১৯১)

যে যুগে মুদারিসগণেরই এই অবস্থা, যাদের বিভিন্ন ইজতিমায়ী কাজে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় সে যুগের তালিবে ইলমদের অবস্থা কেমন হবে, যাদের জন্য পূর্ণ ইলম– নিমগ্নতাই কাম্য।

আমাদের নিকট অতীতের একজন আলিম, 'তাফসীরে রূহুল মাআনী'র গ্রন্থকার মাহমুদ আলূসী'র দৌহিত্র মাহমুদ শাকরী আলুসী সম্পর্কে তার শাগরিদ বাহজাত আছারীর বক্তব্য হচ্ছে, 'একদিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল, রাস্তা-ঘাট কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল, আমি ভাবলাম, উস্তাদজী হয়তো আজ আসতে পারবেন না, তাই আমিও সবকে হাজির হলাম না। পর দিন যখন সবকে হাজির হলাম তখন উস্তাদজী অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং এ পংক্তির মাধ্যমে আমাকে ভর্ৎসনা করলেন,

وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ عَاقَهُ الْحَرُّ وَالْبَرْدُ.

(কীমাতুয্ যামান ১১৬)

উস্তাদে মুহতারাম শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর কিতাব قيمة الزمن عند العلماء -এ, এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। আকাবিরে হিন্দুস্তান, বিশেষত আকাবিরে দেওবন্দের এ জাতীয় ঘটনা তো আমাদের চোখের সামনে রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর 'আপবীতী' পড়ে দেখার মতো। তার এ ঘটনা সর্বজনবিদিত যে, তিনি ও তাঁর এক সহপাঠী সংকল্প করেছিলেন, কোনো হাদীস যেন উস্তাদের নিকট থেকে শোনা ছাড়া না থাকে

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

আর কোনো হাদীস বিনা অজুতে শোনা না হয়। আল্লাহ তাকে এই সংকল্প পুরা করারও তাওফীক দান করেছিলেন। এর অর্থ এই যে, তিনি নিয়মিত দরসে উপস্থিত থেকেছেন এবং দেহ ও মন দুটো নিয়েই উপস্থিত থেকেছেন। যেন لِمَنْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ -এর বাস্তব নমুনা, বলাবাহুল্য, অমনোযোগিতার সঙ্গে শুধু শারীরিক উপস্থিতি কখনো উপস্থিতি হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

'ছুটি নেওয়া' মানে উপস্থিত না থাকা

এখানে একথাও বলে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, আজকাল আমাদের তালিবে ইলম ভাইরা গরহাজিরির অর্থ অনেক সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন। তাদের মতে কেবল ছুটি নেওয়া ছাড়া এবং কোনোরূপ ওজর ছাড়া অনুপস্থিত থাকাই গরহাজিরি হিসেবে গণ্য। অতএব কেউ যদি ছুটি নিয়ে কিংবা কোনো ওজর বা অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত থাকে তবে তা আর গরহাজিরি নয়। এই ধারণা ভুল। ছুটি নিয়ে কি বিনা ছুটিতে, ওজরের কারণে কি বিনা ওজরে অনুপস্থিতি সব সময়ই অনুপস্থিতি। দরসে উপস্থিত থাকার সুফল উভয় ক্ষেত্রেই হাতছাড়া হবে। কোনো রোযাদারের গলায় যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি চলে যায় তাহলে যেমন তার রোযা বিনষ্ট হয় এখানেও তেমনি। হাঁ, কেউ যদি বাস্তবিকই কোনো সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে ছুটি নেয় আর এজন্য তার মনস্তাপ হতে থাকে তবে হয়তো আল্লাহ তাআলা তার গরহাজিরির ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন, কিন্তু সেটা তো ভিন্ন প্রসঙ্গ। তাই যথাসাধ্য ছুটি নেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সামান্য অসুস্থতার কারণে সবকে গরহাজির থাকা তালিবানে ইলমের জন্য কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

আজকাল তালিবে ইলমরা খালাতো, মামাতো, চাচাতো ভাই-বোনদের বিয়ের জন্যও ছুটি নিতে আসে। আর তাও শুধু আকদের দিনের জন্য নয়; ঘর-বাড়ি দেখার দিনের জন্য, আকদের দিনের জন্য, রুখসতী বা অলীমার দিনের জন্যও ছুটি নিতে আসে। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক! অথচ আপন বোনের বিয়েও এমন কোনো বিষয় নয় যার জন্য তালিবে ইলমকে ছুটি নিতে হবে।

তালিবে ইলমকে দরসে উপস্থিতির বিষয়ে এমন গুরুত্ব দিতে হবে এবং ইলমের জন্য এমনভাবে মগ্ন থাকতে হবে যেন অভিভাবকরাও তাকে ছুটি নেওয়ার কথা বলতে কিংবা তার জন্য ছুটি চাইতে হিম্মত না করেন। বাড়িতে কোনো কাজ থাকলে তা অন্য কেউ সমাধা করবে। বিয়ে-শাদীর বিষয় হলে

Free © www.eilm.weebly.com

ছুটির দিনে তার আয়োজন করবে। অথচ এখন অবস্থা এমন হয়েছে, যেন শুধু কওমী মাদরাসার তালিবে ইলমই ছুটি নিতে সক্ষম, আর বাড়ির অন্য লোকেরা ব্যস্ততার কারণে ছুটি নিতে অপারগ! এত মানুষের মাঝে শুধু সেই হচ্ছে অকর্মা, যার কোনো কাজ নেই। এই আবহ সৃষ্টির পিছনে খোদ তালিবে ইলমেরও অপরাধ রয়েছে। সে কেন নিজেকে বেকার ভাবছে, কিংবা তার সম্পর্কে অন্যদের মনে এ ধারণা সৃষ্টির সুযোগ দিবে। তার উচিত ইলমের মধ্যে এমনভাবে নিজেকে নিমগ্ন করা যেন পরিবারের অন্যান্য সদস্য, পাড়া-পড়শি ও সমাজের লোকেরা এ চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, তার একটি দিন কেন একটি ঘণ্টা নষ্ট করাও আমাদের জন্য সমীচীন নয়।

তাখাসসুস এর তালিবে ইলমদের জন্য উপস্থিতির বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু হায় রেওয়াজ সর্বস্বতা! এটা এখন 'তাখাসসুসে'ও এসে প্রবেশ করেছে। তাই নামকাওয়াস্তের 'তাখাসুসসকারী'দের অবস্থা লক্ষ্য করে অভিভাবকেরা ভাবেন, 'তাখাসসুসে' ভর্তির পর বেচারা নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছে। এখন নিশ্চিন্তমনে তার জন্য ছুটি নেওয়া যেতে পারে! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আল্লাহ তাআলাই আমাদের অবস্থার উপর মেহেরবানী করতে পারেন।

অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি ও একটি আশ্চর্য ঘটনা

অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে অনেক ছাত্র ছুটি নিয়ে থাকে। অথচ সাধারণ অসুস্থতায় দরসে গরহাজির থাকা উচিত নয়। আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা মিসবাহুল্লাহ শাহ ছাহেব (রহ.) যার কাছে আমরা 'শরহু মাআনিল আছার' (ত্বহাবী শরীফ) পড়েছি, তিনি বলতেন, 'তোমরা অসুস্থতার কারণে দরসগাহে গরহাজির থাক কেন? কামরায় তো শুয়েই থাকবে, দরসগাহের পিছন দিকেই শুয়ে শুয়ে সবক শুনতে থাক।' হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) 'শখসিয়াত ওয়া তাআছছুরাত' কিতাবে (১/২১০) এ বিষয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হযরত মাওলানা কারী রহীম বখশ পানিপথী (রহ.) (১৪০২ হিজরী)-এর আলোচনায় তিনি লেখেন, 'হযরত কারী ছাহেব তালিবে ইলমদের ছুটির বিষয়টি সমর্থন করতেন না। অসুস্থ তালিবে ইলমদের প্রতিও এই নির্দেশ ছিল যে, তারা যদি পড়তে না পারে তবে যেন দরসগাহে এসে শুয়ে থাকে। তবুও দরসগাহে অনুপস্থিত থাকা তিনি অনুমোদন করতেন না।...

Free © www.eilm.weebly.com

'এ প্রসঙ্গে এক আশ্চর্য ঘটনা তিনি আমাকে শুনিয়েছেন। ঘটনা এই যে, এক তালিবে ইলম একটু বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অভিভাবকরা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। হযরত কারী ছাহেব (রহ.) বললেন, 'যদি তাকে বাঁচাতে হয় তবে এখানেই দরসগাহে থাকতে দাও, আর যদি মেরে ফেলতে হয় তবে হাসপাতালে নিয়ে যাও।' অভিভাবকরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তিন-চারদিন পর্যন্ত চিকিৎসা হল, পরিশেষে ডাক্তাররা অপারগতা প্রকাশ করল। ছেলেটির বাপ ও চাচা কাঁদতে কাঁদতে হযরত কারী ছাহেব (রহ.)-এর কাছে এসে বলল, ছেলেটি তো মারা যাচ্ছে, আপনি বলেছিলেন, যদি ওকে মেরে ফেলতে হয় তবে হাসপাতালে নিয়ে যাও! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি বলুন, ছেলেটি জীবিত থাকবে! হযরত কারী ছাহেব বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহর বান্দা, আমার বলায় কী আসে যায়। আমি তো ওই কথা এমনি জযবার কারণে বলেছিলাম। আমার বলার কারণেই সে মারা যাচ্ছে এমন কথা তোমরা ভাবছ কেন? কিন্তু তারা বারবার বলতে লাগল, না আপনি বলুন, সে মারা যাবে না। আমি বললাম, আচ্ছা তাকে দরসগাহে এনে শুইয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। তারা সেই অর্ধমৃত ছেলেটিকে দরসগাহে এনে শুইয়ে দিল। আর আল্লাহ তাআলা তার কালামের বরকতে তাকে সুস্থ করে দিলেন।'

এখন যদি কোনো তালিবে ইলম কারী ছাহেবের ওই শাগরিদের মতো হিম্মত না করে– না করুক, কিন্তু সামান্য অসুস্থতার কারণে গরহাজির থাকার যে প্রবণতা কারো কারো মধ্যে দেখা যায় তা অবশ্যই পরিহার করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিয়মিত সবকে উপস্থিত থাকার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের মধ্যে দু'চারজনকে হলেও শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর ইত্তেবা করার তাওফীক দান করুন, যার ছয় মাস পর্যন্ত মাদরাসার চার দেয়ালের বাইরে যাওয়ারও প্রয়োজন হত না।

দ্বিতীয় পয়গাম

দ্বিতীয় পয়গাম আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.)-এর ভাষায়। তিনি বলতেন, 'প্রতিদিন সকালে যখন কাজ শুরু করবে তখন নতুন করে নিয়ত বিশুদ্ধ করবে।'

তিনি এ বিষয়ে এজন্য তাকীদ করতেন যে, এর মাধ্যমে ইখলাসের মুহাসাবা হয় এবং নতুন উদ্যম সৃষ্টি হয়, যা ইলমের জন্য নিজেকে বিলীন করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। এর তৃতীয় সুফল এই যে, প্রতিদিন নতুন করে নিয়ত করা দ্বারা একথা

Free © www.eilmweely.com

হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে থাকে যে, এ সকল মেহনত-মুজাহাদা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। এই মানসিকতা গড়ে ওঠার পর তালিবে ইলমের মনে সুন্দর চরিত্র, উন্নত চিন্তা এবং বিশুদ্ধ রুচি অর্জন করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

এ বিষয়গুলো যে কোনো তালিবে ইলমের জন্য এমনিতেও কাম্য, বিশেষ করে ইলমী প্রয়োজনে আরো বেশি কাম্য। কেননা রুসূখ ফিল ইলম ও তাফাককুহ ফিদ্দীন, যা প্রত্যেক তালিবে ইলমের মনযিলে মকসুদ, আখলাক-চরিত্রের পরিচ্ছন্নতা এবং চিন্তা ও রুচির পরিশুদ্ধি ছাড়া সে পথে উন্নীত হওয়া সম্ভবপর নয়। এজন্য তালিবে ইলমকে তালিবে ইলমীর সময় থেকেই কোনো মুত্তাবিয়ে সুন্নত ও অভিজ্ঞ শায়খকে ইসলাহী মুরুব্বী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং সামান্য পরিমাণে হলেও নফল ও তাসবিহাতের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। আর কিছুটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তারতীলের সঙ্গে কুরআন তেলাওয়াত করা খুবই জরুরি। যাদের অর্থ বোঝার মত যোগ্যতা হয়েছে তাদের তেলাওয়াত হওয়া উচিত চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে। আল্লাহর তাআলা লেখক-পাঠক সবাইকে তাওফীক দান করুন।

এই দ্বিতীয় পয়গাম এ মুহূর্তে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, গত কিছু দিনের মধ্যে হযরত পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহুম একথা কয়েকবার বলেছেন যে, 'তোমাদের মুতালাআ তো হয়ে থাকে মেধার বিলাসিতার জন্য, কোথাও ওয়াজন শুনতে গেলে সেটাও এজন্যই হয় এ কারণেই এগুলো দ্বারা আখলাক ও সীরাতের ইসলাহ হয় না এবং আমলের মধ্যে পরিবর্তন আসে না'।

তাই আল্লাহ হেফাযত করুন– আমাদের ইলম যেন শুধু 'দানিসতানে'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে যায় এজন্য আমি নিজেকে ও আমার দোস্তদেরকে স্মরণ করানোর জন্য আকাবিরের এ পয়গামও এখানে উল্লেখ করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

এক মনীষীর অধ্যয়ন-নির্দেশিকা
হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর একটি সাক্ষাৎকার

(হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর একটি সাক্ষাৎকার। যা পাকিস্তানের লাহোরের মাসিক 'সাইয়ারা' এর সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)

প্রশ্ন ঃ আপনি মুতালাআ বা অধ্যয়নের আগ্রহ কখন থেকে অনুভব করেছেন? এর সূচনা ও বিকাশ কীভাবে হয়েছে? কী ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আপনার মুতালাআর জন্য সহায়ক হয়েছিল? কারা আপনার মুতালাআর স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন এবং এই পথে রাহনুমায়ী করেছেন? আপনার অধ্যয়ন-জীবনের বিভিন্ন পর্যায় এবং যাওকের উন্নতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে বলুন।

উত্তর ঃ আমার বর্তমান অবস্থা এ পর্যায়ে নেই যে, দেমাগের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কিছু করব কিংবা পূর্ণ একাগ্রতার সাথে কোনো বিষয় লিখব। বেশি সময় বিছানায় শুয়ে থেকে কেটে যায়। ঠিক এ সময়ে আপনার প্রশ্নের কাগজগুলো বের হল এবং একজন আমাকে তা পড়ে শোনাল। প্রশ্নগুলো খুব সচেতনভাবে সাজানো হয়েছে, যা উদ্যম সৃষ্টি করে। তাই মনের মধ্যে জওয়াব দেওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আপনি আমাকে প্রশ্নোত্তর নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাই সহজ সহজ কিছু প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে দিচ্ছি।

বুযুর্গানে কেরাম, উলামায়ে ইযামের দস্তুর মোতাবেক এবং বিশেষ কিছু কারণে অন্যদের তুলনায় আমাদের ঘরে উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া একটি বিশাল কুতুবখানা ছিল। আমার দাদা 'মেহরে জাহাঁ তাব' এর মুসান্নিফ হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীন এবং পিতা 'গুলে রা'না' ও 'নুযহাতুল খাওয়াতির'-এর মুসান্নিফ সাইয়েদ আবদুল হাই (রহ.) উভয়েই বড় মাপের লেখক ছিলেন। এই কুতুবখানায় কয়েক হাজার কিতাব ছিল, যাতে আরবী, উর্দূ, ফারসী এই তিন ভাষারই কিতাব বিদ্যমান ছিল। আমার বড় ভাই মরহুম ডাক্তার হাকীম মৌলভী সাইয়েদ আবদুল আলী স্নেহশীল অভিভাবক ছিলেন এবং মন-মানস অনুধাবন ও তার গতি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কিতাবগুলোর সাথে

Free@www.e-iqra.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর হেফাযত ও সংরক্ষণের কাজে আমাকে শরীক করেছিলেন। এরপর এ কাজ আমার ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। ফলে প্রথমে কিতাব ও মুসান্নিফের সাথে আমার পরিচয় ঘটে এবং সেগুলো পড়া ও মুতালাআর স্পৃহা তৈরি হয়। এভাবে কিতাব মুতালাআর স্বভাবজাত আগ্রহ উন্নতি করে তা অভ্যাসে পরিণত হল বরং নেশার রূপ ধারণ করল।

প্রশ্ন ঃ আপনার মুতালাআর প্রিয় বিষয়বস্তু কী ছিল?

উত্তর ঃ ১. আমার মুতালাআর সবচেয়ে প্রিয় ও আনন্দদায়ক বিষয় হল মনীষীদের জীবনী, জীবনকাহিনী এবং জীবনচরিত। এসব মুতালাআ করতে গিয়ে কোনো সময় চাপ অনুভব করিনি এবং পাঠ করে পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, আমার পিতা ও দাদা ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার ছিলেন এবং তাদের জীবনের বড় একটি অংশ এর পিছনে ব্যয় হয়েছিল।

২. সাহিত্য, বিশেষ করে ওই সব রচনা যা কৃত্রিমতা, কষ্টকল্পনা এবং শব্দবাহুল্য থেকে মুক্ত, যাতে রয়েছে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা, সেসব ছিল আমার পছন্দের দ্বিতীয় তালিকায়। তবে পদ্যের চেয়ে গদ্য পড়ার ঝোঁক ছিল বেশি এবং তা আরবী উর্দূ উভয় ক্ষেত্রেই।

প্রশ্ন ঃ উর্দূ ছাড়া আরবী, ইংরেজি, ফার্সী, বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, বেলুচী এবং অন্যান্য ভাষা কী পরিমাণ অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে আপনার?

উত্তর ঃ সবচেয়ে বেশি মুতালাআ করা হয়েছে আরবী ভাষায়। এরপর উর্দূ ভাষায়। আর ইংরেজি ভাষায় মুতালাআ করা হয়েছে কেবল প্রয়োজনের খাতিরে। দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে ইংরেজিতে মুতালাআ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

প্রশ্ন ঃ উর্দূ এবং ইংরেজি সামনে রেখে বলুন, কোনটাতে আপনার মুতালাআ বেশি গভীর? আপনার প্রিয় লেখক, মুসান্নিফ, প্রিয় কিতাব, পছন্দের রেসালা-পুস্তক, প্রিয় কবি, গল্পকার এবং পছন্দের রম্যগল্পকারের নাম বলুন।

উত্তর ঃ প্রিয় লেখক ও মুসান্নিফ, পছন্দের সংকলন এবং এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনা আমার 'মেরি মোহসিন কিতাবে' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। রম্যলেখকদের মধ্যে প্রাচীন লেখক মির্জা ফরহাতুল্লাহ বেগ দেহলভী আমার পছন্দের শীর্ষে। এছাড়া প্রফেসর রশীদ আহমদ সিদ্দীকীর যেসব প্রবন্ধ অতিরিক্ত দর্শন ও ফালসাফা মুক্ত সেগুলো আমার পছন্দ। বিশেষ করে তার রচনা সমগ্র 'গন্‌জহায়ে গেরাঁ মায়াহ' অত্যন্ত সফল ও চিত্তাকর্ষক সংকলন।

Free © www.eilm.weebly.com

'কটাক্ষ রচনা' লেখকদের মধ্যে মাওলানা আবদুল মজীদ দরিয়াবাদী বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। বিশেষ করে যে সব রচনা অতিরিক্ত শ্লেষমিশ্রিত ও আক্রমণাত্মক নয় সেগুলো আমার বেশি পছন্দনীয়। এই সতর্কতা মাওলানা আযাদের সংকলনে বেশি। তাঁর এই সাহিত্যের পরিমাণ সংখ্যায় কম হলেও তা সূক্ষ্ম ও আকর্ষণীয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার মুতালাআ (অধ্যয়ন) জগতে কোন মুসান্নিফকে সর্বশীর্ষে স্থান দেন, আপনার বেড়ে ওঠার পিছনে অবদান সবচেয়ে বেশি কার ছিল বলে মনে করেন? বিশেষ করে উর্দূ লেখকদের মধ্যে।

উত্তর ঃ এটা বলতে পারি যে, শুরুতে যেহেতু নদওয়াতুল ওলামা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টদের সংকলন বেশি পড়া হয়েছে এ কারণে আমার ওপর তাঁদের প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে বেশি। উর্দূ লেখার ক্ষেত্রে আমার আব্বার প্রভাব প্রধান ও সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে তাঁর সংকলিত 'ইয়াদে আইয়াম' এবং 'গুলে রা'না' কিতাব দুটির প্রভাব। তাছাড়া মাওলানা শিবলী নোমানীরও বিস্তর প্রভাব আছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল এরূপ রচনা বা দুয়েকটি উর্দূ কিতাবের নাম বলবেন এবং এমন দু'চারটি প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পকাহিনীর নাম বলবেন, যা আপনার চিন্তা ও আমলী জগতে প্রভাব ফেলেছিল?

উত্তর ঃ আমার পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ উর্দূ ভাষা সাময়িকীগুলোর যেসব বিশেষ সংখ্যা আপনার নজরে পড়েছে এর মধ্যে আপনার পছন্দের কোনগুলো? কোনো একটিকে সর্বাধিক পছন্দনীয় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে বিশেষভাবে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ উর্দূ পত্রিকার বিশেষ কোনো সংখ্যা বেশি দেখা হয়নি এবং এখন তা মনেও নেই। তবে আমার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী আল-ফুরকানের 'মুজাদ্দিদ সংখ্যা' এবং 'শাহ ওয়ালিউল্লাহ সংখ্যা' দুটি আমার কাছে অতি চমৎকার মনে হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ মুতালাআর ক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দ দুটি দিকই থাকে। এক্ষেত্রে আপনার অপছন্দের বিষয় কি ছিল? কোন বিষয়ের মুতালাআ আপনার জন্য কষ্টকর? এমন কোনো রচনা বা প্রবন্ধের নাম বলুন, যার সম্পর্কে আপনার মনে ঘৃণা জমেছে?

উত্তর ঃ কঠিন কষ্ট স্বীকার এবং অতি প্রয়োজন ছাড়া যেসব কিতাবের কয়েক পৃষ্ঠা পড়াও আমার জন্য দুষ্কর সেগুলো তিন ধরনের।

১. তর্ক-বিতর্ক ও খণ্ডনমূলক কিতাব।

২. শুষ্ক দর্শনভিত্তিক কিংবা 'ওয়াহদাতুল উজুদ' সম্পর্কীয় প্রবন্ধ এবং চরিত্রদর্শনের সুফীয়ানা বইপত্র।

৩. কাদিয়ানী লেটারেচার, যাতে সুন্দর উপস্থাপনা, রচনার মাধুর্য এবং চিন্তার গভীরতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

Free@www.eilm.weebly.com

প্রশ্ন ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার মুতালাআর সময়সূচি কি? মুতালাআর পরিকল্পনা কীরূপ? কীভাবে বসা আপনার পছন্দ? আর মুতালাআর গতি কেমন?

উত্তর ঃ গ্রীষ্মকালে আমার সংকলন ও তাসনীফের সময় ছিল বাদ ফজর চা পানের পর থেকে পরিবেশ উত্তপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এবং শীতকালে প্রায় জোহর পর্যন্ত। এ সময় ছাড়া বহু বছর যাবত অন্য কোনো সময় রচনার কাজ করি না। এ কারণে পড়ার সময় ছিল স্বাভাবিক অবস্থায় জোহর থেকে আসর পর্যন্ত এবং সফরে প্রায় সারাদিন (খাওয়া ও আরাম করার সময় ছাড়া)। দৃষ্টি কমজোর হওয়ার পর রাতের মুতালাআ প্রায় ২০/২৫ বছর যাবৎ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে শুধু ওই সময় ছাড়া যে সময় দারুল উলূমে কোনো হাদীসের কিতাব পড়ানোর যিম্মাদারী নিয়েছিলাম। এর জন্য প্রচুর মুতালাআ করতে হত। এ সময় লেখার কাজ প্রায় হতই না বললে চলে কিংবা লেখার জন্য মুতালাআর প্রয়োজন হলেও ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সময়ও মুতালাআর মধ্যেই ব্যয় হত।

আমি চেয়ার টেবিলে বসে কিংবা টুলের উপর লিখতে কখনো অভ্যস্ত ছিলাম না। সাধারণত সেভাবেই লিখি যেভাবে আপনি হস্তলিপি অনুশীলনকারীদের লিখতে দেখেছেন।

আমার মুতালাআলার গতি সাধারণত শ্লথ। দ্রুত মুতালাআ করে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারি না। অবশ্য এগুলো অনেকটা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর ওপর। সাহিত্য ও ইতিহাসের বইপুস্তক দ্রুত এবং ইলমী বিষয়গুলো ধীরে সুস্থে ভেবে-চিন্তে মুতালাআ করি।

প্রশ্ন ঃ আপনার মুতালাআর জন্য নির্জন ও নিরিবিলি পরিবেশ জরুরি নাকি কোলাহল ও ব্যস্ততার মধ্যেও মুতালাআ চালিয়ে যেতে পারেন?

উত্তর ঃ ব্যস্ততা, কোলাহল এবং মানুষের ভীড়ের মধ্যেও সাধারণত আমার মুতালাআয় এবং অনেক সময় রচনা কার্যেও বিঘ্ন ঘটে না। অনেকের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে যে, কখনও কখনও এ ধরনের পরিবেশ আমার জন্য সহায়কও হয়ে ওঠে। আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ও প্রবন্ধ ট্রেনের থার্ডক্লাশে

Free @ www.eilm.weebly.com

বসে লিখেছি। আসলে মনে যখন প্রফুল্লতা ও ক্ষীপ্রতা আসে এবং নিজের মধ্যে লেখার প্রেরণা অনুভূত হয় তখন কোলাহল ও হৈ চৈ এতে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু যখন এরূপ অনুকূল পরিবেশ থাকে না এবং তবিয়তও সহায়ক হয় না তখন নির্জনতা ও নিরবতা অনুসন্ধান করতে হয় বৈকি।

প্রশ্ন ঃ সফরে আপনার মুতালাআর অভিজ্ঞতা কীরূপ?

উত্তর ঃ যখন কর্মস্থলে অবস্থানের সময় কাজের ব্যস্ততা বেড়ে গেল তখন সফরের সময়কেই নতুন কিতাব মুতালাআ করার মোক্ষম সুযোগ বলে মনে হত, আর সফরের সুযোগও হত অনেক। এদিক থেকে সফর আমার কাছে অনেক কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। হাজার হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থ সফরেই অধ্যয়ন করেছি।

প্রশ্ন ঃ মুতালাআ করার সময় আপনি কি কিতাবের গায়ে চিহ্ন লাগান? আলাদা কোনো স্থানে কোনো নোট বা সারসংক্ষেপ লিখে রাখেন?

উত্তর ঃ কিতাবের বিশেষ বিশেষ জায়গায় চিহ্ন লাগানোর অভ্যাস আমার অনেক পুরানো। এটা আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায মাওলানা সাইয়েদ তালহা ছাহেব এম. এ ছাহেব উস্তায ওরিয়েন্টাল কলেজ লাহোর-এর কাছ থেকে শিখেছি। তবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লাল রঙের পেন্সিলের দাগ লাগাতাম। গাড়ির গতি দ্রুত হলে তা থামার অপেক্ষা করতাম, যাতে চিহ্নটা কিতাবের সৌন্দর্য নষ্ট না করে। কিতাবের পার্শ্বে নিজ মতামত সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে রাখার চেষ্টা করি। কোনো কোনো সময় এ ধরনের পার্শ্বটীকা অন্যদের চোখে মুদ্রিত বলে মনে হয়, এই চিহ্ন ও টীকাগুলো আমাকে ঐ কিতাব দ্বিতীয়বার পড়ার সময় অনেক সহায়তা করে এবং কিতাবে সর্বোত্তম অংশ ছবির মতো চোখের সামনে এসে যায়।

প্রশ্ন ঃ আপনার মুতালাআর বিস্তৃতির সাথে স্মৃতিশক্তি সঙ্গ দিত কেমন? আপনার কি পঠিত কিতাবের বিষয়বস্তু এবং মুসান্নিফের নাম পুরোপুরি মুখস্থ থাকত?

উত্তর ঃ বংশগতভাবে আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। তবে আমার প্রিয় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি দারুণ সঙ্গ দিয়েছে। অন্য বিষয়ে এরূপ হত না। আমার ধারণা, রুচি ও পছন্দের সাথে স্মৃতিশক্তির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি আপনার মুতালাআ, মুতালাআলব্ধ জ্ঞান এবং মুতালাআর রুচিশীলতার মধ্যে নিজস্ব লোকদের বিশেষ করে বাচ্চাদের (যদি থাকে) অংশীদার করেন? বাচ্চাদের রুচি গঠনে আপনার অভিজ্ঞতা কী?

উত্তর ঃ প্রিয়বস্তুতে আপনজন ও সহপাঠীদের শামিল করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত এই বিষয়টা আমার মধ্যে অন্যদের চেয়ে একটু

Free @ www.eilm.weebly.com

বেশি। আমি আমার পূর্বসূরী বুযুর্গদের এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি এবং আমার পরিবার-পরিজন ও সহকর্মীদের জন্যও তা উপকারী বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার নিজস্ব লাইব্রেরি আছে কি? তার বৈশিষ্ট্যগুলো বলুন। এতে সংরক্ষিত কিতাবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব কোনগুলো? বিশেষ বিশেষ কিতাব সংগ্রহের জন্য আপনার উল্লেখযোগ্য কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা বর্ণনা করুন। বড় কোনো ব্যক্তিত্ব থেকে পাওয়া আপনার কিতাব সম্পর্কেও কিছু বলুন।

উত্তর ঃ আমাদের দুই ভাইয়ের উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল ও বিভিন্ন রকমের কিতাব সম্বলিত একটি কুতুবখানা মিলেছিল, যা কয়েক প্রজন্ম এবং এক ইলমী পরিবারের বহু দিনের সঞ্চিত উত্তরাধিকার। এতদসত্ত্বেও আমার পছন্দ ও প্রয়োজনের কিতাব সংগ্রহের আগ্রহ সেই বাল্যকাল থেকে। এক্ষেত্রে বাল্যকালের কিছু ঘটনাও রয়েছে যা একই সঙ্গে হাসির ও শিক্ষণীয়। এই আগ্রহ আমার মধ্যে ঐ বয়স থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে বয়সে বাচ্চাদের খেলনা এবং মিষ্টান্ন দ্রব্য ক্রয়ের প্রতি প্রবল ঝোঁক থাকে। রুচি, আগ্রহ ও গাম্ভীর্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই স্পৃহাতেও সংশোধনী ও উন্নতি ঘটেছিল। এভাবে নিজের ক্রয়কৃত এবং মিশর, শাম থেকে সংগৃহীত কিতাবের বড় এক ভাণ্ডার জমে গেল। এটা বিশালাকারের না হলেও নির্বাচিত। এতে বেশির ভাগ ঐসব কিতাব বিদ্যমান, যা বিষয়বস্তুর বিচারে ছোট ইনসাইক্লোপিডিয়া বরং ছোটখাটো কুতুবখানার কাজ দেয়। যেহেতু শুরু থেকেই আরবী সাহিত্য ও রচনার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল এ কারণে সংগ্রহশালায় এমন কিতাবও রয়েছে যার ইলমী ও ফিকহী গুরুত্ব নেই। কিন্তু এগুলো অধ্যয়ন অন্তরে স্নিগ্ধতা এবং লেখায় গতিময়তা সৃষ্টি করে। যেমন 'আগানী' ও সাহিত্যিকদের রচনাসমগ্র। নির্বাচিত এই ভাণ্ডারে 'দিওয়ানে গালিব' 'মিরআতুল মাসনবী' কালামে ইকবাল, গুলিস্তা, বুস্তা প্রভৃতি শামিল আছে।

কোনো কোনো সময় মিশর ও শামের মুদ্রিত কিতাব পাওয়ার জন্য সেখানকার বন্ধু ও পরিচিতজনদের কাছে চিঠি লিখতে হয়। তারা কাঙ্ক্ষিত কিতাবগুলো পাঠিয়ে দেন। কোন সময় এমনও হয় যে, কোনো কিতাবের স্বাভাবিক মূল্য যেখানে আট-দশ রুপির বেশি নয় প্লেনের ডাকযোগে সেটা পেতে ৫০/৬০ রুপি খরচ হয়ে যায়। আরব বিশ্বের গবেষক লেখকগণ তাদের রচনা হাদিয়াস্বরূপ পাঠান। অধিকাংশ সফরে মুসান্নিফগণের স্বাক্ষর সম্বলিত কিতাব হস্তগত হয়েছে, যা আমার কুতুবখানার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রশ্ন ঃ কিতাব ধার দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন? এক্ষেত্রে আপনার মত কী? এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি, যার কারণে কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হাতছাড়া হয়েছে?

উত্তর ঃ কিতাব ধার দেয়ার ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। এ ব্যাপারে বড় বড় আহলে ইলমের উদাসীনতা ও শিথিলতা বেশ প্রসিদ্ধ। কোনো সময় ধারগ্রহীতা নিজের যিম্মাদারী অনুধাবন করে না এবং দাতারও মনে থাকে না কাকে ধার দেওয়া হয়েছিল। আমার জীবনে এরূপ দুঃখজনক ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। এর চেয়ে আরেকটু কম দুঃখজনক ঘটনা হল ধারগ্রহীতার যত্নের সাথে কিতাব না পড়া। এতে কিতাবের ওপর দাগ ও চিহ্ন পড়ে যায়। কোন সময় এতে নিজের মতামত ও বক্তব্য লিখে রাখে। এতে করে কিতাবের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। অনেক কিতাব থেকে আমার এজন্য হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে যে, এর ওপর অংকিত দাগ, পার্শ্বদেশের টীকা কিতাবগুলোর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল আমি শুরু থেকেই কিতাবের ব্যাপারে সৌন্দর্যপ্রিয় এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন। কিতাবের ওপর প্রক্ষিপ্ত এক ফোটা ঘাম কিংবা পাঠকের সংযুক্ত মতামত অনেক সময় আমাকে মুতালাআ থেকেই বঞ্চিত করেছে। আর কোনো সময় ধারগ্রহীতাকেই এই বলে কিতাব দিয়ে দিয়েছি যে, আমার আর এটির প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ঃ সাহিত্য অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা কী? সাধারণ মানুষের জন্য এবং তালিবে ইলমদের জন্য?

উত্তর ঃ আমার মতে প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্য অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অতীব। সৌভাগ্যক্রমে সূচনাতেই যাদের ভালো মানের সাহিত্যের কিতাব অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে এবং তার সাহিত্য রুচি একটা বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, সে চাই দর্শন বেছে নিক কিংবা দ্বীনি কোনো বিষয়, তার লেখনীর মধ্যে মিষ্টতা ও কমনীয়তা বিদ্যমান থাকে এবং সে প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আমার মতে প্রতিটি ক্লাশে কিছু না কিছু সাহিত্য পাঠ-এর ব্যবস্থা রাখা উচিত।

প্রশ্ন ঃ উর্দূ সাহিত্য পাঠের বিষয়ে নওজোয়ানদের আপনি কী পরামর্শ দেন? তারা কোন মুসান্নিফের কি ধরনের কিতাব মুতালাআ করবে?

উত্তর ঃ উর্দূ সাহিত্য পাঠ এবং লেখনীর অনুশীলনের জন্য এ সময়ে নওজোয়ানদের জন্য মাওলানা শিবলী নোমানী, মাওলানা হালী, মাওলানা

Free © www.eqiqhbeelly.com

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা আযাদ, মাওলানা আবদুল মজীদ দরিয়াবাদী, ডক্টর সাইয়েদ আবেদ হোসাইন, চৌধুরী গোলাম রাসূল মেহের, মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন নদভী প্রমুখ মনীষীদের সংকলন ও রচনা অবশ্যই মুতালাআয় রাখতে হবে। এর চেয়ে বেশি সাহিত্য-রুচি ও ভাষা-জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেক্ষেত্রে আর কোন সীমারেখা নেই। মৌলভী মুহাম্মাদ হোসাইন আযাদ, ডেপুটি নযীর আহমাদ এবং নিরেট সাহিত্যিকদের বিশুদ্ধ সাহিত্যও পড়তে পারে। এ সকল নাম লেখার পরিপক্কতা ও গতিময়তা এবং ভাষার সাবলীলতা ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে পেশ করা হয়েছে, চিন্তাধারার বিশুদ্ধতার দিক থেকে নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি উত্তম ও কার্যকরী কোনো পদ্ধতি বাতলে দিবেন, যা মানুষকে একথা বুঝাতে সক্ষম হবে যে, শুধুমাত্র বিনোদনমূলক সাহিত্য যথেষ্ট নয়; এর সাথে ইলমী, আদবী এবং অন্যান্য জ্ঞানেরও সমাবেশ থাকতে হবে এবং প্রোগ্রাম বানানোর ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা থাকতে হবে?

উত্তর ঃ শুধু বিনোদনমূলক সাহিত্য অধ্যয়ন মানুষের মেধায় এক ধরনের অগভীরতা, জ্ঞান ও চিন্তাধারায় অন্তসারশূন্যতা এবং জ্ঞান ভাণ্ডারে নিঃস্বতা সৃষ্টি করে। এ ধরনের মানুষ কখনও মৌলিক এবং কার্যকর কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। বিনোদনমূলক সাহিত্যের পরিমাণ হওয়া চাই খাদ্যে লবণ কিংবা ফলমূল খাওয়ার মতো। আর কোনো কোনো সময় চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও দর্শন ভিত্তিক অধ্যয়নও ইলমী জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে। এ ধরনের বিষয়ও কিছু না কিছু অধ্যয়নে শামিল থাকা চাই।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে বিভিন্ন উর্দূ ডাইজেস্টের যে ধারা শুরু হয়েছে সে ব্যাপারে আপনার মতামত কী? কারও মতে এ ধরনের পত্রিকা ইংরেজি পত্রিকার জায়গা দখল করে উর্দূর ব্যাপারে সহায়তা করছে। দ্বিতীয় মত হল, এটা সাহিত্য অধ্যয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

উত্তর ঃ উর্দূ ডাইজেস্টের ধারাবাহিকতা উপকারী বলেই মনে হয়। তবে এতে প্রচুর মেহনত এবং উত্তম বিষয়াদি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উর্দূ ভাষার উন্নতি ও প্রচার-প্রসারে এই ধারা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে। আর এতে যদি সাহিত্যের বিষয়টি যুক্ত হয় এবং সাহিত্যিকদের জীবনী ও টাকশালী সাহিত্যের পরিচয়ের ধারাবাহিকতা শুরু হয় যাতে সেগুলোর অধ্যয়নের স্পৃহা সৃষ্টি হয় তাহলে এই আশঙ্কাও তিরোহিত হবে যে, তা প্রাচীন সাহিত্য থেকে পাঠকের সম্পর্ক ছিন্ন করছে।

Free @www.e-ilm.weebly.com

প্রশ্ন ঃ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজে যে তরুণ সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মৌলিক প্রয়োজন হল ইসলামের বিপ্লবী জীবনব্যবস্থা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং তাঁর গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। এক্ষেত্রে আপনি কার কার এবং কোন কোন লেখা পড়ার পরামর্শ দেন?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে দারুল মুসান্নিফীন, নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ইকবাল একাডেমি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমি, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে লাভবান হবে। বিনয়ের সাথে আমার লিখিত 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত' গ্রন্থখানাও পাঠ করার পরামর্শ দেব।

প্রশ্ন ঃ কিছু মানুষের ধারণা, কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার চেয়ে অর্থ বুঝে পড়া উচিত। তোতা পাখির মত বাক্য আওড়িয়ে লাভ কী? এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছি।

উত্তর ঃ আমার মতে শুরুতে নাজেরা পড়া খুবই জরুরি। আমি এ ব্যাপারে কখনই একমত নই যে, কুরআন শরীফ বুঝে পড়ার যোগ্যতা অর্জনের আগ পর্যন্ত নাজেরা পড়া মওকুফ রাখতে হবে। নাজেরা পড়া এবং শুধু তেলাওয়াতই বড় এবং মূখ্য একটি ইবাদত। অর্থ বুঝে পড়া আলাদা বিষয় এবং জরুরি। একটির কারণে অপরটিকে বাদ দেওয়া যায় না।

(সমাপ্ত)

সিহহত ও আফিয়াত তালিবে ইলমের মূলধন

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী প্রায় সকল তালিবে ইলম ভাইয়েরই জানা রয়েছে–

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

'দু'টি নিয়ামতের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে– সুস্থতা ও অবকাশ।'

মানুষ ভালো কাজে মগ্ন থাকুক বা মন্দ কাজে, সে প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের তিজারতে মগ্ন রয়েছে। এই তিজারতের মূলধন হচ্ছে সুস্থতা ও সময়-সুযোগ। কেউ যদি এই মূলধন মন্দ কাজে ব্যয় করে তবে তা নির্ভেজাল লোকসান। কেউ যদি অর্থহীন বিষয়াদিতে ব্যয় করে তবে তাও লোকসান। আর কেউ যদি এগুলোকে যে পরিমাণ ফলদায়ক বানানো সম্ভব ছিল সে পরিমাণ বানানোর চেষ্টা না করে তবে তাও এক ধরনের লোকসান।

আখিরাতের এই তিজারতের বৈশিষ্ট্য হল, এখানে মূলধনও ব্যক্তির নয়, সে নিজেও তার নয়। এ অবস্থায় মূলধনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না করা এবং তা থেকে যে পরিমাণ মুনাফা আসা প্রয়োজন ছিল সহজসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তা অর্জনে ব্যর্থ হওয়া কেমন পরিণতি বয়ে আনবে? তালিবে ইলম, যে নিজেকে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করেছে সে যদি তার সুস্থতা ও সুযোগকে বিনষ্ট করে কিংবা যথাযথ ব্যবহার না করে তাহলে সে শুধু নিজের ক্ষতিসাধন করল– এমন নয়। এ ক্ষতি সম্মিলিত ক্ষতি, গোটা উম্মতের ক্ষতি এবং এ লোকসান দ্বীনের লোকসান।

আফিয়াত, ঈমানের পর সবচেয়ে বড় নিয়ামত

ফারাগাতের নিয়ামত সম্পর্কে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর কিতাব 'কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা' অধ্যয়ন যথেষ্ট। এ নিবন্ধে আমি সিহহত ও আফিয়াত সুস্থতা এবং রোগ-শোক, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) থেকে বর্ণিত,

Free @ www.eelm.weebly.com

Free © www.eilmweb.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইয়াকীন ও কালিমায়ে ইখলাস (কালিমায়ে তাইয়্যেবা)-এর পরে আফিয়াত-সুস্থতা ও বিপদাপদমুক্তি থেকে বড় কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ ঈমানের পরে এটাই হল সবচেয়ে বড় নিয়ামত।) এজন্য তোমরা আল্লাহর কাছে 'আফিয়াত' প্রার্থনা কর। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৫, ১৭, ৩৪, ৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯৫০)

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সর্বোত্তম দুআ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়া ও আখিরাতের আফিয়াত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। দ্বিতীয় দিন সে আবার এই প্রশ্ন করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই জবাব দিলেন। তৃতীয় দিন প্রশ্ন করলেও একই জবাব দিলেন এবং ইরশাদ করলেন,

فَإِذَا أُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا، وَأُعْطِيْتَهَا، فِيْ الْآخِرَةِ، فَقَدْ أَفْلَحْتَ.

'যদি তোমাকে দুনিয়াতে আফিয়াত দান করা হয় এবং আখিরাতেও তা প্রদত্ত হও তবে তুমি কামিয়াব হয়ে গেলে।' (তিরমিযী, হাদীস ৩৫১২)

'আফিয়াতে'র প্রার্থনা কীভাবে করতে হবে তা-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন।

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ، وَالْعَافِيَةَ، فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ.

(ইবনে মাজা, পৃষ্ঠা ২৮৪)

আফিয়াত-প্রার্থনার একটি উপযুক্ত সময় হল আযান-ইকামতের মধ্যবর্তী সময়। কেননা এটা দুআ কবুলের সময়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দুআ কবুলের এ সময়ে আমরা কী দুআ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের আফিয়াত প্রার্থনা করবে।' (তিরমিযী, হাদীস ৩৫৯৪)

স্বাস্থ্য সচেতনতার বিভিন্ন দিক

তালিবে ইলমদের কাছে অবিদিত নয় যে, ইলম অত্যন্ত ভারি জিনিস। এর প্রশস্ততা অনেক গভীরতা আরো বেশী। এই সম্পদের জন্য প্রয়োজন নিশ্চিন্ত মন ও একাগ্রতা। আর তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন সুস্থতা। এজন্য প্রাচীন সময়

Free@www.eilm.weebly.com

থেকেই ইলম অন্বেষণের শর্তাবলীর মধ্যে সুস্থতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজন্য আমাদের এই সমাজ, যার নাম তালিবানে ইলম তাদের কর্তব্য হচ্ছে–

১. স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২. স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সকল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

৩. স্বাস্থ্য নষ্টকারী সকল কাজকর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

৪. আহার ও নিদ্রায় স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সচেতন থাকা। প্রয়োজনের চেয়ে কমও ঘুমাবে না, আবার গাফলতের নিদ্রা থেকেও বিরত থাকবে।

৫. অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে সামর্থ্য অনুযায়ী অল্প পরিমাণে হলেও বলবর্ধক খাদ্য গ্রহণ করবে।

৬. প্রত্যহ নিয়মিত কিছু সময় হাঁটার অভ্যাস করবে। সুযোগ হলে কিছু শরীরচর্চাও করবে।

৭. আল্লাহ তাআলার কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে।

৮. সিহহত ও আফিয়াতের বাতেনী সহায়ক যথা– নজরের হেফাজত ও দুআর বিষয়ে যত্নবান হবে।

৯. সিহহত ও আফিয়াতের বাতেনী প্রতিবন্ধক থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। আর এর সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়া। বিশেষত যেসব গুনাহে সরাসরি স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ে।

গুনাহ স্বাস্থ্য বিনষ্ট করে

গুনাহ সম্পর্কে কখনো একথা ভেবে শিথিলতা করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা গাফুরুর রাহীম, তিনি মাফ করে দিবেন। তদ্রূপ মনে করা হয় যে, তাওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু একথা লক্ষ্য করা হয় না যে, তাওবার কারণে গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার ওয়াদা রয়েছে কিন্তু এর কারণে এটা অপরিহার্য হয় না যে, তাওবার কারণে এর মন্দ প্রভাবগুলোও দূর হয়ে যাবে। অতএব গুনাহর কারণে দিল-দেমাগ ও স্বাস্থ্যের উপর যে প্রভাব পড়বে, তার কী করবেন?

হাকীমুল উম্মত (রহ.) তাঁর ওয়াজ 'আলমুরাদে' অত্যন্ত দামী কথা বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা গাফুরুর রাহীম হওয়ার অর্থ এই নয় যে, গুনাহর কারণে যে ক্ষতি হয়ে থাকে তাও আর হবে না।... কি জানি কীভাবে গুনাহ সম্পর্কে এই

Free © www.e-ilm.weebly.com

ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, উপরোক্ত বিশ্বাস মনে পোষণ করলেই (অর্থাৎ আল্লাহ গাফুরুর রাহীম হওয়ার বিশ্বাস) গুনাহ আর কোনো ক্ষতিসাধনও করবে না। ...।' (খুতবাতে হাকীমুল উম্মত ১/৩৩)

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দা. বা.)-এর নসীহত

কিছু দিন আগের কথা। ৯ জিলকদ ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ২১ নভেম্বর বুধবার সকালে হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম-এর খিদমতে বসা ছিলাম। এক প্রসঙ্গে তালিবে ইলমদের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি আলোচনায় এসে গেল। তখন তিনি যে প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহতের কিছু কথা বলেছেন, সংক্ষিপ্তাকারে মোটামুটি তাঁরই ভাষায় আপনাদের সামনে পেশ করছি–

'আমি প্রায়ই একটা কথা বলি, আল্লাহ আমার যেহেনে দিয়েছেন, কোনো কিতাব থেকে নিশ্চয় পেয়েছি, কুওয়াত মানুষের শরীরে দাখিল হয় এবং খারিজ হয়। তো আমাদের দেহে যতগুলো ছিদ্রপথ আছে, লোমকূপ থেকে শুরু করে চোখ, নাক, কান– যতগুলো ছিদ্রপথ আছে এগুলো 'মাদাখিলুল কুওয়্যাহ' এবং 'মাখারিজুল কুওয়্যাহ'। এই যে নয্‌র হিফাযত করতে বলা হয়েছে- নযর হিফাযত করলেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কারণ নযরের হিফাযত করার মানে হল কুওয়াতগুলোকে বের হতে না দেওয়া। আর যেই নযরের হিফাযতের কমি হল কুওয়াত খারেজ হওয়া শুরু হল। তো আমাদের কানের রাস্তায়, চোখের রাস্তায়, দিমাগের রাস্তায় আরো অন্যান্য রাস্তায় কুওয়াত শুধু খারেজ হতে থাকে। নিছক ডাক্তারদের মতে হয়তো এগুলো স্বাস্থ্যের উপযোগী বা অনুপযোগী তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরো দেখুন ওযুর আমলটি, ফযীলতের নিয়তে ওযু করলে ওযুটা সিহহাতের জন্য বড় মুফীদ। কিন্তু আমাদের ওযুটা, আমার মনে হয় শতকরা নিরানব্বই জন ওযু 'মিফতাহুস সালাহ' হিসেবে করে। ওযুর যে ফাযায়েল আছে ওযুর যে খায়ের এবং বারাকাত আছে, ঐটা হাসেলের নিয়ত আমাদের অধিকাংশেরই থাকে না, আমারও থাকে না। মাঝে মধ্যে মনে পড়ে; কিন্তু এটা তো আসলে আদত হয়ে যাওয়া দরকার।

এই যে মেসওয়াক, আমাদের অধিকাংশ ছেলে মেসওয়াক করে না, মেসওয়াক কিন্তু সিহহাতের জন্য খুব জরুরি। এখন কিছু ছেলে ব্রাশ করে। ব্রাশটা অবশ্য জরুরি আমাদের বর্তমান হালাতের প্রেক্ষিতে। কিন্তু এটা তো শরয়ী কোনো বিষয় না। তাই যদি মেসওয়াক করা হয় তো বিরাট ফযীলত এবং স্বাস্থ্যগতভাবেও খুব উপকারী। এগুলো সব বাতেনী আসবাব।

Free @ www.eilm.weebly.com

শরীয়তের মাকসাদ স্বাস্থ্য নয়। কিন্তু আহকাম সবগুলোই স্বাস্থ্য উপযোগী এবং স্বাস্থ্যের জন্য মুফীদ। মাকসাদ যদিও স্বাস্থ্যরক্ষা নয়, কিন্তু পার্শ্ব উদ্দেশ্য হিসেবে সবগুলোই আছে। মূল কথাটা হল, আমাদের এ ছিদ্রপথগুলো 'মাদাখিলুল কুওয়্যাহ' এবং 'মাখারিজুল কুওয়্যাহ' এগুলোর হিফাযত করা দরকার কিন্তু এখন যে যামানা এসেছে শক্তি শুধু বের হচ্ছে– সঞ্চয় নেই। ঐ যে ব্যাটারীর মতো, চার্জ করছি না, কিন্তু ব্যাটারী খরচ করছি।

তালিবে ইলম ভাইদের আজকাল স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবগতি নেই, সচেতনতা নেই। আর একটা কথা হল– স্বাস্থ্যের যে বাতেনী আসবাব আছে এই বিষয়ে আমাদের কোনো গুরুত্ব নেই। আর যেহেতু আমরা শরীয়তের পাবন্দ, শরীয়তের অনুসারী এজন্য আমাদের ক্ষেত্রে বাতেনী আসবাবের ছাড় পাওয়া যাবে না। অন্যরা কিন্তু ছাড় পাবে, তাদের স্বাস্থ্য বাতেনী আসবাব ছাড়াও ভালো থাকতে পারে। কিন্তু আমরা যেহেতু এটার ইলতেযাম করেছি, আমরা এগুলো তরক করলে– এগুলোর মাযাররাত আমাদের খুব ভালোভাবে ধরবে এবং ধরছে। আর দেখাও যাচ্ছে। আল্লাহ হিফাযত করুন।'

আল্লাহ তাআলা এই মূল্যবান নসীহতের উপর আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মেরী ইলমী আওর মুতালাআতী যিন্দেগী

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

Free @ www.e-iqra.weebly.com

আমাদের খান্দানে একদা বসন্ত ছিল। এ খান্দানের পূর্বপুরুষরা হেমন্তকালেও জগৎবাসীকে বসন্তের পয়গাম শুনিয়েছিলেন। ঋতুর পালাবদলে যখন বসন্ত বিদায় নিল তখন এ খান্দানেও এলো শুষ্কতা ও খরতাপ। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই নওজওয়ানদের চেয়ে বৃদ্ধদের এবং পুরুষের চেয়ে নারীদেরকেই দ্বীনদারীতে অগ্রসর দেখেছি।

ওয়ালিদ ছাহেব মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ইন্তেকাল করেন। আমার বয়স ছিল তখন দশ বছর। বড় ভাই ডা. হাকীম মৌলভী সাইয়েদ আবদুল আলী ছাহেব লখনৌতে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত আর আমি আম্মার কাছে রায়বেরেলীতে। ভাইজানের নির্দেশনা মোতাবেক বড়দের কাছে ফার্সী কিতাবাদি পড়ি এবং ভাইজানের কাছে লখনৌতে আসা-যাওয়া করি।

'ফুতুহুশ শাম'-এর পারিবারিক তালীম ও এর প্রভাব

আমাদের খান্দানের দস্তুর ছিল, প্রায় প্রত্যহ, বিশেষত যখন কোনো বিপদাপদের কারণে সান্ত্বনার আশ্রয় প্রয়োজন হত তখন মা-খালারা কোনো ঘরে এসে জড়ো হতেন এবং খান্দানের এক বুযুর্গ সাইয়েদ আবদুর রাযযাক কালামী (মৃত ১৩৩৪ হিজরী/১৯১৬ ঈসায়ী) কৃত 'ফুতূহুশ শাম'-এর কাব্যানুবাদ পাঠ করতেন।

সাইয়েদ আবদুর রাযযাক কালামী মরহুম ছিলেন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর ভাগিনা, মুনশী সাইয়েদ হামীমুদ্দীন ছাহেবের পৌত্র এবং তাঁর সহোদর সাইয়েদ আবদুর রহমান ছাহেবের দৌহিত্র। ওয়াকিদী কৃত 'ফুতূহুশ শাম' গ্রন্থটি কালামী ছাহেব পঁচিশ হাজার পংক্তিতে কাব্যানুবাদ করেছিলেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ছিল তার স্বভাবজাত আকর্ষণ। আর জিহাদী জযবা ও ঈমানী জোশ ছিল ঐ সীনার উত্তরাধিকার, যা এক সময় গোটা হিন্দুস্তানে তাপ

Free @ www.eilm.weebly.com

বিতরণ করেছিল। তাই তাঁর পংক্তিগুলোতে ছিল জোশ ও জযবার স্বতঃস্ফূর্ততা আর ভাষা ও কাব্যের প্রাঞ্জলতা।

হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রাযি.)-এর সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের বন্ধন ছিল। বহুবার স্বপ্নে তাঁর যিয়ারত হয়েছে। এজন্য তাঁর প্রসঙ্গ এলে তিনি আবেগাপ্লুত হতেন এবং তার পংক্তিগুলোতে ছড়িয়ে যেত নতুন প্রাণময়তা।

আমার বড় খালা সাইয়েদা ছালেহা মরহুমা হাফেজা ছিলেন। তিনি এই কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করতেন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মনভেজানো স্বরে আর বারবার পড়ার কারণে পংক্তিগুলো তার আয়ত্বে এসে গিয়েছিল। সাধারণত আসরের পর এই মজলিস হত। পরিবারের শিশুরাও কখনো খেলতে খেলতে, কখনো বা কোনো খবর নিয়ে মায়েদের কাছে আসত আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা শুনত। কখনোবা মজলিসে শামিল হত। কখনো মায়েরা নিজেদের কাছে বসিয়ে কবিতা শোনার সুযোগ দিতেন। এরপর যখন ভালো লেগে যেত তখন তারা খেলাধুলা ছেড়েও এই মজলিসে শামিল হত।

খালাম্মা পংক্তিগুলো পাঠ করতেন সহজভাবে, কিন্তু তাতে থাকত দরদ ও প্রভাব। গোটা মজলিসে জিহাদের আবহ সৃষ্টি হত আর অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠত।

হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, হযরত যিরার, হযরত খাওলা এবং অন্যান্য মুজাহিদীনের বাহাদুরী ও জানবাযীর দাস্তান যখন পংক্তির পর পংক্তিতে উন্মোচিত হত তখন সেই ক্ষুদ্র মজলিসে বয়ে যেত আনন্দ ও উদ্দীপনার লহরী। আবার যখন কোনো কঠিন রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত কিংবা কোনো বীর মুজাহিদ শহীদ হয়ে যেতেন তখন মাহফিল পরিণত হত অশ্রুর মাহফিলে। সেই অশ্রু-ঝড়ে বর্ষার ছাঁট এসে আমাদের শিশু-হৃদয়ের নরম ভূমিকেও সিক্ত করে দিত।

'ফুতূহুশ শামে'র ওই যিন্দা মাহফিলগুলো এই প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, এরপর যত নতুন 'গবেষণা' আর ইসলামী জিহাদকে কেবল 'দিফায়ী বা প্রতিরোধ যুদ্ধে সীমাবদ্ধ দেখানোর যত প্রয়াস চোখে পড়েছে তাতে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহর মাহাত্ম্য ও মুহাব্বতে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। খোদার রাহে জীবন-দানের কীমত ও ফযীলত সম্পর্কেও কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়নি। বস্তুত রক্তের লাল হরফে যে বাণী লিখিত হয় আর শৈশবের অশ্রুজলে যা অভিষিক্ত হয় সে বাণী আরাম কেদারায় বসে কালো কালির আঁচড় দিয়ে কখনো কেটে দেওয়া যায় না।

Free@www.e-ilm.weebly.com

أَتَانِيْ هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوٰى
فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا

দ্বিতীয় প্রভাব এই হয়েছিল যে, তাকদীরের লিখনে যে কওম ও মাযহাব কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের প্রতিপক্ষ বলে সাব্যস্ত হয়েছে আর যাদের প্রতিনিধিত্বের 'ক্রুশ' ভাগ্য-বিধাতা বর্তমান ইউরোপের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব। পরবর্তী জীবনে কোনো ভূখণ্ডের স্থানীয় সমস্যা ও সুবিধার চিন্তা সে মনোভাবকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়নি।

'মুসাদ্দাসে হালী' পংক্তিগুলোতে চিত্রিত জাহিলিয়াতের অবক্ষয়ের ছবি

সে সময় অভিজাত ঘরানাগুলোতে 'মুসাদ্দাসে হালী' ব্যাপকভাবে পঠিত হত। এর পংক্তিগুলো তখন অনেকেরই কণ্ঠস্থ ছিল। ওয়াজ ও বক্তৃতা-মাহফিলে তা পাঠ করা হত এবং প্রবন্ধে-নিবন্ধে উদ্ধৃত হত। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এ গ্রন্থ অনেকবার পাঠ করেছি। আর সে সময়ের বক্তৃতা-প্রশিক্ষণ মজলিসগুলোতে এবং রচনা-প্রতিযোগিতার প্রবন্ধগুলোতে বারবার উদ্ধৃত করেছি। এর একটি বড় অংশ আমার মুখস্ত ছিল। দিল-দিমাগে এ গ্রন্থ গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিল।

এটা এ গ্রন্থেরই বিশেষ অনুগ্রহ যে, পশ্চিমা গবেষকদের ওই সব রচনা-গবেষণা মন-মানসে কোনো অশুভ প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে যেগুলোতে তারা জাহিলিয়াতের গুণকীর্তণ করে থাকে। সুনীতির কোনো কণিকাও যদি কোথাও পতিত থাকে, যা যে কোনো অধঃপতিত জাতির মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যায় তবে তারা তাকে এমন পর্বত-প্রমাণ করে উপস্থিত করে, যেন সে জাতির নৈতিক বিপ্লব সমাসন্ন ছিল। আর আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত হওয়ার আগ মুহূর্তে আগুনের একটি ফুলকি গিরিমুখে রেখে দেওয়া হয়েছিল। আরব জাতির জীবন ও চরিত্রে ইসলাম যে বিপ্লব সাধন করেছিল তার পিছনে কার্যকর আসমানী ইরাদা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযানা অবদানের গুরুত্বকে খাটো করার এটা হল পশ্চিমা ষড়যন্ত্র। কিন্তু এই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রও মাওলানা হালীর ওই সহজ-সরল ছোট ছোট পংক্তির 'মাটির বাঁধ' কে ভাসিয়ে নিতে পারেনি, যে পংক্তিগুলোতে মাওলানা অঙ্কন করেছেন জাহেলিয়াতের চিত্র আর তার নৈতিক অবক্ষয়ের চেহারা ছবি। তদ্রূপ সেই সব 'গোত্র-পূজারী' আরব লেখকের প্রবন্ধ-নিবন্ধও কোনো প্রভাব সৃষ্টি করেনি যারা 'জাতীয়তা'র নেশায়

Free www.e-iqra.wordpress.com

কখনো কখনো জাহেলিয়াতের পক্ষেও ওকালতী করেন আর সে যুগের মাহাত্ম্য প্রমাণে আতিশয্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উর্দূ সাহিত্যের পাঠশালায়

আমাদের ঘরের পরিবেশে দ্বীনদারী ও সাহিত্যানুরাগ দুটোই ছিল। এর কারণ ছিলেন আমার দাদা মৌলভী সাইয়েদ ফখরুদ্দীন খেয়ালী ছাহেব এবং আমার ওয়ালিদ ছাহেব, যিনি বড় আলিম ও আরবী লেখক হওয়ার পাশাপাশি উর্দূ ভাষার সুসাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। একদম শৈশব থেকেই গদ্য ও পদ্য সাহিত্য আমাদের পড়াশোনার মধ্যে এসে যেত। মাওলানা হালী, ডেপুটি নাযীর আহমদ, রাশেদ খায়রীর অনেক রচনা আমি ওই বয়সে পড়ে ফেলেছিলাম। সে সময় উর্দূ সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল মৌলভী ইসমাঈল মীরাঠী কৃত 'কামাকে উর্দূ', 'সাওয়াদে উর্দূ' এবং 'সফীনায়ে উর্দূ'। হিন্দুস্তানের শিক্ষাবোর্ড এর চেয়ে উত্তম গ্রন্থ আজও তৈরি করাতে সক্ষম হয়নি। 'সফীনায়ে উর্দূ'র প্রভাব আজও দিল-দেমাগে অনুভব করি। প্রায় অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর এবং চিন্তা ও রুচির অনেকগুলো মনযিল অতিক্রম করার পর আজও যদি সে কিতাব হাতে পাই (দুঃখজনকভাবে কিতাবটি দুর্লভ হয়ে গেছে) তবে মনে হয় সব কাজ ছেড়ে তাতেই মশগুল হয়ে পড়ব এবং কিছু সময়ের জন্য হলেও শৈশবে ফিরে যাব। অন্তত যে কবিতা ও নিবন্ধগুলো ভালো লেগেছিল, মৌলভী যফর আলী খানের কবিতা 'রাজা দশরথ কী কাহানী' এবং হায়দ্রাবাদের তুফান সম্পর্কে তার কবিতা 'ও নামুরাদ নদী' সাইয়েদ সাজ্জাদ হায়দার ইয়াজদারেম এর নিবন্ধ 'মুঝ কো মেরে দোসতোঁ ছে বাঁচাও' আবার একবার না পড়ে হাত থেকে কিতাব রাখা কঠিন হবে। এই অধ্যয়নের ফলে ভাষা ও সাহিত্যের রুচি ও মিষ্টতা জীবনের সকল পর্যায়ে সঙ্গ দিয়েছে এবং মৌলভীসুলভ শুষ্কতা সৃষ্টি হওয়া থেকে লেখালেখিকে রক্ষা করেছে। আমার মতে শৈশব-কৈশোরে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী লেখকদের রচনাবলি অধ্যয়ন করা অত্যন্ত ফলদায়ক ও একটা পর্যায় পর্যন্ত জরুরি। এটা না হলে নতুন প্রজন্ম ও নতুন যুগের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট থাকে না এবং দাওয়াত ও তালকীনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল হওয়া যায় না।

মানসুরপুরীর 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' ও হৃদয়ে নবীপ্রেমের জোয়ার

তালিবে ইলম যিন্দেগীর একেবারে গোড়ার দিকে, যখন আমার উর্দূ ভাষার প্রাথমিক পড়াশোনা চলছিল, তখন যে কিতাব স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে অধ্যয়ন করেছি

Free @ www.eilm.weebly.com

আর গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছি তা হচ্ছে কাজী সুলায়মান মানসূরপুরীকৃত 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'-এর প্রথম খণ্ড। ওই সময়ের অনুভূতি আমি কখনো ভুলব না। আমার স্পষ্ট মনে আছে– আরও কিছু কিতাবের সঙ্গে যখন ওই কিতাবের দু'টি খণ্ড ভিপিযোগে রায়বেরেলী পৌছল, কিন্তু তা ওঠানোর মতো অর্থ সে সময় ছিল না, তখন আমি মজবুর হয়ে কাঁদতে শুরু করি। অবশেষে টাকার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং কিতাবটি আমার হাতে পৌছেছিল।

কিতাবটি বার বার পড়েছি। একাধিক স্থানে এবং একাধিক বার এমন হয়েছে যে, হৃদয়ের অবাধ্য আবেগ আর চোখের তপ্ত অশ্রু বাঁধার সকল বাঁধ প্লাবিত করেছে। বিশেষ কিছু স্থানের অসাধারণ প্রভাব সর্বদাই অনুভব করেছি।

ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনাবলি, হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের (রাযি.)-এর ইসলাম পূর্ব বিলাসী জীবন আর ইসলামউত্তর ত্যাগ-তিতিক্ষা; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় আগমন আর আনসারীদের আনন্দ-উদ্দীপনা, ত্যাগ ও কুরবানী, মুহাজিরগণের সঙ্গে তাদের দ্বীনী মুহাব্বত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত ও এ সময়ের বিভিন্ন ঘটনা যখনই পড়েছি, হৃদয় মথিত ও আলোড়িত হয়েছে।

তখন আমি চলতে ফিরতেও এ কিতাব পড়তাম এবং অন্যদের পড়ে শোনাতাম। আর কিশোর-মনে ওই পবিত্র জীবনের সবুজ তামান্না পল্লবিত হয়ে উঠত।

কাযী সুলায়মান ছাহেবের মর্তবা আল্লাহ বুলন্দ করুন। তিনি যদি এ জগতে থাকতেন তাহলে তার কাছে গিয়ে নিবেদন করতাম, জনাব! আপনার কিতাবের আমার উপর অনেক বড় অনুগ্রহ– এ কিতাব আমাকে পরিচিত করেছে চির নবীন প্রেরণার উৎস 'হুব্বে নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে, যা ছাড়া এ জগৎ সংসার শুষ্ক প্রাণহীন তৃণখণ্ডের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

درخرمن کائنات کردیم نگاه - یك دانه محبت است، باقی همه کاه

শিবলী মারহুমের রচনাবলীর সাথে পরিচয়

এর কিছুকাল পর হাতে এলো মাওলানা শিবলী মরহুম-এর কিতাব 'আলফারূক'। কানপুর মাতবা নামী থেকে প্রকাশিত। এ কিতাবও বার বার পড়েছি। ইরাকের বিভিন্ন যুদ্ধে– বুয়াইব, জিস্‌র, কাদিসিয়্যা প্রভৃতি রণাঙ্গনে মুসলিম মুজাহিদীনের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের যে চিত্র মাওলানা অঙ্কন করেছেন

Free @ www.eilm.weebly.com

তার সহজ-সাবলীল ছোট ছোট বাক্যে, তা বোধ করি ইরানী কবি ফেরদৌসী শাহনামা কাব্যের পংক্তিমালায় কঠিন কঠিন শব্দ আর রূপকথার আতিশয্য দিয়েও অঙ্কন করতে সক্ষম হননি।

আলফারূক-এর জীবন্ত বাক্যমালা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করত ধারালো তরবারীর মতো। রচনাটির ঘটনা অংশের প্রভাব এখনো দিল-দেমাগে অনুভব করি। তবে একথাও বলি– খেলাফত-ব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা যে আলোচনা করেছেন তা বোঝার যোগ্যতা সে সময় ছিল না, আর এখন তাতে কোনোরূপ আগ্রহ বোধ করি না বা তার কোন প্রভাবও গ্রহণ করিনি।

তাঁর দ্বিতীয় রচনা, যা সে সময় পড়েছি– 'সফরনামায়ে রোম ও মিসর ও শাম'। এ দুটো রচনাই আমাদের পল্লীর সংক্ষিপ্ত কুতুবখানায় বিদ্যমান ছিল। শেষোক্ত রচনা আমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত করেছে। আর হয়তো এ কিতাবের পৃষ্ঠা থেকেই অঙ্কুরিত হয়েছিল কিশোর-মনে মুসলিমজাহান ভ্রমণের অভিলাষ, যা পূরণ হয়েছে অনেক বছর পরে।

কিছুদিন পর হাতে পেলাম মাওলানার জীবনীমূলক রচনা– 'আলগাযালী', 'সাওয়ানেহে মাওলানা রূম' 'আলমামুন' ইত্যাদি। সম্ভবত সে সময় থেকেই আমার অনুভূতি– জীবনী রচনায় এরচেয়ে উত্তম শৈলী আধুনিক উর্দূ ভাষায় আর নেই। ফলে অবচেতনভাবেই তা অনুসৃত হয়েছে আমার রচনা– তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত এবং অন্যান্য জীবনী-গ্রন্থে।

দুঃখের বিষয় এই যে, মাওলানার 'শে'রুল 'আজম' পড়ার সুযোগ হয়েছে অনেক পরে। আমি মনে করি, এটি এ বিষয়ে অতুলনীয় রচনা এবং মাওলানার জীবন্ত কীর্তি। এ গ্রন্থের অধ্যয়ন বিলম্বিত হওয়ার পিছনে দায়ী সম্ভবত আমার ফার্সী ভাষার দুর্বলতা।

আরো কিতাবের পাঠ ও সাহিত্য-চর্চার অংকুর

মুহতারাম চাচাজান সাইয়েদ তলহা হাসানী ছাহেব এম. এ লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে 'আবে হায়াত' সম্পর্কে জানতে পারি। এ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের আলোচনা শুনেছি এবং নিজেও তা বার বার পড়েছি। ফলে সাহিত্য-জগতের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক। উর্দূ ভাষার বহু কবি ও কবিতা, সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মের সঙ্গে স্মৃতির এমন সহজ পরিচয় গড়ে উঠেছিল যেমন শৈশবের বিভিন্ন ঘটনা স্মৃতির ফলকে খোদিত হয়ে যায়। ফলে কখনো এ বিষয়গুলো স্মৃতিতে চাপ সৃষ্টি করেনি।

Free @ www.eilm.weebly.com

'গুলে রা'না' ছিল গৃহের সম্পদ। এ গ্রন্থ এতবার পড়েছি এবং উর্দূ কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে এতদূর জানাশোনা হয়েছিল যে, এ বিষয়ে আলোচনা করার এবং মজলিসী আলোচনায় অংশ নেওয়ার সাহস ও যোগ্যতা অর্জিত হয়েছিল।

আমার আপন মামাতো ভাই মৌলভী সাইয়েদ আবুল খায়ের বারক লখনৌর প্রমিত উর্দূ বলতেন এবং লিখতেন। লখনৌর পরিভাষা এবং ভাষাগত সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে তাকে 'সনদ' গণ্য করা হত। প্রথম দিকে রচনা দেখাতেন শাম্‌স লখনৌভীকে। এরপর আগা ছাকিব কিশিল্‌বাশ লখনোবীর শীষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাকেই অনুকরণ করেন।

তার সাহচর্যে ভাষার রুচি এবং সাহিত্য-বিচারের যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে।

তার অনুজ সাইয়েদ হাবীবুর রহমান ছিলেন জামিয়া মিল্লিয়ার ছাত্র। উর্দূ ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তারও বিশেষ আগ্রহ ছিল। তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, নবীনদের সঙ্গে প্রবীণদের কবিতা আলোচনা করতেন। মুমিন, গালিব, যাওক আর লাখনৌর কবিদের মধ্যে আতিশ ও আমীর মীনায়ী ছিলেন তার পছন্দের তালিকায়। ফলে এঁদের কবিতা শুনতে ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

এ সময় 'উধ' অঞ্চলে মুশায়ারার (কাব্যযুদ্ধ) বেশ প্রচলন ছিল। আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীতেও কয়েকটি মুশায়ারা হয়েছে। অন্যদের দেখাদেখি আমিও কিছু পংক্তি ছন্দবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু, আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করুন বড় ভাইজানকে, তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে এ ধারায় বাঁধ সেধেছিলেন। ফলে এ অর্থহীন কর্ম আর সামনে অগ্রসর হয়নি। রায়বেরেলীতে এক প্রিয়জনের কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল। সেখানে পেয়েছি মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন আযাদের 'নায় রঙ্গে খায়াল'। আযাদের গদ্য ছন্দময় গদ্যের সুন্দর নমুনা। উর্দূ সাহিত্যের প্রাথমিক চর্চায় তার গদ্যশৈলীর অনেক প্রভাব গ্রহণ করেছি। 'আবে হায়াত' ও 'নায় রঙ্গে খায়াল'-এর অনুকরণে বহু পৃষ্ঠা মসিলিপ্ত করেছি। প্রতিভার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এতে বেশ সুফল অনুভূত হয়েছে।

ওই বয়েসটা ছিল সকল মুদ্রিত বস্তু পাঠের বয়েস। এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আমিও সব ধরনের বস্তু পাঠ করেছি। শারার মরহুম ও রতননাথ সরশার-এর কিছু রচনাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অভিজ্ঞজনেরা বলেন, পঠিত বস্তু সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেও তার কিছু না কিছু ছাপ মন-মানসে থেকে যায়। তাই এ দাবি করা সঙ্গত

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নয় যে, ওই রচনাগুলো দৃষ্টির সীমানা অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করেনি। তবে এখন সেগুলোর বিশেষ কোনো প্রভাব মনে পড়ছে না।

প্রবন্ধ-সাহিত্যে প্রথম রাহবর ওয়ালিদ মারহুমের 'ইয়াদে আয়্যাম'। রচনাটি মার্জিত ভাষার একটি মনোরম দৃষ্টান্ত। এতে ইতিহাসের ভাব-গাম্ভীর্য ভাষার লালিত্যের সঙ্গে এক মোহনায় মিলিত হয়েছে। আমার বিবেচনায় বিষয়টি 'গুলে রা'না'র রচয়িতা আর নওয়াব সদর ইয়ার জঙ্গ মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীর গদ্যশৈলীর যৌথ সম্পদ। এর অনুকরণে আমার প্রথম প্রবন্ধ– যদ্দূর মনে পড়ে– 'আন্দালুস' সম্পর্কে ছিল।

আরবী চর্চা ও একজন উস্তাযের অনন্য তালীমের স্মৃতিমালা

আরবী তালীম শুরু হওয়ার পর আমার উস্তাদ শায়খ খলীল আরব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শায়খ হুসাইন ইয়ামানী মুহাদ্দিসে ভূপাল (রহ.) কুরআন মজীদের যে সূরাটি পড়িয়েছেন তা হল সূরা যুমার। ছাত্রের হৃদয়-ফলকে তাওহীদের বাণী খোদিত করতে অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনা এবং গভীর যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে তিনি এ সূরাটি পড়িয়েছেন।

আরবী সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায় আরব ছাহেবকে আল্লাহ যে স্বভাব-রুচি দান করেছিলেন তার নজির খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আর তিনি ছিলেন ওই কওমেরই একজন, যাদের সম্পর্কে দরবারে নবুওয়ত থেকে শাহাদাত দেওয়া হয়েছিল যে, ঈমান তাদের ঘরের সম্পদ।

(হাদীস শরীফে এসেছে– الإيمان يمان। 'ঈমান হল ইয়ামানী'।)

মাতৃসূত্রে পেয়েছেন আজমের 'সৌন্দর্য'। আর পিতৃসূত্রে লাভ করেছেন আরবের 'উত্তাপ'। যখন কুরআন পড়তেন তো নিজেও কাঁদতেন, অন্যদেরও কাঁদাতেন। আর যখন কাসীদা পাঠ করতেন তখন যেন মূর্ত হয়ে উঠত 'ওকাজ মেলা'র ছবি।

তাওহীদ ছিল তার রুচি ও স্বভাবের অন্তর্গত। সূরা যুমারে বিষয়টি মন উজাড় করে পড়িয়েছেন। আর হৃদয়ের সকল দ্বার তাওহীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সেই শিক্ষালাভের বহু বছর পর আজও আল্লাহ তাআলার অসংখ্য অগণিত শোকর-হৃদয়পটে এই আসমানী ঘোষণা–

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ

Free @ www.eilm.weebly.com

খোদিত হয়ে আছে। আর এই অমোঘ সত্যের সামনে মুশরিকদের যুক্তি–

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

'আমরা আমাদের উপাস্যদের শুধু এজন্য উপাসনা করি যে, তারা আমাদেরকে খোদা তাআলার নিকটবর্তী করে দিবে!'– মাকড়সার জালের মতোই ক্ষীণ ও অসার মনে হয়।

আরবী সাহিত্যে শায়খ খলীল আরবের একটি ইজতিহাদী নিসাব ছিল, যা সে সময়ের হিন্দুস্তানে ছিল একেবারে নতুন। আর তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি তার রুচি ছাত্রদের মধ্যেও বিকশিত করতে পারতেন। ইলমে সরফের প্রাথমিক পাঠ এবং আরবী রচনা অনুশীলনের পাশাপাশি তিনি পড়িয়েছেন বৈরুতের রিডার্স 'আলমুতালাআতুল আরাবিয়্যা', 'আতত্বরীকাতুল মুবতাকারা' (১৫ খণ্ড) 'মাদারিজুল কিরাআ' (১ খণ্ড)। এরপর ইবনুল মুকাফফা-এর 'কালীলা ওয়া দিমনা', 'মাজমুআতুম মিনান নাজমি ওয়ান নাছর' নাযম (পদ্য) অংশের একটি অংশ মুখস্থ করিয়েছেন এবং 'নাহজুল বালাগাহ' কুতুব অংশ। আর নাযম (পদ্য) সাহিত্যে 'হামাছা', মাআররী-এর 'সাকতুয যানাদ' এবং 'দালাইলুল ই'জায' জুরজানী। আরো পড়িয়েছেন 'মুখতাসারু তারীখি আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা'।

আরবী কাওয়াইদের অনুশীলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি আবুল হাসান আলী আদদরীর-এর পুস্তিকা 'আদদরীরী' থেকে। কয়েক পৃষ্ঠার পুস্তিকা' কিন্তু আরব ছাহেব এর আমলী অনুশীলন করিয়েছেন। সেই অনুশীলন এখনও কাজে আসছে।

এই তালীমের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এতে একই সময়ে একাধিক বিষয় পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ পর্যায়ে শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের তালীম ছিল। এরই চর্চা, এরই আলোচনা এবং এটাই ছিল সার্বক্ষণিক ধ্যান-জ্ঞান।

আরব ছাহেবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি তাঁর পছন্দের ব্যক্তিত্ব ও তাদের নির্বাচিত রচনাবলি এমনভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতেন, যেন তারাই ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত এবং রুচিশীলতার চূড়ান্ত বিকশিত রূপ। ফলে এঁরা ছাত্রদের মন-মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলতেন এবং ছাত্ররা তাদেরই অনুকরণ করত।

গদ্য সাহিত্যে ইবনুল মুকাফফা ও জাহিয এবং পদ্য সাহিত্যে মুতানাব্বী ও বুহতারী ছিলেন তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের বিচার ও সমালোচনার ক্ষেত্রে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আবদুল কাহের 'জুরজানীকে তিনি সনদ মনে করতেন। এজন্য এঁদের রুচির সঙ্গে একাত্ম হতে পারাকে ছাত্ররা নিজেদের পরম সৌভাগ্য ও সর্বোচ্চ সাফল্য বলে বিশ্বাস করত। আমিও ইবনুল মুকাফফা, ছাহিবে নাহজুল বালাগাহ এবং কখনো কখনো জুরজানীকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছি এবং এতে অনেক ফায়দা হয়েছে।

ছাত্রদের উৎসাহিত করতে আরব ছাহেবের একটি বিশেষ ভঙ্গি এই ছিল যে, ছাত্রদের মন-মগজে তিনি একথা বদ্ধমূল করে দিতেন যে, রুচি ও সাহিত্যের মনোরম দৃষ্টান্তগুলো রুচিশীল ছাত্রেরই মৌরুসী সম্পদ। অতএব এগুলো নিজ রচনায় সংযুক্ত করতে দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়। তার এ কথায় উৎসাহিত হয়ে সাহিত্যের এই রত্নসম্ভার আমিও আহরণ করেছি এবং কখনো কখনো নিজ রচনাকে রত্নখচিত করে পুরস্কার লাভ করেছি।

এই তালীমের শেষ পর্যায়ে আরব ছাহেব পড়তে দিলেন প্রথিতযশা মিসরী সাহিত্যিক সাইয়্যেদ মুসতফা লুতফী মানফালুতীর রচনা– 'আননাযারাত'।

ফল এই হল যে, শতাব্দীর এই যাদুকর দিল-দেমাগকে মোহাবিষ্ট করে ফেলল এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থান করে নিল। তার শিরোনামগুলো সামনে রেখে কলম বুলানোর চেষ্টা করেছি। বলা যায়, পাকা ঘোড়সওয়ারের পিছনে ছুটে অনেক দূর পর্যন্ত ধুলি উড়িয়েছি।

মুহাদ্দিস টোংকী (রহ.)-এর অনন্য দরসে হাদীস ও হাদীসের গ্রন্থাবলীর সাথে সখ্যতা

আমার আরো সৌভাগ্য যে, ইলমে হাদীসে আমি উস্তাদ হিসেবে পেয়েছি মাওলানা হায়দার হাসান খান ছাহেব-এর মতো ব্যক্তিত্ব, যিনি মাওলানা গোলাম আলী ছাহেব লাহোরী, মাওলানা লূৎফুল্লাহ ছাহেব কোয়েলী, মাওলানা আহমদ হাসান ছাহেব কানপুরী এবং শায়খুল ইসলাম শায়খ হুসাইন ইয়ামানীর শাগরিদ এবং হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর 'মুজায' (খলীফা)। আর এ সৌভাগ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল যে বিষয়টি তা এই যে, যখন আমার হাদীসের তালীম শুরু হল তখন দ্বিতীয় কোনো বিষয় এ তালীমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শুধু হাদীসের সবক আর মাওলানার সোহবত। আর ছিল দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার তালাবা, নদওয়া-গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ আর মাওলানার নির্বাচিত গ্রন্থরাজি।

Free © www.e-iqra.weebly.com

মাওলানা (রহ.)-এর পাঠদান-পদ্ধতিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যার কারণে 'ফনে'র রুচি এবং (যোগ্যতা ও তাওফীক অনুপাতে) প্রায়োগিক যোগ্যতাও হাসিল হত। তাঁর তালীম ছিল সম্পূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী ও মুহাদ্দিসসুলভ। মাযহাবে হানাফী সম্পর্কে মাওলানার পূর্ণ আস্থা ছিল এবং তিনি তার শক্তিমান উপস্থাপক ছিলেন। তবে তাঁর দরসে-হাদীস হত মুহাদ্দিসানা রীতিতে। নকদে হাদীস, উসূলে হাদীস এবং রিজাল শাস্ত্রের নীতিমালা-নির্ভর আলোচনা ছিল তাঁর দরসের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুস্থানী রীতির তুলনায় ইয়ামানী পাঠ-রীতির এবং শাওকানীর রচনাশৈলীর প্রভাব তার দরসে অধিক দৃশ্যমান ছিল। শাওকানীর বিশেষ রচনাভঙ্গির একটি দৃষ্টান্ত হল তার 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থটি।

মুহাদ্দিসদের মধ্যে বিশেষভাবে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল উযীর, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আলআমীর এবং আল্লামা মাকবিলীর রচনাবলি আর উসূলে হাদীসের কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল তার নির্বাচিত উৎসগ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'তানকীহুল আনযার' ও 'তাওযীহুল আফকার'-এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি। অন্যান্য গ্রন্থাদির তুলনায় আল্লামা ইবনুত তুরকুমানীকৃত 'আলজাওহারুন নাকী' ও ইমাম যায়লায়ীকৃত 'নাসবুর রায়া' থেকে অধিক সাহায্য নিতেন। সহীহ হাদীসের জওয়াবে সহীহ হাদীস পেশ করতেন। জওয়াবের অন্যান্য উপাদানগুলো হত 'নকদে হাদীসে'র স্বীকৃত নীতিমালা এবং আলোচ্য বিষয়ের ইজতিহাদী বিশ্লেষণ। আরেকটি বিষয় এই ছিল যে, তাঁর দরস ছিল অনুশীলনমূলক। উস্তাদের হাত ধরে তালিবে ইলমও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত। বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি, মাযাহিবের দলীল-প্রমাণ, রিজাল বিষয়ক আলোচনা মাওলানা বের করাতেন তালিবে ইলমদের মাধ্যমে। এভাবে তাদেরকে রচনা ও গবেষণায় অভ্যস্ত করে তুলতেন। (আল্লাহ তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।)

শরহে মুসলিম-নববী ও ফাতহুল বারী

হাদীস পঠনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপকৃত হয়েছি ইমাম নববী (রহ.) কৃত 'শরহে মুসলিম' থেকে। একজন প্রাথমিক পর্যায়ের তালিবে ইলমের জন্য এ গ্রন্থ হতে পারে একজন ভালো উস্তাদ। হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা এবং তাতে চিন্তা করার অভ্যাস এ গ্রন্থ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

'ফাতহুল বারী' অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে তাদরীসের সময়। সে সময় হাফেয ইবনে হাজার (রহ.)-এর বিস্তৃত জ্ঞানদৃষ্টি, শাস্ত্রীয় বুৎপত্তি এবং এ শাস্ত্রের

Free @ www.eilm.weebly.com

বিশাল বিস্তৃত কুতুবখানার মাঝে তার অবাধ বিচরণের ক্ষমতা দৃষ্টে হতবাক হয়েছি। তাঁর এ গ্রন্থ মুসলিম উম্মাহর জ্ঞান-সাধনার এমন এক দৃষ্টান্ত, যার তুলনা অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় রচনাসম্ভারে পাওয়া যায় না। এই কিতাব অধ্যয়নের সময় অনেক স্থানে এমন মনে হয় যে, শরীরের শিরা-উপশিরায় আনন্দের লহর প্রবাহিত হচ্ছে।

কলব ও হৃদয়কে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে আবু দাউদের 'কিতাবুল আদইয়া' এবং তিরমিযীর 'কিতাবুয যুহদ'।

এ সময় 'ইহইয়াউল উলূম' পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা অন্তরে বিজলীর মতো আছর করছিল। তবে এ অধ্যয়ন বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এর পিছনে ভাই ছাহেবের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির অবদান ছিল। তার দৃষ্টিতে এই অধ্যয়ন দীর্ঘস্থায়ী হলে চিন্তা ও রুচিতে কিছু কিছু প্রান্তিকতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

তাকী উদ্দীন হেলালী ও আরবী সাহিত্যের নতুন পরিচয় এবং নেসাব নিয়ে তাঁর প্রস্তাবনা

১৯৩০ ঈসায়ী সনে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় আরবী সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে তাশরীফ আনেন আরবী ভাষাবিদ ও গবেষক মারাকেশী আলিম আল্লামা তাকী উদ্দীন হেলালী। শায়খ খলীল আরবের পরামর্শে ভাই ছাহেব তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সাহচর্য না পেলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মৌলিক ও প্রাথমিক অনেক বিষয় এবং ভাষা শিক্ষাদানের অনেক তত্ত্ব ও মূলনীতি দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেত। আর অনারবতা ও উর্দূভাষিতার প্রভাব থেকে পূর্ণ মুক্তি কখনো নসীব হত না। তাঁকে যদি না দেখতাম তাহলে হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর আরবী ভাষাকে মৃত ও প্রাচীন গ্রন্থাদির ভাষা বলেই বিবেচনা করতাম। এই এক ব্যক্তির মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল সালাফের সতর্কতা ও ইলমী পরহেযগারী (অর্থাৎ কোনো বিষয়ে ভালোভাবে জানা না থাকলে নিসংকোচে 'লা আদরী' বলতে সক্ষম হওয়া) দূর প্রাচ্যের বিশেষত আহলে শানকীত-এর স্মৃতিশক্তি, আহলে লুগাত-এর ইতকান, নাহববিদদের পরিপক্কতা আর সাহিত্যিকদের সুমিষ্টতা। যখন কথা বলতেন তখন যেন মুখ থেকে মুক্তা ঝরত। প্রতিটি বাক্য স্নিগ্ধতায় ও লালিত্যে মানোত্তীর্ণ। কেউ যদি ইচ্ছে করে, এগুলো দিয়ে মালা গেঁথে কোনো সাহিত্যগ্রন্থের শোভাবর্ধন করবে তবে এতে আপত্তির কিছু থাকে না। একমাত্র তাঁকেই দেখেছি যার যবানে জীবন্ত হয়ে

Free © www.eilm.weebly.com

উঠত 'আগানী'র ভাষা আর জাহিযের কলম। যা লিখতেন তা-ই বলতেন। আর যা বলতেন সেটাই ছিল দৈনন্দিন জীবনের জীবন্ত আরবী ভাষা।

হেলালী সাহেবের কাছে গদ্য ও পদ্য দুটোই পড়েছি। তবে অধিক উপকৃত হয়েছি তাঁর সোহবত ও মজলিস থেকে এবং সফরে তাঁর সাহচর্য পেয়ে। তাঁর নিকট থেকেই দুটি তত্ত্ব প্রথম আমি জানতে পারি। একটি এই যে, 'ভাষা' ও 'সাহিত্য' দুটো ভিন্ন বিষয়। ভাষা হল বুনিয়াদ, আর সেই বুনিয়াদের উপর নির্মিত কারুকার্যখচিত সুরম্য প্রাসাদটি হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্য আবেগ-অনুভূতির উন্নত ও পরিশীলিত প্রকাশ, যা পরিণতি লাভ করে চিন্তার উন্নতি ও সমাজ-সংস্কৃতির অগ্রসরতার মাধ্যমে।

ভাষার পঠন-পাঠন আগে, সাহিত্যের অনুশীলন তার পরে। অতএব ভাষাকে আয়ত্ব না করে সাহিত্য-সাধনায় অবতীর্ণ হওয়া পণ্ডশ্রম।

হিন্দুস্তানে আরবী 'ভাষা' শেখানোর জন্য 'সাহিত্যে'র পাঠ দেওয়া হয়ে যাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষার বুনিয়াদ স্থাপিত হওয়ার আগেই এটা হয়ে থাকে বলে এতে কোনো সুফল আসে না।

হেলালী সাহেব বলতেন, 'হারীরী', 'মুতানাব্বী' ও 'হামাসা' হচ্ছে আরবী সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের নমুনা, যা আরব দেশগুলোতে ভাষাশিক্ষার দীর্ঘ মেহনতের পর নেসাবে আসে। যারা আরবী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে চায় তারা এগুলো পড়ে থাকে। অথচ হিন্দুস্থানে এগুলোই হচ্ছে আরবী সাহিত্যের সম্পূর্ণ জমা-খরচ। এই অধ্যয়নের আগে একটি জীবন্ত ভাষা হিসেবে আরবী ভাষা পড়া জরুরি।

তাঁর আরো প্রস্তাব ছিল, ভাষা পড়া উচিত স্বভাষী মানুষের ভাষার মতো, অনুবাদের সাহায্য ছাড়া। এ বিষয়ে তিনি দারুল উলূমে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছেন এবং তার বক্তব্য দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় যে বিষয় তার সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছি তা এই যে, 'সরফ' ও 'নাহব' হচ্ছে ভাষার গঠনরীতি। এটা ভাষা শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়। ভাষার কিছু সঞ্চয় যদি না গড়ে ওঠে তাহলে 'সরফ' ও 'নাহব' অনুশীলন অর্থহীন। 'শব্দ' ও 'বাক্যে'র ভাণ্ডার হচ্ছে স্থাপনার ইট-সুরকি। আর নাহবের কায়েদা কানুন হল স্থাপত্যশিল্পের নীতিমালা। যদি ইটু-সুরকিরই যোগান না থাকে তাহলে উন্নত থেকে উন্নততর স্থাপত্যকৌশল আয়ত্ব করা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

হেলালী সাহেবের কাছ থেকে এ বিষয়টাও জেনেছি যে, আরবী ভাষার উত্তম নমুনা হল ইসলামী ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ এবং আব্বাসী যুগের

Free @ www.eqilinweekly.com

সাহিত্যিকদের তাকাল্লুফবিহীন রচনাবলি। এজন্য তিনি ইবনে কুতায়বার 'আলইমামাতু ওয়াসসিয়াসাহ', ইবনুল মুকাফফা-এর 'কালীলা ওয়া দিমনা', আবুল ফারাজ আসপাহানীর 'কিতাবুল আগানী' এবং জাহিযের বিভিন্ন পুস্তিকা সুপারিশ করেছিলেন।

আমার আরবী পত্রিকা পাঠের শৈশব

এই সময়টা ছিল দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় আরবী সাহিত্য চর্চার সুবর্ণ-যুগ। একদিকে ছিল হিলালী ছাহেবের ফয়যে সোহবত, অন্যদিকে আমাদের বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদভী বের করেছিলেন আরবী সাময়িকী 'আযযিয়া'। আরবী বলা ও লেখা এবং আলোচনা ও পর্যালোচনা ছিল দিবস-রজনীর একান্ত মগ্নতা। মিসর, শাম, ইরাক, মাগরিব (আলজাযায়ের ও মারাকিশ) থেকে বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীর সৌজন্য সংখ্যা আসত এবং এগুলো নিয়ে আলোচনা হত। এটা ছিল আমার আরবী পত্রিকা পাঠের শৈশব। আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন এবং আরব উস্তাদদের সাহচর্য লাভের পরও পত্রিকার বড় একটা অংশ বোধগম্য হত না। তবে এ অসুবিধার জন্য হিন্দুস্তানী আলিমগণ যেমন বলে থাকেন– এসব সাময়িকীর 'জাদীদ আরবী' ভাষা দায়ী নয়; বরং শব্দমালা ও বাক্যগঠনের রীতির সঙ্গে পরিচিত না থাকাই ছিল এ অসুবিধার মূল কারণ।

ভাই ছাহেবের সাহায্যে পত্রিকা পাঠ শুরু করি এবং এতে যে পরিমাণ উপকৃত হই, উপস্থাপনা ও ভাবপ্রকাশে যে সক্ষমতা লাভ করি, ভাষা ও সাহিত্যের কোনো কিতাব দ্বারা তা হয়নি।

মিসরী ও শামী লেখক-সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধে তাদের প্রাঞ্জলভাষিতা ও ভাব প্রকাশের শক্তিমত্তার প্রমাণ পেয়েছি। সন্দেহ নেই, আরবী ভাষার সুসমৃদ্ধ ভাণ্ডারের বিশাল রত্নরাজি, যা বহু যুগ পর্যন্ত ছিল মোহর-অঙ্কিত, তা পত্র-পত্রিকার উন্মুক্ত পৃষ্ঠায় প্রতিদিন ছড়িয়ে দেওয়া হত। আমীর শাকীব আরসালানের মতে, আব্বাসী যুগের একজন সাহিত্যিক কয়েক বছরে যে পরিমাণ লিখত, এ সময়ের একজন লেখক তা কয়েক দিনে লিখে থাকে। তবে ভাষার এ জৌলুস সত্ত্বেও ভাবের প্রাচুর্য ছিল অনুপস্থিত। রুচি ও বুদ্ধির উপর এগুলোর ভালো কোনো প্রভাব পড়েনি। আমাদের হিন্দী রুচি, যা হিন্দুস্তানের তুলনামূলক অধিক গভীর, ভাবগাম্ভীর্য ও শক্তিশালী ইসলামী সাহিত্যে ও পরিবেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, আরবদের গোত্রীয় ও জাতীয়তাভিত্তিক চিন্তাধারা, পাশ্চাত্যভীতি ও অগভীর চিন্তারীতির বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্রোহ করেছে।

Free © www.eilmweekly.com

এইসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ আমি সর্বদা পড়েছি রূহানী কষ্ট ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ সহ্য করে। এদিক থেকে আমীর শাকীব আরসালানের লেখালেখি ও চিন্তাধারায় কিছুটা গভীরতা, পরিপক্কতা ও ইসলামিয়াত অনুভূত হয়েছে। তবে উম্মতে ইসলামিয়ার ব্যাধি ও প্রতিষেধক নির্ণয়ে যে ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনায় তুলনামূলক বেশি হিম্মত ও সূক্ষ্মদর্শিতা অনুভূত হয়েছিল এবং যার দূরদৃষ্টি মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল তিনি সাইয়েদ আবদুর রহমান আলকাওয়াকীবী ও তার কিতাব 'উম্মুল কুরা'। যা এখন পুরানো হয়ে গিয়েছে এবং এ গ্রন্থের যোগ্য লেখককে লোকেরা ভুলতে বসেছে। কিন্তু পরে যখন দেখলাম, তিনি আরব জাতীয়তাবাদের প্রথম সারির আহ্বায়কদের অন্যতম এবং খেলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে আরবদেরকে উত্তেজিত করার পিছনে তারও প্রচেষ্টা ছিল, তখন সে মনোভাব পরিবর্তন হয়ে যায় ও ভক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

তখন অমৃতসর থেকে মাওলানা দাউদ গযনবীর সম্পাদনায় 'তাওহীদ' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হত। এই সাময়িকীতে ১৯২৭ কি ১৯২৮ ঈসাব্দে 'তেরহোঁয়ে ছদী কা মুজাদ্দেদে আযম' শিরোনামে মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) সম্পর্কে মৌলভী মুহিউদ্দীন কাসূরী মরহুমের একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ভাই ছাহেবের নির্দেশে ১৯২৯ বা ১৯৩০ ঈসাব্দে আমি আরবীতে এর স্বাধীন অনুবাদ করি। হেলালী সাহেবের সংশোধনের পর আল্লামা সাইয়্যেদ রশীদ রেযা মরহুম 'আলমানার' পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। পরে 'তারজামাতুল ইমাম আসসাইয়্যেদ আহমদ ইবনু ইরফান আশশহীদ' নামে পুস্তিকা আকারেও প্রকাশ করেন। এ বিষয়ের সঙ্গে এটাই আমার প্রথম সম্পর্ক।

যদি সকল কিতাবপত্র থেকে মাহরূম করে দুটি মাত্র কিতাব রাখার অনুমতি মেলে তবে ...

মাদরাসার নিসাববদ্ধ পড়াশোনা এভাবেই সমাপ্ত হল এবং স্বাধীন অধ্যয়নের সূচনা হল। এ সময় হাফেয ইবনুল কাইয়েম (রহ.)-এর 'যাদুল মাআদ' ছিল আমার গ্রন্থাগার ও সফরসঙ্গী এবং আমার উস্তাদ ও মুরব্বী দ্বীনিয়াত-এর কুতুবখানার এত ভালো প্রতিনিধিত্ব এক কিতাবে পাওয়া দুষ্কর। যদি কখনো আমাকে সকল ইলমী ও দ্বীনী কিতাবপত্র থেকে মাহরূম করে দেওয়া হয় এবং শুধু দুইটি কিতাব সঙ্গে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে আমি 'কিতাবুল্লাহ' ও 'যাদুল মাআদ' সঙ্গে রাখব। এই কিতাব আমাকে নামায শিখিয়েছে, দুআ ও

Free © www.e-iqra.weebly.com

যিকির মুখস্থ করিয়েছে, সফরের আদব শিখিয়েছে, দিনযাপনের মাসনূন পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং সুন্নতের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করেছে।

কিয়ামুল লায়ল

তারুণ্যের সূচনায় যে কিতাবগুলো রহমতের ফেরেশতা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপকারী গ্রন্থটি ছিল মুহাম্মদ ইবনে নসর আলমারওয়াযীকৃত 'কিয়ামুল লায়ল'। এ কিতাবের বৈশিষ্ট্য হল যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে নয়; ভক্তি ও আবেগের মাধ্যমে সে পাঠকের রুচি ও প্রেরণার গতিপথ পরিবর্তন করে। আর সন্দেহ নেই, রুচি ও প্রেরণাই হল সকল কর্মের নিয়ামক। এ কিতাবে রাত্রি জাগরণকারী নেককার নওজোয়ানদের এমন সব আকর্ষণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং কুরআন মাজীদের কিছু আয়াতের এমন জীবন্ত তাফসীর ও কিয়ামুল লায়লের এমন ফাযায়েল সংকলিত হয়েছে যে, যদি কোনো ভাগ্যবান নওজোয়ানের হাতে তার তারুণ্যের সূচনায় এই কিতাব এসে যায় এবং কাজ করতে সক্ষম হয় তাহলে তা একজন শায়খে কামেলের বায়আত থেকে কোনো অংশে কম নয়।

তাফসীরে সূরা নূর ও আল জাওয়াবুল কাফী

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর 'তাফসীরে সূরা নুর' এই ফিতনার যামানায় অত্যন্ত সাহায্য করেছে। তাঁর এই কিতাব এবং ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রহ.)-এর 'আলজাওয়াবুল কাফী' হচ্ছে তারুণ্যের উত্তম নেগাহবান ও মুরব্বী, আখলাক-চরিত্র রক্ষায় এ কিতাব দুটোর অবদান কল্যাণকামী ও উপদেশ দানকারী মুরশিদের মতো।

যে কিতাব 'অবুঝ' বয়সে ইলম ও আহলে ইলমের আদব রক্ষায় অগাধ প্রেরণা যুগিয়েছে

ছাত্রজীবনের 'অবুঝ' সময় যে কিতাব ইলম চর্চা ও উস্তাদদের সোহবত থেকে উপকৃত হওয়ার, উস্তাদগণের আদব-ইহতিরাম বজায় রাখার এবং ইলম-অন্বেষণের আদব-কায়েদা অনুসরণ করার প্রেরণা জুগিয়েছে তা হল হিদায়া-গ্রন্থকারের একজন শাগরিদের প্রণীত ছোট পুস্তিকা 'তালীমুল মুতাআল্লিম'। আর ইলম হাসিলের সাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ইলমী যওক ও রুচি অর্জনে গভীর প্রেরণা জুগিয়েছে নওয়াব সদর ইয়ারজঙ্গ মাওলানা হাবিবুর রহমান খান

Free @ www.eelm.weebly.com

শেরওয়ানী রচিত 'উলামায়ে সালাফ'। এ কিতাব দিল দেমাগে উলামায়ে সালাফের ভক্তি ও অবদান অঙ্কন করে দিয়েছে। আমার মতে সত্যিকারের তালিবে ইলম যারা তাদের প্রত্যেকেরই এ কিতাব অধ্যয়ন করা উচিত এবং ইলমী সফরে একান্ত সঙ্গী করে নেওয়া উচিত।

আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের ঈমানদীপ্ত জীবনী পাঠ

ওয়ালিদে মরহুম মাওলানা হাকীম সাইয়্যেদ আবদুল হাই (রহ.) (সাবেক নাজেম, নাদওয়াতুল উলামা)-এর রচনাবলি নাড়াচাড়া করতাম। সেখানে 'আরমাগানে আহবাব' নামে তাঁর একটি পাণ্ডুলিপি পাই, যা তিনি ২৬ বছর বয়সে লিখেছিলেন। এটা ছিল ১৩১২ হিজরীর এক তালিবে ইলমানা সফরের রোজনামচা। ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল আড়ম্বরহীন, কিন্তু তা আমার অন্তরে অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করে। আল্লাহওয়ালাদের মুহাব্বত এবং দ্বীনের মিষ্টতা অনুভূত হয়। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন এই পাণ্ডুলিপি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে ওয়ালিদ সাহেব 'সাইয়্যেদুনা' লিখতেন সেখানে এক বিশেষ আবেগ অনুভূত হত এবং হৃদয় যেন ছন্দের দোলায় দুলতে থাকত।'

এরপর যে পুস্তিকা হৃদয়ে আল্লাহওয়ালাদের ভক্তি-মুহাব্বত সৃষ্টি করেছে এবং এক অনির্বচনীয় দ্বীনী মিষ্টতার সঙ্গে পরিচিত করেছে তা হল, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (রহ.) (প্রতিষ্ঠাতা, নদওয়াতুল উলামা)-এর ছোট পুস্তিকা 'ইরশাদে রহমানী'। এ পুস্তিকায় শায়খে ওয়াক্ত হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী (রহ.)-এর বিভিন্ন হালাত, বাণী ও ঘটনাবলি এবং সুলুক ও তাসাওউফের কিছু তত্ত্ব সংকলিত ছিল।

হযরত মাওলানা গঞ্জমুরাদাবাদী ওয়ালিদে মরহুমের শায়খ ছিলেন। শৈশব থেকেই তাঁর কথা শুনেছি। এই রূহানী তাআল্লুক ও মানসিক পরিচয়ের কারণে কিতাবটি আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। ইশক ও মুহাব্বতে ডুবন্ত বাণী ও পংক্তিগুলো তীর ও তরবারীর মতো মর্মের মূলে প্রবেশ করেছে। এই পুস্তিকা অধ্যয়নের কিছু আগে বা পরে ওয়ালিদে মরহুমের একটি রচনা বারবার পড়েছিলাম। রচনাটি পুস্তিকা কিংবা প্রবন্ধ 'ইস্তিফাদা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। তার গঞ্জমুরাদাবাদ গমনের বিভিন্ন হালাত, সেখানকার বিভিন্ন দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা এবং মাওলানা (রহ.)-এর অনুগ্রহ ও ইহসানের বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ রচনা মাওলানার প্রতি ভক্তি ও মুহাব্বত এবং আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে সাক্ষাত ও মুলাকাতের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছিল।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

তাসাওউফ-দর্শন পাঠের প্রভাব ও সতর্কতা

মাশায়েখ ও বুযুর্গানের 'মালফুযাত' ও বাণী-সংকলনেও চোখ বুলানোর সুযোগ হয়েছে। চিশতী সিলসিসলার বুযুর্গদের মধ্যে মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া-এর মালফুযাত 'ফাওয়াইদুল ফুয়াদ' এবং নকশবন্দী সিলসিলার বুযুর্গদের মধ্যে হযরত শাহ গোলাম আলী (রহ.)-এর মালফুযাত 'দুররুল মাআরিফ' অন্তরকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। যদিও আমার হাদীস শরীফ অধ্যয়ন ও একটি বিশেষ চিন্তাগত তরবিয়ত ও মুতালাআর ফলে কিছু কিছু বিষয়ে আদবের সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম তবে বুযুর্গানে দ্বীনের বিভিন্ন ঘটনা, স্বতোৎসারিত বাক্যরাজি এবং নিঃস্বার্থ হৃদয়ের উত্তাপ ও বিনম্রতা সর্বদা অনুভব করেছি।

তাসাউফ-দর্শন ও চরিত্র-দর্শনের যে তাত্ত্বিক বিষয়গুলো পরবর্তী সুফীদের রচনাবলিতে পাওয়া যায়, তা দিল-দেমাগকে কখনো প্রভাবিত করেনি। তবে দরদ ও মুহাব্বত এবং জ্বালা ও অন্তর্জ্বালায় পরিপূর্ণ বাক্যসুধা কখনো ক্রিয়াহীন থাকে না। এই তীর খুব কমই লক্ষ্যচ্যুত হয়। তাই দরদ ও মুহাব্বতের উত্তপ্ত পংক্তিগুলো দিল-দেমাগে অঙ্কিত হয়ে যেত।

ہم نے اپنے آشیانہ کے لئے - جو چھبے دل میں وھی تنکے لئے

বুযুর্গানে দ্বীনের এই মাজালিস ও মালফুযাত প্রসঙ্গে সন-তারিখের ধারাবাহিকতা ছাড়াই একটি বিষয় আলোচনা না করে অগ্রসর হতে পারছি না। অনেক দিন পর হযরত মাওলানা শাহ ইয়াকুব সাহেব মুজাদ্দেদী ভূপালী-এর মজলিসে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং তাঁর কৃপা ও সুদৃষ্টি লাভে ধন্য হয়েছিলাম। সে সময় তাঁর যবান থেকে ধর্মীয় তত্ত্ব ও বর্ণনা এবং তাসাউফের নিগুঢ় আলোচনা শুনে বিস্মিত হয়েছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর 'মালফুযাত' ও 'মাজালিস' লিপিবদ্ধ করারও তাওফীক দান করেছেন। আমার মনে হয়, কোনো রকম অতিরঞ্জন ছাড়াই এ কথা বলতে পারি যে, ইহসান ও দ্বীনী তত্ত্বজ্ঞানের এরূপ গভীর ও মূল্যবান বাণী বহুদিন পর্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়নি।

وَالْغَيْبُ عِنْدَ اللّٰهِ

রায়বেরেলীর একটি কুতুবখানায় ...

ছাত্র জীবনের সমাপ্তির কিছু আগে রায়বেরেলী জেলার এক 'উর্বর' অঞ্চল ছালূন যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে দু'টি কুতুবখানা দেখেছি। একটি সচল

Free @ www.eilm.weebly.com

ও সবাক, অন্যটি স্থির ও নির্বাক। সবাক কুতুবখানা হল মাওলানা শাহ হালীম আতা ছাহেব। আর নির্বাক কুতুবখানা হল তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ। শাহ সাহেবের সহযোগিতায় হাফেয ইবনুল জাওযী, হাফেয ইবনে তাইমিয়া, হাফেয ইবনুল কাইয়েম, হাফেয ইবনে রজব ও ইবনে আবদুল হাদী প্রমুখের কিছু কিতাব দেখি। এরপর বাড়ি ফিরে ইরাকী (রহ.)-এর তাখরীজ সম্বলিত ইহইয়াউল উলূম, ফযলু ইলমিস সালাফি আলাল খালাফ, দাফাইনুল কুনুয, তালবীছে ইবলীস, মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন ইত্যাদি কিতাব সংগ্রহ করি। 'তালবীছে ইবলীস' অধ্যয়নে পর্যালোচনামূলক মানসিকতা তৈরি হয়।

আরো কিছু কিতাব

আমার সর্বশেষ মুহসিন কিতাবগুলোর আলোচনার আগে এ পর্যায়ে আমি সন-তারিখের ধারাবাহিকতা ছাড়া এমন কিছু কিতাবের কথা বলব, যেগুলো কোনো বিশেষ দিক থেকে দিল-দেমাগে প্রভাব ফেলেছে এবং উল্লেখযোগ্য কোনো ইলমী সুফল প্রদান করেছে অথবা চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন সাধন করেছে।

আগেও বলেছি, পাঠ্যসূচি ও পাঠদান পদ্ধতি বিষয়ে সংশোধিত ও নতুন চিন্তা-ভাবনার বীজ রোপিত হয়েছিল শায়খ খলীল আরব ও শায়খ তকীউদ্দীন হেলালী-এর মাজালিসে দরস থেকে। এরপর দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার পরিবেশ ও রচনা-সম্ভার এই চিন্তাধারায় জল-সিঞ্চন করেছে। নদওয়াতুল উলামার স্বপ্ন, দ্বীন ও দুনিয়ার সহাবস্থান এবং সমাজ পরিচালনায় উলামা ও দ্বীনদার শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম নওয়াব সদর ইয়ার জঙ্গ মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী (রহ.)-এর একটি ভাষণ থেকে, যা তিনি ১৯২৪ হিজরীতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন। পরে তা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হলে আমি আবারো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা পাঠ করি। এরপর অধ্যয়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। আর এই দুটি বিষয় আমার ইলমী চিন্তা ও দর্শনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

পাশ্চাত্যের মুখোশ উন্মোচনকারী গ্রন্থাবলী

পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে অশ্রদ্ধা ও অভক্তি মূলত সৃষ্টি হয়েছে বড় ভাইজান ড. হাকীম সাইয়েদ আবদুল আলী সাহেব মরহুম, (বি.এস.সি, এম.বি.বি.এস)-এর সাহচর্য ও মজলিস থেকে। এ সংস্কৃতির সঙ্গে

Free © www.eilm.weebly.com

তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এ শিক্ষার কঠোর নিন্দা ও সমালোচনা তিনি করতেন। আর এটা শুধু তার মৌখিক সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না তার আপাদমস্তক প্রাচীন ইসলামী তাহযীবেরই বিজয় ঘোষণা করত আর পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও পরিবেশের পরাজয়।

এই ঘৃণা এতদিন ছিল অনুভূতিমূলক, মাওলানা আবদুল মাজেদ সাহেব দরিয়াবাদী (রহ.)-এর সাময়িকী 'ছাচ' ও 'ছিদক' একে দৃঢ়মূল ও যুক্তিভিত্তিক বানিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে এবং দ্বীনহীনতা ও বস্তুবাদিতার এই বিপুল বিকাশের মূল কারণগুলো অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্য ও সাহায্য পেয়েছি ড্রেপারের প্রাচীন রচনা 'মারেকা তাহযীব ও সায়েন্স' (অনুবাদে মাওলানা যফর আলী খান মরহুম) এবং লেকীর 'তারীখে আখলাকে ইউরোপ' (অনুবাদে মাওলানা আবদুল মাজেদ ছাহেব দরয়াবাদী) থেকে। এগুলো পরে আমার রচনা ও আলোচনায় অনেক কাজ দিয়েছে। পাশ্চাত্য-সভ্যতার চেহারা-ছবি ও তার চারিত্রিক ত্রুটিগুলো সম্পর্কে এবং ইসলামী সভ্যতার সঙ্গে তার মৌলিক বিরোধ আর এই দুয়ের সহাবস্থানের অসম্ভবতা সম্পর্কে সবচেয়ে পরিষ্কার ও সারগর্ভ রচনা, আমার কাছে মনে হয়েছে, মুহাম্মদ আসাদ-এর Islam at the Crossroads কে। রচনাটির প্রতিটি ছত্র হৃদয়ে প্রবেশ করে। বহু দিন পর তার হৃদয়গ্রাহী ও চিন্তা জাগানিয়া দ্বিতীয় গ্রন্থ Road to Mecca প্রকাশিত হয়। এর আরবী তরজমা 'আতত্বরীক ইলা মাক্কাহ' তিনি আমাকে অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। যে ভাবনা প্রথমোক্ত গ্রন্থে অনুভূতির বীজ আকারে ছিল শেষোক্ত গ্রন্থে তা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে ছায়া বিস্তার করেছিল। আমি তার অনুমতিক্রমে এর সারাৎসার তরজমা 'তুফান ছে ছাহেল তক' নামে প্রকাশ করি। পুস্তকটি প্রত্যেক সত্যান্বেষী ও রুচিশীল পাঠকের পড়ার বস্তু।

আহমদ আমীনের গ্রন্থাবলী ও একটি পর্যালোচনা

১৯৩৮–৩৯ ঈসাব্দে মিসরী লেখক ড. আহমদ আমীন-এর ফজরুল ইসলাম (খ : ১) ও যুহাল ইসলাম (খ : ৩) পড়ার সুযোগ হয়েছিল। এটা হল নবীযুগ এবং উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামলের চিন্তা ও সাহিত্য এবং রাজনীতি ও নৈতিকতার ইতিহাস। গ্রন্থ দুটি রচয়িতার বিচার-বিশ্লেষণের উত্তম সাক্ষর বহন করে। যদিও তার রচনা 'আধুনিক' ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ

Free © www.eilm.weebly.com

মুক্ত নয় এবং তা হাদীস শরীফের ব্যাপারে পাঠকের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে– এমনকি হাদীস শরীফের কিছু কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের ব্যাপারেও ভক্তি ও শ্রদ্ধা দুর্বল করে দেয় অথচ তা একজন মুসলিমের অন্তরে থাকা চাই, যদিও এই কুফলগুলো তাতে রয়েছে কিন্তু আমার সরলতা বলুন কিংবা পর্যবেক্ষণের দুর্বলতা, রচনার এই ত্রুটিগুলোর পূর্ণ অনুভূতি ওই সময় আমার হয়নি। এ বিষয়ে সঠিক অনুভূতি ও অবগতি তখনই হল এবং আমি মর্মাহত হলাম যখন ড. শায়খ মুস্তফা আস সিবায়ী-এর গ্রন্থ 'আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীয়ীল ইসলামী' পড়ি। হাদীসের প্রত্যেক তালিবে ইলমের জন্য এ গ্রন্থ অধ্যয়নের সুপারিশ করছি। এ সত্ত্বেও বিভিন্ন বিষয়ে ড. আহমদ আমীনের সঙ্গে চিন্তাধারার অভিন্নতা লক্ষ্য করেছি। কিছু জায়গায় টীকায় মত বা দ্বিমত প্রকাশ করেছি। কিংবা লেখককে বাহবা দিয়েছি। তবে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি তার কোমল-সুমিষ্ট ভাষা ও রচনার আলিমসুলভ মার্জিত আঙ্গিক থেকে। এ বিষয়ে সম-সাময়িকদের মধ্যে আহমদ আমীনের বিশিষ্টতা ছিল।

মাওলানা আযাদের গ্রন্থাবলী

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রচিত 'তাযকিরা' ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুহাদ্দিসীনের ভক্তি-শ্রদ্ধা দিল-দেমাগে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'তাযকিরা' ও 'আলহেলাল'-এর ভাষার যাদু মন-মগজকে আচ্ছন্ন করেছিল। 'তরজমাতুল কুরআন'-এর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে তাফসীর ও কুরআন-চিন্তার কিছু নতুন দিক সামনে আসে এবং চিন্তার প্রশস্ততা লাভ হয়। সূরা ইউসুফ সম্পর্কে তার লেখা শুধু কুরআনী তত্ত্ব-জ্ঞানেরই সুন্দর দৃষ্টান্ত নয়, সাহিত্যেরও জীবন্ত সজীব নমুনা।

তাফসীরে ওসমানীর মাহাত্ম্য

যখন দারুল উলূমে তরজমায়ে কুরআন ও তাফসীর পাঠদানের দায়িত্ব অর্পিত হল তখন মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর তাফসীরের মাহাত্ম্য বুঝে আসে। এতে তিনি মুফাসসিরীনের বক্তব্যের সারাংশ এবং তাদের চিন্তা-গবেষণার ওই অংশ পেশ করে দিয়েছেন যা এ যুগের শুদ্ধ মস্তিষ্ক খুব সহজেই গ্রহণ করে। এতে মাওলানার সুচিন্তা, সুনির্বাচন ও রচনার সুমিষ্টতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমি দেওবন্দের এক সাক্ষাতে মাওলানাকে আমার এ অনুভূতি জানিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং অন্যদের কাছেও তা নকল করেছিলেন।

Free@www.e-iqra.weebly.com

খুতবাতে মাদরাছ

মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান ছাহেব নদভীর রচনাবলির পরিচয় দুই বৈশিষ্ট্যে উল্লেখ করা যায় : পর্যালোচনার তুলাদণ্ড এবং ভাষা ও সাহিত্যের মানদণ্ড। তবে এই অধমকে যে জিনিস সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হল 'খুতবাতে মাদরাছ'। এই এক রচনাই তার রচয়িতাকে অমরত্ব দান করতে পারে। আর যদি মকবুল হয় (বিভিন্ন আলামত থেকে যা প্রকাশিতও বটে) তবে এটিই তার মুক্তি ও নাজাতের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। বারবার রেখে চেখে অধ্যয়ন করেছি। সীরাতের বহু নতুন দিক চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের যুগে আহলে ইলম ও শিক্ষিত অমুসলিমদের সামনে হাদীস ও সীরাত পেশ করার পন্থা খুঁজে পেয়েছি।

মানাযির আহসান গিলানীর রচনাবলী

মাওলানা সাইয়েদ মানাযির আহসান গীলানী (রহ.)-এর রচনাবলিতে প্রচুর তথ্য ও জানার বিষয় রয়েছে। তাঁর বিশেষ রচনাভঙ্গি এবং প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে বিচরণের কারণে অনেক পাঠক তার আলোচনায় আগ্রহ ধরে রাখতে পারেন না, কিন্তু আমি সর্বদাই আগ্রহ অনুভব করেছি এবং অনেক নতুন বিষয় জানতে পেরেছি। বিশেষত তাঁর 'আননাবিয়্যুল খাতাম' সীরাতের এক অভিনব কিতাব। এছাড়া 'হিন্দুস্তান মে মুসলমানোঁ কা নেযামে তালীম ওয়া তারবিয়াত' রচনাটিও অত্যন্ত তথ্যবহুল ও প্রেরণা সঞ্চারক। তৃতীয় কিতাব 'তাদবীনে হাদীস' গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও প্রাঞ্জল গ্রন্থ। 'মুজাদ্দিদে আলফে ছানী কা তাজদীদী কারনামা' শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধটিও অসামান্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছে। তাঁর এই প্রবন্ধ এবং 'আলফুরকান শাহ ওয়ালিউল্লাহ নাম্বার'-এ প্রকাশিত তাঁরই আরেকটি প্রবন্ধ থেকে হিন্দুস্তানের ইতিহাসের অনেক দিক আমার সামনে স্পষ্ট করেছে।

হায়াতে জাবীদ, হায়াতে শিবলী

'হায়াতে জাবীদ', 'ওয়াকারে হায়াত' ও 'তাহযীবুল আখলাক'-এর পুরানো সংকলনগুলো থেকে হিন্দুস্তানী মুসলমানদের রুচি ও মেযাজ সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে তাদের বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তবে এই পরিচয় পূর্ণতা লাভ করেছে 'হায়াতে শিবলী' অধ্যয়নের মাধ্যমে।

Free @ www.eilm.weebly.com

মৌলভী সাইয়েদ তোফায়েল আহমদ ছাহেবের 'হুকুমতে খোদ এখতিয়ারী' ও 'মুসলমানোঁ কা রওশন মুসতাকবিল' শীর্ষক গ্রন্থ দুটো থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক পরাজয় ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পেয়েছি।

'নুযহাতুল খাওয়াতির' একটি অনন্য জ্ঞানকোষ

ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস এবং ইসলামী পরিচয়ের সবচেয়ে বড় তথ্যসম্ভার নিজ গৃহেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কখনো তা চিন্তায় আসেনি। যখন হায়দারাবাদ থেকে তা প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হল তখন ওয়ালিদে মরহুমের ওই রচনা ও জীবন-সাধনা 'নুযহাতুল খাওয়াতির'-এর আট জিলদ একাধিক বার অধ্যয়ন করেছি। এই গ্রন্থের সাহায্যে হিন্দুস্তানের আটশ' বছরের ইতিহাস চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। উলামা-মাশায়েখ, লেখক-সাহিত্যিক এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সুলতান-উযীর, আমীর-রঈস, মোটকথা ভারতবর্ষের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসের এমন মূল্যবান ও দুর্লভ বিষয়াদি বিনা খরচে লাভ করি, যা শত শত কিতাবের পাতা উল্টিয়ে এবং হাজার হাজার পৃষ্ঠা চালুনি দিয়ে চেলেও বের করা সম্ভব ছিল না। গ্রন্থটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে এত বৃহৎ তথ্যসূত্র যে, ইলমের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে এমন কোনো ভারতীয় ছাত্র কখনো এ গ্রন্থকে অবহেলা করতে পারবে না এবং যার সাহায্য ছাড়া মানুষ নিজ দেশেই অন্ধকারের মধ্যে বিচরণ করবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো গ্রন্থের তথ্য ও জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে এতখানি সাহায্য গ্রহণ করিনি যতটা 'নুযহাতুল খাওয়াতিরে'র বৃহৎ বৃহৎ আট খণ্ডের ঐতিহাসিক তথ্যসম্ভার থেকে, যা তালাশ করার জন্য তারীখ ও তাসাওউফের কিতাবাদির হাজার হাজার পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করার না সুযোগ ছিল, না সামর্থ্য। আর না এই ধারণা যে, এগুলো কোথায় তালাশ করা উচিত এবং কোথা থেকে আহরণ করা সম্ভব। আমার দুর্ভাগ্য যে, বয়সের স্বল্পতার কারণে আমি ওয়ালিদ সাহেব থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারিনি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে রহমত ও মাগফিরাতে সুসিক্ত করুন তিনি এমন জ্ঞান-ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন, যা থেকে সারা জীবন উপকৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ড. ইকবালের পংক্তিমালা এখনো রক্ত-কণিকায় শিহরণ জাগায়

জীবনের সুদীর্ঘ সময় জুড়ে চিন্তা ও চেতনায় আল্লামা ইকবাল মরহুমের গভীর প্রভাব ধারণ করেছি এবং কোনোরূপ অতিশয়তা ছাড়াই এ কথা বলা যায়

Free © www.eilmweekly.com

যে, সমকালীন কোনো ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা দিল-দেমাগে এতটা গভীর ছাপ অঙ্কন করেনি যতটা আল্লামা ইকবালের পংক্তিমালা করেছে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, হৃদয় ও শরীরের রক্ত কণিকায় প্রবাহিত ভাষাহীন ভাবনা ও কামনাগুলো ইকবালের কবিতায় বাঙময় হয়ে ওঠেছে। ইকবাল ও তার কবিতা প্রসঙ্গে উর্দূ ভাষায় এত বেশি লেখালেখি হয়েছে, যা সমকালীন আর কোনো ব্যক্তির চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্ভবত হয়নি। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সারগর্ভ ও প্রাণপদ রচনা আমার কাছে ড. ইউসুফ হুসাইন-এর 'রূহে ইকবাল'কেই মনে হয়েছে।

আল্লামা মরহুমের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাত হয়েছিল ১৩৫৬ হিজরী/ ১৯৩৭ ঈসাব্দে। কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তাঁর আলোচনা ও অভিনিবেশ দ্বারা সিক্ত হই, যার সারসংক্ষেপ পাঞ্জাবের এক সাময়িকীতে 'আরেফে হিন্দী কি খিদমত মে চান্দ ঘনটে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

আরব দেশগুলোর মুসলিম পাঠকদের উদাসীনতা ও অজ্ঞানতা এবং 'টেগোর'-এর জনপ্রিয়তা দৃষ্টে ক্রোধের সঞ্চার হত। আল্লামা মরহুমের ইন্তেকালের পর তার জীবন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তবে আরব বিশ্বে তাঁকে পরিচিত করার সবচেয়ে সফল প্রয়াস 'রাওয়াইয়ে ইকবাল'-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল, যা আরবী নওজোয়ানদের মধ্যে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়।

প্রথম দিকে যখন তাঁর কবিতায় মগ্ন ও সমাহিত হয়ে আছি, তখনই চেতনা হয়েছে যে, কোনো মানুষের বাক্যে এতখানি মগ্নতা ভালো নয়। পরম নিমগ্নতার একমাত্র দাবিদার হল আল্লাহ তাআলার শাশ্বত বাণী ও পয়গাম, যা কুরআন মজীদের আকারে সংরক্ষিত ও বিদ্যমান। জগতের যে যা কিছু লাভ করেছে এখান থেকেই লাভ করেছে। ইকবালের পংক্তিগুলো এখনো রক্ত-কণিকায় শিহরণ জাগায় এবং আবেগ ও অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করে। মুসলিম নওজোয়ানদের জন্য এখনও তাকে শক্তি ও স্বনির্ভরতার অনেক বড় উৎস মনে করি।

আয়তনে ছোট ও মূল্যে বড় পুস্তিকা

অধ্যয়নের ধারাবাহিকতায় মাওলানা আবদুল বারী ছাহেব নদভী-এর একটি ছোট পুস্তিকা 'মাযহাব ওয়া আকলিয়াত' চোখে পড়েছিল, যা আয়তনের বিচারে ক্ষুদ্র হলেও মূল্যের বিচারে অনেক বড়। এই পুস্তিকা থেকে বুদ্ধি ও বিচারের সীমারেখা, মনুষ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা আর আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালামের ইলমের অকাট্যতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জিত

Free @ www.islamiweekly.com

হয়েছিল, যা পরবর্তী অধ্যয়নে প্রচুর সহায়তা করেছে। এরপর প্রাচীন ও আধুনিক বহু দার্শনিক মতবাদ, যা হাতের কাছে পেয়েছি, পড়েছি, কিন্তু সেই প্রথম চিন্তায় সামান্যতমও কম্পন সৃষ্টি হয়নি। বরং যতই পড়েছি ততই بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ এবং مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ এর যেন বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয়েছে।

কিছু 'মাকতুবাত' অধ্যয়ন

হাফেয ইবনে তাইমিয়ার 'তাফসীরে সূরা ইখলাস' ও 'কিতাবুন নুবুওয়াত' এর বিভিন্ন আলোচনা থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি। তবে চিন্তার রেখাগুলোকে গভীর ও গভীরতর করেছে হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.)-এর 'মাকতূবাত'।

আমার শিক্ষক ও মুরব্বী বড় ভাইজান ড. সাইয়েদ আবদুল আলী মরহুম, যার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞা ও স্থিরচিত্ততা জীবন-পথের প্রতিটি মোড়ে এবং জীবন-সফরের প্রতিটি মনযিলে আমার রাহবরী করেছে। তিনি সব সময় মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.)-এর 'মাকতূবাত' (পত্রাবলি) ও হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর 'ইযালাতুল খাফা' অধ্যয়নের তাকীদ করতেন। কিন্তু কৈশোরের চাপল্য ও চঞ্চলতার কারণে কখনো এ অধ্যয়ন দু'চার পৃষ্ঠার অধিক অগ্রসর হয়নি। দফতরে আওয়াল-এর প্রথম পত্রটিই, যা মুজাদ্দিদ (রহ.) তাঁর মুরশিদ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহকে লিখেছিলেন এবং যে পত্রে তাঁর অনেক অনুভূতি ও সুলূকের পথের অনেক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছিলেন, বরাবর হতাশার কারণ হয়ে যেত। শেষে একবার দৃঢ় সংকল্প করলাম যে, মকতূবাত-এর প্রতিটি শব্দ অধ্যয়ন করব এমনকি অধিকাংশ কথা বোধগম্য না হলেও। এই সংকল্পের পর তিন দফতরই পড়লাম। প্রতিটি ছত্র মনোযোগ দিয়ে এবং স্বাদ নিয়ে নিয়ে। আমার অযোগ্যতা, অধ্যয়ন শক্তির সীমাবদ্ধতা এবং 'উলূমে আকলিয়া ও আলিয়া'র সঞ্চয়হীনতা যদিও পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তবুও এক নগণ্য আমি মানুষের হিস্যায় যা কিছু এসেছে, এর ওপরও আল্লাহর হাজার হাজার শোকর।

এর বহু দিন পর হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনীরী (রহ.)-এর 'মাকতূবাত' অধ্যয়নের সৌভাগ্য হল। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) ও হযরত মাখদূম বিহারী (রহ.)-এর 'মাকতূবাত' অধ্যয়নে ইলমের এক নতুন জগৎ দৃষ্টিপথে

Free @ www.eilm.weebly.com

উন্মোচিত হল। ওহী ও নবুওয়তের অকাট্যতা, মাকামে রিসালাতের সমুচ্চতা, নবুওয়ত ও নবীগণের বৈশিষ্ট্য এবং নবুওয়ত ও বেলায়াত-এর বিশিষ্টতা সম্পর্কে যে তত্ত্ব ও তথ্য সেখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তুলনা করতে বললে বলব, চিন্তার সূক্ষ্মতার বিচারে প্রাচীন গ্রীক দর্শন এগুলোর ওপর শত বার উৎসর্গিত আর চিত্তের আবেশ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির বিচারে কবি সাহিত্যিকদের কাব্য ও সাহিত্যও হাজার বার কোরবান!

হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর 'মাকতূবাত'-এ সুন্নত ও বিদআত সম্পর্কে যে মুজাদ্দিদানা আলোচনা প্রকাশিত তা থেকে অত্যন্ত প্রশান্তি অর্জিত হয়েছে। তদ্রূপ আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে দ্বীনের নুসরত ও সাহায্যের প্রসঙ্গে তার পত্রাবলি দ্বীনী চেতনা ও গায়রতকে উদ্দীপ্ত করেছে এবং শরীর ও হৃদয়ের নিস্তেজ শিরা-উপশিরায় দ্বীনের উত্তাপ সরবরাহ করেছে।

'ইযালাতুল খাফা' ও 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'

এই দুই বুযুর্গের 'মাকতূবাতে' প্রাণ ও প্রেরণার যে ধারা বহমান তা প্রাচীন মনুষ্য রচনায় খুব কমই পাওয়া যায়। কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও ওই প্রভাব ও প্রাণময়তা তাতে অনূভূত হয় যা সাধারণত লেখার সময় হয়ে থাকে।

আমার মুহতারাম দোস্ত ও দ্বীনী কাজের সহকর্মী মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নুমানী যখন 'আলফুরকান'-এর 'শাহ ওয়ালিউল্লাহ সংখ্যা বের করার ইচ্ছা করলেন তখন এই নিঃস্বকেও তাতে অংশগ্রহণের ফরমায়েশ করেন। আমি 'শাহ ওয়ালিউল্লাহ বহাইছিয়তে মুসান্নিফ' (গ্রন্থকার শাহ ওয়ালিউল্লাহ) শিরোনামটি পছন্দ করলাম। এর ওপর লেখার জন্য শাহ ছাহেবের রচনাবলিতে নজর বুলানো প্রয়োজন ছিল। তাঁর কিছু রচনা আমার ইতোপূর্বে পড়া ছিল, কিছু পড়া ছিল না। এই সুযোগে 'ইযালাতুল খাফা' আদ্যোপান্ত পড়া হল। গ্রন্থটি শাহ ছাহেবের উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির দ্বিতীয় নমুনা। খুব অল্প সংখ্যক রচনা দ্বারাই এতটা প্রভাবিত হয়েছি, যতটা 'মাকতূবাত' ও 'ইযালাতুল খাফা' দ্বারা। মনে হয় যেন, ইলমের ঝর্ণাধারা উৎসারিত হচ্ছে। একটি নতুন তত্ত্বের স্বাদ ফুরোতে না ফুরোতে দ্বিতীয় তত্ত্ব হাজির। এরপর তৃতীয়...।

কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, খেলাফতের বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্টতা এবং দ্বীনী অধঃপতনের ইতিহাস ও ধারাবাহিকতা সম্পর্কে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন তা জ্ঞান-গবেষণায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রস ও

Free © www.eilm.weebly.com

শিল্পগুণের বিচারেও কাব্য ও সাহিত্যের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়! 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' আমি পড়েছিলাম মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর বিশিষ্ট শাগরিদ, পাঞ্জাবের মশহুর আলিম ও মুসলিহ হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী ছাহেবের কাছে। এর যুক্তিভিত্তিকতা এবং দলীল-প্রমাণের সুদৃঢ়তার পাশাপাশি শাহ ছাহেবের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয়ও এ গ্রন্থ থেকে লাভ করি। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ থেকে ইলমী ও উসূলী আলোচনা আত্মস্থ করার এবং কালাম ও ফালসাফাধর্মী দ্বীনী গ্রন্থাদি বোঝার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এ দিক থেকে এ কিতাবের অবদান অনেক।

বলা যায়, বিগত শতাব্দীগুলোর কোনো ব্যক্তিত্বের দ্বারা দিল-দেমাগ এতটা প্রভাবিত হয়নি এবং কারো জ্ঞান ও গবেষণার সঙ্গে এতটা একাত্মতা অনুভব করিনি যতটা শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে। নিজের চিন্তা ও মননের জন্য যদি বিশেষ কোনো চিন্তাধারার সনদ জরুরি মনে করা হয় তাহলে আমি তাঁর নাম উল্লেখ করতে পারি। আর বাস্তবিকই আমাদের শিক্ষা ও চিন্তার বংশ-লতিকা তাঁর সঙ্গেই যুক্ত।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ছাহেবের সংক্ষিপ্ত রচনা 'আলফাওযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর' (যাকে আমি শাহ ছাহেবের 'ইয়াদ দাশত' স্মরণ-সহায়িকা বলে থাকি।) এর কিছু সংক্ষিপ্ত ইশারা ও ছোট ছোট তত্ত্ব থেকে কুরআন মজীদ অধ্যয়নে গভীর নির্দেশনা পেয়েছি। তাঁর ছোট ছোট বাক্য ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে অনেক বিশদ ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়েছে এবং চিন্তার অনেক জট খুলে গিয়েছে।

'সিরাতে মুস্তাকীম' তাসাওউফের রচনা সম্ভারে একটি বিপ্লবী ও ব্যতিক্রমী রচনা

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর মালফুযাত 'সিরাতে মুস্তাকীম' (সংকলনে মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা আবদুল হাই) অনেক পরে হস্তগত হয়। তবে তাসাওউফ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রচনা, আইম্মায়ে তাসাওউফের মালফূযাত, বিশেষত চিশতী বুযুর্গানের মালফুযাতের গোটা সিলসিলা অধ্যয়ন করার পর এ গ্রন্থটি পড়ি। আমার মনে হয়েছে যে, তাসাওউফের রচনা-সম্ভারে এটা এক বিপ্লবী ও ব্যতিক্রমী রচনা। নববী পথ ও পন্থার অনুসরণ এবং ফরয দায়িত্ব সম্পাদনের মাধ্যমে (যে বিষয়ে সাইয়েদ ছাহেব ইমাম ছিলেন এবং যা এই যুগে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের

Free © www.eilm.weebly.com

সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ ও প্রশস্ত রাস্তা) আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রয়াস ছাড়াও তরীকত ও হাকীকত এবং সুলুক ও তরবিয়ত প্রসঙ্গে যে তত্ত্ব ও তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত মেধা, উলূমে নবুওয়তের সঙ্গে একাত্মতা, অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের রূহানিয়ত এবং সূতীক্ষ্ম চিন্তাশক্তির দলীল। আহলে জাহের ও আহলে মারিফাতের মধ্যে বিতর্কপূর্ণ বিষয়গুলোর তিনি যেভাবে সমাধান দিয়েছেন এবং যে সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা করেছেন এটা তাঁর বিশুদ্ধ স্বভাব-রুচি এবং নিখুঁত চিন্তাশক্তির দলীল। আহা! যদি এই কিতাবটির ওপর যথাযোগ্য কাজ হত এবং নতুন আঙ্গিকে তা বিন্যস্ত করে পেশ করা যেত!

এই কিতাবগুলোর একটি অবদান এই ছিল যে, উলূমে নবুওয়তের সঙ্গে রুচি ও পরিচয়ের যে দূরত্ব মনুষ্যপ্রণীত শাস্ত্র ও রচনা থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে তা দূর হয়েছে এবং এই প্রত্যয় অর্জিত হয়েছে যে, সময় ও শাস্ত্রের ভাষা-পরিভাষা ছাড়াও জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান পরিবেশন করা সম্ভব। তদ্রূপ গ্রন্থ ও রচনার পথ ছাড়াও এমন কিছু পথ রয়েছে যার দ্বারা ওই জ্ঞান ও অর্ন্তজ্ঞান আসে যা বর্ণমালার বেষ্টনীতে আবদ্ধ করা যায় না। এমন যদি হয় যে, খোসা ও আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে শুধু সার অংশটুকুই এল! শুধু মর্মটুকুই এল, শব্দের আবরণ গৌণ হয়ে গেল। বাণীটাই শুধু এল, টীকা ও টিপ্পনীর সকল আয়োজন বাহুল্য হয়ে গেল!

এ যুগের আরেফ তত্ত্বজ্ঞানী মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব কান্দলভী (মৃত্যু : ১৩৬৩ হিজরী/১৯৪৪ ঈসাব্দ)-এর সঙ্গে যখন সাক্ষাত লাভ করি তখন তার বাণী ও অভিজ্ঞতা বুঝতে উপরোক্ত অধ্যয়ন আমাকে সাহায্য করেছে। সুন্দর ভাষাশৈলী ও আধুনিক পরিভাষা অন্বেষণের প্রচেষ্টা মূল বক্তব্য অনুধাবনে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। আমি এক প্রসঙ্গে তাঁকে আরয করেছিলাম যে, আমি যদি ইতোপূর্বে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর জীবনী না লিখতাম এবং হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.)-এর মাকতূবাত না পড়তাম তাহলে আপনার কথাবার্তা আমার কাছে খুব অপরিচিত মনে হত। মাওলানা কথাটা পছন্দ করেছিলেন এবং অন্যদের কাছেও বর্ণনা করেছিলেন।

কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন ও এর মর্ম উদ্ধারে দুটি স্বভাবজাত পন্থা

আমার কুরআন মজীদ অধ্যয়নে মাওলানা আহমদ আলী ছাহেবের দরসের ফয়য ও বরকতের অনেক অবদান রয়েছে। নিসাবভুক্ত ও সুপ্রচলিত এবং কিছু স্বল্প প্রচলিত দীর্ঘ তাফসীরগ্রন্থ কোনো কোনোটা শব্দে শব্দে পড়ার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু মূল উপকার হয়েছে মূল কুরআন মজীদ সহজ-সরলভাবে বারবার পড়ার দ্বারা।

Free © www.eilm.weebly.com

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে দেওয়া জরুরি যে, কুরআন মজীদ থেকে নিজের অংশটুকু আহরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাজ্ঞান ও শরীয়তী জ্ঞানের পর দুটো বিষয় সর্বাধিক উপকারী হয়ে থাকে। এক. উলূমে নবুওয়ত ও মেযাজে নবুওয়তের ধারক ব্যক্তিদের সাহচর্য, যাদের বাস্তব জীবন 'কানা খুলুকুহুল কুরআন'-এর প্রতিচ্ছবি এবং যার 'আনাল কুরআনুন নাতিক' (হযরত আলী রাযি.-এর উক্তি)-এর রুচি ও হৃদয়ের কিছু উত্তরাধিকার যারা লাভ করেছেন। এঁদের ইলমের সজীবতা ও অনাবিলতা এবং বিস্তৃতি ও গভীরতার দ্বারা কুরআন মজীদের বাণী ও বাক্যের বিপুল ব্যাপ্তি সম্পর্কে একটা আনুমানিক ধারণা অর্জিত হয়। অনেক শব্দ যার অর্থ ও মর্ম 'লিসানুল আরব' ও 'মুফরাদাতে গরীবুল কুরআন'-এর সাহায্যেও বোধগম্য হয়নি এবং অনেক আয়াত যেগুলোর মর্ম-বাণী যমখশরীর আদবী তাফসীর 'কাশশাফ', ইমাম রাযীর আকলী তাফসীর 'ফুতুহুল গায়ব' এবং ইবনে কাসীরের নকলী তাফসীর দ্বারা পরিষ্কার হয়নি সেগুলো তাদের দু'চার কথায় পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন শব্দে ও মর্মে এক অভিনব দৃঢ়তা ও গভীরতা পরিলক্ষিত হয় যা ইতোপূর্বে ছিল দৃষ্টির অগোচরে।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম যে পথে চলেছেন, সে পথে কদম রাখার দ্বারাও কুরআন মজীদ উদ্ভাসিত হতে থাকে। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের যে অবস্থা কুরআন মজীদে বয়ান করা হয়েছে তা তখন অনুভবে আসতে থাকে। বিভিন্ন কওম তাদের নবীকে যে জওয়াব দিয়েছে তার প্রতিধ্বনি শোনা যেতে থাকে এবং সেই অতীত দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হতে থাকে। যেসব প্রশ্ন ও জটিলতা ইলমে কালামের গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত হয়েছে এবং যেগুলো নিছক অধ্যয়নভিত্তিক চিন্তাধারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো তখন অসার ও অর্থহীন মনে হতে থাকে। কুরআন বোঝার এই হল দুটি স্বাভাবিক পন্থা।

প্রশান্তি শুধু কুরআনেই

শুনেছি যে, যখন কুরআন মজীদে মানুষের মন বসতে থাকে তখন মনুষ্য রচনাবলির প্রতি বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্ম নিতে থাকে। মানুষের বই, মানুষের কথা সবই তখন তুচ্ছ ও অসার মনে হতে থাকে। সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের কথাবার্তা অবুঝ শিশুর বাক্যালাপ বলে মনে হতে থাকে। আর সাদা কাগজে মুদ্রিত সারিবদ্ধ কালো হরফগুলোকে মনে হতে থাকে কাগুজে ফুল। যাতে রং আছে কিন্তু সুঘ্রাণ নেই। মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা অন্তসারশূন্য মনে হতে থাকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এবং দীর্ঘক্ষণ তা অধ্যয়ন করা মন ও প্রাণের জন্য ক্লান্তিকর হতে থাকে। যে বস্তু উলূমে নবুওয়তের ধারা-উৎস থেকে উৎসারিত হয়নি তাকে শব্দের ফুলঝুরি বলে মনে হতে থাকে। প্রশান্তি শুধু ওই ইলমের দ্বারাই অর্জিত হয় যা ওহী ও নবুওয়তের পথে এসেছে এবং যাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগদ্বাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যা ওহীর ভাষায় কুরআন মজীদে ও আরবী ভাষায় হাদীস শরীফে সংরক্ষিত রয়েছে।

[অনুবাদ : মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ]

ছাত্রদের প্রতি
বাইতে উম্মে হানী থেকে

Free @ www.eTahweeb.com

বাইতে উম্মে হানী (রাযি.) অনেক আগেই মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। হজ্জ-ওমরার মওসুমে সেখানে আকাবির ও মাশায়েখের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বিগত সফরে সেখানে একজন ছাহেবে দিল বুযুর্গকে বারবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, যাঁকে আল্লাহ তালীম ও তারবিয়তের বিশেষ যোগ্যতা দান করেছেন। একদিন ফজরের পর দেখি, তিনি ফোনে তাঁর এমন শাগরিদদের খোঁজখবর নিচ্ছেন, যারা খিদমতের অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। তাদেরকে কিছু মূল্যবান নসীহতও করেছিলেন। আমি তখনই কিছু নসীহত লিপিবদ্ধ করেছি। আর এখন তা পেশ করছি আমার তালিবে ইলম ভাইদের জন্য।

১. সর্বদা নিজের দায়িত্ব আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। অন্যের যে হক তোমার উপর রয়েছে সেগুলো আদায় করে যাওয়াই হচ্ছে প্রথম কাজ। নিজের হক উসূল করতে সচেষ্ট হওয়া ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে যদ্দূর সম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

২. ইলম ও আমল উভয় ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বের সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা কর। আমলের ক্ষেত্রে যেন কোনো গাফিলতি না হয় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ।

৩. আখলাক সুন্দর করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকের আলোকে নিজ আখলাক দুরস্ত করার চেষ্টা কর।

৪. সর্বদা 'তালিবে ইলম' হয়ে থাক। কখনো নিজেকে 'মুয়াল্লিম' মনে করবে না। এটা যদি করতে পার তাহলে আল্লাহ তাআলা একদিন তোমাকে মুয়াল্লিমের আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। আর যদি তোমার মনে এ ধারণা এসে থাকে যে, 'মুয়াল্লিম' হয়ে গিয়েছি তাহলে বিশ্বাস কর, এখনো তোমার মধ্যে পূর্ণতা আসেনি।

৫. তালিবে ইলমের জন্য তালিবে ইলম হয়ে মেহনত কর। (আশা করি এই বাক্যটি নিয়ে ভাববে)

৬. সর্বদা সুধারণা পোষণের অভ্যাস গড়ে তোল। মন্দ ধারণা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে, বিশেষত আসাতিজা ও বড়দের সম্পর্কে।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

আমলের গুরুত্ব নির্ণিত হয় শুধু ছওয়াবের বিবেচনায় নয়, উপকারিতা ও ফলাফলের বিচারেও

উপরের প্রতিটি নসীহত অতি মূল্যবান, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো যদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঙ্গে আলোচনা করা হয় তবে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা প্রবন্ধ প্রয়োজন হবে। এ আলোচনায় আমি শুধু দ্বিতীয় ও তৃতীয় নসীহতের উপর কিছু কথা পেশ করছি।

দ্বিতীয় নসীহতটি ছিল : 'ইলম ও আমল উভয় ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বের সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা কর। আমলের ক্ষেত্রে যেন কোনো গাফিলতি না হয় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ।'

আমলের ক্ষেত্রে মেহনতের প্রথম পর্যায় হল ফরজ-ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাসমূহ যত্নের সঙ্গে আদায় করা। এগুলোতে ইখলাস পয়দা করা, রূহ পয়দা করা এবং সুন্নত মোতাবেক আদায় করতে সচেষ্ট হওয়া। আর দ্বিতীয় পর্যায় হল, সাধ্যমতো তেলাওয়াত, আযকার, আদইয়া এবং নাওয়াফেলের পাবন্দী জারী রাখা।

উপরোক্ত দু'ক্ষেত্রেই আমাদের গাফলতি রয়েছে। ফরজ-ওয়াজিব ইবাদতে ইখলাস ও খুশু-খুযু সৃষ্টির বিষয়ে মনোযোগ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। আর তিলাওয়াত, আযকার-আদইয়া ও অন্যান্য নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদের মানসিকতা– আল্লাহ মাফ করুন– অনেকটাই নেতিবাচক। আমাদের ধারণা- 'এগুলো তো ফরজ-ওয়াজিব নয়, আর এগুলো আদায় না করলে শাস্তিও নেই।' এই নেতিবাচক চিন্তাধারা একজন মুমিনের পক্ষে শোভনীয় নয়। মুমিনের মানসিকতা ইতিবাচক হওয়া উচিত। একজন সচেতন মুমিনের ভাবনা এমন হয় যে, এসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এবং বিনিময়ে সওয়াব দান করে থাকেন। অতএব এসব বিষয়ে আমাকে যত্নবান হতে হবে।

এর চেয়ে বড় কথা এই যে, কোনো আমলের গুরুত্ব শুধু ছওয়াবের বিবেচনায় হয় না; ওই আমলের উপকারিতা ও ফলাফলও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। নিছক আইনী দৃষ্টিভঙ্গি যদিও এই রায় দেয় যে, নাওয়াফেল, আযকার ও আদইয়া পরিত্যাগ করায় কোনো গুনাহ নেই। খুব বেশি হলে কিছু সওয়াব

Free @ www.eilm.weebly.com

হাতছাড়া হবে। (একথাটাও সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দেখুন– আল মুয়াফাকাত, শাতিবী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭০) কিন্তু ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, এ ধরনের নেতিবাচক মানসিকতার কারণে আমরা কত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হচ্ছে যে, এসব আমলের মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আমল, ইলম, ফাহম এবং জীবন ও চরিত্রের ওপর যে উপকারী প্রভাব ছায়া বিস্তার করত তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

মা'ছুর দুআর উপকারিতা

তদ্রূপ বিভিন্ন সময় ও অবস্থার দুআগুলোর উপর যদি আমাদের আমল না থাকে তাহলে আমরা একথা বলে নিজেদেরকে বুঝ দেই যে, এটা একটা মুস্তাহাব বিষয়, ছুটে গেলে গুনাহ নেই। কিন্তু চিন্তা করি না, এভাবে আমরা এই দুআগুলোর উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হলাম।

এই দুআগুলো তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, তাফভীয ও ইনাবাত ইলাল্লাহ পয়দা করে। এগুলোর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর রহমত লাভ করে। এগুলো মাগফিরাত লাভ, হাজত পূরণ, বালা-মুসীবত থেকে মুক্তি এবং দরজা বুলন্দীর ওসীলা। এগুলোর মাধ্যমে অন্তরে আসে নূরানিয়ত, শোকরগোযারী এবং বিনয়-নম্রতা। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জিত হলে সে কলব ইলমে ওহী ধারণ করার উপযুক্ততা লাভ করে। এই সকল উপকারিতা থেকে আমরা নিজেদের শুধু একথা বলে বঞ্চিত করে দিলাম যে, এগুলো হচ্ছে 'আদাব' শ্রেণীর বিষয়। এগুলো পরিত্যাগ করায় গুনাহ নেই! ইলমে ওহীর একজন তালিবের মানসিকতা অবশ্যই এর চেয়ে অনেক বেশি উঁচু হওয়া প্রয়োজন।

সকাল-সন্ধ্যার তাসবীহাত, ইস্তেগফার ও দরূদ শরীফ সম্পর্কেও একই কথা। আর কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের বিষয়টি তো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিলাওয়াত থেকে গাফিল হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য সম্পর্কে গাফিল হওয়া, আর ওই ইলম থেকে গাফেল হওয়া যা হাসিল করার জন্য আমরা জীবন ওয়াকফ করেছি। আশ্চর্য নয় কি– ইলম অন্বেষণ, অতঃপর প্রকৃত ইলম থেকেই গাফিলতি?

নফল নামায সম্পর্কেও এভাবে বিচার করা উচিত নয় যে, ইশরাক পড়লাম না তো ইশরাকের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হলাম; বরং বিবেচনা করুন, ইশরাকের মাধ্যমে আল্লাহর যে নৈকট্য অর্জিত হত, অন্তরে যে নূরানিয়ত সৃষ্টি হত ইলমে ওহীর জন্য আল্লাহর রহমত বর্ষিত হত আর গোটা দিবসের সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলার জিম্মাদারীর ছায়া লাভ হত– এই সকল বিষয় থেকে বঞ্চিত হলাম।

Free © www.e-iqra.weebly.com

আমার দৃঢ় আস্থা রয়েছে, আমরা যদি এভাবে ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনায় অভ্যস্ত হই, যা শরীয়তেরই তাকাযা তাহলে ইনশাআল্লাহ আমলের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শিথিলতা থেকে আমাদের মুক্তি মিলবে।

আখলাক দুরস্ত করা ফরজ না মুস্তাহাব

তৃতীয় নসীহত ছিল– ইসলাহে আখলাক সম্পর্কে। এ বিষয়েও আমাদের অনেকের এই ধারণা রয়েছে যে, আখলাকের প্রশ্নটি হচ্ছে উত্তম-অনুত্তমের প্রশ্ন এবং এ পর্যন্তই হল এর গুরুত্বের পরিধি। এ ধারণা ঠিক নয়। আখলাকে জাহেরা (বাহ্যিক আচার-ব্যবহার) ও আখলাকে বাতেনা (অন্তর্জগতের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা) দুটোই দুরস্ত করা ফরজ। যার আখলাক দুরস্ত নয় সে কখনো 'হুকুকুল ইবাদ' পূর্ণরূপে আদায় করতে সক্ষম হবে না। আর বিভিন্ন গুনাহর শিকার হবে। এজন্য ইসলাহে আখলাক 'হলে ভালো' জাতীয় বিষয় নয়; বরং তা 'মাকাসিদে শরীয়তে'র অন্তর্ভুক্ত এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।

তালিবে ইলমদের জন্য তো 'ইসলাহে আখলাকের' অপরিহার্যতা আরো অধিক। কেননা, যে ইলমের অন্বেষায় আমরা তালিবে ইলম তা অতি নাযুক ও আত্মাভিমানী।

তাকে ধারণ করার উপযুক্ত গুণাবলি যার মধ্যে নেই, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকে হাসানা ও সীরাতে তাইয়েবার ছায়া যার মধ্যে নেই, তার নিকটে অবস্থান করতে এই ইলম আগ্রহী নয়।

কুরআন মজীদের আয়াতে (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) তহারাতে জাহেরার সঙ্গে তহারাতে বাতেনার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। আর অভিজ্ঞতাও বলে যে, তহারাতে বাতেনা (অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন) ছাড়া ইলমের রূহ– তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও রুসূখ ফিল ইলম হাসিল হয় না।

আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমাদের সবাইকে এই নসীহতগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া কোনো বড় কাজ সম্ভব হয় না

সব ধরনের কাজের ক্ষেত্রেই উপরের নীতিটি সত্য। তবে কেউ যদি কোনো বিষয়ে এমন কোনো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছা করেন, যা সে বিষয়ে জটিলতাগুলোর সমাধান দিবে, শূন্যতাগুলো পূরণ করবে এবং আলোচনা প্রয়োজন কিন্তু অনালোচিত এমন বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে আলোচনা করবে, তাহলে তার জন্য উপরোক্ত নীতি অনুসরণের বিকল্প নেই।

মুহাক্কিক গ্রন্থকারদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাদের রচনাবলি অধ্যয়ন করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের বিশিষ্ট কোনো গ্রন্থের নিয়মিত রচনাকাল এক দু'বছর হলেও তারা এর পরিকল্পনা করেছেন ছাত্রজীবনেই, কিংবা অধ্যাপনা জীবনের প্রথম দিকে। এরপর বিভিন্ন কাজের মধ্যে এবং সাধারণ অধ্যয়নের মধ্যে এ গ্রন্থের জন্য তথ্যসংগ্রহ অব্যাহত রেখেছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্যসংগ্রহের পন্থা এটাই যে, সাধারণ অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়নের মধ্যে পরিকল্পনার কথা মনে রাখা এবং সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পেলে তা নোট করে সংশ্লিষ্ট খামে বা প্যাকেটে ভরে রাখা কিংবা নির্দিষ্ট ডায়েরিতে নোট করে রাখা। এ কাজের জন্য প্রয়োজন হয় স্বভাবগত ধীশক্তি এবং সজাগ মস্তিষ্ক। তবে চর্চা ও অভ্যাস করতে থাকলে এ বৈশিষ্ট্যগুলোও উন্নতি করতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মুসান্নিফ ও তাদের তাসনীফ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একটি বড় প্রবন্ধ তৈরি হবে। আমার প্রিয় তালিবে ইলম ভাইরা শুধু যদি শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর তাসানীফ 'ছাফাহাত মিন ছাবরিল উলামা' কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা' এবং 'আররাফউ ওয়াত তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল'-এর টীকাগুলো লক্ষ্য করেন এবং এগুলোর প্রথম সংস্করণ ও সর্বশেষ সংস্করণের মধ্যে তুলনা করেন তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, একটি সমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কাজের জন্য কত বছরব্যাপী তথ্যসংগ্রহ প্রয়োজন হয় এবং অসংশ্লিষ্ট স্থান থেকে কীভাবে তথ্য শিকার করতে হয়।

Free © www.eIlmweekly.com

Free@www.eilm.weebly.com

আকাবিরদের কাজ ছিল পরিকল্পনা মাফিক

একদিন উলূমুল হাদীসের দরসে তালিবে ইলমদের সামনে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম এবং উদাহরণস্বরূপ ইবনে আসাকির দামেশকী (রহ.) (৪৯৯–৫৭১ হিজরী) রচিত 'তারীখে দামেশক'-এর কথা উল্লেখ করেছিলাম, যা বড় বড় আশি খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে একজন মন্তব্য করেছেন যে, 'নিশ্চয় গ্রন্থকার এর জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করেছেন শৈশবে বোধবুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই। তা না হলে গ্রন্থরচনার বয়সে উপনীত হওয়ার পর থেকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হলে এ বিশাল কর্ম সম্পাদন করা তার পক্ষে সম্ভব হত না।' কিন্তু মন্তব্যকারীর নাম আমার মনে আসছিল না, মনে হচ্ছিল, তিনি তকী উদ্দীন সুবকী হবেন। পরে আমাদের এক তালেবে ইলম ভাই 'কীমাতুয যামান'-এর মাধ্যমে 'ওয়াফায়াতুল আ'য়ান' থেকে ইবনে খাল্লিকান (রহ.)-এর বক্তব্য বের করলেন। তিনি তার শায়খ হাফেয যকীউদ্দীন মুনযিরী (৬৫৬ হিজরী) থেকে উদ্ধৃতি করেছেন–

مَا أَظُنُّ هٰذَا الرَّجُلَ إِلَّا عَزَمَ عَلٰى وَضْعِ هٰذَا التَّارِيْخِ مِنْ يَوْمٍ عَقَلَ عَلٰى نَفْسِهٖ، وَشَرَعَ فِيْ الْجَمْعِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ، وَإِلَّا فَالْعُمْرُ يَقْصُرُ عَنْ أَنْ يَّجْمَعَ فِيْهِ الْإِنْسَانُ مِثْلَ هٰذَا الْكِتَابِ بَعْدَ الْاِشْتِغَالِ وَالتَّنَبُّهِ.

এরপর ইবনে খাল্লিকান (রহ.) মন্তব্য করেছেন–

وَلَقَدْ قَالَ الْحَقَّ، وَمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ عَرَفَ حَقِيْقَةَ هٰذَا الْقَوْلِ ...

(ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ৩/২৭০–২৭১)

বস্তুত কোনো বিষয়ে সমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কাজ করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা অপরিহার্য।

একবার মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহ.) (১৩১০ হিজরী–১৩৯৪ হিজরী) হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. (১২৬৯–১৩৪৬ হিজরী)-এর কাছে আরজ করেছিলেন, ইলমে ফিকহে কীভাবে পারদর্শিতা অর্জন করা যায়? তিনি উত্তরে বলেন, (আজকালের সাধারণ) মুফতীদের রীতি হল, প্রশ্ন আসার পর কিতাবপত্র ঘাঁটাঘাটি করে থাকে। এতে কাজ হয় না এবং উত্তরে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়। কেননা, সে সময় তাড়াতাড়ি কিতাবের কোনো এক জায়গা সামনে রেখে জওয়াব লিখে দেয় অথচ অন্য স্থানের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এ মাসআলায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, যার ভিত্তিতে বিবেচনা করলে প্রশ্নোক্ত বিষয়ের সমাধান ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়।' (ফাতাওয়া খলীলিয়্যাহ ১/৫৩)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আহা! আমাদের তালিবে ইলম ভাইরা যদি বুদ্ধি-বিবেচনা হওয়ার পর, কিংবা অন্তত ছাত্রজীবনের মাঝামাঝি পর্যায় থেকেই আসাতিযায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ইলমী বিষয়গুলো চিহ্নিত করে নিতেন এবং দরসী ও গায়রে দরসী মুতালাআর মধ্যে সেসব বিষয়ে তথ্যসংগ্রহে মশগুল থাকতেন। আসলে চিন্তা ও পরিকল্পনা নোট করা ছাড়া এবং সূচিবদ্ধ নিয়মে কাজ করা ছাড়া তালিবে ইলম এর জীবন সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয় না। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

সহায়ক ও পরিপূরক অধ্যয়ন : গ্রন্থ নির্বাচনের একটি মানদণ্ড থাকা উচিত

Free @ www.eIlmweb.com

কিছুদিন আগে দাওরায়ে হাদীস উত্তীর্ণ একজন তালিবে ইলমের সঙ্গে একটি আরবী শব্দ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি তখন এমন এক অভিধানের উদ্ধৃতি দিলেন, যা কোন ইলমী মজলিসের সংকলিত না, এমনকি কোন মুহাক্কিক আলেমেরও নয়।

তার এ অবস্থা দেখে আল্লামা আবদুল হাই কাত্তানী (রহ.)-এর একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। 'ফিহরিসুল ফাহারিস' কিতাবে ইমামুল লুগাহ ফী আছরিহী মাজদুদ্দীন ফায়রোযাবদীর তরজমায় তিনি লিখেছেন, 'হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৭৭৪ হিজরী–৮৫২ হিজরী) 'ফাতহুল বারী'র এক স্থানে কোনো শব্দের আলোচনায় মাজদুদ্দীন ফায়রোযাবাদীর 'আল কামূসুল মুহীত'-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এর উপর বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৭৬২ হিজরী– ৮৫৫ হিজরী) 'উমদাতুল কারী'তে এই বলে আপত্তি করেন যে–

إِنَّ مَا ذَكَرَهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِسْبَتِهِ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِمْ.

অর্থাৎ আইনী রহ. ফায়রোযাবাদী ও তার 'আলকামূস'-এর উদ্ধৃতিও যথেষ্ট মনে করেননি।

কাত্তানী রহ. বলেন, এবার আমাদের যুগের লোকদের অবস্থা লক্ষ্য করুন। তারা 'আলমুনজিদ' ও 'আকরাবুল মাওয়ারিদ'-এর ব্যাখ্যা দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে, যেন এগুলো তাদের কাছে ওহীকৃত ইলম। অথচ শুধু সময়ের দিকটা বিবেচনা করলেও এরা আমাদের চেয়ে অতটা আগের নন যতটা ফায়রোযাবাদী ইবনে হাজার ও আইনী থেকে।' (ফিহরিসুল ফাহারিস ২/৯০৯–৯১০)

তালিবে ইলমদের দরসী কাজের জন্য বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। আর পরিপূরক অধ্যয়নের নিয়ম থাকলে তো আরও কিতাবের প্রয়োজন হবে। আজকাল এ দু'ধরনের কিতাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ বিষয়ে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা ব্যাপক হচ্ছে। অথচ সহায়ক ও পরিপূরক অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও কিতাব নির্বাচনের মানদণ্ড সামনে থাকা উচিত। সেই মানদণ্ড কী হবে– এ বিষয়ে এ মুহূর্তে আলোচনা করছি না। এখন শুধু এটুকু বলছি যে, যদি নিজের অধ্যয়ন সেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিংবা কাছাকাছি রাখতে হয় তাহলে নিজস্ব বিবেচনার উপর নির্ভর না করে আসাতিযায়ে কেরাম, বিশেষত নিজের তালীমী মুরব্বীর মাশোয়ারা অনুযায়ী কিতাব নির্বাচন করা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন এবং ইলমী সফরের প্রতি কদমে আমাদের রাহনুমায়ী করুন।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আদব
কেউ কি এই আদর্শ গ্রহণ করব?

Free © www.eelmweekly.com

বড়রা থাকা অবস্থায় ছোটরা হাদীস কিংবা মাসআলা বয়ান করবে না– এটি একটি সর্বজনবিদিত ইলমী আদব। তাহলে বড়দের বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ছোটরা যদি নিজেদের আলাদা মসনদ তৈরি করে তাহলে তা কেমন হবে? অথচ এটাই এখন বেশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমাদের অনুসরণীয় পূর্বসূরীদের মধ্যে এ রীতি ছিল না। তারা দাওয়াত-তালীম, দরস-তাদরীস এবং এ ধরনের (ইফাদামূলক) কাজকর্ম তখনই শুরু করতেন যখন বড়রা তাদেরকে শুরু করার আদেশ দিতেন। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছি।

খতীব বাগদাদী প্রণীত 'আলজামি লিআখলাকির রাবী ওয়া আদবিস সামি' সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। কিতাবটি বেশ কিছু দিন আগেই ড. মাহমুদ তহহান এর তাহকীকের পর প্রকাশিত হয়েছে। এ কিতাবের প্রথম খণ্ডে এ সম্পর্কিত কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে, যার শিরোনামগুলো হচ্ছে–

١ – مَنْ كَرِهَ الرِّوَايَةَ بِبَلَدٍ فِيْهِ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ.

٢– مَنْ كَرِهَ التَّحْدِيْثَ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَسَنُّ أَوْ أَعْلَمُ مِنْهُ.

٣ – مَا قِيْلَ فِيْ طَلَبِ الرِّئَاسَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَذَمِّ الْمُثَابِرِ عَلَيْهَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقِّهَا.

এই অধ্যায়গুলোতে এমন অনেকগুলো ঘটনা রয়েছে যেগুলো পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এর মধ্যে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (১৫৮–২৩৩ হিজরী) রহ. এর একটি ঘটনা রয়েছে। তিনি বলেছেন–

إِذَا حَدَّثْتُ بِبَلْدَةٍ فِيْهَا مِثْلُ أَبِيْ مُسْهِرٍ، فَيَجِبُ لِلْحَيَاتِيْ أَنْ تُحْلَقَ.

অর্থাৎ যে শহরে আবু মুসহির আবদুল আলা আদ দিমাশকী (১৪০–২১৮ হিজরী)-এর মতো মুহাদ্দিস রয়েছে, সেখানে যদি আমি হাদীস বর্ণনা করি

Free © www.eilmweekly.com

তাহলে আমার দাড়ি মুণ্ডিয়ে দেয়া উচিত। ইমাম ইবনে মায়ীন (রহ.)-এর এ কথাটি বর্ণনা করেছেন মুহাদ্দিস আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী। তিনি তা বর্ণনা করার পর বলেন, 'আমি যদি ওই শহরে হাদীস বয়ান করি যে শহরে আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবনে আম্মার রয়েছেন তাহলে আমার দাড়ি মুণ্ডিয়ে দেওয়া উচিত।' (আলজামি ১/৩১৯; ফাতহুল মুগীছ ৩/২৪১)

জরহ-তাদীলের কোনো ইমামের কাছে তালিবে ইলমরা দরখাস্ত করেছিল যে, 'জুয়াফা' সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করুন। তিনি বললেন, 'ইমাম উকায়লী রহ.কে আমার লজ্জা হয়। তিনি 'আযযুয়াফাউল কাবীর' লিখেছেন। তার এ কিতাব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমি এ বিষয়ে কীভাবে লিখি?'

ইমাম দারাকুতনী (৩০৬–৩৮৫ হিজরী) এর কাছে মুহাদ্দিস হামযা আসসাহমী দরখাস্ত করলেন যে, আপনি 'যুয়াফা' সম্পর্কে কিতাব লিখুন। তিনি বললেন, তোমাদের কাছে কি ইমাম ইবনে আদী এর কিতাব 'আল কামিল ফী যুয়াফাইর রিজাল' নেই? প্রস্তাবকারী বললেন, জী হাঁ, আছে। দারাকুতনী (রহ.) বললেন, তাহলে সেটাই যথেষ্ট।' (তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ ৩/৯৪১)

মোটকথা সালফে সালেহীনের সাধারণ রীতি এই ছিল যে, তারা উস্তাদগণের অনুমতি ছাড়া কর্মের ময়দানে পা রাখতেন না। যে কাজের জন্য যিনি যোগ্য সে কাজ তার জন্যই ছেড়ে দিতেন অন্যরা সেখানে ঝামেলা সৃষ্টি করতেন না। যে বিষয়ে কোনো কাজ হয়েছে কিংবা পূর্ব থেকে করা আছে সে বিষয়ে কিছু করার আগে চিন্তা করতেন যে, এ প্রসঙ্গে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি না এবং আমার এ কাজের মাধ্যমে বিশেষ কোনো শূন্যতা পূরণ হবে কি না, না শুধু নামের তালিকাই দীর্ঘ হবে।

বড়দের ছায়ায় থেকে কাজ করতে অনীহা

আজকাল ইলমের অঙ্গন থেকে এ আদব তিরোহিত হচ্ছে। সালাফের মধ্যে অনুসৃত কিংবা সালাফ থেকে বর্ণিত রীতি-নীতির পরিবর্তে ইলমের অঙ্গনে এখন স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রবণতা ব্যাপক হচ্ছে। বড়দের ছায়ায় কাজ করা অনেকের কাছেই আজ আর পছন্দনীয় নয়। তাদের ধারণা 'এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রত্যেককে নিজের পায়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন এবং নিজের আলাদা দোকান খোলা প্রয়োজন।'

আমার ওই ভাইদের এটা জানা নেই যে, অনেক দ্বীনী কাজ, বিশেষত ইলম ও তাহকীকের অঙ্গনে দীর্ঘ ও নির্ভরযোগ্য কাজ সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া সাধারণত

Free ® www.eqilm.weebly.com

সম্ভব হয় না। আর সম্মিলিত কাজের পন্থাই এই যে, অনেক প্রতিভাশালী একত্রে কাজ করবে এবং নিজেদের মধ্যে একজনকে আমীর নির্বাচন করবে। হতে পারে তিনি তাদের সকলের উস্তাদ, কিংবা কোনো বিশেষ বিষয়ে তার অগ্রগণ্যতা রয়েছে। তার অধীনে সবাই কাজ করবে। এই পদ্ধতিই সালাফের যুগ থেকে প্রচলিত।

প্রত্যেক প্রতিভাশালী স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করা এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কর্মের সূচনা করা এটা সালাফের যুগে ছিল না। যুক্তি-বিবেচনাও বলে যে, এই পদ্ধতি সঠিক নয়। আর অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় যে, এতে শক্তি ও যোগ্যতার অপচয় হয়। আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার পেছনেই অধিকাংশ সময় কেটে যায়। আর তেমন উল্লেখযোগ্য ফলাফলও প্রকাশ হতে দেখা যায় না। ইল্লা মাশাআল্লাহ।

বর্তমান সময়ের দুঃখজনক বাস্তবতা শুধু এটুকুই নয় যে, প্রত্যেক প্রতিভা কর্মের স্বতন্ত্র অঙ্গন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী; বরং ব্যাধি আরো গভীরতর। এখন তো যোগ্য-অযোগ্য সকলেই নিজেকে যোগ্য ভাবতে আরম্ভ করেছে।

সালাফের অনুসৃত পথ

সম্মিলিত পরিশ্রম সার্থক হওয়ার জন্য এবং নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে তা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই অনুসৃত ছিল। আমি এখানে শুধু আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের দৃষ্টান্ত পেশ করব।

চার মুজতাহিদ ইমামের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট সঙ্গীরা 'মুজতাহিদে মুতলাক' ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র 'মাদরাসাতুল ফিকহ' পত্তন করার মতো যোগ্যতা ছিল। কিন্তু তারা তাদের রঈসের জীবদ্দশায় তার অধীনেই কাজ করে গেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর নিজের ঘটনা শুনিয়েছেন যে, আমি দশ বছর পর্যন্ত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছি। এক সময় চিন্তা এল, আমি আলাদা মজলিস প্রতিষ্ঠা করি না কেন? একদিন সন্ধ্যায় এ উদ্দেশ্যে মসজিদেও গিয়েছিলাম, কিন্তু মনকে মানাতে পারলাম না। উস্তাদের মজলিসেই ফিরে আসলাম। এদিকে ঘটনাক্রমে বসরায় তাঁর এক আত্মীয় ইন্তেকাল করেন। তিনি আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত করে বসরা চলে যান। তাঁর প্রস্থানের পর মজলিসে নতুন নতুন প্রশ্ন আসতে লাগল, যেগুলোর উত্তর আমি হাম্মাদ (রহ.)-এর কাছ থেকে ইতোপূর্বে শুনিনি। আমি উত্তর দিতাম এবং

Free © www.e-ilm.weebly.com

সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখতাম। দুই মাস পর হাম্মাদ ফিরে এলেন। আমি উত্তরগুলো তাঁকে দেখালাম। প্রায় ষাটটি উত্তর ছিল। তিনি বিশটি উত্তরে দ্বিমত প্রকাশ করলেন।

'এ ঘটনার পর আমি সংকল্পবদ্ধ হয়ে গেলাম যে, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যেই থাকব।'

ইমাম ছাহেব (রহ.) উস্তাদের মৃত্যু পর্যন্ত (১২০ হিজরী) তার সোহবতে ছিলেন। এভাবে সর্বমোট আঠারো বৎসর তিনি উস্তাদের সোহবত গ্রহণ করেন।

(তারীখে বাগদাদ ১৩/১৩৩; তাহযীবুল কামাল)

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর ঘটনাও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। একবার তিনিও সময়ের আগেই মজলিস কায়েম করেছিলেন। ইমাম ছাহেব এক ব্যক্তিকে প্রশ্নকারী বানিয়ে পাঠালেন। ইমাম ছাহেবের শেখানো পদ্ধতিতে তিনি আবু ইউসুফ (রহ.)কে প্রশ্ন করেন এবং তাঁর জওয়াব অশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেন। এতে আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম ছাহেবের মজলিসে উপস্থিত হন। ইমাম ছাহেব তাকে লক্ষ্য করেন বলেন–

تَزَبَّبْتَ قَبْلَ أَنْ تُحَصْرِمَ.

'সবেমাত্র আঙ্গুর হওয়া শুরু হল আর তাতেই কিসমিস বনে গেলে!'

আরো বললেন–

مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَغْنِيْ عَنِ التَّعَلُّمِ فَلْيَبْكِ عَلٰى نَفْسِهِ.

'যে মনে করে, তার আর শেখার প্রয়োজন নেই সে যেন নিজের জন্য ক্রন্দন করে।' (তারীখে বাগদাদ ৩/৩৪৯; আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর ইবনে নুজাইম, আদাবুল ইখতিলাফ; শায়খ মুহাম্মদ আউয়ামা পৃষ্ঠা ৫৭–৫৯)

শেষে আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করে তাঁর তত্ত্বাবধানে ফিকহে ইসলামীর তাহকীক ও তাদবীনের কাজে মগ্ন থেকেছেন।

সালাফে সালিহীনের এই কর্মনীতির সুফল হল, এতে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় কাজ অধিক পরিমাণে হয় এবং পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতার সঙ্গে হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে অন্যদিকে উস্তাদ ও মুরব্বীর প্রতি নাশোকরী করা থেকেও বেঁচে থাকা যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم

তালিবানে ইলমে নবুওয়তের প্রতি কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা

[মুআসসাসাতু আবনাইল মারকায-এর প্রথম মজলিস ২৯ রবিউল আউয়াল ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ২০ মে ২০০৪ ঈসায়ী তারিখে পেশকৃত।]

'মু'তামারু আবনাইল মারকায' প্রথম মজলিস উপলক্ষে মারকাযের আসাতিযায়ে কেরামের পক্ষ থেকে মারকাযের সন্তানদের প্রতি এই নির্দেশনা ও কর্মপন্থা দেওয়া হচ্ছে। যা সুচিন্তিত কোনো দীর্ঘ বয়ান বা একেবারে গোছালো কোনো প্রবন্ধ নয়; বরং বিক্ষিপ্তভাবে 'জেহেনে' আসা একটি সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি মাত্র। এর উদ্দেশ্য শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অবশ্য এগুলো যে জরুরি বিষয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে এ নির্দেশনা গ্রহণ করে উল্লেখিত কর্মপন্থা অনুসারে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ব্যক্তিগত সংশোধন ও উন্নতির চিন্তা এবং এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে গ্রহণীয় পদক্ষেপসমূহ

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নিজের সংশোধন ও উন্নতির ফিকির করা। কেননা দ্বীনী বিষয়ে সবার আগে নিজের দিকেই নজর ফেরানো কর্তব্য। সম-সাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে শুধু মত প্রকাশের চর্চা এবং বিরাজমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এমনকি (এ বিষয়ে কোনো সংকল্প ও কর্ম-পরিকল্পনা না থাকা) সত্ত্বেও শুধু সমস্যার মুখরোচক আলোচনা নিঃসন্দেহে একটি অনর্থক কাজ। তেমনি বৃহত্তর পরিসরে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাবিদ সেজে নিজস্ব ক্ষেত্র ও সামর্থ্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে উদাসীন থাকা খুবই খারাপ বিষয়।

মোটকথা প্রত্যেকের প্রথম কর্তব্য হল, নিজের সংশোধন ও উন্নতির চিন্তা করা। নিম্নোক্ত সকল বিষয়েই উন্নতির প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

Free © www.eilm.weebly.com

Free@www.-ilm.weebly.com

ক. আকীদাগত দিক

বর্তমান ফেতনার যুগে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং রুচি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞান ও পরিপক্ক ধারণা অর্জন করা এবং এর ওপর অটল-অবিচল থাকা ফরয। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ইলমের দৃঢ়তা বা যুহদ ও তাকওয়ার কমতির কারণে আজকাল কওমী মাদরাসারও বহু ফাযেল নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করছেন এবং মাসলাক থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। প্রতিদিন নতুন নতুন গোমরাহী সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। পথভ্রষ্ট লোকেরা প্রাচীন ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বহু গোমরাহীপূর্ণ মতাদর্শ নতুন ও আকর্ষণীয় আঙ্গিকে ইতিবাচক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করছে। এ পরিস্থিতিতে অন্যদের সাথে মাসলাকে দেওবন্দের (যা পাক-ভারত-বাংলায় মাসলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতেরই অপর নাম) সাথে সম্পৃক্ত আলেমগণও বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এজন্য আগের চেয়েও অনেক বেশি সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করা সময়ের দাবি। পর্দার আড়ালের মূল বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো অস্পষ্ট আহ্বানে সাড়া না দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। ইদানিং কত আন্দোলন এবং কত পার্টি যে বেনামে বা আকর্ষণীয় নামে আত্মপ্রকাশ করছে তার ইয়ত্তা নেই। আলেমদের নতুন প্রজন্মকেই এদের আহ্বানে অধিক প্রভাবিত হতে দেখা যাচ্ছে, অথচ বিবেকের দাবি এই ছিল যে, যে কোনো দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার আগে তার নীতিমালা ও কর্মসূচি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উসূলের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, দূরদর্শিতা ও ইলমের গভীরতা না থাকার কারণে কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়াই এসব আহ্বানে সাড়া দেওয়া হচ্ছে।

এ জাতীয় নতুন নতুন আহ্বানের স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে মনে রাখার মতো ছোট কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি এই যে, সম-সাময়িক উলামা-মাশায়েখের দ্বীনী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে অনাস্থা প্রকাশ অর্থাৎ তাদেরকে দ্বীনের বিষয়ে স্থূল জ্ঞানী বা স্বল্প প্রজ্ঞার অধিকারী মনে করা এবং উম্মাহর স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গের প্রতি গোমরাহী, ফিসক ইত্যাদির অভিযোগ আরোপ করা যে দল বা আন্দোলনের চিন্তার অন্তর্ভুক্ত, সে আন্দোলন বা দল কোনোভাবেই হক হতে পারে না।

আর যদি তাতে সাহাবা-তাবেয়ীন-তাবে তাবেয়ীনের সম্পর্কে কিংবা তাঁদের কোনো একজনেরও সম্পর্কে (নাউযুবিল্লাহ) মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার অভিযোগ থাকে

Free ® www.eelm.weebly.com

তবে তো এ আন্দোলনের ভ্রষ্টতার বিষয়ে কোনো ধরনের সন্দেহও থাকা উচিত নয়।

উপরোক্ত দুটি আলামত একদিকে যেমন স্পষ্ট অন্যদিকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সিদ্ধান্তমূলক। এর কোনো একটি আলামতের মাধ্যমে যদি কোনো আন্দোলন বা দলের দাওয়াতের ব্যাপারে আপনার মনে অনাস্থা সৃষ্টি হয় তবে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যখন এদের স্বরূপ সামনে এসে যাবে তখন দেখবেন এই আলামত দু'টি অতি কাজের জিনিস ছিল এবং আলামত হিসেবে একদম সঠিক ছিল। এজন্য এই আলামতের কোনো একটি কোনো আন্দোলন বা দলের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য বাড়তি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সময় ক্ষেপণ করা উচিত নয়।

বলাবাহুল্য, জরুরিয়্যাতে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ কোনো বিষয়কে অস্বীকার বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের স্বীকৃত বিষয়াবলিকে সরাসরি অস্বীকারের উপর কোনো দল তাদের দাওয়াতের ভিত্তি স্থাপন করে না। কেননা, এতে প্রথম পর্যায়েই তাদের প্রকৃত রূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়বে। এরপর যদি কোনো দল বা দাওয়াতের মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তবে তার বিষয়টা তো একদম স্পষ্ট। এরপরও কোনো আলেমের প্রতারিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا، وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰاحِمِيْنَ.

খ. আমলগত দিক

এ বিষয়ে হাদীস শরীফের নির্দেশনা–

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ.

হারাম থেকে বাঁচো সবচে বড় আ'বেদ হতে পারবে।

সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা, নাওয়াফেল, আযকার, আদইয়ায়ে মাছুরাহ ও দরূদ শরীফের ব্যাপারে আমলীভাবে যত্নবান হওয়া সব ধরনের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি তাকবীনী শর্ত এবং এ বিষয়ে শরয়ী নির্দেশনাও বিদ্যমান রয়েছে।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً

আর তুমি কিছুতেই আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।

Free @ www.e-iqra.wordpress.com

তালিবে ইলমের জন্য দিনের শুরুতে চার রাকাআত নামায আদায় করা এজন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে, হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে–

يَا ابْنَ آدَمَ! اِرْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ.

বনী আদম! দিনের শুরুতে তুমি আমার জন্য চার রাকা'ত পড়ো। দিনের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো।

আর মাগরিবের পরে দুই-চার রাকাআত যা সম্ভব হয় আদায় করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত। মুহাম্মদ বিন নাসর মারওয়াযীর কিতাবের একটি মুরসাল বর্ণনায় একে সালাতুল আওয়াবীন নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাবির এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কোনো ওযরের কারণে শেষ রাতে জাগা সম্ভব না হলে শোয়ার আগে কিয়ামুল লাইলের নিয়তে দুই-চার রাকাআত নামায পড়বে।

এই সামান্য পরিমাণ নফল এবং সাথে ছয় তাসবীহের আমল এমন কিছু বেশি কাজ নয়, যা গাফেল প্রকৃতির মানুষের জন্যও বোঝা হতে পারে। তাই এই সামান্য আমলের ব্যাপারে অবশ্যই যত্নবান হওয়া উচিত। তেলাওয়াত, নাওয়াফেল, আযকার ও আদইয়ায়ে মাছুরাহ-এর মাধ্যমে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়, যা ইলমী ও আমলী উভয় ধরনের উন্নতির পক্ষেই সহায়ক। এ ছাড়া এসব আমল যে প্রত্যেক মুমিনের জন্য ইবাদত হিসেবেও করণীয়, তা তো বলাই বাহুল্য।

এ বিষয়ে হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.)-এর বয়ান 'আপ কোন হ্যায়, কিয়া হ্যায়, আপকা মানযিল কিয়া হ্যায়' (যা দীর্ঘদিন যাবত মারকাযের প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নিয়মিত পড়া হয় এবং ইতিমধ্যে তালিবে ইলমের 'রাহে মানযিল' নামে যা বই আকারে ছেপে এসেছে) প্রত্যেক ভাইয়ের বারবার পড়া উচিত।

গ. হুকুক আদায় করা এবং লেনদেনে স্বচ্ছতা

বিশেষত ইজতিমায়ী হকসমূহের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। মাদারিসের ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ও সাধারণ সম্পত্তি, নির্ধারিত সময়সূচি ও নিয়মাবলি এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও হকসমূহের ব্যাপারে সচেতন ও যত্নবান হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা চারপাশের পরিবেশ থেকে প্রভাবিত হয়ে এসব বিষয়ে আমাদের মধ্যেও যেন সামান্যতম অবহেলা বা শিথিলতা প্রবেশ না করে– এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরি।

Free © www.e-iqra.weebly.com

এ প্রসঙ্গে আমানতদারী ও হুকুক আদায় এবং লেনদেনে স্বচ্ছতার বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাতের নির্দেশনা এবং রিসালাতুল মুসতারশিদীন, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, তালীমুদ্দীন, ছাফাইয়ে মুআমালাত ইত্যাদি রচনায় উল্লেখিত আলোচনা এবং আকাবিরের জীবন-চরিত্র যথা আপবীতী, আকাবিরে দেওবন্দ ক্যায়া থে ইত্যাদিতে উল্লেখিত ঘটনাবলি সর্বদা মনে রাখা উচিত। বিশেষত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের নতুন তাজদীদী কিতাব– যিকির ও ফিকির অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত এবং এর আলোকে নিজের অবস্থা ও কর্মকে যাচাই করা উচিত।

এসব বিষয়ে শিথিলতা ও উদাসীনতার চলমান প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করা এবং নিজেকে দৃঢ়পদ রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। ইনশাআল্লাহ এতে চারপাশের পরিবেশেও ভালো প্রভাব পড়তে আরম্ভ করবে।

বলাবাহুল্য, ব্যক্তিগত বা সামাজিক সকল কাজের চেয়ে নিজ দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত 'হুকুকে লাযিমাহ' অপরিহার্য কাজগুলোই সর্বাধিক অগ্রগণ্য।

ঘ. তাযকিয়ায়ে নফস ও অন্তরের পরিশুদ্ধি

বিষয়টির গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। আর এর প্রয়োজনও সবার জন্যই। কিন্তু যারা ইলমের সাথে সম্পৃক্ত তাদের তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জিত হওয়ার জন্য তা শর্তও বটে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

কেবল পবিত্ররাই একে স্পর্শ করবে।

ইজতিমায়ী জীবন শান্তিময় বানানোর জন্য এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। কেননা ধৈর্য, বিনয় ইত্যাদি গুণ অর্জন করা এবং হিংসা-হাসাদ ও এ জাতীয় মন্দ প্রবণতা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা ইজতিমায়ী জীবনকে নির্বিঘ্ন করা এবং ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্য থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়।

এ বিষয়ে সর্বাধিক মুরাকাবা ও ইহতিমাম, তাওয়াজু', সবর ও শোকর, তাফয়ীজ-তাওয়াক্কুল অর্জন করা, যুহদ এবং উজব, হিংসা-দ্বেষ, দুনিয়ার লালসা ও মহব্বত ইত্যাদি থেকে অন্তরকে পবিত্র করার জন্য বিশেষভাবে ইহতিমাম করা উচিত।

Free © www.eqilm.weebly.com

এজন্য আল-আদাবুল মুফরাদ, রিয়াযুস সালেহীন, তাহযীবুল আখলাক ইত্যাদি কিতাবে উপরোক্ত বিষয়ে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো চিন্তা ও আমলের মধ্যে নিয়ে আসা উচিত। এ ছাড়া 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন', 'তাবলীগে দ্বীন', শরীয়ত ও তরীকত, 'বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত', আনফাসে ঈসা ইত্যাদি কিতাবের কোনো একটি থেকে 'আখলাকে হাসানা'র স্বরূপ ও আলামত আর তা অর্জনের পন্থা এবং 'রাযায়েল' এর স্বরূপ, আলামত ও তা থেকে অন্তরকে পবিত্র করার পদ্ধতি জানার জন্য মনোযোগ সহকারে আমলের নিয়তে মুতালাআ করা উচিত। এরপর সে অনুযায়ী নিজের কাজ-কর্ম, কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। যাতে ধীরে ধীরে 'রাযায়েল'-এর চিকিৎসা পূর্ণতায় পৌঁছে। পাশাপাশি যদি কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবত ও তাঁর পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ হয় (যা ইচ্ছা করলে এ যুগেও সম্ভব) তবে তো নূরুন আলা নুর।

তাযকিয়ায়ে নফস ও অন্তরের পরিশুদ্ধির বিষয়টি, বলা যায়, বর্তমান সময়ে শুধু কিতাবাদির শোভাবর্ধন করছে। কর্ম ও চরিত্রে এ বিষয়গুলো প্রতিফলিত করা আমাদের সবার জন্য অপরিহার্য। এ বিষয়ে রোগের অনুভূতি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যা আমাদের অনেকের মধ্যেই নেই। এ জন্য রাযায়েলের (মন্দ আখলাক) স্বরূপ ও আলামতগুলো জেনে নিজের কথা, কাজ, অবস্থা এবং অন্যের সাথে মেলামেশার সময়ের আচরণগুলো সূক্ষ্ম বিচার করে নিজের রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। যাতে চিকিৎসার ফিকির এবং এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

ঙ. আকাবির ও আসলাফের মেযাজের অনুসরণ

আকাবির ও আসলাফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে, আমরা শুধু তাঁদের নাম নিয়ে থাকি, তাঁদের রুচি ও বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা শত যোজন দূরে। আজ আমাদের মধ্যে তাঁদের মতো অধ্যয়নপ্রীতি কোথায়? তাঁদের তাহকীকের অনুরাগ, যাচাইয়ের মানসিকতা, ধীরতা ও স্থিরচিত্ততা, অন্তরের পরিশুদ্ধি ও তাকওয়া-পরহেযগারী, দায়িত্ব-সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতা, ইত্তিবায়ে সুন্নাত, নাওয়াফেল ও আযকারের প্রাচুর্য, দ্বীনী গায়রত ও নাহী আনিল মুনকার, মাদরাসার আসবাবপত্র এবং সময় ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি যা তাঁদের স্বভাবের অংশ ছিল তা আমাদের মধ্যে কোথায়?

যদি আমাদের আকাবির সালাফে ছালিহীনের বাস্তব নমুনা হয়ে থাকেন এবং তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধকে আমরা গৌরবের বিষয় মনে করে থাকি, তবে তাঁদের

Free @ www.eilm.weebly.com

উপরোক্ত গুণাবলি অনুসরণ করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য। আর তাদের সীরাত ও জীবনী সম্পর্কে অজ্ঞতা, নিজেদের গোয়ার্তুমি ও উদাসীনতা আর অনুভূতিহীনতাকে ইত্তিবায়ে আকাবিরের নাম দেওয়া আমাদের জন্য কোনোভাবেই উচিত নয়।

চ. আদাবে মুআশারা ও আখলাকে জাহেরার সংশোধন

আখলাকে জাহেরার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যবানের হেফাযত। যবানের গুনাহসমূহ, যার বিস্তারিত বিবরণ 'ইহইয়াউ উলূমিদ দ্বীন' বা 'তাবলীগে দ্বীন' প্রভৃতি কিতাবে উল্লেখিত আছে তা থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা অতি জরুরি। বিশেষত গীবত থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরি, যা আজকাল ব্যাপক রোগে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন যুক্তি ও কৌশলে আলিম, তালিবে ইলম, এমনকি পীর-মাশায়েখের হালকাতেও একে বৈধতার সনদ দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাআলাই হেফাজতের মালিক।

আলেমগণ বলেছেন, 'আদাবুল মুআশারা'র সারনির্যাস–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ.

মুসলিম সেই মুসলমান যার হাত ও যবান থেকে নিরাপদ।

হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। এর বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য আবুল হাসান মাওয়ারদী (রহ.)-এর 'আদাবুদ দুনয়া ওয়াদ দ্বীন', ইবনে মুফলিহ-এর 'আল আদাবুশ শরইয়্যা', হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর এই বিষয়ক রাসাইল, মাওয়ায়েজ ও মালফুযাত অধ্যয়ন করা উচিত। বুখারী (রহ.)-এর 'আল আদাবুল মুফরাদ' ও মাওলানা ইউসুফ কান্দলভী (রহ.)-এর 'হায়াতুস সাহাবা'ও (বিশেষভাবে আল বাবুল আশির) মৌলিক অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত।

মাদারিস ও মাসাজিদের দায়িত্বশীলদের জন্য আদাবে মুআশারা সম্পর্কে প্রখর ও বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করা এবং কার্যক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা অতি প্রয়োজন।

আসাতিযা, তালাবা এবং সঙ্গী-সাথীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, কার কী হক রয়েছে, তদ্রূপ সাধারণ মানুষ ও সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সাথে মেলামেশার আদব ও রীতি কেমন হবে, তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবাদি অধ্যয়নের পাশাপাশি আকাবির ও মুসলিহীনে উম্মতের এই বাক্য থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে–

Free © www.eilm.weebly.com

اَلسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ

ভাগ্যবান সেই যে অন্যের থেকে শিক্ষা নেয়।

কেননা, অন্যের যে কথা, কাজ ও আচরণ আমার জন্য কষ্টদায়ক হয়; আমার এ জাতীয় কথা, কাজ ও আচরণও অন্যের জন্য কষ্টদায়ক হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হল, শান্তিপূর্ণ ইজতিমায়ী জীবন যাপনের জন্য তিনটি জিনিসের কোনো বিকল্প নেই। উদাসীনতা পরিত্যাগ করা, তাওয়াজু' ও বিনয় অবলম্বন করা এবং আকলে সালীম ব্যবহার করা। এছাড়া অনর্থক কাজকর্ম পরিত্যাগ করা, দায়িত্ব বহির্ভূত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাজকর্মে হস্তক্ষেপ না করা, যে বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই– তা থেকে দূরে থাকা। দায়িত্বশীলদের প্রতি অনুগত থাকা, তাঁদেরকে সম্মান করা এবং না-হক, অনর্থক বা উল্লেখযোগ্য ফায়েদা ছাড়া তাদের সাথে বিতর্কে না জড়ানো, ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকা, বড়ত্ব ও উন্নাসিকতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি সবগুলোই হল 'আদাবুল মুআশারা'র অপরিহার্য বিষয়। অথচ দুঃখজনক সত্য এই যে, এসব বিষয়ে চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। আপনাদের কর্তব্য হল আপনারা এই প্রচলিত ধারার অনুগামী হবেন না।

জনসাধারণের সাথে আপনাদের আচরণ কেমন হবে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া শুধু তালিকা আকারে নিম্নে উল্লেখিত হল :

● আম মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবে না। অনেক সময় তারাই অধিক উত্তম ও অধিক পরহেজগার হয়ে থাকেন। এছাড়া এমনিতেও কোনো মানুষকে তুচ্ছ মনে করা, সে যে ধরনের মানুষই হোক না কেন, অবশ্যই নিন্দনীয়।

● কথা ও কাজে তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধারণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। كَلِّمُوْا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ এ উক্তিটি সবার জন্য। এর যথাযথ মর্ম অনুধাবনের জন্য ইমাম গাযালী (রহ.)-এর ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের 'কিতাবুল ইলম' অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

● তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

● তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না।

● সহজ, সুমধুর এবং শক্তিশালী বর্ণনার মাধ্যমে তাদের সংশয়-সন্দেহের অপনোদন করতে হবে।

Free © www.eilm.weebly.com

● কোনো বিষয়ে আলোচনার সময় খোঁচা দেওয়া, কটাক্ষ করা বা কষ্ট দেওয়ার পথ পরিহার করতে হবে। কেননা প্রত্যেক মুসলিমই ইজ্জত ও সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখে। তাছাড়া নসীহত ও উপদেশ দানের জন্য দয়া ও প্রজ্ঞা-এর ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত কোনো বৈধ পেশা বা বৈধ শিক্ষার নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। বৈধ শিক্ষার ভুল ব্যবহার বা ভুল পদ্ধতি, তদ্রূপ বৈধ পেশায় অত্যধিক নিমগ্নতা, যার ফলে ফরয বিধানও ছুটতে থাকে– এটা অবশ্যই ভুল। তবে হেকমত ও কৌশলের সাথে সে ভুল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। কোনো বৈধ পেশা বা বৈধ শিক্ষা সম্পর্কে যা পার্থিব জীবনের জন্য জরুরি এবং শরীয়তেও যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত, নিন্দা সমালোচনা করা কোনো সচেতন আলেমের কাজ হতে পারে না।

● দ্বীন বোঝাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো অশালীন উপমা দেওয়া কিংবা কোনো মন্দ পদ্ধতি অনুসরণ করা মোটেই উচিত নয়। কেননা মন্দ ও অশালীনতার প্রচার-প্রসার ঘটানো আমানত ও দ্বীনদারী পরিপন্থী কাজ। আর সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ শিক্ষিতদের বৈঠকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। নতুবা খোদ আলেমেরই বুদ্ধিহীনতা ও রুচিহীনতা প্রকাশ পাবে এবং তার ভদ্রতা ও শালীনতাবোধ প্রশ্নবিদ্ধ হবে। মনে রাখতে হবে, আম মানুষের বিচার-বুদ্ধি সম্পর্কে নীচু ধারণা পোষণ করা আত্মঘাতি হয়ে যেতে পারে।

● বর্তমানে গবেষক নামধারী প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের সাথে উপযুক্ত পন্থায় আলোচনায় বসা যেতে পারে– যদি মনে হয় যে, তাদের মধ্যে শোনার ও বিবেচনা করার অভ্যাস আছে। অন্যথায় তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই বাঞ্ছনীয়। মূলত এ ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত বাণীই প্রযোজ্য :

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا

বিশেষত যার সম্পর্কে বোঝা যায় যে, সে হটধর্মিতার বশবর্তী হয়েই প্রশ্ন করছে, তার পিছনে সময় ব্যয় না করা বাঞ্ছনীয়।

● তাদের থেকে বে-নেয়াজ থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণী সামনে রাখা জরুরি–

اِزْهَدْ فِيْ الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ، وَازْهَدْ فِيْمَا فِيْ أَيْدِيْ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ.

দুনিয়া থেকে মুখ ফেরাও আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন, আর মানুষের কাছ থেকে নির্মুখাপেক্ষী হও মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

● তাদের সমস্যা ও প্রবণতা এবং ভাষা ও পরিভাষা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, তারা আমাদের দয়া ও অনুকম্পার পাত্র, ঈর্ষার পাত্র নয়।

● ইলমের মর্যাদা এবং এর হুকুক ও আদাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এ বিষয়টাই সাধারণ মানুষের অন্তরে আলেমদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকার (যা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও কাম্য) অন্যতম উপায়।

● তাদের সাধারণ প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে রাখতে হবে। হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর 'আশরাফুল জাওয়াব' এ প্রসঙ্গে অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

● উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও সাধারণ শিক্ষিতদের মাঝে বহু ভুল ধারণা ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে তাদের অভিযোগ ও আপত্তির কোনো শেষ নেই। এর মধ্যে কিছু তো হল ভিত্তিহীন, যা বেদ্বীনী ও বদ-দ্বীনীর কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আর কিছু পয়দা হয়েছে মূর্খতার কারণে। কিন্তু এমন কিছু অভিযোগও রয়েছে যেগুলো যথার্থ; এগুলো এমন কিছু আলেমেরই ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে সৃষ্টি হয়েছে যারা ইলমের দাবি ও মর্যাদা এবং ইলমের আদব ও শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখে না এবং নিজেদের আখলাক-চরিত্রের উন্নতির দিকেও মনোযোগ দেয় না।

সাধারণ মানুষ ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা উঠলে হক্কানী উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা দ্বীনী দায়িত্ব। তবে এক্ষেত্রেও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তেমনিভাবে ধৈর্য ও প্রজ্ঞারও পরিচয় দিতে হবে। এই ব্যাখ্যা যেন এমন না হয় যে, কতক আলেমের সুস্পষ্ট বিচ্যুতিরও পক্ষাবলম্বন করা হল। কিংবা ব্যাখ্যার ভিত্তিটি খুবই দুর্বল বা বাস্তবতা বিরোধী হল যে, খোদ শ্রোতারাও এর দুর্বলতার দিক ধরতে পারে।

এসব বিষয়ের জন্য বিচক্ষণ আহলে ইলম এবং প্রজ্ঞাবান অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত এবং হযরত থানভী (রহ.) ও অন্যান্য আকাবিরের মালফুযাত ও মাওয়ায়েজ পড়া কর্তব্য।

ছ. ইলমের পরিপক্কতা ও 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' অর্জন

ইলমের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল 'অল্পেতুষ্টি' এবং 'আছা' ও 'ছাওফা' (পরে করব)-এর প্রবণতা। এর চেয়েও বড় প্রতিবন্ধক হল ইলমের

Free @ www.eilm.weebly.com

স্বরূপ তথা এর বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের মানসিকতা না থাকা।

আরেকটি বড় ব্যাধি হল, তাহকীক ও মুতালাআর জন্য প্রস্তুত না হওয়া। আবার শুধু প্রয়োজনের সময়ে প্রয়োজন পরিমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা। এটি ইলমের দৃঢ়তা ও তাফাক্কুহ পয়দা হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে যত্নবান হওয়া অতি জরুরি :

১. শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর 'ছাফাহাতুম মিন ছাবরিল উলামা', 'কিমাতুয যামান ইনদাল উলামা', মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী (রহ.)-এর 'না-বীনা উলামা' ইত্যাদি রচনায় উল্লেখিত ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা নিয়ে ইলমের অনুরাগ ও ইলমের জন্য জ্বালা পয়দা করা উচিত। এসব কিতাব থেকে সময়ের মূল্যায়নের শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি ধৈর্য ও অধ্যাবসায়ের শিক্ষাও গ্রহণ করা উচিত। এতে উল্লেখিত কিছু ঘটনা মানসপটে খোদাই করে নেওয়া উচিত। তাহলে যেমন সময় নষ্ট করার দুঃসাহস হবে না তদ্রূপ (যদি আল্লাহ তাআলা আকলে সালীম ও লজ্জাবোধ দান করে থাকেন) উপকরণের অপ্রতুলতা এবং বিভিন্ন অসুবিধা ও পেরেশানী ইলমের পথে বড় বাধা মনে হবে না।

২. 'মুতালাআ' শুধু দরস ও প্রয়োজনের মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মুতালাআর সকল প্রকারের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। যথা– (ক) দরসের জন্য মুতালাআ, (খ) সাময়িক প্রয়োজনের জন্য মুতালাআ, (গ) মওসুমী মুতালাআ, (ঘ) নিয়মিত মুতালাআ। এই মুতালাআর উদ্দেশ্য হবে ইলম তাজা রাখা ও তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জন করা এবং রূহের খোরাক যোগানো। (কুরআন, হাদীস, অতপর নির্বাচিত রচনাবলী, রাসাইল, মালফুযাত ও মাকতুবাতে আকাবির থেকে এ মুতালাআ অব্যাহত থাকবে) (ঙ) প্রচলিত ও সম্ভাব্য ফিতনাসমূহ মুকাবিলার জন্য মুতালাআ, নিজের ও সাধারণ মুসলমানের ঈমান-আকীদা সংরক্ষণের জন্য; অন্য ভাষায় :

يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ.

যারা এই দ্বীন থেকে প্রতিহত করবে চরমপন্থীদের হ্রাস-বৃদ্ধি, মূর্খ লোকের অপব্যাখ্যা ও বাতিলপন্থীদের অন্যায় হস্তক্ষেপ।

এর দায়িত্ব পালনের জন্য। (চ) বিষয়ভিত্তিক মুতালাআ (অজানা বিষয়াবলি বা একজন আলেমের জন্য যে সব বিষয় জানা অপরিহার্য তার তালিকা প্রস্তুত করে মুতালা'আ)।)

Free © www.eilm.weebly.com

এ সবের মধ্যে আসল প্রকার হল, 'নিয়মিত মুতালাআ' ও 'ফিতনাসমূহের মুকাবিলার জন্য মুতালাআ'। এর জন্য যতটুকু সময় হোক না কেন নির্ধারণ করতে হবে। এরপর অবস্থা ও ব্যস্ততার ভিত্তিতে যে দিন যে পরিমাণ সময় যোগ করা যায় আলহামদুলিল্লাহ।

মুতালাআর সর্বশেষ প্রকার অর্থাৎ অজানা ও অপরিহার্য বিষয়াদির তালিকা তৈরি করে সে অনুযায়ী মুতালাআ আরম্ভ করা খুব দরকার। চিন্তা করলে দেখা যাবে অনেক প্রয়োজনীয় ইলম ও ফনের ব্যাপারে (যার কিছু বিষয়ের অল্প কিছু কিতাব আমরা দরসে নেযামীর নির্ধারিত নেসাবে 'চেখেও' দেখেছি) বর্ণমালা পর্যায়ের প্রাথমিক জ্ঞানও আমাদের নেই। তদ্রূপ যে কোনো জরুরি ফনের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের হিসাব করা হলে দেখা যাবে আমাদের অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায়।

অজানা বিষয়াদির এক বিশাল অংশ বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয় মাসায়েল ও বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত যা থেকে অজ্ঞ থাকা সমাজে অবস্থানকারী একজন আলেমের জন্য কখনই শোভনীয় নয়। কেননা–

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ.

যে তার সমকালীন লোকদেরকে জানে না (তাদের কথা-কাজ বোঝে না) সে অজ্ঞ।

এসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে উল্লেখ করার পরিবর্তে এ বিষয়টি আপনাদের দায়িত্বে সোপর্দ করছি। একজন আলেমের জন্য অপরিহার্য বিষয়াদির একটি তালিকা এবং সেসব বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয় উৎস সম্বলিত একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করে পাঠাবেন। এরপর প্রয়োজন হলে তালিকাটি পূর্ণ করে অধ্যয়নের ক্রম ও ধারাবাহিকতা আপনাদের উস্তাদগণ নির্ণয় করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। গত কয়েক বছর যাবত 'আল মাওয়াদ্দুল ইযাফিয়া' শিরোনামে এ জাতীয় একটি তালিকা শিক্ষার্থীদেরকে প্রদান করা হয়। এ থেকেও কিছুটা সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

ইমাম শা'বীর কথা স্মরণ করুন :

اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ، فَمَنْ نَالَ مِنْهُ شِبْرًا شَمَّخَ بِأَنْفِهِ وَظَنَّ أَنَّهُ نَالَهُ، وَمَنْ نَالَ الشِّبْرَ الثَّانِيَ صَغُرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَنَلْهُ، وَأَمَّا الشِّبْرُ الثَّالِثُ فَهَيْهَاتَ، لَا يَنَالُهُ أَحَدٌ أَبَدًا. (أدب الدنيا والدين ص ٨١)

Free @ www.eilm.weebly.com

ইলম হলো মোট তিন বিঘত। যে তার এক বিঘত লাভ করে তার নাক ফুলে ওঠে। সে ভাবে, ইলম হাছিল করে ফেলেছে! আর যে দ্বিতীয় বিঘতও লাভ করে– নিজিকে তার ছোট মনে হয়। সে বুঝতে পারে, ইলমের কিছুই অর্জিত হয়নি! আর তৃতীয় বিঘত, সে বহুত দূরের ব্যাপার। কোন দিনই কেউ নাগাল পাবে না তার!

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.)-এর বাণী এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যার মর্ম হল, 'ইলম যত বাড়বে বিনয় ততই বৃদ্ধি পাবে। আর জাহালত যত বেশি হবে অহংকারও তত বাড়বে'। তাঁর এ বাণী থেকেও আমরা আমাদের ভয়ঙ্কর পর্যায়ের জ্ঞানহীনতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারি।

৩. সাধ্যমত তাসনীফ, দরসে হাদীস, দরসে তাফসীর, সাপ্তাহিক দরস ও মাসিক মুহাযারার ব্যবস্থা করা এবং এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। কেননা এতে বাধ্য হয়েই মুতালাআ ও তাহকীকের পরিধি বৃদ্ধি পেতে পারে।

৪. মারকাযের বা আপনার নিকটবর্তী কোনো মুহাক্কিক আলেমের সাথে পরামর্শ করে তাহকীকযোগ্য বিষয়াদির একটি তালিকা তৈরি করে বিশেষত সম-সাময়িক বিষয়াদির একটি তালিকা প্রস্তুত করে গুরুত্ব অনুপাতে ক্রমিক নম্বর দিয়ে এর উপর তথ্য সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যের আলোকে তাহকীক ও তানকীহের কাজ আরম্ভ করা উচিত। কেননা এতে অপরিহার্যভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন দেখা দেবে।

৫. দরসী কিতাবসমূহের কঠিন স্থানগুলো যা প্রতি বছর অস্পষ্ট রেখেই সামনে অগ্রসর হতে আমরা অভ্যস্ত, এক এক করে সেসব স্থান হল করার মানসিকতা তৈরি করা উচিত। এভাবেও বাধ্য হয়েই মুতালাআর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া যাবে।

৬. মুতালাআ, তাহকীক, তাসনীফ ও তালীফের ব্যাপারে কিতাবের অপর্যাপ্ততা বা কিতাব না থাকার অভিযোগ– কাজে প্রতিবন্ধক না হওয়া উচিত।

প্রথমত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীলগণকে আদবের সাথে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে আস্তে আস্তে কিতাব সংগ্রহ করতে থাকা। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক আলেমেরই একটি ছোটখাটো কুতুবখানা থাকা। এ উদ্দেশ্যে দুটি একটি করে কিতাব খরিদ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয়ত আশপাশের লোকদের নিকটে বিদ্যমান বিক্ষিপ্ত কিতাবসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। চতুর্থত উপরোক্ত কোনোটাই সম্ভব না হলে যে দু'একটি কিতাব আছে তা সম্বল

Free @ www.eilm.weebly.com

করেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। এটা শুধু সম্ভব তাই নয়; বরং অতি সহজ। শুধু আকলে সালীম ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন।

হযরত হাকীমুল উম্মত-এর শত শত রচনা রয়েছে অথচ তাঁর কুতুবখানায় বিদ্যমান কিতাবের সংখ্যা হয়তো তাঁর রচনাবলির চেয়েও কম হবে।

(জ) তায়াক্কুয ও যুগসচেতনতা

সাধারণভাবে সজাগ ও সচেতন হওয়া যদিও একটি স্বভাবগত গুণ কিন্তু তাতেও কাস্‌ব বা অর্জনের প্রভাব রয়েছে। সজাগ ও সচেতন ব্যক্তিবর্গের সোহবত অবলম্বন করা ও তাদের সাথে সম্পর্ক কায়েম করা এ বিষয়ে ফলদায়ক হয়ে থাকে। সালাফের মধ্যে যারা এসব গুণের অধিকারী ছিলেন তাঁদের জীবন-চরিত, মালফুযাত ও মাকতূবাত মুতালাআ করা উচিত এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয় ও নম্রতার সাথে দুআ করা উচিত।

যুগকে জানার দু'টি ভাগ রয়েছে। প্রথমত সাধারণ দ্বীনী প্রশ্ন ও সমস্যার জওয়াব দানের জন্য যে সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যকীয় বা সাধারণ মানুষের প্রশ্নাবলীর জওয়াব প্রদান করা যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা ফরয। এর একটি অংশ ইফতা বিভাগের নিসাবের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় এবং এর অপর বিশাল অংশ এমন, যার উপর দাওয়াত ও ইরশাদ এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী কলমী জিহাদ নির্ভরশীল। দ্বিতীয় ভাগ হল, যে সব বিষয়ে অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান না হলে সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে অপরিচিত বা বোবা হয়ে বসে থাকতে হয় অথবা তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হতে হয়। যথা– ভূগোল, ইসলামী ইতিহাস, সাধারণ ইতিহাস, সাধারণ বিজ্ঞান ও অন্যান্য কিছু সম-সাময়িক শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান। এই দুই বিভাগই অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং দু'টোর ব্যাপারেই ফকীহগণ বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ.

যদিও প্রথম বিভাগই তুলনামুলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত বাক্যটির মর্ম আলেমগণ এরূপ বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مُصْطَلَحَاتِ أَهْلِ زَمَانِهِ، وَمُعَامَلَاتِهِمْ، وَأَعْرَافَهُمْ، وَمُشْكِلَاتِهِمْ، وَحُلُوْلَ تِلْكَ الْمُشْكِلَاتِ فَهُوَ جَاهِلٌ.

Free@ www.eilm.weebly.com

যে তার যামানার লোকদের পরিভাষা, লেনদেন, রীতি-প্রথা এবং সংকট-সমস্যা ও সে সবের সমাধান জানে না সে জাহেল।

রুসূখ ফিল ইলম ও তাফাক্কুহ অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি

১. 'মাহিরে ফন' থেকে শিক্ষা গ্রহণ।

২. প্রচুর অধ্যয়ন।

৩. গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ একাধিকবার অধ্যয়ন। (সফাহাত মিন ছবরিল উলামা ১৯৭)

৪. গভীরভাবে অনুধাবন করে অধ্যয়ন।

৫. বিভিন্ন ধরনের অধ্যয়ন ও গ্রন্থ সংগ্রহ।

৬. অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ ও তাঁদের সাথে মত বিনিময় করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর উক্তিটি নিশ্চয়ই মনে আছে– 'বিলিসানিন সাউল ওয়া কালবিন আকূল'।

৭. ইলমের পিপাসা ও ইলমের জন্য বিলীন হওয়ার মানসিকতা।

৮. 'আহলে ফন'-এর দীর্ঘ সাহচর্য এবং অনুগত সোহবত।

৯. স্বভাবগত রুচি ও যোগ্যতা।

১০. আখলাকের পরিচ্ছন্নতা ও অন্তরের স্বচ্ছতা।

দাওয়াত প্রসঙ্গ

১. দাওয়াতী তাসনীফ ছাড়াও এ ব্যাপারে দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সাহায্য-সহযোগিতা, মাঝে মাঝে তাদের সাথে অংশগ্রহণ, মজলিসে দাওয়াতুল হক-এর সাথে সাহায্য-সহযোগিতা এবং তাদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, মসজিদসমূহে দরসে কুরআন, দরসে হাদীস-এর সিলসিলা [তবে যোগ্যতা অর্জিত হওয়ার পরে উসূল ও আদাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে] ওয়াজ-নসীহত, তালীম-তরবিয়তের জন্য ঘরোয়া মাহফিল, নিজ নিজ মাদরাসায় একটি সাপ্তাহিক মজলিস– যাতে হাদীস, সীরাত, হায়াতুস সাহাবা এবং আকাবিরের মালফুযাত শোনানো যেতে পারে।

ইমামত, খিতাবাত, আলোচনা ও মন-মানসিকতা গঠন, সতর্কতার সাথে [যদি যোগ্যতা থাকে তবে] প্রশ্নোত্তর পর্ব, এভাবে নিজস্ব ব্যস্ততার পাশাপাশি অন্যান্য দাওয়াতী কাজকর্মের জন্য চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে।

Free @ www.islamiwelly.com

ছুটির দিনগুলোর একাংশ দাওয়াতী কার্যক্রমে অতিবাহিত করা উচিত। কেননা অন্য সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে এ দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

২. 'উসূলুদ দাওয়াহ' বিষয়ক নির্ভরযোগ্য কোনো আরবী কিতাব এবং হযরত থানবী (রহ.)-এর রিসালাসমূহ বিশেষত মুফতী যায়েদ সংকলিত 'দাওয়াত ও তাবলীগ কে উসূল ও আহকাম' অবশ্যই মুতালাআ করা উচিত।

৩. একজন আলিমের জন্য দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হল, 'দাওয়াত বিসসীরাতিল হাসানাহ' বা দাওয়াত বিলহাল' অর্থাৎ নিজের সীরাতকেই অনুসরণীয় হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে কোনো কিছু বলা ছাড়াই শুধু আপনাকে দেখেই মানুষ সংশোধিত হতে পারে। এ বিষয়টি অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে। আহলে ইলমকে তা অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে তারা 'খায়রুল জুলাসা'-এর বাস্তব নমুনা হতে পারেন।

৪. দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাসমূহের জন্য প্রবন্ধ বা রচনা তৈরি করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতী কাজ। আল্লাহ তাআলা যদি কবুল করেন এবং তাওফীক দেন তবে আপনারাও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মারকাযের মাসিক পত্রিকাতেও লেখালেখির সুযোগ পাবেন ইনশাআল্লাহ। (আলহামদুলিল্লাহ, মাসিক আলকাউসারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এ সুযোগ করে দিয়েছেন।)

তাদরীস প্রসঙ্গ

এ ব্যাপারে কিছু পরামর্শ এই :

১. পাঠ্যসূচির মধ্যে কিছু উপযোগী ও উপকারী পরিবর্তন যদিও জরুরি কিন্তু যেহেতু বিষয়টি আপনাদের আয়ত্বাধীন নয়, তাই আপনারা এর পিছনে পড়বেন না। তাছাড়া কোনো বিষয়ে পরিবর্তন সাধনের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল, পরিবর্তনটিকে ফলদায়ক বানানো। পূর্বের ত্রুটি দূর করা এবং নতুন কোনো ত্রুটি যাতে সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করা। পরিবর্তনের কথা বলা সহজ কিন্তু সেই পরিবর্তনকে ফলপ্রসূ বানানো অত্যন্ত কঠিন। যার মধ্যে এ বিষয়ের যোগ্যতা বা উপযুক্ততা নেই তার জন্য দায়িত্বশীল হওয়ার পরও পুরনো পরীক্ষিত পন্থাই অনুসরণ করা উচিত।

২. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শিক্ষাদান পদ্ধতি সহজ থেকে সহজতর করা এবং যুগচাহিদা অনুযায়ী এতে নতুনত্ব আনয়নের চেষ্টা করা। এজন্য উস্তাদকে শিক্ষার্থীদের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করতে হয়। আরামপ্রিয় উস্তাদগণ এ

Free © www.eilmweekly.com

জন্য প্রস্তুত হতে চান না। কোন বিষয়টি কীভাবে পড়াতে হবে এবং কোন কিতাব কীভাবে পাঠদান করতে হবে, ছাত্রগড়ার পন্থা কী, ব্যক্তি নির্মাণ কীভাবে হবে– এসব বিষয় এই সংক্ষিপ্ত তালিকার আলোচ্য বিষয় নয়। এজন্য তরবিয়াতুল মুদাররিসীন-এর কোনো কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা উচিত, যার পরিচালকগণ আকলে সালীমের অধিকারী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন এবং এ ধরনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সোহবত ও তাদের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি।

'আদাবুল মুআল্লিমীন' ও 'তরীকায়ে তাদরীস' বিষয়ক আসলাফ ও আকাবিরের রচনাবলি, বিশেষত পরবর্তী ও বর্তমানের আকাবিরের রচনাবলি, যথা– হযরত থানবী (রহ.), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী (দা. বা.), মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা. বা.), মাওলানা নূরে আলম খলীল আমীনি (দা. বা.) প্রমুখের রচনাবলি অবশ্যই পাঠ করা উচিত। মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর ছোট্ট পুস্তিকা 'আপ দরসে নেযামী কী কিতাবেঁ কেয়সে পড়হায়েঁ'-এ বিষয়ে উত্তম রাহনুমায়ী করতে পারে। তাঁর অপর রচনা 'হামারা তালীমী নেযাম'-এর মধ্যেও পাঠদান-পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো আলোচনা রয়েছে।

৩. তালিবে ইলমদের তাকরার, মুতালাআ ও তামরীনী কাজসমূহের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া শুধু নিয়মের দায়িত্ব পালন দিয়ে ছাত্র গড়ার কাজ হয় না।

৪. যকী ও আলা-মুতাওয়াসসেত ছাত্ররাই মনোযোগপ্রাপ্তির অধিক হকদার। তারা পরীক্ষায় নম্বর পেয়ে যায় শুধু এজন্য তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক নয়; বরং যে শ্রেণীতে যে বিষয়ের যেই কিতাবটিতে একজন যকী বা আ'লা-মুতাওয়াসসেত ছাত্রের যে পরিমাণ যোগ্যতা অর্জিত হওয়া কাম্য এবং রচনা ও লিখনীর যে পরিমাণ পরিপক্কতা যেই শ্রেণীতে অর্জিত হওয়া উচিত, তা তার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে কি না এর খোঁজ-খবর রাখা একজন দায়িত্বশীল মুদাররিসের অবশ্য কর্তব্য। এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তাম্বীহ্, আমলী নির্দেশনা এবং সেই অনুযায়ী কাজ উসূল করা এবং দুর্বলতার কারণ চিহ্নিত করে তার সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও একজন শফীক উস্তাদের দ্বীনী ও আখলাকী দায়িত্ব।

পিছনের যুগের সচেতন ও রুচিশীল মুদাররিসগণ পাঠদানকে সহজতর করার জন্য তালাবা ও পরিবেশের অনুকূল কিতাব রচনা করতেন। কখনও তা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হত এবং কখনও সহযোগী বইয়ের কাজ দিত। ছদরুশ শরীয়া, মুল্লা জামী, মাওলানা আবদুল হালীম, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা

Free © www.eilm.weebly.com

আবদুল্লাহ প্রমুখ আলেমগণের ঘটনাবলি সবারই জানা রয়েছে। এই ধারাটি বর্তমান সময়েও চলমান রয়েছে। হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা. বা.), মাওলানা আনওয়ার বদখশানী এবং হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন (রহ.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে দেখুন, এমন বহু নজীর আপনারা পেয়ে যাবেন।

৫. এক কিতাব একাধিকবার পড়ানোর সুযোগ হলে দ্বিতীয় বার পড়ানোর সময় এর মুতালাআ হ্রাস পেয়ে যায়। তৃতীয় বারে তো প্রায় 'নাই' হয়ে যায়। অথচ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পড়ানোর জন্য শুধু কিতাব 'হল' করা ছাড়াও উপস্থাপন ও পাঠদান পদ্ধতির উন্নতির জন্যও মুতালাআ অব্যাহত রাখা উচিত। প্রথম বছর কিতাবের কোনো একটি শরাহ মুতালাআ করা হলে দ্বিতীয় বছর অপর আরেকটি শরাহ মুতালাআ করা উচিত। যে সব কঠিন স্থান গত বছর 'হল' হয়নি তা এ বছর 'হল' করা উচিত। সবকিছু হয়ে গেলে ফনের ঐ কিতাবটির স্থলে প্রয়োজন হলে বা সহযোগী বই হিসেবে বা পরবর্তীতে পড়ানোর জন্য আরেকটি কিতাব রচনা করা উচিত। যার পক্ষে তা সম্ভব নয় তিনি সেই সময়টুকু তালিবে ইলমের পিছনে বা নিয়মিত মুতালাআয় ব্যয় করতে পারেন। অনর্থক বা কম ফায়েদার কাজে মূল্যবান সময় ব্যয় না করা উচিত।

৬. اَلتَّعْرِيْفُ بِالْفَنِّ وَالْكِتَابِ وَالْمُصَنِّفِ এর আলোচনা সাধারণত প্রথাগত, ভাসা ভাসা ও তাকলীদী হয়ে থাকে। তাখাসসুসের কতক ফাযেলও এ ব্যাপারে অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করে থাকেন। অথচ এসব বিষয়ে পরিপূর্ণ তাহকীক ও তানকীহ করে একটি মুহাক্কাক, মুনাক্কাহ ও জামে' রচনা প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং তালিবে ইলমদেরকে বেশি থেকে বেশি বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত করা যেতে পারে।

৭. মুসান্নিফীনের 'তাসামুহাত' বর্ণনা করার সময় সর্বপ্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হল, ভুলটি আসলেই ভুল কি না– তা যাচাই করা। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা ইলমী আমানতদারির পরিপন্থী হওয়া ছাড়াও কখনও কখনও তা লজ্জারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যদি ভুলটি প্রকৃতপক্ষেই ভুল হয় এবং পূর্ববর্তীদের কেউ তা উল্লেখও করে থাকেন তবে নিতান্ত আদবের সাথে তারই উদ্ধৃতিতে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এতে তর্ক-বিতর্কের সূচনা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং বিষয়টি আহকামে শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট না হলে চুপ থাকারও সুযোগ রয়েছে।

Free © www.e-iqra.weebly.com

কোনো বিশেষ মজলিসে ইনসাফপছন্দ ও সমঝদার ব্যক্তিদের সামনে শুধু মতামত প্রকাশের ভঙ্গিতে তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

كَلِّمُوْا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ এই মূলনীতিটি সর্বদা সামনে রাখা উচিত। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.)– ভুল প্রমাণিত হলে সুস্পষ্টভাবে তা বলে দেওয়ার এবং অযথা কথার মারপ্যাচ ও তাবীল না করার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনর্থক তাবীল করার অভ্যাস গড়ে উঠে। তবে এ নির্দেশনা মোতাবেক আমল করার জন্য মুদাররিসের পর্যায়, তালিবে ইলমের ধারণক্ষমতা, পরিবেশের সহনীয়তা ও ভুলের ধরণ ইত্যাদি সব বিষয়েই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

৮. উপরের শ্রেণীর তালিবে ইলম যদি যোগ্যতাসম্পন্ন হয় তবে মূল বিষয় ও সীমার মধ্যে থেকে ইলমী মুনাকাশার সুযোগ তো আছে, তবে যে ভুল ব্যাপকভাবে মুদাররিসগণের মধ্যে প্রচলিত তা সংশোধনের জন্য এবং এ ব্যাপারে দরসে আলোচনা করার জন্য অত্যন্ত উঁচুমানের 'আকল' এবং অতি উন্নত যোগ্যতার প্রয়োজন। বিশেষত নতুন মুদাররিসগণের জন্য এ ব্যাপারে অতি সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ রাখা জরুরি।

এ ব্যাপারে কখনও যুফার বিন হুযাইল (রহ.)-এর পথ অবলম্বন করা উচিত, যা তিনি বসরায় ফিকহে হানাফী প্রচারের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছিলেন। কখনও নিজে না বলে তালিবে ইলমদের বোঝার জন্য (উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের সাথে বা নাউযুবিল্লাহ আসাতিযায়ে কেরামের পিছনে পড়ার জন্য নয়) তথ্যাবলি জোগাড় করে দেওয়া যেতে পারে। কখনও প্রসিদ্ধ মতটি শোনানোর পর সহীহ মতটি একটি সম্ভাবনা বা অজানা কোনো ব্যক্তির মতামত হিসেবে কিন্তু অত্যন্ত দলীলপূর্ণ ও মজবুত আঙ্গিকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এরপর বলে দেওয়া যেতে পারে যে, এ বিষয়ে একটি অপ্রসিদ্ধ তাহকীক এই। তোমাদের মুতালাআ আরো বিস্তৃত ও গভীর হলে তোমরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে। এখন এ বিষয়টি নিয়ে কারো সাথে তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নেই। কেননা, অপর মতটিও তো অনেক বড় বড় ব্যক্তিরাই গ্রহণ করেছেন।

মোটকথা, যে ভুলের আলোচনা যেভাবে করা সমীচীন সেভাবেই তা করা উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন পর্যালোচনাটি হজম করানো যায় এবং হৈ চৈ থেকে বিরত থাকা যায়।

সকল ভুল একই কিতাবে, একই বছর একই ব্যক্তি ধরিয়ে দেবেন তা জরুরি নয়। কোনো কোনো ভুলের ব্যাপারে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুপ থাকারও সুযোগ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আদব ও বিনয়ের প্রতি

Free@www.eIlmWeebly.com

সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যার ব্যাপারে পর্যালোচনা হচ্ছে বা যাদের এই তাহকীকটি জানা নেই, তাদের প্রতি সামান্যতম তাচ্ছিল্যের ভাবও যেন প্রকাশিত না হয় এবং এই আদবপূর্ণ বিনয়ী আলোচনার পর খামুশ হয়ে যাওয়া উচিত। বিষয়টি মানানোর চেষ্টা করা উচিত নয়, অন্যের সাথে বিতর্কের পথ অবলম্বন করা তো দূরের কথা।

এক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ফিকহী ইখতেলাফী মাসআলা আলোচনার ক্ষেত্রে উপস্থাপনা সাবলীল ও সুচিন্তিত হওয়া উচিত। 'রাজেহ' ও 'মারজূহ' মত আলোচনা করার সময় গলত উপস্থাপনার কারণে কোন তালেবে ইলমের মনে এমন ধারণা যেন সৃষ্টি না হয় যে, অমুক ইমাম এই সহজ ও স্পষ্ট বিষয়টি বুঝলেন না? বা মা-লা বুদ্দা মিনহু ও কুদূরীর তালেবে ইলমের জেহেনে এমন ধারণা জন্ম না নেয় যে, ইমামরা কি শুধু ইখতেলাফই করেন। তাকে তার মেধা অনুসারে ইখতেলাফের কারণ ও আদাবুল ইখতেলাফ বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে মুদাররিস ও ওপরের জামাতের তালেবে ইলমদের শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা রচিত আদাবুল ইখতেলাফ ও আসারুল হাদীসিশ শরীফ মুতালাআয় থাকা জরুরি। তালেবে ইলমকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এগুলো ইজতিহাদী ইখতেলাফ। সবাই তাঁর ইজতেহাদের ভিত্তিতে যে মতকে অধিক সঠিক ও দলিলসিদ্ধ মনে করেছেন সে মতকেই গ্রহণ করেছেন। সবার মতের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল থাকা জরুরি।

৯. কোনো কিতাবের পাঠদানকে নিজের মর্যাদার তুলনায় নিম্নমানের মনে করবেন না। কিতাবের তারাক্কীর ব্যাপারে কোনো ধরনের জবরদস্তি বা বারবার অনুযোগ করবেন না। যদি সুযোগ হয় তবে আদবের সাথে দরখাস্ত করা যেতে পারে। তবে এর কারণ মর্যাদা বৃদ্ধি বা লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেন না হয়; বরং মুতালাআ, তাহকীক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলাই একমাত্র কারণ হয়। এ ব্যাপারে নফসের কঠোর নেগরানী প্রয়োজন।

১০. ফনের মৌলিক ও মি'য়ারী কিতাবসমূহের পাঠদানের ব্যাপারে কাওছারী (রহ.) 'আত তাহরীরুল ওয়াজীয'-এর মধ্যে দুটি পন্থা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে যে আলোচনায় যে পন্থা সমীচীন মনে হয় সেখানে তা অবলম্বন করা যেতে পারে।

তাসনীফ প্রসঙ্গ

দাওয়াত, তাবলীগ এবং তারবিয়াতের ক্ষেত্রে 'তাসনীফ' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এর কিছু নীতিমালা রয়েছে। তাসনীফ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রকার তাসনীফের জন্য পৃথক মূলনীতি এবং স্বতন্ত্র পন্থা রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) আরিযাতুল আহওয়াযী-এর মুকাদ্দিমায় যে কথাটা বলেছেন অর্থাৎ বিষয়বস্তু কিংবা আঙ্গিক কোনো না কোনো দিক থেকে নতুন কিছু যিনি প্রদান করতে পারবেন শুধু তারই উচিত রচনার অঙ্গনে প্রবেশ করা।

তাঁর এ কথায় অনেকে হিম্মত হারিয়ে ফেলেন এবং কোনো না কোনো ধরনের তাসনীফের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এ অঙ্গনে প্রবেশ করেন না। আবার অনেকের অবস্থা এর সম্পূর্ণ উল্টো। তারা উপরোক্ত মূলনীতির কোনো পরোয়াই করেন না। ফলে তাদের রচনা আক্ষরিক অর্থেই শুধু 'কাগজ কালো করার' শামিল হয়ে থাকে।

বস্তুত তাসনীফের বেশ কিছু প্রকার রয়েছে। যথা–

১. দাওয়াত বিষয়ক বা আম-জনগণের উদ্দেশ্যে তাসনীফ।

২. দরসী তাসনীফ।

৩. শাস্ত্রীয় তাসনীফ, যার পাঠক উলামা ও মুহাক্কিকীন।

৪. অনুবাদ।

৫. তথ্য ও উপাত্ত সংকলন।

৬. অপ্রাসঙ্গিক স্থান থেকে 'কাওয়াইদ' ও 'ফাওয়াইদ' আহরণ।

৭. দীর্ঘ রচনাবলির সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ (বিশেষ কোনো ফায়েদার উদ্দেশ্যে এবং নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হওয়ার শর্তে)।

৮. তুলনামূলক বিশ্লেষণধর্মী তাসনীফ।

৯. মুনাজারাধর্মী তাসনীফ।

১০. মুখস্থ করা বা পাঠদানের উদ্দেশ্যে মৌলিক বা সংক্ষিপ্ত তাসনীফ।

১১. ব্যাখ্যামূলক তাসনীফ।

১২. টীকা।

১৩. তাহকীক ও তালীক।

১৪. নির্ঘণ্টায়ন। الفهرسة بأنواعها

১৫. প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

১৬. অনুশীলনমূলক রচনা ইত্যাদি।

Free @ www.eilm.weebly.com

এরপর রচনার ভাষা আরবী হতে পারে, লেখকের মাতৃভাষা হতে পারে অথবা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক ভাষা হতে পারে।

এরপর যে কোনো ধরনের রচনার বিষয়বস্তু যে কত বিচিত্র হতে পারে তা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। সব প্রকারের তাসনীফের ভাষা ও উপস্থাপনা এক হয় না। এছাড়া সকল বিষয়ও এমন নয়, যার উপর একই ধরনের বা একই মাপের একাধিক তাসনীফ থাকা দোষের ব্যাপার। অতএব এ বিষয়ে একটি রচনা বিদ্যমান আছে বলেই আপনি নতুন তাসনীফ থেকে বিরত থাকবেন এটা ঠিক নয়; বরং যে সব তাসনীফ সাধারণ মানুষের জন্য হয়ে থাকে তার অধিকাংশই এমন, যাতে একাধিক রচনা থাকাটা দূষণীয় তো নয়ই; বরং খুবই দরকার এবং কাম্য। এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বলুন তাখাসসুসকারীদের মধ্যে কয়জন এমন আছেন, যিনি কোনো প্রকারের তাসনীফে সক্ষম নন?

২. **বস্তুত ইলমী তরক্কী** এবং তাসনীফ ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে কাজ করার একটি বড় প্রতিবন্ধক হল, আমরা 'মা-লা ইউদরাকু কুল্লুহু লা ইউতরাকু কুল্লুহু' নীতির উপর আমল করতে জানি না। অল্প সময় ও অল্প উপকরণ থেকে কীভাবে অধিক কাজ করা যায়– এই ফিকির আমাদের মধ্যে নেই। সময় বা উপকরণের স্বল্পতা বা পরিবেশের প্রতিকূলতা কাজে প্রতিবন্ধক না হওয়া উচিত। এগুলোকে প্রতিবন্ধক মনে করা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের উদাসীনতা ও চিন্তা-ভাবনার সীমাবদ্ধতার পরিচায়ক। চিন্তা করুন তো তালিবে ইলমের জন্য 'মুযাক্কিরা' (পাঠনির্দেশিকা) প্রস্তুত করা কার পক্ষে অসম্ভব? অনেক বন্ধু এমন আছেন যারা হিম্মত করলে দরসী তাসনীফের কাজেও হাত দিতে পারেন। আর শুধু সাধারণ মানুষের উপযোগী তাসনীফই নয়; অনেক ইলমী তাসনীফের জন্যও কুতুবখানার প্রয়োজন হয় না; শুধু কুরআনে কারীম, সাথে একটি নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত তাফসীর এবং মিশকাতুল মাসাবীহ এ বিষয়ে যথেষ্ট। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর 'তাকবিয়াতুল ঈমান ওয়া তাযকীরুল ইখওয়ান' দেখুন, যা একটি অতুলনীয় কিতাব। কিন্তু এর তথ্য-উৎস এই দুইটিই। দরসী কিতাবসমূহের টীকাগুলোতে যে উলূম ও মাআরিফ, ফাওয়ায়িদ ও কাওয়ায়িদ বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে তা একত্র করলেও কয়েকটি কিতাব রচিত হতে পারে এবং আরো কয়েক কিতাবের জন্য তথ্য সংগ্রহ হতে পারে। হাদীসের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় যুক্ত বন্ধুরা শুধু এক ফাতহুল বারী-এর সাহায্যেই কত কাজ করতে পারেন। উসূলে হাদীস, উসূলে জারহ ওয়া তা'দীল, কাওয়ায়িদে শরহে হাদীস, কাওয়ায়িদে ফিকহ ও শরীয়ত, আকাঈদ ও কালাম সম্পর্কীয় কাওয়ায়িদ ও ফাওয়ায়িদ, ইলমী

Free @ www.eilm.weebly.com

ইসতিদরাকাত, ফাওয়ায়িদে হাদীসিয়্যাহ, অন্যান্য উলূম ও ফুনুনের মাসায়িল, হানাফী মাযহাবের মুআইয়িদাত ইত্যাদি এই কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এসব বিক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একেকটি কিতাব রচনা করা যেতে পারে। ইফতার তালিবে ইলমগণ শামী ও বাহর থেকে অনেক বিষয়ের তথ্যাবলি সংগ্রহ করতে পারেন। উসূলে ফিকহ, কাওয়ায়িদে ফিকহ, উসূলে ইফতা এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রসঙ্গত উল্লেখিত অন্য বিষয়ের মাসায়েল এবং ফিকহ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের তথ্যাবলিও এ দুই গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর এ ওসিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব আদ্যোপান্ত মুতালাআ হয়ে যাবে। এতে কয়েক বছর লেগে গেলেও ক্ষতি নেই। কারণ কয়েক বছরেও পূর্ণ কিতাব মুতালাআ হওয়াটা এক বিরাট নিয়ামতের বিষয়।

বয়ানুল কুরআন, মাআরেফুল কুরআন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, রুহুল মাআনী, মাআরিফুস সুনান, ফয়যুল বারী ইত্যাদি কিতাবগুলোর প্রতিটি থেকে একাধিক গ্রন্থ রচিত হতে পারে। মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.)-এর রচনাবলি দেখুন। তার কাছে কতইবা মাসাদির ছিল। আর তার কুতুবখানাই বা কত বড় ছিল। আর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর আলোচনা তো ইতিপূর্বে হয়েছে।

একজন বন্ধু কুরআনে কারীমের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কিছু সহজ রচনামূলক কাজের নির্দেশনা চেয়েছিলেন। তাকে আমাদের এখান থেকে প্রায় ত্রিশটি বা এরও বেশি কাজের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যার অধিকাংশ কাজের জন্য শুধু কুরআনে হাকীম এবং সহায়ক হিসেবে কোনো নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত তাফসীর কাছে রাখাই যথেষ্ট।

যাদের কুতুবখানা আছে এবং সাথে সাথে তাহকীকী কাজেরও রুচি আছে তাদের জন্য কাজের কোনো সীমা নেই। হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর স্মৃতিতে ও খাতায় প্রয়োজনীয় কাজের দীর্ঘ তালিকা ছিল। হযরত নুমানী (রহ.)-এর স্মৃতিতেও বড়সড় একটি তালিকা ছিল। এখানকার একজন উস্তাদের ডায়েরীতে ষাটটিরও বেশি মৌলিক বিষয়বস্তু সংরক্ষিত রয়েছে এবং চিন্তা-ভাবনায় রয়েছে সেগুলোর শত শত প্রাসঙ্গিক শিরোনাম। অন্যান্য উস্তাদ ও অন্যান্য আহলে ইলমদের কথা তো বাদই রইল।

আইম্মায়ে হানাফিয়্যাহর তবাকাত, নকদে আখবার ও ফাহমে আখবার বিষয়ে আইম্মায়ে হানাফিয়্যার মূলনীতি, হাদীস ও উলূমুল হাদীসে হানাফী

Free © www.eilm.weebly.com

আলেমগণের অবদান ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার। এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ তো অবশ্যই শুরু করা উচিত।

'মাবসূত', 'বাদায়ে', 'হেদায়া', 'ফাতহুল কাদীর' তদ্রূপ তহাবী ও জাসসাস-এর রচনাবলি থেকে কাওয়ায়িদে ফিকহ, কাওয়ায়িদে শরীয়ত, উসূলে হাদীস, কাওয়ায়িদে শরহে হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করা যেতে পারে।

'গায়রে মুকাল্লিদ' ও 'বেরেলভী' ইত্যাদি মতবাদের 'রদ' এর ব্যাপারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কাজ আপনারা প্রত্যেকেই করতে পারেন। ইখতিলাফী মাসায়েলের সুস্পষ্ট দলীলসমূহ একত্র করে অনুবাদ করে দিন। এটাও বর্তমান সময়ের জন্য অনেক বড় কাজ। নসবুর রায়া ও ইলাউস সুনান না থাকলেও শুধু ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার ও আছারুস সুনান এ কাজের জন্য যথেষ্ট।

বেরেলভীদের শিরকী আকীদাসমূহ এবং বিদআতের খণ্ডনে যেসব আয়াত ও হাদীস রয়েছে তা অনুবাদ করে দিন এবং মিরকাতুল মাফাতীহ ও মিশকাত ইত্যাদির হাশিয়া থেকে আসলাফের কিছু ইবারত উল্লেখ করে দিন। যার কাছে 'আলমাদখাল' লিবনিল হাজ বা 'আলইতিসাম' লিশশাতিবী রয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, এই দুই কিতাব থেকে বিদআতের পরিচয় ও লক্ষণ এবং বিভিন্ন বিদআতের স্বরূপ পেশ করা।

মোটকথা ফিকির ও হিম্মত অনেক বড় জিনিস। যাহিজ সত্যই বলেছেন–

إِذَا نَكَحَ الْفِكْرُ الْحِفْظَ وَلَّدَ الْعَجَائِبَ.

আর জনৈক আরাবীর একটি উক্তি তো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত–

إِذَا ثَبَتَتِ الْأُصُوْلُ فِيْ الْقُلُوْبِ نَطَقَتِ الْأَلْسُنُ بِالْفُرُوْعِ.

মূলনীতি যখন কলবে বসে যায়, তখনই যবানে এসে যায় শাখাগত বিষয়।

৩. তাসনীফের জন্য শুদ্ধ ও সুন্দর রচনাশৈলী আয়ত্ব করা জরুরি। এর জন্য হিম্মত করে পথ বের করতে হবে। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম সম্পর্কে আপনারা সবাই জেনে থাকবেন যে, তিনি কত কষ্ট করে ইংরেজি শিখেছেন।

৪. তাসনীফের জন্য 'ইতকান' অপরিহার্য। অনুশীলনের পর্যায় অতিক্রম করার পর পরিমাণের চেয়ে মানের দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটা খুবই জরুরি। তবে মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর কথা অনুযায়ী– الاستقصاء شؤم এ দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

Free © www.eilm.weebly.com

৫. তাসনীফের সাধারণ নীতিমালা ও আদাব এবং বিভিন্ন ধরনের তাসনীফের বিশেষ নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। এজন্য বিভিন্ন রচনা রয়েছে। সেগুলো মুতালাআ করা উচিত। যোগ্য ও পরিণত লেখকদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে মতবিনিময় ও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা এ বিষয়ে উন্নতির একটি মৌলিক পন্থা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল হলো, কোন তাসনীফ বারবার নযরে ছানী করা এবং অভিজ্ঞ কারো মাধ্যমে তাসহীহ করানো ছাড়া প্রকাশ ও ছাপা থেকে বিরত থাকা জরুরি। অবশ্য এজন্য প্রচুর মোজাহাদা করতে হয়। ...

৬. তাসনীফের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন হয় যে, ছাপানোর ব্যবস্থা নেই। আর ছাপানোই যদি না হয় তবে লিখে ফায়েদা কী? এটা ভুল মানসিকতা। কিতাব যদি মুদ্রিত না হয় তবে তা অপ্রকাশিত 'মাখতূতা' বা পাণ্ডুলিপির মর্যাদা লাভ করে। দ্বিতীয়ত প্রকাশিত না হলে রচনাটি পাঠকের কাছে গেল না, অন্যরা ব্যাপকভাবে এর দ্বারা উপকৃত হল না কিন্তু রচয়িতা নিজে রচনার সকল সুফল লাভ করবেন। আর ব্যাপকভাবে না হলেও সীমিত পর্যায়ে অন্যরাও এর থেকে উপকৃত হবেন।

একটি স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হল, অসম্ভব কাজের বাহানায় সম্ভব কাজ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। 'মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া'তে ছাপানোর উপযোগী অনেক রচনা রয়েছে কিন্তু ছাপানোর ব্যবস্থা হচ্ছে না। তাই বলে কি এখানকার লোকেরা তাসনীফ ছেড়ে দিয়েছেন?

এছাড়া তাসনীফ যদি চলনসই মানের হয় এবং সাধারণ পাঠকের রুচির অনুকূল হয়, তবে আজকাল বহু প্রতিষ্ঠান তা ছাপার জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রথম অবস্থায় গ্রন্থস্বত্ব নিজে সংরক্ষণের চিন্তা না করলে কিতাব ছাপানো আজকাল তেমন মুশকিল নয়। আরেকটি কথা হল, আমার প্রাথমিক অনেক তাসনীফ তো তামরীনমূলক হয়ে থাকবে, ওগুলো আমি ছাপার চিন্তাই বা কেন করবো?

৭. এ ব্যাপারে আরো একটি মানসিকতা রয়েছে যে, আগে রচনার সকল তথ্য একত্র হোক তারপর লেখা আরম্ভ হবে। এটাও ভুল। কাজের নিয়ম হল প্রথমে অনেকগুলো রচনার সূচি প্রস্তুত করা এবং যখনই কোথাও কোনো বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে সাথে সাথে তা নোট করে রাখা বা ভিন্ন কাগজে নোট করে নির্ধারিত ফাইলে সংরক্ষণ করা। যখন যে বিষয়ের যে পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয় সে বিষয়ের উপর সেই পরিমাণ কাজ করে রাখবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাদের সংগৃহীত তথ্যাবলি ও সূচিপত্র নিয়ে অবসর সময়ে বা ছুটির সময়ে এমন কোনো

Free@www.eilm.weebly.com

প্রতিষ্ঠানে বা ব্যক্তির কাছে চলে যান যেখানে অনেক বেশি কিতাব পাওয়া যায়। এভাবেই তারা নিজেদের কাজ পূর্ণ করেন।

একটি জরুরি কথা

উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য, লেখালেখির বিস্তৃতি অঙ্গন সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এ বিষয়টি খোলাসা করা যে, সব রকম রচনার জন্যেই বিশাল গ্রন্থাগার দরকার হয় না। এটা বলতে হয়েছে তার কারণ, অনেক আছে, রচনার কোন না কোন শাখায় হাত থাকা সত্ত্বেও নিছক মনের দুর্বলতা বা অতিরিক্ত ভীতির কারণে লিখতে চায় না। তবে একথাও মনে রাখা চাই, কে কোন বিষয়ে লেখার উপযুক্ত কিংবা কার জন্যে লেখালেখির পরিবর্তে অন্য কোন ইলমী কাজ বেশি উপযোগী– এর ফায়সালা নিজে না করে এক্ষেত্রে তালীমী মুরব্বির শরণাপন্ন হওয়া উচিত। তিনি যা সিদ্ধান্ত দেন তাকে মেনে নেয়ার মাঝেই কল্যাণ।

আজকাল এই প্রবণতা খুব বেড়ে গিয়েছে যে, লেখার অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ ছাড়াই লেখালেখির ময়দানে নামতে সকলে আগ্রহী হয়ে উঠছে। যে রচনা বড়জোর নবিশি লেখার খসড়া হবার উপযুক্ত– তাকে যারপরনাই নিশ্চিন্ত মনে ছেপে দেয়া হচ্ছে। এই রোগের আশু প্রতিকার নিঃসন্দেহে জরুরি। আসল বিষয় হলো, অভিজ্ঞ কলম সেবীদের দীর্ঘ সংশ্রব গ্রহণ ও তাদের কাছে সহযোগিতা করা। এতে আল্লাহর সাহায্য তরান্বিত হয় এবং সফল ও শক্তিশালী কাজের দুয়ার খুলে যায়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. নিজের ذوقيات এবং নিজের আকাবিরের وجدانيات অন্যের উপর চাপানোর চেষ্টা করা খুবই অসঙ্গত।

২. যা হবার নয় তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা উচিত নয়।

৩. তাহকীক ছাড়া কোনো কথা বলা উচিত নয়; অন্যের পিছনে পড়া তো দূরের কথা 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না'– এই নির্দেশনা সর্বদা সামনে থাকা উচিত।

৪. 'লা-আদরী' বলতে লজ্জা না করা উচিত।

৫. সত্য স্বীকার ও ভুল স্বীকারে সংকোচ করা উচিত নয়। কেননা, এটাই বিনয়ের দলিল। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلْكِبْرُ غَمْطُ النَّاسِ وَبَطَرُ الْحَقِّ

আমর বিন উবাইদ মুতাযেলীর উক্তি 'সত্যের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই'। অপর একজন সুন্নী আলেম উবায়দুল্লাহ বিন হাসান আলআনবারী (রহ.) বলেছেন–

إِذًا أَرْجِعُ وَأَنَا صَاغِرٌ، لَأَنْ أَكُوْنَ ذَنَبًا فِيْ الْحَقِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ رَأْسًا فِيْ الْبَاطِلِ.

... তবে আমি আমার মত ফিরিয়ে নিচ্ছি, যদিও এতে আমি ছোট হবো। কারণ বাতিলের মাথা হয়ে থাকার চেয়ে হকের লেজ হয়ে থাকা আমার কাছে অনেক ভালো।

৬. মুরব্বী ও সহকর্মীদের প্রতি কটাক্ষ করা থেকে সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা উচিত। তাদের গুণাবলি স্মরণ রাখবেন এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তি অন্বেষণ থেকে বিরত থাকবেন। প্রথাগত তাখাসসুসের কারণে নিজের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা পোষণ করা এবং আচার-আচরণে তা প্রকাশ করা খুবই নিন্দনীয়।

৭. কোনো অবস্থাতেই মাদরাসায় রাজনীতি প্রবেশ করাবেন না। তালিব ইলমকে এর সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত করবেন না। এর কুফল সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৮. অনেক কিতাব সংগ্রহ করার সামর্থ্য না থাকলে বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সাথে নির্বাচন করে প্রত্যেক ফনের সবচেয়ে তথ্যপূর্ণ, সবচেয়ে উপযোগী, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কিতাব সংগ্রহ করবেন। ইলমের উন্নতি, মুতালাআ, তাহকীক, তাসনীফ ও তালীফ সহজ ও ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য উত্তম নির্বাচন খুবই সহায়ক হয়ে থাকে।

৯. একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে তাদের জন্য সময়সূচি প্রস্তুত করা এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তার অনুসরণ করা ইনতিজামী ফরয। ইশারাতুন নুসূস, আমলে মুতাওয়ারাস এবং আকাবিরের বক্তব্যের মাধ্যমে এর গুরুত্ব প্রমাণিত। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী (দা. বা.) এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী আকাবির ছাড়াও হাকীমুল উম্মত (রহ.) ও শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর সীরাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

Free@www.eqra.weebly.com

১০. ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উলূমুল হাদীস ও উলূমুল ফিকহের নেছাবসমাপনকারীগণ তালীমী মুরব্বির অনুমতিক্রমে নিজ নিজ বিষয়ে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে, যেমন– বর্তমানে ফিরাক ও মিলাল একটি প্রয়োজনীয় বিষয়, সাপ্তাহিক দরস ও 'মুহাজারা' আরম্ভ করতে পারেন। এটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও হতে পারে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশেষ পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এতে জ্ঞান ও অধ্যয়নের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং ইলমী বিষয়ে আলোচনার যোগ্যতা তৈরি হবে। একই সঙ্গে তাসনীফের জন্যও তথ্য সংগ্রহ হবে। এছাড়া শ্রোতাদের উপকারের দিকটি তো রয়েছেই। প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি কিতাব থাকাই যথেষ্ট। বরং অনেক বিষয়ের জন্য শুধু কুরআনে কারীম ও মিশকাত ছাড়া অন্য কোনো কিতাবের প্রয়োজন নেই।

১১. প্রত্যেকের জন্য নিজস্ব ফনের অবশিষ্ট মুতালাআ এবং অন্যান্য জরুরি ফনের প্রয়োজনীয় মুতালাআ সমাপ্ত করা অপরিহার্য। আসাতিযায়ে কেরামের সামনে নিজের অবস্থা পেশ করে কর্মসূচি প্রস্তুত করে নেওয়া উচিত।

১২. অনেকের এই ধারণা আছে যে, পাঠদানের সঙ্গে অন্য কাজ করা অসম্ভব বা কঠিন। এটা ভুল। সময়সূচি অনুযায়ী চললে সকল প্রয়োজনীয় কাজই কিছু না কিছু হতে পারে।

১৩. কোনো দ্বীনী খেদমতকেই ছোট মনে করা ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা যাকে যে খেদমতের জন্য কবুল করেন তাই গনীমত মনে করা উচিত। দ্বীনী খেদমতকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত যে, এটি একটি দ্বীনী খেদমত এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই তা করা হচ্ছে।

১৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, কাপড়-চোপড়, কামরা ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা এবং পুরো পরিবেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পূর্ণ ইহতিমাম করা উচিত। বিশেষত যেসব জায়গায় পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অবহেলা করা হয়। যথা– গোসলখানা, বাথরুম, পেশাবখানা, ওযুখানা ইত্যাদি। এসব স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যদি নিজেও এ কাজে শরীক হওয়া যায় তবে তো অতি উত্তম। তা না হলে অন্তত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে কাজ উসূল করে নেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে যিকির ও ফিকির-এ মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি অবশ্যই পড়বেন।

১৫. তাসহীহে নিয়ত এবং তাজদীদে নিয়তের ব্যাপারে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.)-এর হেদায়াত হয়তো সকলেরই মনে আছে। তাই তা আর উল্লেখ করা হল না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৬. পরিশেষে আপনাদের সবার সম্পর্কে আমরা আশাবাদী যে, অন্তত প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর চিঠিপত্র বা সরাসরি দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে 'মারকাযুদ দাওয়াহ'-এর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন।

وصلى الله تعالى وبارك وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

এখন থেকেই যত্নবান হোন

আমি একজন তালিবে ইলম। আল্লাহ তাআলা আমাকে তালিবে ইলম হিসাবেই জীবিত রাখুন। এই হালতেই যেন আমার মৃত্যু আসে এবং ইলমে নবুওয়াতের তালিবদের সঙ্গেই যেন আমার হাশর হয়।

খুব সহজেই বলে ফেললাম যে, আমি একজন তালিবে ইলম, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন এবং সঠিক অর্থে তালিবে ইলম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

একজন তালিবে ইলম হওয়ার সুবাদে আমি আমার তালিবে ইলম ভাইদের খেদমতে নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শুধু একটি আবেদন করতে চাই। তা এই যে, তারা যেন কিছু বিষয়ে এখন থেকেই যত্নবান হন। এই বিষয়গুলো অনতিবিলম্বে করণীয়, যাতে বিলম্ব করার কোনো সুযোগ নেই। আপনি যে শ্রেণীরই তালিবে ইলম হন না কেন এবং যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এ বিষয়গুলোর প্রতি এখন থেকেই মনোযোগী হওয়া আপনার কর্তব্য।

১. নিযামুল আওকাত

প্রতি ফাতরা (সেমিষ্টার)-এর জন্য আলাদা নিযামুল আওকাত থাকা উচিত। চব্বিশ ঘণ্টার পুরো সময় 'নিযামুল আওকাত'-এর অধীনে নিয়ে আসুন। উত্তম হল 'নিযামুল আওকাত' তালীমী মুরব্বীকে দেখিয়ে সংশোধন করে নেওয়া। এরপর গুরুত্বের সঙ্গে তা অনুসরণ করা। প্রতি যুগের দরদী উস্তাদগণ তাদের ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং ছাত্ররাও গুরুত্বের সঙ্গে তা অনুসরণ করেছেন।

পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল ব্যবহার ছাড়া সময়ে বরকত হয় না। আর এটা ছাড়া সময়ের অপচয়ের ব্যাধি থেকে পরিত্রাণও পাওয়া যায় না। যার কাজকর্মের সময়সূচি নির্ধারিত নেই তার সময় হিসাব ছাড়া নষ্ট হতে থাকে। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিছু কি হতে পারে?

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর 'আপবীতী' অধ্যয়ন করুন। দেখুন, তাঁর ওয়ালিদ ছাহেব নেযাতুল আওকাতের বিষয়ে কত তাকিদ করতেন এবং সে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

সময়ের সচেতন তালিবে ইলমগণ কীভাবে তাদের কর্মসূচি তৈরি করতেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করতেন।

আমাদের বর্তমান আকাবিররাও এ বিষয়ে সর্বদা তাকিদ করে থাকেন। হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম বলে থাকেন, 'সব সময় নিযামুল আওকাত মেনে চল। কারণ নিযামুল আওকাত ছাড়া কোনো তালিবে ইলমের যিন্দেগী তৈরি হতে পারে না।'

২. কুররাসাতুল ফাওয়াইদ (নোটখাতা)

মুতালাআর সময় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য নোট করার জন্য প্রত্যেক তালিবে ইলমের কাছে এক বা একাধিক খাতা বা ডায়েরী থাকা খুবই প্রয়োজন। اَلْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدٌ এই প্রসিদ্ধ উক্তি শুধু মৌখিক আলোচনা করার জন্য নয়; বরং এটা একটা নীতি, যা অনুসরণীয়। বিশেষত যে তথ্যগুলো বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই শিকার করে ফেলতে হয়। কেননা প্রয়োজনের মুহূর্তে না এগুলো তালাশ করার সময় পাওয়া যায় আর না সংশ্লিষ্ট স্থানে তালাশের মাধ্যমে এগুলো আহরণ করা যায়। এই নোটখাতাগুলোই এক সময় আপনার কর্মজীবনের বিকল্পহীন সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে। পূর্বসূরীদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিত্ব এমন ছিলেন যাদের নোটখাতাগুলো পরবর্তীদের জন্য রাহনুমা সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনুল জাওযী (রহ.)-এর 'সাইদুল খাতির' এবং কাশকূল নামের অধিকাংশ গ্রন্থ এভাবেই তৈরি হয়েছে। অপ্রাসঙ্গিক স্থান থেকে আহরিত তথ্য ও আলোচনার উত্তম সংকলনগুলোর মধ্যে বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ.)-এর 'খাবায়া ফী যাওয়ায়া' উল্লেখযোগ্য।

নোটখাতায় কী ধরনের বিষয় নোট করা হবে এটা রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা দ্বারা অনুধাবন করা যায়। তবে নোট করতে করতে এক সময় এই রুচি তৈরি হয়ে যায়। তাই কিছুদিন আনাড়ির মতোই নোট করতে থাকুন– এতে অসুবিধার তো কিছু নেই।

একটা খাতা থাকা দরকার মৃত্যুসন নোট করার জন্য। আকাবির হযরতদের মধ্যে যারই মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে খাতায় তা নোট করে রাখা উচিত। তদ্রূপ তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া গেলে তাও নোট করা উচিত। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মৃত্যুসনও সেখানে নোট করা যেতে পারে।

Free @ www.eilm.weebly.com

একটা খাতায় নিজ এলাকার বা নিজ যুগের উলামা-মাশায়েখদের সম্পর্কে তথ্য সংকলন করা যায়। তাঁদের সম্পর্কে মুত্তাছিল সনদ বা প্রত্যক্ষভাবে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা নোট করা উচিত। ভবিষ্যতে কোনো সময় যদি আপনি জীবনী ও জীবনচরিত লিখতে চান কিংবা এ বিষয়ে কোনো ধরনের কাজ করতে চান, তাহলে দেখবেন বহু বিষয় প্রস্তুত হয়ে আছে।

৩. রোজনামচা

প্রতিদিন অন্তত এক ভাষায় যেমন মাতৃভাষা বাংলায় 'রোজনামচা' লেখার পাবন্দী করুন। কোনো দিন ইচ্ছা না হলে এক দু'লাইন হলেও লিখুন। রোজনামচায় বৈচিত্র থাকা চাই। প্রতিদিনের রোজনামচা একই ধরনের না হলে ভালো। এমন হওয়া উচিত নয় যে, একটা ঘটনা শুধু লিপিবদ্ধ করলেন। যা কিছু দেখলেন বা শুনলেন সে সম্পর্কে আপনার মতামতও লিপিবদ্ধ করুন।

কোনো চিন্তা জেহেনে এসেছে নোট করুন। এটাকে কেন্দ্র করে রোজনামচার পুরা লেখাটাই প্রস্তুত হতে পারে। বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা নোট করার একটা উত্তম স্থান রোজনামচাও।

আপনার নিজের জীবনে বা অন্য কারো জীবনে আনন্দ-বেদনার ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোও মন্তব্য ও অনুভূতিসহ নোট করতে পারেন।

কোনো নেক আমলের নিয়ত করেছেন বা ভবিষ্যতের জন্য কোনো করণীয় বিষয় চিন্তায় এসেছে– সবই লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

মোটকথা রোজনামচায় বৈচিত্র থাকা চাই। রোজনামচা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা লাভের জন্য 'পুষ্পসমগ্র' মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ– অধ্যয়ন ফলদায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

৪. 'ভালো ছাত্র' এর মর্ম বুঝুন

এখন থেকেই এই সংকীর্ণ চিন্তা থেকে আল্লাহর দরবারে পানাহ চাইতে থাকুন যে, 'ভালো ছাত্র হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া অথবা মোটামুটি কিতাবী ইসতিদাদ বিদ্যমান থাকা'। এই ধারণা ঠিক নয়। ভালো ছাত্র হওয়ার জন্য আখলাক ভালো হওয়া অপরিহার্য। সুস্থ রুচি ও উন্নত চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। সুন্দর হস্তলিপি এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার যোগ্যতাও চাই। বক্তৃতা ও উপস্থাপনাও সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ হওয়া চাই।

Free @ www.eilm.weebly.com

শুধু পরীক্ষায় নম্বর পেয়ে যাওয়া বা শুধু কিতাবী ইসতিদাদ (যদি সঠিক অর্থে তা বিদ্যমানও থাকে)-এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকা খুবই দুঃখজনক। ইসতিদাদ সম্পন্ন তালিবে ইলমদের মধ্যে যখন আদাবুল মুআশারা সম্পর্কে অনুভূতিহীনতা, আখলাকের নীচুতা এবং চিন্তা-ভাবনার অগভীরতা দৃষ্টিগোচর হয় তখন খুবই কষ্ট হতে থাকে। মনে রাখবেন, এগুলো উজব ও কিবরের ফলাফল। এজন্য খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

৫. সময়ের মূল্য দিন

হাসান বসরী (রহ.)-এর উক্তি স্মরণ রাখুন– হে আদম সন্তান! তুমি তো কিছু দিবসের সমষ্টি, একটি দিবস যখন গত হল তো তোমার একাংশ নিঃশেষিত হয়ে গেলো।

সময় নষ্ট হওয়াকে সামান্য বিষয় বলে গণ্য করবেন না। আপনার পাঁচ মিনিট নষ্ট হলে মনে করুন আপনার একটা আঙুল কাটা গেল।

৬. তাকওয়া-পরহেজগারীর প্রতি মনোযোগী হোন

রোজানা তেলাওয়াত, ছয় তাসবীহ, ইশরাক ও আওয়াবীনের ব্যাপারে যত্নবান হোন। শেষ রাতে ওঠা সম্ভব না হলে বিতরের আগে দুই/চার রাকাত নামায পড়ুন। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। তাওবার পাবন্দী করুন এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সামান্য থেকে সামান্য কাজ এবং গুনাহ থেকে পূর্ণ হিম্মত ও দৃঢ়তার সঙ্গে নফসের মোকাবেলা করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন।

৭. ইলমের জন্য প্রতিবন্ধক বিষয় থেকে দূরে থাকুন

ইলমী মগ্নতায় বাধা সৃষ্টিকারী সকল বস্তু থেকে দূরে থাকুন। বিশেষত মোবাইল ফোন– এটা তালিবে ইলমের জন্য নির্মম ঘাতক। এর কাছেও যাবেন না। মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম-এর একটা কথা আমার কাছে খুব পছন্দনীয়। তিনি বলে থাকেন, 'তালিবুল ইলম-এর কাছে মোবাইল থাকার সর্বনিম্ন ক্ষতি হল, এটা তালিবুল ইলমের মাঝ থেকে তলবের মাদ্দা খতম করে দেয়।'

৮. ১ম জামাত থেকেই মেহনত করে পড়ুন

একদম প্রথম জামাত থেকেই মেহনত করে পড়ুন। ইলম হাসিল করা এমন একটা বিষয় যাতে প্রথম দিকে উদাসীনতার সঙ্গে সময় কাটিয়ে সফল

Free@www.e-iqra.weebly.com

ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম দিকের পড়াশোনা হচ্ছে পরবর্তী পড়াশোনার জন্য ভিত্তিস্বরূপ। আর ভিত্তি ছাড়া কোনো ইমারত কখনোই তৈরি হতে পারে না।

'আততরীক ইলাল আরাবিয়্যা' থেকে কাফিয়া পর্যন্ত জামাতগুলো ইসতিদাদ অর্জনে ভিত্তি। এ সময়ের অসতর্কতা গোটা জীবনের জন্য ক্ষতির কারণ।

আমি পুনরায় দরখাস্ত করছি, প্রথম জামাত থেকেই মেহনত করে পড়ুন। 'কিরাআতে রাশেদা' ও 'কিরাআতে ওয়াজিহা'র অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং নিজের মধ্যে কিতাবী ইসতিদাদ পয়দা করুন, যাতে আপনাকে কানয বোঝার জন্য মাদিনুল হাকায়িক, শরহুল বেকায়া বোঝার জন্য আসসিকায়াহ, হিদায়ার জন্য আশরাফুল হিদায়া, নূরুল আনওয়ারের জন্য কুতুল আখয়ার, জালালাইনের জন্য কামালাইন এবং দাওরায়ে হাদীসের জন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বলিত নোটবুকস বা গাইডবুকসের কাছেও যেতে না হয়। ভালোভাবে জেনে নিন, এই ইলম কোনো ইলমই নয়। আপনি আলেমে দ্বীন হতে চাচ্ছেন অথচ আশরাফুল হিদায়ার সাহায্য ছাড়া আপনি হিদায়া হল করতে পারেন না!

আমার কথায় মনে কষ্ট নিবেন না। আমি আপনাকে একদম প্রকৃত সত্য কথা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলে দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং প্রতি কদমে আমাদের সাহায্য করুন।

৯. শুদ্ধ বলা ও শুদ্ধ লেখার বিষয়ে মনোযোগী হোন

প্রথম দিন থেকেই প্রমিত বাংলায় ও শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করুন। এতে যদি কেউ হাসে তবে তাকে হাসতে দিন, কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞায় আপনি অটল থাকুন। তদ্রূপ যে ভাষাতেই আপনি কিছু লিখবেন তা শুদ্ধভাবে লেখার চেষ্টা করুন। বানানে যেন ভুল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। উর্দূ ও আরবীতে বানানের জটিলতা কম, তবুও দেখা যায়, আমাদের ছাত্রভাইরা বানানে ভুল করেন। এজন্য প্রয়োজনে বানান শুদ্ধ করার পিছনে আলাদা সময় দিন। প্রতিদিন অন্তত তিনটি শব্দের বানান নির্ভরযোগ্য অভিধানের সাহায্যে শুদ্ধ করার চেষ্টা করুন। আরবী বানান শুদ্ধ করার চেষ্টা করুন। আরবী বানান শুদ্ধ করার জন্য সামান্য মনোযোগই যথেষ্ট হতে পারে। বাংলা বানান শুদ্ধ করার জন্য যদি আলাদা সময় বরাদ্দ করতে হয় তবে তা করুন, একে সময় নষ্ট করা বলে মনে করবেন না।

Free @ www.islamweebly.com

১০. নিজের যোগ্যতা যাচাই করতে থাকুন

ইলমী যিন্দেগীর জন্য কিতাব বোঝার যোগ্যতা অত্যন্ত বুনিয়াদী বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক বেশি বিভ্রান্তি হয়ে থাকে। অনেক তালিবে ইলম, যারা নিজেদের সম্পর্কে এই সুধারণা রাখেন যে, তারা কিতাব বোঝেন, পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তারা কিতাব বোঝেন না। এজন্য তালিবে ইলমের কর্তব্য এই যে, নিজেকে কোনো উস্তাদের সামনে, বিশেষত তালীমী মুরব্বীর সামনে পেশ করবে এবং ইসতিদাদ পরীক্ষা করার দরখাস্ত করবে। উস্তাদ দেখবেন, সে শুদ্ধভাবে ইবারত পড়ে কি না, তরজমা-তরকীব বোঝে কি না, অর্থ ও মর্ম উদ্ধার করতে পারে কি না, ইবারতের যে মর্ম সে বয়ান করছে তা কি অনুমান করে বলছে, না পঠিত ইবারত থেকেই মর্ম আহরণ করতে পারছে, ইবারতে পারিভাষিক শব্দ থাকলে সেগুলো কি শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে বুঝতে সক্ষম হচ্ছে, না শুধু আভিধানিক অর্থের উপর আন্দাজ করে অর্থ বলছে। এভাবে উস্তাদ গভীরভাবে পরীক্ষা করে বলবেন, তার মধ্যে কিতাব বোঝার যোগ্যতা তৈরি হয়েছে কি হয়নি। যদি না হয়ে থাকে তবে কোন্ বিষয়ে তার দুর্বলতা রয়েছে তা চিহ্নিত করবেন।

একটি অভিজ্ঞতা

যে বন্ধুরা তাখাসসুসের পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনা অগ্রসর করতে আগ্রহী তাদের খেদমতে আরজ এই যে, এ বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। এমন অনেক তালিবে ইলম ভাইয়ের মুখোমুখি হয়েছি, যাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, হিদায়া ছালিছের সঙ্গে কী মুতালাআ করেছেন, তারা উত্তর দিয়েছেন, আশরাফুল হেদায়া! আমি জিজ্ঞাসা করেছি, ফাতহুল কাদীর বা আলবিনায়া (বদরুদ্দীন আলআইনী) অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে?

: জ্বী হাঁ। মাঝে মাঝে কোনো কোনো স্থান অধ্যয়ন করেছি।

: যে স্থানগুলো অধ্যয়ন করেছেন তা কি বুঝে আসত?

: জ্বী হাঁ।

কেউ কেউ এর সঙ্গে যোগ করেছেন, 'কিছু কিছু বুঝে আসত।'

কিন্তু এই কথোপকথনের পর যখন তার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে তখন দেখা গিয়েছে যে, ইবারতের শুধু শাব্দিক অর্থটুকুই তার বোধগম্য হয়েছে, এর বেশি নয়।

এজন্য যদি ফিকহ ও ইফতা বিভাগে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে 'নুরুল ইযা' এর সঙ্গে 'মারাকিল ফালাহ', 'কুদুরীর সঙ্গে 'আল জাওহারাতুন নাইয়েরা'

Free © www.eilm.weebly.com

কিংবা 'আততাসহীহ ওয়াত তারজীহ আল মাওযু আলা মুখতাছারিল কুদুরী' কানযুদ দাকায়েকের সঙ্গে 'আলবাহরুর রায়েক' কিংবা অন্তত 'আননাহরুল ফায়েক' শরহুল বিকায়ার সঙ্গে 'উমদাতুর রিয়ায়া', হিদায়ার সঙ্গে 'ফাতহুল কাদীর', 'আলইনায়া', 'আলবিনায়া' মুতালাআ করুন। ফাতহুল কাদীরের সঙ্গে মুনাসাবাত সৃষ্টি হওয়া এবং তার সাধারণ আলোচনাগুলো বোঝার যোগ্যতা অবশ্যই পয়দা হওয়া উচিত। আর হিদায়ার আলোচনাগুলোর পরিপূর্ণ (অর্ধেক নয়) মর্মার্থ পরিষ্কারভাবে বোঝা তো (অন্তত লাখনোবী রহ. কিংবা হাসান সাম্বলী (রহ.)-এর হাশিয়া ও আলইনায়ার সাহায্যে) ফরযের পর্যায়ে। তবে সঠিক ও সম্পূর্ণ বুঝছেন কি না তা কোনো যোগ্য উস্তাদকে শুনিয়ে জেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে নিজস্ব ধারণা যথেষ্ট নয়।

একইভাবে যে বন্ধুরা উলূমুল হাদীস নিয়ে পড়াশোনা করতে চান তারা প্রথম জামাতগুলোতে থাকা অবস্থাতেই ইমাম নববী (রহ.)-এর 'আল আরবায়ীন' কিতাবের হাদীসগুলো ইয়াদ করে ফেলুন, এরপর মুহিউদ্দীন আওয়ামা সংকলিত 'আলআহাদিসুল কিসার' মুখস্থ করুন এবং হাদীস শরীফের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। অবশ্য এ দু'টি কিতাবের হাদীস তো যে কোন তালিবে ইলমেরই মুখস্থ থাকা উচিত।

শরহে বেকায়ার বছর 'আছারুস সুনান' এর মতন অধ্যয়ন করুন, হিদায়ার বছর 'নসবুর রায়া' মুতালাআ করা সম্ভব না হলে অন্তত 'ইলাউস সুনান'-এর মতন এবং 'ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার' মুতালাআ করুন। 'আছারুস সুনান' দ্বিতীয়বার হাশিয়াসহ অধ্যয়ন করুন।

জালালাইনের সঙ্গে 'আল ইসরাইলিয়্যাত ওয়াল মওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর' মুতালাআ করুন।

মিশকাতের বছর কম ছে কম 'মিরকাতুল মাফাতীহ' আদ্যোপান্ত মুতালাআ করুন। কোনো ছুটিতে 'ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস এবং 'আছারুল হাদীস' পড়ে ফেলুন।

দাওরায়ে হাদীসের বছর অন্তত 'ফাতহুল বারী', 'মাআরিফুস সুনান' এবং 'ফাতহুল মুলহিম' তাকমিলাসহ অবশ্যই মুতালাআ করা উচিত। অপারগতার ক্ষেত্রে এক করণীয় এই হতে পারে যে, প্রসিদ্ধ ও ইলমী শরাহগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে বার বার অধ্যয়ন করে এগুলোর আলোচনার ভঙ্গি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করুন এবং একটা বা দুইটা শরাহ নির্বাচন করে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তা আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করুন। তবে সর্বাবস্থায় উস্তাদের রাহনুমায়ী অনুযায়ী এ বিষয়টা ভালোভাবে জেনে নিন যে, আপনার মধ্যে কিতাব বোঝার ইসতিদাদ পয়দা হয়েছে কি না। এমন যেন না হয়, ফাতহুল বারী ও মাআরিফুস সুনানের ভাষা ও পরিভাষার সঙ্গেই আপনার পরিচয় হয়নি, অথচ আপনি ভাবছেন, এই দুই কিতাব আপনি খুব ভালো বুঝেছেন।

মোটকথা এখানেও আমি সেই পুরানো কথা পুনরায় আরয করছি যে, তাখাসসুসের শ্রেণীতে ভর্তির প্রস্তুতি দাওরায়ে হাদীসের সালানা ইমতেহানের পর নয়, প্রথম জামাত থেকেই শুরু করা জরুরি।

১১. বুযুর্গদের সোহবত গ্রহণ করুন

আপনার নিজ প্রতিষ্ঠানে কিংবা জুমআর দিন অন্য কোথাও কোনো ইসলাহী মজলিসের আয়োজন থাকলে তাতে শরীক হওয়ার চেষ্টা করুন। এখন থেকেই বুযুর্গদের সোহবতে যাতায়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। এতে নূরানিয়াত ও রূহানিয়াত পয়দা হয় এবং মেহনত-মুজাহাদার হিম্মত বৃদ্ধি পায়।

সর্বশেষ দরখাস্ত এই যে, বিগত সংখ্যাগুলোতে 'তালিবে ইলমের প্রতি আকাবিরের পয়গাম' শিরোনামে যে কথাগুলো আরয করা হয়েছে তা পুনরায় স্মরণ করে সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করুন।

কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের প্রতি

– মাওলানা মুফতী শফী (রহ.)

[এটি পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুফতী শফী (রহ.)-এর একটি ভাষণ, যা তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ইসলামিয়াত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলেন। পরে তা ছোট্ট পুস্তিকা আকারে ছেপেছিল। তারই বঙ্গানুবাদ করেছেন –মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ।]

আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ইসলামিয়াত বিভাগ আমাকে তাদের প্রিয় ছাত্রদের সম্বোধন করার সুযোগ দিয়েছে। আমিও একজন তালিবে ইলম। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত এভাবেই আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। আপনারা জানেন, তালিবুল ইলম হওয়ার অর্থ স্কুল-মাদরাসার নির্ধারিত সিলেবাস সমাপ্ত করা নয়; বরং এটা এমন এক 'রোগ', যে এর শিকার হয়েছে, মৃত্যু পর্যন্ত তার আর নিষ্কৃতি নেই। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহ.)-এর মূল্যবান উক্তি সম্ভবত আপনারা জানেন– যার অর্থ 'আমাদের এই সাধনা অর্থাৎ ইলম-অন্বেষণ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত'।

মাসতূরাত-এর পর্দারক্ষা

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, এ বিভাগের দায়িত্বশীলরা সঠিক ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করেছেন এবং সহশিক্ষার পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। আমার বক্তৃতায় আমি যদিও 'ছাত্র' শব্দ ব্যবহার করব, কিন্তু ছাত্রীরাও তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। একে কুরআনী পদ্ধতি মনে করেই আমি তা অবলম্বন করেছি। কুরআন মজীদ বিভিন্ন জায়গায় 'হে মুমিনগণ', 'হে লোক সকল' ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করে মা-বোনদের পর্দারক্ষা করেছে। যদিও মুমিন ও মুমিনা উভয়ই ওই সম্বোধনে শামিল।

কুরআনের এই বিশেষ ভঙ্গির কারণে কোনো স্বল্পবুদ্ধি লোকের মনে যদি এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এতে নারীর মর্যাদা কমানো হয়েছে, তাহলে কুরআন মাজীদেই এর খণ্ডন রয়েছে। কিছু আয়াতে মুমিনদের পাশাপশি মুমিনাদেরও উল্লেখ করা হয়েছে। একস্থানে 'ইয়া নিসাআন নাবী' বলে বিশেষভাবে নারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

Free@www.e-iqra.weebly.com

Free © www.eilm.weebly.com

কুরআন মাজীদের এই ভঙ্গি নারীদের জন্য পর্দা ও লজ্জাশীলতার সূক্ষ্ম পয়গাম বহন করে।

আমি এই মজলিসে কিছু নিরস কথা; বরং কিছু তিক্ত কথা পেশ করার ইচ্ছা করেছি। প্রয়োজনের তাগিদে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করলেও কিছুটা লজ্জিত বোধ করছি এই ভেবে যে, জ্ঞানীদের মজলিসে জ্ঞানগর্ভ কথারই চাহিদা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি 'খাদ্যে'র চেয়ে 'ঔষধে'র দিকটাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। আমার পূর্বে মুহতারাম দোস্ত আলেমে রব্বানী মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ছাহেব বানুরী তাঁর গভীর জ্ঞানের কিছু উপহার এই মজলিসে দান করে আমার লজ্জা কিছুটা দূর করেছেন।

দ্বীন ও দুনিয়ার বিভাজন

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী হিন্দুস্তানের ইসলামী হুকুমতের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী শান-শওকত ও ইসলামী রীতি-নীতি বিলুপ্ত করার জন্য যে কাজগুলো করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় এই ছিল যে, তারা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে শুধু শূন্যই করেনি; বরং তার প্রতিপক্ষ বানিয়ে দিয়েছে। যার কারণে দ্বীনদার শ্রেণী কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের হেফাযতের জন্য আলাদা দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে বাধ্য হয়েছেন। ফলে দ্বীনী উলূম ও দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। অথচ ইতোপূর্বে গোটা ইসলামী ইতিহাসে এই বিভাজনের কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্যের ভোগবাদ ও নাস্তিক্যবাদ দিন দিন এই বিভাজনকে গভীর করেছে। ফলে মুসলিম জাতির অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তাদের নেতৃত্ব দানকারী শ্রেণী কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে এই জ্ঞানের অধিকারীদের পয়গামও তাদের কাছে পৌঁছতে পারে না।

আজ আমি যে কথাগুলো আরজ করতে চাই, তা শুধু এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই নয়; বরং গোটা দেশের কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত সকল ছাত্রের উদ্দেশ্যেই এই পয়গাম। ইসলামিয়াত বিভাগের ছাত্রবন্ধুদেরকে যোগসূত্র মনে করে আমি কথাগুলো তাদের সামনে পেশ করছি। আশা করি, তাদের মাধ্যমে এই পয়গাম সবার কাছে পৌঁছে যাবে।

তারুণ্যের দায়িত্ব

ইসলামের হেফাযতের জন্য এ দেশের তরুণরা যদি সংকল্পবদ্ধ হয় তবে তা সেনাবাহিনীর শক্তির চেয়ে কম নয়। সেনাবাহিনী যেমন দেশের সশস্ত্র শক্তি

Free © www.eilm.weebly.com

তেমনি তরুণ সমাজ দেশের নৈতিক শক্তি, যা অনেক বেশি অপরাজেয়। গোটা ইসলামী ইতিহাসে এমন ঘটনা খুব কমই পাওয়া যাবে যেখানে মুসলমান তার প্রতিপক্ষের চেয়ে লোকবল ও অস্ত্রবলের দিক দিয়ে অগ্রগামী ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের দুশমনদের তুলনায় দুর্বল ছিলাম, কিন্তু যা আমাদেরকে প্রতি রণাঙ্গনে বিজয়ের বরমাল্য দান করেছে তা হচ্ছে ঈমান ও আমলের দুর্দম শক্তি। এই শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য আমাদের তরুণরা যদি সংকল্পবদ্ধ হয় তবে সেদিন খুব দূরে নয় যখন গোটা জাতি ইসলামী আদর্শের উত্তম নমুনা হয়ে যাবে। তারা এমন অপ্রতিরোধ্য শান ও শওকত অর্জন করতে সক্ষম হবে যে, দুশমনের পক্ষে এদিকে মুখ তুলে তাকানোরও হিম্মত হবে না। কখনও যদি নির্বুদ্ধিতার কারণে এমন কাজ করেও বসে তবে আমরা তার উত্তর সীমান্তে নয়, তাদের ঘরে গিয়ে দিয়ে আসতে পারব।

তরুণ ছাত্ররা যেমন গোটা দেশে আদর্শিক চেতনা বিতরণ করতে পারে তেমনি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শর্ত শুধু এই যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু পুরনো চাহিদা ও অভ্যাস ত্যাগে সংকল্পবদ্ধ হবেন এবং চেতনা ও কর্মে যে দুর্বলতাগুলো আছে তা দূর করতে সচেষ্ট হবেন।

লর্ড মেকেলের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কর্মের উদ্যম ও নৈতিক পবিত্রতাকে যেমন হরণ করেছে, তেমনি আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে পদ ও পদবীর পূজারী বানিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের চিন্তা-চেতনাকেও এত বিষাক্ত করে দিয়েছে যে, আমাদের চিন্তার ধারাই বদলে গেছে। এই শিক্ষায় দ্বীন শুধু অনুপস্থিত নয়, এর জন্য যে পরিবেশ নির্বাচন করা হয়েছে তা একে দ্বীনের প্রতিপক্ষ ও ঈমান বিনষ্টকারী বানিয়ে দিয়েছে। যার অপরিহার্য ফলাফল এই হয়েছে যে, আমাদের ছাত্রদের চিন্তা ও হৃদয় ঈমানী চেতনা থেকে ধীরে ধীরে শূন্য হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য ও মুহাব্বত এবং তাঁদের আনুগত্যের প্রেরণা আমাদের জাতীয় শিক্ষাঙ্গনগুলো থেকে শুধু নিঃশেষই হয়ে যাচ্ছে না; বরং এই পবিত্র ও কল্যাণকর প্রেরণা বিলুপ্ত করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। উপরন্তু প্রাচ্যবিদ গবেষকদের নানামুখী চক্রান্ত সন্দেহ ও সংশয়ের এমন জাল বিছিয়ে দিয়েছে যে, দ্বীন ও ঈমানকে রক্ষা করা এখন বাস্তবিক পক্ষে মর্দে মুজাহিদের কাজ।

নিঃসন্দেহে ছাত্রভাইদের মধ্যে এমন অনেক মর্দে মুজাহিদ আল্লাহ তৈরি করেছেন, যারা এইসব চক্রান্ত ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু সময়ের দাবি এই

Free © www.eilm.weebly.com

যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন যেমন আমাদের ভাইদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে রয়েছে তেমনি গুরুত্বের সঙ্গে; বরং আরো অধিক গুরুত্ব দিয়ে ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমরা যদি মুসলমান না হই তবে কিছুই হতে পারিনি। আর মুসলমান একটি সাম্প্রদায়িক উপাধী নয়; বরং ইসলামী জীবন-দর্শন, ইসলামী চেতনা এবং ইসলামী কর্ম ও চরিত্রের যারা অধিকারী তাদেরই নাম মুসলিম। বলাবাহুল্য, এর জন্য কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান পূর্ণ আগ্রহের সঙ্গে অর্জন করা জরুরি।

আল্লাহ তাআলার শোকর, সম্প্রতি একটা জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে– আমাদের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রদের সামনে কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা এবং পশ্চিমা প্রতারক গোষ্ঠীর অন্ধ অনুকরণের কুফল পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই সচেতনতা এতটা শক্তি অর্জন করেনি যে, অধিকাংশ লোকের কর্ম ও চরিত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে আমি আমার প্রিয় ছাত্রভাইদের একটি চিন্তাগত ও একটি কর্মগত ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন করতে চাই। কেননা সাফল্যের সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও এই দুর্বলতাগুলোই তাদেরকে কর্ম ও প্রচেষ্টার সুফল থেকে বঞ্চিত রেখেছে। আল্লাহ করুন, যুবক ভাইয়েরা যদি জীবন সায়াহ্নে উপনীত এক বৃদ্ধের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং গ্রহণ করেন তবে গোটা জাতিকে তারা ইসলামের রঙে রাঙিয়ে দিতে পারবেন।

প্রথম দুর্বলতা

সালাফে সালেহীনের প্রতি অনাস্থা

প্রথম দুর্বলতা চিন্তাগত। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ভাইদের মধ্যে ইসলাম ও ইসলামিয়াত সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কিছু ভুলের কারণে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়ে যায় বেশি এবং হেদায়েতের পরিবর্তে সূচনা হয় ফেতনার। একটি ভুল এই যে, কুরআন ও সুন্নাহর ইলম অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত অধ্যয়নই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন হল, জগতের কোনো বিদ্যা কি শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা অর্জিত হয়? এমন একটি দৃষ্টান্তও কি দেখানো যাবে যে, শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা কেউ কোনো শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছে? তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর ইলম কিভাবে এত তুচ্ছ হয়ে গেল যে, কিছু বইপত্র পড়েই এ বিষয়ে পণ্ডিত হওয়ার আশা করি? আমরা যদি সত্যিই কুরআনের ইলম অর্জনে আগ্রহী হই তাহলে শুধু নিজস্ব পড়াশোনার দ্বারা নয়;

Free @ www.eilm.weebly.com

বরং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নিয়ম অনুযায়ী শিখতে হবে এবং নিজস্ব ধারণার উপর তাদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি জরুরি বিষয় এই যে, আসলাফে উম্মত অর্থাৎ সাহাবা, তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, যাঁরা সরাসরি কিংবা এক-দুই সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাত্র– বিশেষত সাহাবায়ে কেরাম, যাদের সামনে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং কুরআনের বিধান বাস্তবায়িত হয়েছে, তাদের দ্বীনদারী ও আমানতদারী সম্পর্কে অমুসলিমদেরও কোনো সংশয় নেই। আর কুরআন-সুন্নাহর বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনে তাদের অর্ন্তদৃষ্টির গভীরতা পরিমাপ করা আমাদের বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও সহজ নয়। আমার-আপনার মতো সাধারণ পাঠকের তো প্রশ্নই অবান্তর। কুরআন মজীদের ইরশাদ–

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

মোতাবেক তাঁরাই হেদায়েতের মিনারা। আর তাদের ব্যাপারে আস্থা হারানোই হলো সকল গোমরাহীর সূচনা।

'মতের স্বাধীনতা'র মোহনীয় শ্লোগানের আড়ালে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এখানেই প্রথম আঘাত হেনেছে। পূর্বসূরীদের প্রতি ভক্তি ও আস্থা আমাদের অমূল্য সম্পদ। এটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে দ্বীনের স্বীকৃত ও সর্বসম্মত বিষয়গুলোতে সন্দেহ করা হচ্ছে। আমরা গবেষণার নামে পূর্বসূরীদের মত ও পথ পরিত্যাগ করে শুধু সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি।

যেসব বিষয়ে পূর্বসূরীদের মতভেদ রয়েছে সেখানে ইলম ও তাকওয়ার বিচারে যাকে আপনার অগ্রগণ্য মনে হয়, তাকে অনুসরণ করতে আপত্তি নেই কিন্তু অন্য মত পোষণকারীর প্রতি সামান্যতম বেআদবীও দুর্ভাগ্যের কারণ হবে।

কুরআন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী সর্বশেষ শ্রেণীর মুমিনদেরও বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্বসূরীদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ থাকবে। ইরশাদ হয়েছে : (তরজমা) 'এবং যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের ওই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছেন। আর আমাদের অন্তরে যেন না থাকে মুমিনদের সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষ।'

মোটকথা, পূর্বসূরীদের প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা হচ্ছে এমন এক রক্ষাকবচ যা আমাদেরকে চিন্তা ও জ্ঞানের বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করতে পারে। একে

Free @ www.eelm.weebly.com

সৌভাগ্যের বিষয় মনে করুন। তাঁদের রচনা ও গবেষণাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সূত্র হিসেবে গ্রহণ করুন। তাদের সিদ্ধান্তকে নিজের ধারণার চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করুন। ইনশাআল্লাহ এটা আমাদের চিন্তাকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে।

যে কথাগুলো আপনাদের সামনে পেশ করেছি এটা মূলত শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর একটি চিঠির সারাংশ এবং আহলে ইলমের জন্য কর্মসূচি।

মতের স্বাধীনতা কিংবা রিসার্চ-গবেষণার আপাত:সুন্দর শিরোনামে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা যদি পূর্বসূরীদের প্রতি আস্থা হারাই তাহলে বিশ্বাস করুন এটা হবে অত্যন্ত লোকসানের ব্যবসা।

এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তটিও যেমন আমাদের হাতছাড়া হবে তেমনি আসলাফের অনুসৃত মূলধারা থেকেও আমরা দূরে সরে যাব।

দ্বিতীয় দুর্বলতা

পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণ

দ্বিতীয় দুর্বলতা কর্মগত। এটা ওই পরিবেশের কুফল, যা প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। সত্য কথা এই যে, মুসলিম জাতির শক্তির উৎস দুটি : ১. কুরআনী শিক্ষা। ২. সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। লেনদেন, কৃষ্টি-কালচার, বেশ-ভূষা সকল বিষয়ে ইত্তেবায়ে সুন্নত মুসলিম জাতির সৌভাগ্যের প্রথম শর্ত। মুসলমানের ভালো-মন্দের মাপকাঠি 'মদীনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'।

কিন্তু এই নতুন আবহাওয়া আমাদের চিন্তাধারাকে এমন বিপরীতমুখী করে দিয়েছে যে, আমাদের কাছেও ভালো-মন্দের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপ ও ইউরোপীয় 'সভ্যতা'।

এভাবে আমরা মদীনা থেকে বিমুখ হয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স অতঃপর আমেরিকা অভিমুখী হয়ে পড়েছি, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং নগ্নতা ও অশ্লীলতা 'সভ্যতা'র দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং মদ্যপান, নাচ-গান ও ভোগ-বিলাস প্রগতিশীলতার অন্তর্ভুক্ত। আমরা শিল্প ও সংস্কৃতির মোহনীয় নামে এমন সব অপরাধকে জাতীয় উন্নতির উপায় সাব্যস্ত করেছি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি-গোষ্ঠীর ধ্বংসের বীজ এগুলোতেই নিহিত ছিল। কিন্তু দুঃখজনক সত্য এই যে, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক

Free@ www.eilm.weebly.com

জীবন ওই ছাঁচেই নির্মাণ করে নিয়েছি, যা পশ্চিমা প্রতারক চক্র আমাদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করার জন্য প্রস্তুত করেছিল।

আমাদের সুরতে-সীরাতে এখন মদীনার ছাপ নেই। আছে প্যারিস ও লন্ডনের অন্ধ অনুকরণ।

এই আধুনিক জাহেলিয়াত ঈমানের নূর ও আমলের তাওফীক থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে এবং গুনাহ ও পাপাচারের চোরাবালিতে নিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে এই জীবন-ব্যবস্থায় খরচের উর্ধ্বগতি জাতিকে দেউলিয়া বানিয়ে ছেড়েছে। মানুষ যতই উপার্জন করুক, নিত্য পরিবর্তনশীল ফ্যাশন আর কুঠি-বাংলোর নিত্য-নতুন সজ্জায় সবই খরকুটোর মতো ভেসে যায়। প্রগতিশীলতার স্বপ্নে বিভোর বন্ধুরা শুধু বৈধ উপার্জন দ্বারা 'প্রয়োজনীয়' অপব্যয়গুলো সমাধা করে উঠতে পারেন না। ফলে অফিস-আদালতে ঘুষ ও দুর্নীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ভেজাল ও প্রতারণার সয়লাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

আপনারা দেখলেন, শয়তানের এই 'মিঠাই' পরিস্থিতিকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার ওই ছিদ্রপথে সকল অপরাধ-নগ্নতা, অশ্লীলতা, দুর্নীতি সবই ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছে।

আজ যখন ইউরোপের প্রতারণাগুলো এক এক করে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরিয়ে দিয়েছে এবং আমরা পরিষ্কার বুঝেছি যে, তাদের মধ্যে আমাদের কোনো বন্ধু নেই; বরং জাতির কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেওয়ার জন্যই তাদের সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছে তো এখনো কি আমাদের সময় হয়নি, ওই সব প্রতারকদের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার, তাদের 'সভ্যতা' তাদের মুখে ছুড়ে মারার? এরপর নতুন করে মদীনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তা ও কর্মের আদর্শরূপে গ্রহণ করার? ইসলামের পরিচ্ছন্ন ও অনাড়ম্বর সহজ-স্বাভাবিক জীবন অবলম্বন করব, যা আমাদের কর্ম ও চরিত্রকেও শুদ্ধ করবে এবং ঈমানী শক্তি আমাদের মধ্যে জাগ্রত করবে– ইউরোপের আবিল ও খরুচে জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে?

আমি জানি, এই কাজ দ্বীনী-দুনিয়াবী অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল বিবেচনায় আমাদের জন্য যতটা জরুরি, ঠিক ততটাই কঠিন। কেননা গোটা জাতি ওই কলুষিত ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু মসজিদ-মিম্বারের আলোচনায় এই ধারার পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। এখন একটি আন্দোলন প্রয়োজন, যার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত শক্তি আমাদের ছাত্রসমাজ। অন্যদিকে

Free @ www.eilm.weebly.com

এজন্যও এটা তাদের দায়িত্ব যে, এই নতুন 'সভ্যতা'র প্রচলন তাদের মাধ্যমেই হয়েছিল। অতএব এর মোড় ঘুরিয়ে দিতে তারা সহজেই সফল হতে পারেন। কাজের সকল যোগ্যতাই আমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান দেখছি শুধু একটি বিষয়ের অভাব, যা আমি আলোচনা করেছি। হযরত মাজযূব এর ভাষায়–

اوصاف حسن سب هیں نہیں سوز عشق

محتاج شمع ہے یہ بھری انجمن ہنوز

সবশেষে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদেরকে, আমাকে ও সকল মুসলমানকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও পূর্বসূরীদের আদর্শ মোতাবেক চলার ও পরের অনুকরণ করা থেকে বাঁচার তাওফীক দান করেন। আমীন।

তালিবানে ইলমে নবুওয়তের প্রতি কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা

Free@www.eTahmeed.com

[০১ সফর ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী তারিখে মারকাযুদ দাওয়াহ থেকে শিক্ষা সমাপনকারী সকল তালিবে ইলমকে মারকাযে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, তাদের কর্মজীবনের ব্যস্ততা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করা। এ সময় মারকাযের আসাতিযায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কিছু প্রয়োজনীয় কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে প্রকাশিত আলোচনার মতো এই আলোচনাটিও এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে। যেন মাদরাসার নেসাববদ্ধ পড়াশোনা সমাপ্ত করে কর্মজীবনে পদার্পণকারী তালাবায়ে কেরামের সামনে কথাগুলো থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে, সকল তালিবে ইলমকে এই বিষয়গুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।]

বেরাদরানে মুহতারাম, আল্লাহ তাআলার শোকর যে, দীর্ঘ বিরতির পর আবার আবনাউল মারকাযের মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছে; আল্লাহ তাআলা একে ফলপ্রসূ করুন এবং কবুল করুন।

এ উপলক্ষে আমরা নিজেদের ও আপনাদের সবাইকে ওই পুরনো কথাগুলোই স্মরণ করাচ্ছি, যা 'তাওজীহাতুন আবেরা' নামে আবনাউল মারকাযের প্রথম মজলিসে পেশ করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে যেগুলো মাসিক আলকাউসার-এর শিক্ষার্থীদের পাতায় ধারাবাহিকভাবে কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

এই মুহূর্তে আমরা বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা আলোচনা করে নিচ্ছি, যাতে সেগুলো আমাদের অন্তরে বসে যায় এবং ইলমী ও আমলী যিন্দেগিতে তা অনুসরণে আমরা মনোযোগী হতে পারি।

(১) প্রথম কথা এই যে, 'মুআস্‌সাসাতু আনবাইল মারকায'-এর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল আমাদের মাঝে যে 'সাত্‌হিয়্যত' (অগভীরতা) 'রাস্‌মিয়্যত'

Free © www.e-iqra.weebly.com

(গতানুগতিকতা) ও 'তামশিয়া' (যেনতেনভাবে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা) রয়েছে, যেগুলো সর্বপ্রকার উন্নতি ও সফলতার অন্তরায়, সেগুলোর চিকিৎসা করা। আর 'জিদ্দিয়্যত' (যথাযথভাবে নাশাত ও আযীমতের সাথে কোনো কাজ সম্পাদন করা) ও 'মুহাসাবা' (হিসাব-নিকাশ)-এর যিন্দেগি অবলম্বনের জন্য পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করা। যেন একে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা– এটিই অগ্রসর হওয়ার একটি উদ্যোগে পরিণত হয়। তাই আমাদের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা এই হওয়া উচিত, এই মজলিসটিও যেন একটি প্রথাগত বিষয়ে পর্যবসিত না হয় এবং এতেও যেন 'সাত্হিয়্যত' ও 'তামশিয়া'-র ঘুন না ধরে যায়।

আমরা যদি নিজেদের যিন্দেগিকে মুহাসাবার যিন্দেগি বানানোর প্রতি মনোনিবেশ করি, উদাসীনতা ও গতানুগতিক অবস্থার পরিবর্তে সতর্কতা ও উদ্যমী তৎপরতা এবং যথার্থতা ও পূর্ণাঙ্গতার দিকে অগ্রসর হতে থাকি তাহলে মনে করব মুআস্সাসা সফলকাম। আর যদি– আল্লাহ না করুন– এমন না হয়, তাহলে নিশ্চিত জানুন যে, মুআস্সাসা আপনাদের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতির কারণ হবে। সময়, সম্পদ, মেধা ও মনোযোগ নষ্ট করার একটি নতুন পথ খোলা হবে।

মোটকথা, আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন এই মু'তামার রাসমিয়্যত ও সাতহিয়্যত দূর করার জন্য নিবেদিত হয়। তাই একে আমরা ইনশাআল্লাহ কখনো রসমি হতে দেব না।

(২) দ্বিতীয় কথা এই যে, কারো মাঝে মুহাসাবার মেযাজ না থাকার অর্থ হল সে উদাসীনতার শিকার। জিদ্দিয়্যত-এর মেযাজ না থাকার অর্থ হল সে 'হায্ল'-এর শিকার। 'হায্ল'-এর সূক্ষ্ম অবস্থা হচ্ছে আমলীভাবে উদ্যোগ ও অগ্রসর হওয়া ছাড়াই শুধু আফসোস করা এবং করব করছি বলেই মনকে প্রবোধ দেওয়া। মুমিনের শান হচ্ছে সে আল্লাহ তাআলার দরবারে গাফলত ও উদাসীনতা থেকে আশ্রয় কামনা করবে। আর 'হায্ল' থেকে হয়ত চতুষ্পদ জন্তুও অনেক ঊর্ধ্বে; সে কি মানুষ যে হাযলের ওপরে ওঠতে পারেনি; অথচ চিন্তা করলে দেখবেন যে, আমরা সবাই কমবেশি হাযলের শিকার।

نَهَارُكَ يَا مَغْرُوْرُ سَهْوٌ وَ غَفْلَةٌ - وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدٰى لَكَ لَازِمٌ

দিবস তোমার হে গাফেল! কাটে বেকার
রাত হলো ঘুম,
ধ্বংস তোমার
তুমি আত্মপ্রতারণার শিকার।

وَشُغْلُكَ فِيْمَا لَيْسَ يَعْنِيْكَ شُغْلُهُ - كَذٰلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيْشُ الْبَهَائِمُ

তুমি মগ্ন আনিয়েই
যা তোমার নেই দরকার
এভাবে জীবন কাটায়, মানুষ নয়
জন্তু জানোয়ার।

মুহাসাবার সম্পর্ক চিন্তা ও ভাবনার সাথে, কিন্তু সতর্ক ও তাগিদের জন্য কখনো নফসের সাথে মৌখিক সম্বোধনের ও প্রয়োজন দেখা দেয়। আমাদের পূর্বসুরীদের মাঝে এই মুহাসাবার বড়ই গুরুত্ব ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই মুহাসাবার ক্ষেত্রে লেখনির সাহায্য নিয়েছেন। শায়খ (রহ.) 'রিসালাতুল মুসতারশিদীন'-এর টীকায় শায়খ ইবনে আরাবী (রহ.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন–

"আমাদের পূর্বসূরীরা তাদের কথা ও কাজের মুহাসাবা করতেন এবং সেগুলো খাতায় লিখতেন। ইশার পর নিজেদের মুহাসাবা নিতেন এবং খাতা উপস্থিত করতেন। সারা দিনের কথা ও কাজের প্রতি নজর বুলাতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। যদি ইস্তেগফার করার মতো কোনো কাজ হত তাহলে ইস্তেগফার করতেন, যদি তওবা করার মতো কোনো কাজ হত তাহলে তওবা করতেন; যদি শোকর আদায় করার মতো কোনো কাজ হত তাহলে শোকর করতেন। এরপর ঘুমাতেন।"

– রিসালাতুল মুসতারশিদীন (টীকা) ৮১ – ফয়যুল কাদীর ৫/৬৭

যদি এত লম্বা তালিকা তৈরি করতে মন না চায় তাহলে অন্তত এতটুকু তো করা উচিত, যতটুকুর কথা হযরত পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহুম বলেন। তিনি এতটুকু বলেন যে, কোনো এক আমল যেমন তাহাজ্জুদের ব্যাপারে নোট রাখা– কবে পড়া হয়েছে, কবে ছুটেছে বা জামাতের ব্যাপারে নোট রাখা; তওবার ব্যাপারে নোট রাখা– সে গোনাহ পরবর্তী সময়ে প্রকাশ পেয়েছে কি না। গীবত, বদনজরী ও অন্যান্য গোনাহের ব্যাপারেও অনুরূপ নোট রাখা। আর মাঝে মধ্যে নফসের শাসন করা এবং নতুন করে তওবা করা। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

(৩) তৃতীয় কথা এই যে, একজন আলেমের মধ্যে সাবধানতা ও সচেতনতার গুণ থাকা উচিত। একজন আলেমকে দূরদর্শী ও পরিণামদর্শী হতে হবে। গভীর ভাবনা ও পরিণাম চিন্তা ছাড়া কোনো প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া কোনো বিবেকবান আলেমের কাজ হতে পারে না।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free © www.eilmweekly.com

কেউ এসে বলল, আমরা ইসলামী ব্যাংকিং করতে চাচ্ছি, আমরা আপনাকে আমাদের শরীয়া বোর্ডের ছদর বা রোকন বানাতে চাই অথবা আমরা ইসলামী বীমা বা অমুক আর্থিক প্রতিষ্ঠান খুলতে চাচ্ছি, আপনি আমাদের পথনির্দেশনা দিন। আপনি আমাদের ছদরের পদ কবুল করুন। অথবা কেউ এসে বলল, আমরা অমুক রাজনৈতিক দল বা দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান করেছি বা করতে চাচ্ছি আপনি এতে শরীক হোন অথবা আপনাকে মুরুব্বী মানি, আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিন।

এ ধরনের কত দাওয়াত আসতে পারে। আপনি কি শুধু নাম শুনেই আর মৌখিক বিনয় দেখেই তাদের দাওয়াত কবুল করবেন? এমনটি হতে পারে না। আপনাকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কাজ নিতে হবে। অন্যদের থেকে শিক্ষা নিতে হবে। প্রথমত আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে ওই যিম্মাদারি আপনি সামলাতে পারবেন কি না? নতুবা إِنِّيْ أَرَاكَ ضَعِيْفًا فَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ (আমি তোমাকে অক্ষম দেখছি, তুমি দুজনের মাঝেও ফয়সালা করতে যাবে না)-এর নির্দেশনা মোতাবেক ভিন্ন বিভাগে অনধিকার চর্চা করতে না যাওয়া উচিত।

যদি আপনি যোগ্য হন, যা আপনার তালীমী মুরুব্বী বা মেহেরবান, আমানতদার পরামর্শদাতা উস্তাদ যিনি আপনার অবস্থা ভালোভাবে জানেন, শুধু তাঁর সাক্ষ্যতেই প্রমাণিত হতে পারে; তাহলে দেখতে হবে যে, ওই ব্যাপারে আপনি যথেষ্ট সময় দিতে পারবেন কি না, আপনার নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানের কোনো আইনী অবস্থান আছে কি না; প্রতিষ্ঠান সে মোতাবেক চলবে কি না; প্রতিষ্ঠান কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে আপনি তা বুঝবেন কি না; পরিভাষা, ভাষা ও পেশার ভিন্নতার কারণে আপনি নিজে বুঝছেন না, বরং তাদের তাকলীদ করে শুধু আস্থা ও সুধারণার ভিত্তিতে দস্তখত করছেন কি না।

আপনি নিজেকে যাই মনে করুন না কেন, আপনার নামের অপব্যবহার হতে দেবেন না। নামের ওজন ও মর্যাদা নষ্ট করবেন না। আজকাল অপরিণামদর্শী কিছু সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নামের তত্ত্বাবধানের রোগ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সচেতনতার পরিচয় দিন; গড্ডালিকা প্রবাহে নিজকে ভাসিয়ে দেবেন না। সতর্কতা ও সচেতনতা পূর্বসূরীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই উত্তরসূরীদের মাঝে এ গুণ থাকা অপরিহার্য।

(৪) বাহ্যিক চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ আখলাকের শুদ্ধতার সাথে সাথে উলামা ও তলাবার কাছে আরো একটি বিষয় কাম্য। তা হল চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষ ও

Free @ www.eilm.weebly.com

উচ্চতা। তাকে 'ফিকরে আরজুমান্দ'-এর অধিকারী হতে হবে। চিন্তার অগভীরতা তার শান হতে পারে না। তাকে সুস্থ ও সুউচ্চ চিন্তার অধিকারী হতে হবে।

চিন্তার উচ্চতা একটি বিশাল দিক। ছোট ছোট জিনিসও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, রয়েছে সর্ববৃহৎ জিনিসও। কবি বলেন,

منت منه که خدمت سلطان همی کنی - منت شناس از و که بخدمت بداشتت

"গর্ব করো না যে বাদশাহর খেদমত করছ, বরং কৃতজ্ঞ হও এই ভেবে যে, বাদশাহ তোমাকে খেদমতে নিয়োজিত রেখেছেন।"

এই পংক্তিটিতে চিন্তার উচ্চতার দীক্ষা রয়েছে। প্রায় সব কাজেই দ্বিমুখী চিন্তা-চেতনার মিশ্রণ রয়েছে, তার মধ্য থেকে আমরা সব সময় শুধু সুস্থ ও সুউচ্চ ফিকিরটি গ্রহণ করব; নীচ ও হীন ফিকির গ্রহণ করে নিজের হীনতার পরিচয় দেব না।

(৫) মানব সেবার কাজটি আমাদের দ্বারা সাধারণত হয়ই না এবং

إِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ، وَتُؤَدِّيْ الْأَمَانَةَ، وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ

আপনি তো ইয়াতীমের যত্ন করেন, নিঃস্বরে আহার যোগান, সত্য কথা বলেন, আমানত অর্পণ করেন, অতিথির সমাদর করেন আর দুর্যোগে-দুর্দিনে মানুষের সাহায্য করেন।

খেদমতে খালকের এই সুন্নত আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে হলেও সামর্থ্য অনুযায়ী এ সুন্নত যিন্দা করার চেষ্টা করা উচিত। মুহতারাম উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর অভ্যাস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর কাছে যখনই কোনো অর্থ আসত তা থেকে এক দশমাংশ ভিন্ন করে রেখে দিতেন এবং সেখান থেকেই দান-খয়রাত করতেন। মূলত হাদীসের বাণী–

لَا تَنْقُصُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

"সদকা দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না।"

এর ওপর আমাদের ঈমান বড়ই দুর্বল। তাই এদিকে আমাদের মনোযোগ খুব কমই হয়ে থাকে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

(তরজমা) 'তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।'

(সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯)

এটা আমাদের সামনে রাখা উচিত এবং দান-খয়রাতের আমল ব্যাপক করা দরকার। আর নিজের ও পরিবার-পরিজনের পেছনে খরচেও সওয়াবের নিয়ত করে নেওয়া উচিত।

(৬) একটি জরুরী কথা এও যে, মারকাযুদ দাওয়াহ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে অনেক উঁচু মানের একটি প্রতিষ্ঠান। আমরা নিজেদেরকে এ প্রতিষ্ঠানের খেদমত আঞ্জাম দানের যোগ্য মনে করি না। মুরুব্বীরা বসিয়ে দিয়েছেন, তাই কিছু করার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা সংশোধন করে দিন এবং উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন।। এসব বলার উদ্দেশ্য হল, এ প্রতিষ্ঠান তার আমলী অস্তিত্ব এবং এর কার্যক্রম হিসাবে যে মানের, সাধারণত একে আরো অনেক উঁচু স্তরের মনে করা হয়। তাই আমাদের সবার যিম্মাদারি হচ্ছে মানুষের এই সুধারণার মর্যাদা রক্ষা করা এবং প্রতিষ্ঠানের মান ও অবস্থানের ওপর কোনরূপ আঘাত না আসতে দেওয়া। এটা আমাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। আমরা এমন সব কথা, এমন সব কাজ এবং এমন সব চিন্তা-চেতনা থেকে বিরত থাকব, মারকাযের কোন উস্তাদ, কোন শিক্ষা সমাপনকারী থেকে মানুষ যা আশা করে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন।

(৭) নিজের ইসলাহ এবং মানুষের ফায়েদার জন্য দাওয়াত ইলাল খায়র-এর কাজে মাঝে মধ্যে কিছু না কিছু সময় নিজেকে সম্পৃক্ত করা দরকার। তবে এ কাজের হাকীকত বোঝা শুধু আমলী শিরকত দ্বারা হবে না বরং 'হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) আওর উনকি দ্বীনী দাওয়াত' নামক কিতাব এবং হযরতের মাকতূবাত ও মালফুযাত পড়ে বোঝা জরুরী।

এত শিক্ষাসমাপনকারী তালেবে ইলমদের থেকে যদি পরামর্শক্রমে দু চারজন শুধু এ কাজের জন্যই নিবেদিত হয়, তাতেই বা অসুবিধা কোথায়; বরং এমনই তো হওয়া উচিত। ছুটিগুলোতে (যাকে আমরা বিরতির দিনসমূহ বলা অধিক সঙ্গত মনে করি) কিছু দিনের জন্য হলেও বের হওয়ার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free@www.eilm.weebly.com

(৮) আমলের সংশোধন সম্পর্কে একটি কথা বলছি। তা হলো, তওবার একটি শর্ত এও যে, গোনাহের লাওয়াযেম ও উপায়-উপকরণ থেকেও বিরত থাকতে হবে। গোনাহের পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে 'দারুল আসবাব' বানিয়েছেন। দ্বীনী বিষয়ের জন্যও আসবাব জরুরী। অবশ্যই সবকিছু সম্পাদনকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাঁরই ওপর ঈমান আনা এবং তাওয়াক্কুল করা জরুরী। তবে যেভাবে আমরা দুনিয়াবী ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার হুকুমে আসবাব অবলম্বন করে থাকি, দ্বীনী ব্যাপারেও আমাদের আসবাব অবলম্বন করতে হবে। তাই গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য লাওয়াযেম ও আসবাব থেকে বাঁচা, গোনাহের পরিবেশ থেকে দূরে থাকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী শর্ত; যা শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র বিধানও বটে। এটা এমন এক শর্ত, যা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'আযীমত'ও বেকার হয়ে যায়। তাই তওবার ওপর অটল থাকা, জাহেরী-বাতেনী গোনাহ পরিত্যাগ করা, গর্হিত ও ফাহেশ কাজসমূহ পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে শুধু ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত থেমে না থেকে উপরোক্ত জরুরী শর্ত পুরা করে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করা এবং হিম্মত ও আযীমতকে কাজে লাগানো বাঞ্ছনীয়।

(৯) সর্বশেষ কথা ইলমী বিষয় সম্পর্কে। আর তা এই যে, আমাদের এসব এলাকার তালেবে ইলমদের মাঝে কুরআন হাদীসের নস্ ও পাঠ মুখস্থ করার প্রতি ইহতেমাম নেই। আরবের একজন সাধারণ মানুষের যত আয়াত, হাদীস, আছার, দুআ-যিকির মুখস্থ থাকে তার নজীর আমাদের এসব এলাকায় পাওয়া মুশকিল। এটা বড়ই দুঃখজনক। এ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা জরুরী। তাই আমরা অল্প অল্প করেই হোক বিষয়ভিত্তিক আয়াত, হাদীস, দুআ-যিকির মুখস্থ করার প্রতি যত্নশীল হব এবং এর জন্য ভিন্ন খাতা রাখব। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

পিতৃত্বের ছায়া

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ-এর বয়ান

Free @ www.eelm.weebly.com

প্রত্যেক বাবা, প্রত্যেক মা সন্তানের কল্যাণ কামনা করে। এই পরিমাণ কল্যাণ কামনা করার নজির তো অন্য কোনো সম্পর্কের মধ্যে পাওয়া যেতেই পারে না। শিক্ষকের মধ্যে এই গুণ বা এই তবিয়ত কিছু পরিমাণ হলেও আসা দরকার। কিছু ছায়াপাত হওয়া দরকার। মায়ের মমতা, বাবার শফকতের কিছু পরিমাণ ছায়া শিক্ষকের মধ্যে পাওয়া দরকার এবং এটা যদি কোনো শিক্ষকের মধ্যে আসে তাহলে ইনশাআল্লাহ সে তার শিক্ষক-জীবনে কিছু না কিছু জাহেরী কামিয়াবী হাসিল করবে। আর আখেরাতের কামিয়াবী তো আছেই।

দুনিয়াতে শিক্ষক জীবনটা, শিক্ষকতার যে পেশা, শিক্ষকতার যে অযীফা, এটাতে জাহেরী কামিয়াবী ইনশাআল্লাহ হবে। আল্লাহ তাআলা যেন উজব থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তাআলা যেন শোকর করার তাওফীক দান করেন। আমি আমার শিক্ষকতার শুরু থেকে, যখন আমি তরুণ তখনই আমি মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের এই অনুভূতিটা আমার ছেলেদের মধ্যে অনুভব করি। যখন এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করাও বয়সের সাথে খাপ খায় না। এই কারণে (আল্লাহর প্রশংসা) আমার তালেবে ইলমদের মহব্বত আমি পেয়েছি। এটা আপনাদের ক্ষেত্রেও হবে। আপনার মধ্যে যদি এই ছায়াটা থেকে থাকে তাহলে দেখবেন ছেলেরা আপনাকে মহব্বত করবে।

কোনো শিক্ষকের মধ্যে পিতৃত্বের ছায়া আছে, মাতৃত্বের ছায়া আছে অথচ তার ছেলেরা তাকে মহব্বত করে না, এটা হবে না ইনশাআল্লাহ। এই জিনিসটির এখন বড় অভাব।

যার মধ্যে পিতৃত্বের ছায়া থাকবে, মাতৃত্বের ছায়া থাকবে, সে কিন্তু ছাত্রদের খেদমত নেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করে নিবে। এই জিজ্ঞাসা না করাটাই দলীল যে, তার মধ্যে শফকত নেই। খেদমত করা পর্যন্ত আছে, কিন্তু বাপ হিসাবে খেদমত নেওয়া, মা হিসাবে খেদমত নেওয়া, এই বৈশিষ্ট্যটাই নেই। জিজ্ঞাসা করতে হবে। হুট করে বলে, এটা করো তো। এটা করার মতো অবস্থায় সে আছে কি না দেখতে হবে।

Free © www.eilm.weebly.com

পাহাড়পুরী হুযুর একটা কথা বলেছিলেন। তিনি কামরায় গেছেন। কামরায় যাওয়ার পর একটা ছেলে শুয়ে আছে। তল্লাশি করতে গেছেন। ছেলেটা যে শোয়া থেকে উঠছে না উনি বুঝে ফেলেছেন, মনে হয় অসুস্থ। কিন্তু অন্য উস্তাদ গিয়ে তাকে কান ধরে উঠিয়েছে। 'আমরা এখানে কামরায় ঢুকছি এখনো শুয়ে আছো!'

হুযুর শান্ত করলেন। দেখেন যে, আসলেই সে অসুস্থ। উঠতে পারছে না। মনে করবেন, কত বছর আগের ঘটনা। আমার শিক্ষকতার প্রথম যুগের ঘটনা। আমার মনে আছে। আমার মনে হয়েছে, এই লোকটা তো উস্তাদ হওয়ার উপযুক্ত না। এখন আমার মধ্যে যেন এই গুণ আসে। এই গুণটা যার মধ্যে যেই পরিমাণ আসবে, সে সেই পরিমাণ কামিয়াবী লাভ করবে এবং তার কামিয়াবী ইনশাআল্লাহ কেউ রোধ করতে পারবে না।

যে যেই পেশায় আছে সে যদি ঐ পেশায় সফল না হয় এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তো আর নেই। যে লেখক– তার লেখায় যদি সফলতা না আসে, যে ওয়ায়েজ– তার যদি ওয়াজের পেশায় সফলতা না আসে, তার যদি ডাইরীর পাতা খালি থাকে, তাহলে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য নেই। আমি ওয়াজ করতে পারি না। এটা কোনো দোষ না। কিন্তু যে ওয়ায়েজ তার ওয়াজ করতে না পারাটা দোষের। আমি যে শিক্ষক, শিক্ষকতার পেশায় যদি সফল না হই ...! এটার সফলতার জন্য একেবারে অপরিহার্য একটা শর্ত তার মধ্যে পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের ছায়া থাকতে হবে।

এখানে দু'একজন ছাত্রও আছে। এই জন্য আর একটা দিকও বলতে হয়। সেই ছাত্র কামিয়াবী হাসিল করতে পারবে না, যার মধ্যে সন্তান হওয়ার যে একটা কৃতার্থতা আছে, সাআদতমন্দী যেটাকে বলে, বাপ ধমক দিলেও সহীহ না দিলেও সহীহ, ধমক দিলেও মা, ধমক না দিলেও মা। মা খেতে দিলেও মা খেতে না দিলেও মা, যে তালেবে ইলমের মধ্যে এই জিনিসটা নেই সে সারাজীবন পড়তে পারে, কিন্তু কামিয়াব তালেবে ইলম হতে পারবে না। আর যার মধ্যে এই গুণটা আছে, উস্তাদের অনেক আচরণ তার বরদাশত হয়ে যাবে। বরদাশতযোগ্য যে হয় না এটার কারণ হল ঐ সাআদতমন্দী তার মধ্যে নেই। মা বলতে পারে আজকে তোরে ভাত দিব না। তারপরও মা মা-ই। এটা কেন, যেহেতু তার মধ্যে সন্তান হওয়ার যে গুণ সেটা আছে। উস্তাদের সাথে এই সন্তান হওয়ার যে গুণ এটার একটা ছায়া থাকতে হবে। সে তার সন্তান। এই ছায়াটা যেন তার মধ্যে থাকে। সন্তানের ছায়া, সন্তানের ছায়াটা থাকতে হবে। এই ছায়াটাও এখন নেই।

Free @ www.eilm.weebly.com

আমার উস্তাদ মীর ছাহেব (রহ.) পটিয়ার বানী মুফতী আজিজুল হক (রহ.)-এর খাবার রান্না করতেন। খাবার রান্না করা মানে মসল্লা পাটায় বেটে তার পর তরকারী রান্না করা। একদিন উনি পাটায় মসল্লা পিষছেন। হুযুরের মুখে শোনা, তিনি পিষছেন আর মুফতী ছাহেব (রহ.) চৌকিতে শোয়া ছিলেন। 'আহমদ তোমার কষ্ট হইতেছে,' হুযুর উনার ভাষায় বলছিলেন। আমি ঘাড় বেকা করে তাকাইলাম, 'আমার মা-বাবার লগে এদ্দুর করলাম না অইলে? এটা আবার কষ্ট কী!, এই যে, সন্তানত্ব, উনি যে সন্তান আর এই যে চৌকিতে যিনি শোয়া আছেন উনিন যে তার বাপ এই ছায়াটা পড়েছে। এই জন্য উনি কামিয়াব। তালেবে ইলম সফল হওয়ার জন্য তার মধ্যে সন্তানত্বের ছায়া থাকতে হবে। আর উস্তাদের কামিয়াব হওয়ার জন্য পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের ছায়া থাকতে হবে।

এখনও এই যামানায় মাদরাসাতুল মদীনায় আলহামদুলিল্লাহ কিছু ছাত্রের মধ্যে দেখি সন্তানত্বের ছায়া। এই যে কথাগুলো বলছি কিছু কিছু ছেলের সুরত আমার জেহেনে এসে আছে, যাদের মধ্যে এই গুণগুলি আছে। আগের যামানার সাথে তুলনা করছি না। এই যামানার কথা বলছি। এই যামানার যদ্দুর থাকার কথা অদ্দুর আছে।

দ্বীনী মাদরাসাসমূহের মজলুমানা হালত তলাবায়ে কেরামের দায়িত্ব

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

Free@www.e-ilm.weebly.com

কওমী মাদরাসাগুলো এখন যে নাজুক সময় অতিক্রম করছে তা কারো অজানা নয়। দীর্ঘদিন থেকেই দ্বীনী মাদরাসাগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু ষড়যন্ত্রের শিকার। দিন দিন অবস্থা আরো কঠিন হচ্ছে। এর বাহ্যিক কারণ হয়ত ওই সব জালিমদের অত্যাচার-অজ্ঞতা, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আল্লাহ তাআলা কেন মাদরাসাগুলোর উপর তাদের চাপিয়ে দিয়েছেন? এর পিছনে কি কোনো অন্তর্নিহিত কারণও রয়েছে? কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখিত জাযা ও ছাযার ইলাহী নিয়ম সম্পর্কে যাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি রয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবগত তারা অনুধাবন করেন যে, এইসব কেবল ঘটনাচক্রের বিষয় নয়। তদ্রূপ শুধু বাহ্যিক কারণগুলোই একমাত্র কারণ নয়; বরং উদ্ভূত পরিস্থিতির পিছনে একটি বাতেনী বিষয়ও কার্যকর রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা কওমকে যেসব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ইজ্জত, সম্মান, প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দান করেন তারা যখন সেসব বিষয়ে উদাসীন ও রিক্তহস্ত হয়ে যায় তখন তাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হতে থাকে। এই উদাসীনতা যত বেশি হয়, হীনতা ও লাঞ্ছনার আযাবও তত কঠিন হয়ে যায়।

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর (রাযি.)-এর বাণী স্মরণ করুন। তিনি বলেছিলেন,

إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ أَعَزَّنَا اللّٰهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللّٰهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللّٰهُ

এই ইলহামী উক্তির আলোকে চিন্তা করুন : আহলে মাদারিসের প্রভাব ও মর্যাদার মূল বিষয় এই যে, এই মাদরাসাগুলো হচ্ছে 'রিজালুল্লাহ' তৈরির কেন্দ্র। রিজালুল্লাহ অর্থ এমন ব্যক্তিত্ব, যারা তাফাক্কুহ ফিদ্দীন, রুসূখ ফিলইলম এবং তাকওয়া ও খোদাভীতির গুণে গুণান্বিত হবেন। যারা নিজেদের কর্ম ও আচরণ

Free@ www.eilm.weebly.com

এবং ছুরত ও সীরাতের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করবেন আর অন্যের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা হবেন। যাদের ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত সকল সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে থাকবে, যারা হবেন মুসলিম উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত এবং উম্মাহর কল্যাণে শরীয়তের বিধান মোতাবেক বিভিন্ন অঙ্গনে নিবেদিত। তাঁদের মধ্যে এমন একটি দল থাকাও অপরিহার্য, যারা যুগের সমস্যা ও চাহিদাগুলো অনুধাবন করেনন এবং তার সমাধান প্রদানের যোগ্যতা রাখেন তারা مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اَهْلَ زَمَانِهٖ فَهُوَ جَاهِلٌ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এখন আমাদের তালিবে ইলম ভাইদের চিন্তা করা উচিত, তারা এই মানদণ্ডে কতটুকু উত্তীর্ণ? কোনো সন্দেহ নেই যে, কওমী মাদরাসাকে দুশমনের হামলা থেকে রক্ষার করার সবচেয়ে বড় উপায় হল, মাদরাসার তলাবা-আসাতিযা এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সহযোগী, শুভানুধ্যায়ী সবাইকে মাদরাসার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সেই আদর্শের উপর অবিচল থাকতে হবে। আর এ বিষয়ে তালিবে ইলমদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি। কেননা, তারাই এই মাদরাসাগুলোর মূল পুঁজি। এজন্য এখন তালিবে ইলম ভাইদের কিছু করণীয় রয়েছে, যে বিষয়ে এখনই তাদের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।

১. নিজের মানসিব সম্পর্কে সচেতন হওয়া। তাদের জানতে হবে, তারা কে, তাদের পরিচয় কী? হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.)-এর বয়ান– আপন কোন হেঁয়, ক্যায়া হেঁয়, আপকা মানসিব কিয়া হ্যাঁয়? প্রত্যেক তালিবে ইলমের অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত এবং সে অনুযায়ী আমল করা উচিত।

২. কওমী মাদরাসার প্রকৃত পরিচয় এবং তার আদর্শ-উদ্দেশ্য গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা। এ বিষয়ে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর বক্তৃতা সংকলন– 'পা জা ছুরাগে যিন্দেগী' প্রথম সুযোগেই অধ্যয়ন করা উচিত।

৩. তাসহীহে নিয়ত এবং ইখলাস ও ইহতিসাবের বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। মাঝে মাঝে নিজের নিয়ত পরীক্ষা করে দেখা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ স্মৃতিতে রাখুন–

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ

Free @ www.eilm.weebly.com

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জনীয় ইলম শুধু এজন্য অর্জন করে যে, এর দ্বারা দুনিয়ায় কিছু বিষয় অর্জন করবে সে জান্নাতের খোশবুও পাবে না। (মুসনাদে আহমদ ২/৩৩৮, হাদীস ৮২৫২; সুনানে আবু দাউদ ২/৫১৫, হাদীস ৩৬৬৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা ২২, হাদীস ২৫২)

৪. নিজেকে রিজালুল্লাহর কাতারে শামিল করার জন্য যে নিমগ্নতা চাই তেমন নিমগ্নতার সঙ্গে মেহনত করা কর্তব্য।

রসমী 'মাওলানা' হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া এবং এতেই নিজেকে আলেম মনে করতে থাকা দ্বীনী মাদরাসার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ এটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় আলমিয়া (ট্রাজেডি)।

৫. নিজের আচার-ব্যবহার, আখলাক-চরিত্র ও মনোজগতের পরিশুদ্ধির বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং এ বিষয়ে কোনো রকম উদাসীনতার শিকার না হওয়া। ইলম অত্যন্ত গায়রত ও শরাফত সম্পন্ন, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং চরিত্রের শূচিতা ছাড়া ইলম কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে না। ইলমের কিছু বাক্য যে কেউ মুখস্থ করতে পারে, কিন্তু আলেম তো সে-ই, যার মধ্যে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও রুসূখ ফিলইলম রয়েছে। আর এই দুই বৈশিষ্ট্য হৃদয় ও চরিত্রের পবিত্রতা ছাড়া অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়।

৬. প্রত্যেক তালিবে ইলমের অনুধাবন করা উচিত যে, দুশমনদের হামলা থেকে একমাত্র আল্লাহই আমাদের রক্ষা করতে পারেন। এজন্য আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দুরসত করা হল আমাদের প্রথম কর্তব্য। তাআল্লুক মাআল্লাহর জন্য এ বিষয়গুলো ফরযের পর্যায়ে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে–

১. ঐ সমস্ত গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্রোধকে বাড়িয়ে দেয়। সব ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য যত মুজাহাদা ও কষ্টই হোক না কেন অশ্লীল কাজ থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা জরুরী।

২. কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে সকল কাজ লানতের কারণ বা আযাবের কারণ সেগুলো থেকে বিশেষভাবে বেঁচে থাকতে হবে। যে সকল গুনাহের কারণে পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আযাব নাযিল হয়েছে সেগুলো এই পর্যায়ভুক্ত। কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের সময় এদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

৩. যে সমস্ত আমলের বদৌলতে বিপদ দূর হয় এবং রহমত নাযিল হয় সেসব আমলের যথাসাধ্য ইহতিমাম করা। বিশেষ করে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী

Free @ www.e-iqra.weebly.com

দান-সদকা করা, তা পরিমাণে যত কমই হোক না কেন। তওবা ও ইস্তিগফার করা। প্রতিদিন কমপক্ষে একশ' বার কোনো না কোনো কালিমায়ে ইস্তিগফার পড়া উচিত। যদি এক বৈঠকে পড়া সম্ভব না হয় তবুও। তবে দিল থেকে পড়তে হবে। যাতে :

توبه بر لب سبه بر کف دل پر از ذوق گناه

معصیت را خنده می آید بر استغفارها

এর দৃষ্টান্ত না হতে হয়।

সকাল-সন্ধ্যা দিল থেকে সায়্যিদুল ইস্তিগফার পড়া উচিত। বিশেষ করে শোয়ার পূর্বে তওবা ও ইস্তিগফার করে নেওয়া। এছাড়া দিনে-রাতে কমপক্ষে একবার সালাতুত তাওবা পড়া উচিত।

৪. অহংকার, আত্মগরিমা ও হিংসার ন্যায় ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টা করা। নিজের তালীমী মুরব্বী কিংবা ইসলাহী মুরব্বীর নিকট থেকে প্রতিকার জেনে সে মোতাবেক আমল করুন।

৫. গীবত ও অন্যান্য জবানী গোনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট না করা।

৬. কুরআন তেলাওয়াত করা। প্রতিদিন কমপক্ষে ছয় তাসবীহ, ইশরাক, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন। অন্তত বিতরের পূর্বে দুই চার রাকাত নামায কিয়ামুল লাইলের নিয়তে পড়ার ইহতিমাম করুন।

৭. ইসলামের আদাব যিন্দেগী মুতালাআ করে তার উপর আমল করার চেষ্টা করুন।

৮. তালিবে ইলমের আসল কাজই হল, একাগ্রচিত্তে মুতালাআ করা, তাকরার করা ও তামরীন করা। অর্থাৎ ইসতিদাদ তৈরি করা, ইসতিদাদ পরিপক্ক করা, ইলমের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা এবং তাফাক্কুহ ও রুসুখ হাসিল করা। তাই ওযীফা ও যিকির, নফল ও সুনানের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু ইলমের মধ্যে নুর পয়দা করার জন্য এবং ইলমে কাসবীর সঙ্গে ইলমে ওয়াহবীর যোগসূত্র স্থাপনের জন্য যেহেতু এছাড়া আর কোনো পথ নেই তাই তালেবে ইলম ভাইদের জন্য কয়েকটি হেদায়েত।

একটি হেদায়েত হল,

أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

Free @ www.e-iqra.weebly.com

এর পথ অবলম্বন করা। ইখলাসে দ্বীনের জন্য নিয়ত সহীহ করার পাশাপাশি ইহসান, ইহতিসাব এবং সকল কাজ সুন্নত তরীকায় করা জরুরী।

দ্বিতীয় হেদায়েত হচ্ছে,

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

এর মূলনীতির উপর আমল করা।

তৃতীয় হেদায়েত হচ্ছে, ঐ সমস্ত আমলের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া যেগুলোতে সওয়াব ও ফায়দা অধিক কিন্তু আমল করা এতই সহজ যে, না তাতে অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয়, আর না অধিক সময় ব্যয় করতে হবে। এ ধরনের আমলের জন্য উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর 'আসান নেকিয়াঁ' মুতালাআ করা যেতে পারে।

এ ধরনের সহজ আমলের মধ্যে দুআয়ে মাসনুনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদ্রূপ অধিক হারে সালাম দেওয়া (ইফশাউস সালাম) যা শুধু সহজই নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নতও বটে, কিন্তু এটি আজকাল মাদরাসাগুলো থেকে বিদায় নিতে শুরু করেছে। সেই সাথে যে কাজই করি না কেন তা সুন্নত তরীকায় করা। এটি এমন একটি আমল, যার জন্য সাধারণত অতিরিক্ত কোনো সময় ব্যয় হয় না। একটু খেয়াল করলেই হয়। এভাবে চিন্তা করলে আরো অনেক আমল পাওয়া যাবে।

৯. প্রত্যেক তালিবে ইলমের একথা বোঝা দরকার যে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ

আল্লাহ তাআলা 'আয্-যিকর'-এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এজন্য যদি আমরা 'আয্যিকর' ওয়ালা যিন্দেগী গ্রহণ করি, সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে সজ্জিত করি এবং সঠিক অর্থে 'হামিলীনে যিকর' অন্য শব্দে 'হামিলীনে ইলমে ওহী' হই, তাহলে 'আয্যিকর'-এর হেফাযতের সাথে সাথে আমাদেরও হেফাযত হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন, প্রত্যেক পড়নেওয়ালা 'হামিলে ইলম' হতে পারে না। 'হামিলে ইলম' শুধু সে-ই, যে ইলমের হুকুক ও আদাব পুরোপুরি আদায় করে।

১০. দুশমনের থেকে নিজেদের এবং দ্বীনী মাদারিস ও মারাকিযের হেফাযতের জন্য এ সংক্রান্ত মাছুর ও মুজাররাব দুআ ও আমলের বিশেষ ইহতিমাম করা। যেমন–

Free © www.e-iqra.weebly.com

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ،

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ،

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ

ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যদি ইজতিমায়ী দুআর ব্যবস্থা থাকে তাহলে তাতে ইহতিমামের সাথে শরীক হওয়া। নতুবা ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ অনুযায়ী আমল ও দুআর চেষ্টা করা।

সর্বশেষ একটি কথা মনে রাখুন, আপনি যদি সত্যিকারের আলেম হন তাহলে আপনাকে দেখে দুশমনদের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হবে, কিন্তু সেই ক্রোধ হবে তাদের জন্যই আযাবের কারণ।

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

আর যদি আপনি ইলমের লেবাসধারী কোনো আলেম হন তাহলেও আপনাকে দেখে তাদের ক্রোধ পয়দা হবে (কেননা এই নাম ও সুরতের সাথেই তাদের দুশমনী রয়েছে) কিন্তু তাদের এই ক্রোধ তখন আপনার জন্য আযাবের কারণ হবে।

لَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ

আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং সকল তালিবে ইলম ভাইকে সহীহ অর্থে তালেবে ইলম বানিয়ে দিন। এমন তালিবে ইলম বানিয়ে দিন যার অস্তিত্বই হবে দ্বীনী মাদরাসা ও মারকাযসমূহের হেফাযতের অসীলা।

দ্বীনী কাজে খাশইয়াত ও হিকমতের প্রয়োজনীয়তা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী-এর বয়ান

Free © www.eilm.weebly.com

আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশে আমার আগমন এবারই প্রথম নয়। ১৯৫৮ থেকে এদেশে আসা শুরু হয়েছে এবং এখনো চলছে। তখন আমার মুহতারাম আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) তাশরীফ আনতেন।

বড় বড় আকাবির তখন এখানে ছিলেন। হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহ.), হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) প্রমূখ। মুহতারাম আব্বাজানের সঙ্গে একজন তালিবে ইলম হিসেবে আমিও আসতাম। তখন থেকে এ পর্যন্ত দশ-বারোবার এদেশে আসার সুযোগ হয়েছে। পাকিস্তান আমলেও এবং বাংলাদেশ হওয়ার পরও বার বার আসা হয়েছে। কিন্তু এবার বিশেষভাবে যে বিষয়টা অনুভব করছি এবং যার কারণে মনে অত্যন্ত খুশি অনুভূত হচ্ছে তা হল সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো দেখা যাচ্ছে এবং হযরত উলামায়ে কেরামের মধ্যে ইলমী 'যাওক' এবং তালীফ-তাসনীফের জযবা আগের চেয়ে অনেক বেশি নজরে পড়ছে। আলহামদুলিল্লাহ।

এক সময় ছিল যখন বাংলা ভাষায় দ্বীনী বই-পত্র প্রায় অনুপস্থিত ছিল। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)– আল্লাহ তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন– বেহেশতী জেওরের বাংলা অনুবাদ করেছেন। এর দ্বারা এখানকার লোকেরা অনেক উপকৃত হয়েছে। কিন্তু তখন তা ছিল দুই একটি ঘটনা। এই অভিযোগ তখন ব্যাপক ছিল যে, উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে দ্বীনী বই-পত্র সরবরাহ করা হয় না। আলহামদুলিল্লাহ এবার দেখছি উলামায়ে কেরাম বিশেষত নবীন উলামায়ে কেরাম রচনা-সংকলন ও গবেষণার কাজে এগিয়ে চলেছেন। বিভিন্ন খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন এবং বড় বড় কিতাবের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে। আগে এই অভিযোগও ব্যাপক ছিল যে, আমাদের আলেমদের বাংলা ভাষায় যথাযথ দক্ষতা নেই। যার কারণে বাংলাভাষীদের কাছে দ্বীনের পয়গাম পৌঁছাতে যথেষ্ট ত্রুটি হয়।

আল্লাহ তাআলা যখনই কোনো জাতির কাছে নবী পাঠিয়েছেন তাকে সেই জাতির ভাষা দিয়েই পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

Free@www.e-iqra.weebly.com

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ

তরজমা : 'আমি সকল নবীকেই তার জাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি।'

যে জাতির কাছে নবী পাঠাতেন তিনি তাদের ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ সুভাষী হিসাবে স্বীকৃত হতেন। আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী ছিলেন, কিন্তু আরবী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ও নিপুণতা এমন ছিল যে, মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল আরব এ বিষয়ে একমত ছিল, আরবী ভাষায় তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সুভাষী। এ থেকে বোঝা যায়, যারা দ্বীনের কাজ করবে তাদের জন্য স্বজাতির ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। এ বিষয়েও আগে অনেক অভিযোগ শোনা যেত। আলহামদুলিল্লাহ এবার দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে যে, প্রতিদিনই কোনো না কোনো কিতাব আমার হাতে আসছে, যা মাশাআল্লাহ এদেশের আলেমগণ বাংলাভাষায় লিখেছেন। আল্লাহ তাদের এ প্রেরণায় আরো বরকত ও উন্নতি দান করুন। আমীন।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলহামদুলিল্লাহ এদিকে আলেমদের নজর পড়েছে। একজন আলেমের জন্য তার স্বজাতির ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা থাকা খুবই জরুরি। যাতে তাদের মাঝে সহীহ শুদ্ধ ভাষায় দ্বীনের পয়গাম পৌঁছাতে পারেন। এখন আরো অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

এটা দেখেও অনেক খুশি লাগছে যে, এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মাশাআল্লাহ তাহকীকের কাজ করছে। হাদীসের বিষয়েও হচ্ছে, ফিকহের বিষয়েও হচ্ছে। হাদীস ও ফিকহের তাখাসসুস বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এগুলোতে আরো বরকত ও উন্নতি দান করুন।

আরো কিছু কথা আছে, যা প্রথমত আমি নিজেকেই বলছি তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনাদের খেদমতে পেশ করতে চাচ্ছি।

কথাগুলো হল, সকল ইলমী কাজ, চাই তা দরস-তাদরীসের কাজ হোক, ফতোয়ার কাজ হোক, তাহকীক-তাসনীফের কাজ হোক কিংবা অনুবাদের কাজ হোক সবই বড় মুবারক কাজ। কিন্তু তাতে নূর ও বরকত ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না এবং তা দ্বারা কোনো ফায়দা ততক্ষণ পর্যন্ত হাসিল হয় না যতক্ষণ ইলমের মূল উপাদান খাশইয়াতুল্লাহ বা আল্লাহর ভয় পয়দা না হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নফসের পবিত্রতা অর্জিত হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো ইলমী কাজে বরকত হয় না। লক্ষ্য করে দেখুন, ইতিপূর্বে কত বড় বড় মুসান্নিফ অতীত হয়েছেন। কিন্তু বহু নামজাদা লেখক-গবেষকের রচনা ও গবেষণা বিস্তৃতির অন্ধকারে

Free@www.eilm.weebly.com

হারিয়ে গেছে। কেউ তা থেকে উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে যখনই কোনো কিতাব আল্লাহর কাছে মকবুল হয়েছে তা মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং মানুষের অনেক উপকার করেছে। মকবুলিয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং আল্লাহর কাছেই হয়। আমি মুহতারাম আব্বাজান (রহ.)-এর কাছে শুনেছি যখন ইমাম মালেক (রহ.) মুয়াত্তা কিতাব সংকলন করলেন এবং মানুষের কাছেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত হতে লাগল তখন অনেকেই কিতাব লিখে মুয়াত্তা নাম রাখলেন। মুয়াত্তা নামে অনেক কিতাব সংকলিত হয়ে গেল। কেউ ইমাম মালেক (রহ.)কে বলল, হযরত! আপনি যে মুয়াত্তা সংকলন করেছেন এখন তো অনেকেই তা নকল করা শুরু করেছে। মুয়াত্তা নামে অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, অসুবিধা কী? লিখতে দাও। তারপর যে বাক্যটি বললেন তা হল,

مَا كَانَ لِلّٰهِ يَبْقٰى

অর্থাৎ যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে তা বাকি থাকবে আর যদি কেউ নামের জন্য, লোক দেখানোর জন্য কোনো কাজ করে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এমনকি তা কেউ জানবেও না। বাস্তবও তাই। এখন ঐসব মুয়াত্তার কোনো নাম-নিশানাও নেই। কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.)-এর মুয়াত্তা সুনাম-সুখ্যাতির সঙ্গে টিকে আছে। আরেক মুয়াত্তা আছে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর, এটিও সেই মুয়াত্তারই অন্য রেওয়ায়েত।

আসল বিষয় হল যে কাজই করা হোক তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে হতে হবে। সুনাম-সুখ্যাতির জন্য নয়। আমার নিজের একটি ঘটনা শোনাচ্ছি, যার দ্বারা আমার অনেক উপকার হয়েছে। আপনাদের জানা আছে যে, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছিল এবং সামরিক শাসন চালু হয়েছিল। তখন সে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় মুসলিম পারিবারিক আইন জারি করল। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, সেই পারিবারিক আইন ছিল শরীয়ত পরিপন্থী। সকল উলামায়ে কেরাম তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। আলোচনা করেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। তখন এক লোক সরকারের এই পারিবারিক আইনের পক্ষে একটি পুস্তক রচনা করে। যাতে কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, আইয়ুব খানের জারি করা পারিবারিক আইন কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী নয়।

মুহতারাম আব্বাজান (রহ.) আমাকে তার জবাব লেখার হুকুম দিলেন। তখন মাত্র দাওরায়ে হাদীস থেকে ফারিগ হয়েছি। জওয়ানির প্রথম অবস্থা।

Free@www.e-iqra.weebly.com

কলম জোশে পূর্ণ। প্রতিপক্ষকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করার প্রবণতা খুব তীব্র। ফলে এমন এমন আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করলাম যে, এভাবে পূর্ণ দুই আড়াইশ পৃষ্ঠার কিতাব লিখলাম। যাতে ওই ব্যক্তিকে খুব আক্রমণ-উপহাস করা হল যে পারিবারিক আইনের সমর্থন করেছিল। তবে আমার নিয়ম ছিল, যে কোনো লেখা আব্বাজানকে পড়ে শোনানো বা দেখানো ছাড়া প্রকাশ করতাম না।

এই কিতাব লিখেও আব্বাজানকে পড়ে শোনালাম। আব্বাজান পুরো কিতাব শুনে বললেন, বাবা! তুমি তো সাহিত্যের বিচারে খুব সুন্দর কিতাব লিখেছ। এর সাহিত্যমান অনেক উন্নত। কিন্তু আমাকে বল, তুমি কি এটা এজন্য লিখেছ যে, যারা আগে থেকে তোমার পক্ষে আছে তারা বাহবা দিবে এবং বলবে, বাহ! কত চমৎকার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে! কি শক্তিশালী কায়দায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হয়েছে। যদি তাদের এমন প্রশংসা লাভের জন্য লিখে থাক তাহলে তোমার এ কিতাব খুবই সফল একটি কিতাব। তোমার পক্ষের লোকেরা এই কিতাব পড়লে পঞ্চমুখে তোমার প্রশংসা করবে।

কিন্তু উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, যারা ওই কিতাব পড়ে গোমরাহ হয়েছে তাদেরকে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা তাহলে তোমার এই রচনার কানাকড়িও মূল্য নেই। কারণ তুমি শক্ত ভাষায় আক্রমণ করে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে প্রথমেই তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে দিয়েছ। প্রথমেই তারা এটা ভাববে যে, এ তো আমাদের বিপক্ষের কেউ লিখেছে। আমাদের সঙ্গে দুশমনি করে লিখেছে। তাই এই কিতাব থেকে তারা কিছু গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং এই কিতাব লেখার উদ্দেশ্য যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং মানুষের হেদায়েতের পথ সুগম করা হয়ে থাকে তাহলে তোমার এই কিতাবের এক পয়সাও দাম নেই। তারপর বললেন, দেখ, আল্লাহ যখন হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারূন (আ.)কে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন তখন তাদেরকে বলেছিলেন,

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

তরজমা : 'ফেরাউনের সঙ্গে তোমরা নরম ভাষায় কথা বলবে। হতে পারে সে নসীহত গ্রহণ করবে। হতে পারে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে।'

অথচ আল্লাহ আগে থেকেই জানতেন, সে নসীহত গ্রহণ করবে না। তার তাকদীরে হেদায়েত নেই।

হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)কে বললেন, তোমাদের চিন্তা করতে হবে, তোমাদের মাথায় এ কথা থাকতে হবে যে, হতে পারে সে সত্যের আহ্বানে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাড়া দিবে। হতে পারে সে নসীহত গ্রহণ করবে। হতে পারে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ঢুকবে।

আব্বাজান বললেন, তুমি মূসা (আ.)-এর চেয়ে বড় মুসলিহ দাঈ হতে পার না আর তোমার প্রতিপক্ষও ফেরাউনের চেয়ে বেশি গোমরাহ নয়। সুতরাং তাঁদেরকেই যখন নরম ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাহলে আমি আর তুমি কোন কাতারে শুমার হব? সুতরাং যদি কারো হেদায়েতই উদ্দেশ্য হয় তাহলে দাওয়াতের ওই পয়গাম্বরী পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না।

আব্বাজান যখন এই কথা বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, এমনভাবে তা অন্তরে স্থান করে নিল যে, সেই দুই আড়াইশ পৃষ্ঠার কিতাব আমি আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখলাম। যা এখন 'হামারে আয়েলী মাসায়েল' নামে প্রকাশিত হয়েছে। পুরো কিতাব পুনরায় লিখেছি এবং তাতে আক্রমণাত্মক ও ব্যাঙ্গাত্মক যেসব কথাবার্তা ছিল তা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছি। তারপর আব্বাজান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বললেন, আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। বললেন, যখনই কোনো কথা যবানে বা কলমে প্রকাশ করবে তার আগে চিন্তা করে নিবে যে, এ কথা আমাকে আদালতের কাঠগড়ায় প্রমাণ করতে হবে। যদি দেখ একথা আদালতে প্রমাণ করা যাবে না তাহলে তা যবানেও আনবে না, কলমেও লিখবে না। কারণ এমন সময় আসতেও পারে যখন ওই কথা তোমাকে আদালতে প্রমাণ করতে হবে। আর যদি দুনিয়ার আদালতে প্রমাণ করা নাও লাগে তাহলে একসময় তো অবশ্যই আসবে যখন আহকামুল হাকিমীনের আদালত কায়েম হবে এবং সেখানে অবশ্যই তোমাকে জবাবদিহী করতে হবে। যে কথাই তোমার যবান থেকে বের হচ্ছে তা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। তাই যে কথাই বল চিন্তা করে বলো।

এটি এমন একটি কথা ছিল, যার পর থেকে আলহামদুলিল্লাহ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, যেন কলম থেকে এমন কোনো কথা বের না হয় যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তারপর আমি ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে লিখেছি। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে লিখেছি, রাফেজীদের বিরুদ্ধে লিখেছি, বিদআতীদের বিরুদ্ধে লিখেছি, গায়রে মুকাল্লিদ এবং মুতাজাদ্দিদীনদের বিরুদ্ধে লিখেছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে আব্বাজানের ঐ কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করেছেন। যার ফল এই হয়েছে যে, আমার কিতাব 'ঈসাইয়্যাত কেয়া হ্যায়?' পড়ে যা ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে– আলহামদুলিল্লাহ বহু ঈসায়ী ইসলাম গ্রহণ করেছে। আব্বাজানের এই নসীহতের উপর আমল না করলে হয়তো এ পরিমাণ ফায়দা

Free@www.eilmweb.com

হতো না। তো আসল দেখার বিষয় হল, সুখ্যাতি বা মানুষের প্রশংসা লাভ করা উদ্দেশ্য, না আল্লাহর সন্তুষ্টি? যতক্ষণ এই চিন্তা না আসে ততক্ষণ ইলমে বরকত হয় না। এটা ছাড়া মানুষ যত তাহকীকী কাজই করুক না কেন তাতে বরকত হয় না।

মুহতারাম আব্বাজান আরেকটি কথা বলতেন। বলতেন, দেখ আমাদের উর্দূ ভাষায় দুইজন কবি আছেন একজন ইকবাল আরেকজন আকবার ইলাহাবাদী। চিন্তাধারার দিক থেকে আকবর ইলাহাবাদী ইকবাল অপেক্ষা উলামায়ে কেরামের চিন্তা-চেতনার অনেক বেশি কাছের। কিন্তু ইকবালের কথায় যত উপকার হয়েছে আকবর ইলাহাবাদীর কথায় তা হয়নি। কারণ আকবর ইলাহাবাদী যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তা ছিল বিদ্রূপাত্মক। তিনি ব্যাঙ্গ-উপহাস করে কথা বলতেন, পক্ষান্তরে ইকবাল এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। ফলে আল্লাহ তাআলা আকবর ইলাহাবাদী অপেক্ষা ইকবালের কথায় মানুষকে বেশি উপকৃত করেছেন। তো পয়গাম্বরানা দাওয়াতের পদ্ধতি হল দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকামিতার সঙ্গে দাওয়াত দিবে। প্রতিপক্ষ যদি তোমাকে গালিও দেয় তবুও তুমি তার প্রতিউত্তরে গালি দিবে না।

আব্বাজান হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর উদাহরণ দিতেন। তিনি এক বড় মাহফিলে ওয়াজ করছিলেন। অনেক বড় জমায়েত ছিল। শুনেছি, হযরতের ওয়াজ নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকত। তো ওয়াজের মাঝেই একজন দাঁড়িয়ে বলল, আমরা শুনেছি, আপনি নাকি হারামযাদা? (নাউযুবিল্লাহ)। দেখুন, সে মাহফিলে দাঁড়িয়ে জনসমক্ষে কীভাবে গালি দিচ্ছে! আব্বাজান (রহ.) বলতেন, অন্য কেউ হলে বলত, তুই হারামযাদা, তোর বাপ হারামযাদা, তোর দাদা হারামযাদা। কিন্তু হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) এটাকে একটা ঘটনা বানিয়ে দিলেন। বললেন, ভাই আপনি ভুল শুনেছেন। আমার আম্মাজানের বিয়ের সাক্ষী তো দিল্লীতে এখনও জীবিত আছেন। তিনি এটাকে একটা সাধারণ ঘটনা এবং অভিযোগ ধরে নিয়ে শান্তভাবে তার জবাব দিলেন। ফলাফল এই হয়েছে যে, তাঁর ওয়াজে আল্লাহ এমন প্রভাব দান করেছেন, এক এক ওয়াজে শত শত মানুষ তাঁর হাতে তাওবা করত।

হযরত থানবী (রহ.)কে এক জায়গায় ওয়াজের জন্য দাওয়াত করা হল। তিনি সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ওয়াজের আগেই একটি চিরকুট আসল। তাতে লিখিত ছিল, মাওলানা! আমরা শুনেছি, আপনি কাফের! কারণ মৌলভী আহমদ রেজাখান তখন এই ফতোয়া দিয়ে রেখেছিল। দ্বিতীয় কথা হল, আমরা

শুনেছি, আপনি নাকি জোলা? তৃতীয় কথা হল, আপনি এই মজলিসে এমন কোনো কথা বলবেন না যাতে দেওবন্দী ও বেরেলভী উলামাদের মতপার্থক্য আছে। অন্যথায় আমরা আপনার কথা শুনব না।

এই চিরকুট পাওয়ার পর হযরত ওয়াজের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। খুতবা পড়ার পর প্রথম কথা বললেন, ভাই! আমার কাছে একটি চিরকুট এসেছে, তাতে লেখা হয়েছে তুমি কাফের। দ্বিতীয় কথা হল, তুমি জোলা। তৃতীয় কথা হল এখানে মতপার্থক্যপূর্ণ কোনো কথা বলবে না। এরপর হযরত বললেন, প্রথম বিষয়ে আমার কথা হল, পিছনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। সুতরাং আমি কাফের ছিলাম না মুসলমান ছিলাম এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না। কিন্তু আপনাদের জানা আছে যে, ইসলামে এমন একটি কালিমা আছে যা সত্তর বছরের কাফেরও যদি পড়ে তবে সে মুসলমান হয়ে যায়। কালিমাটি হল আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাই তোমরা পিছনের কথা বাদ দাও। এখন আমি তোমাদের সামনে কালিমা পড়ছি। ...

দ্বিতীয় কথা আপনি লিখেছেন আমি জোলা। তো ভাই আমি তো এখানে কোনো বিয়ে শাদী বা আত্মীয়তার প্রস্তাব নিয়ে আসিনি। আত্মীয়তার প্রশ্ন থাকলে বংশ পরিচয়ের যাচাই বাছাই করার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং যদি ধরেও নেওয়া হয় আমি জোলা তাতে এমন কি যায় আসে।

তৃতীয় কথা বলা হয়েছে মতবিরোধপূর্ণ কোনো বিষয় যেন আলোচনা না করি। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হল আমি তো এখানে নিজ থেকে বয়ান করার জন্য আসিনি, আমাকে দাওয়াত করা হয়েছে। তাদের দাওয়াতের ভিত্তিতেই আমি এখানে এসেছি। যদি আপনাদের একজনও দাঁড়িয়ে একথা বলেন যে, আপনার ওয়াজ আমরা শুনব না, তাহলে আমি চলে যাব। আমার ওয়াজ করার কোনো শখ নেই। আমি পেশাদার কোনো ওয়ায়েজ নই। বাকি থাকল মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আলোচনা না করা তো এ জাতীয় বিষয় আলোচনা করার অভ্যাস নেই। আমি দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোই আলোচনা করে থাকি। তবে কথা প্রসঙ্গে কোনো মতবিরোধপূর্ণ বিষয় এসে গেলে তা এড়িয়ে যাই না। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করি। তাই এখনই আমি আপনাদেরকে ওয়াদা দিতে পারব না যে, ইখতেলাফী বিষয় আলোচনা করব কি করব না। আমি তো সাধারণ কথাগুলো আলোচনা করব। কিন্তু তার মাঝে যদি কোনো ইখতিলাফী বিষয় এসে যায় তাহলে তা অবশ্যই আলোচনা করব। এখন

Free © www.allilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

আপনারা সবাই বলুন, আপনাদের কোনো একজনও যদি দাঁড়িয়ে বলেন যে, আমরা আপনার ওয়াজ শুনব না তাহলে আমি ফেরত চলে যাব। হযরতের এই জবাব সবার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করল যে, সবাই বলে উঠল, হযরত! আপনার ওয়াজ আমরা অবশ্যই শুনব, অবশ্যই শুনব।

তারপর হযরত অনেক লম্বা বয়ান করলেন। আপনারাও হযরতের ওয়াজ পড়ে থাকবেন। হযরতের বয়ানে কথার পর কথা আসতে থাকে। ওয়াজে যাবতীয় ইখতিলাফী মাসায়েলের আলোচনা আসল। মীলাদের মাসআলা, কেয়ামের মাসআলা এ রকম আরো যত মাসআলায় বিদআতীদের সঙ্গে মতবিরোধ আছে সব মাসআলার আলোচনা হল। যখন বয়ান শেষ হল এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হযরত! ওই চিরকুট আমিই পাঠিয়েছিলাম। আপনার কাছে বলছি, আমি মীলাদও করতাম, কিয়ামও করতাম। কিন্তু আজ আপনার বয়ান শোনার পর প্রকৃত সত্য আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি এইসব আকীদা থেকে তাওবা করছি।

এভাবেই আমাদের আকাবির দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং বাতিলকে খণ্ডন করে হক প্রমাণ করেছেন।

আব্বাজান (রহ.) বললেন, পয়গাম্বরানা দাওয়াতের নীতি হল একদিকে কাফেররা এই বলে গালি দিচ্ছে যে, 'আমরা তো তোমাকে বেওকুফ মনে করি, আমাদের ধারণা, তুমি মিথ্যাবাদী।'

অন্যদিকে পয়গাম্বর জবাব দিচ্ছেন, 'না আমার মধ্যে বেওকুফী নেই। আমি তো তোমাদেরকে হেদায়েতের বাণী পৌঁছানোর জন্য একজন পয়গাম্বর হয়ে এসেছি।'

গালির প্রতিউত্তরে গালি দেননি, নম্রতা ও কল্যাণকামিতার সঙ্গে শ্রোতার মনের ভিতরে প্রবেশ করে কথা বলেছেন। এই গুণ তখনই অর্জন করা যায় যখন সুনাম, সুখ্যাতি, জনপ্রিয়তা ইত্যাদির স্থলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই শুধু কাম্য হয়।

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর আরেকটি ঘটনাও আমি আব্বাজান (রহ.)-এর কাছে শুনেছি। তিনি দিল্লী জামে মসজিদে ওয়াজ করছিলেন। তাঁর ওয়াজ অনেক লম্বা হত। ওয়াজ শেষে তিনি সিড়ি বেয়ে নিচে নামছেন এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক এমনভাবে দৌড়ে এল যে, হাঁপাতে লাগল। সে ইসমাঈল শহীদ (রহ.)কে সিড়ি বেয়ে নামতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, মৌলভী ইসমাঈলের

Free © www.eilmweb.com

ওয়াজ শেষ হয়ে গেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ ভাই। শেষ হয়ে গেছে। সে বলল ইন্না লিল্লাহ, আমি তো অনেক দূর থেকে তার ওয়াজ শোনার জন্যই দৌড়ে এসেছি। হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.) বললেন, আচ্ছা আপনি তাহলে তার ওয়াজ শোনার জন্যই এসেছেন? দেখুন, আমার নামই ইসমাঈল এবং আমিই ওয়াজ করেছি। আপনি সিড়িতে আমার সামনে বসে যান আমি আপনাকে সে ওয়াজ শুনিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তাকে বসিয়ে দিলেন এবং একজন মানুষকে পূর্ণ দুই ঘণ্টার ওয়াজ পুনরায় শুনিয়ে দিলেন। লোকেরা বলল, হযরত! একি আশ্চর্য ব্যাপার যে, আপনি শুধু একজন মানুষের জন্য পুনরায় এত লম্বা ওয়াজ করলেন? হযরত বললেন, ভাই! আমি প্রথমবার যে ওয়াজ করেছি তাও তো 'একজনের' জন্যই করেছিলাম। সুতরাং দ্বিতীয় ওয়াজও 'একজনের' জন্যই করেছি। তো যে ব্যক্তি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্য পরিহার করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করবে তার কাজে বরকত হবে না তো কার কাজে হবে? তাঁর এক এক ওয়াজে শত শত মানুষ তাওবা করত। এমন প্রভাব তখনই সৃষ্টি হয়, যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়। মানুষের প্রশংসা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়।

তবে এই গুণ শুধু কিতাব পড়ে অর্জন করা যায় না। কোনো কামেল মানুষের শাসন প্রয়োজন হয়। আমি গতকাল আলোচনা করেছিলাম যে, 'তাযকিয়া' এ পথ ছাড়া অর্জিত হয় না। তা তখনই অর্জিত হয় যখন কোনো আল্লাহওয়ালার খেদমতে থেকে নফস ও নফসের খাহেশাতকে দলিত মথিত করা হয়। তবেই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তার লেখায় ও কথায় নূর পয়দা হয়।

আমাদের হযরত আরেফী (রহ.) একটি কথা বলতেন। কথাটি শুনিয়ে আমি আলোচনা শেষ করছি। তিনি বলতেন, তোমরা নিশ্চয়ই পোলাও-এর চাল দেখেছ। সেটা যতক্ষণ চাল থাকে ততক্ষণ তা শক্ত থাকে এবং আওয়াজ করে। তারপর যখন তাতে পানি ঢালা হয় এবং আগুনের উপর চড়ানো হয় তখনও যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণ আওয়াজ করতে থাকে। কিন্তু যখন তা সিদ্ধ হয়ে যায় এবং ঢাকনা চাপা দিয়ে তার শ্বাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন সব আওয়াজ বন্ধ হয়ে সম্পূর্ণ খামুশ হয়ে যায়। আর তখনই চারদিকে সুবাস ছড়িয়ে পড়ে।

তো দেখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা কাঁচা ছিল ততক্ষণ তা থেকে আওয়াজ আসছিল, টগবগ করছিল। কিন্তু তখন না কোনো স্বাদ ছিল, না সুবাস ছিল। যখনই আওয়াজ বন্ধ হয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেল তখনই তার সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং অনেক মজাদার হয়ে গেল।

Free @www.e-ilm.weebly.com

হযরত বলতেন, আমাদের মতো কাঁচা তালিবে ইলমরা এভাবে আওয়াজ করতে থাকে। বিভিন্ন দাবি দাওয়ার আওয়াজ। কোনো আল্লাহওয়ালার কাছে চলে যাও। তিনি সেই সিদ্ধ হওয়া চাউলের মতো চেপে ধরে তোমার শ্বাস নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করবেন। তখন তোমার সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা দয়া করে সকলকে এই মাকাম ও মর্যাদা দান করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[হযরত এ বয়ানটি করেছেন মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী, বসুন্ধরায়, ০৫-০২-০৯ ঈসায়ী তারিখে। মূল উর্দূ বয়ান ক্যাসেট থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন মাওলানা সাঈদ আহমাদ এবং অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ।]

ওয়ালিদ ছাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মাদারে ইলমীর উদ্দেশ্যে কয়েক ঘণ্টার সফর

Free@www.eUnnyeeJy.com

আমার মাদারে ইলমী হচ্ছে, খেড়িহর গ্রামের 'মাদরাসায়ে আরাবিয়া' (শাহরাস্তি, চাঁদপুর)। নূরানী কায়দা থেকে মেশকাত জামাত পর্যন্ত (এটাই এ মাদরাসার সর্বোচ্চ জামাত) আমার পড়াশোনা সেখানেই হয়েছে। আমার ওয়ালিদ হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম সেখানে দীর্ঘদিন ধরে তাদরীসের খেদমতে আছেন। মাদরাসার ইহতিমামের যিম্মাদারীও তাঁর উপর।

গত ২৩ জুমাদাল উলা ১৪৩০ হিজরী (১৯ মে ২০০৯) মঙ্গলবার আব্বাজানের ইয়াদত ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বড় ভাইজানের সঙ্গে খেড়িহর মাদরাসায় কয়েক ঘণ্টার একটি সংক্ষিপ্ত সফরের সুযোগ হয়েছিল।

হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ বলেন, মা যদি জীবিত থাকেন তাহলে কোথাও যাওয়ার সময় তাঁর অনুমতি নিয়ে এবং আফিয়াত ও সালামতের জন্য দুআ চেয়ে বের হওয়া উচিত।'

তাঁর কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একদিকে তা আদব ও ইহতিরামের দাবি। অন্যদিকে (তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী)-এর ওসীলায় আল্লাহ তাআলা পথের বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখেন।

তাঁর এই নির্দেশনা অনুযায়ী আম্মাজান (আল্লাহ তাআলা তাঁকে আফিয়াত দান করুন এবং তাঁর ছায়া আমাদের উপর আরো দীর্ঘ করুন।) এর কাছ থেকে ইজাযত নিলাম এবং দুআর দরখাস্ত করলাম। এরপর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে রওয়ানা হলাম। বিদায়ের সময় সাথীরা হাদীস শরীফের এই দুআগুলো পড়ে বিদায় জানাল :

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ

অর্থ : আমি আপনার দ্বীন, আমানত ও সর্বশেষ আমলসমূহ আল্লাহর সোপর্দ করছি। (মুসনাদে আহমদ ২/৭; সুনানে তিরমিযী ২/১৮২)

Free @www.eilm.weebly.com

اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهٗ

অর্থ : আমি আপনাকে আল্লাহর হেফাযতে সমর্পণ করছি, যার হেফাযত গ্রহণকারী কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। (মুসনাদে আহমদ ২/৪০৩)

এ জাতীয় দুআ যদি সফরের সম্বল না হয় তাহলে পুরো পথ অস্থিরতার মধ্যে কাটতে থাকে। এ দুআগুলো বিদায়ী ব্যক্তি এবং বিদায় দানকারী দু'জনই পড়তে পারে।

গাড়ি খেড়িহরের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি চলে গিয়েছিলাম আমার শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলোতে। সেই সময়ের উদাসীনতা, অসতর্কতা ও দুর্বলতাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সেই সাথে আসাতিযায়ে কেরামের ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং পিতৃসুলভ স্নেহের আচরণগুলোও স্মৃতির আয়নায় দৃশ্যমান হচ্ছিল। নিজের অবস্থার জন্য ইস্তিগফার পড়তে পড়তে এবং আসাতিযায়ে কেরামের শুকরিয়া আদায় করতে করতে কৃতার্থ চিত্তে মাদরাসায় উপস্থিত হলাম এবং ওয়ালিদ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর খেদমতে হাজির হলাম। অনেকক্ষণ তাঁর নিকটে বসে পিতৃস্নেহের স্বাদ উপভোগ করলাম। পরে অন্য উস্তাদদের সঙ্গে মুলাকাত করলাম।

উত্তর পার্শ্বের বিল্ডিংয়ের নিচতলায় পূর্ব দিকের তিন নম্বর কামরায় আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা হানীফ ছাহেব (যিনি খেড়িহরেরই বাসিন্দা ছিলেন) থাকতেন। তাঁর নিকট আমরা তালীমুল ইসলাম পড়েছি। আমার এখনো মনে আছে, যখন সেই কিতাবে আযানের আলোচনা এল তখন তিনি আমাদের সবাইকে আযান মশক করিয়েছিলেন। এখন তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। বিগত সফরে তাঁর কবর যিয়ারতের সৌভাগ্য হয়েছিল।

এখন ঐ কামরায় হাফেয মাওলানা মুফাজ্জল ছাহেব (যীদা মাজদুহুম) থাকেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখলাম, তাঁর খাটের পশ্চিম পার্শ্বে তাকের মধ্যে পুরানো ও পোকায় খাওয়া অনেকগুলো কিতাব। আমি কিতাবগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'বৃদ্ধদের কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছি, যাতে কিতাবগুলো সংরক্ষিত থাকে এবং এর দ্বারা অন্যরাও উপকৃত হয়। কিন্তু বাস্তবে আমি কিছুই করতে পারিনি।' তাঁর কাছে মেশকাত জামাতেরও দরস রয়েছে। এজন্য তালিবে ইলম ভাইদের কাছে আরজ করলাম, হেদায়া ও মেশকাত জামাত পর্যন্ত পৌঁছার পরও যদি কিতাবের সঙ্গে মহব্বত পয়দা না হয় তাহলে আর কবে হবে? আমাদের আকাবিরের তো শৈশবেই কিতাবের সঙ্গে

Free@www.eilm.weebly.com

মহব্বত পয়দা হয়ে যেত। হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তাঁর শৈশবে, যখন কান্নাই হয় বাচ্চাদের একমাত্র হাতিয়ার, কান্নাকাটি করে কাযী সুলাইমান মনসুরপুরী (রহ.)-এর বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ 'রহমাতুল্লিল আলামীন' (পূর্ণ ৩ খণ্ড) আদায় করে নিয়েছিলেন। আমি আরজ করলাম, এই কিতাবগুলোর করুণচিত্র স্পষ্টভাবে বলছে যে, কিতাবের প্রতি আমাদের কোনো মহব্বত নেই। ইজাযত নিয়ে আমি কিতাবগুলোর পাতা উল্টিয়ে দেখলাম। সংগ্রহে রাখার মতো বিশটিরও অধিক কিতাব পাওয়া গেল, যার মধ্যে কোনো কোনোটা ছিল একাধিক রিসালার সমষ্টি।

হযরতের অনুমতি নিয়ে কিতাবগুলো আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। যাতে এগুলো ফটোকপি করে সংরক্ষণ করা যায় এবং মূলকপি বাঁধাই করে মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

কিতাব যদি তালিবে ইলম ভাইদের সামনেই থাকে, তাদেরকে দেখতে ও পড়তে নিষেধও করা না হয়, এরপরও যদি তারা অধ্যয়ন না করে তাহলে তাদের 'তালিবে ইলম' নাম ধারণ করার অধিকার কীভাবে থাকে?

বিশেষ করে পুরোনো কিতাবের প্রতি তো এমনিতেই আকর্ষণ থাকার কথা। ধরুন, একশ বছর আগের কিছু কিতাব যদি আপনার হাতে আসে তাহলে এগুলো নাড়াচাড়া করার দ্বারা সেই সময়ের ইতিহাস ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। আর এটুকুইবা কম কী যে, অতীতের একটি নিদর্শন হাতে নিয়ে আপনিও ফিরে যাবেন অতীতের কোলে। একটি স্মৃতিচিহ্ন হাতে নিয়ে যদি এই ভাবনা অন্তরে পয়দা হয় যে, সেই সময়ের নিদর্শন আমার সামনে আর তার মালিক কবরে শায়িত এবং এতে দিলের মধ্যে বিশেষ কোনো অবস্থা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে তাও এক বিরাট নেয়ামত।

এই কিতাবগুলোর মধ্যে মাসিক আল-ফুরকানের দুটি সংখ্যা ছিল। তালিবে ইলম ভাইয়েরা যদি শুধু এই সংখ্যা দুটিতে চোখ বুলাত তাহলেও ইলমের এক খাযানা বিনাশ্রমে পেয়ে যেত। উদাহরণস্বরূপ রবিউল আউয়াল ১৩৫৯ হিজরীর সংখ্যা খুললে প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতেই নজরে পড়ে মাসিক আলফুরকান, বেরেলী খণ্ড ৭, সংখ্যা ৪, আর শেষে 'তত্ত্বাবধানে মৌলভী মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী। ...।'

শুধু এতটুকু দেখলেই জানা যায়, বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে হযরত মাওলানা মনযূর নুমানী (রহ.) যে মাসিক আলফুরকানের মাধ্যমে দ্বীনের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা পরবর্তীতে লক্ষ্ণৌ থেকে বের হলেও তখন বের হত বেরেলী থেকে। আলফুরকান প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ হিজরীতে। প্রথম

Free@www.eilm.weebly.com

পৃষ্ঠাতেই ওই সংখ্যার বিষয়বস্তুর সূচি রয়েছে। বিষয়বস্তুর বাইরে প্রবন্ধকার/নিবন্ধকারদের নামগুলোও নবীন তালিবে ইলমদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। একটি প্রবন্ধের শিরোনামের পরে হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এর নাম লেখা। রুচিশীল তালিবে ইলম এটা দেখে সচকিত হবে না তা তো হতেই পারে না। সে ভাববে, সে সময়ে হযরত থানবী (রহ.) জীবিত ছিলেন? তিনিও মাসিক পত্রিকায় লিখতেন? নাকি এখানে অন্য কোনো বিষয় আছে? তৃতীয় প্রবন্ধের লেখকের নাম 'মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, এডিটর, সিদ্‌ক, লক্ষ্ণৌ'। এতে দরিয়াবাদী (রহ.)-এর নামের সাথে মাসিক 'সিদক'-এর সাথেও পরিচয় হয়ে যায়। পঞ্চম শিরোনামের পর লেখা রয়েছে, মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, এম. এ., এডিটর, বুরহান দিল্লী'। এতে নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, দিল্লীর মুখপত্র 'মাসিক বুরহান'-এর পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তুর সূচিপত্রের পরে বিভিন্ন কিতাবের বিজ্ঞাপন রয়েছে। অধিকাংশ কিতাবই এ যুগের তালিবে ইলমদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন। ভেতরে প্রবন্ধগুলোতে যা রয়েছে তা থেকে কিছু হাসিল করা তো অতিরিক্ত ইলম। মোটকথা, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শুধু ওলট-পালটের দ্বারাও অনেক তারীখী মা'লূমাত হাসিল হয়।

রজব ১৩৫৯ হিজরীর সংখ্যাটি দেখলে ঐ সময়ে হিন্দুস্তানের বড় বড় আলেমদের একটি জামাত, অগণিত প্রবন্ধের শিরোনাম, প্রায় অর্ধশত কিতাব ও সেগুলোর মুসান্নিফ সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। এরপর যেসব তালিবে ইলমের 'লিসানুন ছাউল' ও 'কলবুন আকূল' রয়েছে তারা এই প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করেই ইলমের এক খাযানা হাসিল করে ফেলতে পারে।

কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের তালিবে ইলম ভাইদের মধ্যে ব্যাপক অবক্ষয় চলে এসেছে। মনে হয়, তারা যেন নিজেদের সোনালী অতীতের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী নয় এবং ইলমের প্রশস্ততা ও গভীরতা এবং দ্বীনের তাফাক্কুহ ও প্রজ্ঞা হাসিল করার আগ্রহ তাদের মধ্যে নেই।

আল্লাহ আমাদের মধ্যে আমাদের আসলাফের ন্যায় জযবা ও প্রেরণা পয়দা করে দিন। আমীন।

হযরত মাওলানা সরফরায খান ছফদর (রহ.)-এর তাসানীফের তালিকা

মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

Free © www.eilm.weebly.com

হযরত মাওলানা সরফরায খান ছফদর (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তার জীবন ও কর্মের উপর যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তাঁর রচনাবলির তালিকা সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তালিবে ইলমদের আগ্রহ দেখা গেলে তা আলকাউসারে প্রকাশ করা হবে। দুঃখের বিষয়, এ সম্পর্কে মাত্র একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে এবং তা ছিল একজন মুহতারাম মুদাররিসের। শুধু তার চিঠির সম্মান রক্ষার্থে তালিকাটি প্রকাশ করা হচ্ছে। –তত্ত্বাবধায়ক

১. 'গুলদসতায়ে তাওহীদ'– শিরক, আছনাম, আওছান সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা, গায়রুল্লাহকে ঐশী ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বিপদ-আপদে তার সাহায্য প্রার্থনার অবৈধতা এবং এ বিষয়ে তাওহীদবিরোধীদের বিভিন্ন বিভ্রান্তির বিশ্লেষণ। জানুয়ারি ২০০৩ ঈসায়ী পর্যন্ত এর আঠারটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৫৬।

২. 'তাবরীদুন নাওয়াযির ফী তাহকীকিল হাযিরি ওয়ান নাযির'– এ কিতাবের দ্বিতীয় নাম যা বড় অক্ষরে কিতাবের উপর লিখিত আছে তা হচ্ছে 'আঁখে কী ঠান্ডক'।

মূল আরবী নাম থেকেই কিতাবের বিষয়বস্তু বোঝা যাচ্ছে। আগস্ট ২০০৩ পর্যন্ত এই কিতাবের একুশটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে।

৩. 'তাফরীহুল খাওয়াতির ফী রাদ্দি তানবীরুল খাওয়াতির'– তাবরীদুন নাওয়াযির-এর নবম এডিশন প্রকাশিত হওয়ার পর ছুফী মুহাম্মাদুল্লাহ দিত্তাহ নামক একজন বেরেলভী আলেম 'তানবীরুল খাওয়াতির বিতাহকীকিল হাযিরি ওয়ান নাযির' নামে একটি কিতাব লিখেছিলেন, যাতে 'তাবরীদুন নাওয়াযির'-এর আলোচনা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে খণ্ডন করার প্রয়াস ছিল। হযরত মাওলানা (রহ.) এই কিতাবের বিভ্রান্তি ও অসততা তুলে ধরে উপরোক্ত কিতাব রচনা করেছেন।

Free © www.eilm.weebly.com

রচনার সমাপ্তিকাল ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৬ খৃ.। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭ খৃ.। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৬।

৪. 'হযরত মোল্লা আলী কারী আওর মাসআলায়ে ইলমে গায়ব ও হাযির ও নাযির'– হাযির-নাযির বিষয়ে হযরত মাওলানা (রহ.)-এর একাধিক কিতাব প্রকাশিত হওয়ার পর বেরেলভী ঘরানার আলিমদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল তন্মধ্যে একটি এই ছিল যে, মোল্লা আলী কারী (রহ.) আম্বিয়ায়ে কেরামকে 'আলিমুল গায়ব' ও সর্বত্র 'হাযির ও নাযির' বলে বিশ্বাস করতেন! (নাউযুবিল্লাহ) অতএব তার সম্পর্কে এর বিপরীত বিষয় বর্ণনা করা সঠিক নয়! এই বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে উপরোক্ত পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে। সম্ভবত ১৩৮৬ হিজরীর রমযান মাসে এই কিতাব রচনা করেছেন। আগস্ট ১৯৮৩ পর্যন্ত এ রিসালার তিনটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৮।

৫. রাহে সুন্নাত (আলমিনহাজুল ওয়াযিহ)– এই কিতাবের আলোচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে : শরীয়তে দলীলসমূহের পরিচিতি, বিদআতের পরিচয়, দলীলের আলোকে প্রচলিত বিভিন্ন বিদআতের হুকুম এবং বিদআতপন্থীদের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের দলীলভিত্তিক খণ্ডন। কিতাবের শেষে লিখিত তারিখ "২৬ যিলহজ্জ ১৩৭৬ হি. মোতাবেক ২৫ জুলাই ১৯৫৭ খৃ. বৃহস্পতিবার।"

১৩৯৩ হিজরী পর্যন্ত এর নয়টি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩১১।

৬. 'বাবে জান্নাত'– পূর্বোক্ত কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার পর বেরেলভীদের 'মুফতীয়ে আযম' আহমদ ইয়ার খান (মৃত্যু : ১৩৯১ হিজরী) 'রাহে জান্নাত' নামে একটি কিতাব লিখেছিলেন। এর পর্যালোচনায় এই কিতাব লেখা হয়েছে।

৭. 'হুকমুয যিকরি বিলজাহর'– 'রাহে সুন্নাত' কিতাবে 'যিকর বিলজাহর' সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা ছিল।

উপরোক্ত কিতাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা করা হয়েছে। ৪ রজব ১৩৯৪ হিজরী মোতাবেক ২৫ জুলাই ১৯৭৪ খৃ. রচনা সমাপ্ত হল। এপ্রিল ২০০৩ পর্যন্ত এর চারটি এডিশন প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২১৬

৮. 'ইখফাউয যিকর'– হুকমুয যিকর বিলজাহর কিতাবের উপর যেসব ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে তার জবাবে রচিত। সমাপ্তির তারিখ ৩ রবিউল আউয়াল ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১০ জানুয়ারি ১৯৮১ খৃস্টাব্দ। জুন ২০০১ পর্যন্ত চারটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮০।

Free @ www.eilm.weebly.com

৯. 'তাসকীনুস সুদূর ফী তাহকীকি আহওয়ালিল মাওতা ফিলবারযাখি ওয়াল কুবূর'– কবর ও কবর জীবন সম্পর্কে ইসলামী আকাঈদ, আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালামের বৈশিষ্ট্য, মাসআলায়ে ছামাউল মাওতা, তাওয়াচ্ছুল ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা এবং প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিভ্রান্তি, প্রশ্ন ও আপত্তির দলীলভিত্তিক জওয়াব এই কিতাবের বিষয়বস্তু। আগস্ট ১৯৯২ পর্যন্ত এর চারটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৪০।

১০. 'আলমাসলাকুল মানসূর ফী রাদ্দিল কিতাবিল মাসতূর'– তাসকীনুস সুদূর প্রকাশিত হওয়ার পর এর বিপক্ষে 'আল কিতাবুল মাসতূর' নামে একটি কিতাব লেখা হয়েছিল। ওই কিতাবের পর্যালোচনায় উপরোক্ত কিতাবটি রচিত হয়। সমাপ্তিকাল ৩০ জুমাদাল উখরা ১৪০৬ হিজরী মোতাবেক ১২ মার্চ ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ। সেপ্টেম্বর ২০০২ ঈসায়ী পর্যন্ত এর চারটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯৯।

১১. 'তানকীদে মাতীন বর তাফসীরে নায়ীমুদ্দীন'– জনাব আহমদ রেযা খান-এর 'কুরআন তরজমা' এবং তার শীষ্য নায়ীমুদ্দীন মুরাদাবাদী সাহেবের 'তাফসীর' গ্রন্থের পর্যালোচনা। হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.)-এর উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় লেখক তা রচনা করেন। এপ্রিল ২০০৩ পর্যন্ত এই কিতাবের নয়টি এডিশন প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮২।

১২. 'ইযালাতুর রায়ব আন আকীদাতি ইলমিল গায়ব'– একমাত্র আল্লাহ তাআলাই আলিমুল গায়ব। এই অকাট্ট ইসলামী আকীদা কুরআন-সুন্নাহ ও আছারে সাহাবা দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে ছড়ানো বিভ্রান্তি ও প্রতারণার অপনোদন এ কিতাবের বিষয়বস্তু। রচনার সমাপ্তিকাল ১৩৭৯ হিজরী, মোতাবেক ১৯৫৯ ঈসায়ী। ২০০৪ পর্যন্ত এর আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৩৬।

১৩. 'ইযহারুল আয়ব ফী কিতাবি ইছবাতি ইলমিল গায়ব'– 'ইযালাতুর রায়ব' প্রকাশিত হওয়ার বহু বছর পর একজন বেরেলভী আলিম 'ইছবাতু ইলমিল গায়ব' নামে কিতাব লিখেছিলেন। এর জবাবে উপরোক্ত কিতাবটি লিখিত হয়েছে। নভেম্বর ২০০১ ঈসায়ীতে এর দ্বিতীয় এডিশন প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৩৮।

১৪. 'ইবারাতে আকাবির'– আকাবিরে দেওবন্দের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের জন্য তাদের যেসব বক্তব্য বেরেলভীগণ কাটছাট ও বিকৃত করে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করে থাকে তার দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা।

Free © www.eilm.weebly.com

১৫. 'মাকামে আবী হানীফা (রহ.)'– ফিকহ ও ফুকাহার মর্যাদা ও গুরুত্ব, সাহাবাযুগ ও পরবর্তী যুগে ফিকহ ও ফুকাহা, ফিকহ ও হাদীসের ক্ষেত্রে কুফা নগরীর বৈশিষ্ট্য, ফিকহ, হাদীস, ইলমে কালাম ও অন্যান্য বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার উচ্চতর মাকাম এবং ইমাম আবু হানীফা ও ফিকহে হানাফী বিষয়ে বিভিন্ন অপপ্রচারের জওয়াব এই কিতাবের বিষয়বস্তু।

১৬. 'ত্বায়েফায়ে মানছুরাহ'– গায়রে মুকাল্লিদদের একটি গোড়া শ্রেণী, যারা আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসারী, বিশেষত হানাফী মাযহাবের অনুসারীদেরকে গোমরাহ, বাতিল ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ থেকে খারিজ বলে আখ্যা দিয়ে থাকে তাদের অপবাদ খণ্ডন করে লিখিত। নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি ও দলীলের আলোকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসারীদের হাদীস শরীফ চর্চা ও অনুসরণ এবং গায়রে মুকাল্লিদদের বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও অসার দাবির পর্যালোচনা এই কিতাবের বিষয়বস্তু। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪৮।

১৭. 'আলকালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত তাকলীদ'– নাম থেকেই বিষয়বস্তু বোঝা যাচ্ছে। ১৪০৪ হিজরীতে এ কিতাবের কাজ সমাপ্ত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৪১।

১৮. 'আহসানুল কালাম ফী তরকিল কিরাআতি খালফাল ইমাম'– কিতাবটির বিষয়বস্তু ইমামের পিছনে মুকতাদীর কুরআন পাঠ। এই সুবৃহৎ কিতাবটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০৭। রচনার সমাপ্তিকাল ১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৮ ঈসায়ী। অক্টোবর ২০০২ ঈসায়ী পর্যন্ত এর আটটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে।

১৯. 'উমদাতুল আছাছ ফী হুকমিত তালাকাতিছ ছালাছ'– এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দেওয়া হলেও তা তিন তালাকই গণ্য হবে। কুরআন মজীদ, সহীহ হাদীস, আছারে সাহাবা এবং ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের সিদ্ধান্তের আলোকে উপরোক্ত মাসআলার প্রামাণিক উপস্থাপন এবং প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিভ্রান্তির পর্যালোচনা– এই কিতাবের বিষয়বস্তু।

রচনার সমাপ্তিকাল ১৩৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৮ ঈসায়ী। সেপ্টেম্বর ২০০২ ঈসায়ী পর্যন্ত এর পাঁচটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২৮।

২০. 'ইরশাদুশ শী'আহ'– শীয়া, ইমামিয়্যাহ ও জনাব খোমেনীর কিছু মৌলিক আকীদা ও বিশ্বাস এবং কিছু ফিকহী মাসায়েলের প্রাথমিক পর্যালোচনা। শীয়া মতবাদের অনুসারীরা যেন এইসব বিষয়ে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করেন এবং

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারীরাও সেসব বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করেন এই চিন্তা থেকে কিতাবটি রচিত হয়েছে। রচনার সমাপ্তিকাল ৩ জুমাদাল উলা ১৪০৮ হিজরী মোতাবেক ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ঈসায়ী। অক্টোবর ১৯৯২ ঈসায়ী পর্যন্ত এর তিনটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২১৩।

২১. 'ছিরফ এক ইসলাম ব-জওয়াবে দো ইসলাম'– মুনকিরে হাদীস গোলাম জীলানী বারক সাহেবের রচনা 'দো ইসলাম'-এর পর্যালোচনা।

গবেষণার নামে সহীহ হাদীস সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও সন্দিহান করার অপপ্রয়াসের জওয়াবে উপরোক্ত কিতাবটি রচিত হয়েছে। রচনার প্রেক্ষাপট অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক। খতমে নবুওত আন্দোলনের 'অপরাধে' নিউ সেন্ট্রাল জেল মুলতানে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় (১৩৭৩ হি.) লেখক এই কিতাব রচনা করেছিলেন। জুলাই ২০০২ পর্যন্ত এর ছয়টি এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০৮।

[অসমাপ্ত]

শিক্ষাবর্ষের শুরু : তালিবে ইলম ভাইদের প্রতি কিছু অনুরোধ

Free@www.eurn.weebly.com

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযি নাসতাফা আম্মা বা'দ। কিছুদিন পরই আমাদের মাদরাসাসমূহে আরেকটি শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। এ মুহূর্তে দিল ও যবান যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকরে সারশাদ হওয়া দরকার তেমনি পেছনের জীবনের মুহাসাবা করাও জরুরি এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সবক হাসিল করে আগামী শিক্ষাবর্ষটিকে ইলম, আমল, আদাব-আখলাক এবং যিকির ও ফিকির সব দিক থেকেই উন্নত বানানোর একান্ত প্রচেষ্টা চালানো জরুরি।

এ প্রসঙ্গে আমার সর্বপ্রথম দরখাস্ত হল আসসানাতাল আতিয়া-এর ধোঁকা থেকে নিজেকে হেফাযত করা বা কমপক্ষে এই ধোঁকায় পতিত হওয়ার অনুভূতিটুকু হারিয়ে না ফেলা। শায়খ কাউসারী (রহ.) বলেছেন, 'ইনদানা ফি তুরকিয়া মাছালুন ইয়াকুলু লাও শাকাকতা আন কালবি তালিবি ইলমিন লা ওয়াজাদতা ফিহী মিআতা মাসআলাতিন মাকতুবিন আলাইহা আসসানাতাল আতিয়া।'

(তরজমা) 'আমাদের তুর্কিস্তানে প্রবাদ আছে যে, তুমি কোনো তালিবে ইলমের কলব বিদীর্ণ কর তাহলে তাতে একশ'টি মাসআলার ক্ষেত্রে লেখা পাবে : "আগামী বছর"।

আল্লাহ আমাদের হালত এমন না করুন। দ্বিতীয় দরখাস্ত হল আমি কিতাব বুঝি কি বুঝি না তা বুঝতে যেন ভুল না করি। অনেককে দেখা যায় নিজের ব্যাপারে নিজেই ফায়সালা করে থাকেন যে, আমি কিতাব বুঝি। অথচ তার বোঝাটা সঠিক কি না সে কোনো উস্তাদ থেকে যাচাই করে নেয়নি। তাই অনেককে দেখা যায় বুঝার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝিতে থাকেন। তাই আমার অনুরোধ হল, যে কোনো নতুন কিতাব চাই তা দরসী হোক বা দরসী কিতাবের কোনো শরাহ হোক সামনে আসলে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বহছ মুতালাআ করে সাথীদের সাথে মুযাকারা করে নেওয়া এবং উস্তাদকে শুনিয়ে নিজের ফাহম-এর

Free @ www.eilm.weebly.com

জায়েযা নিয়ে নেওয়া। এ মূলনীতিটি ঐসব কিতাব বা শরাহের ব্যাপারে বেশি প্রযোজ্য যেগুলোতে ফন্নী উসলূব গালেব। যেগুলোতে শুধু তারকীব বা তরজমা বোঝা বিষয়টিকে যথাযথ অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট নয়। মুখতাছারুল মাআনী, হেদায়া, জালালাইন, ফাতহুল কাদীর, ফাতহুল বারী, ফাতহুল মুলহিম, ফয়যূল বারী, মাআরিফুস সুনানসহ এ ধরনের আরো অনেক কিতাবের ব্যাপারে এই মূলনীতিটি খুব গুরুত্বের সাথে আমলে আনা জরুরি।

তৃতীয় দরখাস্ত হল আমরা যেন কিতাবী ইসতিদাদের অর্থ বুঝতে ভুল না করি। কিতাবি ইসতিদাদের সঠিক অর্থ হল ইবারত বিশুদ্ধ পড়তে পারা, নাহবী তারকীব বোঝা, শব্দগুলোর ছরফী রূপ এবং লুগাবি মাফহুম বুঝতে পারা। অতঃপর ইবারত থেকেই তার মতলব এবং আলোচিত বিষয়ের পেশকৃত সমাধান বুঝতে পারা। কোনো আরবী ইলমী শারহের সাহায্যে এই বুঝ অর্জন হওয়া দোষনীয় নয়। এমনকি প্রয়োজনে কারো সঙ্গে মুযাকারা করে বা নির্ভরযোগ্য কোনো উর্দূ অথবা বাংলা শরাহের সাহায্য নেওয়ার পর যদি মতলব ও মাফহুম ইবারতের উপর মুনতাকিব করে নেওয়া যায় তাও এক পর্যায়ে তা ইসতিদাদে পরিণত হতে পারে। কিন্তু শুধু দরসী তাকরীর শুনে বা কোনো শরাহের সাহায্য নিয়ে মতলব ও মাফহুম বা তার খুলাসা বুঝতে পারা কিন্তু ইবারতের সাথে তার যোগসূত্র সৃষ্টি করতে না পারা এটা কিতাবী ইসতিদাদের কোনো স্তরেই পড়ে না। তাই আমরা হাওয়াই বোঝাকে কিতাবী ইসতিদাদের বা কিতাব বোঝার সমর্থক মনে করে ধোঁকায় না থাকি।

চতুর্থ দরখাস্ত হল ইবারত হল করতে পারাকে ফন্নী ইসতিদাদ হাসিল হয়েছে মনে করে ধোঁকায় না পড়ি। এ বিষয়ে নিজের সমঝ-এর জায়েযা দুইভাবে নেওয়া যেতে পারে।

এক. যে ফনের যে কিতাবটি আমি পড়ছি সে ফনের ঐ স্তরের আরেকটি কিতাব যাতে বাস্তবমুখী প্রয়োগ ও অনুশীলনের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়েছে তা মুতালাআ করে দেখা। যদি তা সহজে বুঝতে না পারি তাহলে বুঝতে হবে কিতাবী ইসতিদাদের সাথে ফন্নী ইসতিদাদ পয়দা হচ্ছে না।

দুই. দরসী কিতাবের কোনো এমন শরাহ মুতালাআ করা, যাতে ফন্নী উসলূব গালেব। যদি তা মুতালাআ করতে আগ্রহ না হয় বা শুধু লফযী তরজমা বুঝেই ক্ষান্ত থাকি তাও বুঝতে হবে ফন্নী ইসতিদাদ পয়দা হচ্ছে না। তবে এ সকল মুহাসাবা ও জায়েযাও নিজের তালীমী মুরব্বীর হেদায়েত মোতাবেক এবং তাঁর নেগরানীতে হওয়া জরুরী।

Free @ www.eilm.weebly.com

পঞ্চম দরখাস্ত হল শুধু ইমতিহানের ফলাফলের ভিত্তিতে নিজেকে ভালো ছাত্র মনে না করি। অন্যরা যতই বলুক না কেন। অন্যের ধারণা বা বলাবলির কারণে নিজের হাকীকত থেকে গাফেল থাকা বহুত বড় হামাকাত বা বোকামী। তাই চেষ্টা করব শুধু ভালো ছাত্র নয়; বরং একজন আদর্শ ছাত্র হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে। আদর্শ ছাত্রের পরিচয় সম্পর্কে এই বিভাগে অনেক কিছু লেখা হয়েছে আল্লাহ তাআলা সে অনুযায়ী আমাকে, আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক নসীব করুন।

ষষ্ঠ দরখাস্ত হল শুধু ফাহমুস নুসূস-এ তুষ্ট না থেকে হেফযুন নসূসের ইহতিমাম করার চেষ্টা করি। বিষয়ভিত্তিক কুরআন মাজীদের আয়াত, জামে অর্থবহ হাদীসসমূহ, আদইয়ায়ে মাছুরা অতঃপর দ্বীনের উসূল ও কাওয়ায়েদ সম্পর্কীয় সালফে সালেহীনের ঐসব বাণীসমূহ যা হওয়ালার মর্যাদা রাখে সবই কিছু কিছু হিফয করা, মুযাককির (ইয়াদ দাশত) এ লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি স্মৃতিতেও আবদ্ধ করার চেষ্টা শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই চালিয়ে যেতে হবে। সালাফের মতো প্রত্যেক ফনের কমপক্ষে একেকটি মুখতাছার রিসালা হিফয করা সম্ভব না হলেও উপরোক্ত পদ্ধতিতে কিছু কিছু নস হিফয করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

সপ্তম দরখাস্ত হল হযরত নুমানী (রহ.)-এর নসীহত মোতাবেক দৈনিক তাজদীদে নিয়তের চেষ্টা করি এবং শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর 'কিমাতুয যামান ইনদাল উলামা'-এ পেশকৃত হেদায়েত মোতাবেক সময়ের শুধু হেফাযত নয়, কাসব করারও চেষ্টা করি। অর্থাৎ অল্প সময় থেকেও বেশি বেশি ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করি। আখেরী দরখাস্ত হল মিন আদাবিল ইসলাম বা আদাবে মুআশারা মুতালাআ করে নিজের আচার ও উচ্চারণ বা-আদব করার চেষ্টা করি। ওয়াল্লাহুল মুআফফিক ওয়াহুয়াল মুসতাআন।

তালিবে ইলমের আত্মমর্যাদা

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ-এর বয়ান

Free@www.eilm.weebly.com

একটা কথা বলা জরুরী মনে করছি। এটা অবশ্য অনেকবার বলেছি। কিন্তু মুখাতাব যেহেতু পরিবর্তন হতে থাকে তাই হতে পারে যে, এখন যাদের বলছি তারা একবারও শোনেনি। কথাটার উনওয়ান হচ্ছে তালিবে ইলমের আত্মমর্যাদা।

এখন ইলমের ময়দানে সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, তালিবে ইলম নিজেই নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানে না এবং তালিবে ইলমের সমাজও তা জানে না। তালিবে ইলমের সমাজ তাকে অমর্যাদার চরমে নিয়ে গেছে। তালিবে ইলমের চোখেও নিজের মর্যাদা নেই, তার সমাজের চোখেও মর্যাদা নেই। তালিবে ইলম নিজেও তার শিক্ষককে সম্মান করে না। সমাজও মাদরাসার দ্বীনের শিক্ষককে মর্যাদা দেয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের যে মর্যাদা একজন দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষকের সে মর্যাদা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের যে মর্যাদা, একজন তালিবে ইলমের সে মর্যাদা নেই। এটা পদে পদে আমরা দেখতে পাই। সমাজের চোখে একটি স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটির যে মর্যাদা, একটি মাদরাসার সে মর্যাদা নেই। কারও চোখে নেই? সমাজের চোখে নেই এবং মাদরাসায় যারা বসবাস করছে তাদের চোখেও নেই। তারাও পদে পদে মাদরাসাকে অসম্মান করে, মাদরাসার শিক্ষককে অসম্মান করে, ইলমকে অসম্মান করে। আর সমাজও তাই। এটাই হল এখন ইলমের সবচেয়ে বড় মর্মান্তিক সমস্যা। যতদিন পর্যন্ত আমরা এই মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার না করতে পারব ততদিন পর্যন্ত আমাদের কোনো ভবিষ্যত নেই।

প্রথমে নিজের চোখেই নিজেকে মর্যাদা অর্জন করতে হবে। আমি যেন নিজেকে সম্মান করি, নিজের শিক্ষককে সম্মান করি। আমি যেন মাদরাসাকে সম্মান করি এবং ইলমের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়কে সম্মান করি। যখন আমি নিজেকে সম্মান করতে শিখব তখন ধীরে ধীরে আমার চারপাশের লোক আমাকে সম্মান করবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং মর্মান্তিক সমস্যা এটিই যে, আমার চোখে আমার মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে। সমাজের চোখেও আমার মর্যাদা নেই। এটাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এটা মাদরাসাতুল মদীনার একটি বিশেষ চিন্তা।

Free @ www.eilm.weebly.com

মাদরাসাতুল মদীনা তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে এই জিনিসটাকে সামনে রেখেছে যে, নিজের চোখে নিজের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সমাজের চোখেও নিজেদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের ভেবে ভেবে চিহ্নিত করতে হবে যে, এই করলে নিজের কাছে নিজের মর্যাদা রক্ষা পায় এবং এই করলে সমাজের কাছেও মর্যাদা পাওয়া যায়। তো বিস্তারিত আলোচনার তো এখন সুযোগ নেই। এখন যে সমস্যাটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা নিয়ে কথা বলছি।

আমাদের দেশে দুঃখজনকভাবে এক পরিবারে একাধিক রকমের শিক্ষার প্রচলন আছে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ে। একজন পড়ে মাদরাসায়। যে মাদরাসায় পড়ে সে নিজেকে ছোট মনে করে আর অন্যরাও তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। কেউ করুণার চোখে দেখে। কেউ বলে যে, এটা বেকার! আবার কেউ করুণা করে বলে, তুই চিন্তা করিস না, তোর লাইগা আলাদা জমি রাইখা দিমু। মানে তুমি তো চলতে পারবে না। তাই সামনে তোমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা আমি করে যাব। আমি তো জুলুম করেছি তোমার উপর। তোমার ভাইকে কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর তোমাকে মাদরাসায় পড়িয়ে বেকার বানিয়েছি। তাই তুমি চিন্তা করো না। আমি আমার কবরের ফায়দার জন্য তোমাকে এই পথে পড়িয়েছি। তোমার দুনিয়ার চিন্তা আমি করে যাব। এটা কিন্তু করুণা, বাবার পক্ষ থেকে ভিক্ষা। ভাইও বলে, আমার ভাইকে মাদরাসায় নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আমি এটা সামনে খেয়াল রাখব। আর কখনো করে অবজ্ঞা, অমর্যাদা।

তালিবে ইলম নিজেও নিজেকে অমর্যাদা করে। আগে তুমি নিজের চোখে মর্যাদা অর্জন কর। নিজেকে তুমি মর্যাদাবান ও সম্মানিত মনে করার চেষ্টা কর। তুমি ভাব যে, আমি এই পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে মর্যাদাবান সদস্য। কারণ এই পরিবারের পক্ষ থেকে একমাত্র তালিবে ইলম আমি। সুতরাং আমার মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি।

এখন মর্যাদা দুই রকম। একটা হল তোমার চোখে মর্যাদা আরেকটা হল অন্যের কাছে মর্যাদা দাবি করা। অন্যের কাছে মর্যাদা দাবি করলে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। অতএব অন্যের কাছে মর্যাদা দাবি করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি যেন নিজেকে মর্যাদা দেই। অর্থাৎ আমি আমার পরিবারের সামনে এমন কোনো কাজ করব না, যাতে আমার পরিবার বলতে পারে, মাদরাসায় পড়িয়ে কী লাভ হল? আমার পরিচয়ের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ কোনো কাজ আমি করব না। একজন কলেজের ছাত্র স্কুলের ছাত্র যে কাজ করতে পারে, আমি তা পরি না। কারণ আমার আলাদা মর্যাদা আছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

আমি নিজের মর্যাদাটা নিজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করি। এর জন্য কী কী করণীয় তা তুমি ভেবে দেখ। আল্লাহর যে আদেশ আছে তা মজবুতীর সাথে পালন কর। আল্লাহর যে নিষেধ আছে সেগুলো থেকে মজবুতীর সাথে বেঁচে থাক। তোমার পরিবারের কেউ যেন তোমাকে এমন বিবাহে নিতে না পারে যেখানে দ্বীনের খেলাফ কাজ হচ্ছে। বিনয়ের সাথে বলে দাও, আপনারা যান, আমি যাব না। যাব না তো যাবই না।

আমি একটা কথা বলি, নমনীয়তার সাথে অনমনীয়তা, ভদ্রতার সাথে বল যে, আমার পক্ষে সম্ভব না, আমার আল্লাহ নারাজ হবেন। ওখানে বেপর্দা হবে পর্দাপুশিদা রক্ষা হবে না। যেখানে পর্দা রক্ষা হয়না, সেখানে আমি যাব না। এই শব্দগুলি পরিবারের কাছে অপরিচিত। এই শব্দগুলো যখন বলবে তখনই তোমার পরিবার হোঁচট খাবে। কিন্তু এটা তুমি বলতে পারবে কখন? যখন তুমি নিজে পর্দা রক্ষা করে চলবে। আর নয় তোমাকে নিয়ে মানুষ মশকরা করবে। এটা গেল একটা বিষয়।

এখন যে সমস্যাটা নিয়ে আমি খুব পেরেশান, সেটা তোমাদেরকে বলছি। যে কোনো অনুষ্ঠান এর সময় নির্ধারণ করা হয় পরিবারের বা প্রতিষ্ঠানের বা এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে। এলাকায় একটা জনসভা হবে। অমুক মন্ত্রীকে দাওয়াত দিতে হবে। মন্ত্রীকে গিয়ে কেউ একথা বলার সাহস পাবে না যে, অমুক তারিখে আমি সভা নির্ধারণ করেছি আপনাকে আসতে হবে। প্রথমে ছুটে যাবে মন্ত্রীর কাছে যে, আপনার কবে সময় আছে? কারণ মন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার সুবিধা অনুযায়ী অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করা হবে। তো আমাকে যদি কেউ কোনো অনুষ্ঠানে শরীক করতে চায় তাহলে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে আমার কাছে থেকে সময় নিবে। আমরা একটা অনুষ্ঠান করতে চাই, আপনাকেও সেখানে রাখতে চাই, আপনি আসবেন তো? আপনি আপনার সময়মতো ও সুযোগমতো একটা তারিখ দেন। তখন কী হবে? আমি তারিখ দিব এবং সে অনুযায়ী অনুষ্ঠানটা হবে। যেহেতু আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আর আমি যদি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করি তাহলে মানুষ আমাকে গুরুত্ব দেবে কেন? তো আমরা একথাটা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যে, একটা পরিবারে তালিবে ইলম হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পুরো পরিবার ওই তালিবে ইলমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। স্কুলে কিন্তু তাই হয়। মায়ের বেড়ানো, বাবার বেড়ানো, পরিবারের বেড়ানো সবকিছু ওদের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে হয়। একটা ঘটনা তুমি আমাকে দেখাও যে,

Free © www.eilmweb.com

আমাদের দেশে কোনো একটা ছেলের এসএসসি পরীক্ষার সময় সেই পরিবারে বিয়ে হয়েছে। একটা ঘটনা দেখাও যে, ছেলের স্কুল বন্ধ করে ছেলেকে কক্সবাজার বেড়াতে নিয়ে গেছে।

গত দুই তিন বছর আগের ঘটনা। আমার একজন আত্মীয় তার পরিবারের সমস্ত বোনেরা একত্র হবে মায়ের বাড়িতে। তো একজনকে যখন বলা হল তখন সে বলল, আমি তো আসতে পারব না। আমার ছেলের স্কুল বন্ধ হবে আরো পনেরো দিন পর। তাই আমি এখন আসতে পারব না। মায়ের সবকিছু চলে তার ছেলের কখন বন্ধ হবে, কখন খোলা হবে এর উপর। শুধু ব্যতিক্রম হল মাদরাসা। মাদরাসার তালিবে ইলম যে পরিবারের সদস্য, সে পরিবার আগে সময় নির্ধারণ করে এরপর মাদরাসায় এসে বলে, ছেলেকে ছুটি দিন। ছেলে হয়ে গেল অনুষ্ঠানের তাবে। হওয়ার দরকার ছিল একেবারে বিপরীত। আমরা এই বিবাহের অনুষ্ঠান করতে চাই তো আমার ছেলের ক্যালেন্ডার দেখি। তার সময় আছে কবে? অমুক শুক্রবারে সময় আছে তাহলে ঐ শুক্রবারে অনুষ্ঠানটা কর। কিংবা কুরবানীর পর এত দিনের ছুটি আছে। তখন অনুষ্ঠান কর। কারণ আমার ছেলের তো থাকতে হবে। আর সে থাকবে তার সুবিধামতো, আমাদের সুবিধামতো নয়।

পরিবার যদি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করে আর তুমি যদি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে কর তাহলে তুমি তোমার পরিবারকে বলবে যে, আমাকে যদি এই অনুষ্ঠানে রাখতে হয় তাহলে তো অনুষ্ঠানটা আমার সুবিধামতো করতে হবে। তবে বিরোধে যাবে না। ঠিক আছে, আপনারা যদি মনে করেন যে, আপনাদের কোনো সমস্যা আছে, এজন্য অমুক তারিখে আপনাদের করতে হবে, তাহলে ঠিক আছে, আপনারা করে ফেলেন। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আমি থাকতে পারব না। কিন্তু তৃতীয় সুরত যে, তোমার সুবিধামতোও করবে না এবং তোমার অনুপস্থিতিও মানা হবে না; বরং তাদের সুবিধামতো তোমার কাজ ফেলে তোমাকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে, এর চেয়ে অমর্যাদা, এর চেয়ে বে-ইজ্জতী ও জিল্লতী আর হতে পারে না। এটা তো তুমি মানতে পার না। যদি মান তাহলে বুঝতে হবে তোমার নিজের চোখে তোমার মর্যাদা নেই এবং লিখে নিতে পার যে, তোমার কোনো ভবিষ্যত নেই। এটা কোনো হালকা বিষয় নয়। এটার রেশ অনেক দূর পর্যন্ত যাবে। তোমার পরিবার ইলম থেকে মাহরূম হয়ে যেতে পারে এবং এর অনেক নজীর আছে। পরিবার যদি তার তালিবে ইলমকে সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী মনে না করে এবং সে রকম মর্যাদার আচরণ না করে

Free © www.eilm.weebly.com

তাহলে সে পরিবারে ইলম নাও আসতে পারে। না আসার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এটা পরিবারের নিজের প্রয়োজনে ভাবতে হবে। কারণ পরিবার একটা ছেলেকে, একটা ছেলের ভবিষ্যতকে ইলমের জন্য কুরবান করে দিচ্ছে। সুতরাং ওই পরিবারেরও প্রয়োজন আছে ইলম থেকে যেন মাহরূম না হয়।

তুমি যদি নিজেকে তালিবে ইলম হিসেবে মর্যাদা না দাও তাহলে ফেরেশতারা তোমার জন্য দুআ করবে, সমুদ্রের মাছেরা তোমার জন্য দুআ করবে– এটা কী হতে পারে? ওই তালিবে ইলমের জন্যই দুআ করবে, যে তালিবে ইলম নিজেকে মর্যাদা দেয়। এজন্য আমরা আগে থেকেই সবাইকে সতর্ক করে দেই। এখানে যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে তোমাকে এই আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করতে হবে এবং তোমার পরিবারকেও উপলব্ধি করতে হবে। তবে বিরোধে যাবে না। কোনো অন্যায় কাজে যদি তোমার পরিবার তোমাকে শরীক করতে চায় তুমি নমনীয়তার সাথে অনমনীয়তা বজায় রাখবে। তুমি ভদ্রতার সাথে বল, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি আমার আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করতে পারি না। আমার আল্লাহ নারাজ হবেন। তোমার বাবা যদি বলেন, সামাজিকতায় খারাপ দেখা দেয়। তোমাকে যেতেই হবে। তো আপনি আব্বা একটু লিখে দিন যে, এতে যদি কোনো গুনাহ হয় তার দায়িত্ব আপনার। কিয়ামতের দিন আপনি আল্লাহর কাছে এর জবাব দিবেন। আপনি লিখে দিলে আমি যাব। লিখেও দিবে না, যেতেও হবে– এটা তো হয় না। এটা অযৌক্তিক কথা। আমি বাবা হিসাবে এতটুকু সম্মান তো আপনাকে করছি যে, আপনি এটার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমি যাব। নমনীয়তার সাথে অনমনীয়তা বজায় রাখ। ঘরে যদি টেলিভিশন থাকে, যাতে নাচ-গান হতে থাকে তাহলে তুমি নমনীয়তার সাথে অনমনীয়তা প্রদর্শন কর। এ কামরায় তুমি কখনো প্রবেশ করো না। অভদ্রতা করবে না, রুক্ষতা করবে না। তবে নিজের আদর্শের উপর অটল থাকবে। পক্ষান্তরে তুমি নিজেই যদি আমার কাছে এসে বল, হুযুর দয়া করে আমাকে দুই দিন ছুটি দেন, আমার ভাইয়ের বিয়ে। তখন তো আমার কলিজায় আঘাত লাগে বাজান। আমাদের কাগজে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, এ রকম ছুটি চাওয়াও অপরাধ। এসব ক্ষেত্রে ছেলের সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে।

এ বছরের শুরুতে এক ছেলের সম্ভবত নানা এসে বলছে যে, ছুটি দিতে হবে বিয়েতে। আমরা ছুটি দেইনি। শেষে বলেছে, তাহলে তো আমার আর ছেলেকে রাখতে পারব না। আমি বললাম, খুব ভালো কথা। আমি তো শুরুতেই বলেছি যে, এই মাদরাসায় সবাইকে ভর্তি করা ঠিক না। আপনি ছেলেকে নিয়ে যান।

Free © www.eilmweekly.com

অন্যস্থানে ভর্তি করান। আমার কোনো আপত্তি নেই এবং আমি তাতে খুশি। তোমার কাছে যদি এটাকে সমস্যা মনে হয় তাহলে তোমার এমন মাদরাসায় ভর্তি হওয়া উচিত যেখানে তুমি এ রকমের সমস্যায় পড়বে না। কিন্তু এখানে পড়বে এবং এখানের অসম্মান করবে তাহলে তো তুমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নজীরও আছে।

আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়। সে এই মাদরাসায় নিজের ছেলেকে ভর্তি করেছে। এরপর বিয়ের জন্য ছুটি দিতে হবে। আমি ছুটি দেইনি। ছেলেকে নিয়ে গেছে। আমি বলেছি, ঠিক আছে। নিয়ে যান। এটা ভালো। অন্য মাদরাসায় ভর্তি করান। অন্য মাদরাসায় ভর্তি করেছে। কিন্তু তুমি যদি এখানে পড়তে চাও তাহলে তোমাকে এখানের সম্মান করতে হবে এবং এর দ্বারা তুমি লাভবান হবে।

অনেক দূরের কথা চিন্তা করে আমি এ কথাগুলো বলছি যে, আমাদের সমাজে ইলমের, তালিবে ইলমের এবং মাদরাসার কোনো মর্যাদা নেই। এটা আমাদেরকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। আর তা শুধু মুখের কথায় হয়ে যাবে না। নিজের যোগ্যতা দ্বারা, ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ দ্বারা তা উদ্ধার করতে হবে। তোমাকে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। তোমার এই যোগ্যতা থাকতে হবে যে, তোমার পরিবারের যারা স্কুল-কলেজে পড়ে তাদের বলতে পার, তুমি কী বাংলা পড়! তোমার স্কুলে কী বাংলা পড়ায় আসো দেখি তোমার সাথে বাংলায় কথা বলি, তুমি বাংলা কতটুকু জান, আমি কতটুকু জানি দেখি।

আল্লাহ যদি তাওফীক দেন আমাদের তো যথেষ্ট সুযোগ আছে, যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, আমরা ওদের প্রতিটা পড়ার বিষয়কে নিজেদের বিষয় বানিয়ে নিতে পারি। কিন্তু আগে তো গোড়া মজবুত করতে হবে। গোড়াই তো মজবুত হচ্ছে না। এখনো তো আমরা নিজেদেরকে চিনতেই শিখিনি। তাই ওঝা না হয়েই যদি সাপ ধরতে যাও তাহলে তো পদে পদে ছোবল খাবে। আমাদের তো ইচ্ছা আছে সব সাপ– অংকের সাপ, বিজ্ঞানের সাপ, ভূগোলের সাপ সব আমারে ঝাঁপিতে ভরব। ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আগে তো ওঝা হতে হবে। এখনো তো মন্ত্র শিখিনি বাজান! ছোবল খাব কেন? যাই হোক এটা অন্য বিষয়।

তো গত রাতে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের বাবা ফোন করে বলছে যে, আমরা ছেলের বিয়ের তারিখ করে ফেলেছি। এখন ও ছোট ছেলে। ওকে আসতে হবে। আমি বললাম, ভাই! সংক্ষেপ কথা হল, আপনার এ ছেলে যে বর্ষে পড়ে কয়েক দিন আগে সে বর্ষের এক ছেলেকে আমরা এই কারণে বিদায় করে দিয়েছি। এখন

Free@www.eilm.weebly.com

তাকে কীভাবে ছুটি দেই? কিন্তু তার এক কথা– ছুটি দিতে হবে। নাহলে বিয়েটা ভেঙ্গে যাবে। আমি বললাম, বিয়ে ভেঙ্গে যাবে কেন? আপনারা আপনাদের কাজ করে ফেলেন। ছেলে এখানে লেখাপড়া করতে থাকুক। আমরা আপনাদের জন্য দুআ করি। বিয়ে ভাঙ্গবে কেন? আর যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার ছেলের অনুপস্থিতিতে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে এত গুরুত্বপূর্ণ আপনার ছেলে তাহলে তার সুবিধামতো তারিখ করেননি কেন? কোনো জওয়াব নেই। না হুযুর! একটু ছুটি দেন। আরে ছুটি দিলে তো আপনার ছেলের ক্ষতি হবে। না হুযুর, দয়া করে একটু ছুটি দেন। আরে দয়া করেই তো ছুটি দিচ্ছি না। নির্দয় হলে তো ছুটি দিয়ে দিতাম। যে ছাত্রের বিষয়ে আমি নির্দয় হয়েছিলাম তার ফলাফল আমার সামনে আছে। ওরা বলেছিল দয়া করে আমি নির্দয় হয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলাম। ঐ ছেলে এখনো জীবিত আছে। এখন আমি যদি তোমাকে ছুটি দেই তাহলে তোমার প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা হবে। তোমার পরিবার হয়তো জানে না, না জেনে তো মানুষ কত অন্যায় করে। না জেনে তো মাও ছেলেকে বিষ খাইয়ে দেয়। ওষুধ মনে করে। কিন্তু আমি তো জানি তোমার কত বড় ক্ষতি হবে। এ তো চরম অমর্যাদা তোমার পরিবার তোমাকে করবে, তুমি তোমার মাদরাসাকে করবে, এটার তো ফল আছে। এরপর ঐ ছেলে নিজে এসে চোখের পানি ফেলেছে। হুযুর, দয়া করে আমাকে দুই দিনের ছুটি দেন। আমি প্রথমে শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমি সব বোঝাচ্ছি সে আমার পায়ে ধরে বলে হুযুর, দুই দিনের ছুটি দেন। তখন আমার ...। আমি আসলে তার কাছে মাফ চাচ্ছি। আমার আরো সংযম রক্ষা করা দরকার ছিল। আমি তাকে ধমক দিয়েছি– তোমার সাহস হল কীভাবে আমার কাছে তুমি ছুটি চাইতে এসেছ। তুমি না তোমার পরিবারকে বলবে যে, আপনারা বিয়েটা সেরে ফেলেন। বিয়ে ভেঙ্গে যাবে এটা খামাখা কথা। এটা কেমন কথা যে, ঐ ছেলে না থাকলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে? এটা হল অপ্রয়োজনীয় ...।

যাই হোক, বাবা, নিজের মর্যাদা নিজে বুঝতে চেষ্টা কর এবং নিজের মর্যাদা নিজে রক্ষা করতে চেষ্টা কর। অন্যকে বোঝাও আমাকে যদি কোনো অনুষ্ঠানে সঙ্গে রাখতে হয় তাহলে আমার ক্যালেন্ডার আছে। আমি কোনো ফালতু মানুষ নই। শুধু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই এ কথাটা বলতে পারে যে, আমার আলাদা ক্যালেন্ডার আছে, আলাদা সময়সূচি আছে। তুমি সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তোমার পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাকি সমাজ যেহেতু তোমাকে মর্যাদা দিচ্ছে না তাই নমনীয়তার সাথে অনমনীয় হও। বিরোধে যেও না। সমাজকে অনুমতি দিয়ে দাও যে, আমার অনুপস্থিতিতে সবকিছু করে ফেলতে পারেন। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে– এটা ঠিক না। হ্যাঁ, কখনো কখনো

Free @ www.eurnweekly.com

তোমার এতে ক্ষতি হতে পারে। কখনো সুনামের ক্ষতি হতে পারে। ঐ ক্ষতিগুলোকে তুমি তোমার ইলমে যাকাত মনে করে আদায় কর, আর দেখ, আল্লাহ তাআলা কেমন উন্নতি দান করেন। হতে পারে, এই বিয়েতে শরীক না হওয়ার কারণে তোমার ভাই নারাজ হয়ে গেল। ঐ নারাজীকে তুমি কবুল করে নাও। বাকি ভাইয়ের সাথে ভ্রাতৃত্ব রক্ষা কর। ঐ নারাজী একদিন দূর হয়ে যাবে। আর যদি দূর না হয় তাহলে তুমি তোমার আজর পেয়ে যাবে।

আমাকে একজন বলেছিল যে, আমার ভাই তো আমার খরচ দেয়। আমি না গেলে আমার খরচ বন্ধ করে দিবে। আমি বললাম, ছিঃ। তুমি তালিবে ইলম, তোমার খরচ কে বন্ধ করবে? তোমার খরচ তো আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা দেবেন। তুমি করে দেখ। ঠিকই সে বিয়েতে গেল না। কোনো সমস্যা হয়নি। শয়তানের ওয়াসওয়াসা। আর সমস্যা হলে আল্লাহ তাআলা নতুন রাস্তা খুলে দিবেন।

আমি বলতে চাই যে, কারোর মৃত্যুতেও আমার ছুটি না নেওয়া উচিত। ছুটি নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। এটা আমার কথা নয় আমার বড়দের কথা। তোমার দাদার ইন্তেকাল হয়েছে। তুমি এখান থেকে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড় এবং তার জন্য দুআ কর। সবাইকে নিয়ে দুআ কর।

আমাদের এখানে এ রকম ঘটনা ঘটেছে। ছেলে যায়নি। আমরা সবাই মিলে তার জন্য দুআ করেছি। ঐ মরহুমের এখন তো দুআ দরকার। তোমার উপস্থিতি তার দরকার নেই। তোমার উপস্থিতি তার হায়াত ফিরিয়ে আনবে না। কিন্তু তোমার ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ হয়ে যেতে পারে।

এগুলো এখন কেউ বোঝে না। আমার কথাগুলি আমার কাছের মানুষও বোঝে না, দূরের মানুষও বোঝে না। আল্লাহর কাছে রাস্তার অভাব? যার জন্য সমুদ্রের তলদেশের মাছ দুআ করে তার রিযিক বন্ধ হবে কীভাবে? আর যদি এ রকমই হয় তাহলে মাদরাসা ছেড়ে দাও। ইলমওয়ালা যার দায়িত্ব নেবে না এমন ইলম পড়বে কেন?

মোটকথা, নিজের মর্যাদাকে কখনো ভুলুণ্ঠিত করবে না। ইলমকে, মাদরাসাকে মর্যাদা দাও। নমনীয়তার সঙ্গে অনমনীয়তা বজায় রাখ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। এ কথাটা যেন আর বারবার আমাকে না বলতে হয় বাবা! কিন্তু কী করব? কেউ যেন আমার কথা বোঝে না বলে মনে হয়।

তলাবায়ে কেরাম সাবধান হোন
আপনাকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে

Free@www.e-iqra.weebly.com

কারো কাছ থেকে কোনো মাসআলা বা রেওয়ায়েত শুনলেই তা সঠিক বলে মনে করা এবং বর্ণনা করতে থাকা একজন সাধারণ মানুষের জন্যও ঠিক নয়। এটুকু অনুসন্ধান তাকেও করতে হবে যে, যার নিকট থেকে কথাটা শুনেছি তিনি দ্বীনী মাসায়েল বা হাদীস শরীফ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কি না। তদ্রূপ কোনো বই বা পুস্তকে ছাপার অক্ষরে কোনো কিছু দেখলেই তা সঠিক মনে করা ঠিক নয়। এটুকু তাহকীক একজন সাধারণ মানুষের জন্যও অপরিহার্য যে, কোনো সচেতন ও নির্বরযোগ্য আলিমকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তিনি যে কিতাব বা যে পুস্তিকা পাঠ করতে চাচ্ছেন তা নির্ভরযোগ্য কি না।

যখন সাধারণ মানুষের করণীয় এই তখন তালিবে ইলম ভাইদের তাহকীক ও অনুসন্ধানের মান কেমন হওয়া উচিত তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এখন অনেক তালিবে ইলমের মাঝেও এই ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে যে, তারা সব ধরনের বই নির্বিচারে ও বিনা পরামর্শে পড়তে থাকে। কারো নামে কোনো কিতাব ছাপা হলেই তা হাতে তুলে নেয়। চিন্তা করে না যে, প্রকৃতপক্ষেই তা তাঁর কিতাব কি না। অথচ আগাগোড়া সম্পূর্ণ বই তৈরি করে কারো নামে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতাও তো সমাজে আছে। তালিবে ইলমরাও যদি তাঁদের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারে তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক বিষয় আর কী হতে পারে?

বাংলাবাজার ও অন্যান্য স্থানের নাম-পরিচয়হীন বইপত্রের দোকানগুলোতে এমন কত অনুবাদ যে পাওয়া যায় তা তো সচেতন তালিবে ইলমদের অজানা নয়। এই অপরাধ এমনকি আরবী ভাষায় রচিত কিতাবের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে।

এই মুহূর্তে আমার সামনে একটি পুস্তিকা আছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'আলইসতিদাদ লিইয়াওমিল মা'আদ'। এর প্রচ্ছদে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) [৭৭৩–৮৫২ হিজরী]কে এই পুস্তিকার রচয়িতা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

Free © www.eilm.weebly.com

মুহাক্কিক-পাণ্ডুলিপি সম্পাদক হিসেবে আবু আবদিল্লাহ সাইয়েদ তাওফীক ও প্রকাশক হিসেবে 'দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা কাহেরা'র নাম মুদ্রিত আছে। বলা হয়েছে যে, এটি এই পুস্তিকার প্রথম মুদ্রণ, যা ১৪১৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

এই পুস্তিকায় 'বাবুছছ ছুনায়ী' থেকে 'বাবুল উশারী' পর্যন্ত সর্বমোট নয়টি বাব (অধ্যায়) আছে। প্রত্যেক বাবে শিরোনামের সংখ্যা হিসেবে রেওয়ায়েত ও আকওয়াল (বাণী ও বর্ণনা) উল্লেখ করা হয়েছে। সবকিছু হাওয়ালাবিহীন। আর আলাদাভাবে তাহকীক করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ রেওয়ায়েত মুনকার ও ভিত্তিহীন। কিছু বর্ণনার মওযু হওয়ার ব্যাপারে তো আহলে ইলম শোনামাত্রই ফায়সালা করতে পারবেন। পুস্তিকাটির তথ্য ও উপস্থাপনাই প্রমাণ করে যে, এর সঙ্গে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো প্রতারক প্রতারণার জন্য তাঁর নাম ব্যবহার করছে।

আমি শুধু ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম, তালিবে ইলম ভাইগণ নিজেরা পরীক্ষা করে দেখুন। প্রসঙ্গত বলছি যে, এভাবে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে বইপত্র জাল করে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তেমনি বড়দের কোনো রচনাকে তার রচনা নয় বলেও দাবি করা হয়েছে। এজন্য তালিবে ইলমদেরকে কিতাব ও রিসালা সম্পর্কে নিম্নোক্ত শ্রেণীভেদ ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি।

١ - كُتُبٌ ثَبَتَتْ نِسْبَتُهَا إِلَىٰ مُؤَلِّفِيْهَا

أ - بِالتَّوَاتُرِ وَالْاِسْتِفَاضَةِ. ب - بِتَلَقِّيْ أَهْلِ الْفَنِّ. ج - بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيْحِ وَالْوِجَادَةِ الصَّحِيْحَةِ.

٢ - كُتُبٌ يُقْطَعُ بِانْقِطَاعِ نِسْبَتِهَا عَمَّنْ نُسِبَتْ إِلَيْهِمْ.

٣ - كُتُبٌ اَلْأَغْلَبُ أَنَّهَا غَيْرُ ثَابِتَةِ النِّسْبَةِ.

٤ - كُتُبٌ شُهِرَتْ نِسْبَتُهَا عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلَمْ يُوْجَدْ دَلِيْلٌ يُسْتَنَدُ عَلَيْهِ فِيْ ثُبُوْتِهَا عَمَّنْ نُسِبَ إِلَيْهِمْ

٥ - كُتُبٌ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ ثُبُوْتِهَا عَمَّنْ نُسِبَ إِلَيْهِمْ.

٦ - كُتُبٌ مَجْهُوْلٌ مُؤَلِّفُوْهَا وَمَعَ ذٰلِكَ يَجُوْزُ الْاِسْتِفَادَةُ مِنْهَا.

٧ - كُتُبٌ مَجْهُوْلٌ مُؤَلِّفُوْهَا أَوْ مَعْلُوْمٌ وَلٰكِنْ تُحْرَمُ الْاِسْتِفَادَةُ مِنْهَا.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মোটকথা, তালিবানে ইলমকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। এই বিষয়ের বুনিয়াদী মা'লূমাত হাসিল করার পাশাপাশি আহলে ফন ও আকাবিরের পছন্দনীয় কিতাব ও তাঁদের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর ও নিন্দিত বইপত্রের তালিকা সম্পর্কেও জানা থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আমার তালিবে ইলম ভাইদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

তলাবায়ে কেরাম 'তালিবে ইলম' হয়ে যান

Free@www.eilm.weebly.com

আল্লাহ তাআলা আমাদের যেমন 'তলাবা'র কাতারে শামিল করেছেন তেমনি একটি গুণবাচক নামও আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তা হচ্ছে 'তালিবুল ইলম'। অর্থাৎ ইলমে ওহী বা ইলমে নবুওয়াত অন্বেষণকারী। ফার্সী, উর্দূ বা বাংলা উচ্চারণে শব্দটি 'তালিবে ইলম'।

এটি এক গভীর, ব্যাপ্তিময় ও সুমহান বৈশিষ্ট্য। কোনো তালিবে ইলম যদি তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় তাহলে সে প্রকৃত অর্থেই তালিবে ইলম হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, আমাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই তা অনুধাবন করি। আমরা যদি এই উপাধির তাৎপর্য অনুধাবন করতাম তাহলে আমাদের মাঝে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যেত :

১. আমরা 'উতলুবুল ইলমা মিনাল মাহদি ইলাল লাহ্‌দ' নীতি অনুসরণ করতাম। আমাদের ইলম-অন্বেষণ শুধু নির্ধারিত নেসাব পূর্ণ করার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকত না; বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে ইলম ও তাহকীকের আগ্রহ ও অভিনিবেশও বৃদ্ধি পেত।

২. আমরা 'তালিবে ইলম' উপাধিকে নিজেদের জন্য উচ্চমর্যাদার বিষয় মনে করতাম। এই উপাধি থাকা অবস্থায় অন্য কোনো উপাধি ধারণ করা আমরা পছন্দ করতাম না। কিন্তু প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখি তো, আমাদের মধ্যে ক'জন এমন আছে, যাকে 'তালিবুল ইলম' নামে সম্বোধন করা হলে তা তার কাছে 'মুফতী', 'মুহাদ্দিস', 'মুফাসসির' ইত্যাদি উপাধি শোনার চেয়ে অধিক প্রীতিকর মনে হয়।

৩. আমাদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি হত। মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী (রহ.) ও মাওলানা আলী মিয়া (রহ.) তাদের বক্তৃতা ও লেখনীর দ্বারা তালিবে ইলমের যে মাকাম ও মর্যাদা চিহ্নিত করেছেন তা আমাদের চিন্তা-চেতনায় বদ্ধমূল থাকত। আমাদের অনুভব-অনুভূতি এবং আচরণ-উচ্চারণ এমন হত যা এই বিভাগে প্রকাশিত হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ চাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর বয়াবে (তালিবে ইলমের আত্মমর্যাদা) উল্লেখিত হয়েছে।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

৪. ইলমের পক্ষে ক্ষতিকর সকল বিষয় আমাদের নিকট নিষিদ্ধ হত এবং গায়রে ইখতিয়ারী প্রতিকূলতার ক্ষেত্রেও পেরেশানী ও অস্থিরতা প্রকাশ পেত। তদ্রূপ ইলমের পক্ষে অনুকূল ও সহায়ক সকল বিষয় আমাদের মহব্বত ও অনুরাগ লাভ করত। ইলম হাসিলের সকল সুযোগকে আমরা শুধু মূল্যায়নই করতাম না; বরং অধীর চিত্তে তার প্রতীক্ষায় থাকতাম। পক্ষান্তরে কোনো সুযোগ হাতছাড়া হলে আমরা দুঃখিত হতাম।

৫. সময়কে সংরক্ষণ ও ফলপ্রসূ করার জন্য সচেষ্ট থাকতাম এবং সময় নষ্ট করা থেকে পরহেজ করতাম। এমনকি অনিচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট হলেও আমাদের মনে দুঃখ ও আফসোস সৃষ্টি হত।

৬. ইলমের আদবসমূহ আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকত। যেখানেই যাই না কেন এবং যে কাজেই থাকি না কেন, আমাদের পরিচয় হত তালিবে ইলম। একজন প্রকৃত তালিবে ইলম শুধু দরসগাহেই তালিবে ইলম নয়, খাবারের দস্তরখানে এবং অযুখানা, গোসলখানা ও বিশ্রামের জায়গাতেও তালিবে ইলম। তদ্রূপ শুধু মাদরাসার সীমানার ভেতরই তালিবে ইলম নয়, ঘরে-বাইরে সর্বত্র সে তালিবে ইলম। উস্তাদের সামনেও তালিবে ইলম, সহপাঠীদের সঙ্গেও তালিবে ইলম। আলিমদের সঙ্গেও তালিবে ইলম, আম মানুষের সঙ্গেও তালিবে ইলম। তালীমী ও ইসলাহী মুরব্বীর সঙ্গেও তালিবে ইলম, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও তালিবে ইলম। পদস্থ ও আমীর-উমারার সঙ্গেও তালিবে ইলম এবং শ্রমজীবী ও মজদুরদের সঙ্গেও তালিবে ইলম। তেমনিভাবে সুস্থতা, অসুস্থতা সফর-হযর, স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা, মোটকথা অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় সে তালিবে ইলম। তার আচার-ব্যবহার, চালচলন সবকিছু হবে একজন প্রকৃত তালিবে ইলমের মতো। কেননা যে ইলমে অহীর অন্বেষী তার পক্ষেই তো সম্ভব ইসলামী আদব-আখলাক এবং মুয়াশারার আদব-কায়দা সম্পর্কে অবগত থাকা। উস্তাদগণের নেগারানীতে, সঙ্গী, সহপাঠী ও অগ্রজদের সহযোগিতায় আজীবন এই আদব-কায়দারই তো অনুশীলন সে করেছে। অতএব তার নিকট থেকেই তো তালিবে ইলম-সুলভ আচরণের আশা করা যেতে পারে।

৭. আমরা 'তালিবে ইলমে'র মর্মার্থ অনুধাবন করলে অবশ্যই ইলমের আদবসমূহ অনুসরণ করতাম এবং ইলম সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান ও নবী-নির্দেশনা আমাদের দ্বারা পরিচালিত হত। আলকাউসার রবিউল আওয়াল ও রবিউস সানী ১৪২৬ হিজরী (এপ্রিল ও মে ২০০৫ ঈসায়ী) এই বিভাগে নবী

Free @ www.e-iqra.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও তালীমাত-এর আলোকে নয়টি বিষয় আরজ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি কথা পুনরায় পেশ করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবন وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ মোতাবেক অতিবাহিত হয়েছে। উম্মতের জন্যও এই মূলনীতি কথায় ও কাজে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ

আরো বলেছেন–

لَا أَدْرِيْ حَتّٰى أَسْئَلَ جِبْرَئِيْلَ

এর দ্বারা নিজের ফন ও শাস্ত্রের বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে অনুপ্রবেশ না করা এবং অজানা বিষয়ে 'লা-আদরী' বলার অপরিহার্যতা প্রমাণ হয়। অথচ আজকাল ইলমে দ্বীনের ছাত্রদের মাঝেও এই নবী-আদর্শের মারাত্মক অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনেকের অবস্থা থেকে তো প্রতীয়মান হয় যে, তারা উপরোক্ত মূলনীতিকে শুধু আম মানুষ ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর জন্যই অপরিহার্য মনে করেন। অতএব সাধারণ মানুষের যদিও দ্বীনিয়াত বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার বা মন্তব্য করার অধিকার নেই, কিন্তু তাদের জন্য সব পথ খোলা! তারা জগতের সকল শাস্ত্রে এবং সকল বিষয়ে বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করতে পারেন! এতে কোনো শরয়ী বিধান বা কোনো স্বীকৃত নীতি লঙ্ঘিত হয় না! কারো কারো আচরণ থেকে মনে হয় যে, তারা ইলমে দ্বীনের সকল বিষয়কে এক ও অভিন্ন মনে করেন। অতএব কোনোভাবে দ্বীনিয়াতের একটি নিসাবের নির্ধারিত সময় সমাপ্ত করার পর মনে করেন, দ্বীনের সকল বিষয়ে আলোচনা করার অধিকার তার হাসিল হয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার এই পরিমাণ যোগ্যতা তৈরি হয়নি, যা আলোচনার জন্য অপরিহার্য।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, উপরোক্ত দুটি ধারণাই ভুল। আমরা যদি প্রকৃত তালিবে ইলম হতাম তাহলে وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ মোতাবেক চলতাম এবং 'লা-আদরী'র সুন্নত অনুসরণ করতাম। এজন্য আমি নিজেকে এবং আমার সকল তালিবে ইলম ভাইকে শুধু এই অসিয়ত করছি যে, আমরা যেন তালিবে ইলম হয়ে যাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

সম্ভাবনা ও ফলাফল

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ-এর বয়ান

Free@www.eelm.weebly.com

যারা সময়ের অপচয় করেননি; বরং সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন তারা জীবনে সফল হয়েছেন। খুব সহজ-সুন্দর কথা। কিন্তু আমল করা কঠিন। আমরা মনে করি, যে যেই কাজে আছি তা না করতে পারলে সময়ের অপচয় হল। আর তা করতে পারলে সময় কাজে লাগল। যেমন আমি লেখালেখির কাজে আছি। আমার যদি লেখা চলতে থাকে, বই বের হতে থাকে, আমি ভাবি, সময় কাজে লাগছে। আরেকজন ব্যবসা করছে, তার ব্যবসায় যদি লাভ হতে থাকে তাহলে সে ভাবে, সময় কাজে লাগছে। আর ব্যবসা না চললে মনে করে যে, সময় কাজে লাগছে না। এটা একটা মোটা দাগের হিসাব।

কিন্তু আসল কথা হল, আমি যে কাজ করছি তা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করতে পারি তাহলে সময়টা কাজে লাগল। পক্ষান্তরে কাজের খুব রওনক হল, চারদিকে সুনাম হল, কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত ছিল নাা তাহলে সময়টা কাজে লাগেনি; বরং নষ্ট হল।

আরেকটি কথা হল, যার যে পরিমাণ কাজ করার যোগ্যতা ছিল সে পরিমাণ কাজ না করলে বলতে হবে, সে জীবনকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি। মনে করুন, আমি কাজ করেছি এক মণ, কিন্তু আমার সামর্থ্য ছিল দশ মণ, তাহলে আমি সময়কে কাজে লাগাইনি। অন্যজনের সামর্থ্য ছিল এক মণ, সে কাজও করেছে এক মণ, সে আমার চেয়ে অনেক বেশি সফল। সে সময়কে ঠিকমতো কাজে লাগিয়েছে। আর আমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে সময়ের অপচয় করেছি। সময়ের সদ্ব্যবহার করলে আরো নয় মণ কাজ করতে পারতাম। সুতরাং আমার জীবনটা ব্যর্থ।

আমরা এ হিসাবটা করি না। সম্ভাবার দিকে না তাকিয়ে আমরা শুধু কাজের দিকে তাকাই, আর খুশি হয়ে যাই। অথচ দেখা যায় যে, আমার কাজ এবং আমার একজন তালিবুল ইলমের কাজ সমান।

আমি নিজেও জীবনের অনেক অপচয় করেছি। সময়কে ঠিকমতো কাজে লাগাইনি। সম্ভাবনার তুলনায় কাজ কিছুই হয়নি। এখন শুধু আফসোস করি!

Free @ www.eilm.weebly.com

আমার বড় আফসোস হয় যখন দেখি যে, আমার তালিবুল ইলমরা সামান্যতেই খুশি হয়ে যায়। অথচ তারা দুনিয়ার বিষয়ে সামান্যতে খুশি হয় না। দুনিয়ার বিষয়ে আমরা সব সময় উপরের দিকে তাকাই এবং ঈর্ষা করি। আফসোস করি। অথচ দ্বীনের বিষয়ে অল্পতে খুশি হয়ে যাই। আসলে করণীয় হল, সামান্যতে খুশি না হয়ে সময় ও সম্ভাবনাকে যথাযথ কাজে লাগানো।

শয়তানের হাতিয়ার

নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে কখনো সংক্ষিপ্ত ধারণা করো না। ভেবো না যে, আমার যোগ্যতা আর কতটুকু, যতটুকু কাজ হয়েছে অনেক হয়েছে। এটা হচ্ছে শয়তানের নূরানী হাতিয়ার (নেক ছুরতে ধোঁকা)। তাই নিজের যোগ্যতার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ রেখে ফলাফলের বিচার করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, আত্মতুষ্টি শয়তানের বিরাট অস্ত্র। আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, তুমি এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারতে, কিন্তু ময়নামতির চূড়ায় উঠেই আত্মতৃপ্তি লাভ করছ এবং ভাবছ, বিরাট কিছু হয়ে গিয়েছ।

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে এই অনুভূতি দেননি তারা তো খুশি হতে পারে, শান্তিতে থাকতে পারে, কিন্তু আমি এই সম্ভাবনাগুলোর এমন নির্দয় অপচয় হতে দেখে কীভাবে খুশি হতে পারি! আমার অনেক তালিবুল ইলম তো শুধু ইমামতি পেয়েই খুশি! অথচ তাদের মাঝে কাজ করার অনেক যোগ্যতা ছিল।

নিজের সম্পর্কে এই অজ্ঞতা নেয়ামত, না গযব আমি জানি না। তবে তাদের তৃপ্তি দেখে আমার গিবতা হয়। আমি সবাইকে শুধু একথাটা বুঝাতে চেষ্টা করছি যে, কেউ নিজের বিষয়ে তৃপ্ত থেকো না; বরং নিজের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা কর।

চিন্তার সূত্র

চিন্তা করার একটি দিক এই যে, তুমি যাদের কাছে পড়েছ, যাদের সোহবত পেয়েছ তাদের সোহবতের ও তাদের কাছে পড়ার যে ফলাফল তোমার ইলমী ও আমলী যিন্দেগীতে হওয়ার কথা ছিল তা হয়েছে কি না? তুমি যে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছ সে অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না। নাকি তোমার এবং যারা এমন সুযোগ-সুবিধা পায়নি তাদের কাজ সমান!

এভাবে চিন্তা করলে আত্মতৃপ্তি দূর হয়ে যাবে। আর আত্মতৃপ্তি দূর হলে সামনের সময়টা কাজে লাগানোর সুযোগ হতে পারে। অন্যথায় অলসতা চলতেই থাকবে। সাথে সাথে পিছনের ব্যর্থতাগুলোও স্মরণ করবে। এতে

Free@www.eilm.weebly.com

সামনের সময়টা কাজে লাগানোর প্রেরণা জাগ্রত হতে পারে। অন্যথায় আত্মতৃপ্ত অবস্থায় বাকি যিন্দেগীও কেটে যাবে। তো আমরা নিজেদের জীবনের অপচয়ের কথা চিন্তা করব এবং যে সম্ভাবনা ছিল তা কতটুকু কাজে লাগিয়েছি তা ভাবব। তাহলে ইনশাআল্লাহ সামনের সময়গুলোর হেফাযত করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

আমার কলমে যে পরিমাণ লেখা এসেছে তার দ্বিগুণ লেখা আসার যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে আমি খুশি হই কীভাবে! আমার বহু তালিবুল ইলম নিজেদের প্রতি খুব খুশি এবং অন্যরাও তাদের প্রতি খুশি। অথচ আমি তাদেরকে দেখে শুধু আফসোস করি। অন্যরা খুশি হতে পারে, কিন্তু নিজে কীভাবে খুশি হই। নিজের সম্ভাবনা একটু তলিয়ে দেখি। আসলে আমরা গাফলতের মধ্যে আছি। গাফলত দূর করার চেষ্টা করি এবং অন্যের প্রশংসা দ্বারা বিভ্রান্ত না হই।

মানুষতো প্রশংসা করবে এবং করা উচিত। কিন্তু আমাদের কর্তব্য হল প্রশংসা দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া। যতটুকু আল্লাহ দান করেছেন তার জন্য শোকর করা। আর যা নিজে অপচয় করেছি তার জন্য আফসোস করা এবং ইস্তিগফার করা।

আল্লাহর কাছে দুআ করা, হে আল্লাহ! সামনের যিন্দেগীটা ঠিকমতো কাজে লাগানোর এবং পিছনের সকল ক্ষতিপূরণ করার তাওফীক দান কর।

সময়ের হিসাব

আমরা সময় হিসাব করে ব্যয় করি না। তিন বেলা খেতেই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলি। অথচ আমাদের পূর্ববর্তীরা রুটি খাবেন না ছাতু খাবেন সে হিসাব করতেন। গতকাল এ যামানার একজন কলেজ ছাত্রীর বিস্ময়কর ঘটনা শুনলাম। সেও নাকি সময় বাঁচানোর জন্য রুটি না খেয়ে ছাতু পান করে নাস্তা করে। আমি দেখি, এ যামানার লোকেরা দুনিয়ার লেখাপড়ার জন্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মেহনত করে। এই মাদরাসাতুল মদীনায় ঐ কলেজ ছাত্রীর মতো মানসিকতার একজন ছাত্রও কি পাওয়া যাবে? ছাত্রদের মধ্যে কেন, আমি নিজেও তো এমন নই। মোটকথা, সময়কে হিসাব করে ব্যয় করা দরকার।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর দ্বারা উম্মত অনেক ফায়দা পেয়েছে। দুই দিক থেকে– সরাসরি তার কাছ থেকে এবং তার তারবিয়তকৃত লোকদের কাছ থেকে। তিনি তার আত্মজীবনীতে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি এক রাতে কাব্য-প্রতিযোগিতায় মগ্ন ছিলেন এবং অজান্তে এভাবেই রাত শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন যে, আমি ঐ রাতটার জন্য সারা জীবন আফসোস করি।

Free © www.e-ilm.weebly.com

সময় কীভাবে অপচয় হয় তা ঐ রাতে বুঝতে পেরেছি। অথচ তা ছিল একটা ইলমী মজলিস। তিনি বলেন, আমি ঐ রাতটাকে কাব্য-প্রতিযোগিতার চেয়ে শতগুণ ভালো কাজে ব্যয় করতে পারতাম। অর্থাৎ সেই একই কথা– সম্ভাবনা ও ফলাফল।

আমরা অনেক সময় সাধারণ ভালো কাজে লিপ্ত হয়ে খুশি হয়ে যাই। অথচ এর চেয়ে অনেক ভালো কাজে যে মশগুল থাকতে পারতাম সেটা ভাবি না। এভাবে আমাদের প্রচুর সময় অপচয় হয়ে যায়। এটা আবার একা একা বোঝা যায় না। এটা বুঝতে হলে ঐ কাফেলার এবং ঐ পথের যারা অভিজ্ঞ পথিক তাদের জিজ্ঞেস করতে হয়। আরেকটা কথা হল, যিকির, তেলাওয়াত, ইস্তিগফার, রোগীর সেবা, ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি জরুরী কাজ। এগুলোতে সময় ব্যয় করা সময়ের অপচয় নয়। এ সময়গুলোকে অপচয় বলা মানে আল্লাহর গায়রাতকে ডাক দেওয়া। অথচ আমরা বে-খেয়ালে বলে ফেলি যে, লিখছিলাম হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। আর সময়টা নষ্ট হয়ে গেল। অথচ আমি তখন যিকির ও ইস্তিগফার করেছি। তো আমরা যেন এ সময়গুলো অপচয় মনে না করি।

আমরা অনেক সময় সাধারণ ভালো কাজে লিপ্ত থেকে খুশি হয়ে যাই। চিন্তাও করি না যে, এর চেয়েও অনেক বেশি ভালো কাজে মশগুল থাকতে পারতাম। এভাবে আমাদের প্রচুর সময় অপচয় হয়ে যায়। এটা আবার একা একা বোঝা যায় না। এটা বুঝতে হলে ঐ কাফেলার এবং ঐ পথের অভিজ্ঞ পথিকদের জিজ্ঞেস করতে হয়। তাঁদের নিকট থেকে জেনে নিতে হয় কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। অন্যথায় তুমি এমন কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পার যাতে না তোমার ফায়দা আছে, না তোমার কওমের। অথচ তুমি যদি পরামর্শ করতে তাহলে হয়ত আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন কোনো কাজে লাগাতেন যে কাজে পুরো উম্মত ফায়দা পেত। সুতরাং মুরব্বীকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে, আমি কী করব?

যেমন আল্লাহ না করুন– এখন আমার এই জযবা পয়দা হল যে, আমি সংস্কৃত ভাষা শিখব এবং হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো তাদের ধর্মীয় ভাষায় অধ্যয়ন করব। তাহলে বুঝতে সহজ হবে। নেক নিয়ত, নেক কাজ, কিন্তু ফায়দা কতটুকু? এর দ্বারা আমার এবং জাতির বিশেষ কী ফায়দা হবে? অনেক মুসলমান তো সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হয়েছিলেন। ড. শহীদুল্লাহও এ ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কী ফায়দা হয়েছে? আমি শুধু আফসোস করি যে, উনি এটা করতে গেলেন কেন?

তো এক্ষেত্রে নিজে নিজে কোনো ফায়সালা করা যাবে না। মুরব্বীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তুমি ইংরেজি শিখতে চাও? মুরব্বীকে জিজ্ঞেস কর। তিনি তোমার এবং কওমের ফায়দা মনে করলে অনুমতি দিবেন। অন্যথায় নিষেধ করবেন।

তুমি আরবী চর্চা করবে না বাংলা, ফিকহ চর্চা করবে না হাদীস, সে ফায়সালা চোখ বন্ধ করে করা যাবে না; বরং দেখতে হবে যে, ভবিষ্যতে তুমি এবং তোমার কওম কোনটা দ্বারা বেশি উপকৃত হবে। সেটা করতে হবে। দুনিয়ার লাইনের লোকেরা কিন্তু এটা করছে।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

সাধনা ও ক্ষেত্র

শুধু ভালো কাজে সময় ব্যয় করাই সময়ের সঠিক ব্যবহার নয়। এর চেয়ে ভালো কাজ তোমার দ্বারা হতে পারত কি না সেটাও লক্ষ রাখা জরুরী। আর তা একা একা কখনোই সম্ভব নয়। কোনো মুরব্বীর দিকনির্দেশনা অবশ্যই জরুরী।

আমাদের আকাবির, যাদের নাম আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি, তাদের বিস্ময়কর বিভিন্ন ঘটনা কিতাবে দেখতে পাই। সময়কে কাজে লাগানোর এমন সব দৃষ্টান্ত, যা এ যুগে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হবে না।

কিন্তু ওই কলেজ-ছাত্রীর ঘটনা শুনে আমার চিন্তাধারা পাল্টে গিয়েছে। এখন দুনিয়ার লোকেরা সাধনা করছে। না হলে দুনিয়ার এত উন্নতি হচ্ছে কীভাবে? আসল কথা হল এখনো কুরবানী আছে তবে ক্ষেত্রটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আগের যুগে যে কুরবানী ছিল তা এখন নেই এটা ভুল ধারণা। মেধা, যোগ্যতা ও মেহনত না থাকলে বাংলাদেশেও এমন এমন বিস্ময়কর আবিষ্কার কীভাবে হচ্ছে! সবই আছে তবে ক্ষেত্র ভিন্ন হয়ে গেছে।

আমাদের মাদরাসাগুলোতে বিপুল সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমরা সাধনা করি না। অল্প পড়েই বলি, সময়ে কুলায় না। এটা ঠিক না। আমাদের আরো অনেক সম্ভাবনা আছে। যা করেছ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। যা করতে পারতে কিন্তু করনি, তার জন্য আফসোস কর।

তোমরা যারা নওজোয়ান তাদের হাতে অনেক সময় আছে। তোমার সময় ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাও। আমার অনেক সময় হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। সেগুলো আর ফিরে পাব না। এখন চাইলেও সেগুলো আর কাজে লাগাতে পারব না। শুধু আফসোস করতে পারব। তোমাদেরও যে দিন হুশ হবে সে দিন তোমরাও কাজ শুরু করবে, কিন্তু পিছনের সময়গুলো তো ফিরে পাবে না। যে

Free @www.e-iim.weebly.com

উপলব্ধি এখন আমার হচ্ছে তা যদি তোমাদের হয়ে যায় তাহলে তোমরা অনেক ভাগ্যবান।

সবকিছু সময়মতো কর। মুনাযযাম যিন্দেগী যাপন কর। তাহলে অনেক বরকত হবে। কখনো জোশে দশ পারা তেলাওয়াত করলে। কখনো এক পারাও করলে না এটা ঠিক না। এতে বরকত হয় না। একটা নিযামুল আওকাত তৈরি করে সে অনুযায়ী চল, বরকত পাবে। তাযকীরের জন্য নিযামুল আওকাতটা লিখে রাখ। নিযামুল আওকাত থাকলে সময়কে কাজে লাগাতে পারবে। অন্যথায় সময়কে ত্রিশভাগও কাজে লাগাতে পারবে না। আরো মনে রেখ, তুমি যদি এখনই নিযামুল আওকাতের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দেখাতে পার, সব কাজে নিযামুল আওকাত অনুসরণ কর, সময়ের প্রতি লক্ষ রাখ তাহলে তোমার নির্ধারিত সময়ে কেউ তোমাকে কাজে ডাকবে না। ছোট হলেও কেউ তোমাকে অবজ্ঞা করবে না। সবাই তোমার সময়কে শ্রদ্ধা করবে।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইলমে দ্বীন থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ-এর বয়ান

Free @ www.e-iqra.weebly.com

এই যমানায় দ্বীন শেখার জন্য মাদরাসায় আসা বিরাট বড় কুরবানী। এত বড় কুরবানীর পর কোনো তালিবুল ইলমের মাহরূম হওয়ার কথা নয়। যে যমানায় দ্বীনী ইলমের কোনো কদর নেই, না পরিবারে, না সমাজে তখন যদি কোনো একজন মানুষ ইলমের জন্য আগ্রহী হয় এবং তা গ্রহণ করতে চায় তার তো মাহরূম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অথচ বাস্তবতা এই যে, ইলমের তলবে এসেও অধিকাংশ মানুষ ইলম থেকে মাহরূম হয়ে যাচ্ছে। কী এর কারণ? কেন সে মাহরূম হচ্ছে? সে দুনিয়াও ছেড়ে দিল, আবার ইলম থেকেও মাহরূম হল। এরচে' মর্মান্তিক বিষয় আর কী হতে পারে?

যে যমানায় সামান্য মেহনতের অনেক আজর দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে, তখন মানুষ কেন ইলম থেকে মাহরূম হয় তা চিন্তা করা দরকার। আমাদের পূর্ববর্তীগণ এর কারণগুলো সাফ সাফ বলে গিয়েছেন। একদল তো মাহরূম হচ্ছে এই কারণে যে, তারা ইলম তলবই করেনি। তারা ইলম থেকে এমন মাহরূম হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়সের মানুষ এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করে, যা আমাদের মাদরাসার ছোট একজন তালিবুল ইলম শুনলেও হেসে দেবে। অথচ সেটিই তার কাছে বিরাট বিষয়। কারণ সে যিন্দেগীতে দ্বীনের একটি মাসআলাও শিখেনি। কিন্তু এই অল্প ক'জন মানুষ, যাদের ইলম তলব করার সুযোগ হয়েছে তারা কেন মাহরূম হচ্ছে? এর কারণগুলো জানা দরকার এবং সেগুলো থেকে যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

কিছু কারণ এমন আছে, যেগুলোর উপর তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন গিযা (পানাহার) হালাল হওয়া। দ্বীনী ইলম হাসিল হওয়ার জন্য এটি একেবারে অপরিহার্য। অথচ তা তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণে নেই। তালিবুল ইলমের ভরণ-পোষণ যারা করে তাদের অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছে অথচ মাসআলা জানে না এবং জানার চেষ্টাও করে না। কোন কারবার হালাল, কোন কারবার হারাম, অনেকেরই তা জানা নেই।

Free © www.eilm.weebly.com

অনেকে তো জেনে শুনেও হারাম পন্থা অবলম্বন করছে। অনেকে বলে যে, এই যামানার এত বাছ-বিচার করে চলা সম্ভব নয়। তাহলে আর সংসারচালানো যাবে না। তবে আলহামদুলিল্লাহ, অনেক মানুষ এমনও আছে, যারা হালাল হারাম বেছে চলার জন্য আমাদের চেয়েও বেশি ফিকির করছে।

তো কোনো অভিভাবক যদি হারাম পথে উপার্জিত অর্থ তালিবুল ইলমের পিছনে ব্যয় করে আর তালিবুল ইলম তা ভোগ করে এবং তা দিয়ে তার শরীরের রক্ত-মাংস তৈরি হয় তাহলে চিরতরে তার ইলমের দরজা বন্ধ। সারা জীবন মাদরাসায় পড়ে থাকলেও তার ইলম হাসিল হবে না। এজন্য তার করণীয় হলো, অভিভাবকের উপার্জন হালাল হলে সে তা ব্যবহার করবে। আর হারাম হলে এর থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এর একটি ছুরত হল কোনো রকম জানটা বাঁচে– এ পরিমাণ গ্রহণ করা, এর বেশি গ্রহণ না করা। তারা দিতে চাইলেও তালিবে ইলমের কর্তব্য– গ্রহণ না করা।

কিন্তু আমাদের অনেক তালিবুল ইলমের অবস্থা তো এই যে, তার ভাই ও আত্মীয়-স্বজন হারাম উপার্জন করে, ব্যাংকে চাকুরি করে, সুদী লেনদেন করে এ কথা জেনেও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যায়, হারাম থেকে বাঁচার কোনো চেষ্টাই করে না। অথচ যারা হারাম উপার্জন করে বলে জানা আছে, তালিবুল ইলম তাদের বাড়ি থেকে কিছু খেতে পারে না। নতুবা ইলম থেকে মাহরূম হতে হবে। তবে আপনার উপার্জন হারাম, এই জন্য আপনারটা খাবো না– একথা বলার প্রয়োজন নেই। প্রথম কাজ নিজে হারাম থেকে বেঁচে থাকা। যেখানে যেখানে হারাম গিযার সামান্য গন্ধ আছে তালিবুল ইলমের উচিত সেখান থেকে দূরে থাকা। তবে এমনভাবে যাতে ফেতনা না হয়। তাদের বিয়ে-শাদীতে না যাওয়া, তাদের হাদিয়া-তোহফার বিষয়ে সাবধান থাকা, ফিরিয়ে দিলে যদি ফেতনা হয় তাহলে রেখে দিবে, কিন্তু নিজেরা খাবে না, অন্তত নিজে খাবে না। গরীবকে দিয়ে দিবে।

বাবার উপার্জন হারাম হলে কোনো রকমে জান বাঁচে– এ পরিমাণ গ্রহণ করবে। আর ইসতিগফার করে আল্লাহর কাছে দুআ করবে যে, আল্লাহ! আমার জন্য হালাল গিযার ব্যবস্থা করে দাও। আমার ইলমের পথের এই বাধা দূর করে দাও। আর যা উপায়হীন অবস্থায় গ্রহণ করেছি আমার জন্য তা হালাল করে দাও। বাবার জন্য দুআ করবে যে, আল্লাহ! তুমি তাঁকে হারাম উপার্জন থেকে ফিরিয়ে আন এবং হালাল উপার্জনের তাওফীক দাও। এভাবে ভিতরে যদি তড়প ও অস্থিরতা আসে তাহলে আল্লাহ অন্তত তার জন্য ঐ গিযাটা হালাল করে

Free © www.eilm.weebly.com

দিবেন। তারপর মা-বাবাকে জানানো দরকার যে, সন্তানের ইলমের জন্য পিতা-মাতার হালাল-হারাম বেছে চলা জরুরী। যে ঘরের উপার্জন হালাল নয় সে ঘরে ইলম আসে না। সন্তানকে মাদরাসায় দিলেও তার যিন্দেগী কামিয়াব হয় না। না দুনিয়াতে, না আখেরাতে। বহু ছেলে এভাবে বরবাদ হচ্ছে। কেউ কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা করছে না। আমার মনে হয়, এর মূল কারণ হল, হারাম গিযা। থানবী (রহ.) বলেছেন, মাদরাসায় কোনো তালিবুল ইলমকে দাখিল করার সময় খবর নাও যে, অভিভাবকের উপার্জন হালাল কি না। আমরা তো খবর নেই না, এমনকি এই প্রশ্নটাও করি না যে, আপনি কী চাকরি করেন, আপনার আয় কত? আপনার অন্যান্য উপার্জন কী? আমি একটা ভর্তি ফরম তৈরি করেছিলাম যাতে এইসব প্রশ্ন ছিল। কিন্তু তা চালু করতে পারিনি। আমার সঙ্গীরা বলল, এতে ফেতনা হবে। কিন্তু কী লাভ হয়েছে! যারা মাহরূম হওয়ার তারা তো মাহরূম হচ্ছেই। অনেক ছেলেকে দেখি, সুন্দর লেখাপড়া করছে, হঠাৎ বলে যে, আমার লেখাপড়া করতে মন চায় না। পালিয়ে যায়। কোনো মারধার করা হয় না। আদর-আপ্যায়নের সাথে পড়ানো হয়। পালিয়ে যাওয়ার বাহ্যিক কোনো কারণ নেই। তবুও পালিয়ে যায়। আমরা এর কারণ তলিয়ে দেখি না। এর প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল হারাম গিযা।

এই হারাম গিযা থেকে তালিবুল ইলমের বাঁচার উপায় হল একেবারে যতটুকু না নিলে নয়, ততটুকু নিবে। অতিরিক্ত নেবে না। দিতে চাইলেও এই বলে ফিরিয়ে দেবে যে, আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, জোর করে আরো বেশি আদায় করার চেষ্টা করে। অথচ এই অতিরিক্ত খরচটা তার ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ। এটা খুব নাজুক এবং স্পর্শকাতর বিষয়, কিন্তু না বলে তো উপায় নেই। অভিভাবকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে কথা হয় তাদেরকে বলা দরকার যে, আপনার উপার্জন হালাল করার চেষ্টা করুন। অনথায় ছেলের ইলম শিক্ষা হবে না। দুনিয়াও বরবাদ হবে, আখেরাতও বরবাদ হবে।

কাবা ঘর নির্মাণের সময় কাফের-মুশরিকরা পর্যন্ত হালাল উপার্জন দ্বারা আল্লাহর ঘর নির্মাণ করার চেষ্টা করেছে। তারা ভেবেছিল আল্লাহর ঘর নির্মাণের সময় হারাম মাল ব্যবহার করলে আল্লাহর কাছে রেহাই পাব না। হালাল উপার্জন দ্বারা নির্মাণের চেষ্টা করেছিল বলেই একটি অংশ তারা নির্মাণ করতে পারেনি, ছোট করে নির্মাণ করতে হয়েছে।

Free © www.eilm.weebly.com

এখন মুসলমানদের দেশে সরকারী পয়সা ব্যয় করে স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে। সরকারী পয়সায় হালাল হারামের কোনো বাছ-বিচার নেই। প্রকাশ্যে হারাম রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা হচ্ছে। সুতরাং ঐ সকল স্থান থেকে যারা লেখাপড়া করে বের হবে তারা কিছু শব্দ ও বাক্য শিখতে পারে, কিন্তু মানুষ হতে পারে না। কাফেরদের দেশে হবে, কিন্তু মুসলমানদের সন্তান হারাম পয়সায় লেখাপড়া করে মানুষ হবে না। এই জন্য মাদারিসে কওমিয়্যা সব সময় সরকারী সাহায্য থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে।

একইভাবে ব্যক্তিগতভাবে যাদের ঘরে হারাম উপার্জন হয় তাদের ঘরে ইলম আসার কথা নয়। হাঁ, ঘরে হারাম উপার্জন হওয়া সত্ত্বেও তালিবুল ইলম যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা হেফাযত করবেন।

ইলম থেকে মাহরূমীর দ্বিতীয় কারণ হল বাড়িতে আল্লাহর নাফরমানী হওয়া। যে বাড়িতে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হয়, নাচ-গান হয়, পর্দা-পুশিদা নেই, মা পর্দা করে না, বোন পর্দা করে না, বাবা পর্দা করে না সে বাড়িতে ইলম আসবে না। এগুলোর উপর যদিও তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই তবুও এগুলো তার ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার অনেক বড় কারণ। এটা থেকে সে বাঁচবে কীভাবে? সে নিজে পর্দা করবে।

এই মাদরাসার একজন তালিবুল ইলমকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভাবী আছে? সে বলল, আছে। ভাবীর সাথে দেখা দাও? বলল, জী। ভাবীর সাথে পর্দা করা যে জরুরী তা কি জানো? বলল, না। তোমার আব্বা কোথায়? বলল, হজ্জে গেছেন। হজ্জ থেকে আসলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

তার পিতা এলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি ঘরে ভাবীর সাথে পর্দা করে? তিনি বলেন কি, এক ছাদের নিচে থাকলে পর্দা করা কি সম্ভব? আমি বললাম, আপনি যদি ঘরে পর্দা রক্ষা করতে না পারেন তাহলে আপনার ছেলের ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার আশঙ্কা আছে। কোনো গুরুত্ব দিল না। এমনকি ছেলেটাও না। এরপর বছর খানেকের মধ্যেই লেখাপড়া থেকে তার মন উঠে গেল। সে আর পড়ল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়িতে পর্দা না থাকার কারণে ছেলেটা ইলম থেকে মাহরূম হল।

এজন্য তালিবুল ইলমের বাবা-মার উচিত পর্দা করা, তালিবুল ইলম চেষ্টা করে যদি বাড়িতে পর্দা না আনতে পারে তাহলে অন্তত নিজের পর্দাটা রক্ষা করা কর্তব্য। যাদের সাথে পর্দা করা জরুরী সে যদি তাদের সাথে পর্দা করে তাহলে

Free © www.eilm.weebly.com

ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাকে ইলম দান করবেন, তাকে মাহরূম করবেন না। বাড়িতে নাচ-গানের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে ঐগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন। আর এখন তো তালিবুল ইলম– আল্লাহ তাআলা হেফাযত করুন– নিজেই মাদরাসায় নাচ-গানের ব্যবস্থা করে নেয়। মাদরাসায় যন্ত্র নিয়ে আসে! ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে? যার মা-বাবা বাড়িতে নাচ-গানের ব্যবস্থা করে ঐ ছেলের ইলম হাসিলের কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন বাঁচার একমাত্র উপায় হল ঐগুলোকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং তাতে শরীক না হওয়া। তাহলে আল্লাহ মেহেরবানী করে তাকে ইলম দিয়ে দিবেন। মোটকথা, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তালিবুল ইলম যদি হারাম গিযা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, পর্দার উপর পুরা মজবুতীর সঙ্গে আমল করে এবং নাচ-গান ইত্যাদি গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে ইলম দান করবেন।

এ ধরনের আরো কিছু কারণ আছে, যেগুলোর উপর তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু সেগুলো থেকে বাঁচার উপায় আল্লাহ তাআলা রেখেছেন। পক্ষান্তরে কিছু কারণ আছে যেগুলোর উপর তালিবুল ইলমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু তালিবুল ইলম তা থেকে বেঁচে থাকে না। এটা তো আরও মারাত্মক।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের পথের সকল বাধা থেকে বেঁচে থাকার এবং ইলম হাসিল হওয়ার যাবতীয় আসবাব ইখতিয়ার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইলমী নিমগ্নতা : সে যুগে এ যুগে

মুহাম্মদ ত্বহা হুসাইন

Free @ www.eilm.weebly.com

আমরা তালিবে ইলম। এটিই আমাদের প্রধান পরিচয়। আমরা এক বিশাল কাফেলা, সময়ের কোনো অংশ এবং পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ড কখনো আমাদের উপস্থিতি থেকে শূন্য হয়নি। আমরা যেখানে যত দূরেই থাকি, আমাদের মাঝে সময়ের ব্যবধান যতই থাকুক আমাদের পরিচয় একটিই– আমরা তালিবে ইলম।

ইলমের বন্ধনের চেয়ে বিস্তৃত ও গভীর বন্ধন আর দ্বিতীয়টি নেই।

আমাদের এই কাফেলার কাজ কী? কী তাদের দিবা-রাত্রির ব্যস্ততা? তার উত্তরও একটিই, যা নিহিত আছে ঐ পরিচয়মূলক শব্দটির ভেতরে। তালিবে ইলমের একমাত্র কাজ 'তলবে ইলম'। অর্থাৎ ইলম অন্বেষণ। এছাড়া তালিবেব ইলমের আর কোনো কাজ নেই। আমাদের দিন ইলম অর্জনের, আমাদের রাত ইলম অর্জনের। আমাদের শয়ন-জাগরণের কাজও ইলম অর্জন। আমাদের সব আয়োজন এবং আমাদের সব প্রয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু 'ইলম অর্জন।' ইলম অর্জনের নিমগ্নতায় কেটে যাবে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত। চোখে ইলমের নূর। হৃদয় ও আত্মায় থাকবে তলবের জযবা।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা এমন নয়। অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, আমরা যারা তালিবে ইলম, তাদের অবস্থা এখন বড়ই করুণ। বড়ই বেদনাদায়ক। নিমগ্নতা ও নিবিষ্টতার মহান সম্পদ আমরা হারিয়ে ফেলছি ধীরে ধীরে। আমাদের তলবের জযবায় ঘুণ ধরেছে আর আমরা বিস্মৃত হতে চলেছি আমাদের আত্মপরিচয়। দোকানে-বাজারে যে কোনো মেলা ও মাহফিলে আমরা আছি। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই অনেকটা দর্শক হিসেবে আমরা মাহফিলে মাহফিলে ঘুরে বেড়াই। সুযোগ পেলেই মাদরাসা থেকে বের হয়ে যাই। যেন এসব আয়োজনে আমাদের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। অথচ ভালো কোনো মজমাতেও তো শুধু যাওয়ার জন্য যাওয়া এবং শুধু দেখার জন্য দেখা কোনো তালিবে ইলমের শান হতে পারে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যার সাধনার লগ্ন, তার আবার তামাশা দেখার সময় কোথায়?

Free @ www.eilm.weebly.com

তালিবানে ইলমের তো মুয়াত্তা মালিকের 'রাবী' ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া মাসমুদী (রহ.) [২৩৪ হিজরী]-এর কাফেলা। যিনি সুদূর আন্দালুস থেকে মদীনায় ইমাম মালেক (রহ.)-এর দরসে এসেছিলেন।

সে যুগে আরব দেশে হাতি ছিল না। এক দিনের ঘটনা। ইমাম মালেক (রহ.)-এর দরসগাহে কে যেন বলল, 'হাতি এসেছে'। শোনামাত্র সবাই বাইরে ছুটে গেল। ইতিমধ্যে ইমাম মালেক (রহ.) দরসে এলেন এবং শুধু ইয়াহইয়া মাসমুদীকে দেখতে পেলেন। ইমাম মালেক (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াহইয়া! তুমি গেলে না যে! তোমাদের আন্দালুসে তো হাতি নেই। তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তো সুদূর আন্দালুস থেকে এসেছি আপনাকে দেখার জন্য।' এই উত্তর শুনে ইমাম মালেক (রহ.) বললেন–

هذا عاقل الأندلس

এতো আন্দালুসের বুদ্ধিমান! (নাফহাহুত তীব ২/৯)

ফল এই হয়েছিল, মুয়াত্তার দরসে হয়তো অনেকেই শরীক হয়েছিল, কিন্তু ইয়াহইয়া মাসমুদীর বর্ণিত মুয়াত্তার রেওয়ায়াতটিই মাশরিক ও মাগরিবে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কেউ হয়তো বলতে পারে, এ তো দূর অতীতের কথা। এখন কি এত নিষ্ঠা সম্ভব? তাহলে নিকট অতীতের একটি ঘটনা বলি। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী আযিযুল হক (রহ.) [১৩৮০ হিজরী]-এর ছাত্রজীবনের কথা। তখন তিনি জিরি মাদরাসায় অধ্যয়নরত। তখন সবেমাত্র এ দেশের আকাশে বিমান উড়তে শুরু করেছে। একদিনের ঘটনা। বিমানের গর্জন শোনামাত্র দরসগাহের সবাই বের হয়ে গেল বিমান দেখতে। হযরত মুফতী আযিযুল হক (রহ.) একটি কিতাব মুতালাআ করছিলেন। তাঁরও একবার মনে হল, জীবনে প্রথমবারের মতো এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটি না হয় দেখেই আসি! কিন্তু আবার মনে হল, আহামরি আর কী হবে, কত পাখিই তো আকাশে উড়ে! একথা ভেবে আবারো মুতালাআয় ডুবে গেলেন।

(তাযকিরায়ে আযীয, মাওলানা সুলতান যওক নদভী, পৃষ্ঠা ৩৮)

তামাশার পেছনে পড়েননি বলে আজও তারা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁরাই স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকবেন।

তাই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রয়োজনের কথা ভেবে একজন তালিবে ইলম জীবনের মূল্যবান সময় বিসর্জন দিতে পারে না। জীবনের কোনো প্রয়োজন এমন আছে

Free © www.eilm.weebly.com

কি, যা ইলম অর্জনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? অতএব অমুকের বিয়ে, অমুকের মৃত্যুসহ নানা প্রসঙ্গে আমরা যেভাবে অস্থির হয়ে ছুটে যাই তাতে এই প্রশ্ন অবশ্যই দাঁড়ায় যে, আমার উপস্থিতি সেখানে কতটা অনিবার্য ছিল? আমার অনুপস্থিতিতে কোন কাজটি অসম্পূর্ণ থাকত? মনে রাখতে হবে, সকল ডাকে সাড়া দিলে আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হব। আমার দিন-রাতের একমাত্র কাজ তো ইলম অন্বেষণ। অতএব সাড়া দেওয়ার সময় কোথায়? আমাদের কাফেলার যারা আকাবির-রাহবার তাদের অবস্থা কিন্তু এমনই ছিল।

ফিকহুল মুকারানের প্রসিদ্ধ কিতাব 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' এর নাম আমরা সকলেই জানি। এই কিতাবের মুসান্নিফ আল্লামা ইবনে রুশদ (রহ.) [৫৯৪ হিজরী]-এর জীবনীতে এসেছে, 'জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর হতে তিনি দুটি রাত ব্যতীত কখনো ইলমী শোগল ছাড়া কাটাননি। একটি পিতার মৃত্যুর রাত, অপরটি তার বিয়ের রাত।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/৪৫২)

কিন্তু আমরা? আমরা কি এর কাছাকাছি কোনো ইতিহাস রচনা করতে পেরেছি? আমরাও একবার দেখে নিতে পারি আমাদের অতীত। তাঁরাও তালিবে ইলম আর আমরাও তালিবে ইলম!

এসব ঘটনা হয়তো আমাদের অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। আবার কারো মনে হতে পারে যে, এ তো সে যামানার কথা! বর্তমান যুগে কি তা সম্ভব? তাহলে এই যুগের একজন জ্ঞান-সাধকের কাহিনীও আমি তুলে ধরি। মেলালে বুঝা যাবে, দু' যুগের সাধকদের সাধনার কত মিল!

হাতের কাছে পুষ্পসমগ্র থাকলে এর ৩৯৬, ৪০২ পৃষ্ঠা উল্টে দেখুন। একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন। 'আমার আব্বা/দুই জীবনের সন্ধিক্ষণে' শিরোনামে সেই 'অশ্রুভেজা' লেখাটির কিছু অংশ তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

'... এখন রাত একটা। আব্বার জানাযা এখনও মাটির উপরে আমাদের ঘরে, যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেখানে। নীচে গিয়ে দেখে এলাম। মুখমণ্ডলে মৃত্যু-যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। যেন পরম প্রশান্তির একটি স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তালিবে ইলমের জামাত তাঁকে গোসল দেবে, কাফন পরাবে। আমি ফিরে এলাম আমার কাগজ-কলমের কাছে। আজকের দেখা মৃত্যুর কথা লিখতে আমার ভালো লাগছে। ...

নীচে গিয়ে (আবার) দেখে এলাম। আমার এহরামের কাপড় দিয়ে আব্বাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। গোসলের পর আতর মেখে চোখে সুরমা লাগানো হচ্ছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

আমার হৃদয়ে একটি আনন্দ-তরঙ্গ অনুভূত হল, আব্বা কি আখেরাতের বাসরঘরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন!

আমি আবার ফিরে এলাম আমার কাগজ-কলমের কাছে। আজকের দেখা মৃত্যুর কথা লিখতে আমার ভালো লাগছে। ...

নীচে এলাম আব্বাকে আরেকবার দেখে আসতে। সবকিছু দেখে বড় শান্তি লাগলো। ...

আমি আবার ফিরে এলাম আমার কাগজ-কলমের কাছে। আজকের দেখা মৃত্যুর কথা লিখতে আমার ভালো লাগছে। আমারও হৃদয়ে সুন্দর মৃত্যুর তামান্না জাগছে। ...

এখন রাত তিনটা। নীচে গিয়ে আব্বাকে আবার দেখলাম। কাফন-সজ্জা হয়ে গেছে। তিনি এখন জানাযার খাটে শুয়ে আছেন। ... আম্মাকে দুটি সান্ত্বনার কথা বলে আমি ফিরে এলাম কাগজ কলমের কাছে। আজকের দেখা মৃত্যুর কথা লিখতে আমার ভালো লাগছে। আমার হৃদয়ে একটি সুন্দর মৃত্যুর তামান্না জাগছে।

আব্বার জানাযা নীচে আমাদের ঘরে। আর আমি কলম হাতে পুষ্পের দফতরে। চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে, আর কলম থেকে শব্দ ঝরছে। আমি লিখে চলেছি আমার জীবনের প্রথম 'অশ্রুভেজা' লেখা। ...'

এ হল এ যুগের তালিবে ইলম আমাদের প্রিয় আদীব হুযুরের ঘটনা। শুনেছি, তার বিয়ের রাতেও ইলমী মাশগালা অব্যাহত রাখার সুযোগ হয়েছে।

সত্যি এটি যুগের পার্থক্য নয়, পার্থক্য শুধু মানসিকতার। সে যুগের তালিবে ইলম ইয়াহইয়া মাসমুদীরা যদি হাতি দেখতে বের না হন তবে এ যুগের মুফতী আযিযুল হকরা বিমানের পিছনে ছুটে চলেননি। সে যুগের ইবনে রুশদরা যদি পিতার মৃত্যু রাত্রি ও বিয়ে রাত্রি ছাড়া জীবনের অন্য কোনো রাত ইলমের শোগল ছাড়া না কাটিয়ে থাকেন, তবে এ যুগের ইবনে মিসবাহ সেই দু' রাতেও অব্যাহত রাখেন তাদের জ্ঞান-সাধনা। এ যুগ তো চায় আরো বেশি মেহনত, আরো বেশি মুজাহাদা।

অতএব আজ একবার আমাদেরকে ফিরে তাকাতে হবে নিজেদের দিকে, চিনতে হবে নিজেদেরকে, জানতে হবে নিজেদের আত্মপরিচয়। অনুধাবন করতে হবে যে, জীবনের সব প্রয়োজন আমার নয়, সমাজের সব আয়োজনও আমার জন্য নয়। তাই জীবনের সব আহ্বান সাড়া দেওয়ার নয়, সমাজ ও সংসারের সব প্রয়োজনে ছুটে চলাও আমার দায়িত্ব বহির্ভূত। কারণ আমার লক্ষ্য তো মাত্র একটি। আর তা হল 'তলবে ইলম'। কারণ আমি যে 'তালিবে ইলম।'

'মাকে সন্তুষ্ট কর, দুনিয়া-আখেরাতের কোথাও তুমি আটকাবে না'

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ-এর বয়ান

Free @ www.eilm.weebly.com

আজ তোমাদেরকে শুধু একটি কথা বলার জন্য একত্র করেছি। এই সফরে হারামে নববীতে বসে আমার বন্ধু মাওলানা ইয়াহইয়াকে বললাম, 'এখন আমি কী ভাবছি জানো? আমি ভাবছি, কীভাবে আমার ছেলেদেরকে বোঝাতে পারি যে, মায়ের দুআর ফযীলত কী; মায়ের দুআ থাকলে কী হয় আর দুআ না থাকলে কী হয়। আমি জানি না, কীভাবে বললে, কোন ভাষায় বললে আমার ছেলেরা বুঝতে পারবে এবং মায়ের জন্য জান কুরবান করবে। ওরা যদি বলে যে, আপনার কলিজাটা বের করে দেন, আমরা ওটা চিবিয়ে খাব, তারপর বুঝব, তাহলে আমি আনন্দের সাথে আমার কলিজাটা বের করে টুকরো টুকরো করে সবাইকে খাইয়ে দিব।' এর অর্থ এই নয় যে, আমি খুব বুঝে গিয়েছি। তবে এতটুকু বঝেছি যে, মা ছাড়া সন্তানের কোনো গতি নেই। মা যেমনই হোক মায়ের দুআ যারা পাবে জীবনে তাদের কোনো ভয় নেই। মানুষ তো মূল্যবান সম্পদ অনেক পয়সা খরচ করে অর্জন করে। আমরা সবাই যেন মায়ের সন্তুষ্টিকে মূল্যবান সম্পদ মনে করি এবং যে কোনো মূল্যে তা অর্জন করার চেষ্টা করি।

এই হজ্জের সফরে আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছি, তা সবই আমার মায়ের দুআর বরকত। এটা আমাকে আল্লাহ তাআলা হাতে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তোমরা যদি মায়ের মর্যাদা বুঝতে পার তাহলে আমি আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি যে, দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কোনোখানে ইনশাআল্লাহ তোমরা আটকাবে না। মাদরাসাতুল মদীনার সাথে যদি তোমাদের সম্পর্ক থাকে তাহলে শোন! তোমরা মাদরাসাতুল মদীনার তালিবুল ইলম তখনই হতে পারবে যখন তোমরা মায়ের অনুগত হবে এবং তোমার মা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

এবার সফরের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। আম্মাকে বললাম, আম্মা! আমি কী নিয়ে আল্লাহর ঘরে যাব? আমার ভিতর তো একেবারে খালি। আম্মা বললেন,

Free @ www.eilm.weebly.com

'আল্লায় দিব।' মায়ের এই দুআটা নিয়ে আমি আল্লাহর ঘরে গিয়েছি। আল্লাহ এত দিয়েছেন যে, আমি আল্লাহর প্রতি খুশি হয়ে গিয়েছি। আল্লাহ পদে পদে এত দয়া, এত মায়া, এত মহব্বতের আচরণ করেছেন যে, ঐ হাদীসটি বার বার মনে পড়েছে– 'মায়ের চেয়েও আল্লাহর মহব্বত বেশি।'

ওখান থেকেই আমার নিয়তে এসেছে, আমি গিয়েই আমার ছেলেদেরকে জমা করব এবং মায়ের দুআ দিয়ে কী পাওয়া যায় তা বলব। এটা যদি আমার ছেলেদেরকে না বলি তাহলে আর কাদেরকে বলব? আমার ছেলেদের চেয়ে প্রিয় আমার আর কে আছে? এবারের এ আয়োজনটাও (সবাইকে খেজুর ও যমযম পান করানো) মায়ের দুআর বরকত।

মায়ের খেদমত করা, মাকে খুশি রাখা অর্থাৎ খিদমাতুল ওয়ালিদাইন ও ইহসান ইলাল ওয়ালিদাইন হল মাদরাসাতুল মদীনার নেসাব। এটায় যে পাশ করল সে মাদরাসাতুল মদীনা থেকে পাশ করে গেল। আর এই নিসাবে যে পাশ করল না সে মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র পরিচয় দেওয়ার– আমি মনে করি– অধিকার রাখে না। আল্লাহ যেন আমার সকল ছেলেকে, এখন যারা আছে তাদেরকে, পিছনে যারা ছিল তাদেরকে এবং সামনে যারা আসবে তাদেরকে মায়ের খেদমত করার এবং মাকে খুশি করার তাওফীক দান করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেকে বাঁচানোর জন্য মায়ের মমতাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় মুখে কালিমা জারি হচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, এ ব্যক্তি হয়তো মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তাই কালিমা জারি হচ্ছে না। ওর মাকে নিয়ে আস। মাকে বললেন, তুমি তোমার ছেলেকে মাফ করে দাও। মা বললেন, না আমাকে ও অনেক কষ্ট দিয়েছে, আমি ওকে মাফ করব না।

মাফ করবে না? আচ্ছা এক কাজ কর, লাকড়ি জোগাড় করে আগুন জ্বাল। এরপর ছেলেটাকে আগুনে ফেলে দাও। তখন মা বলে কি, আল্লাহ! আল্লাহ! এটা করবেন না। এটা করবেন না! আমি মাফ করে দিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সন্তান দুনিয়ার আগুনে জ্বলুক– এটা সইতে পারছ না, কিন্তু তোমার বদ দুআর কারণে সে যখন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে তখন সহ্য করবে কীভাবে? তো তিনি মায়ের মমতাকে জাগ্রত করে সন্তানকে রক্ষা করেছেন।

প্রত্যেক হজ্জের সফরে আমি সঙ্গীদেরকে বলার চেষ্টা করি যে, 'হজ্জ করতে এসেছেন তো হজ্জ থেকে ফায়দা হাসিল করারও চেষ্টা করুন। হজ্জ থেকে ফায়দা

Free © www.eilm.weebly.com

হাসিল করতে হলে আপনার সাথে যে কয়জন নারীর সম্পর্ক আছে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। আপনার সাথে মায়ের সম্পর্ক আছে, বোনের সম্পর্ক আছে, মেয়ের সম্পর্ক আছে, স্ত্রীর সম্পর্ক আছে। তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করলে আপনি হজ্জের ফায়দা পাবেন, হজ্জের বরকত পাবেন।' দেখ, আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে যমযম দান করার জন্য হাজেরা (আ.)-এর মাতৃত্বকে উসিলা বানিয়েছেন। তাঁর তড়প ও বে-চায়নী না হলে যমযম আসত না। অনেক বছর আগে একটা গজল শুনেছিলাম– 'যমযম ক্যায়া হ্যায়, এক মা কি তড়প।' 'যমযমের হাকীকত কী? শুধু একজন মায়ের ব্যাকুলতা।' যখনই যমযমের একটা ঢোক পান করি তখনই আমার মনে হয় আমি যেন মাতৃত্বের দান গ্রহণ করছি।

সাফা ও মারওয়ার যে সাঈ এটা তো আসলে মায়ের তড়প। বলতে গেলে পুরো হজ্জটাই নারী সমাজের একটা অবদান পুরুষ সমাজের উপর। মোটকথা, মায়ের প্রতি, বোনের প্রতি, স্ত্রীর প্রতি, কন্যার প্রতি এবং নারী সমাজের প্রতি সদয় হওয়া হজ্জের শিক্ষা।

মদীনায় পৌঁছে ভিতরটা খুব অন্ধকার মনে হল। যিয়ারতে যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না। সবাই গেলেন, কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। হারামে নববীতে শুয়ে আছি, হঠাৎ শেষ রাত্রে মনে হল, আল্লাহ আমাকে ডাক দিয়েছেন, মিয়া! তোমার না মা আছে। তুমি এত চিন্তা করছ কেন? তোমার মায়ের থেকে দুআ নাও। মায়ের থেকে দুআ নিলেই আমি তোমার রাস্তা খুলে দিব।

মনে হল, আমি এই সম্বোধনটা আমার আল্লাহর কাছ থেকে শুনতে পেলাম। আসমানের দিকে তাকিয়ে বললাম, আল্লাহ! তোমার শোকর, তুমি দিলের মধ্যে ঢেলে দিয়েছ। তোমার সম্বোধন আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার শোকর। আমি তো কোনো সফরের মধ্যে মায়ের সাথে ফোনে কথা বলিনি, কিন্তু তুমি দিলে ঢেলে দিয়েছ তাই আমি মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলব। মায়ের কাছ থেকে দুআ নিব। এরপর কিন্তু তুমি আর আমাকে না দিয়ে পারবে না।

এরপর ফোন করে মায়ের সাথে কথা বললাম, আম্মা! আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমি সাহস পাচ্ছি না আল্লাহর নবীর সামনে যেতে। আপনিও তো সালাম পেশ করার দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু আমি তো যেতে সাহস পাচ্ছি না। আপনি আমার জন্য দুআ করেন। আমি এখন রওনা দেব। মা বললেন, 'আচ্ছা।' একটিমাত্র শব্দ। আমার মনে হল, ঠাণ্ডা পানি পান করলে যেমন গলা-বুক শীতল করে পানিটা নেমে যায়, তেমনি আচ্ছা শব্দের শীতলতাও আমার প্রতিটি শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। সমগ্র সত্তাকে শীতল ও স্নিগ্ধ করে দিল একটি শব্দ।

Free © www.eilm.weebly.com

আমি অনুভব করলাম, আচ্ছা শব্দের আলোটা আমার ভেতর প্রবেশ করছে আর আমার অন্ধকারগুলি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। আমার সর্বসত্ত্বা পূর্ণ আলোকিত হয়ে গেল মায়ের একটি 'আচ্ছা' শব্দ দ্বারা। একজন প্রশিক্ষিত সৈনিক যেমন অস্ত্র হাতে পেলে নির্ভীক হয়ে যায় আমি তেমনি 'আচ্ছা' শব্দের অস্ত্রটা পেয়ে নির্ভীক হয়ে গেলাম। আমি রওয়ানা দিলাম। এমন তৃপ্তি! এত শান্তি! গিয়ে যখন দাঁড়ালাম মনে হল, আমি যেন দুনিয়ার সবচেয়ে আপন জায়গায় এবং সবচে প্রিয় জায়গায় এসে পড়েছি। জীবনে এমন সুন্দর সালাম মনে হয় আর কখনো পেশ করার তাওফীক হয়নি। আমি আল্লাহকে বললাম, আল্লাহ! আমি মায়ের দুআ নিয়ে এসেছি। এখন তুমি আমাকে খালি হাতে কীভাবে ফিরিয়ে দিবে! খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে চাইলে তো তুমি মায়ের কথাটা মনে করিয়ে দিতে না। তো আলহামদুলিল্লাহ, ঐ দরূদ ও সালামের বরকত খুব অনুভব করেছি। তখনই মনে হয়েছে যে, আমার সন্তানদেরকে এটা বোঝাতে হবে।

দেখ, আল্লাহ কেমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মায়ের দিকে মহব্বতের নজরে তাকালে তুমি মকবুল হজ্জের সওয়াব পাবে। কিন্তু মানুষের তো ঐ হজ্জের দরকার নেই, তাদের শুধু দরকার দুই লাখ তিন লাখ টাকা খরচ করে এই হজ্জ করা! তোমরা মায়ের হয়ে যাও। মায়ের হয়ে গেলে আল্লাহর হয়ে যাবে। আর আল্লাহর হয়ে গেলে আল্লাহও তোমাদের হয়ে যাবেন।

মাকে কখনো কষ্ট দিয়ো না। যে মায়ের অবস্থা এমন যে, সন্তান অসুস্থ হলে তাঁর আর কোনো অসুস্থতা থাকে না, নিজের সকল অসুস্থতার কথা ভুলে যান সন্তানের চিন্তায়– সেই মাকে মানুষ কীভাবে কষ্ট দেয়!

আমি অনেক সময় অনেকের জন্য দুআ করি যে, আল্লাহ তাআলা যেন তোমার প্রতি তোমার মায়ের মহব্বত কমিয়ে দেন। কারণ মায়ের অন্তরে যদি তোমার প্রতি বেশি মহব্বত থাকে তাহলে জ্বলনও বেশি হবে। আর তুমি যেহেতু তার মহব্বতের মর্যাদা রক্ষা করছ না সুতরাং জ্বলনটা যত বেশি হবে তোমার পক্ষ থেকে অমর্যাদাও তত বেশি হবে। ফলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। তারচে তোমার প্রতি যদি তোমার মায়ের মহব্বতটা কমে যায় তাহলে জ্বলনটাও কমে যাবে। ফলে তুমি একটু রক্ষা পাবে। কিংবা আল্লাহ যেন তোমাকে মহব্বতের মর্যাদা রক্ষা করার তাওফীক দান করেন।

যাই হোক, তোমরা যদি বাঁচতে চাও তাহলে মায়ের বিষয়টা খেয়াল রাখার চেষ্টা কর। এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট রাস্তা। এই রাস্তায় আমাদের বড়

বড় সৌভাগ্য আসতে পারে। আবার এটা আমাদের বরবাদিরও কারণ হতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

هُمَا جَنَّتُكَ أَوْ نَارُكَ

মা-বাবা হল তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। অর্থাৎ মা-বাবার মর্যাদা রক্ষা করে কেউ জান্নাতে যাবে আবার মা-বাবার অমর্যাদা করে কেউ জাহান্নামে যাবে। আর আল্লাহ তাআলা তো মুশরিক মা-বাবার সঙ্গেও সদাচরণ করার আদেশ দিয়েছেন।

এই পৃথিবীতে তোমাকে নিয়ে ভাববার কেউ নেই। এমনকি বাবাও তোমাকে নিয়ে তেমন ভাবেন না যেমন ভাবেন তোমার মা। ঘরে ভারো কিছু রান্না হলে তুমি নেই তাই নিজেও খেতে পারেন না। এমন মাকে ভালবাসবে না, সম্মান করবে না তো কাকে করবে! মাকে ভালবাসলে, মাকে সম্মান করলে নিজেই লাভবান হবে।

লেখাপড়া শিখতে মেধা লাগে, শ্রম লাগে, অনেক কিছু লাগে, কিন্তু মাকে ভালবাসতে, মাকে সম্মান করতে, মাকে খুশি করতে কিছুই লাগে না।

তো বাবারা! মাকে ভালবাস, মাকে সম্মান কর, মাকে সন্তুষ্ট কর এবং মায়ের দুআ হাসিল কর। তাহলে দেখবে দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও তুমি আটকাবে না। তোমার স্থান হবে মর্যাদার শীর্ষে। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

[অনুলিখন : মুহাম্মাদ যাহিদুল ইসলাম]

Free © www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাপরামর্শ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بسم الله الرحمن الرحيم

হেদায়া ঃ সহায়ক গ্রন্থ ও মুতালাআ পদ্ধতি

১. প্রশ্ন ঃ হেদায়া কিতাবের জন্য দরসের বাইরে আর কী কী মুতালাআ করতে পারি। সীমিত সময়ে মুতালাআর একটি সহজ পন্থা আশা করছি।

উত্তর ঃ হেদায়া 'ফিকহে মুকারান' তথা ফিকহী মাযাহেবের তুলনামূলক বিশ্লেষণধর্মী দালীলিক কিতাব। মাসায়েল ও আহকাম ছাড়াও অতিরিক্ত বেশ কিছু ইলম ও ফন এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোর হক আদায় করে পড়তে হলে বেশ কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তীক্ষ্ণ ও সুগভীর দৃষ্টিতে পড়তে হবে। অবশ্য দু-একবার পড়ে সেসব বিষয় আয়ত্ত করাও কঠিন। তাই সময় ও সুযোগ হলে কিতাবটি বার বার পড়তে হবে এবং প্রতিবারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পড়তে হবে, যাতে কিতাবও আয়ত্ত হয় এবং যে উলূম ও ফুনুন এতে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাও আয়ত্তে এসে যায়।

যে তালিবে ইলম সবকে উস্তাদের কাছে প্রথমবার হেদায়া পড়ছে, তার সর্বপ্রথম কাজ হল, ইবারত এর অর্থ এবং এর মতলব ও উদ্দেশ্য ভালভাবে বোঝা। এ ব্যাপারে আজকাল যারপরনাই গাফলতি দেখা যায়, যা খুবই পরিতাপের বিষয়। এরপর 'দলীলে নকলী'কে উলূমুল হাদীস এবং 'ওয়াজহে ইস্তেদলাল' ও 'দলীলে আকলী'কে উসূলে ফিকহের আলোকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। আর দলীল ও ইস্তেদলালের পরস্পর 'নকদ' ও 'তাফসীল' বুঝতে হবে উসূলে ফিকহ ও ইলমে 'জাদাল'-এর কাওয়ায়েদের আলোকে।

কিতাব 'হল' করার জন্য এবং মতলব ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য হযরত মাওলানা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.) [১৩০৪ হি.] কৃত হাশিয়া (যা আমাদের দেশের প্রচলিত নুসখাসমূহে বিদ্যমান) অধিক উপকারী। আর আকমালুদ্দীন বাবরতী (রহ.) প্রণীত 'ইনায়া' এবং বদরুদ্দীন আইনী (রহ.)-এর 'বিনায়া'ও যথেষ্ট উপকারী।

ফাতহুল কাদীর-এর সঙ্গে 'ইনায়া' ছেপেছে। আর বিনায়ার এ যাবৎ সর্বোত্তম মুদ্রণ হচ্ছে মাওলানা ফয়েজ আহমাদ মুলতানীর তাহকীককৃত সংস্করণ, যা মুলতান থেকে ছেপেছে। এ পর্যন্ত এটির বেশ কটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

Free © www.eidhweekly.com

Free © www.eilm.weebly.com

'দালায়েল', 'ওজুহে ইস্তেদলাল' এবং 'দালায়েলের নকদ' ও 'তাবসেরার' জন্য 'ফাতহুল কাদীর' অত্যন্ত উপযুক্ত। হেদায়ার একজন তালিবে ইলম এই মানের হওয়াই চাই, যে ফাতহুল কাদীর থেকে সহজেই উপকৃত হতে পারে বা মেহনত করে এ কিতাব আয়ত্ত করতে পারে।

পরবর্তী ফকীহগণের অন্যান্য কিতাবের মত হেদায়ার হাদীস ও 'আসার'-এর সাথে হাওয়ালা ও সনদ উল্লেখ করা হয়নি। এসব হাদীস ও 'আসার'-এর 'তাখরীজ' সম্পর্কিত কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জামে' কিতাব হল হাফেয জামালুদ্দীন যাইলাঈ (রহ.) [৭৬২ হি.]-এর نصب الراية لأحاديث الهداية দারুল কিবলা জিদ্দা থেকে শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামার তত্ত্বাবধানে ৬ খণ্ডে প্রকাশিত সংস্করণটিই এর সর্বোত্তম মুদ্রণ। নাসবুর রায়াহ-এর একটি খোলাসা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) কৃত الدراية فى منتخب تخريج أحاديث الهداية নামে প্রসিদ্ধ। যা পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রকাশকরা আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.)-এর হাশিয়ার সাথে ছেপেছে।

কিন্তু হেদায়া কিতাবের হাদীস ও আসারের তাখরীজ, সেগুলোর আসল মান ও অবস্থান জানার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট মাসআলার দলীলযোগ্য অন্যান্য হাদীস ও আসার জানার জন্য এ কিতাবটি কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়। এর জন্য এ বিষয়ে আহাদীসুল আহকাম সংক্রান্ত অন্যান্য কিতাবের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

বহু হাদীস সম্পর্কে হাফেয যাইলাঈ (রহ.) এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উভয়েই বলেছেন যে, এই হাদীস আমরা পাইনি বা হাদীসটি আমরা এই শব্দে পাইনি। আর এই না পাওয়ার বিষয়টি হাফেয যাইলাঈ (রহ.) "غريب" শব্দ দ্বারা আর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) "لم أجده" শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন। কিন্তু আপনি জেনে অবাক হবেন যে, সেসব হাদীসের অধিকাংশের সন্ধান দিয়েছেন হাফেয কাসেম ইবনে কুতলূবুগা (৮৭৯ হি.)। তিনি এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কিতাবও সংকলন করেছেন, যার নাম منية الألمعى فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعى এই দুর্লভ কিতাবটি শায়খ যাহেদ কাওসারী (রহ.) [১৩৭১ হি.]-এর মূল্যবান ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনীসহ মিশর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামার সংস্করণে সেটি নাসবুর রায়াহ-এর সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া করাচীর আর-রহীম একাডেমী সেটিকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করেছে।

Free@www.eilm.weebly.com

হাদীস শাস্ত্রে হেদায়া গ্রন্থকারের মাকাম ও মান কী ছিল; হাফেয যাইলাঈ ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী হেদায়ার কতক হাদীস কেন পেলেন না বা তিনি যে শব্দে উল্লেখ করেছেন সে শব্দে কেন পেলেন না– এসবের কারণ জানতে হলে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পড়তে হবে ঃ

১. الإمام ابن ماجه وكتابه السنن হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.) [১৪২০ হি.] অথবা ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه (উভয়টি একই কিতাবের নাম)।

২. ابن ماجه اور علم حديث – মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম নুমানী (রহ.) ১৯৬–১৯৮ পৃষ্ঠা।

৩. التعقيبات على الدراسات – মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.) ৪০৮–৪১৩ পৃষ্ঠা।

৪. أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأيمة الفقهاء – শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা ১৮২–১৯২ পৃষ্ঠা।

৫. الإمام أبو حنيفة وأصحابه المحدثون – শায়খ যফর আহমাদ উসমানী (রহ.) [১৩৯৪ হিজরী] (হেদায়া গ্রন্থকারের জীবনী অংশ)।

৬. المدخل إلى علوم الحديث الشريف – মুহাম্মদ আবদুল মালেক ১০৩–১০৫ পৃষ্ঠা।

হেদায়াকে যুগের সাথে মিলিয়ে পড়া

হেদায়ার ইবাদত অংশ ছাড়া অন্যান্য অধ্যায় বিশেষত লেনদেনের পরিচ্ছেদসমূহ এমনভাবে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে, যেন একজন তালিবে ইলম পঠিত বিষয়াদিকে বর্তমানে প্রচলিত পরিভাষাসমূহের সাথে মিলাতে পারে এবং পুরাতন উদাহরণের সাথে সমগোত্রীয় নতুন ব্যবসায়ী পদ্ধতিগুলোকে মিলাতে পারে। হেদায়ার 'কাওয়ায়েদ' ও 'যাওয়াবেত'-এর আলোকে অর্থনীতির নতুন নতুন মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান দিতে পারে এবং সাথে সাথে অন্যান্য 'বাব'-এর নতুন নতুন মাসায়েলের সমাধান দানেও সক্ষম হয়ে ওঠে।

এর জন্য হেদায়ার সাথে সেসব কিতাবও অধ্যয়ন করা উচিত, যেসব কিতাবে লেনদেনের পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিচ্ছেদের নতুন-পুরাতন পরিভাষা-সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ রয়েছে। সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন প্রকার

Free@www.e-ilm.weebly.com

সমূহের 'কাওয়ায়েদ' ও উসূলের আলোকে প্রমাণভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ের কিতাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফাতহ মুহাম্মাদ লাখনোভীর عطر الهداية, যার অপর নাম تطهير الأموال فى تحقيق الحرام والحلال

সীমিত সময়ে অধ্যয়নের সহজ পদ্ধতি

যোগ্যতা যত বেশি হবে অধ্যয়ন তত দ্রুত হবে। তাই ইস্তে'দাদ ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করা এবং পাকাপোক্ত করা উচিত। মুতালাআ ও অধ্যয়নের অভ্যাস করা উচিত। সময়কে মেপে মেপে খরচ করা কর্তব্য, যাতে দু'চার মিনিট সময়ও নষ্ট না হয়। অল্প সময়ে অধিক কাজ করার চর্চা করতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার কাছে 'শরহে সদরের' জন্য, জাহেরী ও বাতেনী শক্তির প্রখরতার জন্য এবং সময়ের বরকতের জন্য দুআ করতে হবে। তাকওয়া ও পবিত্রতার প্রতি যত্নবান হতে হবে। কেননা এর দ্বারা মানুষ সকল কাজে বরকত লাভ করে থাকে। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফীক দাতা।

সরফ আয়ত্ত করার উপায়

২. প্রশ্ন ঃ সরফের সীগাগুলো ঠোঁটস্থ করার সহজ পদ্ধতি কী?

উত্তর ঃ অধিক পরিমাণে তাকরার ও মুযাকারা করা, মুখস্থ করার জন্য বারবার দেখা এবং অধিক পরিমাণে অনুশীলন ও চর্চা ব্যতীত এর বিকল্প কোন পথ আছে বলে আমার জানা নেই। এ কাজ কঠিন কিছু নয়, বরং ইখলাসের সাথে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ শুরু করতে দেরি, আল্লাহ তাআলার মদদ ও নুসরত নাযিল হতে দেরি হবে না ইনশাআল্লাহু তাআলা।

দাওরায়ে হাদীসে উলূমুল হাদীসের প্রাথমিক মুতাআলা

৩. প্রশ্ন ঃ আমি গত বছর মেশকাত জামাআতে উসূলে হাদীসের শরহে নুখবা কিতাবখানা পড়েছি। এ বছর হাদীসের কিতাবগুলোর সাথে সাথে উসূলে হাদীসের কিছু অধ্যয়ন জারি রাখতে চাই। কী করতে পারি পরামর্শ দিবেন।

উত্তর ঃ তাকমীল জামাআতের হাদীসের কিতাবসমূহ এবং এগুলোর প্রসিদ্ধ শরহসমূহের মুকাদ্দামা ও ভূমিকাগুলো পড়া যেতে পারে। বার্ষিক পরীক্ষার পর বিরতির দীর্ঘ অবসরে এবং সবক শুরুর আগের দিনগুলোতে এ কাজটি করা সম্ভব ছিল। তাহলে সবক শুরুর পর প্রতিদিন পনের-বিশ মিনিট অথবা কমবেশি অন্যান্য কিতাব অধ্যয়নে সময় ব্যয় করা যেত।

Free @ www.eilm.weebly.com

যেসব কিতাবের ভূমিকাগুলো পড়া দরকার ছিল এবং এখনো সেগুলোর সবটুকু বা নির্বাচিত অংশ পড়ে নেওয়া যায় সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. مقدمة صحيح مسلم – হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ. [১২৯৭ হি.]

২. مقدمة شرح صحيح مسلم –ইমাম নববী রহ. [৬৭৬ হি.]

৩. مقدمة سنن أبى داود – মাওলানা আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী রহ. [১৩৯৪ হি.]

৪. مقدمة فتح الملهم شرح صحيح مسلم – হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. [১৩৬৯ হি.]

৫. مقدمة فيض البارى درس صحيح البخارى – মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. [১৩৫২ হি.]

৬. مقدمة أوجز المسالك شرح موطأ مالك – শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী রহ. [১৪০২ হি.]

৭. مقدمة لامع الدراري درس صحيح البخارى – শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী রহ. [১৪০২ হি.]

৮. ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه – মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী রহ.। এই ভূমিকাটি হাদীস সংকলনের ইতিহাস, কুতুবে হাদীসের তবাকা, হাদীসশাস্ত্রে আয়িম্মায়ে ফিকহের মানহাজ এবং হাদীসশাস্ত্রে হানাফী আয়িম্মায়ে কেরামের মাকাম ও মান ইত্যাদি সংক্রান্ত একটি নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র কিতাবের মর্যাদা রাখে। কোন তালিবে ইলমেরই উক্ত কিতাব এবং মাওলানার আরেকটি কিতাব ابن ماجه اور علم حديث (যা উপরোক্ত কিতাবের উর্দূ তরজমা নয় বরং স্বতন্ত্র কিতাব)-এর অধ্যয়ন থেকে বঞ্চিত থাকা উচিত নয়। কিতাব দু'টির মাধ্যমে হাদীসের তালিবে ইলমের সামনে তাহকীক ও গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে; বহু ভুল-ভ্রান্তির নিরসন হবে এবং ইলমী 'ইতমিনান' ও প্রশান্তি নসীব হবে।

অতিরিক্ত যেসব কিতাবের দিকে আমি ইঙ্গিত দিয়েছি, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক পর্বে الرسالة المستطرفة فى مشهور كتب السنة المشرفة –

Free@ www.e-ilm.weebly.com

সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে জাফর কাত্তানী রহ. [১৩৪৫ হি.], الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة – মাওলানা আবদুল হাই লাখনোভী রহ. (হাশিয়া শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.); ثلاث رسائل فى مصطلح الحديث (رسالة أبى داود إلى أهل مكة في وصف سننه، شروط الأئمة الخمسة وشروط الأئمة الستة) – হাশিয়া শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.; لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث – শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. [১৪১৭ হি.]; المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع – মোল্লা আলী কারী রহ. [১০১৪ হি.] এবং المنار المنيف فى الصحيح والضعيف – ইবনে কায়্যিম আল জাওযিয়া রহ. [৭৫১ হি.] পড়া যেতে পারে।

খারেজী দরসের আধিক্যের কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে যদি সময় না পাওয়া যায় তাহলে কমপক্ষে ابن ماجه اور علم حديث، آثار الحديث، ড. খালেদ মাহমুদ, مقدمة فتح الملهم المصنوع، فى معرفة الحديث الموضوع (হাশিয়া শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ) কিতাবগুলো অবশ্যই পড়তে হবে। এ সম্পর্কে আর কী পড়তে হবে এবং কী কী করতে হবে তা এ ছয়টি কিতাব থেকেই জানা যাবে ইনশাআল্লাহ।

উলূমে হাদীসের 'মুমারাসাতের' জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এই করতে হবে যে, জামে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসায়ীর আসমাউর রিজাল, জরহ ও তা'দীল, তাসহীহ ও তাযয়ীফ এবং ইলালুল হাদীস সংক্রান্ত আলোচনাসমূহ অতি গুরুত্বের সাথে পড়তে হবে এবং এ আলোচনাগুলোর জন্য সেসব শরহ পড়তে হবে, যেগুলোতে এসব বিষয়ের 'ফন্নী' আলোচনা রয়েছে। সম্পর্ক না থাকার কারণে তালিবে ইলমরা সাধারণত আরবী শরহ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে এবং বিশেষত উপরোক্ত বিষয়ের আলোচনা থেকে পলায়ন করে থাকে, যা একেবারেই অনুচিত। উপরোক্ত হাদীসসংক্রান্ত আলোচনাসমূহ কষ্ট করে পড়ার এবং বোঝার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

তিরমিযীর حسن صحيح

৪. প্রশ্ন ঃ সুনানে তিরমিযীর حسن صحيح এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানতে আগ্রহী।

Free © www.e-ilm.weebly.com

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে ইবনে রজব হাম্বলী রহ. "شرح علل الترمذى" তে খুব ভাল আলোচনা করেছেন। যা ভালভাবে বুঝে পড়া উচিত। তবে এখানে যে প্রসিদ্ধ 'ইশকাল' রয়েছে তা সমাধানের জন্য সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা আমার ধারণা মতে বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. [৭৯৪ হি.] তার النكت على مقدمة ابن الصلاح -এ কোন একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ দুটি وصف এর তাকরার (اللفظ) تاكيد بغير এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন বলা হয়ে থাকে صحيح ثابت অথবা ثابت قوي ইত্যাদি। সুতরাং حسن صحيح এর অর্থ যেন صحيح صحيح।

তাকীদের মূল উদ্দেশ্য হল একথা বোঝানো যে, যেসব হাদীসে উক্ত শব্দে হুকুম লাগানো হয়েছে, সেগুলো كثرت طرق বা সনদের অবস্থা অত্যন্ত উঁচু হওয়ার কারণে সাধারণ সহীহ ও সাধারণ হাসান হাদীসের উর্ধ্বে। তাই দেখা যায়, ইমাম তিরমিযী রহ. যেসব হাদীসের ব্যাপারে 'হাসানুন সহীহুন' বলেছেন সেগুলো সাধারণত ঐসব হাদীস থেকে অধিকতর সহীহ, যেগুলোর ব্যাপারে শুধু 'হাসানুন' কিংবা শুধু 'সহীহুন' বলেছেন। والله تعالى أعلم

بَعْضُ مُنْتَحِلِيْ الْحَدِيْثِ দ্বারা কে উদ্দেশ্য

৫. প্রশ্ন ঃ ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় بَعْضُ مُنْتَحِلِيْ الْحَدِيْثِ বলে কাদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, দলীলসহ জানতে চাই।

উত্তর ঃ এগুলো নিয়ে বিতর্কে জড়ানো ঠিক নয়। এ ব্যাপারে পূর্বকালের ইমামগণের স্পষ্ট ভাষ্যও পাওয়া যায় না। সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিতভাবে এ ব্যাপারে কিছু বলা কঠিন। তবে ইমাম মুসলিম তার বক্তব্যে যে মতটির বিপক্ষে কথা বলেছেন, সে মতটি হচ্ছে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী ও ইমাম বুখারীসহ তাঁদের সমকালীন এক দল হাদীসের ইমামের। একথা ঠিক নয় যে, ইমাম বুখারী রহ. শুধু সহীহ বুখারীর ক্ষেত্রে এ শর্তের অনুসরণ করেছেন, এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে হাদীস 'সহীহ' পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একে শর্ত মনে করেন না। বরং বাস্তব কথা হল, তাঁর নিকট হাদীস সহীহ হওয়ার জন্যই এ শর্তটি প্রযোজ্য। ইমাম বুখারীর কিতাব 'তারীখে কাবীর' থেকেও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। সে কিতাবে তিনি বহু مُعَنْعَنٌ বর্ণনাকে শুধু একথা বলে مَعْلُوْلٌ অথবা غَيْرُ صَحِيْحٍ

Free@www.e-ilm.weebly.com

সাব্যস্ত করেছেন য, সনদের রাবীদের মাঝে سَمَاع (একজন থেকে অপরজন শুনেছে বলে) প্রমাণিত নয়। হাফেয ইবনে হাজার রহ.ও তাঁর مقدمة فتح الباری -তে স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন।

এখন কথা হল, ইমাম মুসলিম রহ. এ শব্দগুলো বিশেষভাবে কাদের জন্য ব্যবহার করেছেন, তার বাস্তব খবর আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। তবে বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে ইমাম বুলকীনী রহ. প্রমূখ আলী ইবনুল মাদীনী রহ.কে এর মুখাতাব সাব্যস্ত করেছেন।

আর 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' কিতাবে ইমাম যাহাবী রহ. ও 'শরহে নুখ্বা' কিতাবে ইমাম ইবনে হাজার রহ. যা লিখেছেন তা থেকে বোঝা যায়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম বুখারী রহ.।

আমাদের শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. দৃঢ়তার সাথে প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, বাস্তব যাই হোক, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম মুসলিম রহ.-এর আক্রমণমূলক শব্দটি এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য শব্দ যা তিনি এ আলোচনায় ব্যবহার করেছেন, তা অসাধারণ ধর্মীয় আবেগ অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্যথায় তিনি যাকেই লক্ষ্য করে বলুন না কেন, তাঁরা অবশ্যই দীর্ঘ পর্যায়ের ইমাম ছিলেন। ইমামগণের পরস্পর মতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও আমাদের আদব রক্ষা করে চলা উচিত। এ বিষয়ে 'ফাতহুল মুলহিম' এর ভূমিকার আলোচনা এবং الموقظة -এর শেষাংশে التتمات الخمس শিরোনামের আলোচনাটি পড়ে নেওয়া ফায়দাজনক হবে।

তাম্বীহ : পরবর্তীতে ড. শরীফ হাতেম এর কিতাব إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع فى الحديث المعنعن بين المتعاصرين মুতালা'আ করার সুযোগ হয়েছে। এতে তিবি দাবি করেছেন যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মাঝে معنعن নিয়ে কোন রকম اختلاف ছিলো না। তার এই দাবির পক্ষে বিপক্ষে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। এ বিষয়ে شرح نخبة এর হাশিয়ায় বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা আছে। যদি আল্লাহ মেহেরবানী করে তাওফীক দেন।

জালালাইন সম্পর্কীয় কিছু তথ্য ও মুতালাআর নিয়ম

৬. প্রশ্ন ঃ আমি জালালাইন জামাআতে পড়ছি। আরবী শরহ মোটামুটি বুঝি। শুনেছি জালালাইন কিতাবে নাকি কিছু ভুল তথ্যও আছে। এসব বিবেচনায়

Free © www.eilm.weebly.com

জালালাইন কিতাবটি কীভাবে পড়লে এবং সাথে আর কী কিতাব পড়লে বেশি উপকৃত হব?

উত্তর ঃ তাফসীরে জালালাইনের সাথে তাফসীরে ইবনে কাসীর আপনার মুতালাআর অন্তর্ভুক্ত রাখুন। এতে যেমন رواية ও دراية তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 'আসার' এবং আরবী ভাষা ও তাফসীরের নীতিমালার আলোকে তাহকীকীভাবে কুরআন কারীমের মর্মার্থ বুঝে আসবে, তেমনি তাফসীরে জালালাইনে কোথাও কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিতাব 'হল' করার জন্য حاشيه الصاوى সংক্ষিপ্ত ও উপকারী। এটা মূলত حاشية الجمل (الفتوحات الإلهية) এরই সারসংক্ষেপ।

এখন তো আমাদের নেসাবে তাফসীরে জালালাইনই এ বিষয়ের প্রথম ও শেষ কিতাব। এ জন্য অতিরিক্ত মুতালাআর ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা একজন তালেবে ইলমকে একটি মাত্র কিতাবের সাথে কয়টি কিতাবেরইবা মুতালাআর পরামর্শ দেওয়া যায়।

মূলত 'তরজমায়ে কুরআন' পড়ার সময়ই একজন তালেবে ইলমের নিম্নোক্ত তিনটি তাফসীরের কিতাব পড়ে নেওয়া উচিত ঃ

১. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, ২. তাফসীরে উসমানী ও ৩. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন। তিনটি সম্ভব না হলে অন্তত প্রথম দুটি তো অবশ্যই। সাথে সাথে মাতৃভাষায় কুরআনের মর্ম ব্যক্ত করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য নির্ভরযোগ্য কোন বাংলা তাফসীরও পড়া উচিত। এমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত বাংলা কুরআন তরজমা আকাবির কর্তৃক সম্পাদিত। তাই এটাও পড়া যেতে পারে। (আর এখন তো মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম এর 'আসান তরজমায়ে কোরআন' এর নির্ভরযোগ্য বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। যা তালিবে ইলমের জন্য একটি নাদির তোহফা।)

এরপর যখন জালালাইন পড়ার সময় হবে, তখন সবক আরম্ভ হওয়ার আগে উলূমুল কুরআন বিষয়ে কমপক্ষে মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম রচিত علوم القرآن' মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর مطالعه قرآن كے اصول ومبادى ড. আবু শাহবাহ (রহ.)-এর الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير বা এর আলোকে রচিত

Free@www.e-ilm.weebly.com

মাওলানা আসীর আদরাবীর تفسیر میں اسرائیلی روایات মুতালাআ করতে হবে। এতে জালালাইন কিতাবের সবক শুরু হলে কীভাবে তা পড়তে হবে এবং আর কী কী কিতাব পাশে রাখতে হবে তা নিজেই বুঝতে পারবেন। আমরা যারা উক্ত কিতাবগুলো পড়িনি তারা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এবং তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের কিতাব দুটি তো অবশ্যই মুতালাআ করে নিব ইনশাআল্লাহ। জুমআর দিন ও ছুটির দিনগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করলে, গল্প-গুজব এবং অন্য কোন নিষ্প্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট না করলে একজন তালেবে ইলমের পক্ষে নেসাবের নির্ধারিত পাঠের পাশাপাশি ইলম ও আমলের উন্নতি সাধনে আরো অনেক কাজই করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাওফীক দান করুন।

'আকীদা' সংক্রান্ত পড়াশোনা ও বাতেলের ভ্রান্তি নিরসন প্রসঙ্গ

৭. প্রশ্ন ঃ আমরা শুরু থেকে এ পর্যন্ত আকীদার দুটি কিতাব পড়েছি– শরহে আকায়িদ ও আকীদাতুত তহাবী; কিন্তু আমাদের দেশের বাতেল পীরদের ভ্রান্ত আকীদার মোকাবেলার জন্য তেমন কোন তথ্য পাইনি। আমার প্রশ্ন হল, কিতাব দুটি কীভাবে পড়লে বা এর পাশাপাশি আর কী কিতাব পড়লে এ সম্পর্কে সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করতে পারব?

এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন বাংলা বই থাকলে তাও জানাবেন, যাতে সাধারণ মানুষও উপকৃত হতে পারে।

উত্তর ঃ এর জন্য আপনাকে তাওহীদ, সুন্নাত ও শিরক-বিদআতের উপর রচিত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতে হবে। ইবনু আবিল ইয্ (রহ.)-এর 'শরহুল আকীদাতিত তহাবিয়া'তেও এ বিষয়ে মৌলিক আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়াও এ বিষয়ের যেসব কিতাব সংগ্রহ করা আপনার জন্য সহজ হবে তার মধ্যে মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.)-এর ৩টি কিতাব– ১. اسلام کیا ہے ২. قرآن آپ دین و شریعت ৩. سے کیا کہتا ہے এবং মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর دستور حیات –এ উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ, মৌলিক ও প্রামাণ্য আলোচনা রয়েছে।

মারকাযুদ্দাওয়ার রচনা বিভাগ থেকে রচিত 'তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' (১৮৫–২৩২ পৃ.) কিতাবটিতেও এ বিষয়ের কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী এবং প্রামাণ্য

Free @ www.eilm.weebly.com

আলোচনা রয়েছে। এ বিষয়ে আরো জানার জন্য বেরলবী (রেজবী)দের বাতেল আকীদার খণ্ডনে ড. খালেদ মাহমুদের مطالعہ بر یلویت এবং হযরত মাওলানা সরফরায খান সফদরের কিতাবসমূহ পড়া যেতে পারে।

শরহে আকায়িদ সংক্রান্ত কিছু জরুরি বিষয় জানার জন্য হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর রচনাবলি, বক্তৃতা ও বাণীসমূহ থেকে নির্বাচিত علوم و فنون اور نصاب تعلیم নামক কিতাবটি মুতালাআ করতে পারেন। সাথে সাথে আধুনিক ইলমে কালামের উপর তাঁর পুস্তিকা الانتباهات المفيدة فى الاشتباهات الجديدة -এর ভূমিকা অংশটিও মুতালাআ করে নিতে পারেন।

'আরবী' লিখতে ও বলতে পারব কীভাবে

৮. প্রশ্ন ঃ আমি মাকামাতে হারীরীর ছাত্র। এ পর্যন্ত আরবী সাহিত্যের বেশ কয়েকটি কিতাব আমি পড়েছি এবং পঠিত সবগুলো কিতাবের অনুবাদ আলহামদু লিল্লাহ আত্মস্থ আছে। কিন্তু আরবী সাহিত্য পাঠের একটি উদ্দেশ্য হল, আরবী বলতে পারা, লিখতে পারা, তা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এটা কেন? কীভাবে এই ত্রুটি দূর করতে পারি?

উত্তর ঃ এ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণ হল, আমরা একটি জীবন্ত ভাষা হিসেবে আরবীর পাঠ গ্রহণ করি না এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে তা রপ্ত করার চেষ্টাও করি না। আরবী সাহিত্যের যে কিতাবগুলো আমরা পড়ি এবং যেভাবে পড়ি তাতে মনে হয়, আরবী কিতাব বোঝার যোগ্যতা অর্জিত হয়ে যাওয়াই আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য; অথচ আরবী বোঝার যোগ্যতার পাশাপাশি একজন আলেমের জন্য আরবীতে লিখতে পারা ও বলতে পারার যোগ্যতা অর্জন করাও কাম্য।

এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শুরু থেকেই আদব ও 'ইনশার' শিক্ষাদান পদ্ধতি সে রকম হওয়া দরকার, যার প্রস্তাব মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর পুস্তিকা درس نظامی کی کتابیں کیسے پڑھائیں (৯–১২, ১৫–১৬, ২০ ও ২৫–২৭ পৃ.)-এ পেশ করেছেন। এ প্রস্তাবটি আজ সর্বজন স্বীকৃত। এখন তা কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন।

আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে হযরত মাওলানা ইউসুফ বানুরী (রহ.) তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেন যে, "আরবী সাহিত্যে মানোত্তীর্ণ ভাষাজ্ঞান অর্জনও মাকসাদে তালীমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং শুরু থেকেই প্রবন্ধ লেখার

Free @ www.eelm.weebly.com

অনুশীলনের ধারা চালু রাখা উচিত। প্রত্যেক জামাআতে আরবী রচনার জন্য বাধ্যতামূলক একটি ঘণ্টা থাকা দরকার। তিন বছর পড়ার পর ৪র্থ বর্ষ থেকে পাঠদানের মাধ্যম হবে আরবী। শিক্ষক আরবীতে পড়াবেন এবং ছাত্র-শিক্ষকের প্রশ্নোত্তরও আরবীতেই হবে। ছাত্রদের মধ্যে আরবী সাহিত্যের রুচি ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য আরবী মাসিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ উদ্দেশ্যে একটি দারুল মুতালাআ প্রতিষ্ঠা করাও জরুরি।"

(ইলমী আওর মুতালাআতী যিন্দেগী, তারতীব আবদুল কাইয়ুম হক্কানী ১১১ পৃ.)

আপনি আপাতত আরবী গদ্য-সাহিত্যের উপর আহলেদিল লেখক-সাহিত্যিকদের লেখাগুলো মুতালাআ করতে থাকুন। এক্ষেত্রে আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর রচনাবলি বিশেষত 'মুখতারাত' কিতাবটি এবং শায়েখ আলী তানতাবী, মোস্তফা সাদেক রাফিয়ী প্রমুখের কিতাব গুরুত্বের সাথে মুতালাআ করুন। মুতালাআর সময় অবশ্যই তাদের উপস্থাপনা ও বর্ণনাভঙ্গির প্রতি মনোযোগ দিবেন। পাশাপাশি পঠিত বিষয়গুলোর সারমর্ম নিজের ভাষায় আরবীতে লিখুন। এছাড়া নিয়মিত আরবীতে রোযনামচা (مذكرات يومية) লেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং আরবী ভাষায় দক্ষতা রাখেন এমন একজন উস্তাদকে দেখিয়ে তা শুদ্ধ করে নিন। কোন উস্তাদ যদি সময় দিতে না পারেন তবে লিখতে থাকুন এবং দ্বিতীয় তৃতীয়বার দেখে নিজেই তা ঠিক করতে থাকুন।

আর আরবী বলা শিখার জন্য প্রচুর পরিমাণে কথোপকথনের চর্চা করা প্রয়োজন। এজন্য সহপাঠী ও অন্যান্য ছাত্রের সাথে সর্বদা, অন্তত দৈনিক নির্ধারিত একটা সময়ে অবশ্যই আরবীতে কথা বলার চেষ্টা করবেন। সাথে সাথে অভিজ্ঞ উস্তাদ এবং নির্ভরযোগ্য আরবী সাহিত্যিকদের বক্তব্য শুনে তাদের 'লাহজা' বা বাচনভঙ্গিও আপনাকে রপ্ত করতে হবে। এ অনুশীলনের ক্ষেত্রে সহপাঠিদের হাসি-ঠাট্টা বা কটাক্ষের কারণে হতোদ্যম হবেন না। একদিন তারাই আপনার এ অনুশীলনের ফলাফল দেখে আপনার প্রতি ঈর্ষা করতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। যদি ইখলাসের সাথে এ প্রচেষ্টা চলতে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা শুধু পথ দেখিয়ে দিবেন তাই নয়, মনযিলে মাকসুদেও পৌঁছে দিবেন।

হাদীসের আলোকে নামাযে মাসনুনের কিতাব

৯. প্রশ্ন ঃ আমি কুদূরী পড়ি। এই কিতাবে শুধু মাসআলাই আছে, দলীল উল্লেখ নেই। আমি আহকাম ও মাসায়েল সম্পর্কিত হাদীসগুলোও জানতে চাচ্ছি। বিশেষ করে নামাযে মাসনূন সম্পর্কে হাদীস জানার জন্য কী কিতাব মুতালাআ করতে পারি? এ ব্যাপারে আপনার পথ-নির্দেশনা কামনা করছি।

Free @www.e-iqra.weebly.com

উত্তর ঃ এ কিতাবটি فِقْهٌ مُجَرَّدٌ বিষয়ে রচিত। فِقْهٌ مُجَرَّدٌ অর্থ اَلْفِقْهُ الْمُجَرَّدُ عَنْ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ অর্থাৎ যে ফিকহের কিতাবে দলীল উল্লেখ করা হয় না। অর্থাৎ বাস্তবে প্রত্যেক মাসআলাই শরীয়তের কোন না কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু মাসায়েল মুখস্থ করা যাতে সহজ হয় তাই দলীল বা মাসআলার উৎসটি উল্লেখ করা হয়নি। তালেবে ইলমদের জন্য এ ধরনের কিতাবও জরুরি। তাই এ জাতীয় কিতাবে দলীল উল্লেখ না থাকা দোষের কিছু নয়।

অবশ্য এ কিতাবের তালেবে ইলমদের এখন থেকেই মাসআলার দলীল জানার জন্য 'আহাদীসে আহকামের প্রাথমিক কিতাবসমূহ মুতালাআ করতে হবে এমনকি কোন একটি কিতাবের দরস শুরু করার জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট বা-আদব দরখাস্ত করা যেতে পারে। কবুল হলে এর প্রতিও গুরুত্বারোপ করা উচিত। নামায সম্পর্কিত হাদীসের জন্য আল্লামা নীমভী (রহ.)-এর 'আসারুস সুনান'-এর মতনটি পড়ে নিতে পারেন। কিতাবটি সহজলভ্য। এছাড়া উর্দু ভাষায় এ বিষয়ের উপর অনেক ভাল ভাল কিতাব পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ঃ

১. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা তরীকায়ে নামায, মাওলানা জামীল আহমাদ নযীরী। ২. নামাযে পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যার বাংলা অনুবাদ নবীজীর নামায নামে প্রকাশিত হয়েছে), মুহাম্মদ ইলিয়াস ফয়সল, মদীনা মুনাওওয়ারা। ৩. মুদাল্লাল নামায, মাওলানা ফয়েজ আহমদ মুলতানী। ৪. নামাযে মাসনূন, সুফী আবদুল হামীদ। এগুলো থেকে যে কোনটি মুতালাআ করতে পারেন।

হেদায়া ঃ 'শুফআ' অধ্যায় ও প্রচলিত জমি-জমা আইনের তুলনামূলক অধ্যয়ন

১০. প্রশ্ন ঃ হেদায়া ৪র্থ খণ্ডের كتاب الشفعة তথা জমি-জমা সম্পর্কীয় যে মাসআলাগুলো আছে সেগুলো আমাদের ভবিষ্যত জীবনের জন্য অতি জরুরি বলে আমার বিশ্বাস। তাই এগুলোকে মাতৃভাষায় বাস্তব পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে পড়ার জন্যে কী কী পন্থা অবলম্বন করতে পারি? সুপরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ হেদায়ার মাসআলাগুলো যথাযথ বোঝার পর নিজের ভাষায় বুঝতে এবং বোঝাতে মাতৃভাষায় প্রচলিত কিছু পরিভাষা জানার প্রয়োজন থাকে মাত্র।

কিন্তু হেদায়া যেহেতু 'ফিকহে মুকারান' অর্থাৎ অন্যান্য মাযহাবের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রামাণ্য কিতাবগুলোর মধ্যে অত্যন্ত উঁচু মানের কিতাব,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ফলে অনেক সময় শুধু হেদায়ার উপর ভিত্তি করে পরিষ্কারভাবে মূল মাসআলা বোঝা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সেগুলোকে সহজে ও সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আপনি مجلة الأحكام العدلية এবং খালেদ আতাসীর (রহ.) কৃত شرح المجلة এর সহযোগিতা নিতে পারেন। কিতাব দুটি উপস্থাপন, বিন্যাস ও ভাষাগত দিক থেকে সহজ-সরল। ড. তানযীলুর রহমানের مجموعه قوانين اسلام এর ৬ষ্ঠ খণ্ড (যার পুরোটাই শুফআ সংক্রান্ত) সামনে রাখতে পারেন।

তারপর এসব মাসআলা মাতৃভাষায় পেশ করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' মুতালাআ করা যেতে পারে। সাথে সাথে ভূমি আইনের উপর কোন বই মুতালাআয় রাখলে বাংলা ভাষায় প্রচলিত পরিভাষার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কেও অবগত হতে পারবেন এবং ফিকহে ইসলামীর নিরিখে রাষ্ট্রীয় আইন যাচাইয়ে সহায়তা পাবেন। এসব বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংশোধিত মুদ্রণের অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

হেদায়া ঃ উসূলে ফিকহের আলোকে অধ্যয়নে সমস্যা প্রসঙ্গ

১১. প্রশ্ন ঃ আমি গত বছর হেদায়া ১ম ও ২য় খণ্ড পড়েছি। চলতি শিক্ষাবর্ষে হেদায়া ৩য় খণ্ড পড়ছি। আমার সমস্যা হল, 'আকলী দলীল, বিশেষত কিয়াসগুলোকে উসূলে ফিকহের কাওয়ায়েদ অনুসারে বিশ্লেষণ করতে পারছি না। এর জন্য আমি দরসের বাইরে কয়েকটি কিতাব যথা উসূলে জাসসাস, উসূলে বাযদাবী, উসূলে সারাখসী, মুসাল্লামুস-সুবূত ও তার শরাহ ফাওয়াতিহুর রহামূত, আল-ওয়াজীয –এসব কিতাব থেকে কিয়াস অধ্যায় পড়েছি। এ ছাড়াও ফতহুল কাদীরের সাহায্য নিয়েছি। এরপরও অধিকাংশ কিয়াস 'হল' করতে পারছি না। আমি এখন কী করতে পারি?

জনাবের কাছে আমার আবেদন, আমাকে উপরোক্ত প্রশ্নের সুন্দর জবাব ও পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ মাশাআল্লাহ, আপনার এ শ্রম অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। ইলমের জন্য এমন পরিশ্রমই কাম্য। আল্লাহ তাআলা আপনার ইলমে বরকত দান করুন এবং যাবতীয় উন্নতি দানে আপনাকে ধন্য করুন। উসূল ও কাওয়ায়েদের ইলম অর্জনের পরও কখনো কখনো সেই উসূল ও কাওয়ায়েদকে তার جزئيات এর সাথে মিলাতে গিয়ে জটিলতা দেখা দিতে

Free © www.eilm.weebly.com

পারে। আপনারও হয়তো এমনটিই ঘটেছে। আপাতত এর একটা সমাধান এ রকম হতে পারে, যে আকলী দলীলগুলো আপনি উসূলে ফিকহের সাথে মিলিয়ে বুঝতে পারছেন না, এমন দু একটি উদাহরণ আমাদেরকে লিখে পাঠান, যাতে আমাদের তাওফীক অনুযায়ী উসূল ও جزئيات এর বাস্তব মিল আপনার সামনে তুলে ধরতে পারি। তাছাড়া আপনার কোন উস্তাদের তত্ত্বাবধানেও যদি আপনি কিছু দিন অনুশীলন করতে থাকেন, তাহলে এক সময় আপনার এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা করি।

পড়ালেখায় অমনোযোগিতা

১২. প্রশ্ন ঃ আমি একজন মধ্যম প্রকৃতির ছাত্র। অমনোযোগিতা ও অলসতার দরুন লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পারছি না।

এই পরিস্থিতিতে আমি কী করতে পারি? এবং কীভাবে গুনাহ ছাড়া যাবে সুপরামর্শ দানে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ মুসলিহীনে উম্মত অমনোযোগিতার চিকিৎসা এটিই বলেছেন যে, মন বসুক বা না বসুক জোরপূর্বক কাজ করতে থাক। তাহলে ধীরে ধীরে মন বসে যাবে। এ ছাড়া ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলতের উপর বেশি বেশি চিন্তা-ভাবনা করে ইলমকে নিজের কাছে অধিক থেকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করুন। মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে ইপ্সিত বিষয়ের প্রতি এমনিতেই আগ্রহী হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর দরবারে দুআর প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি উলামায়ে সালাফ ও আকাবিরে উম্মতের জীবন-চরিত ও ঘটনাবলির মুতালাআও অনেক উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য আপনি ইলম ও তাহকীকের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন কোন 'সাহেবে নিসবত বুযুর্গের' সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করুন। আমলের নিয়তে 'রিয়াযুস সালেহীন' বা 'মাআরেফুল হাদীস' থেকে ترغيب و ترهيب এবং زهد و رقاق এর হাদীসগুলো মুতালাআ করুন। তাছাড়া হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর পুস্তিকা 'জাযাউল আমাল' মুতালাআ করলেও উপকার পাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রসঙ্গ ঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আরবাঈনাত

১৩. প্রশ্ন ঃ বুখারী (রহ.)-এর 'আরবাঈনাত' সম্পর্কে জানতে হলে কী কিতাব পড়ব এবং এ সংক্রান্ত ঘটনাটি সহীহ কি না? আশা করি এ ব্যাপারে সঠিক পথ-নির্দেশনা দিবেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.) মুয়াত্তা মালেকের শরাহ 'আওজাযুল মাসালেক' (১/১২৯-১৩০)-এ এবং 'লামেউদ্দারারী' দরসে সহীহ বুখারীর মুকাদ্দিমাতে ১/৭) আলোচনা করেছেন। এ ঘটনার মূল উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে ইমাম সুয়ূতী (রহ.)-এর 'তাদরীবুর রাবী' এবং কাজী ইয়াজ (রহ.)-এর 'আল-ইলমা' ইত্যাদি। 'আরবাঈনাত' এর মূল অংশ নিম্নরূপ ঃ

اعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا فى حديثه، إلا بعد أن يكتب أربعا مع أربع، كأربع مثل أربع فى أربع، عند أربع بأربع، على أربع عن أربع لأربع، وكل هذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع، مع أربع، فإذا تمت له كلها هان عليه أربع وابتلى بأربع، فإذا صبر على ذلك أكرمه الله فى الدنيا بأربع وأثابه فى الاخرة بأربع.

পূর্ণ ঘটনাটি জানার জন্য উপরোক্ত কিতাবগুলোর কোনটি দেখা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে শামসুদ্দীন সাখাভী (রহ.) (৯০২ হি.) তাঁর কিতাব 'আল-জাওয়াহিরু ওয়াদদুরারু ফী তারজামাতি শায়খিল ইসলাম ইবনে হাজার' ১/৩৮২-এ হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন–

إننى منذ قرأت هذه الحكاية إلى أن كتبت هذه الأسطر، وقلبى نافر من صحتها مستبعد لثبوتها تلوح أمارات الوضع عليها، وتلمع إشارات التلفيق فيها، ولا يقع فى قلبى أن محمد بن إسماعيل يقول هذا ولا بعضه، وأما قول القائل الذى فى آخره : إن هذا خير من ألف حديث فكذب.

"এ ঘটনাটি শোনার পর থেকে এ পর্যন্ত আমার মন শুধু এটাকে অসত্যই বলছে। এটা প্রমাণিত থাকা অতি দুরূহ মনে হচ্ছে। কথাগুলো জাল ও বানোয়াট হওয়ার নিদর্শন পরিস্ফুট, জোড়া-তালির ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। আমার মনে কখনো একথা ঠাঁই পায় না যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (রহ.) এ রকম কথা বা এর

Free © www.eilm.weebly.com

আংশিকও বলেছেন। আর যে ব্যক্তি এ ঘটনার শেষে বলেছে যে, 'এটা এক হাজার হাদীস থেকেও উত্তম' তাতো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর এ মন্তব্যের সাথে আরো একটা কথা যোগ করুন, ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য যেমন যথাযথ পরিশ্রম এবং বিশেষজ্ঞদের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে সফর করা প্রয়োজন, ফিকহে ইসলামীতে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য তা আরো বেশি প্রয়োজন। ঘরে বসে ফিকহের পাণ্ডিত্য অর্জন করা সম্ভব একথা যেমন অবাস্তব, তেমনি তা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞারও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমন কথা তিনি কখনো বলতে পারেন না।

দাওরা ঃ হাদীসের কিতাবের শুরুহ ও মুতালাআর পন্থা

১৪. প্রশ্ন ঃ (ক) তাকমীল জামাআতে হাদীসের যত কিতাব রয়েছে প্রতিটির দু' একটি করে অধিক উপকারী 'জামে-মানে' শরাহ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম আরবীতে জানতে ইচ্ছুক, যা তাকমীলের বছর মুতালাআর জন্য জরুরি।

উত্তর ঃ (ক) এ প্রশ্নের উত্তর কিছুটা কঠিন। একেক শরাহ একেক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক উপকারী ও অগ্রগণ্য। বরং বিশেষ কোন অধ্যায়ের ক্ষেত্রে এক শরাহ অগ্রগণ্য। আবার অন্য অধ্যায়ের ক্ষেত্রে অন্য শরাহ অগ্রগণ্য। উপরন্তু মুতালাআকারীর অবস্থাভেদেও অধিক উপকারী শরাহ নির্ধারণে ভিন্নতা আসতে পারে। তারপরও সংক্ষেপে দু একটি শরাহর নাম উল্লেখ করছি ঃ

সহীহ বুখারীর জন্য একই সাথে যদি فتح الباری এবং عمدة القاری মুতালাআ করা সম্ভব না হয়, তবে إرشاد الساری، للقَسْطَلَّانِيْ (٩٢٦ هـ.) এবং فيض الباری، لأنور شاه الكشميری (١٣٥٢ هـ) মুতালাআ করা যেতে পারে।

সহীহ মুসলিমের জন্য شرح نووی ও فتح الملهم এবং تكملة فتح الملهم বেশি উপযোগী।

জামে তিরমিযীর সহজলভ্য শরাহগুলোর মধ্যে তো পূর্ণ কিতাবের শরাহ শুধু تحفة الأحوذی ও عارضة الأحوذی ই আছে। প্রথম কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হলেও তা কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহ.) [৫৪৩ হি.]-এর একটি উসূলী এবং ফিকহী শরাহ। দ্বিতীয় শরাহটি আবদুর রহমান মোবারকপুরী (রহ.) [১৩৫৩ হি.] প্রণীত। এটি কিতাব 'হল' করার ক্ষেত্রে মোটামুটি উপকারী। তবে ইখতেলাফী মাসায়েলের দালীলিক আলোচনা-পর্যালোচনায় তাঁর তাহকীক অনেক ক্ষেত্রেই

Free@www.e-iqra.weebly.com

বস্তুনিষ্ঠ হয় না। এ ছাড়া সাইয়েদ ইউসুফ বানূরী (রহ.)-এর معارف السنن (যা মূলত কাশ্মীরী [রহ.]-এরই উলূম ও মাআরেফ) যদিও কিতাবুল হজ্জ পর্যন্তই সীমিত তবুও এ কিতাব আদ্যোপান্ত একজন তালেবে ইলমের রপ্ত থাকা উচিত।

সুনানে আবু দাউদের জন্য عون المعبود এবং بذل المجهود এর মুতালাআ অনেক উপকারে আসবে। হযরত মাওলানা আকেল সাহারানপুরী দা. বা. কৃত الدر المنضود কিতাবটিও মুতালাযোগ্য। যদি ইবনে রাসলান কৃত শরাহখানা মুদ্রিত হতো তবে প্রথমে সেটিই মুতাআলার পরামর্শ দিতাম।

সুনানে নাসায়ীর শরাহ ও হাশিয়া এমনিতেই কম। বিশেষ করে আমাদের হাতের নাগালে তো حاشية السيوطى এবং حاشية السندي ছাড়া বিশেষ আর কিছুই নেই। অবশ্য মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর থেকে প্রকাশিত الفيض السماوى বিশেষত এর মুকাদ্দিমার মুতালাআ তালেবে ইলমদের মালূমাত বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যায়।

'শরহু মাআনিল আসার' (তহাবী) এর জন্য أماني الأحبار ছাড়া কোন শরাহ এত দিন হাতের নাগালে ছিল না। এখন তো আলহামদুলিল্লাহ সাইয়েদ আরশাদ মাদানী দামাত বারাকাতুহুমের تحقيق وتعليق সহ বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) [৮৫৫ হি.]-এর نخب الأفكار দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রায় সবক'টি খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। এটা মুতালাআ করা চাই। তবে সত্য কথা হল আমাদের জানা মতে شرح معاني الآثار এর যথাযথ মানসম্পন্ন শরাহ এখনো লেখা হয়নি।

মুআত্তা মালেকের জন্য– যদিও অনেক বড় কিন্তু উলূম ও মাআরেফের ভাণ্ডার– মুতাকাদ্দিমীনের শরাহসমূহ التمهيد، الاستذكار، المنتقى ইত্যাদি মুতালাআ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.)-এর أوجز المسالك তো আমাদের ঘরেরই কিতাব। তবে যুরকানী (রহ.)-এর شرح الموطأ আরো সংক্ষিপ্ত।

মুআত্তা মুহাম্মাদের জন্য শায়খুল ইসলাম সালামুল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর اَلْمُحَلّٰى بِحُلٰى أَسْرَارِ الْمُوَطَّأِ-ই সম্ভবত সবচেয়ে ভাল শরাহ। কিন্তু আমাদের জানা মতে তা এখনো পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গেছে। আর আল্লামা লাখনোভী

Free @ www.e-iqra.weebly.com

(রহ.)-এর التعليق الممجّد অত্যন্ত সুন্দর একটি হাশিয়া। এটির মুকাদ্দিমা বারবার পড়া উচিত এবং এই হাশিয়াটিও মনোযোগের সাথে পড়া উচিত। অবশ্য ইখতেলাফী মাসায়েলের দলীলের উপর তাঁর কোন আলোচনায় যদি সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ ছাহেব প্রমুখের কিতাবের শরণাপন্ন হলেই সংশয় দূরীভুত হয়ে যাবে এবং ইলমী সুকূন নসীব হবে ইনশাআল্লাহ।

সুনানে ইবনে মাজার উপর আলাউদ্দীন মুগলতাই (রহ.) [৭৬২ হি.]-এর শরহের একাংশ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি জীবন্ত, তাহকীকী ও মালূমাতপূর্ণ শরাহ। তবে এর মুদ্রিত অংশ কিতাবুত তাহারাত থেকে শুরু হয়েছে এবং মুদ্রণের ভুল এত বেশি যে, তা থেকে উপকৃত হওয়া খুবই কঠিন। পরবর্তীতে তার আরেকটি সংস্করণ বের হয় যাতে তুলনামূলক ভুল কম।

এখন حاشية السندي ছাড়া আর কি-ই বা দেখা যেতে পারে। অবশ্য এটিও একটি ভাল শরাহ। এ ছাড়া মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী (রহ.)-এর হাশিয়া তো আমাদের হাতের নাগালেই। এটিও নিঃসন্দেহে একটি বরকতপূর্ণ হাশিয়া। আমি সংক্ষিপ্তভাবে কিছু লিখে দিলাম। বাকি, দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের দায়িত্ব হল নিজেই মুতালাআ করে এবং কুতুবখানায় তালাশ করে এসব তথ্য সংগ্রহ করা, যাতে কিতাবের জগতের সাথে সরাসরি সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং এ সম্পর্ক ধীরে ধীরে মজবুত হয়।

প্রশ্ন ঃ (খ) এ ছাড়া আরো হাদীসের কিতাবের যত শরাহ রয়েছে সেসবের নামও আরবীতে জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ (খ) এ প্রশ্নটি এত ব্যাপক যে, এর জবাব লিখলে হয়তো বা স্বতন্ত্র কিতাবই হয়ে যাবে। আপনি এ প্রশ্ন করতে পারতেন, 'শরহে হাদীসের' কিতাবসমূহ সম্পর্কে জানতে হলে আমি কোন পথ অবলম্বন করব এবং কী কী কিতাব মুতালাআ করব? অথবা অমুক কিতাব বা অমুক অধ্যায়ের হাদীসগুলোর জন্য কোন শরাহ বেশি উপযোগী?

তথাপি প্রসিদ্ধ এমন পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের নাম বলে দিচ্ছি, যেগুলোতে আপনি অন্তত কয়েক হাজার হাদীসের ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন।

১ - الميسر شرح مصابيح السنة، فضل الله التوربشتى {بعد ٦٦٦ هـ}

২ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا على القارى {١٠١٤ هـ}

৩- فيض القدير بشرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوى (١٠٣١هـ)

Free @www.e-iqra.weebly.com

٤- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين، مرتضى الزبيدى (١٢٠٥ هـ)

সমকালীন একজন আলেম আবু আসেম রচিত–

٥ فتح المنان بشرح سنن أبى عبد الرحمن (شرح سنن الدارمى)

যা মুকাদ্দিমার দুই খণ্ডসহ মোট ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

শরহে জামীর হাসেল মাহসুল

১৫. প্রশ্ন ঃ শরহে জামী কিতাবের حاصل محصول এর আলোচনা ভাল করে বুঝিনি। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন বলে আশা রাখি।

উত্তর ঃ حاصل محصول এর আলোচনা কিতাব মুতালাআ করে এবং উস্তাদের দরস থেকে যেটুকু অনুধাবন করেছেন তা-ই যথেষ্ট। এ রকম كم حاصل বিষয়ে নিজের মেধা ও মূল্যবান সময় আর খরচ না করাই শ্রেয়। যদিও আল্লামা মূসা রূহানী এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র কিতাবও লিখে দিয়েছেন।

কাওমী ছাত্রদের হীনমন্যতার রোগ ও প্রতিকার

১৬. প্রশ্ন ঃ যখন নিচের শ্রেণীতে পড়তাম তখন মুহতারাম আসাতেযায়ে কেরামের মুখে শুনতাম, আজকাল কওমী মাদরাসার ছাত্ররা মারাত্মক হীনমন্যতায় ভুগে। কিন্তু তখন এটা বুঝে আসত না। এখন উপরের শ্রেণীতে উঠে সত্যিই এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যেন রাজ্যের সকল হতাশা, হীনমন্যতা এসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে এবং লেখাপড়ায় সাংঘাতিক প্রভাব ফেলছে। এটা কেন হয়, এ থেকে উত্তরণের উপায় কী? আশা করি এর যথাযথ পথনির্দেশনা দিবেন।

উত্তর ঃ হীনমন্যতার ওষুধ হল নিজের 'মানসাব' ও 'মাকাম'কে জানা। আপনি যেহেতু দাওরায়ে হাদীস পড়ছেন তাই অবশ্যই আপনার মাকাম ও মানসাবকে আপনি ভালভাবেই জানেন। কিন্তু অনেক জানা কথাও কখনো কখনো স্মরণ থাকে না। এজন্য তা পুনরায় স্মরণ করা অপরিহার্য। আপনি যদি হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.)-এর বয়ান– آپ کون هیں؟ کیا هیں؟ اور آپ کا منصب کیا هے؟ মনোযোগ দিয়ে বারবার মুতালাআ করেন, তবে আপনার মানসাব ও মাকামের পরিচয় স্মরণে এসে যাবে এবং আপনার এই পেরেশানীও দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বয়ানটির অনুবাদ তালিবে ইলমের

Free@www.e-ilm.weebly.com

রাহে মান্‌যিল নামে মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত মাওলানা মনযূর নুমানী (রহ.)-এর মূল বয়ানটি خطبات نعماني ও منتخب تقريرين এই দুই কিতাবে ছাপা হয়েছে আবার আলাদাভাবেও ছাপা হয়েছে।

হীনমন্যতা দূর করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল, যেসব কারণে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা নির্ণয় করা। এর কারণ কি এই যে, আমি নেসাবের পড়াশোনা সমাপ্ত করার পরও কোন খেদমতের উপযুক্ত হতে পারিনি বা কোন খেদমতের সুযোগ হবে কিনা– এ ব্যাপারে অনিশ্চয়তা? এক্ষেত্রে আপনি নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, দ্বীনের যেকোন প্রকারের খেদমতই অনেক বড় সৌভাগ্য এবং দুনিয়া ও দুনিয়াস্থ সবকিছু থেকে উত্তম! আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধরনের খেদমতের যোগ্যতা আল্লাহ আমাকে দান করেছেন এবং অনেক খেদমত এমন আছে যার যোগ্যতা সামান্য মেহনত ও অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করা সম্ভব। হাঁ দ্বীনী খেদমতের যে কত শাখা রয়েছে এবং এর ময়দান যে কত বিস্তৃত– এ ব্যাপারে (অনভিজ্ঞতার কারণে) বিস্তারিত জানা না থাকলে আপনি আপনার কোন উস্তাদের শরণাপন্ন হয়ে অথবা কোন অভিজ্ঞ খাদেমে-দ্বীনের নিকট থেকে জেনে নিতে পারেন। তখন আপনি দেখবেন, দ্বীনী খেদমতের বহু পথ আপনার জন্য খোলা, প্রয়োজন শুধু একটু খেয়াল করা।

আর যদি এই পেরেশানী উপায়-উপার্জনের চিন্তার কারণে হয়ে থাকে তবে আপনি তাকদীরের আকীদাটি পুনরায় স্মরণ করুন এবং اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوْ الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ এই আয়াতটির মুরাকাবা করুন। তাওয়াক্কুল ও তাফবীজ সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং সালাফে সালেহীনের ঘটনাবলি পুনরায় পড়ুন। পাশাপাশি يا وهاب، يا رزاق، يا باسط এর ওযীফাও মাঝে মাঝে করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ মানসিক প্রশান্তি লাভ হবে। আপনি যদি নিজেকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং ইলমের জন্য ওয়াকফ করে দেন, তবে তো আপনি আল্লাহরই হয়ে গেছেন। আপনার যিম্মাদার আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাঁর যিম্মাদারী কীভাবে পূরণ করবেন এ ব্যাপারে আপনার চিন্তিত হওয়ার কি প্রয়োজন? আপনি অন্তর থেকে وَأُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ বলে সবকিছু আল্লাহর হাওয়ালা করে দিন এবং নিজের কাজে লেগে থাকুন।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

জালালাইনের একটি টীকা প্রসঙ্গ

১৭. প্রশ্ন ঃ জালালাইন কিতাবের ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১৩ নং হাশিয়ায় আযানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার পর অঙ্গুলি চুমো খাওয়ার আমলকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে এবং টীকাকার এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন; অথচ আমরা জানি, এই আমল বিদআত। প্রমাণভিত্তিক সমাধান কামনা করছি।

উত্তর ঃ হাঁ, এটি একটি ভিত্তিহীন ও অর্থহীন কাজ। জালালাইনের হাশিয়ায় এ ব্যাপারে যা কিছু লেখা হয়েছে তা ঠিক নয়। টীকাকার 'রূহুল বয়ান'-এর হাওয়ালা দিয়েছেন, যা একটি অনির্ভরযোগ্য কিতাব। (আল-আজবিবাতুল ফাযিলাহ, আল্লামা লাখনোভী [রহ.] ১৩২–১৩৫ পৃ.)

রূহুল বায়ানে 'কুহিস্তানী' কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। উসূলে ইফতার ছাত্র ভাইয়েরা জানেন, কুহিস্তানীর কিতাবকে ফিকহের মধ্যেই নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না অথচ ফিকহ ছিল তাঁর বিষয়। তাই হাদীসের ব্যাপারে তা নির্ভরযোগ্য হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। এছাড়া কুহিস্তানী যা কিছু লিখেছেন তা লিখেছেন 'কানযুল উব্বাদ'-এর হাওয়ালায়; যা আরো বেশি অনির্ভরযোগ্য।

শেষ কথা হল, যে রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে তারা এই রসমের অনুগামী হয়েছেন তা-ই ভিত্তিহীন ও মওযূ। রেওয়ায়াতটি 'মারফু' হিসেবেও 'সহীহ' নয়, মওকূফ হিসেবেও সহীহ নয় এবং তা এমন যয়ীফ রেওয়ায়াতের আওতাতেও আসে না, যা ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অতএব 'রূহুল বায়ানের' গ্রন্থকার এখানে যয়ীফ হাদীসের হুকুম নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা অপ্রাসঙ্গিক। রেওয়ায়াতটি মওযূ হওয়ার ব্যাপারে আমরা 'প্রচলিত জাল হাদীস' ১২২–১২৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আপনি অবশ্যই তা মুতালাআ করে নিবেন। পাশাপাশি হযরত মাওলানা সরফরায খান সফদর (রহ.)-এর কিতাব 'রাহে সুন্নাত' (২৪০)ও মুতালাআ করবেন। এরপরও যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে পুনরায় প্রশ্ন করবেন, ইনশাআল্লাহ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

একটি মানসিক পেরেশানী

১৮. প্রশ্ন ঃ আমি এক মসজিদের ইমাম। গত ২০০০ ঈ. সনে ঢাকা মিরপুর মাদরাসায় দাওরা পড়েছি। আমার আশা ছিল বড় বড় কিতাব মুতালাআ করে মানুষের কাছে এর দাওয়াত পৌঁছাব কিন্তু তা পূরণ হয়নি। কারণ আমি

Free@www.eilm.weebly.com

'নাহু-সরফ' মোটেও জানি না। ২০০০ ঈ. সন থেকে এ নিয়ে দুঃখ-বেদনায় ভুগছি। এমনকি কোন কোন সময় আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে মন চায়। আমার প্রশ্ন এখন আমি 'নাহু-সরফ' পড়ে আপনাদের মতো হতে পারব কি? এবং কীভাবে বা কেমন করে পড়ব, দয়া করে পরামর্শ দিবেন।

উত্তর ঃ এটাতো অতি মামুলি ব্যাপার। এজন্য আপনি এত পেরেশান হচ্ছেন কেন? নাহু-সরফের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে 'কিতাবী ইসতি'দাদ' অর্জন করা আপনার জন্য খুবই সহজ। মাত্র কয়েক মাসের মেহনত প্রয়োজন। সামান্য কিছু মেহনত করে কিতাব বোঝার যোগ্যতা তৈরি হয়ে গেলে মেহনত ও মুতালাআর মাধ্যমে আপনি অনেক বড় মুহাক্কিক আলেম হতে পারবেন। হ্যাঁ, এজন্য কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত সে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আপনার বর্তমান অবস্থা জানা প্রয়োজন। তাই আপনি সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা ফোনে আলাপ করে পরামর্শ নিন। আল্লাহ তাআলা আপনার সহায় হোন।

নববী পূর্ব যুগের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ

১৯. প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর শুরু থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ইতিহাসের কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আছে কি? থাকলে তার নাম কী? এবং কোথায় পাওয়া যাবে? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) কৃত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'-এর প্রথম দেড়-দুই খণ্ড থেকে সাহায্য নিতে পারেন। এই কিতাবটি সামগ্রিক বিবেচনায় ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। তবে যেসব ঐতিহাসিক বর্ণনা আকায়েদ বা আহকামের সাথে সংশ্লিষ্ট সেখানে 'আহলে-ফন' (শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি) এর শরণাপন্ন হয়ে বর্ণনাটির বাস্তবতা যাচাই করে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কোন বর্ণনাকে শুধু এজন্য সঠিক মনে করা যে, তা কোন ইতিহাসের কিতাবে রয়েছে, মোটেও ঠিক নয়।

একাধিক কিতাবের উদ্ধৃতি দেয়া হয় কেন?

২০. প্রশ্ন ঃ (ক) জনৈক ব্যক্তি আল-কাউসারের বিভিন্ন লেখায় অনেক কিতাবের নাম দেখে একটু বিরক্ত স্বরে মন্তব্য করল এত কিতাব কোথায়ই বা আছে আর কে-ই বা দেখবে? এত কিতাবের নাম লেখার দরকার কী?

আশা করি এ প্রশ্নটি সামনে রেখে আমাদেরকে এ বিষয়ে সঠিক পথনির্দেশনা দিবেন।

Free © www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ কোন বিষয়ে একাধিক কিতাবের নাম কখনো এজন্য দেওয়া হয় যে, কারো কাছে একটি না থাকলেও অপরটি থাকতে পারে। এজন্য দুটো কিতাবেরই নাম বলে দিলে উভয় ব্যক্তিই উপকৃত হতে পারবে। আবার কখনো এজন্যও হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ধারণার জন্য একাধিক কিতাব অধ্যয়নের প্রয়োজন পড়ে। মোটকথা একাধিক কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়ার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। এর এই ব্যাখ্যা করা যে, প্রতিজন পাঠককে সব কটি কিতাব পড়তে বলা হচ্ছে, ঠিক নয়। এছাড়া এখন পর্যন্ত আল-কাউসারে কোন বিষয়ের এত বেশি কিতাবের নাম উদ্ধৃত হয়নি যা কারো জন্য বোঝা হতে পারে।

কিতাব পাওয়ার ব্যাপারে বলব, কিতাব সংগ্রহের ব্যাপারে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা আগের মতো নেই। এখন চকবাজার ও বাংলাবাজারের কুতুবখানাগুলোতে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ও আরবদেশসমূহ থেকে প্রকাশিত কিতাবের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেকে মিশর, বৈরুত থেকে কিতাব এনে বিক্রি করে থাকে। উমরা বা হজ্জের উদ্দেশ্যে যারা সউদী আরবে যান তাদের মাধ্যমে কিতাব সংগ্রহের একটি ধারাও সার্বক্ষণিকভাবে চালু আছে।

আল-কাউসারে হাওয়ালার প্রতি গুরুত্বারোপের কারণ

২১. প্রশ্ন ঃ (ক) আল-কাউসারে আপনারা প্রত্যেক কথার সাথেই গুরুত্ব সহকারে হাওয়ালা উল্লেখ করেন। অথচ এটার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

উত্তর ঃ কথা তো অবশ্যই দলীল সিদ্ধ হওয়া চাই। কিন্তু সব সময় প্রত্যেক কথার দলীল উল্লেখ করা একটি কঠিন কাজ এবং সবক্ষেত্রে তা কাম্যও নয়, প্রয়োজনও হয় না। এজন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি দেওয়া হয় সেখানে হয়তো দলীলসমূহ উল্লেখ আছে অথবা দলীলের দিকে ইঙ্গিত আছে। এতে অন্তত এতটুকু ফায়দা তো অবশ্যই হয় যে, উদ্ধৃতি নির্ভরযোগ্য হলে উপস্থাপিত বক্তব্যের দলীল সিদ্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ হয়। একজন তালেবে ইলমের জন্য নিঃসন্দেহে বিষয়টি উপকারী। এছাড়া 'হাওয়ালা' দেওয়ার আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে।

আজকাল তো উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরীদের নীতি এই ছিল যে, তারা কেবল হাওয়ালা পেলেই শান্ত হতেন না, বরং উদ্ধৃত জায়গাটি খুলে নিজে দেখে নিতেন। (দেখুনঃ আপ ফাতাওয়া কেয়সে দেঁ, মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী ২৬)

Free @ www.eilm.weebly.com

আরবী বলা ও লিখার যোগ্যতা অর্জনে করণীয়

২২. প্রশ্ন ঃ আমি মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ রচিত 'এসো নাহব শিখি' কিতাবটি এবং মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) রচিত আরবী সাহিত্যের কিতাব القراءة الراشدة পড়েছি, কিন্তু আমি আরবীতে কথা বলতে পারি না; আরবীতে লিখতেও পারি না। এমতাবস্থায় আমি কোন পন্থা অবলম্বন করলে উন্নতি লাভ করতে পারব, জানালে অনেক উপকৃত হব।

উত্তর ঃ বলা ও লিখার যোগ্যতা অর্জনের জন্য পড়ার চেয়ে মশকের প্রয়োজনই বেশি। তাছাড়া পড়াও তো অনেক ধরনের হয়; বুঝে শুনে পড়া, বারবার পড়া, লিখা ও বলার যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পড়া ইত্যাদি। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শুধু পড়ে হবে না, মশক করতে হবে। বলার মশক এভাবে করতে পারেন যে, কোন উস্তাদের তত্ত্বাবধানে আপনারা কয়েকজন সহপাঠি সংকল্পবদ্ধ হোন যে, আমরা দৈনিক আধা ঘণ্টা আরবীতে কথা বলব এবং অধ্যবসায়ের সাথে এর ওপর আমল করব। আর লিখার ব্যাপারে দুটো কাজ করতে পারেন।

১. প্রতিদিন আরবীতে 'রোজনামচা' লিখুন অথবা একদিন বাংলায় লিখুন, পরের দিন আরবীতে লিখুন। নিয়মিত রোজনামচা লিখলে অতি তাড়াতাড়ি লিখায় হাত এসে যাবে ইনশাআল্লাহ। মশকের শুরুটা হওয়া উচিত সহজ বিষয়াদির মাধ্যমে। কঠিন ও উচ্চাঙ্গের বিষয়াদি লিখতে যাবেন না।

২. আপনারা ইসতিদাদ বা যোগ্যতা অনুযায়ী একটি কিতাব নির্বাচন করুন। সেখান থেকে কয়েকটি লাইন বা একটি প্যারা মনোযোগের সাথে পড়ুন। এরপর বাংলায় তার অনুবাদ করুন। এবার কিতাবটি বন্ধ করে এর আরবী করুন। এরপর নিজের ভাষায় এর সার-সংক্ষেপ বাংলায় ও আরবীতে লিখুন। এভাবে মেহনত চালিয়ে যান।

তবে মনে রাখবেন, মশকের এই ধারাটির ব্যাপারে আসল নিয়ম হল, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের রুচিসম্পন্ন কোন উস্তাদের তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর নির্দেশনা মতো মেহনত করা। যতদিন এই সুযোগ না হয় ততদিন ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেহনত করতে থাকলেও অনেক ফায়েদা হবে ইনশাআল্লাহ।

আরবী প্রবন্ধ লিখতে পারি না

২৩. প্রশ্ন ঃ আমি গত বছর আরবী সাহিত্যে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) রচিত 'মুখতারাত' কিতাবটি পড়েছি এবং এ বছর 'মাকামাতে

Free © www.eilm.weebly.com

হারীরী' পড়ছি আর তার সাথে সাথে 'সুওয়ারুমমিন হায়াতিস সাহাবা' কিতাবটি মুতাআলা করছি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আরবী কোন প্রবন্ধ সাবলীলভাবে লিখতে পারছি না। এটা কেন? কীভাবে মেহনত করলে তা আমার পক্ষে সম্ভব হবে, দয়া করে দিকনির্দেশনা দিলে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ আপনিতো মাশাআল্লাহ 'দরজায়ে আলিয়ার' তালেবে ইলম। আপনিই এ বিষয়ের কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক করে তার সামনে আপনার পুরো অবস্থা পেশ করুন এবং তার পরামর্শ নিয়ে মেহনত করতে থাকুন। এই বিষয়ের কোন ব্যক্তির সোহবত ও তত্ত্বাবধান লাভ করার সুযোগ হলে একেই 'গনীমতে কুবরা' মনে করে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী 'আমলী মশক' করে যাওয়া সর্বোত্তম হবে।

এখানে প্রসঙ্গত একথা বলা মুনাসিব মনে করছি যে, আজকাল আরবী ভাষায় কথা বলা ও লিখতে পারার যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা প্রান্তিকতার শিকার। কেউ তো এমন আছেন যারা একে মোটেও মূল্য দেন না এবং এ বিষয়ে মেহনত তো দূরের কথা কোন ভাল সুযোগ থাকলেও তার সদ্ব্যবহার করেন না। বলাবাহুল্য এই কর্মনীতি ঠিক নয়। আবার এর বিপরীতে কিছু বন্ধু এমনও আছেন যারা কিতাবী ইসতি'দাদেরও ততটা গুরুত্ব দেন না যতটা এ বিষয়ের ক্ষেত্রে দেন। শুধু ভাষাজ্ঞানই তাদের কাছে কৃতিত্বের ব্যাপার। অনেকে আবার এই বিষয়টি অর্জিত না হলে একেবারে হীনমন্যতার শিকার হন। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, না কিতাবী ইসতি'দাদ অর্জিত হয়, না আরবী বলা ও লেখার যোগ্যতা!! এই মানসিকতাও ভুল।

এরপর যারা ভারসাম্য রক্ষা করে ভাষা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেন তারা একদিকে যেমন বাহবা পাওয়ার যোগ্য, পাশাপাশি তাদের জন্য এ বিষয়টিও জরুরি যে, তারা যেন নিজের নিয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আরবী শেখার উদ্দেশ্য কেবল এই হওয়া উচিত যে, আরবী যেহেতু ইসলামী ভাষা তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের প্রতি এ ভাষার দাবি হল এ ভাষায় বলার ও লিখার যোগ্যতা অর্জন করা। দাওয়াত ও তাবলীগেরও এটি একটি চমৎকার মাধ্যম। এছাড়া দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য না থাকা উচিত।

মোটকথা আরবী ভাষায় বলা ও লিখার মেহনত সহীহ নিয়তে হওয়া উচিত, শুধু ফ্যাশন হিসেবে বা অন্য কোন জাগতিক উদ্দেশ্যে নয়। সেই মেহনত অবশ্যই যথাযথ নিয়মানুযায়ী ভারসাম্য রক্ষা করে হতে হবে এবং ইলমী ইসতি'দাদ তৈরির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাতো সবসময়ই জরুরি।

Free © www.eilm.weebly.com

আরবী ভাষা কীভাবে শিখব

২৪. প্রশ্ন ঃ আমি হাটহাজারী মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র। আরবী ভাষায় কথা বলতে না পারার কারণে আমার মনে খুব ব্যথা। আমি খুব চিন্তিত, কীভাবে আরবী ভাষা শিখব।

আমি এ ব্যাপারে পরামর্শ চাচ্ছি যে, দাওয়ার পর কোন বিভাগে, কত দিন পড়ালেখা করলে ভালভাবে আরবীতে কথা বলতে পারব? আশা করি এ মর্মে সুপরামর্শ দিয়ে আমার অন্তরের অস্থিরতা দূর করবেন।

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে সুনির্ধারিত কোন পরামর্শ দেওয়ার আগে আপনার তালীমী অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা দরকার। আপনি সুবিধামত কোন সময়ে সরাসরি যোগাযোগ করে পরামর্শ নিতে পারেন। এ বিষয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ছয় মাস, এক বছর নিয়মানুযায়ী মেহনত করলে আপনি আরবীতে কথা বলা, লিখা ও বই-পুস্তক রচনা– সব কিছুই শিখতে পারবেন। সাক্ষাতে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

বৃদ্ধ বয়সে ইলম অর্জন

২৫. প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৬১ চলছে। জীবনের এই শেষ দিনগুলোর মূল্যবান সময় কি কেবল নামায, তেলাওয়াত, তালীম, দুআ, যিকির ইত্যাদি কাজে ব্যয় করাই উত্তম হবে, না এর পাশাপাশি কিছু দ্বীনী বিষয়াদির অধ্যয়নও উপকারী হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ জ্বী, উপরোক্ত কাজগুলোর পাশাপাশি কিছু দ্বীনী মুতালাআও উপকারী হবে। সহীহ ইলম অর্জন করাও অনেক বড় নেক আমল, এতে অনেক উপকার ও অনেক সওয়াব লাভ হয়।

দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় মুতালাআ ছাত্রীদের করণীয়

২৬. প্রশ্ন ঃ আলহামদুলিল্লাহ, আমি উর্দূ ভাষা জানি এবং সহজ আরবী কিতাবসমূহও মোটামুটি বুঝি। আমার দ্বীনী মুতালাআরও খুব আগ্রহ আছে। এমতাবস্থায় কোন বিষয়ের কিতাব মুতালাআ করা উপকারী হবে তা জানতে চাই।

নেককারদের সত্য ঘটনাবলী পড়তে মন চায়, কিন্তু এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কী কিতাব আছে তা জানা নেই। আবার কোনটাতে উপকার বেশি হবে তাও জানা নেই। ফিকহ, তারীখ, হাদীস বা তাফসীর কোন বিষয়ের মুতালাআ উপকারী হবে তাও জানতে চাই। আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

Free © www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ উপরোক্ত সবগুলো বিষয়েই কিছু কিছু মুতালাআ করা যেতে পারে। আপাতত তাফসীর বিষয়ে মাআরেফুল কুরআন, তাফসীরে আশরাফী, তাফসীরে উসমানী ইত্যাদি; হাদীস বিষয়ে মাআরেফুল হাদীস, রিয়াযুস সালেহীন এবং মাওলানা বদরে আলম মীরাঠি (রহ.) প্রণীত তরজুমানুস সুন্নাহ; ফিকহ বিষয়ে বেহেশতী জেওর, তুহফায়ে খাওয়াতীন–মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী এবং খাওয়াতীন কে শরয়ী আহকাম –হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.); তারীখ বিষয়ে সীরাতুল মুস্তফা –মাওলানা ইদরীস কান্দলভী, সিয়ারুস সাহাবা, সিয়ারুস সাহাবিয়াত –প্রকাশনায় দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়, হায়াতুস সাহাবা –মাওলানা ইউসুফ কান্দলভী ইত্যাদি কিতাবসমূহের মুতালাআ উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

জীবনী বিষয়ে তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত –মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, আপবীতী –শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী, নেক বীবীয়াঁ –মাওলানা আসলাম শাইখূপুরী আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সাহেব-যাদিয়াঁ –মাওলানা আশেকে ইলাহী বুরন্দশহরী, মিছালী খাওয়াতীন ইত্যাদি মুতালাআ করা যেতে পারে।

নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলা

২৭. প্রশ্ন ঃ আমি মাদানী নেসাবে ৪র্থ বর্ষে (হেদায়ায়) পড়ি। আরবী ভাষা মোটামুটি বুঝি। আকাবিরের জীবন-চরিতও সামনে রয়েছে, কিন্তু নিজের ব্যাপারে আস্থাশীল হতে পারছি না। কোন মাসআলা না বুঝলে এর জন্য যে পেরেশানী ভাব থাকা বা উস্তাদদের কাছ থেকে তা বুঝে নেওয়ার যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে না। মনে করি অন্য সময় বুঝে নেব, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। এটা যে আমার জন্য ক্ষতিকর তাও বুঝি। এখন আমার করণীয় কি?

উত্তর ঃ যখন রোগও ধরতে পেরেছেন এবং তার চিকিৎসাও আপনার জানা আছে, তো আপনিই বলুন আর কী বাকি থাকল? এখন হিম্মত করে মেহনতে লেগে যাওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলার নিয়ম হল, তিনি বান্দার আগ্রহ ও পরিশ্রমকে দেখেন। সুতরাং আপনি হিম্মতের পরিচয় দিয়ে এখন থেকেই কাজে লেগে যান এবং জনৈক আরেফের এই পংক্তিটি সর্বদা স্মরণ রাখুন–

إِيَّاكَ عَلَّ فَإِنَّهَا أَخْطَرُ عِلَّةٍ - وَإِيَّاكَ عَسٰى فَإِنَّ الْمَقْتَ فِيْ عَسٰى

হিম্মত বাড়ানোর পন্থা হল, বর্তমান হিম্মতকে কাজে লাগিয়ে অলসতা ও 'পরে করব' মানসিকতার মোকাবেলা করতে থাকা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে

Free @ www.eilm.weebly.com

তাওফীক প্রার্থনা করতে থাকা। পাশাপাশি আকাবিরের ইলম-সাধনার ঘটনাবলী অনুসরণের নিয়তে বারবার পড়তে থাকা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ইস্তেদাদসম্পন্ন, মেহনতি, মুত্তাবেয়ে সুন্নত ও মুখলিস তালেবে ইলম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ছাত্রাবস্থায় তাবলীগে যাওয়া

২৮. প্রশ্ন ঃ (ক) মাদরাসায় পড়াকালীন সময় তাবলীগ জামাআতে যাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কী? যদি গ্রহণযোগ্যই হয় তবে কোন কোন উস্তাদ একে অপছন্দনীয় মনে করেন কেন?

উত্তর ঃ (ক) আসাতেযায়ে কেরামের পরামর্শ মোতাবেক, মাদরাসার নিয়ম-কানুনের আওতায় থেকে ছাত্রজীবনেই কিছু সময় তাবলীগী কাজে ব্যয় করা উচিত। এতে নিজেরও উপকার এবং উম্মতের উপকারেরও আশা করা যায়। এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার মেহনত একটি অপরিহার্য বিষয়। এখন যদি ছাত্রজীবনে কোন একটি পন্থায় এ কাজের মশক ও অনুশীলন হয়ে যায় তাতে আপত্তির কী আছে?

বরং এমনটিই হওয়া উচিত। আমাদের আকাবিরের পন্থাও তাই ছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বীনী প্রেরণা সৃষ্টির কাজটি যখন নিযামুদ্দীনের পদ্ধতিতে প্রথম শুরু হয় তখন দারুল উলূম দেওবন্দ, মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর এবং নদওয়াতুল উলামা লাক্ষ্ণৌ সর্বোতভাবে সাহায্য করেছে এবং অন্য মাদরাসাগুলোও এসব প্রতিষ্ঠানের অনুসরণ করেছে। হ্যাঁ, যদি কোন উস্তাদ কোন বিশেষ ছাত্রের অবস্থা বিবেচনায় তার জন্য এ কাজে সম্পৃক্ত হওয়াকে সমীচীন মনে না করেন তবে তা ভিন্ন কথা। অনুরূপ যদি কোথাও ছাত্ররা মাদরাসার নিয়ম-কানুন না মেনে এ কাজে সম্পৃক্ত হয় এবং পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটায় আর এজন্য উস্তাদগণ তাদের প্রতি আপত্তি করে থাকেন তবে তাঁরা ঠিকই করেছেন। এ থেকে কখনো এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা এ কাজটাকে ছাত্রদের জন্য একেবারেই না-মুনাসিব মনে করেন।

আলেমদের জন্য তাবলীগে 'সাল' লাগানো

২৯. প্রশ্ন ঃ (খ) তাবলীগের মুরব্বীগণ বলে থাকেন, উলামায়ে কেরামের এক বছর তাবলীগে সময় লাগাতে হবে অথচ প্রায় ষোল বছর তাঁরা মাদরাসায় লেখাপড়া করেন, তারপরও এক বছর সময় লাগানো শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

Free @ www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ (খ) তাবলীগের মশক ও অনুশীলনের জন্য এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা জানা ছাড়াও অন্যান্য উপকারিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশেষ ফারেগীন তাদের আসাতেযায়ে কেরামের, বিশেষত তাদের তালীমী মুরব্বীর পরামর্শক্রমে এক বছরের জন্য তাবলীগী সফরে বের হওয়া একটি ভাল কাজ এবং তা আকাবিরের যুগ থেকেই চলে আসছে। সুতরাং ঢালাওভাবে এ ব্যাপারে আপত্তি করা ঠিক নয়।

তবে এখানে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে লক্ষ্যণীয়– (ক) কোন কোন অতি উৎসাহী ব্যক্তিকে দেখা যায়, তারা মনে করেন যে, যদি কোন আলেম 'সাল' না লাগায় তবে তার পড়া, পড়ানো সবই অর্থহীন; যেন 'সাল' লাগানোই তার কাছে আলেমগণের স্থান ও মর্যাদা নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। বলাবাহুল্য, এ ধরনের মানসিকতা ভুল এবং তা অনতিবিলম্বে সংশোধনযোগ্য।

(খ) অনুরূপ কেউ কেউ 'সাল' বা 'চিল্লা' লাগানোকে তাযকিয়া ও তরবিয়াতের মেহনতের বিকল্প মনে করেন। তারা বলতে চান, এই কাজের সাথে জড়িত হলে আহলে-দিল বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতে থেকে নিজের বাতেনী তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধির কোনই প্রয়োজন নেই। এই কথাটি একেতো বাস্তবসম্মত নয়, দ্বিতীয়ত তা তাবলীগের মুরব্বীগণের নীতি ও কর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এর বিপরীতে কোন কোন স্বল্পজ্ঞান বা স্বল্প বুঝের অধিকারী দাওরা ফারেগ ভাইকে দেখা যায়, তারা 'সালে' বের হয়ে জযবায় এসে যায় এবং আজব আজব কথা বলতে থাকে যে, আহ! যদি আমি সালে বের না হতাম তবে দ্বীন কাকে বলে তা-ই বুঝতাম না। আমি তো মাদরাসায় পুরো সময়টাই বরবাদ করেছি। উম্মত জাহান্নামে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে ইলম ও গবেষণা দিয়ে কী হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের এসব কথাবার্তা থেকে সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করতে থাকে যে, বাস্তবেই দ্বীন ও ঈমানের বুঝ এই নির্দিষ্ট নিয়মের তাবলীগের উপরই নির্ভরশীল। অন্য যত বড় আলেমই হোন না কেন দ্বীনের হাকীকত বুঝতে তারা অপারগ।

বাস্তব কথা হল, এ ধরনের স্বল্প বুঝের অধিকারী ব্যক্তিরা– যারা ছাত্রাবস্থায় ইলম অর্জনের হক আদায় করেনি তাদের সালে বের হওয়ার আগে কোন ফকীহ ও প্রাজ্ঞ উস্তাদের সোহবতে থেকে চিন্তা-ভাবনার ভারসাম্য রক্ষার সবক নেওয়া উচিত, যাতে তাদের সালটিও উপকারী হয় এবং তারা সব ধরণের প্রান্তিকতা থেকেও মুক্ত থাকে।

কম সময়ে সব দরসী কিতাব মুতালাআ

৩০. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি একজন মেশকাত জামাআতের ছাত্র। আরবী শরাহ মোটামুটি বুঝি; কিন্তু দরসের পর সমস্ত কিতাব দ্বিতীয়বার পড়া এবং সামনের

Free © www.eelm.weebly.com

সবক মুতালাআ করা খুব কমই হয়ে থাকে। তাই আমার আবেদন, আমি কী করে অল্প সময়ে সবগুলো কিতাব পড়া ও মুতালাআ করতে পারব?

উত্তর ঃ (ক) এর সম্পর্ক দুটি জিনিসের সাথে। দ্রুত বোঝার যোগ্যতা এবং সময়ে বরকত হওয়া। দ্রুত কিতাব বোঝার যোগ্যতা কিতাবী ইস্তেদাদের উপর নির্ভরশীল। কিতাব বোঝার প্রাথমিক শর্তগুলো অর্জিত হওয়ার পর মুতালাআ ও মুযাকারার আধিক্যই এর সবচেয়ে বড় সহায়ক। আর সময়ে বরকত হওয়ার জন্য তাকওয়া, তাহারাত এবং অধিক ফযীলত সম্পন্ন সহজ নেকীর কাজসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া– যাতে বেশি সময় খরচ হয় না– খুব দরকার। এছাড়া প্রকৃতিগত মেধা ও যোগ্যতারও কিছুটা দখল এখানে আছে। যাহোক, এটা জরুরি নয় যে, মানুষ একদিনেই দ্রুত মুতালাআর যোগ্য হয়ে যাবে। মুতালাআ যত বাড়বে দ্রুততাও তত আসবে। এর আগ পর্যন্ত কোথাও 'তারজীহ' আর কোথাও 'তাতবীক'-এর পথ অবলম্বন করুন। অর্থাৎ তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা কিতাবসমূহের মুতালাআ আগে করুন এবং ভালভাবে করুন। এরপর সময়ে না কুলালে অন্য বিষয়ের মুতালাআ হালকাভাবে করে নিন।

مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

মেশকাতের বাংলা অনুবাদ ও অনুবাদক প্রসঙ্গ

৩১. প্রশ্ন ঃ (খ) মেশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদক কে? এবং এই বাংলা অনুবাদটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য? আশা করি জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ (খ) মেশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ অনুবাদটি মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহ.) কৃত; যিনি নিকট অতীতের একজন প্রসিদ্ধ ও মুহাক্কিক আলেম ছিলেন। এই অনুবাদটি থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ আমার হয়নি, তবে যে আহলে ইলমগণ তা পড়েছেন তাঁরা আমাকে বলেছেন যে, অনুবাদটি সামগ্রিক বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য।

মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষার পথ ও পদ্ধতি

৩২. প্রশ্ন ঃ বর্তমান যুগে মেয়েদের দ্বীনী শিক্ষা বা উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? এবং এ শিক্ষা লাভের পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত? অধুনা আমাদের দেশে উলামায়ে কেরামের একটি দল তাদের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে গড়ে তুলেছেন মহিলা মাদরাসা। দিন দিন এসব মাদরাসার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Free © www.eilm.weebly.com

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, মুহতারাম উলামায়ে কেরামের এক বৃহৎ অংশ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করছেন এবং রীতিমত মানুষকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছেন। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ মুফতী সাহেব মহোদয়ের সুচিন্তিত অভিমত কামনা করছি।

উত্তর ঃ এই বিষয়টি শুধু ফতওয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়ার নয়। এ ব্যাপারে ফতওয়া কী তাতো সবাই জানে। এখন যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হল, এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরামের মনোযোগ দান। তাঁরা এমন কিছু অনাবাসিক আদর্শ মহিলা মাদরাসা স্থাপন করবেন, যাতে সকল শর্ত ও আদবের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখা হবে। সকল শিক্ষকই যোগ্য ও দ্বীনদার মহিলা হবে। পুরুষ শিক্ষক যারা ওই শিক্ষিকাদের কারো মাহরাম হবেন তারা কেবল বাইরের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি দেখবেন। পাশাপাশি মাদরাসার সকল ব্যবস্থাপনা উন্নত থেকে উন্নততর হবে। মনোযোগ দেওয়া হলে বিষয়টি মোটেই অসম্ভব কিছু নয়।

ফেকহী মাসায়িল নিছবত ও দলীল

৩৩. প্রশ্ন ঃ হানাফী মাযহাবের কোন কোন মাসআলা সরাসরি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত এবং তিনি প্রতিটি মাসআলার স্বপক্ষে কী কী দলীল বা হাদীস পেশ করেছেন– এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানার জন্য কী উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে এবং কী কী কিতাব মুতালাআ করা যেতে পারে? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ এর জন্য আইম্মায়ে মাযহাব এবং মুতাকাদ্দিমীনের কিতাবসমূহের শরণাপন্ন হতে হবে।

যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর হাদীস সংকলন 'কিতাবুল আসার', যার একাধিক 'নুসখা' মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর বর্ণনাকৃত 'নুসখা' দুটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রহ.)-এর বর্ণনাকৃত নুসখাটির ব্যাপারে শুনেছি যে, তা বাগদাদের মাকতাবায়ে তালআত এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে অমুদ্রিত রূপে আছে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.)-এর একাধিক হাদীস বিষয়ক রচনা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান, বরং মুদ্রিত অবস্থায় আছে। যথা কিতাবুল খারাজ, কিতাবুর রাদ্দি আলা সিয়ারিল আওযায়ী, কিতাবু ইখতিলাফি ইবনি আবী লাইলা ওয়া আবী হানীফা, কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনা, মুয়াত্তা মুহাম্মদ ইত্যাদি।

Free @ www.eilm.weebly.com

'জাহেরে রেওয়ায়াত'-এর ছয় কিতাব, যা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে শুহরত ও ইসতিফাযার মাধ্যমে বর্ণিত মাসায়েলের একটি বড় ভাণ্ডার। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) সেসব মাসায়েল ইমাম সাহেব থেকে সরাসরি বা তাঁর প্রবীণ শাগরিদগণের নিকট থেকে গ্রহণ করেন বা ইমাম সাহেবের ফিকহী মজলিসের দস্তাবেজসমূহের উপর নির্ভর করে উল্লেখ করেছেন। সেই ছয় কিতাবের কয়েকটি কিতাবই মুদ্রিত আছে।

আল-জামিউস সাগীর, আল্লামা লাখনোভী (রহ.)-এর টীকা এবং অত্যন্ত উপকারী ও তথ্যবহুল দীর্ঘ ভূমিকা 'আন্নাফিউল কাবীর লিমান ইউতালিউল জামিইস সাগীর'সহ বহু দিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে। 'আল-জামিউল কবীর' মুকাম্মাল এবং পাঁচ খণ্ডে 'কিতাবুল আসল'-এর একাংশ মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী (রহ.) [১৩৯৪ হিজরী]-এর তাহকীক সহ বেশ কিছু দিন আগে মিশর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

'আস-সিয়ারুল কাবীর'-এর মূল কিতাবটি যদিও আমার জানা মতে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়নি; কিন্তু ইমাম সারাখসী (রহ.)-এর 'শারহুস সিয়ারিল কাবীর'-এর মধ্যে– যার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে; একীভূত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। একই অবস্থা 'কিতাবুয যিয়াদাত'-এরও। এটি শরহুয যিয়াদাত লি-কাযীখান'-এর মধ্যে একীভূত অবস্থায় ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 'যিয়াদাতুয যিয়াদাত'ও কোন একটি শরহের মধ্যে একীভূত অবস্থায় এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

আয়িম্মায়ে সালাসা'-এর পরে তাঁদের শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য, তাদের শিষ্য– যাঁদের অধিকাংশই হাদীস ও ফিকহ উভয় বিষয়ে ইমাম ছিলেন, তাঁদের রচনাবলীর বিশাল অংশ মুদ্রিত বা অমুদ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। যার আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই। কেননা উদ্দেশ্য তো কেবল মনোযোগটা এদিকে ধাবিত করা। আপনি ওই সব কিতাবের নাম জানার জন্য হাজী খলীফা (মৃ. ১০৬৫ হিজরী)-এর 'কাশফুয যুনূন আন-আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন' কিতাবটির উপর দ্রুত একটা নজর বুলিয়ে যেতে পারেন। এছাড়া আবদুল কাদের কুরাশী (মৃ. ৭৭৫ হিজরী)-এর 'আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ' বা অন্তত আল্লামা লাখনোভী (রহ.) [মৃ. ১৩০৪ হিজরী)-এর 'আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ ফী-তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ' পড়ে নিতে পারেন।

Free © www.e-ilm.weebly.com

ওই সব কিতাবের কোনটি মুদ্রিত আর কোনটি অমুদ্রিত ও কোন কুতুবখানায় রয়েছে– এ ব্যাপারে জানতে হলে مخطوطات ও مطبوعات এর فهارس সম্বলিত কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে। এর চেয়েও সহজ হল আরবী কিতাবসমূহের অধুনা সম্পাদনার রীতি অনুযায়ী সম্পাদিত ও প্রকাশিত কিতাবসমূহের শেষাংশে যে বিভিন্ন ধরনের ইনডেক্স থাকে সে ধরণের সম্পাদনাকৃত ফিকহের কোন নতুন বা পুরাতন কিতাবের তথ্যসূত্র অংশটি মনোযোগের সাথে পড়ে নেওয়া যেতে পারে। এতে বহু রচনাবলীর প্রকাশকাল, প্রকাশস্থান এবং গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপির সন্ধানও পাওয়া যাবে। এসব কথা এজন্যই আরজ করছি যে, মুতালাআ ও তাহকীকের সর্বপ্রথম সিঁড়ি হল কিতাবসমূহের পরিচিতি এবং তার প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা।

এই সংক্ষিপ্ত আরজের পর এবার কিছু জানা শোনা ও প্রসিদ্ধ কথা কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলোচনা করছি–

(ক) ফিকহে হানাফীতে 'মুতূন' এবং 'মুখতাসার'-এর শিরোনামে যেসব কিতাব সংকলিত হয়েছে সেসবে সাধারণত জাহেরে রেওয়ায়াত-এর মাসায়েলই উল্লেখ করা হয়। এজন্য সেসব মাসায়েলের মধ্যে যেগুলো কোন ইখতিলাফের উল্লেখ ছাড়া বর্ণিত হবে তার অধিকাংশ ইমাম সাহেব থেকেই বর্ণিত। কোথাও যদি এর ব্যতিক্রম হয় তবে তার বিবরণ 'আশশুরূহ' শিরোনামে লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে থাকবে। এ বিষয়ে 'আল-জামিউস সাগীর', 'মুখতাসারুল কারখী' ও 'মুখতাসারুত তাহাবী'-এর শুরূহ যা ইস্তাম্বুল ও মিসরের কুতুবখানায় মাখতূত (অমুদ্রিত) রূপে আছে এবং মাবসূতে সারাখসী, হেদায়া ও বাদায়িউস সানায়ে-এর কার্যকারিতা অনেক বেশি। শেষোক্ত তিনটি কিতাব মুদ্রিত ও সহজলভ্য।

ইমাম রযীউদ্দীন সারাখসী রহ. (মৃ. ৫৭১ হিজরী)-এর 'আল-মুহীতুর রেযাবী', যার মাখতূত হায়দারাবাদ দাক্ষিণ্যাত্যের আসাফিয়াতে রয়েছে, তা থেকেও এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কেননা এ কিতাবটিতে জাহেরে রেওয়ায়াত, রেওয়ায়াতে নাদেরাহ এবং ফাতাওয়ায়ে মাশায়েখের মধ্যে পার্থক্য করার বিশেষ ইহতেমাম করা হয়েছে। প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) অন্যান্য ফিকহী মাযহাবের মত হানাফী মাযহাবেও অনেক মাসায়েল এমন আছে যা সরাসরি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত নয়; বরং সেগুলো পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম (আসহাবুত তাখরীজ ও মুজতাহিদ ফিল

Free @ www.eitiwee.ly.com

মাসায়েল) ইমাম সাহেবের উসূল ও কাওয়ায়েদের আলোকে ইস্তিখরাজ করেছেন। এ ধরনের মাসায়েল ফিকহে হানাফীর অংশ তো বটেই, কিন্তু এগুলোকে সরাসরি ইমাম সাহেবের বক্তব্য বলা যায় না। যদি কোন কিতাবে ভুলক্রমে তাকে সরাসরি ইমাম সাহেবের বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করা হয়, অন্য কিতাবে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ যদি কোথাও কোন মাসআলা ইসতিখরাজ করতে কোন ফকীহের ভুল হয়ে থাকে তবে অন্য কিতাবে অন্য ফকীহের বরাতে তা ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

(গ) তথ্যসূত্রের স্বল্পতার কারণে কোন মাসআলার ব্যাপারে আমাদের এই তাহকীক যদি সম্ভব না হয় যে, বাস্তবেই তা সরাসরি ইমাম সাহেবের সিদ্ধান্ত, না তাঁর নীতিমালার আলোকে বের করা হয়েছে তাহলেও চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা মাসআলাটির উপরে আমল করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তা ফিকহে হানাফীর 'মুফতাবিহী' মাসআলা, যা কোন না কোন শরয়ী দলীলের মাধ্যমেই প্রমাণিত।

(ঘ) অনুরূপ কিতাবাদির অভাবে কোন ক্ষেত্রে যদি এই তাহকীক সম্ভব না হয় যে, এই মাসআলাটিতে ইমাম সাহেব কী দলীল পেশ করেছেন এবং কীভাবে তা দ্বারা মাসআলাটি প্রমাণ করেছেন তাহলেও ভাবনার কিছু নেই। কেননা দেখার বিষয় হল মাসআলাটি দলীলে শরয়ী দ্বারা প্রমাণিত কি না। প্রমাণিত হলে সেই বিশেষ দলীল– যা দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মাসআলাকে প্রমাণ করেছেন, তা যদি আমাদের তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে জানা নাও থাকে তাতে এমন কী অসুবিধা? আর ফিকহে হানাফীর মাসআলাসমূহের শরয়ী দলীল-প্রমাণের আলোচনার জন্য তো আলহামদুলিল্লাহ শত শত কিতাব লিপিবদ্ধ হয়েছে। এসব কিতাবের মধ্যে মুতাকাদ্দিমীন (পূর্বসূরী) ফকীহগণের কিতাব মুতালাআ করলেই আপনারা সমস্যার যথেষ্ট সমাধান হয়ে যাবে। তবে একটি বিষয় জরুরি তা হল, প্রতি যুগের লেখকদের মেজাজ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি থাকা। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার আলোচনা সম্ভব নয়।

'কুত্বী', 'মায়বুযী' ইত্যাদি পড়া ব্যতীত হক্কানী রব্বানী আলেম হওয়া যাবে কী

৩৪. প্রশ্ন ঃ আমার মনে বহু দিন থেকে একটি প্রশ্ন জাগছে, যার সমাধান আজ পর্যন্ত কারো কাছে পাইনি। আশা করি আপনাদের কাছে পাব। প্রশ্ন হল, কোন ব্যক্তি আলেমে হক্কানী ও রাব্বানী হওয়ার জন্য কী কী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা জরুরি। কেউ কেউ বলে যে,

Free@www.e-iqra.weebly.com

قطبی، سلم العلوم، میبذی، صدرا، شمس بازغہ، ہدایۃ الحکمۃ

এ ধরণের কিতাবদি না পড়লে হক্কানী ও রাব্বানী আলেম হওয়া যায় না। আবার কেউ কেউ বলে যে, বর্তমান যুগে এগুলোর অধ্যয়ন প্রয়োজন নেই। আসলে বিষয়টা কী? যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে আমাদের আসাতেযা ও আসলাফ কেন এ কিতাবগুলো গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের উত্তরে আমি কেবল আমার আকাবিরের উক্তিই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেন, "মানতেক খুবই প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়। কিন্তু প্রয়োজন পূরণের জন্য 'কুতবী' পর্যন্ত বুঝে-শুনে পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট। মোল্লা হাসান ও হামদুল্লাহর কী প্রয়োজন? বরং একটি ছোট পুস্তিকাও মানতেক শিখার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। جعل بسیط এবং جعل مرکب মানতেকের মাসআলা নয়; ফালসাফার মাসআলা। এই আলোচনাকে অযথা ইলমে মানতেক এবং মানতেকের কিতাবসমূহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরণের আরো অনেক ফালসাফার মাসআলা মানতেকের কিতাবসমূহে ঠেঁসে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সব মাসআলার জন্যই মুদাররিস এবং তালাবা সেই সব কিতাব পড়ে এবং পড়ান। অথচ ফালসাফা প্রয়োজনের বাইরের একটি বিষয়।" (উলূম ও ফুনূন আওর নেসাবে তালীম, ইফাদাতে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী, সংকলন– মুফতী যায়েদ মাজাহেরী নাদভী ১০২)

মুহাদ্দিসুল আসর হযরত মাওলানা ইউসুফ বানূরী (রহ.) বলেন, "মোটকথা পুরাতন অনেক কিতাবেরই পরিবর্তন দরকার এবং মুতাআখখিরীনের (পরবর্তীদের) কিতাবের পরিবর্তে মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী উলামা)-এর রচনা ভাণ্ডারেই তার উত্তম বিকল্প রয়েছে। মানতেক, কাদীম ফালসাফা, কাদীম ইলমে কালাম ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি ধারণাই যথেষ্ট এবং স্পষ্টভাবে কেবল কাওয়ায়েদ ও পরিভাষাসমূহ জেনে নিলেই হবে। আর সে সবের স্থান পূরণের জন্য আধুনিক ইলমে কালাম, আধুনিক ইলমে হাইআত, জ্যামিতি, অংকশাস্ত্র ও অর্থনীতি নেসাবভুক্ত করা উচিত। এই অর্ধ-শতাব্দীতে উপরোক্ত শাস্ত্রসমূহের রচনাবলীর এক ভাল সংগ্রহ আরবী ভাষায় এসে গেছে। কিছু ভাল কিতাব উর্দূতে অনূদিত হয়েছে। সেগুলোকে নেসাবভুক্ত করা উচিত। উপরোক্ত পরিবর্তন এজন্য নয় যে, প্রচলিত নেসাব নিজ যুগে উপযুক্ত ছিল না; বরং এজন্য যে, এখন সময়ের চাহিদা পরিবর্তিত হয়ে গেছে।"

(ইলমী আওর মুতালাআতী যিন্দেগী, মাওলানা আবদুল কাইয়ুম হক্কানী ১০৫, ৯৪)

Free © www.eilm.weebly.com

উপরোক্ত দুজন মনীষীর বক্তব্যের মধ্যে আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। আরো জানতে চাইলে যে কিতাব দুটি থেকে তাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল তা পড়ে নিন। তবে একটি জরুরি কথা মনে রাখবেন, যদি আপনার মাদরাসায় এই সব কিতাব নিসাবভুক্ত হয় তবে আপনার জন্য মাদরাসার নিয়ম মেনে চলা জরুরি। কেননা এসব কিতাব পড়ার পেছনেও তো যুক্তি-প্রমাণ আছে। অন্তত এতটুকু উপকার তো আছে যে, আগেকার যুগের যুক্তি ও প্রমাণদান পদ্ধতির এবং সে যুগের ফালসাফার সাথে পরিচয় ঘটবে। এটাতো কোন মন্দ বিষয় নয়। হাঁ, মাদরাসার ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন তাদের দায়িত্ব হল, অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দিকে আগে নজর দেওয়া আর আপনার কাজ হল মাদরাসার নিয়ম মেনে চলা।

فعول এর অর্থ নির্ণয়ে সমস্যা

৩৫. প্রশ্ন ঃ فعول ওযনটি 'মুবালাগা' ও 'সিফাতে মুশাব্বাহা' উভয়ের জন্যই আসে। প্রশ্ন হল 'জুমলা'-এর মধ্যে فعول শব্দটি আসলে কীভাবে পার্থক্য করা হবে যে, এটি 'মুবালাগা', না 'সিফাতে মুশাব্বাহা'। বিশেষত যখন উভয়টির সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে 'মুবালাগা' ব্যবহার হতে পারে? যদি ব্যবহার না হয় তাহলে কি এটিকে 'সিফাতে মুশাব্বাহা'-এর অর্থে ধরা হবে?

উত্তর ঃ (ক) প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে আমি 'নাহু' ও 'বালাগাত' বিষয়ে পারদর্শী কতিপয় আলেমের সাথে পরামর্শ করেছি। তাদের প্রত্যেকের মূল বক্তব্য ছিল, এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কোন কানুন নেই। বরং এটি বাক্যের পূর্বাপর অবস্থাভেদে নির্ণয় করতে হবে। 'কারীনায়ে হালিয়া' অথবা 'কারীনায়ে মাকালিয়া'-এর ভিত্তিতে فعول কোথায় 'মুবালাগা' আর কোথায় 'সিফাতে মুশাব্বাহা'-এর অর্থ দিচ্ছে তা নির্ণয় করতে হবে।

সাথে সাথে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যে সকল স্থানে ইবারতের পূর্বাপর অবস্থার ভিত্তিতে কোন একদিক নির্ধারণ করা যাচ্ছে না এবং আলোচিত মাসআলায়ও এর কোন বিশেষ প্রভাব পড়ছে না তাহলে এ ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে অনেক বেশি পেরেশানীর প্রয়োজন নেই।

(খ) আল্লাহ তাআলার জন্য 'মুবালাগা'-এর শব্দ ব্যবহার হতে পারে না এমন কথা আমি পাইনি। তবে আল্লাহ তাআলার জন্য 'মুবালাগা'-এর শব্দ হাকীকীত অর্থে ব্যবহার করা হয়। মাজাযী (রূপক) অর্থে নয় এবং 'আসমায়ে হুসনা'-এর মধ্যে فعول শব্দ কাঠামোর নামগুলোতে دوام ও مبالغة এক সঙ্গে

দুই অর্থই তো হতে পারে। সামনে সুযোগ হলে এ বিষয়ে আরো তাহকীক করা যেতে পারে।

Free © www.e-ilm.weebly.com

ছেলেকে মাদরাসায় দিতে চাই, কিন্তু ওখানে যে বাংলা-ইংরেজী নেই!

৩৬. প্রশ্ন ঃ আমার পাঁচ বছরের একটি ছেলে আছে। নাম সাঈদ। আমি তাকে মাদরাসায় দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু মাদরাসায় তো বাংলা, ইংরেজি, অংক ভালভাবে পড়ানো হয় না। তাই তিন বছর তাকে বাংলা স্কুলে পড়ানোর পর মাদরাসায় দিব। তাকে ভবিষ্যতে কীভাবে একজন নায়েবে রাসূল হিসেবে গড়ে তুলতে পারি– এ ব্যাপারে আপনাদের সুপরামর্শের অপেক্ষায় থাকলাম।

উত্তর ঃ কথাটা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। কোন কোন মাদরাসায় অনেক স্কুল থেকেও ভালভাবে বাংলা, অংক, ইংরেজি পড়ানো হয়। তাই শুধু এজন্য ছেলেকে স্কুলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার সন্তানের পড়াশোনা ও তরবিয়তের জন্য স্থানীয় কোন সচেতন আলেমকে আপনার পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন।

হেদায়ায় 'মুফতাবিহী কওল' নির্ণয়ে সমস্যা

৩৭. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি হেদায়া পড়ি। এর মধ্যে যত মাসআলা আছে প্রায় সবগুলোতেই ইমামদের ইখতিলাফ রয়েছে। কোন মাসআলার উপর ফতওয়া বা কোনটি আমলযোগ্য তা শতকরা ৫ ভাগ মাসআলায় উল্লেখ আছে, বাকিগুলোতে নেই। এক্ষেত্রে কী করণীয়? কীভাবে আমলযোগ্য মত নির্ণয় করা যাবে? জানালে অতি উপকৃত হব। কারণ দাওরা ফারেগ হয়ে হয়ত সকলের পক্ষে ইফতা পড়া সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও যত মাসআলা পড়া হয়েছে সবগুলোর ফতওয়া হয়ত জানা হবে না।

উত্তর ঃ (ক) হেদায়ার লেখক নিজেও 'আসহাবুত তারজীহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি সাধারণত প্রত্যেক মাসআলারই দলীল উল্লেখ করে থাকেন। তাঁর দলীল উপস্থাপনার ভঙ্গি এবং দলীলসমূহের তুলনামূলক আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় তিনি কোন মতটিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। তাই সুস্পষ্টভাবে 'মুফতাবিহী' কওলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তেমন সমস্যার কিছু নেই। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হেদায়া লেখকের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, তিনি অধিক উপযুক্ত মতটির দলীল এবং এর বিপরীত ভিন্ন মতটির দলীলের জবাব পরে উল্লেখ করেন; তা

Free @ www.eilm.weebly.com

হলে অধিক উপযুক্ত মত নির্ণয়ের জন্যে এটি একটি আলামত বিশেষ। কোন কোন ক্ষেত্রে 'মুফতাবিহী' ছাড়া অন্য মতকেও তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। এজন্য হেদায়ার শরাহসমূহ যথা ফাতহুল কাদীর, আলবিনায়া এবং পরবর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে আল বাহরুর রায়েক, রদ্দুল মুহতার ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া জরুরি। আর যে তালেবে ইলম হেদায়া পড়ার যোগ্য তার মধ্যে অবশ্যই এসব কিতাব পড়ার যোগ্যতা এবং আগ্রহ থাকবে।

এ কিতাবগুলো তাখাসসুস ফিল ইফতা এর নেসাবের নয়; দাওরায়ে হাদীসের আগেই এ কিতাবগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। তাখাসসুসের সিলেবাসে এ কিতাবগুলো থাকলেও তা থাকে উসূল, কাওয়ায়েদ, দালায়েল ও ইলালের ব্যাপারে পরিপক্কতা অর্জনের জন্য। এটা ভিন্ন কথা যে, ইলমের অবনতির কারণে এখন তাখাসসু আর তাখাসসুস থাকেনি।

আমাদের আকাবিরের পরামর্শও এই যে, হেদায়া পাঠদানকারী শিক্ষকগণ উপরোক্ত কিতাবসমূহ এবং এ ধরনের কিতাব তাঁদের মুতালাআয় রাখবেন; যাতে তাঁরা ছাত্রদের এ ব্যাপারে পথ-নির্দেশনা দিতে পারেন।

'মুফতাবিহী' মত নির্ধারণে একটি উসুল

৩৮. প্রশ্ন ঃ (খ) একটা কথা শুনেছি যে, 'আহকাম'-এর ক্ষেত্রে 'সাহেবাইন' -এর মতের উপর ফতওয়া আর ইবাদতের ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর 'কওল'-এর উপর ফতওয়া। কথাটি কতটুকু সত্য? জানালে উপকৃত হব অথবা এ ধরনের কোন কায়েদা থাকলে জানতে চাই।

উত্তর ঃ (খ) পূর্ণ বক্তব্যটি এরূপ– ইবাদত সংক্রান্ত মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাধারণত ইমাম সাহেবের মতানুযায়ী ফতওয়া হয়। শাহাদাত ও কাযা (সাক্ষ্য ও বিচার) সংক্রান্ত মাসায়েলে কাযী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতানুযায়ী এবং যাবিল আরহাম (আত্মীয়তার সম্পর্ক) বিষয়ক মাসায়েলে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত অনুসারে ফতওয়া হয়। (রদ্দুল মুহতার ১/৭১ মুকাদ্দিমা অংশ)

কিন্তু এটা কোন কায়েদায়ে কুল্লিয়া তথা সর্বক্ষেত্রে শর্তহীনভাবে প্রযোজ্য কোন মূলনীতি তো নয়ই; বরং প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করলে এটিকে কোন কায়েদা বলাও মুশকিল, তাই ফিকহ-ফতওয়ার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির সাহায্য নেওয়া যেগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তারিত ও দলীল-প্রমাণ সমৃদ্ধ আলোচনা রয়েছে এবং এই শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়ার কোন বিকল্প নেই। আপনি এ ধরনের আরো কোন নীতি থাকলে তা উল্লেখ করার অনুরোধ

Free @ www.e-iqra.weebly.com

করেছেন। এ ধরনের আরো বেশ কিছু নীতি আছে; কিন্তু কোনটাই 'কুল্লিয়া' নয়। সেসব মূলনীতি সম্পর্কে জানতে হলে আপনি 'রাসমুল মুফতী' বিষয়ক কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে পারেন যেমন, শারহু উকূদি রাসমিল মুফতী, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) বা উসূলুল ইফতা, আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম।

নুখবা'র সাথে মুতালাআর উপযোগী ক'টি কিতাব

৩৯. প্রশ্ন ঃ আমি মেশকাত জামাআতের একজন ছাত্র। আমাদের দরসে উসূলে হাদীস সম্পর্কিত একখানা কিতাব (নুখবাতুল ফিকার) রয়েছে। যেহেতু এ বছর হাদীস পড়ছি এবং আগামী বছরও পড়ব ইনশাআল্লাহ, তাই আমি উসূলে হাদীস সংক্রান্ত আর কি কিতাব মুতালাআ করতে পারি– এ বিষয়ে আমাকে অবগত করলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর ঃ যদি সংক্ষিপ্ত কোন কিতাব মুতালাআ করতে চান তবে مقدمه ابن الصلاح পড়তে পারেন। কিছুটা বিস্তারিত পড়তে চাইলে تدريب الراوي পড়ুন। কিন্তু امام ابن ماجه এবং ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه اور علم حديث অবশ্যই মুতালাআ করে নিবেন। এসব মুতালাআর পরও যদি কিছু সময় থাকে তাহলে كشف الأسرار شرح أصول البزدوي কিতাবের সুন্নাহ অংশটুকু পড়ে নিবেন।

ফিকহে 'মাহারাত' অর্জনে করণীয়

৪০. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি দাওরায়ে হাদীস পড়ার পর দারুল ইফতায়ও এক বছর সময় দিয়েছি; কিন্তু এত অল্প সময়ে ফতওয়ার নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবই মুতালাআ করে শেষ করতে পারিনি এবং প্রচুর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ইলমে ফিকহে তেমন কোন 'মাহারাত' ও যোগ্যতা হাসিল করতে পারিনি। তাই হুযুরের খেদমতে জানতে চাই, কীভাবে এবং কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমি ইলমে ফিকহে পূর্ণ 'মাহারাত' হাসিল করতে পারব।

উত্তর ঃ (ক) এজন্যে আপনাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে। যথা–

১. ফিকহের কোন কিতাবের দরস দান। এই দরসকে কেন্দ্র করে আপনি ফিকহ ও ফতওয়া বিষয়ক অধ্যয়ন ও তাহকীকের ধারা শুরু করতে পারেন। ছাত্রদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুসারেই পড়াবেন। কিন্তু আপনি নিজে মুতালাআ

Free @ www.eilm.weebly.com

ও তাহকীক এমনভাবে জারি রাখুন, যেন আপনি ফিকহের একদম শীর্ষস্থানীয় কোন কিতাবের বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ সমৃদ্ধ কোন কিতাব রচনায় হাত দিয়েছেন এবং সে জন্যে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান করছেন, যতগুলো অস্পষ্ট ও জটিল বিষয় আছে সবগুলো একটি একটি করে 'হল' করতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন।

২. ফিকহ বিষয়ে পারদর্শী কোন ব্যক্তিত্বের পরামর্শ ও পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক মুতালাআ শুরু করুন। ফিকহের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্য থেকে তুলনামূলক বেশি জরুরি কিছু বিষয় নির্বাচন করুন এবং প্রত্যেক বিষয়ে সহজ, তাহকীকপূর্ণ, প্রাচীন ও আধুনিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব নির্বাচন করুন, এরপর গুরুত্বের পর্যায়ক্রমে বা সময়ের প্রয়োজন অনুসারে সেগুলো মনোযোগের সাথে গভীরভাবে মুতালাআ করতে থাকুন। মুতালাআ চলাকালীন কোন জটিল বিষয়ের মুখোমুখি হলে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নোট করতে থাকুন।

৩. কোন ফতওয়া-বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন ফতওয়া লেখার অনুশীলন করুন।

৪. যদি রচনা ও সংকলনের অভ্যাস থাকে তাহলে ফিকহের প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের উপর বর্তমান সময়ের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী কিতাবাদি রচনার কাজও করতে পারেন। তবে ফিকহ ও ফতওয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন আলেমকে দেখিয়ে অবশ্যই আপনার রচনাটিকে সংশোধন করে নিবেন।

৫. একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, ফিকহে ইসলামীর উৎসসমূহ মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করা। এ কাজের জন্য মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন হাকীম পড়ুন এবং এ সময় আহকামুল কুরআন বিষয়ক কোন কিতাব পাশে রাখুন। আহকাম বিষয়ক কোন হাদীসের কিতাব এবং দু চারটি শরহ, 'আসারে সাহাবা' বিষয়ক কোন কিতাব যথা মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক এবং ফুকাহায়ে কেরামের দলিলাদী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা সমৃদ্ধ কোন কিতাব যথা ইবনে আবদুল বার (রহ.)-এর তামহীদ, তাহাবী (রহ.)-এর শরহু মাআনিল আসার ইত্যাদি অধ্যয়ন উপকারী হবে।

উপরোক্ত কাজগুলো সব এক দিনেই শুরু করতে হবে তা জরুরি নয়, আবার সবার জন্য সব কাজ উপযোগী নাও হতে পারে; তাই ফিকহ ও ফতওয়ায় পারদর্শী কোন ব্যক্তিকে নিজের অবস্থা জানিয়ে পরামর্শ নেওয়াই হবে সবচেয়ে উপকারী।

Free ® www.eilm.weebly.com

সম-সাময়িক মাসায়েলের উপর রচিত কিতাব

৪১. প্রশ্ন ঃ (খ) এমন কয়েকটি ফতওয়ার কিতাবের নাম জানতে চাই, যেগুলোতে আধুনিক মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান পাওয়া যায় এবং যেসব কিতাব মুতালাআ করা আমার জন্য জরুরি সেসব কিতাবের নাম বলে দিবেন বলে আশা করি।

উত্তর ঃ (খ) সম-সাময়িক মাসায়েলের জন্য আপনি জিদ্দাহ ফিকহ একাডেমির প্রবন্ধ ও প্রস্তাবনাসমূহ অধ্যয়ন তালিকায় রাখতে পারেন। শায়খ আমীন দরীর, শায়খ আলী আল খাফীফ এবং শায়খ আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহর কিতাবসমূহ সামনে রাখতে পারেন। আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর ফিকহী মাকালাত এবং অর্থনীতির উপর তাঁর অন্যান্য কিতাবাদি মনোযোগের সাথে বার বার মুতালাআ করুন। হিন্দুস্তানের কাযী মুজাহিদুল ইসলাম (রহ.)-এর ফিকহী খেদমতসমূহ থেকেও উপকৃত হতে পারেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফিকহ একাডেমি অনেক বড় কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। তবে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, নতুন ও আধুনিক বিষয়াদিতে কোন একজন ব্যক্তির তাহকীক ও গবেষণার উপর নির্ভর করে ফতওয়া দেওয়া ঠিক নয়, অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাথেও পরামর্শ করা উচিত এবং যথাসম্ভব বিশেষজ্ঞের তাহকীক সামনে রাখা উচিত।

হাদীসের কিতাবসমূহের 'দ্বিতীয়' খণ্ড দরস দানের পদ্ধতি

৪২. প্রশ্ন ঃ আমি একজন শিক্ষক। এক মাদরাসায় তিরমিযী ২য় খণ্ড পড়াই। আর বলা বাহুল্য যে, তিরমিযী ২য় খণ্ড এমনকি হাদীসের কিতাবসমূহের দ্বিতীয় খণ্ডে তেমন কোন 'ইখতেলাফী মাসায়েল' ও দীর্ঘ তাকরীরের বিষয় নেই। তাই আমি শুধু ইবারত ও তরজমা করেই শেষ করে দেই। কিন্তু এতে তেমন কোন ফায়েদা হচ্ছে বলে মনে হয় না। কেননা তরজমা তো দাওরায়ে হাদীসের অধিকাংশ ছাত্ররা নিজেরাই করতে পারে।

তাই এখন জানার বিষয় হল, হাদীসের কিতাবের জিলদে সানী পড়ানোর মূল উদ্দেশ্য কী? শুধু ইবারত হল করাই, না অন্য কিছু? আর এ সমস্ত কিতাব কীভাবে পড়া ও পড়ানো দরকার? শুধু ইবারত ও তরজমা করে শেষ করে দেওয়া, নাকি অন্যভাবে পড়ানো? আশা করি এ বিষয়ে সুপরামর্শ দান করবেন।

উত্তর ঃ হাদীসের কিতাবসমূহ দরস দানের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যথা ঃ
(ক) طريق السرد (খ) طريق البحث (গ) طريق التعمق

Free@www.eilm.weebly.com

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে طريق السرد কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিয়ম অনুযায়ী এই রীতিই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশের নেসাব ও নেজামের কিছু দুর্বলতার কারণে পরবর্তী আকাবিরকে طريق السرد এর স্থলে طريق البحث কেই অবলম্বন করতে হয়েছে। শেষোক্ত রীতিটি অর্থাৎ طريق التعمق অর্থাৎ আকাবিরের অনুসৃত রীতি কখনো ছিল না। এটা পরবর্তী যুগের কতিপয় ব্যক্তিবর্গের অবলম্বিত পথ, যাদের না উসূলে ফিকহের জ্ঞান আছে, না কাওয়ায়েদে শরীয়তের, আর না মুতাকাদ্দিমীনের কিতাবসমূহের উপর তাদের দৃষ্টি আছে। হাদীসের দরস দানের ক্ষেত্রে এ ধরনের লাগামহীন তাকরীরের পথ অবলম্বন করা বাস্তবিক পক্ষে হাদীসের কিতাবসমূহের অসম্মান ছাড়া আর কিছু নয়।

طريق السرد এর সারকথা হল, কিতাবের কোন সহীহ নুসখা থেকে 'ইসনাদ' ও মতন শুদ্ধভাবে পড়া হবে। উস্তাদ নুসখাসমূহের ইখতিলাফ বর্ণনা করবেন, নাসিখ এবং মুদ্রণের ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সাবধান করবেন। কঠিন শব্দসমূহের অর্থ বলবেন। ছাত্রদের অবস্থা হিসেবে যদি পুরো হাদীসের অর্থ বলে দেয়ার প্রয়োজন হয় তবে হাদীসের মর্ম স্পষ্ট হয়ে যায় এমন অনুবাদও বলে দেওয়া উচিত। পাশাপাশি পঠিত হাদীসটিতে উম্মতের প্রতি কী কী বিষয় চাওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে সতর্ক করাও জরুরি। অন্যথায় আমলের কথা স্মরণ হয় না।

طريق البحث -এ আরো তিনটি বিষয় যোগ হবে। যথা ঃ প্রয়োজনের সময় আহলে-ফনের উদ্ধৃতিতে হাদীসের মান ও পর্যায় বর্ণনা করা; হাদীসের হেদায়াত ও নির্দেশনা বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের কাছে আলোচ্য হাদীসটির দাবি কি তা বর্ণনা করা। হাদীসটি 'ইলমে মুখতালিফিল হাদীসের' অন্তর্ভুক্ত হলে বেশি যুক্তি-তর্কে না গিয়ে ফিকহে হানাফীতে মাসআলাটির উৎস এবং আলোচ্য হাদীসটির ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের মতামতের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করা। হাদীসটির সম্পর্ক যদি 'ইলমে মুশকিলুল হাদীস'-এর সাথে হয় তাহলে হাদীসটির সর্বোত্তম ব্যাখ্যাটি পেশ করা, যা দ্বারা আপনা আপনি 'ইশকাল' দূর হয়ে যায়। এতে চতুর্থ আরেকটি বিষয় আছে, তা হল পঠিত হাদীসটি দ্বারা কোন সম-সাময়িক বিষয় বা সম-সাময়িক ফেতনার সহীহ খণ্ডন হলে সে ব্যাপারেও সতর্ক করা চাই। শরহ বা হাশিয়াসমূহে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করা হয়ে থাকুক বা না থাকুক।

Free © www.eilm.weebly.com

এটা طريق البحث -এর প্রথম স্তর। সাধারণ অবস্থায় এই রীতিটি অবলম্বন করা উচিত। طريق البحث এর দ্বিতীয় স্তর এর চেয়ে উন্নততর। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর দরস দান রীতিকে এর একটা নমুনা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই রীতিটি সাধারণ অবস্থায় কাম্য নয়, আর তা সবার পক্ষে সহজও নয়।

এখন আপনি সামান্য চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, তিরমিযী জিলদে সানী হোক বা অন্য কোন কিতাবের জিলদে সানী, অনেক স্থানেই طريق السرد এর উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী পড়ানো হয় না। আর এ কথাও ঠিক নয় যে, ছাত্ররা হাদীসের অর্থ নিজেরাই বুঝে নিবে। সুতরাং হাদীসের অর্থ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা অর্ধেক বোঝা প্রকৃত বোঝা নয়। তাছাড়া স্পষ্টভাবে মর্মার্থ প্রকাশ করে হাদীসের এমন অনুবাদ করতে পারার মশকও তো ছাত্রদের হওয়া উচিত। আর এই ধারণাও ঠিক নয় যে, ওই সব কিতাব طريق البحث এর নীতিমালা অনুযায়ী পড়ানোর পর্যাপ্ত তথ্য ও উপকরণ নেই। তথ্য ও উপকরণ অবশ্যই আছে; কিন্তু হয়তো বা ওই নির্দিষ্ট কিতাবটির শরহ ও হাশিয়াতে এক স্থানে সংকলিত নেই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি কাজ করতে হবে–

(ক) নির্দিষ্ট হাদীসটি বা তার সমার্থ হাদীস এমন কিতাব থেকে বের করে নেওয়া, যে কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। যেমন তিরমিযী জিলদে সানীর অনেক হাদীস সহীহ বুখারীতেও আছে আর সহীহ বুখারীর জন্য তো ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী ইত্যাদি শরহ আছে। আর কোন হাদীস যদি মুয়াত্তা মালিকে থাকে, তাহলে এর ব্যাখ্যা ও আলোচনার জন্য 'আত-তামহীদ' ও 'আল-ইসতিযকার'-এর মতো দীর্ঘ ও গভীর শরহ আছে। অথবা মিশকাতুল মাসাবীহ বা আল-জামেউস সাগীরেও যদি হাদীসটি থাকে তাহলে এসব কিতাবের শরহ যথা ঃ আল-মুয়াসসির, তীবী, মিরকাতুল মাফাতীহ এবং ফয়যুল কাদীরের সাহায্যে পর্যাপ্ত তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করা অতি সহজ।

(খ) লুগাতুল হাদীসের কিতাব যথা ঃ মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার (তাহের পাটনী) ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া। এ ব্যাপারে তাজুল আরূস, লিসানুল আরবও বড় কাজের জিনিস, যদিও তা লুগাতুল হাদীসের জন্য বিশেষভাবে লিখিত কিতাব নয়।

(গ) আলোচ্য হাদীসটির বিষয়বস্তু ও মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী ও সম-সাময়িক লেখকদের ওই সব কিতাবও মুতালাআ করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট

Free © www.eilm.weebly.com

বিষয়ে আয়াত, হাদীস ও আসারের উদ্ধৃতি সহ আলোচনা রয়েছে। এসব আলোচনা থেকে এক দিকে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে ধারণা স্পষ্ট হবে, অপর দিকে হাদীসটির শরহ বা শরহ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যও পাওয়া যাবে। যেমন যুহদ ও আখলাকের হাদীসসমূহের জন্য ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন এবং তার শরহ ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, মাওলানা থানভী (রহ.)-এর আত-তাকাশশুফ আন-মুহিম্মাতিত তাসাওউফ, আত-তাশাররুফ ফী আহাদীসিত তাসাওউফ, শরীয়ত ওয়া-তরীকত এবং বাসাইরে হাকীমুল উম্মত ইত্যাদি মুতালাআ করা যায়। অনুরূপ আদব সংক্রান্ত হাদীসসমূহের জন্য আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ এবং আবুল হাসান মাওয়ারদী-এর 'আদাবুদ দীন ওয়াদ দুনয়া', 'তিব' বা চিকিৎসা সংক্রান্ত হাদীসসমূহের জন্য ইবনুল কায়্যিম-এর 'যাদুল মাআদ'-এর সংশ্লিষ্ট অধ্যায় এবং নববী চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-বিষয়ক আধুনিক কিতাবাদি মুতালাআ করা যেতে পারে। বাদউল খালক, ফাযায়েল ও শামায়েলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহের জন্য আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর এবং সালেহী (রহ.)-এর সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ; কিতাবুত তাফসীরের হাদীসসমূহের জন্য তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি; অনুরূপ লেনদেন, রাষ্ট্র পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয়ের হাদীসের জন্য সেই বিষয়ের কিতাব খোঁজ করা উচিত। বেশি কিতাবা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে অন্তত নিম্নের কিতাবসমূহ গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ করা উচিত।

১. مجمع بحار الأنوار

২. القاموس الوحيد এবং المعجم الوسيط

৩. المغنى فى أسماء الرجال لطاهر الفتنى

৪. تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر

৫. اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين

৬. فيض القدير شرح الجامع الصغير

৭. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

৯. سبل الهدى والرشاد فى هدى خير العباد ، لمحمد بن يوسف الصالحى الشامى

Free@www.e-iqra.weebly.com

১০. تفسير القرآن العظيم لابن كثير

ইনশাআল্লাহ উপরোক্ত কিতাবসমূহের মাধ্যমে আপনার সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য ও নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

তাদরীসী যিন্দেগী যখন শুরু

৪৩. প্রশ্ন ঃ আমি দু'বছর আগে দাওরায়ে হাদীস পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ গত দু'বছর আত-তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীস-এ সময় লাগানোর সুযোগ হয়েছে। মুরুব্বীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাকে রমযানের পর দরসের খেদমতে নিয়োজিত হতে হবে।

তাই অধ্যাপনার জীবনে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে নিজের ইলমী-আমলী তারাক্কির পাশাপাশি ছাত্রদের তালীম-তরবিয়তের যথাযথ দায়িত্ব আদায়ে কীভাবে অগ্রগামী হতে হবে, সার্বিক বিষয়ে আপনার কাছে সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশনা কামনা করছি। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর ঃ এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। এ বিষয়ের জন্য আপনি দুটি কাজ করতে পারেন। (১) তালীম-তরবিয়তের রীতি ও নীতি বিষয়ক কিতাবাদি অধ্যয়ন। যথা ঃ

১. ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) [মৃত ৪৬৩ হিজরী]-এর جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله.

২. বদরুদ্দীন ইবনে জামাআ (রহ.) [মৃত ৭৩৩ হিজরী]-এর تذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم

৩. মাওলানা সিদ্দীক আহমদ বানদুভী (রহ.)-এর آداب المتعلمين

৪. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর طريقه تعليم وتربيت এবং

৫. মাওলানা রিয়াসত আলী নাদভীর اسلامى نظام تعليم প্রকাশনায়, দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড় ইত্যাদি।

(২) আসাতেযায়ে কেরাম বিশেষত নিজের তালীমী মুরব্বী এবং প্রবীণ অভিজ্ঞ আসাতেযা ও মুরব্বীগণের বিস্তারিত পরামর্শ গ্রহণ।

Free @ www.eilm.weebly.com

আমি বরকতের জন্য আমার আকাবিরের নিকট থেকে শোনা কিছু উসূল ও আদব শুধু এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে খুবই সংক্ষেপে পেশ করছি।

১. সর্বপ্রথম নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নিন এবং নতুন করে নিয়ত শুদ্ধ করুন।

২. একজন মুয়াল্লিম হিসেবে আপনি প্রথম মুয়াল্লিম হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত। আপনাকে এই স্থান ও দায়িত্বের মর্যাদা বুঝতে হবে। এর মান-মর্যাদাকে আহত করে এমন সব কথা, কাজ, আচরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। উন্নত আখলাক, সুন্দর সীরাত, পরিচ্ছন্ন সুরত এবং নববী আদর্শ গ্রহণের মধ্যে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্থানে আরোহন করার চেষ্টা করতে হবে।

৩. ইলম ও তাহকীকের ব্যাপারে অল্পেতুষ্টি, ভাসাদৃষ্টি এবং চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে। ইলম একটি আমানত এবং আপনি সেই আমানতের বাহক। তাই আপনাকে অবশ্যই তার হক আদায় করতে হবে। ইলম, আমল এবং প্রত্যেক ভাল বৈশিষ্ট্যের প্রতি উৎসাহী থাকতে হবে। ভাসাভাসা ধারণার পরিবর্তে তাফাক্কুহ ও গভীরতা অর্জনে প্রয়াসী হতে হবে। যেকোন কাজে 'চালিয়ে দেওয়া'র মানসিকতা পরিহার করে ধীরস্থিরভাবে সুচারুরূপে সম্পাদন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৪. শুধু নিয়ম পালন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদেরকে কোনভাবে বুঝ দেওয়া যায় মত কাজ করার মানসিকতা খুবই নিন্দনীয়। এটি সব সময় পরিহার করে চলবেন এবং যিম্মাদারি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবেন।

৫. মাদরাসার সময়, মাদরাসার সম্পদ এবং মাদরাসার পক্ষ থেকে দেওয়া দায়িত্বসমূহ এসব কিছুই আপনার কাছে আমানত এবং অতি ভারি আমানত। এই আমানতসমূহ আদায়ের ব্যাপারে অলসতা করবেন না। আল্লাহর কাছে এই সব আমানতের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবেন কিনা, এই চিন্তা সর্বদা অন্তরে তাজা রাখবেন। মনে রাখবেন, এখানে হুকুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদ উভয়ই রয়েছে। আবার নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির হক নয়, সমষ্টির হক। এখানে সামান্য অলসতাও অনেক বড় খেয়ানত।

এ প্রসঙ্গে আমানত আদায় করার গুরুত্ব এবং তাতে খেয়ানত করার ভয়াবহতা সম্পর্কে যে সব আয়াত ও হাদীস রয়েছে তা সর্বদা মনে রাখবেন এবং আকাবির ও আসলাফের জীবনীতে উল্লিখিত ঘটনাবলী বারবার অধ্যয়ন করবেন এবং তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে শায়খুল হাদীস

Free@www.eilm.weebly.com

মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর آپ بیتی অধ্যয়নে রাখবেন এবং তাতে উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সেই আকাবিরে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ব্যাপারে যত্নবান থাকবেন। চারদিকের অবহেলা ও অলসতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনি বরং পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবেন।

৬. সময়ের কদর করবেন এবং একটি মুহূর্তও যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। খালি ঘণ্টাসমূহ এবং দরসের বাইরের সময়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজে লাগাবেন। অর্থহীন বিষয়াদি এবং সাম্প্রতিক বিষয়াদির উপর ফায়েদাহীন পর্যালোচনা, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নিন্দা ও সমালোচনা এবং গীবত ও শেকায়েত সম্পূর্ণভাবে পরহেয করবেন। কেননা একজন মুদাররিসের জন্য এসব বিষয় প্রাণহারক বিষ সমতুল্য।

৭. প্রতি মৌসুমের জন্য নেযামুল আওকাত-রুটিন তৈরি করুন এবং গুরুত্বের সাথে তার পাবন্দী করতে থাকুন। নেযামুল আওকাতের অনুসরণ ছাড়া সময়ে বরকত হয় না এবং যিম্মাদারীর সাথে নিয়মিত দায়িত্বগুলো পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

নেযামুল আওকাতের একটি বিশেষ অংশ নিজের ব্যক্তিগত 'মামুলাত' এবং আখলাকের পরিশুদ্ধিমূলক কাজের জন্য রাখা উচিত। সাধারণ তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনার সাথে তেলাওয়াত, তাসবীহাত, এস্তেগফার, দরূদ, তাহাজ্জুদ এবং (সম্ভব না হলে শোয়ার আগে কিয়ামুল লাইলের নিয়তে দু'চার রাকাআত নফল নামায), আওয়াবীন, ইশরাক এবং সালাতুল হাজাত ইত্যাদি সকল বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময় থাকা উচিত। মাদরাসার পক্ষ থেকে এত দায়িত্ব কখনো গ্রহণ করবেন না যা পালন করতে গিয়ে আপনার পুরো সময় খরচ হয়ে যায় এবং নিজের ব্যক্তিগত আমলসমূহ করার আর সুযোগ পাওয়া যায় না।

৮. আগামী দরস অধ্যয়ন, দরসের প্রস্তুতি, আলোচ্য বিষয়ের উপস্থাপন সহজতর করার জন্য চিন্তা-ভাবনা, দরসের বাইরের সময়গুলোতে মাদরাসার নিয়ম-কানুনের মধ্যে থেকে যথাসম্ভব ছাত্রদের পড়াশোনায় সহযোগিতা, এসব হল আপনার মৌলিক কাজ। এরপর সময় পাওয়া গেলে তা দুই ধরনের অধ্যয়নে ব্যয় করবেন ঃ

ক. দায়েমী মুতালাআ বা নিয়মিত অধ্যয়ন। এ অধ্যয়নে তিন ধরনের বিষয় থাকবে। যথা–

Free@ www.e-iqra.weebly.com

১. কুরআন কারীমের নির্দেশনা, বিধানাবলী এবং কুরআনের উলূম ও মাআরেফ আত্মস্থ করার জন্য কোন সংক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের সাহায্যে কুরআন কারীমের চিন্তা-ভাবনাসহ অধ্যয়ন।

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনাকে স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখার জন্য সীরাত ও হাদীসের এমন কিছু নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি, যাতে তথ্য ও বিষয়ের প্রাচুর্য রয়েছে– নির্বাচন করে একের পর এক এবং বারবার মুতালাআ করতে থাকা।

৩. কুরআন ও হাদীসের গভীর বুঝের অধিকারী এবং সেসবের নির্দেশনা অনুযায়ী পুরোপুরি আমলকারী আকাবির ও আসলাফের অবস্থা ও ঘটনাবলী অধ্যয়ন করা। এতে 'তাফাককুহ ফিদ্দীন' অর্জিত হবে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার আদব বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া যাবে।

খ. দ্বিতীয় বিষয়টি হল– مَالَا يَسَعُ الْعَالِمَ جَهْلُهُ 'একজন আলেমের জানা অপরিহার্য' এমন বিষয়াদির মুতালাআ।

এ বিষয়ের জন্য অবশ্যই একটি ডায়রি রাখবেন। যার মধ্যে ওই সব বিষয়ের সূচিপত্র থাকবে যা একজন আলেমের ভালভাবে জানা থাকা জরুরি, অথচ এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা দরসের কিতাবাদিতে নেই, ফলে সেসব বিষয়ে তালেবে ইলমদের জানাশোনা খুবই অল্প বা একদম না থাকার মতই। এরপর একটি একটি করে সে সব বিষয়ের বিস্তারিত, দলীলপূর্ণ এবং নির্বাচিত ও নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতে থাকবেন। এই অধ্যয়নে সাধারণ জ্ঞানের সেই সব বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সমাজে চলতে গেলে প্রায়ই যার প্রয়োজন পড়ে।

এই দুই ধরনের অধ্যয়ন যদি আপনি চালিয়ে যেতে থাকেন তবে কোন সময় আপনার কাজের অভাব হবে না। বরং সর্বদা এটাই অনুভূত হবে যে, কাজ অনেক বেশি কিন্তু সময় খুবই কম। এতে আপনার কোন সময় বেহুদা বা অনর্থক কাজে নষ্ট হবে না ইনশাআল্লাহ।

৯. মাদরাসায় আপনার আসল দায়িত্ব হল তাদরীস, তালীম ও তরবিয়ত। তাদরীস-পাঠদানের জন্য শুধু সংশ্লিষ্ট কিতাবটির অধ্যয়ন যথেষ্ট নয়। পাঠদান পদ্ধতি ও উপস্থাপন-শৈলী নিয়েও চিন্তা-ভাবনা ও স্বতন্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। শুধু কিতাব পড়ানো যথেষ্ট নয়, আপনার কাজ হল ছাত্রদেরকে ফকীহ ও ইনসান বানানো। এ জন্য কিছুদিনের জন্য এ বিষয়ের অভিজ্ঞদের সাহচর্য

Free@www.eilm.weebly.com

অবলম্বন করা এবং নিয়মিত সম্পর্ক রেখে তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করাও জরুরি। এছাড়া পাঠদান পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তিকা ও প্রবন্ধসমূহ অধ্যয়ন করলেও উপকৃত হবেন। এ বিষয়ে হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের একটি পুস্তিকা আছে যার শিরোনাম হল, آپ درس نظامی کی کتابیں کیسے پڑھائی

১০. সমষ্টিগত জীবনে মানুষের কষ্ট পাওয়ার এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়ার মূল কারণ তিনটি– (ক) অহংকার বা হিংসা-বিদ্বেষ। (খ) অলসতা ও অমনোযোগিতা (গ) আকলে সালীম– সুস্থ বোধ-বুদ্ধির অভাব বা স্বল্পতা। এজন্য তাযকিয়ার মাধ্যমে নিজের মধ্যে বিনয় ও সরলতা পয়দা করুন। অলসতা ও অমনোযোগিতা পরিহার করে উদ্যমী ও সজাগ-সতর্ক হোন এবং আকলমন্দ আহলে ইলমের সাহচর্য অবলম্বন করে কিংবা সালাফের আকলমন্দ ব্যক্তিবর্গের জীবন ও অবস্থার অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের মধ্যে সুস্থ বোধ-বুদ্ধি জাগ্রত করতে এবং স্থিরতা ও সহনশীলতা আনতে সচেষ্ট হোন। এ প্রসঙ্গে আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (রহ.)-এর ادب الدنيا والدين এবং হযরত থানভী (রহ.)-এর آداب المعاشرة অধ্যয়ন করা উপকারী হবে।

লিয়াকত দেখানো এবং অন্যের চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার প্রবণতা এমনিতেও একটি মন্দ স্বভাব আর এর দ্বারা মানুষ অন্যের হিংসা বা বিদ্বেষের শিকার হয়ে পড়ে। এজন্য এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। কর্তৃপক্ষের যথাযোগ্য সম্মান করা এবং ন্যায়সঙ্গত বিষয়াদিতে তাদের অনুগত থাকা জরুরি। তবে কখনো তোষামোদ করতে যাবেন না এবং কাছের লোক হওয়ার ফিকির মাথায় আনবেন না। আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যেতে থাকুন এবং إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ 'আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছে এই মানসিকতা নিয়ে চলতে থাকুন। মাদরাসার হকসমূহ পুরোপুরিভাবে পালন করুন এবং নিজের হক যতটুকু পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কঠিন সমস্যা না হলে চাইতে যাবেন না। কখনো যদি চাইতেই হয় তাহলে আদবের সাথে এবং হেকমতের সাথে।

১১. মনে রাখবেন مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ 'ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অহেতুক বিষয়াদি পরিহার করা।' এই হাদীসের উপর আমল করা ছাড়া আপনি কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারবেন

Free © www.eilm.weebly.com

না। এই হাদীসে সরাসরি বা ইশারা-ইঙ্গিতে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। (ক) বে-ফায়দা কথা ও কাজ পরিহার করা। (খ) নিজ দায়িত্বের বাইরের বিষয়াদিতে নাক না গলানো। (গ) যোগ্যতা ছাড়া কোন কাজে অবতীর্ণ না হওয়া। সর্বদা আপনার দায়িত্বভুক্ত কাজসমূহ পালন করতে থাকুন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের জন্যই ছেড়ে দিন। এতেই রাহাত ও শান্তি পাবেন। কোন আপত্তিকর বিষয় যদি দৃষ্টিগোচর হয় তবে আপত্তি ও সংশোধন করারও তো নিয়মনীতি আছে, সীমারেখা আছে, সেগুলো না বুঝলে চলবে কেন!

আমাদের পূর্বসূরী আলেমগণের মত নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করবেন। যথাসম্ভব ছাত্রদের নিকট থেকে কোন খেদমত নিবেন না। আমি আমার অনেক উস্তাদকে দেখেছি, তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়লেও কেউ যদি আরামের জন্য তাদের মাথায় তেল মালিশ করতে চাইত সঙ্গে সঙ্গে তারা এটাকে নিষেধ করে দিতেন। যদি কোন তালেবে ইলম স্বেচ্ছায় খেদমত করতে চায় এবং প্রয়োজনও থাকে তাহলে বাইরের খেদমতের জন্য বড় তালেবে ইলমদের সুযোগ দিতে পারেন। ছোটদেরকে এরও সুযোগ দিবেন না। এ প্রসঙ্গে মাওলানা সিদ্দীক আহমদ বানদুভী (রহ.)-এর পুস্তিকা آداب المعلمين এর উপদেশ অবশ্যই মনে রাখবেন।

ইলমের উন্নতির জন্য আপনার আসাতেযা অথবা যে কোন মুহাক্কিক, ইলম ও তাহকীকপ্রিয় ব্যক্তিকে নিজের ইলমী পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করুন এবং ইসলাহ ও তাযকিয়ার জন্য কোন আলেমে রব্বানীর সাথে আপনার ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে তুলুন। তবে লক্ষ্য রাখবেন, এই সম্পর্কটি যেন শুধু রসম-রেওয়াজে পর্যবসিত না হয়, বাস্তব ইসলাহী সম্পর্ক হয়। তাঁর ইসলাহী মজলিসসমূহে উপস্থিত হয়ে এবং চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তাকে নিজের অবস্থা জানিয়ে একটি একটি করে আত্মিক ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা নিবেন।

১২. দ্বীনের দাঈগণের সোহবত অবলম্বন করে নিজের মধ্যে দাওয়াতের রুচি ও মেজায পয়দা করার চেষ্টা করবেন। যাতে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন এবং যে কাজেই থাকুন না কেন কিছু না কিছু দাওয়াতের কাজ আপনার মাধ্যমে হতে থাকে। এ কয়েকটি মৌলিক কথা খুব সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এসব বিষয়ের দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য লিখা হল। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বীনের মুখলিস, মুতকিন, মুত্তাবিয়ে সুন্নত ও সফল মুয়াল্লিম বানিয়ে দিন এবং আপনার ওসিলায় আমাকেও কবুল করুন। আমীন।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

রোযার ছুটিতে চিল্লায় সময় লাগানো

৪৪. প্রশ্ন ঃ আমি জামাআতে জালালাইনের একজন ছাত্র। আল্লাহ চাহেতো রোযার পর মেশকাত জামাআতে ভর্তি হব। রোযার এই দীর্ঘ ছুটিতে কি চিল্লায় যাব, নাকি মুতালাআ করব? মুতালাআ করলে আগামী বছরের জন্য কী কিতাব মুতালাআ করতে পারি? উল্লেখ্য আমি ইলমে নাহুতে খুবই দুর্বল।

আপনার মূল্যবান পরামর্শ লাভের অপেক্ষায় রইলাম।

উত্তর ঃ আপনি যদি ইতিপূর্বে চিল্লা না লাগিয়ে থাকেন তাহলে এই ছুটিতে চিল্লায় যেতে পারেন এবং চিল্লার সময়টিতে কুরআন হাকীম নিয়েই বেশি মগ্ন থাকবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রিয়াযুস সালেহীন বা হায়াতুস সাহাবা অধ্যয়নে রাখবেন।

আর যদি ইতিপূর্বে চিল্লা লাগিয়ে থাকেন তাহলে রমযানের ছুটিতে মুতালাআ করতে পারেন। রযমানের সংশ্লিষ্ট আমল বিশেষ করে তেলাওয়াতে কুরআন করীম ও মুতালাআয়ে কুরআন কারীম থেকে অবসর হয়ে কিছু সময় আগামী বছরের মেশকাত জামাআতের প্রস্তুতিমূলক মুতালাআয় ব্যয় করুন। যে কিতাবগুলো আগামী বছর পড়বেন তার মুকাদ্দিমা অংশগুলো এখনই পড়ে নিন। البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة মুকাদ্দিমাটি, فقه السنن والآثار، آثار السنن এবং إعلاء السنن، زجاجة المصابيح-এর সাথে অন্তত পরিচিতি পর্বটা এই অবসরেই সেরে নিন। তাছাড়া আরো কয়েকটি রিসালা মুতালা'আ করতে পারেন, যেমন كتابت حديث মুফতী রফী উছমানী, حجيت حديث মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী, مكانة الإمام أبى حنيفة فى الحديث মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী।

'তাইসীর' না পড়ে 'মিজানে' ভর্তি হওয়া

৪৫. প্রশ্ন ঃ আমি জামাআতে ইয়াজদহমে পড়ছি। আসন্ন রমযানের ছুটিতে তাইসীরুল মুবতাদী ও ফারসী কি পহেলী কিতাব দুটি পড়ে আগামী বছর মিজান জামাআতে পড়তে চাই। তবে এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

তাই দয়া করে আমাকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।

Free © www.e-ilm.weebly.com

হুযুর! আমি আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে উর্দু ভাল পড়তে পারি।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে আপনার তালীমী মুরব্বির সাথে পরামর্শ করেনিন।

'ছুটি' কীভাবে কাটাবো? গাফলত দূর হবে কীভাবে?

৪৬. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি এবার হেদায়াতুন্নাহু পড়ছি। পেছনের দিনগুলো আমি অবহেলা করে, ঠিকমত সবকে মন না দিয়ে, তাকরার-মুতালাআ ভালভাবে না করে নষ্ট করেছি। এখন থেকে পাক্কা ইচ্ছা করেছি পুরোপুরি মেহনত করার।

তাই ছুটির সময় আমি কীভাবে কাটাব? আর আমার অলসতা, গাফলত ইত্যাদি কীভাবে দূর করব?

উত্তর ঃ (ক) ছুটি কীভাবে কাটাবেন এ বিষয়ে গত সংখ্যায় লেখা হয়েছে। এই ছুটিতে নাহব-সরফের ইসতিদাদ মজবুত করার জন্য মশক ও তামরীনের কাজ করাই আপনার জন্য মুনাসিব হবে। গাফলত দূর করার ভাল ইলাজ তো গাফলতের মোকাবেলা করে কাজে লেগে যাওয়া এবং সালাতুল হাজাত পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে থাকা, যেন আল্লাহ তাআলা কাজের উদ্যম নসীব করেন। এ দুআটিও সর্বদা পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

কাফিয়া শরহেজামী একসাথে পড়া

৪৭. প্রশ্ন ঃ কোন কোন মাদরাসায় কাফিয়া-শরহেজামী একসাথে আছে। একসাথে পড়লে আমার কি কোন অসুবিধা হবে? পরবর্তী কিতাবগুলো বুঝে আসবে? আমার জন্য কোনটি মুনাসেব হবে, একসাথে, নাকি ভিন্ন ভিন্নভাবে? দ্রুত জানালে খুব উপকার হবে।

উত্তর ঃ ইসতিদাদ ভাল হলে এমন করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে আপনার কোন উস্তাদের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করে নিবেন। এখন সময় বাঁচানোর উদ্দেশ্য এই হতে হবে, পরে যাতে আসল ইলমগুলোর পেছনে সময় বেশি লাগানো যায়।

ইবারত পড়তে না পারার সমস্যা

৪৮. প্রশ্ন ঃ আমি অনেক দিন থেকে একটা সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। সমস্যাটা হল, আমি শরহেজামীর ছাত্র। নাহু-সরফ মোটামুটি জানি। কিন্তু ইবারত পড়তে

Free @ www.eilm.weebly.com

পারি না। আগামী বছর আমাকে হেদায়া পড়তে হবে। এমতাবস্থায় কীভাবে আমি এই কয় মাসে ইবারত ঠিক করতে পারি। উপযুক্ত পরামর্শ দানে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ যদি আপনার মাদরাসায় ব্যবস্থা থাকে তাহলে রমযানের ছুটি সেখানেই কাটান এবং আপনার কোন উস্তাদের তত্ত্বাবধানে নাহব-সরফ ও কিতাবের ইবারত বোঝার মশক করুন।

এ বিষয়টি বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত হয়, মৌখিক কিছু কায়দা-কানুন মুখস্থ করে নেওয়া যথেষ্ট হয় না। আল্লাহ তাআলা আপনার জেহেন খুলে দিন। মেহনত করতে থাকুন, ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবেন। এই মেহনতের মধ্যে এ কাজটি করা জরুরি যে, উস্তাদকে কিছু সবক শুনিয়ে নির্ধারণ করে নিন আপনার দুর্বলতা ঠিক কোন জায়গায়। এরপর সেই দুর্বলতাটুকু দূর করতে চেষ্টা করুন। নাহব-সরফে কাঁচা, এটা একটা অস্পষ্ট কথা। কোনটিতে আপনি দুর্বল এটা নির্ধারণ করা জরুরি। তাহলে মেহনতটা ফলপ্রসূ হবে এবং অল্প সময়ে আপনার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

মিশকাত, শরহে নুখবা ও শরহে আকাঈদ পড়ার পদ্ধতি

৪৯. প্রশ্ন ঃ আমি বর্তমানে হাটহাজারী মাদরাসায় হেদায়া আখেরাইন পড়ি। আমি আগামী বছর মেশকাত পড়ব। মেশকাতের সাথে শরহে আকাঈদ পড়ব, নুখবাতুল ফিকার পড়ব। এখন আমার জিজ্ঞাসা হল প্রস্তুতিমূলকভাবে সামনের রমযানে কী পড়লে আমার ফায়েদা হবে এবং আগামী বছর উল্লেখিত কিতাবগুলো কোন পদ্ধতিতে পড়ব? এ ব্যাপারে সুপরামর্শ দিয়ে উপকৃত করতে হুযুরের একান্ত মর্জি কামনা করছি।

উত্তর ঃ যতদূর মনে পড়ে আপনার চিঠি আমি রমযানের পরে পেয়েছি।

মেশকাত শরীফ ঃ মেশকাত শরীফে আপনি হাদীসের الفاظ غريبة তথা কঠিন বা অপরিচিত শব্দসমূহের তাহকীক, হাদীসের অর্থ ও মর্ম, হাদীসের শিক্ষা ও নির্দেশনা ভালভাবে পড়বেন ও বুঝবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলো মুখস্থ করার জন্য 'ইয়াদদাশত'-এ টুকে নিবেন। এই কাজ দুটি আপনার 'ফরয' পর্যায়ের। যদি আপনার পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব না হয় তবে কোন সমস্যা নেই। এটাও অনেক বড় সফলতা। তবে যদি শক্তি, সামর্থ্য ও সময়ের বরকত পাওয়া যায় তাহলে পাশাপাশি কোন একটি নির্ভরযোগ্য আরবী 'শরহ'

Free © www.eilm.weebly.com

যেমন مرقاة المفاتيح নিয়মিত মুতালাআ করবেন এবং প্রয়োজনের সময় সম্ভব হলে অন্যান্য শরহের সাহায্য নিবেন। আপনার কিতাবের সাথে যে আরবী হাশিয়া আছে তা তো অবশ্যই মুতালাআ করবেন। এই টীকাগুলো হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী (রহ.) সংকলন করেছেন। আপনার পঠিত হাদীসটি যদি এমন কোন মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় যাতে মুজতাহিদ ইমামগণের মতবিরোধ আছে তাহলে আপনার আরেকটি কাজ হবে সেই সব হাদীস ও 'আসার' অনুসন্ধান করা; যার উপর ঐ মাসআলায় আহনাফের মাযহাব নির্ভরশীল। এ কাজের জন্য নিম্নোক্ত কিতাবসমূহের মধ্যে দু'একটি কিতাবের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

١. نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية، جمال الدين الزيلعى ٧٦٢ هـ

٢. زجاجة المصابيح، عبد الله حيدر آبادى (١٣٨٣ أو ١٣٨٤ هـ)

এই কিতাবটি মিশকাতুল মাসাবীহ-এর আঙ্গিকে সংকলিত হাদীস ও আসারের একটি ভাল কিতাব। কিছু কিছু বিষয়ে এটি মিশকাত থেকেও অগ্রগণ্য।

٣. آثار السنن، علامة ظهير أحسن نيموى (١٣٢٢ هـ)

কিন্তু এই কিতাবটি শুধু সালাত বিষয়ক হাদীসসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

٤. إعلاء السنن، علامة ظفر أحمد عثمانى (١٣٩٤ هـ)

বর্তমানে এ কিতাবের 'মতন' جامع أحاديث الأحكام নামে প্রকাশিত হয়েছে। সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকলে এখন শুধু মতনটিই মুতালাআ করে নিতে পারেন। বিশেষভাবে নামাযের বিভিন্ন মাসায়েলের ব্যাপারে হাদীস ও আসারের কোন কোন সংকলন তুলনামূলক বেশি সহজ ও উপকারী। এ বিষয়ে আলোচনা আমি 'আল-কাউসার'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা (সফর ১৪২৬ হিজরী মার্চ ২০০৫ ঈ.) পৃ. ৩৮-এ আলোচনা করেছি। সেসব কিতাবের মধ্যে যেটা সম্ভব মুতালাআ করতে পারেন।

كتاب الدعوات، كتاب الزهد، كتاب الرقاق، كتاب الأدب ইত্যাদির হাদীসগুলো বোঝা, সেখান থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করা এবং সে অনুসারে জীবন গঠনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া খুবই জরুরি।

হযরত মাওলানা ইউসুফ বানুরী (রহ.) মেশকাত জামাআতের হুঁশিয়ার ছাত্রদেরকে بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد পড়ার পরামর্শ

Free@www.eilm.weebly.com

দিতেন। এই কিতাব থেকে একাধিক মত রয়েছে এমন মাসআলাসমূহে মতভিন্নতার কারণ বোঝার ক্ষেত্রে বেশ ভাল সাহায্য পাওয়া যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আমাদের বন্ধুরা করতে প্রস্তুত নন তা হল আমরা যে হাদীসটি মেশকাত শরীফে পড়ছি তা যে সাহাবী, তাবেয়ী থেকে বর্ণিত এবং হাদীসের যে কিতাবের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি উল্লেখিত, সেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং সেই কিতাব ও তার সংকলকের পরিচিতি লাভ করা। এ কাজটি করতে খুব বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। মুসান্নিফ নিজেই تتمة جامع الأصول لابن الأثير ইত্যাদির সহযোগিতায় الإكمال فى أسماء الرجال নামে একটি কিতাব লিখে দিয়েছেন। যার বিষয়বস্তু হল, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। কিতাবটি মেশকাতের শেষে সংযুক্ত আছে। কিন্তু খুব কম ছাত্রই এ কিতাবটি স্পর্শ করে।

আরেকটি কাজ হল, যার আলোচনা শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) 'আপবীতী'-তে উল্লেখ করেছেন, যা আমি নিকট অতীতের আকাবিরের তালেবে ইলমী যিন্দেগীর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পেশ করছি ঃ

"আমি মেশকাত শরীফ সবটুকু তরজমা ছাড়া পড়েছি। (অর্থাৎ উস্তাদদের তরজমা করার কোন প্রয়োজন হয়নি। ইবারতের অর্থ ও মতলব নিজেই বুঝে নিয়েছেন।) তবে এই অনুমতি ছিল যে, প্রয়োজনে কোন শব্দের তরজমা জিজ্ঞাসা করতে পারব। মুহতারাম পিতা কখনো কখনো পরীক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। মেশকাত শরীফের অনুবাদগ্রন্থ مظاهر حق দেখা তো ভীষণ অপরাধ ছিল। হেদায়া ও তহাবী কিতাব দুটি মুতালাআ করে আসা আবশ্যক ছিল এবং কুতুবে সিত্তাহর যে কিতাবের হাদীস আসত তা সে কিতাব থেকে বের করে তার হাশিয়া দেখার অনুমতি ছিল। ইখতেলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় নিয়ম ছিল প্রত্যেক হাদীসের ব্যাপারে বলতে হত এটি ফিকহে হানাফীতে বর্ণিত বিধানের উৎস, নাকি অন্য কোন ফিকহের? যদি অন্য কোন ফিকহের হয়ে থাকে তাহলে ফিকহে হানাফীর মাসআলার উৎস কোন হাদীস? সাথে সাথে উল্লেখিত পরিচ্ছেদে অন্য হাদীসের কী ব্যাখ্যা ইমামগণ দিয়েছেন? এসব কিছু– হাদীস অধ্যয়নের অপরিহার্য অংশ হিসেবে আমার জিম্মায় ছিল। ফিকহে হানাফীর উৎস ও দলীল বলতে পারিনি এমন ঘটনা আমার মনে পড়ে না। কেননা হেদায়া ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ এবং ফিকহ বিষয়ক অন্যান্য কিতাব বারবার পড়তাম। তবে কখনো কখনো অন্য ফিকহের উৎস যে হাদীস তার ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না। তখন আব্বাজান নিজেই সেগুলো বলে দিতেন।" (আপবীতী ১/৩০)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

লক্ষ্যণীয় আরেকটি বিষয় হল মেশকাতের فصل أول এ সাধারণত 'সহীহাইন'-এর হাদীসসমূহ এবং فصل ثانى তে সুনানের হাদীসসমূহ স্থান পেয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ হাদীসই صحيح বা حسن তবে فصل ثالث এর হাদীসসমূহে صحيح حسن এর পাশাপাশি ضعيف হাদীসও আছে; যেগুলোর মধ্যে কিছু রেওয়ায়াত এমন আছে যা منكر তাই অন্তত فصل ثالث এর হাদীসসমূহের মান ও পর্যায় জানার জন্য এ বিষয়ক কিতাবাদির সাহায্য নেওয়া উচিত। এ জন্য تنقيح رواة المشكاة নামক কিতাব থেকে উপকৃত হওয়া যেতে পারে। হাফেয ইবনে হাজার (রহ.)ও মেশকাতের হাদীসসমূহের تخريج বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। যা هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة নামে ছেপেছে। তাঁর উস্তায ছদরুদ্দীন আল মুনাভী (৮০২ হি.) কৃত كشف المناهج والتناقيح فى تخريج أحاديث المصابيح এর প্রথম প্রকাশ ১৪২৫ হিজরীতে। শায়খ আলবানী (রহ.)ও মিশকাতের সংক্ষিপ্ত 'তাখরীজ' লিখেছেন। কিন্তু এটি খুবই অসম্পূর্ণ 'তাখরীজ'। খোদ শায়খ আলবানী (রহ.) এবং তাঁর ভক্তবৃন্দও তাঁর এই কাজটিকে উল্লেখযোগ্য এবং ত্রুটিমুক্ত কাজ মনে করেন না। তবে মেশকাতের এই মুদ্রণটির শেষে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর একটি রিসালা সংযুক্ত হয়েছে, যাতে তিনি مصابيح এর ঐ সকল হাদীস-এর পর্যালোচনা করেছেন যেগুলোকে علامة قزوينى মওজু বলে দাবি করেছেন।

মেশকাতের বুনিয়াদ হল মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (রহ.)-এর مصابيح السنة বর্তমানে এ কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে। শায়খ শোয়াইব আরনাউত-এর তাহকীক ও তাখরীজসহ এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। مصابيح السنة এর সম্ভবত সবচেয়ে ভাল শরহ হল ইমাম ফযলুল্লাহ তুরবিশতি হানাফী (মৃ. ৬৬১ হিজরী)-এর الميسر। এই শরহটি কয়েক বছর আগে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই কিতাবের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও তথ্যাদি আল্লামা ইদরীস কান্দলভী (রহ.)-এর التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح এ উল্লেখিত হয়েছে।

শরহু নুখবাতিল ফিকার ঃ এ ব্যাপারে বলব প্রথমে নুখবাতুল ফিকার কিতাবটি খুব ভালভাবে বুঝে পড়ে নিন এবং এর মাধ্যমে পরিভাষাগুলো

Free@www.e-ilm.weebly.com

ভালভাবে মুখস্থ করে নিন। এরপর খুব ভালভাবে বুঝে-শুনে শরহটি পড়ুন। কিতাবটি বোঝার জন্য মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর شرح الشرح সামনে রাখুন। আবদুল্লাহ টুঙ্কী (রহ.)-এর হাশিয়া, যা কিতাবের সাথেই সংযুক্ত আছে তার অধিকাংশই এই শরহ থেকে সংগৃহীত। শাস্ত্রীয় কিছু আলোচনার জন্য আকরাম নাসরপুরী (রহ.)-এর إمعان النظر অধ্যয়ন করতে পারবেন। এই কিতাব পাকিস্তান থেকে ছেপেছে। এখন আরব থেকেও প্রকাশিত হচ্ছে। সময় হলে এবং আগ্রহ থাকলে উসূলে হাদীসের কিছু সহজ ও মধ্যম মানের কিতাবের সাথে তুলনা করে শরহে নুখবা পড়তে পারেন। যেমন সুয়ূতী (রহ.)-এর تدريب الراوى ইত্যাদি অধ্যয়ন-তালিকায় যোগ করতে পারেন। 'পরিভাষা' ও 'মূলনীতিসমূহের' যেসব ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং সালাফের অন্যান্য ইমাম বা পরবর্তী যুগের হানাফী মুহাদ্দিসগণের দ্বিমত রয়েছে সেখানে উসূলে ফিকহের দীর্ঘ ও বিস্তারিত কিতাবসমূহের بحث السنة ছাড়াও অন্যান্য কিতাবাদির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হয়, যা আমাদের এই পরিবেশে বেড়ে ওঠা ছাত্রদের জন্য বিশেষত যেসব মাদরাসায় স্বতন্ত্র দারুল মুতালাআ নেই কিংবা থাকলেও পর্যাপ্ত কিতাবাদির ব্যবস্থা নেই– একটি কঠিন কাজই বটে। তারপরও প্রাথমিক কিছু ধারণার জন্য মুকাদ্দিমায়ে ইলাউসস সুনান ১ম খণ্ড সামনে রাখতে পারেন। এর চেয়ে বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা মুকাদ্দিমায়ে ফাতহুল মুলহিম-এ রয়েছে। তবে তা কিছুটা সূক্ষ্ম।

আকাবিরের নির্দেশে বান্দা শরহে নুখবার একটি দীর্ঘ আরবী হাশিয়া লেখার কাজ শুরু করেছি। দুআ করবেন, আল্লাহ যেন এ কাজটি কবুল করেন এবং ইখলাস ও ইতকানের সাথে অতিদ্রুত তা সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন। পাশাপাশি এর সর্বোত্তম প্রকাশনা এবং ব্যাপক উপকারিতার জন্যও আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করবেন।

শরহে আকায়েদ ঃ শরহে আকায়েদের শুরু থেকে وَالْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى পর্যন্ত আলোচনাগুলোতে অধিক মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ কোন কথা যদি উস্তাদের আলোচনা ও হাশিয়া (عقد الفرائد) দেখার পরও বুঝে না আসে তবে সে কারণে পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই। এগুলো ইলমে কালামের মাসআলা, আকীদার মাসআলা নয়। অবশ্য এরপর থেকে কিতাবের শেষ পর্যন্ত সবগুলো 'বহস' বিশেষত মূল আকীদার বহসগুলো ভালভাবে আয়ত্ব করা চাই। কারণ এগুলো মূল উদ্দেশ্য।

Free © www.eilmweb.com

আকায়েদের নতুন পুরাতন সহজ কিন্তু প্রামাণ্য কিছু কিতাবও আপনার কাছে থাকা চাই। যেগুলো সুযোগ মত মুতালাআ করে নিতে পারেন। যেমন অষ্টম শতাব্দীর আলেম ইবনু আবিল ইযয (রহ.)-এর 'শরহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ' এবং সমকালীন মুহাক্কিক আলেম ড. মুস্তফা সাঈদ আলখান্না-এর আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া ইত্যাদি।

ইলমুল কালাম ও ইলমুল ফিরাক সম্পর্কে আপাতত কিছু লিখলাম না। অন্য সুযোগে দেখা যাবে।

হাদীসের কিছু অনুদিত সংকলন

৫০. প্রশ্ন ঃ আমি দাওরায়ে হাদীস পড়েছি এবং তারপর এক বছর ইফতা পড়েছি; কিন্তু হাদীস সম্পর্কে ভাল ওয়াকিফহাল নই। আমার হাদীস জানার খুব ইচ্ছা। বঙ্গানুবাদ ও উর্দু মুতারজাম কী কী হাদীসের কিতাব পড়লে আমি উপকৃত হতে পারব?

উত্তর ঃ আপনি মাওলানা মনযূর নুমানী (রহ.)-এর معارف الحديث (উর্দু) মাওলানা বদরে আলম মীরাঠী (রহ.)-এর ترجمان السنة (উর্দু) মুতালাআ করতে পারেন। এছাড়া الأدب المفرد، الترغيب والترهيب، رياض الصالحين এর নির্ভরযোগ্য কোন অনুবাদ পেলে তাও মুতালাআ করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ হাদীস শরীফ ও তার পবিত্র নির্দেশনার সাথে আপনার সম্পর্ক মজবুত হয়ে যাবে। যিকির ও দুআর জন্য ইবনুল জাযারী (রহ.)-এর الحصن الحصين (মাওলানা ইদরীস মীরাঠী অনূদিত ও বিন্যাসকৃত নুসখাটি) অধ্যয়নে রাখলে খুব উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

দায়িত্বের ঝামেলায় মুতালাআর পদ্ধতি

৫১. প্রশ্ন ঃ আমি মাদরাসার পক্ষ থেকে এক মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করছি। মাদরাসার অর্থাভাবও আমাকে এই দায়িত্ব নিতে বাধ্য করেছে; তদুপরি মাদরাসার সবকের সংখ্যাও কম নয়। এমতাবস্থায় আমি মুতালাআর জন্য কীভাবে সময় বের করতে পারি?

উল্লেখ্য, আগস্ট সংখ্যায় শিক্ষা পরামর্শ পাতায় আপনি আমাকে যে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে আপনার জন্য দুআ–

رَبِّى اجْعَلْ جَزَاءَهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ

Free @ www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ আপনাকে ما لا يدرك كله لا يترك كله নীতির উপর আমল করতে হবে। আপনি আপনার নির্ধারিত দায়িত্বগুলো পালন করার পর যদি আধা ঘণ্টা বা পনের মিনিট সময়ও বের করতে পারেন তাহলে অল্প মনে করে একে নষ্ট করবেন না। প্রতিদিন পনের মিনিট করে হলেও পূর্বের পরামর্শ অনুযায়ী মুতালাআ করতে থাকুন। ইখলাস ও নিরবচ্ছিন্নতা থাকলে ইনশাআল্লাহ এতেই অনেক বরকত পাবেন।

লিখা ও বলার দুর্বলতা নিয়ে পেরেশানী

৫২. প্রশ্ন ঃ আমি একজন মাঝারী প্রকৃতির ছাত্র। বর্তমান কিতাব বিভাগে মেশকাত জামাআতে পড়ছি। প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া বাকি পুরো সময়টাই ব্যয় হয় পড়াশুনার মধ্য দিয়ে। বর্তমান ফেতনার যুগে অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথে আনার জন্যই আমার এই প্রয়াস। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সেই চেষ্টার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত কতিপয় বিষয়–

(ক) কথনের অক্ষমতা ঃ কোন সময় বক্তৃতা, ওয়াজ বা কোন প্রকার দ্বীনী আলোচনা করতে গেলে বুক থরথর করে কাঁপতে থাকে। মুখের জড়তা তো আছেই। (খ) লিখনের অক্ষমতা ঃ জীবনের বহু সময় ব্যয় করেছি লেখার পেছনে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! অনেক সময় নিজের নামটা পর্যন্ত সুন্দর করে লিখতে পারি না। আর পরীক্ষার খাতায় যে কী অবস্থা হয় তা তো আল্লাহই ভাল জানেন। মনে হয় কেউ যেন আমার হাত আটকে রেখেছে। (গ) তাড়াহুড়া ঃ যে কোন কাজ করার সময় আমার মাঝে প্রবাহিত হয় প্রবল ঝঞ্ঝা।

পড়ার সময় এ সকল কথা মনে হলে মনের অজান্তেই বেরিয়ে পড়ে দুফোটা তপ্ত অশ্রু। তদুপরি অনেক সময় মনে হয় আত্মহত্যা করে চির বিদায় নেই। কী হবে আমার বেঁচে থেকে।

সুতরাং হযরতের নিকট আমার বিনীত আবেদন এই যে, উক্ত সমস্যাগুলোর যদি কোন সঠিক সমাধান থাকে তাহলে সমাধান করত: চিরকৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

উত্তর ঃ আপনার জযবা ও প্রেরণা মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। আপনার ভেতরে অস্থিরতা যখন আছে তো আপনি অচিরেই মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ। পেরেশান হবেন না। মেহনত, তাআল্লুক মাআল্লাহ

Free © www.eilm.weebly.com

এবং দুআ জারি রাখুন। আল্লাহ তাআলা 'ঈসাল ইলাল মাতলূব' বা গন্তব্যে পৌঁছানোর মালিক। সেই ফার্সী উক্তিটি মনে রাখুন– 'দের আয়াদ দুরুসত আয়াদ' যা বিলম্বে আসে, তা নিখুঁত হয়।

আপনি যে প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছেন তা থেকেই ধারণা হচ্ছে, আপনার লেখার হাত আশাব্যঞ্জক এবং আপনার ইতিপূর্বেকার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি।

বক্তৃতা ও লেখালেখি উভয় বিভাগেই কিন্তু দীর্ঘ অনুশীলনীর প্রয়োজন হয়। তাই এ ক্ষেত্রে অস্থির বা অধৈর্য হওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সত্যিকারের প্রেরণার পাশাপাশি ধৈর্য ও স্থিরতা নসীব করুন। আমীন।

মনে রাখবেন, প্রত্যেক লাইনে ইলমী তারাক্কির জন্য কোন শফীক ও অভিজ্ঞ উস্তাদের তত্ত্বাবধান জরুরি। এ বিষয়ে মনোযোগী হোন।

মানসিক অস্থিরতার যে পর্যায়টির কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তা দূর করার জন্য 'সালাতুল হাজাত' পড়ে দুআ করতে থাকুন এবং মাঝে মাঝে এই নীতিটির মুরাকাবা করুন مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

পারিবারিক প্রতিকূলতা

৫৩. প্রশ্ন ঃ ইদানিং আমি বড় ধরনের কিছু সমস্যায় পড়েছি। না পারি এদিকে যেতে, না পারি ওদিকে।

আমার পরিবারের সকলে 'জামায়াতে ইসলাম' করে। এমনকি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সকলেই এ দলে শামিল। আমি বর্তমানে একটি কওমী মাদরাসায় হেদায়াতুন্নাহু-কাফিয়া জামাআতে পড়ি। মাদরাসার উস্তাদদের থেকে, বিভিন্ন বই-পুস্তক পড়ে বা বিভিন্ন ওয়াজীনে কেরাম থেকে ঐ দলটি সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় জানতে পেরেছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাসার বা আত্মীয়-স্বজনদের সকলেই আমাকে তাতে শরীক হতে বলছে। এমতাবস্থায় যদি আমি ঢুকতে সরাসরি অস্বীকার করি তাহলে হয়ত আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট থাকবে না। হয়ত বুঝালেও বুঝতে চাইবে না বা বুঝাতে গেলেও এই একই অবস্থা সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট থাকবে না।

এই কঠিন অবস্থায় আমি কী করতে পারি? একই ধরনের আরেকটি সমস্যা হল, আমাকে বাসা থেকে বলা হচ্ছে আলিয়া মাদরাসায় ভর্তির জন্য। তাদের যুক্তি হল বর্তমানে কওমী মাদরাসায় পড়ে বড় ধরনের কিছু হওয়া যায় না। যেমন ভাল একটি সরকারি চাকরি পাওয়া যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনও বলা

Free @www.e-ilm.weebly.com

হতে পারে যে, মাদরাসায় পড়া অবস্থায় পরীক্ষা দাও। কিন্তু তা সম্ভব হবে না। কেননা শুধু পরীক্ষা দিলে আরবী ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে দুর্বলতা থেকে যায়। আর আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে পড়া আর সাধারণ কলেজে পড়া সমান কথা। অর্থাৎ সঠিক ঈমান-আকীদায় থাকা যায় না। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ আপনি আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে যথারীতি আপনার পড়াশোনা চালিয়ে যান। উপরোক্ত দুটির কোনটিই গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ আপনার সাহায্যকারী হবেন। তবে কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক বা ঝগড়া-বিবাদে জড়াবেন না এবং কোন মুরুব্বীর সাথে বেআদবী হয় এমন কোন আচরণও করবেন না। দৃঢ়তা ও ইস্তিকামাতের জন্য সালাতুল হাজত পড়ে দুআ করতে থাকবেন এবং নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে পড়াশোনায় মগ্ন থাকবেন। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে মজবুত ইলমই সকল ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় হতে পারে। এজন্য ইলমের এ স্তরটি অর্জনের সাধনায় মগ্ন থাকুন। কোন অভিজ্ঞ ও মুশফিক উস্তাদকে অবশ্যই নিজের মুরুব্বী বানিয়ে নিন। আল্লাহ তাআলা আপনার সহায় হোন।

বিষয় বা মনীষীভিত্তিক গ্রন্থাবলীর উপর স্বতন্ত্র কিতাব

৫৪. প্রশ্ন ঃ (ক) ইসলামী গ্রন্থাবলীর নামের বিষয়ভিত্তিক কোন কিতাব আছে কি বা বড় বড় মনীষীর শুধু গ্রন্থাবলীর নামসমূহের কোন স্বতন্ত্র কিতাব আছে কি? থাকলে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ (ক) এ প্রসঙ্গে আপনি আমার লেখা 'নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা ঃ তালেবানে ইলমের খেদমতে কিছু কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ অনেকটা প্রয়োজন মিটবে।

খুতবার উপকারী কিতাব

প্রশ্ন ঃ (খ) খুতবার কিতাবসমূহ যেমন اصلاحی خطبات، خطبات صدارت، خطبات حکیم الامت، خطبات حکیم الاسلام، خطبات قاسمی، خطبات کشمیری এর মধ্যে বর্তমান যুগের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কোনটি জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ (খ) আপনার জন্য আপাতত 'ইসলাহী খুতবাই' অধিক উপযোগী মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতে 'খুতবাতে হাকীমুল উম্মত' মুতালাআ করলে ইনশাআল্লাহ অনেক উপকার পাবেন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

উসূলে ফিকহ বিষয়ের সহজ ও উপকারী কিতাব

৫৫. প্রশ্ন ঃ (ক) উসূলে ফিকহের ইলম অর্জনের জন্য কোন কিতাবটি সবচেয়ে উপকারী ও সহজ তা জানতে চাই এবং ওই কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য কোন কোন কিতাবের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে?

উত্তর ঃ (ক) প্রাথমিক পর্যায়ে মাওলানা আনোয়ার বদখশানী (নিউ টাউন করাচী)-এর الواضح فى أصول الفقة এবং تيسر أصول الفقه মুতালাআ করতে পারেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ড. আবদুল করীম যাইদান এর الوجيز فى أصول الفقه মুতালাআ করা উপকারী হবে এবং তৃতীয় পর্যায়ে اصول السرخسى، كشف الأسرار شرح أصول البزدوى এবং ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.)-এর الفصول فى الأصول অধ্যয়ন করতে পারেন।

المنار ও তার شروح এর উপর নির্ভর করেই সন্তুষ্ট থাকবেন না। উপরোক্ত কিতাবগুলোও ভালভাবে বুঝে-শুনে মুতালাআ করবেন। বরং এসব কিতাবের মধ্যে দু' একটি কিতাব এই শাস্ত্রের সাথে জানাশুনা আছে এমন উস্তাদের কাছে আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তিতে পড়ে নেওয়া উচিত।

এরপর আসবে أصول الفقه এর তুলনামূলক মুতালাআ ও তাহকীকের পর্যায়। এ মুহূর্তে বোধ হয় সে ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

তাফসীরে বায়যাবী

(খ) তাফসীরে বায়যাবী থেকে উপকৃত হতে কী পন্থা অবলম্বন করা যায় এবং তা সহজে বুঝার মূলনীতিগুলো কী কী? সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কোনটি অবলম্বন করা যেতে পারে?

(খ) এ কাজের জন্য আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফাজী (রহ.)-এর [মৃত ১০৬৯ হিজরী) حاشية الشهاب মুতালাআ করতে পারেন। বাইযাবীর শুরূহ ও হাওয়াশির ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। এর মধ্যে অনেকগুলোই প্রকাশিত হয়েছে। কুনাভী (রহ.)-এর শরহও ছেপে গেছে। কিন্তু কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে বাইযাবীকে নির্ভর বানানো ঠিক হবে না। আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ হল, এ কিতাবের দরস দানের দায়িত্ব না থাকলে বাইযাবী বোঝায় সময় ব্যয় করার স্থলে কুরআন বোঝার জন্য বেশি সময় দিন এবং সালাফ ও খালাফের যেসব

Free@www.e-iqra.weebly.com

তাফসীরগ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে সহজে উপকৃত হওয়া যায় বেশি করে তা-ই মুতালাআ করুন।

আধুনিক মাসআলায় ফিকহের কিতাব

(গ) আধুনিক মাসআলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফিকহের কোন কিতাব আছে কি?

(গ) এ জন্য আপনাকে 'মুয়ামালাত' ও অন্যান্য বিষয়ে বর্তমান ও নিকট অতীতের মুহাক্কিক ফকীহগণের রচনাবলী পড়তে হবে। এ সবের কোন কোনটি আল-কাউসারের বিগত সংখ্যাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আপনি যেভাবে প্রশ্ন করেছেন এ ধরনের কোন দরসী কিতাব যা হেদায়ার আগে পড়ানো যায়, আমার জানামতে এখনো তৈরি হয়নি। দুআ করুন, 'মারকাযুদ্দাওয়ার'-এর দারুত তাসনীফ থেকে এ কাজটি যেন হতে পারে।

'উসূলে হাদীস ও তাফসীরের সহজ ও ফন্নী কিতাব'

(ঘ) উসূলে হাদীস ও উসূলে তাফসীরের এমন দুটি কিতাবের নাম জানতে চাই যার দ্বারা সহজভাবে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জিত হয়।

(ঘ) أصول الحديث এর জন্য জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর تدريب الراوى এবং আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.) কৃত ظفر الأمانى بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة মুতালাআ করতে পারেন। এরপর অন্তত مقدمة فتح الملهم অবশ্যই মুতালাআ করে নিবেন।

উসূলে তাফসীর বলতে আপনি বোধ হয় علوم القرآن বুঝিয়েছেন। এর জন্য জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এরই الإتقان فى علوم القرآن মুতালাআ করা মুনাসিব হবে। যদি কোথাও পেয়ে যান তাহলে এর সাথে عبد الله بن الصديق الغمارى এর রিসালা, যাতে আল-ইতকানের 'তাসামুহ'গুলো' চিহ্নিত করা হয়েছে, মুতালাআ করে নিবেন।

قواعد التفسير ঃ এটি উলুমূল কুরআন এর স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র। এ বিষয়েও অনেক ভাল ভাল কিতাব রয়েছে। শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)-এর الفوز الكبير তো নেসাবের মধ্যেই রয়েছে; কিন্তু এ কিতাবটি বুঝে-শুনে পড়ে এমন ছাত্র খুব কম। আমি এ কিতাবটিকে উসূলে তাফসীরের স্থলে أصول فهم القرآن এর কিতাবই মনে করি।

Free @www.islamiweekly.com

এ কথাটাও মনে রাখবেন। তালেবে ইলমের জন্য কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার পক্ষে علوم القرآن বা قواعد التفسير বিষয়ক বিস্তারিত অধ্যয়নের চেয়ে সেই সব বুনিয়াদী বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা বেশি জরুরি, যার আলোচনা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের কিতাব علوم القرآن এবং মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.)-এর রিসালা مطالعہء قرآن کے اصول ومبادی বা আবু শাহবা (রহ.)-এর কিতাব المدخل لدراسة القرآن এবং তার অপর রচনা الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ইত্যাদিতে রয়েছে।

তাফসীরে জালালাইন

৫৬. প্রশ্ন ঃ তাফসীরে জালালাইন কিতাবটি প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য তাফসীর বা কুরআনের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে সহায়করূপে কতটুকু মানসম্পন্ন?

তাফসীরে জালালাইনের প্রায় জায়গায় ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী তাফসীর করা হয়েছে। তাছাড়া এ কিতাবটি তো রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কিতাব নয়। সুতরাং এর পরিবর্তে অন্য কিতাব নেসাবভুক্ত করলে ভাল হয় না? যেহেতু বিশ্বের প্রায় দেশেই এই কিতাবটি নেসাবভুক্ত, তাই আপনারা এবং বিভিন্ন দেশের আলেমগণ মিলে এর একটা সুষ্ঠু সমাধান দিলে কেমন হয়?

আশা করি, আপনাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা ও সুন্দর পরিকল্পনার দ্বারা ভবিষ্যত লোকেরা খুবই উপকৃত হবে এবং আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

উত্তর ঃ তাফসীরে জালালাইন মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ানো হয়। এই শ্রেণীর জন্য কিতাবটি উপযুক্ত। কিতাবটি রচনার উদ্দেশ্য এর ভূমিকাতে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) নিজেই উল্লেখ করেছেন, যে তালেবে ইলম বাস্তবিক পক্ষেই এই শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত সে এই তাফসীরের মাধ্যমে ওই উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হতে পারবে। উস্তাদের নিকটে দরসে পড়লে তো বটেই। এর ভূমিকাটি বার বার পড়ুন এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

তাফসীরে জালালাইনে এমনিতেও রেওয়ায়াত খুব বেশি নেই। তাই একথা বলা যে এর 'প্রায় জায়গায়' ইসরাঈলিয়াত রয়েছে, ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক যে, কোথাও কোথাও অবশ্যই আছে।

যাহোক, এ কিতাবের ইসরাঈলিয়াত ও ইসরাঈলিয়াতের বাইরের باطل বা منكر রেওয়ায়াতসমূহের ব্যাপারে জানার জন্য ড. আবু শাহবাহর

Free@www.e-iqra.weebly.com

الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير বা তার আলোকে লিখিত মাওলানা আসীর আদরাবীর কিতাবটি মুতালাআ করতে পারেন।

নেসাবের বিষয়টি এতটা সহজ নয় যে, দুই শব্দে তা বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। তবে আপাতত এতটুকু জেনে রাখুন, তাফসীরে জালালাইন যে উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তা নেসাবভুক্ত থাকা মুনাসিব। তবে তাফসীর ও উলূমুল কুরআনের বিষয়টিকে শুধু এই কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া ভুল।

জালালাইনের আগে বা পরে পড়ানোর জন্য তাফসীর ও উলূমুল কুরআন বিষয়ে বিদ্যমান কিতাবাদি থেকেই নির্বাচন করা সম্ভব। থাকল বিভিন্ন আঙ্গিকে এ বিষয়ের আরো খেদমত, তো এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত উভয় পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনা-কাজ চলছেও। মারকাযুদ্দাওয়ার দারুত তাসনীফেরও এ ব্যাপারে পরিকল্পনা আছে। উপায়-উপকরণের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন।

'ফাতহুল কাদীর' ও তৎসংশ্লিষ্ট কিতাবাদির পরিচিতি ও মুতালাআ পদ্ধতি

৫৭. প্রশ্ন ঃ আমি হেদায়া জামাআতে পড়ি। হেদায়া বোঝার জন্য ফাতহুল কাদীর সংগ্রহ করেছি। এই ফাতহুল কাদীরে কয়েকটি কিতাব আছে সবগুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানি না। তাই সেসব কিতাব ও মুসান্নেফ সম্পর্কে জানতে চাই। সাথে সাথে সেগুলো মুতালাআ করার নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই। আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

উত্তর ঃ ভাই! এ কাজটি তো আপনি নিজেই করতে পারতেন। যে কিতাবটি আপনি সংগ্রহ করেছেন তার ভেতরের প্রথম পৃষ্ঠাটি এবং কিতাবের শেষে প্রকাশকের যে পরিশিষ্ট সংযুক্ত আছে তা পড়ে নিলে এবং এর মধ্যে যে কিতাবগুলো একত্রে মুদ্রিত আছে সেগুলোর ভূমিকা পড়ে নিলেই কিন্তু মৌলিক বিষয়গুলো আপনার জানা হয়ে যেত। বাড়তি জ্ঞানের জন্য كشف الظنون ও الفوائد البهية এর সংশ্লিষ্ট স্থানটি পড়তে পারতেন। আরো সহজে জানার জন্য মুহতারাম জনাব মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেবের কিতাব ما ينبغى به العناية لمن يطالع الهداية থেকে সাহায্য নিতে পারতেন।

যাহোক, আপনার অনুরোধ রক্ষার্থে কিছু কথা আরজ করছি। মিশরের 'মাতবাআয়ে মাইমানিয়া' থেকে প্রকাশিত সংস্করণের ফটো সংস্করণই আমাদের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এসব অঞ্চলে সাধারণভাবে পাওয়া যায়। এই সংস্করণে প্রকাশক নিম্নোক্ত কিতাবগুলো একত্র করেছেন–

১. الهداية

২. فتح القدير

৩. الكفاية في شرح الهداية

এই তিনটি কিতাব উক্ত ধারাবাহিকতায় মার্জিনের ভেতরে আছে এবং একটি করে রেখা দ্বারা এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। বাইরে প্রান্তটীকায় আছে দুটি কিতাব–

১. العناية

২. حاشيه سعدي چلپي

প্রথমে ইনায়া তারপর হাশিয়ায়ে সা'দী চালপী।

এই পাঁচটি কিতাবের মধ্যে فتح القدير للعاجز الفقير তো খুবই প্রসিদ্ধ কিতাব। এর রচয়িতা ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ সম্ভবত ৭৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ৮৬১ হিজরীতে। (মুদ্রিত কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে ৬৮১, এটা মুদ্রণের ভুল।) ইবনুল হুমাম (রহ.) পূর্ণ কিতাবের শরহ করতে পারেননি। كتاب الوكالة এর প্রথম দিকের কিছু মাসায়েল পর্যন্ত শরহ করেছেন। এরপর থেকে শেষ পর্যন্ত تكملة ও পরিশিষ্টরূপে কাযীযাদাহ শামসুদ্দীন আহমদ ইবনে বদরুদ্দীন মাহমূদ (মৃত ৯৮৮ হিজরী) করেছেন। কিন্তু মূল ও পরিশিষ্টের মাঝে আকাশ-পাতাল তফাত। আসলে ইবনুল হুমামের নীতি অনুসরণ করতে হলে তো আরেকজন ইবনুল হুমামই লাগবে। যাহোক ফাতহুল কাদীরের অষ্টম ও নবম খণ্ডটি হল এই তাকমিলা।

ইবনুল হুমামের শরহটি হেদায়া রচয়িতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রস্তুত হয়েছে। এজন্য কিতাবটিতে 'রেওয়ায়াত' ও 'দেরায়াত' এবং 'উসূল' ও 'ফুরূ' উভয়েরই সম্মিলন ঘটেছে। কিতাবটির 'দেরায়াত' অর্থাৎ দলীল উপস্থাপনায় উসূলে হাদীস, উসূলে জারহ-তাদীল, উসূলে তাসহীহ-তাযয়ীফ, উসূলে ফিকহ ও কাওয়াদে শরীয়ত ইত্যাদি সবকিছুই অনুসৃত হয়েছে। এজন্য এই কিতাব থেকে উপকৃত হতে হলে এই ফনগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকা জরুরি।

Free © www.eilm.weebly.com

তবে ঘাবড়ানোর কারণ নেই, ফিকহ ও উসূলে ফিকহ এর যা কিছু জ্ঞান এ পর্যন্ত হাসিল হয়েছে এর ভিত্তিতেই যদি কিতাবটি মুতালাআ করতে থাকেন তাহলে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই হতে থাকবে এবং মুতালাআ অব্যাহত রাখলে এক সময় এর আলোচনা ভঙ্গির সাথে পরিচয় গড়ে উঠবে। তবে এখানে একটি কাজের প্রয়োজন রয়েছে। সেটা হল, এর কিছু 'বহস' অধ্যয়ন করে আপনার কোন উস্তাদকে শোনাবেন এবং কিছু 'বহস' সাথী-সঙ্গীদের সাথে তাকরার করে নিবেন। কিতাব বোঝার যোগ্যতা মজবুত থাকলে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অভাব কিতাব বোঝার ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রতিবন্ধক হবে না। প্রয়োজনের মুহূর্তে সেসব শাস্ত্রের উস্তাদ ও কিতাবের শরণাপন্ন হলে চলনসই একটা সমাধান বের করে নেওয়া যাবে। প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা অসুবিধা বোধ হলেও হাল ছেড়ে দিবেন না। কষ্ট করে মুতালাআ অব্যাহত রাখলে ধীরে ধীরে অসুবিধাগুলো দূর হতে থাকবে।

হেদায়ার 'মতন' বোঝার জন্য 'ইনায়া' বেশি উপকারী। এটা শায়খ আকমালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ আল-বাবিরতী (মৃত ৭৮৬ হিজরী রহ.)-এর রচনা। তিনি এই কিতাবে হেদায়ার প্রাচীন শরহ 'আন-নিহায়া'-এর সুন্দর সারসংক্ষেপ কিছু কিছু সংযুক্তিসহ পেশ করেছেন। তার লক্ষ্য ছিল হেদায়ার অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় সহযোগিতা করা। অতএব 'মতন' বোঝার জন্য 'আল-ইনায়া' অধ্যয়নে রাখুন। পাশাপাশি আল্লামা লাখনোভী (রহ.)-এর 'হাশিয়া'টি মুতালাআ করুন। এরপর দলীলাদি ও ফিকহ- হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আলোচনার ক্ষেত্রে ফাতহুল কাদীর মুতালাআ করুন। কিতাব 'হল' করা ও হাদীসসমূহের তাখরীজ-উৎস-উদ্ধৃতির জন্য বদরুদ্দীন আইনী (রহ.)-এর (মৃত. ৮৫৫ হিজরী) البناية তেও বেশ ভাল তথ্যাদি মজুদ রয়েছে। এর ভাল সংস্করণ মুলতান থেকে মাওলানা ফয়েয আহমদ এর তাহকীক-সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে এর বেশ কয়েকটি খণ্ড মুদ্রিত হয়ে পাঠকদের কাছে সমাদৃতও হয়েছে।

জালালুদ্দীন আলকুরলানী (রহ.) [মৃত. ৯৮৮ হিজরী]-এর الكفاية মধ্যম মানের শরহ। আল-ইনায়া ও ফাতহুল কাদীর কাছে থাকলে এ কিতাবের তেমন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু কথায় আছে– قَدْ يُوْجَدُ فِيْ الْأَنْهَارِ مَا لَا يُوْجَدُ فِيْ الْبِحَارِ তাই এখানেও কোথাও কোথাও 'কাজের কথা' পাওয়া যায়। মূল কিতাবের মর্ম-উদ্ধার এবং কিছু কিছু তথ্যের জন্য অনেক সময় এ কিতাবটিরও প্রয়োজন হয়।

শায়খ সা'দুল্লাহ ঈসা যিনি সা'দী চালপী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ (মৃত ৯৪৫ হিজরী) তাঁর টীকাটি ইনায়া ও হেদায়া উভয় কিতাবের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এতে

Free @ www.eilm weekly.com

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা, সমালোচনা-পর্যালোচনা এবং সংক্ষিপ্ত শব্দে জরুরি টীকা-টিপ্পনী রয়েছে।

হেদায়া ও ইনায়া-এর যে কপি দুটি সাদী চালপী নিজে মুতালাআ করতেন তার মধ্যেই প্রান্তটীকারূপে এ আলোচনাগুলো ছিল। সেখান থেকে এগুলো তার শাগরিদ মাওলানা আবদুর রহমান সংগ্রহ করেছেন। এ কাজে তিনি যে মেহনত ও কুরবানী দিয়েছেন তা এই হাশিয়ার ভূমিকায় উল্লেখ আছে। বাস্তবিক পক্ষেই একজন শাগরিদের পক্ষে উস্তাদের উলূম ও মাআরেফের জন্য এমনই শ্রম-কুরবানী দেওয়া উচিত। আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া 'ইলমে রাসেখ' অর্জিত হয় না। সা'দী চালপী (রহ.) যদি এই টীকাগুলোয় দ্বিতীয়বার নজর বুলাতে পারতেন তাহলে এ থেকে উপকৃত হওয়া আরো সহজ হত। الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، الفوائد البهية ইত্যাদি কিতাবে সাদী চালপী (রহ.)-এর জীবনী আলোচনা রয়েছে।

আলিয়ায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মেশকাত-জালালাইন একত্রে পড়া

৫৮. প্রশ্ন ঃ আমি বর্তমানে এক মাদরাসায় হেদায় কিতাব পড়ছি। মাতা-পিতার ইচ্ছা ছিল আমাকে আলিয়া মাদরাসায় পড়ানোর। হেফয ইয়াদ না থাকার অজুহাত দেখিয়ে আমি কওমী মাদরাসায় ভর্তি হই এবং তাদেরকে বলি যে, মাঝে মাঝে পরীক্ষা দিয়ে নিব। কিন্তু পরে আর দেওয়া হয়নি। ইদানিং মাথায় চিন্তা আসল যে, ইংরেজি ও অংকও আলেমদের জন্য জরুরি; মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করাও ওয়াজিব; অপর দিকে যুগের চাহিদা হিসেবেও এসব বিষয় শিক্ষা করা অপরিহার্য। তাই আমার মনে পরীক্ষা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়।

আমি ইচ্ছা করেছি আগামী বছর জালালাইন ও মেশকাত একত্রে পড়ে এক বছর আলীয়ার কিতাবাদি পড়ে পরীক্ষা দিব। এরপর দাওরা পড়ব। দাওরা পড়ে আলেম পরীক্ষা দিব। এ মর্মে আপনার কাছে জানার বিষয় হল আমার জন্য কি আলিয়ায় পরীক্ষা দেওয়া এবং জালালাইন ও মেশকাত একত্রে পড়া ঠিক হবে?

আশা করি হুযুর আমাকে সুপরামর্শ দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ দাওয়াত ও অন্যান্য দ্বীনী কাজের উদ্দেশ্যে কিছু যোগ্যতা সম্পন্ন আলেমের জন্য ইংরেজি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করা কাম্য। কিন্তু আপনিই বলুন, উপরোক্ত পদ্ধতিতে শুধু পরীক্ষা দেওয়ার দ্বারা এ যোগ্যতা অর্জিত হবে কি?

Free © www.eilm.weebly.com

আপনি এই চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। দুআ করি আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করেন।

মেশকাত ও জালালাইন এ দুটি জামাআতের পড়াশুনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ শ্রেণী দু'টিতে যে কিতাবগুলো পাঠ্য তালিকায় রয়েছে তা খুব পরিশ্রম ও মনোযোগের দাবিদার। এজন্য এ দুই জামাআত আলাদাভাবে পড়াই ভাল। এরপরও আপনি কোন অভিজ্ঞ ও মুশফিক উস্তাদের সাথে পরামর্শ করে নিন। তবে আলিয়া মাদরাসায় পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ কাজ কখনো করবেন না।

বয়স, শ্রেণী ও মেধা অনুপাতে মুতালাআযোগ্য কিতাবাদি

৫৯. প্রশ্ন ঃ দরসি শিক্ষার পাশাপাশি আকাবিরের জ্ঞানগর্ভ ওয়াজ ও মালফূযাত পড়ার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু বয়স ও মেধা অনুপাতে কিতাব নির্বাচন করতে না পারায় যা মুতালাআ করি তা থেকে আশানুরূপ ফায়েদা হাসিল করা সম্ভব হয় না। তাই আপনার কাছে আবেদন, আমাদের বয়স ও মেধা অনুপাতে শ্রেণীভিত্তিক বইয়ের একটা তালিকা পেশ করবেন। যাতে প্রত্যেক শ্রেণীতেই আমরা মূল্যবান ও সহজবোধ্য কিতাব মুতালাআ করতে পারি এবং সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে ফায়েদা হাসিল করতে পারি।

উত্তর ঃ কোন অবসরে এর একটি তালিকা তৈরি করে আল-কাউসারের এ বিভাগে প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ। আপনি আপাতত মাওলানা আসলাম শায়খপুরীর بڑوں کا بچپن এর বাংলা অনুবাদ 'বড়দের ছেলেবেলা' এবং মাওলানা তাকী উসমানীর اصلاحی خطبات মুতালাআ আরম্ভ করুন।

সাধারণ শিক্ষিতদের দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া!

৬০. প্রশ্ন ঃ আমি এখন কাফিয়া জামাআতে পড়ছি। স্কুলের ছাত্র বা জেনারেল শিক্ষিত বড় বড় লোক দেখলে ইচ্ছে হয় মাদরাসা ছেড়ে স্কুলে লেখাপড়া করি। কিন্তু আমার মাতা-পিতার বড় আকাঙ্ক্ষা যে, আমাকে বড় মুহাক্কিক আলেম বানাবেন। এখন আমার করণীয় কী? কী করলে আমার ওই খারাপ ধারণা দূর হবে?

উত্তর ঃ আপনি কোন আহলে ইলম বুযুর্গের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করুন। মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানী (রহ.)-এর রিসালা آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کا منصب کیا ہے (তালিবে ইলমের রাহে মানযিল– মাকতাবাতুল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আশরাফ) এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর রিসালা 'ফাযায়েলে ইলম' মুতালাআ করুন। সালাতুল হাজত পড়ে ওয়াসওয়াসা দূর হওয়ার দুআ করুন এবং প্রতি নামাযের পরে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

এই দুআগুলো পড়তে থাকুন। ইনশাআল্লাহ আপনার ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা আপনার অন্তর চক্ষু খুলে দিবেন তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, আপনি যে ইলম অর্জনের সাধনায় মগ্ন আছেন তা ফেরেশতাদেরও ঈর্ষার বস্তু এবং এর ওসীলায় আপনার মর্যাদাও তাদের কাছে কী পরিমাণ! অথচ আপনি কিনা দুনিয়াবী ইলমওয়ালাদের প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

আল্লাহ তাআলা আপনাকে সাহায্য করুন।

মূলভাবার্থ বুঝার পর ইবারতের অর্থ তুলতে অক্ষমতা

৬১. প্রশ্ন ঃ আমি ৩য় বর্ষের (হেদায়াতুন্নাহুর) ছাত্র। আরবী ও উর্দূ মোটামুটি বুঝি। আমার একটা সমস্যা হচ্ছে কিতাবের ইবারত বুঝে আসলে মুখে উচ্চারণ করে অর্থ তুলি না। ভাবটি বুঝে আসলে মুখে উচ্চারণ করতে ইচ্ছা হয় না এবং এভাবে চলে যাই। আর সরাসরি কিতাবের ইবারতের অর্থ তুলতেও কষ্ট হয়।

এ সমস্যা আমি কীভাবে দূর করব? এ ব্যাপারে সুপরামর্শ দিলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর ঃ এ সমস্যাটি কখনো এজন্য হয় যে, বিষয়টি পুরোপুরি বোঝা হয়নি। কিছু বুঝে এসেছে আর কিছু বুঝে আসেনি। তাই অন্যকে ভালভাবে বলা যাচ্ছে না। আবার কখনো এজন্য হয় যে, যা বুঝে এসেছে তা প্রকাশের যোগ্যতা নেই। এজন্য আপনাকে উভয় প্রকারে পরিশ্রম করতে হবে। বোঝার ক্ষেত্রে কী ত্রুটি হচ্ছে তা আপনার কোন উস্তাদ বা যোগ্য-সচেতন সাথীর মাধ্যমে চিহ্নিত করে নিন। তারপর সেই ত্রুটি দূর করার জন্য মেহনত করতে থাকুন। পাশাপাশি তাকরারে অংশগ্রহণ করে ভাব প্রকাশের যোগ্যতা অর্জনে সচেষ্ট হোন। এ বিষয়েও কোন উস্তাদের সাথে বা উপরের জামাআতের ভাল কোন সাথীর সাথে

Free © www.eilm.weebly.com

পরামর্শ করে নেওয়া জরুরি। আসলে এসব বিষয়ে সামনাসামনি আলোচনা হলেই সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া যায়।

'মুতালাআ' কী, কেন ও কীভাবে

৬২. প্রশ্ন ঃ মুতালাআ বলতে কী বোঝায়? এর গুরুত্ব কতটুকু? এটি কি দরসের কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নাকি এর পরিধি আরও বিস্তৃত? কোন বিষয়ের কিতাব কীভাবে মুতালাআ করতে হয়– এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ مطالعة শব্দের অর্থ হল কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য সে বিষয়ের কোন প্রবন্ধ, আলোচনা, রিসালা বা গ্রন্থ এমনভাবে অধ্যয়ন করা যা দ্বারা বিষয়টির যথাযথ জ্ঞান অর্জিত হয়। এর সর্বপ্রথম স্তর হল যদিও তা ফরয পর্যায়ের মুতালাআ, যাকে আমরা 'দরসি মুতালাআ' নামে আখ্যায়িত করতে পারি। অর্থাৎ আগামী দরসের সবকটি দরসে উপস্থিত হওয়ার আগেই এমনভাবে অধ্যয়ন করা যে, বিষয়টির সারাংশ স্মৃতিতে এসে যায় এবং এ বিষয়ের কঠিন বা অস্পষ্ট দিকগুলো চিহ্নিত হয়ে যায়। যাতে বুঝে আসা বিষয়গুলো উস্তাদের দরসের মাধ্যমে আরো ভালভাবে স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হয় এবং কঠিন ও অস্পষ্ট বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যায়।

মুতালাআর দ্বিতীয় প্রকার হল দরসের কিতাবগুলোর নির্বাচিত শরহ-হাশিয়া জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মনোযোগের সাথে পড়া। শরহ-হাশিয়া বলতে আমি নোটবুক বা ওইসব উর্দূ-বাংলা শরহ বুঝাচ্ছি না যা ছাত্রদের যোগ্যতার অধঃগতি রুখবার জন্য নয়; বরং তা আরো সচল রাখার জন্য যে কোন ধরনের ব্যক্তিরা প্রস্তুত করে থাকেন।

আমি এখানে নির্বাচিত আরবী শরহের কথাই বলছি। হ্যাঁ, এমন কোন শরহ যদি হয় যা বাস্তবিক পক্ষেই শিক্ষকের কাজ দেয় এবং কিতাবের কঠিন ও অস্পষ্ট স্থানগুলোতে এই শরহের সত্যিকার যোগ্যতা-অবদান প্রকাশ পায়, তাহলে সেটি উর্দু ভাষায় হোক বা বাংলা ভাষায়, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা প্রয়োজনে এ জাতীয় শরহের সাহায্য নেওয়ারও পরামর্শ দিই।

যাহোক, এই উভয় প্রকার মুতালাআই দরসের অংশ, দরসের ভূমিকা এবং দরসের পরিশিষ্ট। কিন্তু আসল মুতালাআ যার ব্যাপারে আমাদের আকাবির তাগিদ করতেন তা ভিন্ন জিনিস। এর অনেক প্রকার রয়েছে। আমরা এই মুতালাআকে 'খারেজী মুতালাআ' নাম দিয়ে একে যেন অনেকটা তাচ্ছিল্যের

Free @ www.eilm.weebly.com

দৃষ্টিতেই দেখি। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন তাহলে 'মুতালাআ' বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রয়েছে। দুআ করুন, খুব তাড়াতাড়ি যেন এর সুযোগ হয়। আর 'কোন বিষয়ের কিতাব কীভাবে পড়া উচিত' এমন ব্যাপক প্রশ্নের স্থলে বিষয় বা কিতাব নির্ধারণ করে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া সহজ হবে।

এটি হাদীস না উক্তি?

৬৩. প্রশ্ন ঃ (ক) মাওলানা ইদরীস শরীয়তপুরী (শিক্ষক জামিয়া ইমদাদিয়া সৈয়দপুর, মুন্সীগঞ্জ) 'জীবন চলার পাথেয়' নামে ইমাম গাযযালী (রহ.)-এর একটি পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এর ২০ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস এসেছে। হাদীসটি হল–

حَاسِبُوْا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا، وَزِنُوْا قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا.

এটা কি আসলে হাদীস, নাকি কোন বুযুর্গের বাণী? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর ঃ (ক) এটি একটি নসীহতমূলক বাণী। জামে তিরমিযী ২/৭২, হাদীস ২৪৫৯ এর অধীনে হযরত উমর (রাযি.)-এর উক্তি হিসেবে কথাটি বর্ণিত আছে। পুরো কথাটি এ রকম–

حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا، وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وَإِنَّمَا يُخَفَّفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

"তোমাদের কাছ থেকে হিসাব নেওয়ার আগে তোমরাই নিজেদের হিসাব নাও এবং সেই কঠিন উপস্থিতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কেয়ামতের দিন তার হিসাবই সহজ হবে যে দুনিয়াতে নিজেই নিজের হিসাব নিয়েছে।"

ওসমানী সালতানাতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থ

৬৪. প্রশ্ন ঃ তুরস্কের বিখ্যাত সালতানাতে উসমানিয়ার নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে এবং ওই গ্রন্থগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করা যাবে? সঠিক দিকনির্দেশনা দানে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়, ভারত এর প্রকাশনা সিরিজ-৬৫ دولت عثمانيه মুতালাআ করতে পারেন। দু' খণ্ডের এ কিতাবটি ড. মুহাম্মদ আযীয-এর রচনা। এটির ব্যাপারে সাইয়েদ সুলাইমান নাদভী (রহ.)-এর বক্তব্য হল, 'এটি এ বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা এবং রচয়িতা সাত

Free © www.e-ilm.weebly.com

বছরের অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের পর এ কিতাবটি রচনা করেছেন।' (১/১) এখন তো মুহাম্মদ আলী আস-সাল্লাবী এর কিতাব আদ-দাওলাতুল ওসমানিয়্যাহ এসেছে। তাও সংগ্রহ করতে পারেন।

'হেদায়া'র একটি টীকার অনুবাদ

৬৫. প্রশ্ন ঃ (ক) হেদায়ার ৩৫৯ পৃষ্ঠায় একটি ফার্সী হাশিয়া (পাদটীকা) আছে। সেটির সঠিক অনুবাদ জানানোর অনুরোধ রইল। (টীকা নং ১)

উত্তর ঃ (ক) এই হাশিয়াতে بنج শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে। এ শব্দটির প্রথম অক্ষরে যবর। ফার্সী শব্দ بنگ এর আরবী রূপ হল بنج, খোরাসান অঞ্চলে হয় এমন একটা গাছের নাম। একেই আরবীতে بنج বলা হয়। بنگ এর আরেক অর্থ হল 'ভাং'। بنج শব্দটি কিন্তু এই অর্থে নয়। 'ভাং' পানিতে ভিজিয়ে পান করা হয়। আরবী চিকিৎসকদের ভাষায় একে قنب বলা হয়। এই আলোচনা رساله معربات থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। – গিয়াসুল লুগাত

ফার্সী بنگ শব্দটি যে দু অর্থে ব্যবহৃত হয় উভয়টিই উদ্ভিদ জাতীয় এবং উভয়টি নেশাদার বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। ভালভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য 'আল-মুজামুল ওসীত' থেকে এ দুটো উদ্ভিদের ছবি দেখে নিন।

লাখনোভী (রহ.)-এর জীবনী উৎস

৬৬. প্রশ্ন ঃ (খ) মাওলানা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.)-এর জীবনী জানতে চাই। তিনি হেদায়া ও শরহে বেকায়া-এর হাশিয়া ব্যতীত আর কী কী কিতাব লিখেছেন? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ (খ) আল্লামা লাখনোভী (রহ.)-এর নাম ও কুনিয়াত হল আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আবদুল হাই ইবনে আবদুল হালীম আল-আনসারী আল-লাখনোভী।

১২৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের জীবনকালে তাঁর রচনার সংখ্যা প্রায় ১১০টি। তাঁর জীবনীর উপর অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। نزهة الخواطر এর অষ্টম খণ্ডে তাঁর বিশদ জীবনী পাবেন। এ কিতাবটি না থাকলে عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية এর ভূমিকায় তাঁর নিজ হাতে লেখা সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে।

Free © www.eilm.weebly.com

তাছাড়া তাঁর কিতাব الفوائد البهية এর শেষে তিনি নিজেই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন।

জালালাইনে একই শব্দের ব্যাখ্যায় দৃশ্যমান ভিন্নতা

৬৭. প্রশ্ন ঃ (ক) তাফসীরে জালালাইনের ৬নং পৃষ্ঠায় صواعق শব্দের এক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আবার ২০১ পৃষ্ঠায় ভিন্ন আকেরটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ পৃষ্ঠার ২৭ নং হাশিয়াতে একটি ব্যাখ্যা দেখা যায়। এগুলোর মাঝে পরস্পর বিরোধ মনে হচ্ছে। আশা করি رعد ও صواعق শব্দ দুটির ব্যাপারে তাহকীকী আলোচনা করবেন।

উত্তর ঃ (ক) জালালাইনের শরহ (حاشية الجمل) الفتوحات الإلهية এবং এর সারসংক্ষেপ حاشية الصاوى এ দুটি কিতাব আপনার হাতের নাগালেই রয়েছে। রাগিব ইস্পাহানী (রহ.)-এর مفردات الفاظ القرآن এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.)-এর لغات القرآن কিতাব দুটিও সহজলভ্য। আপনি এই শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা উপরোক্ত কিতাবগুলোয় দেখে নিন। এরপরও যদি অস্পষ্টতা থাকে, পুনরায় প্রশ্ন করলে আলোচনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

হাশিয়ার শেষে ১২ সংখ্যার অর্থ

৬৮. প্রশ্ন ঃ (খ) প্রায় সব কিতাবের হাশিয়ার শেষে "১২" এই সংকেত চিহ্নটি দেখা যায়। এর মূল রহস্যটা কী?

উত্তর ঃ (খ) শুনেছি, এ সংখ্যাটি حد শব্দের সূচক। আবজাদের হিসাবে حد শব্দের সংখ্যাগত সূচক ১২ হয়। আলোচনার শেষে কথার 'হদ' বা 'শেষ সীমা' বোঝাতে এ সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়।

হেদায়া ৩য় খণ্ডের একটি ইবারত

৬৯. প্রশ্ন ঃ হেদায়া কিতাবের ৩য় খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় আছে–

كُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ، وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْاِسْتِحْقَاقِ يُفْسِدُهُ ...، لِأَنَّ فِيْهِ زِيَادَةً عَارِيَةً عَنِ الْعِوَضِ فَيُؤَدِّيْ إِلَى الرِّبَا أَوْ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِسَبَبِهِ الْمُنَازَعَةُ فَيَعْرٰى الْعَقْدُ عَنْ مَقْصُوْدِهِ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ مُتَعَارَفًا.

Free@www.eilm.weebly.com

উপরোক্ত ইবারত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'শর্তে ফাসেদ'-এর নিষেধ হওয়ার 'ইল্লত'টি চাই 'রিবা' হোক বা 'মুফযী ইলান নিযা' হোক যদি সেই শর্তের উরফ বা প্রচলন হয়ে যায় তাহলে তা জায়েয। এখন আমার প্রশ্ন হল–

(ক) যে সকল শর্তের কারণে 'বায়' বা 'ইজারা' ফাসেদ হয়ে যায় সে সকল শর্তের উরফ হয়ে গেলে কি শর্তের কারণে 'বায়' ফাসেদ হবে না?

(খ) গাছের ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে যদি বেচাকেনার প্রচলন হয়ে যায় তাহলে কি এ ধরনের বেচাকেনা জায়েয?

মেহেরবানী করে দ্রুত উত্তর দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর ঃ মাসআলাগুলো কোন দারুল ইফতা থেকে জেনে নিন বা আল-কাউসারে 'আপনি যা জানতে চেয়েছেন' বিভাগে প্রশ্ন করুন। আর হেদায়ার উদ্ধৃত ইবারত إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ مُتَعَارَفًا এর সম্পর্ক ربا এর সাথে নয়, منازعت -এর ক্ষেত্রগুলোর সাথে। তাহলে আপনার আপত্তির ভিত্তিই ভুল সাব্যস্ত হল। ভালভাবে পড়ুন।

ফুনূনাতে আলিয়ার পড়াশোনা

৭০. প্রশ্ন ঃ আমি হেদায়া ১ম বর্ষের ছাত্র। আমার শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই মানতেক, ফালসফা, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয় পড়ার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তাই ইতিপূর্বে মজমুয়ায়ে মানতেক, মিরকাত, শরহে তাহযীব প্রভৃতি কিতাব সাধ্যমত বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি এবং তাকরারও করেছি। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ কওমী মাদরাসায় সুল্লাম, মোল্লা হাসান, মাইবুযী, কাযী মুবারক, কাযী হামদুল্লাহ, মীর যাহেদ, মোল্লা জালাল, সদরা, শামসে বাযেগা, শরহে চিগমীনী, উকলিদস, তাসরীহসহ ফুনূনাতে আলিয়ার কিতাবসমূহ তেমন গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয় না। অপর দিকে বড়দের কাছে শুনেছি, ফুনূনাতে আলিয়ার কিতাবসমূহ না পড়লে ইলমের পূর্ণতা ও পরিপক্কতা আসে না। আবার অনেকে বলেন, বর্তমানে এ সবের কোন প্রয়োজন নেই। আমার প্রশ্ন হল, এ মুহূর্তে যদি আমি এগুলো এড়িয়ে যাই পরবর্তী সময়ে কোন প্রকার ইলমী অনুশোচনার শিকার হতে হবে কি না?

উত্তর ঃ ইনশাআল্লাহ হবে না। কেননা علوم عالية مقصودة এর বুনিয়াদী কিতাবসমূহ বোঝা এবং এসব শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করা প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়াদির উপর নির্ভরশীল নয়। তাছাড়া একটি ছোট্ট কথা হল, এই ফনগুলো এমন নয় যাতে সাধারণ পর্যায়ের ধারণা অর্জন করা হলে এগুলো (ফনগুলো) ব্যবহার

Free @ www.eilm.weebly.com

করার জন্য যথেষ্ট হয়। আর গভীর ধারণা বা বুৎপত্তি অর্জন করতে গেলে আপনাকে জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এসবের পেছনে ব্যয় করতে হবে। সেক্ষেত্রে আসল প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসমূহের জ্ঞান লাভ করার জন্য সময় বের করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাদের আকাবিরের মধ্যে হাতেগোনা কজন 'জামেউল মা'কূল ওয়াল মানকূল' ব্যক্তিত্বের সাথে নিজেকে তুলনা করতে যাওয়া বোকামি হবে। আমাদের অনেক আকাবিরের মত এই ছিল যে–

منطق و حکمت برائے اصطلاح - گر بخواني اند کے باشد مباح

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) প্রমুখ আকাবিরের মাসলাক এটাই ছিল।

আপনি তো (মাশাআল্লাহ) এই পর্যায়টি অতিক্রম করে এসেছেন। আর فلسفه طبيعيه এর মত বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর শাস্ত্রের ব্যাপারে তো এ বিষয়টি স্বীকৃত যে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের কারণে এখানে অনেক বিষয় ও সিদ্ধান্তে পরিবর্তন হতেই থাকে। এজন্য এসব বিষয়ে পুরাতন রচনাবলির স্থলে আধুনিকতম রচনাবলিই মুতালাআ করা উচিত। আর পুরাতন মত বা সিদ্ধান্তগুলোর সাথে তুলনা করতে হলে তাও নতুন ও সহজ অনেক রচনার মধ্যেই রয়েছে। এজন্য কঠিন বর্ণনাভঙ্গির পুরাতন কিতাবাদির পেছনে মেধা ও সময় ব্যয় করার কোন প্রয়োজন নেই। হযরত মাওলানা ইউসুফ বানূরী (রহ.) সহ অন্য অনেক আকাবির এই মত পোষণ করেছেন। (দ্রষ্টব্য علمي و مطالعتي زندگی، مولانا عبد القيوم حقانی) তাই এখানে সময় বাঁচিয়ে কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ বোঝা এবং তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জনের পেছনে ব্যয় করুন।

মানতিকে উচ্চজ্ঞান লাভে সময় দেবো না কুরআন-হাদীসে?

৭১. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি মানতেক শাস্ত্রের তাইসিরুল মানতেক, মিরকাত, শরহে তাহযীব পড়েছি। কিন্তু এত মজবুতভাবে পড়তে পারিনি। তবে এতটুকু হয়েছে যে, কখনো যদি এগুলো পুনরায় মুতালাআ করি তবে আয়ত্ত করতে পারব।

আমরা এ সমস্ত শাস্ত্র তো শুধু কুরআন হাদীসের মাধ্যম হিসেবেই পড়ে থাকি। যেমন নাহু, সরফ। এখন আমার প্রশ্ন হল কতটুকু পরিমাণ পড়লে এর মাধ্যমে কুরআন হাদীসের যে প্রয়োজন আছে তা মিটবে। আর এ প্রয়োজনের খাতিরে এই শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাব যেমন সুল্লাম, মোল্লা হাসান। আর

Free © www.eilm.weebly.com

হেকমতে মাইবুযী ইত্যাদি কিতাবে সময় ব্যয় করা ভাল হবে, নাকি কুরআন হাদীসে সময় ব্যয় করা ভাল হবে?

শরহে আকায়েদ যথাযথ বোঝা কি হেকমত ও মানতেক বোঝার উপর নির্ভর করে? অনুরূপ ফিকহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব যেমন হেদায়া ইত্যাদি কিতাব কি মানতেক বোঝার উপর নির্ভর করে? উপরোক্ত কারণে কি সুল্লাম ও মাইবুযী এবং এ শাস্ত্র দুটির উল্লেখযোগ্য কিতাবে সময় ব্যয় করা ঠিক হবে, নাকি এ অমূল্য সময়টা কুরআন ও হাদীসের পেছনে ব্যয় করা ভাল হবে?

উত্তর ঃ (ক) পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। আরো বিশদ জানার ইচ্ছে থাকলে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর আলোচনা সংকলন علوم و فنون اور نصاب تعليم এবং মাওলানা আবদুল কাইয়ূম হক্কানী সংকলিত নেসাব-নেজাম বিষয়ে অনেক আকাবিরের নির্দেশনা সম্বলিত علمي اور مطالعتي زندگي মুতালাআ করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আপনার প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেয়ে যাবেন। আরো পড়ুন মাসিক আল-কাউসার সংখ্যা ৬, '০৫ ঈ, পৃ. ৪০

উলূমুল হাদীসের প্রাথমিক পড়াশোনা

৭২. প্রশ্ন ঃ (খ) আমরা এই বছর হেদায়া পড়ছি। এ কিতাব মুতালাআর ক্ষেত্রে হাশিয়া ও তার শরাহসমূহ তথা ফাতহুল কাদীর, বিনায়ার প্রতি কিছু হলেও আকর্ষণ থাকে এবং দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু হাশিয়ার পাশাপাশি নাসবুর রায়াহ ইত্যাদির প্রতি আমাদের আকর্ষণ তেমন হয় না। এটা নাকি (বড়দের থেকে শুনি) উসূলে হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। কারণ আমাদের মাদরাসাগুলোয় এই শাস্ত্রের একটি কিতাবই (শরহু নুখবাতিল ফিকার) পড়ানো হয়। তাও আবার মেশকাতের বছর। তাই আমাদের আবেদন হচ্ছে, হেদায়ার ছাত্রদের 'তাখরীজে আহাদীস' বিষয়ে নাসবুর রায়াহ্-এর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন এবং এতে উসূলে হাদীসের গুরুত্বের কথা জানাবেন। আর আমরা এখন থেকেই উসূলে হাদীসের সহজ আরবী, উর্দু বা বাংলা কী কী কিতাব পড়তে পারি?

উত্তর ঃ (খ) আপাতত ইমাম নববী কৃত (إرشاد طلاب الحقائق) ও (قواعد في علوم الحديث : مقدمة إعلاء السنن) আল্লামা যফর আহমদ উসমানী, অধ্যয়ন করতে পারেন। الإرشاد এর আগে আমর আবদুল মুনইম সালীম কৃত تيسير علوم الحديث للمبتدئين ও মুতালাআ করতে পারেন।

Free © www.eilm.weebly.com

মুসলিম ২য় খণ্ডের পাঠদান পদ্ধতি

৭৩. প্রশ্ন ঃ সালাম বাদ আপনার খেদমতে আরজ এই যে, এ বছর মাদরাসার তালীমাতের পক্ষ থেকে আমাকে মুসলিম ২য় খণ্ডের দরসদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বিনীতভাবে আপনার কাছে জানতে চাই যে, কীভাবে কোন পদ্ধতিতে আমি কিতাবখানা পড়ালে আমার ও তালেবে ইলম ভাইদের বেশি ফায়েদা হবে এবং কীভাবে মেহনত করলে ইলমে হাদীসে মাহারাত ও বরকত লাভ হবে। মেহেরবানী করে বাতলে দিবেন বলে আশা করছি। আমার একজন তালীমী মুরুব্বী হিসেবে আপনার পবিত্র জবান থেকে এ বিষয়ে পরামর্শ পাওয়ার আশা করছি।

উত্তর ঃ প্রথম পর্যায়ে এটুকু চেষ্টা করুন যেন কোন হাদীসের অর্থ ও মর্ম অস্পষ্ট না থাকে। সনদ বিষয়ক আলোচনা ও উলূমুল হাদীসের লাতায়েফের জন্য 'শরহে নববী'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন। 'ইখতেলাফি মাসায়েল'-এর আলোচনার জন্যও তাঁর সংক্ষিপ্ততা ও স্পষ্টতা অনুসরণ করতে পারেন। তবে ফিকহে হানাফীর উৎস যে হাদীসগুলো তা জানার জন্য আহকাম বিষয়ক কোন হাদীসের কিতাব সামনে রাখতে পারেন। المدخل إلى علوم الحديث الشريف -এ এ বিষয়ক কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করেছি। এটা সম্ভব না হলে إعلاء السنن বা تكملة فتح الملهم তো আপনার কাছে অবশ্যই থাকবে। সেখান থেকেই তথ্য সংগ্রহ করুন। হাদীস শরীফ থেকে আধুনিক বিভিন্ন সমস্যা ও মাসায়েলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে تكملة فتح الملهم এর আলোচনাই যথেষ্ট।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হল একটি হাদীসও যেন বোঝা ছাড়া না থাকে এবং নববী (রহ.)-এর 'ফাওয়ায়েদ' মুতালাআলার বাইরে না থাকে। তাঁর আলোচনাগুলো গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করতে থাকলে উলূমুল হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

الفاظ غريبة ও কঠিন শব্দ ও বাক্যের অর্থ জানার জন্য আল্লামা তাহের পাটনী (রহ.)-এর مجمع بحار الأنوار সামনে রাখার চেষ্টা করলে অনেক উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

'শাহেদ' ও 'মুতাবি' সংক্রান্ত দুটি প্রশ্নোত্তর

৭৪. প্রশ্ন ঃ متابع এবং شاهد -এর প্রকারভেদ জানতে চাই।

Free © www.e-ilm.weebly.com

উত্তর ঃ متابعت দু প্রকার বলা হয়। المتابعة الناقصة والمتابعة التامة তেমনি شاهد এরও দুটি প্রকার উল্লেখ করা হয়। الشاهد بالمعنى فقط والشاهد باللفظ والمعنى এ প্রকারগুলোর পরিচিতি شرح نخبة الفكر ও এর شروح এ রয়েছে।

৭৫. প্রশ্ন ঃ مرفوع، موقوف বা مقطوع হাদীস প্রতিটি পরস্পরের متابع বা شاهد হতে পারে কি? সূত্রসহ উল্লেখ করলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর ঃ مرفوع কে متابع বানাবেন কেন? তবে موقوف যে مرفوع এর شاهد হয় তা الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٦٢-٤٦٣ এবং شرح علل الترمذي لابن رجب ج ١ ص ٣٨٧-٣٨٨ এ রয়েছে। এটা হানাফী ইমামগণেরও মত। মুতাকাদ্দিমীন হানাফী ইমামগণের হাদীস ও ফিকহ বিষয়ক রচনাবলি এর দলীল। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর الخراج, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর كتاب الحجة على أهل المدينة এবং ইমাম তহাবী ও আবু বকর জাসসাস (রহ.)-এর কিতাবাদি থেকেও এই নীতিই বুঝে আসে।

মাকতূ' বক্তব্য– যদি তার সনদ সহীহ হয় সেটিও যয়ীফ মারফূ' রেওয়াতের জন্য শাহেদ হতে পারে। বিশেষত যদি مقطوع এর বিষয়বস্তু (মাজমূন) ফুকাহায়ে সালাফের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত থাকে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর الرسالة পৃ. ৪৬৩-এ বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আরো বিশদভাবে জানার জন্য শায়খ মাহমূদ সাঈদ মামদূহ এর কিতাব التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف খ. ১, পৃ. ৬৫–৬৭ পড়ে নেওয়া যেতে পারে।

তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের মধ্যে কোনটি অধিক প্রয়োজনীয়?

৭৬. প্রশ্ন ঃ তাফসীর, হাদীস ও ইফতা এ তিন ফনের মান ও মর্যাদা এবং গুরুত্ব ও ফযীলত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে প্রায়ই বিতর্ক হয়। সবাই নিজ নিজ ফন ও বিষয়কে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। যারা তাফসীরের ছাত্র তাদের বক্তব্য হল, তাফসীরের মান ও মর্যাদা সবার উপরে। কারণ তাফসীর হল আল্লাহ তাআলার কালামের ব্যাখ্যা। আল্লাহর কালাম যেমন বড় তাঁর তাফসীরও সে রকম বড় মর্যাদা রাখে।

Free @ www.eilm.weebly.com

যারা হাদীস পড়ছে তাদের নিকট হাদীসের মর্যাদাই সবার চেয়ে বেশি। কারণ হাদীস হচ্ছে আল্লাহর কালামের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। এ ছাড়া দারুল উলূম দেওবন্দসহ সব মাদরাসায় হাদীসের যে রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্য বিষয়ের প্রতি সে রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় না। হাদীসের মান সবার উপরে হওয়ার এটি একটি প্রমাণ।

আবার যারা ইফতা বা ফিকহ পড়ছে তাদের নিকট ইফতার মানই সবার উপরে। কারণ ফিকহ ছাড়া মানুষের জীবনযাত্রা সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মাদরাসায় ইফতা বিভাগটি যে রকম গুরুত্বের সাথে খোলা হচ্ছে তাফসীর ও হাদীস বিভাগ সে রকম গুরুত্বের সাথে খোলা হচ্ছে না। সুতরাং ইফতার মান সবচেয়ে বেশি।

এছাড়া বলা হয় যে, তাফসীর নিজে নিজে মুতালাআ করলেই চলে। আলাদাভাবে পড়ার প্রয়োজন নেই। বছর লাগিয়ে তাফসীর পড়া মানে সময় নষ্ট করা– এ ধরনের মন্তব্যও শোনা যায় অনেকের কাছে। এ ব্যাপারে আপনার যথাযথ মূল্যায়ন ও মতামত জানতে চাই।

উত্তর ঃ ভাই! এ জাতীয় বিতর্কে আমার আগ্রহ নেই। তবে এ কথাটি একেবারেই ভুল যে, তাফসীর শাস্ত্রটি শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়ন দ্বারাই হাসিল হয়ে যায় এবং তার জন্য বিশেষ পঠন-পাঠন ও আহলে ফনের সাহচর্য প্রয়োজন হয় না। এমন কথা যিনি বলেন তিনি তাফসীর শাস্ত্রটিকে কুরআনের অনুবাদ দেখে কুরআন তরজমা পড়ে নেওয়ার সমার্থক মনে করেছেন। অথচ সব আয়াতের অনুবাদও আহলে ফনের সাহায্য ছাড়া সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া শুধু কঠিনই নয়, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও বটে।

একটি 'গুঢ় কী বাত' মনে রাখলে উপকৃত হবেন, কোন শাস্ত্র অর্জনের পেছনে সময় ব্যয় করা বা না করার বিষয়টি সে শাস্ত্রের ফযীলতের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় না, সাব্যস্ত হয় সে ফনটির প্রয়োজনীয়তার নিরিখে। যে 'ফন' যত বেশি প্রয়োজনীয় তা হাসিল করাও ততটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও কোন এক দিক থেকে তার ফযীলত কম হোক না কেন। আর ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তার কারণও তো অনেক। তাই এ ব্যাপারে একতরফা আলোচনা একদম অর্থহীন। তাছাড়া উল্লেখিত তিনটি শাস্ত্রই যেহেতু জরুরি তাই প্রতিটি শাস্ত্রেই বিজ্ঞ লোকদের একটি করে জামাআত থাকা অপরিহার্য। তাহলে কোন ফন উত্তম আর কোনটি অনুত্তম এটা নির্ণয় করার কী ফায়েদা?

এ প্রসঙ্গে একটি জরুরি হেদায়াত আপনি শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর কিতাব العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج এ ইমাম নববী (রহ.)-এর জীবনীতে পাবেন। ইনশাআল্লাহ তাতেই আপনার পূর্ণ তৃপ্তি হয়ে যাবে।

Free @ www.e-iqra.bd.com

বয়স বেশি অথচ নাহবেমীর পড়ি কীভাবে মেহনত করতে পারি?

৭৭. প্রশ্ন ঃ আমার উপরের ও নিচের জামাআতের অনেক ছাত্র ভাই শিক্ষার্থীদের পাতা বিভাগের মাধ্যমে অনেক উপকৃত হয়েছে। তারা আপনার পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুসরণ করছে। আমি আপনার সুপরামর্শ ও দুআ নিয়ে মেহনতের ময়দানে অবতীর্ণ হতে চাই। সেমতে আমাকে হেদায়াত দানে বাধিত করবেন। হুযুর! আমি একজন হাফেযে কুরআন। বর্তমানে নাহবেমীর জামাআতে পড়ছি। বয়স উনিশের কাছাকাছি। আমার মা-বাবা, বড় ভাইরা সবাই আমাকে পড়ার জন্য তাগিদ ও উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। পেছনে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে স্কুলে পড়তে গিয়ে। আপনার কাছে জানতে চাই যে, কীভাবে মেহনত করলে এবং কোন পথ অবলম্বন করলে আমি একজন আদর্শ ছাত্র এবং সাচ্চা নায়েবে রাসূল হতে পারব। মেহেরবানী করে আমাকে বাতলে দিবেন বলে আশা করছি।

উত্তর ঃ আপনার আগ্রহ-উদ্দীপনা মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং তাওফীক দান করুন। ইলম অর্জনের কোন বয়স নেই। এ চিন্তায় মোটেও পেরেশান হবেন না। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রহ.)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন এবং সাধনার বলে 'ইমাম' হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের এক উস্তাদ বাইশ বছর বয়সে মাদরাসায় ভর্তি হন এবং এত বড় মাহের আলেম হয়ে বের হন যে, তাঁর সাথে পাল্লা দেওয়ার মত লোক খুব কমই পাওয়া যাবে। দরদি ও অভিজ্ঞ উস্তাদ সব মাদরাসায়ই রয়েছেন। আপনি ধীরে ধীরে কোন উস্তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে আপনার ইলমী সফর চালিয়ে যান। এ বছর নাহু, সরফ ও আদবের কিতাবগুলো বিশেষত নাহবেমীর কিতাবটি খুব ভালভাবে পড়বেন। নাহবেমীরের কায়েদাগুলো ভালভাবে বুঝে নিবেন এবং সেসব কায়েদার প্রয়োগ ও অনুশীলনীর দিকে খুব মনোযোগ দিবেন। النحو الواضح বা الطريق إلى النحو থেকে প্রত্যেক কায়েদার উদাহরণ নিয়ে তার অনুশীলন করবেন। কুরআন মাজীদের আয়াত এবং

Free © www.eilm.weebly.com

আদবের কিতাবের ইবারতসমূহ পড়ার সময় সেসব কায়েদার অনুশীলনী খুব গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে করবেন। অনুশীলন কীভাবে করবেন তার পন্থা-পদ্ধতি উস্তাদের নিকট থেকে বা কোন যোগ্য সচেতন তালেবে ইলমের কাছ থেকে বুঝে নিবেন। বুঝে শুনে অনুশীলন অব্যাহত রাখলে ইনশাআল্লাহ সকল কায়েদা সহজ হয়ে যাবে এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে। এভাবে মেহনত করতে থাকলে আপনি এই কিতাব থেকেই সেই তিনটি উপকারিতা লাভ করতে সক্ষম হবেন যা কিতাবের মুসান্নিফ তার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ১. মুরাব-মাবনী এবং আমিল-মামূল নির্ণয় করতে পারা, ২. তারকীব বোঝার যোগ্যতা এবং ৩. শুদ্ধভাবে আরবী পড়ার যোগ্যতা।

আপনি উস্তাদের হেদায়াত মোতাবেক মেহনত করতে থাকুন এবং প্রতিদিন ইশরাক বা চাশতের সময় চার রাকাআত না হোক অন্তত দু রাকাআত নফল নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে ইলমে নাফে, ইলমে রাসিখ ও তাফাক্কুহ ফিদ্দীন হাসিল হওয়ার জন্য দুআ করুন। আমিও আপনার জন্য দুআ করছি।

নসীহত লাভের জন্য 'পান্দেনামা' পড়বো কী

৭৮. প্রশ্ন ঃ আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। উপদেশ ও নসীহত গ্রহণের জন্য মাঝে মধ্যে বই পড়ি। কোন বই পড়ব, আর কোন বই পড়ব না, তা নির্ণয় করতে পারি না। এখন আপনাদের কাছে জানতে চাই যে, নসীহত গ্রহণের জন্য পান্দেনামা কিতাবটি পড়লে উপকৃত হব কি না। এ বিষয়ে আপনাদের সুপরামর্শ একান্তভাবে কাম্য।

উত্তর ঃ সম্ভবত আপনি 'পান্দেনামা আত্তার'-এর কথাই বলছেন। এটি ভাল কিতাব, পড়তে পারেন। কিন্তু এর যে তরজমাটি পড়বেন তা নির্ভরযোগ্য কিনা একটু যাচাই করে নিন। যেহেতু এটি নসীহতের কিতাব, ফিকহ বা হাদীসের কিতাব নয়, তাই কোথাও যদি ফিকহের কোন মাসআলা বা কোন হাদীসের উল্লেখ আসে তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের নিকট থেকে বিষয়টি অবশ্যই তাহকীক করে নিবেন।

শরহে বেকায়ার জন্য উর্দূ 'সিকায়া' ও 'দিরায়া' ইত্যাদি পড়বো কী

৭৯. প্রশ্ন ঃ আমি এ বছর মাসআলার কিতাব শরহে বেকায়া পড়তে যাচ্ছি এবং এর সাথে আদদিরায়া ও আসসিকায়া মুতালাআ করছি। কিন্তু এতে কাঙ্ক্ষিত

Free@www.e-ilm.weebly.com

ফায়েদা পাচ্ছি না। আসলে উর্দূতে আমার তেমন যোগ্যতাও নেই। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ কিতাবটি কীভাবে পড়লে আমি আশানুরূপ ফল পাব? এ ব্যাপারে সঠিক ও ফলদায়ক পরামর্শ প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর ঃ আপনি উর্দূ শরাহ কেন পড়বেন। شرح الوقاية এর হাশিয়া عمدة الرعاية কিতাবের সাথেই সংযুক্ত আছে। সেটাই মুতালাআ করুন। আরবী ভাষার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকলে হাশিয়ার সব কথা বুঝে না আসলেও কিতাব বোঝার জন্য যথেষ্ট হয় পরিমাণ বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আর যদি এখন পর্যন্ত আরবী ভাষার সাথেই সম্পর্ক সৃষ্টি না হয় তাহলে কোন উস্তাদের পরামর্শক্রমে প্রতিদিন কিছু সময় এই ত্রুটি দূর করার পেছনে ব্যয় করুন।

সময় হলে شرح الوقاية এর সাথে الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد কিতাবটি নিয়মিত কিছু কিছু করে মুতালাআ করতে পারেন। এতে ইখতেলাফ ও দালায়েলের প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞান যা শরহে বেকায়া কিতাবটির উদ্দেশ্য, অর্জিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তাদরীসি জীবনে দরকারী দুটি প্রশ্ন

৮০. প্রশ্ন ঃ আমি অধম এক মাদরাসায় খেদমতে আছি। তৃতীয় বছর চলছে। নিজের ইলমী দুর্বলতা ও সঠিক পথনির্দেশনার অভাবে মাদরাসার লেখা-পড়ার মান কাঙ্ক্ষিত উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি। এ ব্যাপারে হযরত মুহতারামের কাছে দুটি পরামর্শ চাই।

১. অধমের তাকসীমে নাহবের কাফিয়া ও শরহেজামী; সরফের পাঞ্জেগাঞ্জ; আদবের রওযাতুল আদব; উসূলুল ফিকহের উসূলুশ শাশী ও নূরুল আনওয়ার রয়েছে। এগুলো কীভাবে পড়ালে ছেলেদের বেশি উপকার হবে? বিশেষ করে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে আরবীতে উবূর হাসিল করা যাবে এবং আরবী ভাষাকে মাতৃভাষার মত আয়ত্ত করা যাবে। জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

২. মাদরাসা শরহেজামী পর্যন্ত। পড়াশোনার মান মোটামুটি ভাল। আমরা চাচ্ছি ছোট করে হলেও একটি মাসিক আরবী দেয়ালিকা বের করতে। কীভাবে এ কাজটি করা যায়– এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী, বিশেষত কীভাবে মাদরাসায় আরবী ফেযা কায়েম হবে– এ ব্যাপারে সুন্দর পরামর্শ চাই। উল্লেখ্য, 'আল-মাহমুদ' নামে একটি বাংলা দেয়ালিকা বের করা হয়।

Free@www.e-ilm.weebly.com

উত্তর ঃ ১. আপনি প্রথমে হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের রিসালা آپ درس نظامی کی کتابین کیسے پڑھائین বা মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এর বাংলা অনুবাদ 'দরসে নেজামীর কিতাবসমূহের পাঠদান পদ্ধতি' মুতালাআ করুন। এতে যে প্রস্তাবগুলো রয়েছে সেগুলোর অনুসরণ করলে উপকার পাবেন ইনশাআল্লাহ। এরপরও কোন বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন মনে হলে অবশ্যই লিখবেন। সামর্থ্য অনুযায়ী মতামত পেশ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

২. আরবী ভাষার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার জন্য দৈনিক কিছু সময় নির্ধারিত করতে হবে। অন্তত এ সময়টুকু কেউ কারো সাথে আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলবে না। উপরোক্ত রিসালার নির্দেশনা অনুযায়ী দু একটি দরসও আরবীতে হওয়া চাই। দরসের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সবই আরবীতে হবে।

দেয়াল পত্রিকার ব্যাপারে যা লিখেছেন আমার মতে এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মৌখিক মশওয়ারা করা উচিত। সার্বিক অবস্থা না জেনে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে সব কিছুর জবাব দেওয়া কঠিন। এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও এ কাজটি যথাযথ যোগ্যতার সাথে হলে উপকার হয়। নতুবা শুধু রসম হিসেবে নেওয়া হলে এটা বরং ছাত্রদের 'কিতাবি ইসতিদাদ' তৈরি হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

'নুখবা' ও 'মুকাদ্দিমাতুশ শায়খ'কে সমন্বয় করে পড়ার পদ্ধতি

৮১. প্রশ্ন ঃ জানুয়ারি মাসে মেশকাত জামাতের ছাত্রদের জন্য অতি মূল্যবান কিছু পরামর্শ পেলাম। তবে আমার কাছে একটি বিষয় অস্পষ্ট, তা হল উসূলে হাদীস এ জামাতেই প্রথম। نخبة الفكر، مقدمة الشيخ এ দুটি কিতাব একসাথে পড়ানো হয়। এখন এই দুই কিতাবের সমন্বয়ে কীভাবে পড়ব ও বিস্তারিত জানব এবং সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় উসূলগুলো ইয়াদ রাখব।

مقدمة الشيخ এ নাকি অগ্রহণযোগ্য কিছু কথা ও সংজ্ঞা আছে। যদি থাকে তাহলে এ থেকে নিষ্কৃতির উপায় কী? সমাধান দিলে খুব উপকৃত হব।

উত্তর ঃ (গ) প্রথমে 'নুখবাতুল ফিকার'-এর যে 'মতন' ভিন্নভাবে পাওয়া যায় এবং মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দামাত বারাকাতুহুম 'তুহফাতুদ দুরার' নামে যেটির সহজ শরাহ করেছেন সেটি মুখস্থ এবং আত্মস্থ করতে হবে। এতে পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা এবং গুরুত্বপূর্ণ কায়েদাগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে। এরপর

Free © www.eilm.weebly.com

'মুকাদ্দিমাতুশ শায়খ' এবং 'শরহু নুখবাতিল ফিকার' পড়ুন। আশা করি এতে উপরোক্ত জটিলতা অনেকটাই কেটে যাবে।

'মুকাদ্দিমাতুশ শায়খ' বা খোদ 'শরহে নুখবা'তেও যেসব অসংগতি ও স্খলন রয়েছে, সেগুলোর পর্যালোচনা একত্রে কোন প্রবন্ধে বা পুস্তিকায় আছে বলে আমার জানা নেই। তাই সেসব স্খলন সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি কেবল উলূমুল হাদীসের একাধিক কিতাবের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমেই হতে পারে। পাকিস্তানে মেশকাত জামাতে 'তাদরীবুর রাবী'ও নেসাবভুক্ত আছে; এর দ্বারাও কিছু কাজ হয়ে যায়। এরপর যদি সুযোগ হয় আর 'মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল মুলহিম' ভালভাবে বুঝে পড়ে নেন তাহলে অনেক নতুন বিষয়ের ইলম হাসিল হবে এবং সেসব স্খলনের বেশ কটির ব্যাপারেও সঠিক অবগতি অর্জিত হবে।

এই মুহূর্তে যদি আপনার কাছে এই কিতাবগুলো না থাকে তবে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। কেননা স্খলনগুলো এমন নয় যে, কিতাবকে সংশয়যুক্ত বা অনির্ভরযোগ্য করে দিবে। দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর কোন বান্দাকে 'মুকাদ্দিমাতুশ শায়খ' সম্পর্কে তাহকীকপূর্ণ সংক্ষিপ্ত 'হাশিয়া' লেখার তাওফীক দেন। মাওলানা সালমান নদভী এর একটি হাশিয়া লিখেছেন; কিন্তু তা দ্বারা উল্লেখিত সমস্যাগুলোর যেমন সমাধান হওয়া প্রয়োজন ছিল তা হয়নি।

সুফীদের হাদীস কি অগ্রহণযোগ্য?

৮২. প্রশ্ন ঃ সুফিয়ায়ে কেরামের হাদীস না-কি গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা হাদীস সংগ্রহকারীদের জীবনীতে তাদের যে তাকওয়া-পরহেজগারী দেখি তাতে মনে হয় তারাই বড় সুফী। যদি তাদের হাদীস অগ্রহণযোগ্য হয়, তবে তো কোন হাদীসই গ্রহণযোগ্য নয় (নাউযুবিল্লাহ)। সুফীদের প্রকৃত সংজ্ঞা কী? উল্লেখিত কথাটির সঠিক তথ্যমূলক আলোচনার পর হুকুমের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান কী? তা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম।

উত্তর ঃ আপনি যে ব্যাপক শব্দে সুফিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে একথা উল্লেখ করেছেন এমনটি কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস বা ফকীহ উল্লেখ করেননি এবং নির্ভরযোগ্য কোন উসূলের কিতাবেও এরূপ কথা নেই। তবে একথা তো স্বীকৃত যে, কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে যেসব বুনিয়াদি শর্ত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে দুটি শর্ত প্রধান– ১. তাকওয়া ও পরহেজগারী, ২. 'যবত ও ইতকান'। তাই যদি কোন রাবী এমন হয় যার মাঝে তাকওয়া পরহেজগারী তো আছে; কিন্তু 'যবত ও ইতকান' নেই; বরং তার মাঝে 'গাফলত ও ফুহশ

Free @ www.e-iqra.weebly.com

গলত'-এর সমস্যা থাকে; তবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য না হওয়াই উসূল ও ধারা এবং আকল ও বিবেকের দাবি। তিনি সুফী হোন বা অন্য কেউ। একথা কেউ-ই বলেননি এবং বলতে পারেনও না যে, (নাউযুবিল্লাহ) কোন সুফীরই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও চুটকি হিসেবে কেউ এ বাক্য বলে দিয়েছেন– إِذَا رَأَيْتَ فِيْ إِسْنَادِ حَدِيْثٍ صُوْفِيًّا فَاغْسِلْ يَدَكَ مِنْهُ তবে এ সুফী বলতে ওই সুফীই উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ গাফেল; যার মাঝে যবত ও ইতকানের লেশমাত্র নেই।

'সুফী' শব্দটি পূর্ববর্তী আয়িম্মায়ে হাদীসের পরের যুগের প্রচলিত শব্দ। এ ব্যাপারে তাঁদের থেকে যে কথা বর্ণিত আছে তা ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান থেকে সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেন– لَمْ تَرَ الصَّالِحِيْنَ فِيْ شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِيْ الْحَدِيْثِ তবে ইমাম মুসলিম (রহ.) এই কথার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন– يَقُوْلُ : يَجْرِيْ الْكَذِبُ عَلٰى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُوْنَ الْكَذِبَ ইমাম বায়হাকী (রহ.) এ কথার আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন– لِأَنَّهُمْ اِشْتَغَلُوْا بِالْعِبَادَةِ عَنْ ضَبْطِ الْحَدِيْثِ وَإِتْقَانِهِ، فَأَدْخَلَ عَلَيْهِمْ (عَلٰى بَعْضِهِمْ) الْكَذَّابُوْنَ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيْثِهِمْ، وَمِنْهُمْ قَوْمٌ تُوْهِمُ أَنَّ فِيْ وَضْعِ الْأَحَادِيْثِ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ أَجْرًا، وَجَهِلُوْا مَا فِيْ الْكَذِبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِيْرِ الْإِثْمِ. (الآداب الشرعية لإبن مفلح ٢ : ١٥٦)

'যাহেদীন ও আবেদীনের এই দুই জামাআত (অতিশয় গাফেল ও মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত) ব্যতীত আরো যেসব সুলাহা ও সুফিয়ায়ে কেরাম রয়েছেন, যাঁদের মাঝে তাকওয়া ও পরহেযগারীও আছে, 'যবত ও ইতকান'ও আছে, তাঁদের বর্ণনা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য; তাঁরা পারিভাষিক তাসাওউফের আগের যুগের হোন বা পরের। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে এ মানের বুযুর্গদের সংখ্যা কোন অংশে কম নয়। আমি এখানে বরকতের জন্য শুধু ইমাম বিশরে হাফী (রহ.) [১১৯–২০৩ হিজরী] এর নাম উল্লেখ করছি। ইমাম দারা কুতনী (রহ.) বলেন, بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ (الحافي) زَاهِدٌ جَبَلٌ لَيْسَ يَرْوِيْ إِلَّا حَدِيْثًا صَحِيْحًا

ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) [মৃত ৪৩০ হিজরী]-এর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসাফিয়া'-এ বিশরে হাফী (রহ.)-এর মানের সুফিয়ায়ে কেরামের এক বিরাট জামাআতের জীবনী পাওয়া যাবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

'সাহিত্য চর্চা, বক্তৃতা ও লেখনীতে সমস্যা এবং উত্তরণের উপায়

৮৩. প্রশ্ন ঃ আমি মিযান জামাতের ছাত্র। আমার ইচ্ছা, লেখাপড়া করে একজন বড় হক্কানী আলেম হব। সাথে সাথে লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের নিকট তুলে ধরব।

আমি এখন থেকে বাংলা সাহিত্য চর্চা ও বক্তৃতা শিখার চেষ্টা করছি। কিন্তু লিখতে গেলে সব ভুলে যাই কিছুই মনে থাকে না এবং লোকসমাজে কিছু বলতে গেলে যেন পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়।

আমার প্রশ্ন হল বাংলা সাহিত্য চর্চা ও বক্তৃতা শিখার জন্য কী কী বই অধ্যয়ন করার প্রয়োজন এবং কী কী বিষয় মেনে চলা কর্তব্য। বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব। আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

উত্তর ঃ অনেক বরকতময় নিয়ত এবং মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য হিম্মত; আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং আপনাকে তাওফীক দান করুন।

আপনি লিখেছেন, 'লিখতে গেলে সব ভুলে যাই' এ কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। কেননা আপনি নিজের মনের কথা জানিয়ে আমাদের কাছে দিব্যি একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। কই এতে তো কোন সমস্যা হয়নি। তাই মনোবল দৃঢ় রাখুন। মানুষের সামনে যা বলবেন অল্প হলেও তা আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে অনুশীলন করে নিন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করলে ইনশাআল্লাহ আপনার সমস্যা কেটে যাবে।

লেখা ও বক্তৃতা চর্চা কীভাবে করতে হবে এবং এজন্য আপনাকে কী কী বই পড়তে হবে– এ ব্যাপারে আপনি আপনার মাদরাসার কোন উস্তাদের সাথে পরামর্শ করুন এবং তাঁকেই আপনার তালীমী মুরব্বী বানিয়ে নিন। আমি শুধু এতটুকু বলব যে, আপনার এই উদ্দেশ্য সফল হতে হলে মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ সম্পাদিত মাসিক আল কলম (পুষ্প) সংকলনটি যথেষ্ট কাজে আসবে। আপনি গভীর মনোযোগের সাথে বর্ণনাভঙ্গি, শব্দচয়ন ও বিন্যাস শিখার উদ্দেশ্যে এটি বারবার পড়ুন। ইনশাআল্লাহ অনেক উপকার পাবেন। তবে এ ব্যাপারে আপনার তালীমী মুরব্বীর মতামত বেশি যুৎসই হবে। তাঁর পরামর্শ মোতাবেক কাজ করাই আপনার উচিত হবে।

'জালালাইন কালা' অর্থ কি?

৮৪. প্রশ্ন ঃ জালালাইন কিতাবের নাম جلالين বললেই হয়, তবে কেন এই কিতাবের নাম جلالين كلان রাখা হল?

Free © www.e-ilm.weebly.com

উত্তর ঃ (ক) কিতাবের নাম তাফসীরে জালালাইন। كلان শব্দটি প্রকাশকের পক্ষ থেকে লাগানো হয়েছে; যা দ্বারা সাধারণত মুদ্রণের ধরণ নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ বড় সাইজের মুদ্রণ। كلان শব্দটি ফার্সী। অর্থ 'বড়'।

আরবী 'মুকালামা'র পদ্ধতি

৮৫. প্রশ্ন ঃ আমি আরবী ভাষায় কথা বলতে চাই। কিন্তু তা অনেক সময়ই আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, বাক্য তৈরি করতে পারি না। তাই কীভাবে আমি অনর্গল আরবীতে কথোপকথন করতে পারব তার একটি পদ্ধতি এবং আরবী সাহিত্য কীভাবে পড়লে উপকৃত হতে পারব তারও একটি পন্থা বাতলে দেওয়ার অনুরোধ করছি।

উত্তর ঃ আরবী কথোপকথনে সক্ষম হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে কথোপকথনের অভ্যাস করা। এ ব্যাপারে আমি আগেও একাধিক সংখ্যায় লিখেছি, সেগুলো দেখে নিন। আরেকটি কথা আমি বলতে চাচ্ছি যে, কোন ছুটিতে আরবের কোন জামাআতের সাথে তাবলীগে সময় লাগান। তাবলীগও হয়ে যাবে; সাথে সাথে আরবী কথোপকথনেরও যথেষ্ট চর্চা হয়ে যাবে। আদবের কী কিতাব আপনার ওখানে দরসে আছে তা জানালে আরো কিছু লিখব ইনশাআল্লাহ।

'কওলে বদী' ও এর লেখক প্রসঙ্গ

৮৬. প্রশ্ন ঃ শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.) রচিত "ফাযায়েলে দরূদ" কিতাবে 'আল্লামা সাখাবী' এবং 'কওলে বাদী' এই দুইটি উদ্ধৃতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহুল পরিমাণে উল্লেখ করেছেন। এমনকি একস্থানে বলেছেন যে, অত্র কিতাবটি 'কওলে বাদী' কিতাবের আলোকেই লিখিত। আবার কোন কোন অধ্যায়ে 'কওলে বাদী'তে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন, এখন জানতে চাচ্ছি সবকিছু বিচারে আল্লামা সাখাবী এবং তাঁর কওলে বাদী কতটুকু নির্ভরযোগ্য। তিনি কি অনুসরণযোগ্য আকাবিরের কেউ? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ কিতাবটির পুরো নাম– القول البديع فى الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم দরূদ শরীফ বিষয়ক কিতাবসমূহের মধ্যে এটি একটি ভাল কিতাব হিসেবে পরিগণিত। সমষ্টিগতভাবে কিতাবটি নির্ভরযোগ্য; বর্ণনাগুলো বরাতসমৃদ্ধ এবং সাধারণত সনদের ব্যাপারে 'কালাম'ও করা হয়ে থাকে। কতক বর্ণনা এমনও রয়েছে যেগুলোর সনদের ব্যাপারে কোন কালাম নেই বা অপূর্ণ কালাম করা হয়েছে। সেগুলো তাহকীক করে নেওয়া চাই।

Free @ www.eilm.weebly.com

কিতাবটির রচয়িতা শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান সাখাবী (রহ.) [৮৩১–৯০২ হিজরী] তিনি হুফফাজে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল। তিনি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর বিশেষ শাগরিদদের অন্যতম। মাযহাবের দিক থেকে শাফেয়ী ছিলেন। তিনি তাঁর الضوء اللامع لأعيان االقرن التاسع কিতাবে আত্মজীবনী বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

এটি কি হাদীস নয়?

৮৭. প্রশ্ন ঃ اَلْأَذَانُ جَزْمٌ وَالْاِقَامَةُ جَزْمٌ وَالتَّكْبِيْرُ جَزْمٌ আল-কাউসার রমযান ও ঈদ সংখ্যায় উপরোক্ত বাক্যটিকে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর উক্তি বলা হয়েছে; অথচ মারাকিল ফালাহ শরহে নুরুল ইযাহ (হাশিয়ায়ে তাহতাভীসহ কাদীমী কুতুবখানা, করাচী থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থের باب الأذان অধ্যায়ে ১০৫ নং পৃষ্ঠায় এটিকে হাদীসরূপে আনা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

بِجَزْمِ الرَّاءِ فِيْ التَّكْبِيْرِ ... لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْأَذَانُ جَزْمٌ ....

সত্যিই যদি এটা ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর উক্তি হয়ে থাকে, তবে কি নূরুল ইযাহ গ্রন্থের লেখক এটা জানতেন না? না, তার 'তাসামুহ' হয়েছে? বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ হাঁ আপনি ঠিকই বুঝেছেন। এটা মূলত আল্লামা শুরুমবুলালী (রহ.)-এর 'তাসামুহ'। এটাকে 'মারফু' হাদীস গণ্য করার ক্ষেত্রে এবং এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর চ্যুতি ঘটেছে। 'আহাদীসে মুশতাহারা' বিষয়ক কিতাবসমূহ ছাড়াও খোদ 'রদ্দুল মুহতার'-এও এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত আলোচনা রয়েছে। আমাদের আকাবিরের মধ্যে আল্লামা বানুরী (রহ.) মাআরিফুস সুনানে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। 'আসসিআয়া' এ আল্লামা লাখনোভী (রহ.)ও দালীলিক আলোচনা করেছেন। আপনি যে কোনটি পড়তে পারেন। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রতিটি শাস্ত্রেই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য।

'কুদুরী' ও 'উসুলুশ শাশী'র সহায়ক কিতাবসমূহ

৮৮. প্রশ্ন ঃ (ক) উসূলুশ শাশী কিতাব ও কুদুরী কিতাবের সাথে আর কী কী কিতাব মুতালাআ করতে পারি?

Free © www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ মাওলানা আনোয়ার বদখশানী 'তাসহীলু উসূলিস শাশী' ও 'তাইসীরু উসূলিল ফিকহ' নামে দুটি পৃথক পৃথক কিতাব লিখেছেন। কিন্তু 'তাসহীল' এ সহজীকরণটা তেমন প্রতিভাত হয়নি; 'তাইসীর' গ্রন্থটি তুলনামূলক সহজ। শায়খ আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ মিসরী হানাফীর 'উসূলুল ফিকহ' মুতালাআ করতে পারেন। এটি সহজবোধ্য এবং বিন্যাস খুব সুন্দর। প্রথম দিকে কিছু সময় এর বিন্যাসভঙ্গি বুঝতে ব্যয় হবে; পরে তা ঠিক হয়ে যাবে। কোন কথা 'শায' বা 'গরীব' মনে হলে উস্তাদের কাছে বুঝে নিন; শুধু নিজের বুঝের উপর নির্ভর করবেন না। আবার শুধু গ্রন্থকারের তাকলীদ করবেন না। কিতাবটির বিন্যাস 'উসূলুশ শাশী' থেকে ভিন্ন। আপনি কোন ছুটিতে এটি পুরো মুতালাআ করে নিন। আর উসূলুশ শাশীর সবক সূচি দেখে বের করে মুতালাআ করে নিন।

কুদুরীর মাসায়েল ভালভাবে বুঝে কণ্ঠস্থ করাই আসল কাজ। এর সাথে ভিন্ন মুতালাআর দরকার নেই। নেসাবের কাজ থেকে ফারেগ হয়ে হাতে সময় পেলে আর হিম্মত হলে শায়খুল ইসলাম সুগদীর কিতাব আন-নুতাফ ফিল-ফাতাওয়া' মুতালাআ করতে পারেন। এখনতো কাসেম ইবনে কুতলূবুগা (রহ.)-এর কিতাব التصحيح والترجيح على مختصر القدورى ও ছেপেছে; তবে এ কিতাব তালেবে ইলমদের চেয়ে আসাতেযায়ে কেরামের জন্য অধিক উপকারী। হেদায়ার তালেবে ইলমরাও তা পড়তে পারেন এবং কুদুরীর মেধাবী তালেবে ইলমরাও উস্তাদদের নেগারানিতে তা দেখতে পারেন।

সময়ে বরকত পেতে কি করতে পারি

৮৯. প্রশ্ন ঃ সময়ের বরকত পাই না এ ব্যাপারে হুজুরের পরামর্শ পাওয়ার আশা রাখি।

উত্তর ঃ সময়ে বরকত পাওয়া যায় তাকওয়ার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার দ্বারা এবং সালাতুল হাজাত ও দুআর দ্বারা। যোগ্যতা সুদৃঢ় হওয়ার দ্বারাও সময়ে বরকত হয় এবং এর জন্য যথাযথ মেহনত ও একাগ্রতার প্রয়োজনও রয়েছে।

তালিবে ইলমদের জন্য 'আল-কাউসার' পড়া কেমন?

৯০. প্রশ্ন ঃ আমার উস্তাদদের মুখে শুনেছি– আল-কাউসার এ যুগের এক অনন্য সৃষ্টি। মাওলা পাকের এক অনন্য দান, খোদাভীতি সঞ্চারক ও উলামায়ে কেরামের জন্য খুবই উপকারী। বিশেষ করে "শিক্ষা পরামর্শ" বিভাগটি ছাত্রদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কাছে জানতে চাই আল-কাউসার পড়া

Free @ www.eilm.weebly.com

আমাদের জন্য কেমন? আপনার পক্ষ থেকে আমাদের আল-কাউসার পড়ার অনুমতি আছে কি?

উত্তর ঃ আমাদের কাছেও বিভিন্ন মাদরাসা থেকে এ ধরনের সংবাদ আসতে থাকে যে, আমরা তালেবে ইলমদেরকে সাধারণ মাসিক পত্রিকা থেকে বারণ করে থাকি; কিন্তু মাসিক আল-কাউসার এর ব্যতিক্রম। এটি তালেবে ইলমদেরকে ইলমের নিকটবর্তী করে; ইলমী পথনির্দেশনা দেয়; ইলমী উন্নতির প্রতিবন্ধক নয়; সহায়তাদানকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁদের বদ্ধমূল সুধারণা কবুল করুন এবং আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

মনে রাখবেন, 'শিক্ষার্থীদের পাতা'-এর সম্পাদক কখনো আপনার একমাত্র মুরব্বী নয়; আপনার মুরুব্বী মূলত আপনার আসাতেযায়ে কেরাম, বিশেষত আপনার তালীমী মুরুব্বী। এই পাতার সম্পাদক বুযুর্গানে কেরাম এবং দোস্ত-আহবাবের দুআর বদৌলতে আপনাদের পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করে মাত্র। আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ মদদ করুন। আমীন।

'নুরুল আনওয়ার' এর সাথে আর কোন কিতাব পড়া যায়?

৯১. প্রশ্ন ঃ বাদ তাসলীম আরয এই যে, আমি এ বছর জামাতে শরহে বেকায়া পড়ছি। শরহে বেকায়া কিতাবটির সাথে সংযুক্ত عمدة الرعاية শরাহটি আপনার পরামর্শ মোতাবেক নিয়মিত মুতালাআ করি। হুযুরের খেদমতে এখন যে বিষয়টি জানতে চাই সেটি হল শরহে বেকায়া জামাতে 'নূরুল আনওয়ার' কিতাবটিও পড়ানো হয়। এর সঙ্গে উসূলে ফিকহ বিষয়ক আর কোন কিতাব পড়তে পারি। উসূলে ফিকহ বিষয়ে আরো কোন নির্ভরযোগ্য, ফায়দাজনক কিতাব থাকলে সেগুলোর নাম জানতে চাই।

উত্তর ঃ 'নূরুল আনওয়ার' এর সঙ্গে ড. আবদুল করীম যাইদান কৃত الوجيز في أصول الفقه পড়তে পারেন অথবা শায়খ আবু যাহরা মিশরীর উসূলে ফিকহের কিতাব পড়তে পারেন। এসব কিতাবের কোন বিষয় 'অপরিচিত' মনে হলে উস্তাদের কাছে জেনে নিবেন; নিজের বুঝের উপর নির্ভর করবেন না। উসূলে ফিকহের উপর পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন আঙ্গিকে বহু ভাল ভাল কিতাব রয়েছে। উপরিউক্ত স্তর অতিক্রমের পর কোন সময় সেগুলো জেনে নিবেন। তাছাড়া ওই কিতাবগুলো মুতালাআর দ্বারাও আপনি অনেক কিছুই অনুমান করতে পারেন।

Free © www.eilm.weebly.com

'উমদাতুর রিআয়া'-এর মুতালাআর ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার বিষয়টি সত্যিই মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা আরো অধিক তাওফীক দান করুন। কোথাও কোথাও আল্লামা লাখনোভী (রহ.) ফিকহে হানাফীর 'মুফতাবিহী কওল'কে দলীলের দৃষ্টিতে দুর্বল বলেছেন। এতে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। এটি আল্লামা লাখনোভী (রহ.)-এর ব্যক্তিগত তাহকীক। আপনার যখন 'ফিকহে মুদাল্লাল' এবং 'ফিকহে মুকারান' পড়ার সুযোগ হবে তখন আপনি দেখবেন যে, সেসব মাসআলাও দলীলের দৃষ্টিতে অত্যন্ত শক্তিশালী।

দুটি হাদীস একটি প্রশ্ন

৯২. প্রশ্ন ঃ মাওলানা শিবলী নুমানী (রহ.) 'সীরাতুন নু'মান' কিতাবে ইমাম আবু হানীফার (রহ.) সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে 'ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না' এর এক পর্যায়ে 'উম্মতের ৭৩ দলে বিভক্ত হওয়া' এবং 'এ উম্মতের অগ্নিপূজক হল কাদরিয়্যা সম্প্রদায়' এই উভয় হাদীসকে তদানীন্তন সময়ের বিভিন্ন ফেরকীয় মতাদর্শের নেশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা জালকৃত বলে উল্লেখ করেছেন অথচ মেশকাত শরীফে (নূর মোহাম্মদ আজমী রহ. অনূদিত) এই হাদীসটিকে শব্দগত পার্থক্যের সাথে আবু দাউদ, আহমদ ও তিরমিযী শরীফের হাওয়ালায় উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও ৭৩ দল সম্পর্কিত হাদীসের সংশ্লিষ্ট দলগুলি কাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে, এ সম্পর্কে আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর 'গুনিয়াতুত্তালেবীন' কিতাবের ব্যাখ্যাকেই পেশ করা হয়, যেটা ভুল অভিমতও হতে পারে; কিন্তু তিন তিনটি হাদীসের গ্রন্থে কি একই বিষয়ে ভুল বর্ণনা সন্নিবেশিত হল? অথচ হাদীসের উসূল মতে একাধিক হাদীস কোন বিষয়ের বক্তব্যকে শক্তিশালী করে, যার অনেক উদাহরণ আছে। যেমন শবে বরাতের হাদীসসমূহ। বিষয়টি খোলাসা করে আলোচনা করলে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ এটা শিবলী নুমানী (রহ.)-এর একটি বড় ভুল। উম্মতে মুহাম্মদী ৭৩ দলে বিভক্ত হওয়ার এবং সুন্নত ও সাহাবায়ে কেরামের পথ ও মতের উপর প্রতিষ্ঠিত দলটি মুক্তিপ্রাপ্ত দল সাব্যস্ত হওয়ার হাদীসটি সহীহ। একে 'মওযু' বলার প্রশ্নই আসে না। এর একাধিক সহীহ বা হাসান সনদ রয়েছে এবং 'মতন', 'মুজমা আলাইহি'। আর اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ রেওয়ায়াতটিকে যদিও সিরাজুদ্দীন কাযভীনী 'মওযু' বলেছেন; কিন্তু ইমাম সালাহুদ্দীন আলায়ী এবং হাফেজ ইবনে হাজার তা খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন, একাধিক সনদের কারণে তা 'হাসান' পর্যায়ের। এরপর তিনি এর সঠিক ব্যাখ্যাও উল্লেখ করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(انظر رسالة كل منهما في الرد على القزويني فيما ادعاه من وضع جملة من أحاديث المصابيح للبغوي، والأولى مطبوعة مفردة، وهي "النقد الصحيح" والثانية في آخر مشكاة المصابيح طبع المكتب الإسلامي بدمشق)

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, 'সহীহ লি-গায়রিহী' বা 'হাসান লি-গায়রিহী'-এর সম্পর্ক ওই 'তাআদ্দুদে তুরুক' বা সনদের বিভিন্নতার সাথে যেগুলো দ্বারা 'মুতাবাআত' ও 'শাওয়াহেদ'-এর উপকারিতা হাসিল হয়। যদি কোন জয়ীফ সনদবিশিষ্ট রেওয়ায়াতের একটি সনদই থাকে আর তা একাধিক কিতাবে উল্লেখ থাকে তবে শুধু একাধিক কিতাবে থাকায় তাকে শক্তিশালী বলা যাবে না। বরং আসল মাসআলা হল 'তাআদ্দুদে তুরুক', 'মুতাবাআত' ও 'শাওয়াহেদ' এর। এরপরও প্রয়োজন হলে আপনি উসূলে হাদীসের কোন আলেমের কাছে মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করে বুঝে নিন।

শবে বরাতের ফযীলতের হাদীস শুধু এ কারণে সহীহ নয় যে, তা বিভিন্ন কিতাবে আছে; বরং এজন্যে যে তা বহু সনদে রয়েছে এবং সেগুলোর কিছু সনদ 'হাসান' পর্যায়ের।

৭৩ দল চিহ্নিতকরণ ও এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে 'মুকাদ্দিমাতুল কাওসারী' মুতালাআ করা উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

নাহু বুঝি; কিন্তু সরফ বুঝি না কীভাবে আরবী বলতে পারব কুরআন-হাদীস বুঝতে পারব

৯৩. প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর ভাষা আরবী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষা আরবী, পরকালের ভাষা আরবী। আর নবীজী বলেছেন, তোমরা আরবী ভাষাকে ভালবাস, কেননা কুরআনের ও জান্নাতের ভাষা আরবী। কুরআন ও হাদীস আরবী। তাই সেটা বুঝতে হলে আরবী জানা দরকার। এদিকে লক্ষ্য রেখেই আরবী ভাষা আয়ত্ত করা আমার একান্ত প্রয়োজন। আমি বর্তমানে নাহবেমীর পড়ছি। নাহু মোটামুটি ভাল'ই বুঝি কিন্তু সরফ না বুঝার মধ্যেই গণ্য। আরবী সফওয়াতুল মাসাদীরও তাই। এখন হযরতের কাছে একান্ত অনুরোধ যে আমি কীভাবে অনর্গল আরবী বলতে ও কুরআন হাদীস তাহকীক করে বুঝতে সক্ষম হব। সুপরামর্শ কামনা করছি।

Free@www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ 'আল্লাহ তাআলার ভাষা আরবী' কথাটি এমন নয়; বরং 'আল্লাহ তাআলার কালাম কুরআনের ভাষা আরবী।' আপনি যে রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন তা আরবী ভাষার ব্যাপারে নয়; বরং 'আরব' সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে। রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ : أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لِأَنِّيْ عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ কিন্তু এই রেওয়ায়াতের কোন সহীহ সনদ নেই। আর আরবী ভাষার গুরুত্ব ও ফযীলতের বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত এবং এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র দলীলও রয়েছে।

অনর্গল আরবী বলার জন্যে পরস্পর আরবী কথোপকথন ও আরবী বক্তৃতার চর্চা করতে হবে। আর কুরআন হাদীস বোঝার জন্যে প্রথমত আরবী ভাষা এবং দ্বিতীয়ত কিতাব বোঝার যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে আপনি এই দুই উদ্দেশ্যের জন্যে আপনার জামাআতের নাহব-সরফ ও আদবের কিতাবসমূহ খুব মেহনত করে পড়ুন। অনুশীলনের ব্যাপারে যত্নবান হোন। নাহবের মত সরফের দিকেও দৃষ্টি দিন। সর্বোপরি কোন দয়াবান উস্তাদের জিম্মায় নিজেকে সঁপে দিয়ে তাঁর পরামর্শ মোতাবেক চলুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে কামিয়াব করবেন।

'নোট' কি ক্ষতিকর? নোট ছাড়া সবক আয়ত্ত করব কীভাবে?

৯৪. প্রশ্ন ঃ মুহতারাম! বর্তমানে আমি একটি মারাত্মক সমস্যায় নিপতিত। সমস্যাটি হল– আমি নোট ছাড়া প্রতিদিনের সবক তৈরি করতে পারি না। আর অন্যদিকে আমি বরাবরই আসাতেযায়ে কেরামের নিকট থেকে শুনে আসছি নোটই নাকি বর্তমান তালেবে ইলমদের ইলমকে বৃদ্ধির পরিবর্তে দিন দিন হ্রাস করছে। এখন আমার জানার বিষয় হল আসলেই কি নোট তালেবে ইলমদের জন্য ক্ষতিকর। যদি ক্ষতিকর হয় তাহলে আমি কীভাবে নোট ছাড়া দরসের সবক আয়ত্ত করতে পারি, তার একটি সহজ পন্থা বাতলে দিলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর ঃ তালেবে ইলমের সবক বোঝার জন্যে কোন নোটের মুখাপেক্ষী হওয়া তার বুনিয়াদি যোগ্যতার ত্রুটির প্রমাণ বহন করে। আর নোটের সহযোগিতায় কাজ চালানোর দ্বারা ওই ত্রুটি কখনো দূর হবে না। তাই আসল কাজ হচ্ছে কোন দয়াবান অভিজ্ঞ উস্তাদের কাছে নিজের অবস্থা পেশ করে তাকে কিছু 'ইবারত' ও সেগুলোর অর্থ শুনিয়ে নিজের ত্রুটি চিহ্নিত করা; যাতে তিনি সে ত্রুটির ধরন ও পরিমাণ এবং তা দূরীকরণের পন্থা নির্ধারণ করতে পারেন।

Free @ www.eilm weekly.com

এরপর তাঁর বাতলানো পদ্ধতি মোতাবেক নিয়মিত গুরুত্বের সাথে আমল করতে থাকুন।

কিতাব বোঝার যোগ্যতা পয়দা হয়ে গেলে সবক তৈরিতে কোন নোটের মুখাপেক্ষী হওয়া হয়ত এজন্যে হবে যে, বুঝা ও জ্ঞাত বিষয়কে মাতৃভাষায় কীভাবে সাজিয়ে লিখিত বা মৌখিক উপস্থাপন করা হবে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আরো অধিক জ্ঞান ও তথ্য আহরণের জন্যে বা কোন কঠিন দুর্বোধ্য শব্দ, বাক্যের অর্থ জানার জন্যে। এসব উদ্দেশ্যে কোন উর্দূ বা বাংলা শরহ বা নোটের সহযোগিতা নেওয়া ভুল নয়। কিন্তু এমন শরহ বা নোট কোথায়, যার দ্বারা এসব উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে? কদাচিৎ দু এক কিতাবে ভাল তরজমা বা ভাল ব্যাখ্যা পেয়ে গেলে বিরাট কিছু পাওয়া হবে।

'মীযান' কীভাবে বুঝবো? উর্দূ পড়বো কীভাবে? পড়ি, মনে থাকে না

৯৫. প্রশ্ন ঃ আমি মীযান জামাতের একজন ছাত্র। আজ কয়েক মাস ধরে চিন্তায় পড়ে আছি যে, আমি কী করলে কিতাব বুঝব। যা পড়ি, মনে থাকে না। এখন আপনার কাছে আমার আকুল আবেদন এই যে, আপনি আমাকে পরামর্শ দিবেন।

আল্লাহর কাছে সব সময় দুআ করব আল্লাহ যেন আপনাকে সব সময় আল্লাহর রাস্তায় জীবন কাটানোর তাওফীক দান করেন। বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

বিশেষভাবে মীযান ও মুনশায়েবের উর্দূ তরজমা তুলতে কষ্ট হয়। আর সমস্যা হল আমি উর্দূ পড়তে পারি না। কী করলে উর্দূ পড়তে পারব বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ আপনি আমার জন্যে অনেক দুআ করেছেন, এতে আমার মন খুব খুশি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আপনার সব দুআ আমাদের উভয়ের জন্যে কবুল করুন এবং এসব দুআর বিনিময়ে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনি তিনটি বিষয় জানতে চেয়েছেন–

১. কিতাব কীভাবে বুঝবেন, বিশেষত মীযান-মুনশায়িব?

২. সঠিকভাবে উর্দূ পড়ার যোগ্যতা কীভাবে অর্জিত হবে?

৩. পঠিত বিষয় মনে থাকে না, এজন্যে কী করা যেতে পারে?

Free © www.e-iqra.weebly.com

এবার এগুলোর ধারাবাহিক উত্তর শুনুন–

১. মীযান-মুনশায়িবের ফার্সী পাঠ বুঝার পেছনে অধিক মেহনত করার দরকার নেই এবং উর্দূ ভাষায় সেসব পাঠের তরজমা করার পেছনেও মেহনত করার প্রয়োজন নেই। বরং উস্তাদের কাছ থেকে আলোচনার সারাংশ বুঝে নিবেন। 'সীগা' রূপান্তরের কায়েদা ভালভাবে রপ্ত করবেন এবং এগুলো পাকাপোক্তভাবে আয়ত্ত করবেন। এরপর অধিক থেকে অধিক 'গরদানে'র মাধ্যমে প্রতিটি 'বহস' অনুশীলন করবেন। কোন নেককার ও বুঝবান সাথীকে 'মুযাকারা'র জন্যে ঠিক করে নিয়ে তার সঙ্গে নিয়মিত মুযাকারা করবেন। উস্তাদের অনুশীলন ও মুযাকারার পদ্ধতিও শিখে নিবেন; ইনশাআল্লাহ কিতাব 'হল' হয়ে যাবে।

২. উর্দূ যেসব কিতাব নেসাবভুক্ত রয়েছে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং উস্তাদ থেকে ইবারতের সঠিক উচ্চারণ দু একবার শুনে বারব'র আবৃত্তি করতে থাকুন। এভাবে গুরুত্বের সাথে মেহনত করতে থাকলে অল্প দিনেই ইবারত ঠিক হয়ে যাবে।

৩. মুখস্থ থাকার জন্যে একাগ্রতার সাথে মনোযোগ দিয়ে বারবার পড়তে হয়; 'তাকরার' ও মুযাকারা করতে হয়; পঠিত বিষয় খাতায় লিখতেও হয়। এভাবে কাজ করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ পড়া মুখস্থ থাকবে। দু' এক কথা ভুলে গেলে প্রয়োজনের মুহূর্তে মনে পড়ে যাবে। আরেকটি কাজ এই করবেন যে, প্রতি নামাযের পর رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ، يَا حَفِيْظُ ، يَا عَلِيْمُ কয়েকবার করে পড়বেন, আর সালাতুল হাজাত পড়ে বুঝ ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করবেন; ইনশাআল্লাহ আপনার স্মরণশক্তি ঠিক হয়ে যাবে।

আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন ও আখলাক বিষয়ে কিছু কিতাব

৯৬. প্রশ্ন ঃ আমি জামাতে নাহবেমীরের একজন ছাত্র। আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য অর্জন এবং আদব-আখলাক শিখার কিছু কিতাবের নাম জানতে চাই।

হুযুরের নিকট আমার আবেদন, তিনি যেন আমাকে কিতাবের নাম জানিয়ে বাধিত করেন।

উত্তর ঃ আপনি আপাতত হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর পুস্তিকা 'আদাবুল মুআশারা' এবং শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর পুস্তিকা 'মিন আদাবিল ইসলাম' মুতালাআ করতে পারেন। তাআল্লুক মাআল্লাহ বিষয়ে

Free @www.eilm.weebly.com

হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর 'কাসদুস সাবীল' এবং হযরত মাওলানা হাকীম আখতার সাহেবের মাওয়ায়েজ মুতালাআ করুন। তবে আপনার উপযোগী ওয়াজগুলো আপনার কোন উস্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী নির্বাচন করে নিবেন।

এ পর্যায়টি শেষ হলে পুনরায় পরামর্শ করবেন। তখন আরো কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আয়াতুল আহকাম সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত কিছু কিতাব

৯৭. প্রশ্ন ঃ আমি উসূলুশ শাশী কিতাব পড়ছি। আমার উস্তাদের মুখে শুনেছি কুরআনের বিধি-বিধান তথা আয়াতুল আহকাম-এর স্বতন্ত্র কিতাব আছে। আমাকে এ বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব (যাতে আয়াতগুলো থাকবে এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনাও থাকবে) ও কয়েকখানা বিস্তারিত কিতাবের সন্ধান দেওয়ার আবেদন করছি।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে আমার জানা মতে সংক্ষিপ্ত ও সহজ আরবী কিতাব হল মুহাম্মদ আলী ছাবুনী কৃত 'রাওয়ায়িউল বায়ান'। অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত মতামত পেশ করেছেন সেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য মুহাক্কিক আলিমদের কিতাব থেকে বিষয়গুলো যাচাই করে নিতে হবে। এছাড়া এ বিষয়ক বিশদ আলোচনা সমৃদ্ধ অনেকগুলো কিতাব রয়েছে। যথা :

১. আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ, মোল্লা জিওয়ান (১১৩০ হিজরী)।

২. আহকামুল কুরআন, হযরত থানভী (রহ.) [১৩৬২ হিজরী]-এর তত্ত্বাবধানে সংকলিত।

৩. আহকামুল কুরআন, আবু বকর জাসসাস (৩৭০ হিজরী)।

৪. আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী মক্কী (৫৪৩ হিজরী)।

৫. আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী মালেকী (৬৭১ হিজরী) ইত্যাদি।

আপনি আপাতত 'রাওয়ায়িউল বায়ান' অধ্যয়ন করুন। তবে এই কিতাব অধ্যয়নের পর এই আয়াতগুলোকে অবশ্যই 'তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন' কিংবা তাফসীরে উসমানী থেকে পড়ে নিবেন।

লেখাপড়া ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে...

৯৮. প্রশ্ন ঃ আমি এ বছর কাফিয়া পড়ছি; কিন্তু আমার ইচ্ছে হয় লেখাপড়া ছেড়ে দেই। কারণ আমি মোটেই এবারত পড়তে পারি না। আমার পড়া মনে

Free © www.eilm.weebly.com

থাকে না এবং আমার হাতের লেখা সুন্দর নয়। আমার ইচ্ছা হয় কোন চাকরিতে চলে যাই। আমার মা-বাবাকে একথা বললে তারা কেঁদে কেঁদে বলেন, লেখাপড়া ছেড়ে দিলে মা-বাবাকে পাবি না। কিন্তু আমি মুখ খুলে এটাও বলতে পারি না যে, এ পড়া আমার মাথায় ধরে না। হুযুর! আমি গত রমযানে আপনাদের এদারাভুক্ত কাসেমুল উলূম তেলীনগর মাদরাসায় নাহব-সরফের কোর্স করেছিলাম এবারত সহীহ করার জন্য; কিন্তু তারপরও আমার এবারত সহীহ হয়নি। আমি যেহেতু এবারত পড়তে পারি না, তাই অহেতুক ক্লাস পাড়ি দিয়ে কী লাভ? আপনার নিকট জানতে চাই, এই মুহূর্তে আমার জন্য লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে, নাকি করলে ভাল হবে।

যদি ভাল হয় তাহলে আমি কোন মাদরাসায় যেতে পারি অথবা কোন পন্থায় পড়লে আমার জন্যে ভাল হবে। অনুগ্রহ করে জানালে আমি উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ।

উত্তর ঃ পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তবে পরামর্শের বিষয় হল, কীভাবে পড়াশোনা করলে আপনার সমস্যার সমাধান হবে। এজন্য আপনি তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আপনার অবস্থা দেখে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আপনার সাহায্য করুন। আমীন।

'কিতাবী ইস্তিদাদ' অর্জিত হবে কীভাবে

৯৯. প্রশ্ন ঃ আমি মাসিক আল-কাউসারের একজন নগণ্য পাঠক। বিশেষ করে 'শিক্ষা পরামর্শ' বিভাগের। আমি সব সময়ই এই বিভাগটি পাঠ করি এবং অত্যন্ত আনন্দিত হই। ডিসেম্বর '০৫ সংখ্যায় যদিও এ অংশটি ছিল না, কিন্তু 'নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা : তালেবানে ইলমের খেদমতে কিছু কথা' শীর্ষক লেখাটি পড়ে আমি যেন এক নতুন চেতনা লাভ করেছি। কেননা সে লেখাটির অনেকগুলো বিষয় আমি নিজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আপনি লিখেছেন, 'করা উচিত, করব, এমন করলে ভাল হত।' এ দোষ আমার ভেতরেও আছে। এমন করতে করতে আমার কত সময় যে নষ্ট হয়ে যায় তা বলার মত নয়। এরপর লিখেছেন, 'আজকাল ভাল ছাত্রের সংজ্ঞাই বদলে গেছে। পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেলেই তাকে ভাল ছাত্র বলা হয়।' এ অবস্থা আমারও। আমি পরীক্ষায় জায়্যিদ, মুমতাজ হই কিন্তু এবারত ভুল পড়া, সহজ তারকীব না বোঝা, এবারতের সাথে মিলিয়ে সঠিক মর্ম বলতে না পারা, পুরো কথা না বুঝা ইত্যাদি ত্রুটি আমার

Free © www.eilm.weebly.com

ভেতরে আছে। আপনি লিখেছেন, 'কিতাবী ইস্তিদাদ অর্জন করাতো ইলমের প্রথম সিঁড়ি, কিন্তু আমার ভেতরে এ ইস্তিদাদ নেই। আমি যে কারণে আপনার কাছে চিঠি লিখছি তা হল আমি কীভাবে কিতাবী ইস্তিদাদ অর্জন করতে পারি। আপনি লিখেছেন, 'তাইসীর ও মীযান জামাত থেকে আরম্ভ করতে হবে এবং একজন অভিজ্ঞ শফীক উস্তাদের কাছে নিজকে সঁপে দিতে হবে।' কিন্তু আমি এখন শরহে বেকায়া পড়ি। এ অবস্থায় আমাকে কীভাবে কিতাবী ইস্তিদাদ অর্জন করতে হবে? এই চিন্তাগুলো আমার মনে আগে আসেনি। মাসিক আল-কাউসার পড়ার পরে এসেছে। এজন্য আপনার কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাচ্ছি। আশা করি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।

উত্তর ঃ 'কিতাবী ইস্তিদাদ'-এর সম্পর্ক প্রথমত নাহব, সরফ, লুগাত ও আরবী আদবের সঙ্গে। এই বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জিত হলে এরপর দুটো জিনিস বাকি থাকে–

১. মুসান্নিফের উপস্থাপনভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এ বিষয়টি সেই কিতাবের কিছু অংশ মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে হাসিল হবে। দরসের মাধ্যমে তো বটেই।

২. কিতাবটি যে ফন বা শাস্ত্রের, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এই পরিচিতি ফনের প্রথম কিতাবটি থেকেই আরম্ভ হবে এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে।

কিতাবী ইস্তিদাদের বাহ্যিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে সেই সব ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়াও রয়েছে যা আপনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এ ত্রুটিগুলো আপনার মধ্যে থাকলেও সীমিত পরিমাণেই থাকবে। বাস্তব যা-ই হোক, এই ত্রুটিগুলোর কারণ কী তা আশা করি উপরের আলোচনা থেকেই বুঝতে পেরেছেন। সে হিসেবে আপনার তালীমী মুরুব্বীর পরামর্শ অনুযায়ী সেই কারণগুলো দূর করতে সচেষ্ট হবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার ইস্তিদাদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা আপনার সহায় হোন।

দরসে কিতাব বুঝি; পরীক্ষায় ভাল করি, কিন্তু নিয়মিত মুতালাআ করি না

১০০. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি জামাতে হেদায়াতুন্নাহু পড়ি। দরসের মধ্যে ভালভাবে সবক শুনলে (আলহামদুলিল্লাহ) সবক বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আমি নিয়মিত মুতালাআ করি না, সবকও মুখস্থ করি না। শুধু বাইরের বই পড়ি এবং লেখালেখি করি। তবে পরীক্ষার সময় একটু ভালভাবে পড়লে মুমতাজ হই এবং

Free © www.eilm.weebly.com

সিরিয়ালে যাই। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার এ অবস্থা কি কোন সফলতা বয়ে আনবে, নাকি ক্ষতি হবে? এ নিয়ে সংশয়ে আছি।

উত্তর ঃ (ক) এই সময়টি হল 'ইস্তিদাদ' তৈরি করার। তাই এ সময়ে আপনার মূল মনোযোগ এ দিকেই হওয়া উচিত। আগামী সবক মুতালাআ, তাকরার, সবক ইয়াদ করা ও অনুশীলন ইত্যাদির ব্যাপারে সামান্যতম অমনোযোগিতাও সমর্থনযোগ্য নয়। এ সময় বাইরের মুতালাআ একদম সীমিত হওয়া উচিত এবং অবশ্যই তা হতে হবে আপনার তালীমী মুরুব্বীর পরামর্শক্রমে। এখন যদি আপনার ইস্তিদাদ তৈরি না হয় তাহলে সামনে গিয়ে এটা আপনার জন্য বড় মুসীবত হয়ে দাঁড়াবে। মনে রাখুন, পরীক্ষায় মুমতাজ হওয়া কখনই ইস্তিদাদ যাচাইয়ের মানদণ্ড হতে পারে না।

আকাবিরের মুতালাআ কি দরসী কিতাবেই সীমিত ছিল?

১০১. প্রশ্ন ঃ (খ) আকাবির সর্বদা মুতালাআ করতেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা কি শুধু দরসের কিতাবই মুতালাআ করতেন, নাকি বাইরের কিতাবও মুতালাআ করতেন এবং কোন ফনের কিতাব মুতালাআ করতেন?

উত্তর ঃ (খ) আকাবিরের অধ্যয়নে শুধু দরসি বিষয়াদিই ছিল না। তাদের অধ্যয়নের পরিধি ছিল অনেক বিস্তৃত। তবে তা ছিল বিশেষ নিয়ম ও নীতির অধীনে। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দান করেন তবে আল-কাউসারের এই বিভাগে মুতালাআ ও অধ্যয়ন প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রয়েছে। দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন তাওফীক দান করেন।

কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত?

১০২. প্রশ্ন ঃ কুরআন কারীমের আয়াত কি ৬৬৬৬টি, নাকি কম-বেশি আছে? প্রশ্ন এজন্যে করতে হয়েছে, কেউ বলে আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬; আবার কেউ বলে তার চেয়ে কম। কোনটি ঠিক? উদ্ধৃতিসহ বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

উত্তর ঃ কুরআন কারীম পুরোপুরি তার বাক্য, শব্দ, অক্ষর ও এরাব-হরকত তথা স্বরচিহ্ন ইত্যাদিসহ হুবহু যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল আজও সেভাবেই অকাট্যরূপে তা সংরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

মুসহাফের মধ্যে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পূর্ণ কুরআনই রয়েছে। যারা আয়াতসংখ্যা কম বলে আর যারা বেশি বলে সবার মতেই

Free © www.eilm.weebly.com

কুরআন ততটুকুই যতটুকু এ মুসহাফের মধ্যে রয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে, আয়াত গণনার পদ্ধতিগত কারণে এই মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ, মূল কুরআন বেড়ে গেছে বা কমে গেছে সে জন্য নয়।

গণনার পদ্ধতি কতটি, সেগুলোর ভিত্তিতে আয়াতের সংখ্যা নির্ধারণে কী ধরনের মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে– এসব জানতে হলে 'উলূমুল কুরআন' বিষয়ক কিতাবপত্র দেখা যেতে পারে। যেমন– ইবনুল জাওযী (রহ.)-এর 'ফুনূনুল আফনান'; যারকাশী (রহ.)-এর 'আল-বুরহান' এবং সুয়ূতী (রহ.)-এর 'আল-ইতকান'।

'কুফী গণনা' মতে যা সমধিক প্রসিদ্ধ, আয়াতের সংখ্যা হচ্ছে ৬২৩৬। এই গণনাপদ্ধতি অনুযায়ী মোট সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অন্য কোন নির্ভরযোগ্য গণনায় মোট সংখ্যা এর চেয়ে অধিক বলা হয়নি। মুসহাফে সাধারণত এই গণনা হিসেবেই আয়াত নম্বর লাগানো হয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করার কি দরকার, আপনি নিজেই মুসহাফ খুলে গুণে নিন; উক্ত সংখ্যাই পাবেন। যদি হিসাব মিলাতে না পারেন তবে প্রশ্ন করে জেনে নিবেন।

৬৬৬৬ সংখ্যা যে বলা হয় তা লোকমুখে প্রসিদ্ধ মাত্র, বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নেই। তবে যাই হোক, সংখ্যার এই মতপার্থক্য গণনার পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণেই, অন্য কোন কারণে নয়।

বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝার জন্যে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সূরা 'আনআম'-এর আয়াত কোন কপিতে রয়েছে ১৬৬টি। কোন কপিতে রয়েছে ১৬৫টি। এই মতপার্থক্য কেন? সূরা 'আনআম'-এর ৭২ নং আয়াতের পরের যে আয়াত তা হচ্ছে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

উপরোক্ত আয়াতে কোন কপিতে 'আল হাকীমুল খাবীর'-এ আয়াত নং ৭৩ লেখা হয়েছে। অন্য কপিতে 'কুন ফায়াকুন'-এ আয়াত নং ৭৩ আর 'আল হাকীমুল খাবীর'-এ আয়াত নং ৭৪ লেখা হয়েছে। এই স্থানের মতপার্থক্যের কারণে মোট আয়াতসংখ্যায় ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মূল তো একই। এটিকে কেউ দুই আয়াত গণনা করেছে আর কেউ এক আয়াত। সুতরাং আয়াতসংখ্যা

Free @ www.eilm.weebly.com

সম্পর্কে যেখানেই যত মতপার্থক্য হোক তা সবই এ প্রকৃতির মতপার্থক্য। হ্যাঁ, 'কুন ফায়াকুন'-এ আয়াত নম্বর লাগানো শামী, মক্কী, মাদানী আউয়াল, মাদানী সানী ও বসরী গণনা হিসেবে হয়েছে। কুফী গণনা মতে আয়াত নম্বর শুধু 'আল হাকীমুল খাবীর'-এ লাগাতে হবে। আর এ কারণেই কুফী গণনা মতে সূরা 'আনআম'-এর মোট আয়াতসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৫।

(ফুনূনুল আফনান, ইবনুল জাওযী রহ., ২৮৩)

সংক্ষেপে উল্লেখ করার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও কথা লম্বা হয়ে গেছে। তবে বিষয়টির ব্যাখ্যা জরুরি ছিল। কেননা কারো কারো মাঝে এই ভুল ধারণা আছে যে, এ মতপার্থক্য (নাউযুবিল্লাহ) কম-বেশির মতপার্থক্য অথচ বিষয়টি এমন নয়।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.) জীবনী জানতে চাই, কয়েকটি নসীহত কাম্য

১০৩. প্রশ্ন ঃ আমি আকাবিরের জীবনী জানতে খুব আগ্রহী; যাতে তাঁদের জীবনী থেকে ভবিষ্যত জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি।

সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর 'কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা' গ্রন্থটি আমার সংগ্রহে আছে। এর ভূমিকা পড়েই শায়খের জীবনী সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আমার উস্তাদদের (মাওলানা আতাউর রহমান পাকিস্তানী, মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী, মাওলানা আবুল খায়ের প্রমুখ) কাছে শুনেছি, আপনি শায়খ (রহ.)-এর সংস্পর্শে দীর্ঘদিন ছিলেন। তাই আমার সশ্রদ্ধ ও সবিনয় আরজ, যদি এই শায়খের সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাকে জানাতেন তাহলে আমি অনেক উপকৃত হতাম এবং পথের রাহনুমায়ী পেতাম।

সবশেষে আরেকটি আবেদন, তালেবে ইলমের যিন্দেগীতে রাহে হকের উপর চলতে আমাকে কয়েকটি নসীহত করবেন।

আমার জন্যে দুআ করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে ইলমে নাফে দান করেন।

উত্তর ঃ এটি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, আপনার মধ্যে পূর্বসূরীদের জীবনেতিহাস জানার আগ্রহ আছে। নিঃসন্দেহে এই আগ্রহ ও স্পৃহা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সফল করুন।

আপনি শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমার কোনভাবেই বুঝে আসছে না যে, আমি কী লিখব, কীভাবে

Free @www.e-iqra.weebly.com

লিখব। এমন মহান ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর সামগ্রিক গুণাবলীতে এক অনন্য ও অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে কয়েক লাইনে কী লিখব? তাঁর জীবনী সম্পর্কে কয়েকটি স্বতন্ত্র কিতাব প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। একাধিক ভার্সিটিতে তাঁর কীর্তি ও অবদান সম্পর্কে বহু অভিসন্দর্ভ তৈরি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

আমি সংক্ষেপে এখানে কিছু লিখতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আমার কলম থেমে গেছে। আমি অপারগ। আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। মারকাযুদ দাওয়াহ-এ শায়খের জীবনীবিষয়ক কিছু কিতাবের সংগ্রহ আছে। কখনো ঢাকা আসা হলে এগুলো দেখে নিবেন।

আপনি নসীহত করার কথা বলেছেন; আমি নিজেই তো নসীহতের মুখাপেক্ষী। হকের পথে চলতে ইলমে সুদৃঢ়তা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, রুচির সুস্থতা, তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা এবং আল্লাহর ফযল ও তাওফীক প্রাপ্তি শর্ত।

ইলমে সুদৃঢ়তার প্রথম স্তর হচ্ছে কিতাবী যোগ্যতা; দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে জরুরি উলূম ও ফুনুন-এ দক্ষতা; তৃতীয় স্তর হচ্ছে 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন'। এসব থেকে অন্যান্য গুণের উদ্ভব ঘটে থাকে। তাই আপনি আপনার আসাতেযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে মেহনত জারি রেখে ধীরে ধীরে 'রুসুখ ফিল ইলম'-এর স্তরে অগ্রসর হতে থাকুন। নিজেকে আল্লাহর তাওফীক লাভের উপযোগী বানানোর জন্য গুনাহ পরিহার, মা'সুর দুআ, কায়মনোবাক্যে দুআ কবুলের সময়গুলোতে দুআ ও রোনাজারি, কুরআন তেলাওয়াত এবং অল্প পরিমাণে হলেও নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হোন। একজন তালেবে ইলমের জন্যে সুস্থতা খুবই জরুরি একটি বিষয়। তাই নিজের সুস্থতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

আমি আপনার জন্যে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে উপরোক্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত করেন এবং তাওফীক দান করেন, আমীন। আশা করি আপনিও আপনার দুআয় আমাকে স্মরণ রাখবেন।

সবচেয়ে কম ও বেশী হাদীসের রাবী সাহাবীর নাম কি?

১০৪. প্রশ্ন ঃ (ক) কোন সাহাবী সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন? আর কোন সাহাবী সবচেয়ে কম হাদীস বর্ণনা করেছেন?

উত্তর ঃ 'মুসনাদে বাকি ইবনে মাখলাদ' সাহাবীদের নামানুসারে বিন্যস্ত হাদীস শরীফের বিশাল এক ভাণ্ডার। এটি হিজরী ৩য় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সংকলিত হয়েছে। এই কিতাবে সবচেয়ে বেশি রেওয়ায়াত স্থান পেয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর। এতে তাঁর রেওয়ায়াত সংখ্যা হচ্ছে ৫৩৭৪টি। অন্য

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কোন কিতাবেই কোন সাহাবীর রেওয়ায়াত সংখ্যা এত অধিক নয়। সবচেয়ে কম রেওয়ায়াতকারী সাহাবী তাঁরা, যাঁদের থেকে হাদীসগ্রন্থে একটি মাত্র রেওয়ায়াতই বর্ণিত হয়েছে। তবে এ পর্যায়ের সাহাবী কয়েকজনই রয়েছেন।

বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ

১০৫. প্রশ্ন ঃ (খ) সবচেয়ে বিশুদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ কোনটি?

উত্তর ঃ (খ) সামগ্রিক বিচারে তাফসীরে ইবনে কাসীরই 'তাফসীর বিররিওয়ায়াহ' বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিক অগ্রগণ্য। (আত-তালীকাতুল হাফিলা আলাল আজভিবাতিল ফাযিলা লিল লাখনোভী, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ১০৮)

'ইতহাফ' কার কিতাব, কেমন কিতাব?

১০৬. প্রশ্ন ঃ শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.)-এর 'ফাযায়েলে হজ্জ'-এ যে 'ইতহাফ'-এর উদ্ধৃতি আসে সেটি কোন কিতাব এবং কার কিতাব?

উত্তর ঃ ইতহাফ-এর পূর্ণ নাম হচ্ছে 'ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন বিশরহি আসরারি ইহয়াই উলূমিদ্দীন'। ইমাম গাযালী (রহ.)-এর ইহইয়াউল উলূম-এর বিস্তারিত ও দালীলিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ এটি; যাকে উলূম ও মাআরেফের ইনসাইক্লোপেডিয়া বলা চলে। ব্যাখ্যাকারের নাম মুহাম্মাদ মুরতাযা যাবীদী। তিনি মূলত গুজরাটের ছিলেন। কয়েক বছর ইয়েমেনে থাকেন; এর পর মিশরে এবং ওখানেই ১২০৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর আসাতেযায়ে কেরামের মধ্যে শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)ও রয়েছেন।

(নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/৫১৬; আল বিযাআতুল মুযজাত [মুকাদ্দিমায়ে মিরকাত] ৫০)

এই গ্রন্থটি হাদীস, আসর, হেকায়াত ও রেওয়ায়াতের একটি সুবিশাল ভাণ্ডার। তিনি যা কিছু লেখেন প্রায় সূত্রসহ লেখেন এবং সনদের মানগত ব্যাপারে সাধারণত আলোচনা করেন। যদি কোথাও সূত্র না থাকে বা সনদের ব্যাপারে আলোচনা না থাকে সেখানে পাঠকের দায়িত্ব হল তাহকীক করে নেওয়া। যোগ্য হলে তো নিজেই তাহকীক করবে নতুবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হবে।

'ইবনু আমীরিল হাজ্জ' ও তাঁর মাদখালের পরিচিতি জানতে চাই

১০৭. প্রশ্ন ঃ ফাযায়েলে হজ্জ-এ একাধিক স্থানে 'ইবনু আমীরিল হাজ্জ' এবং তাঁর 'মাদখাল'-এর উল্লেখ রয়েছে। তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে কী কিতাব দেখব?

Free © www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ এক হল 'ইবনুল হাজ্জ' আরেক হল 'ইবনু আমীরিল হাজ্জ'। প্রথমজন হলেন মালেকী মাযহাবের এবং তাঁরই কিতাব 'আল মাদখাল'। এটি বেদআতের খণ্ডনে এবং সুন্নতের প্রসারে এক অনন্য গ্রন্থ। বেদআতের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আলোচনার দিক থেকে কোথাও কোথাও শাতেবী (রহ.)-এর 'আল-ইতিসাম' থেকেও অগ্রসর মনে হয়; যদিও উসূল ও কাওয়ায়েদের দিক থেকে শাতেবীর কিতাবই অগ্রগণ্য। 'আল-মাদখাল' গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে প্রকাশিত। গ্রন্থটি বেদআতের খণ্ডনে সকল মাযহাবের উলামায়ে কেরামের নিকটই নির্ভরযোগ্য হিসেবে পরিগণিত। ইবনুল হাজ্জ (রহ.)-এর ইন্তেকাল ৭৩৭ হিজরীতে। তাঁর জীবনী ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর 'আদ্দুরারুল কামিনাহ ফী আ'য়ানিল মিআতিস সামিনা' ৪/১৪৪-এ এবং ইবনে ফারহুন (রহ.)-এর 'আদদীবাজুল মুযহাব ফী আয়ানিল মাযহাব' ৪১৩-এ দেখুন।

আর ইবনু আমীরিল হাজ্জ (রহ.) হচ্ছেন প্রসিদ্ধ হানাফী মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তিনি মুহাক্কিক ইবনুল হুমামের শাগরেদ। 'আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর 'শরহুত তাহরীর' ও 'হালবাতুল মুজাল্লী শরহু মুনয়াতিল মুসাল্লী' তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর ইন্তেকাল হয় ৮৭৯ হিজরীতে। সাখাবী (রহ.)-এর 'আযযাওউল লামি' লিআয়ানিল কারনিত তাসি' ৯/২১০-এ তাঁর জীবনী রয়েছে।

বে-খেয়ালীতে শায়খের কলম থেকে আল-মাদখাল-এর লেখক ইবনুল হাজ্জ-এর জন্যে ইবনু আমীরিল হাজ্জ শব্দ বেরিয়ে গেছে; যা একটি স্খলন মাত্র।

উসূলুশ শাশীর রচয়িতা কে? এটি এবং কুদুরী কিভাবে পড়ব?

১০৮. প্রশ্ন ঃ আমরা কাফিয়া জামাতে পড়ি। জানতে চাচ্ছি, কুদুরী ও উসূলুশ শাশী কোন নিয়মে পড়লে বেশি ফায়েদা পাব এবং সেই সাথে জানতে চাচ্ছি উসূলুশ শাশী-এর লেখকের নাম কী এবং এই কিতাবের সঙ্গে আর কী কিতাব পড়লে উপকৃত হব তা লিখে দেওয়ারও সবিনয় অনুরোধ রইল।

উত্তর ঃ 'মুখতাসারুল কুদূরী' রচনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহ বোঝা এবং সেগুলো মুখস্থ করা। তাই এ কিতাবে আপনার প্রধান কাজ হবে– প্রথমে আপনি কিতাব 'হল' করবেন; এরপর সুস্পষ্টভাবে মাতৃভাষায় ওই মাসআলা বুঝবেন; মুযাকারা ও আলোচনার মাধমে বা খাতায় নোট করে মাসআলাগুলো মুখস্থ করবেন।

মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী (রহ.)-এর 'আত-তাসহীলুজ জরুরি লি-মাসায়িলিল কুদূরী'-এর দুই চার পরিচ্ছেদ পড়ে দেখতে পারেন, মাসআলা মুখস্থ করার ব্যাপারে এ কিতাব আপনার সহায়ক হয় কি না।

Free @ www.eilm.weebly.com

উসূলুশ শাশী সম্পর্কে এ কথা ঠিক যে, এর আগে যদি এ বিষয়ের সহজ ও সংক্ষিপ্ত কোন কিতাব পড়ে নেওয়া যেত তাহলে খুবই ভাল হত। কিন্তু এই মুহূর্তে এমন কোন কিতাব আমার জানা নেই, যার ব্যাপারে আমি পরামর্শ দিতে পারি। 'মুখতাসারাত' তো বেশ কয়েকটি রয়েছে যেমন : তালখীছুল মানার, হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ. [১৩৬২ হিজরী] এবং ওইটির তামরীন ও অনুশীলনী 'আল মাদার' যা তাঁরই সংকলিত 'আত-তালখীসাতুল আশার'-এর একটি। তেমনি যাইনুদ্দীন আল-হালাবী (৮০৮ হিজরী)-এর 'মুখতাসারুল মানার' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর 'উসলূব' উসূলুশ শাশী থেকে সহজবোধ্য নয়।

ড. মুহাম্মদ সুলাইমান আল-আশকার এর الواضح في أصول الفقه

কিতাবটি তুলনামূলক সহজ। এর ৫ম সংস্করণ মোট ২৭৭ পৃষ্ঠায় ছেপেছে। যাদের আরবী ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল তারা কোন উস্তাদের তত্ত্বাবধানে এটি মুতালাআয় রাখতে পারেন। আমার মতে ড. আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ-এর কিতাব 'উসূলুল ফিকহ' সমষ্টিগত বিচারে সহজই। তবে এই দুই কিতাবের বিন্যাস আমাদের দরসি কিতাবের বিন্যাস থেকে ভিন্ন।

মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসআদীর উর্দূ কিতাব 'উসূলুল ফিকহ' এবং এর আরবী রূপ 'আল মুজায ফী উসূলিল ফিকহ'ও এ বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্যে সহজতার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। মাওলানা আনওয়ার বদখশনী তো 'তাসহীলু উসূলিশ শাশী' নামেই কিতাব লিখে দিয়েছেন। এরপর তিনি আরেকটি কিতাব 'তাইসীরু উসূলিল ফিকহ' নামে লিখেছেন। কিন্তু ইনসাফের কথা হল, আমাদের মাদরাসার উপযোগী উসূলুশ শাশীর আগে পড়ানোর জন্যে বা এর স্থলে নেসাবভুক্ত করার মত কোন কিতাব আমার জানা মতে এখনো তৈরি হয়নি। তবে এতে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। এতদিন পর্যন্ত তো তালেবে ইলমরা উসূলুশ শাশী দ্বারাই তাদের উসূলে ফিকহের তালীম শুরু করেছে এবং এটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়ে আসছে। আপনিও তাই করুন। প্রথমে উস্তাদের দরসের সহযোগিতায় পরিভাষা ও কায়েদাগুলো ভালভাবে বুঝে নিন। এরপর কিতাবের উদাহরণ ছাড়াও অনান্য ক্ষেত্রে সেসব প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তাআলা আপনার মদদ করবেন এবং আগামীতে পথ চলা আরো সহজ করে দিবেন।

উসূলুশ শাশী-এর রচয়িতা সম্পর্কে কিছু কথা

যিরিকলী (রহ.) 'আল-আলাম' ১/২৯৩-এ এবং উমর রেজা কাহহালা (রহ.) 'মুজামুল মুআল্লিফীন' ১/২২৬-এ ইসহাক ইবনে ইবরাহীম শাশী (৩২৫

Free @ www.eilm.weebly.com

হিজরী)-এর জীবনীতে উসূলুশ শাশী কিতাবটি তাঁরই বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একথা সঠিক নয়; কেননা এই কিতাবের উপস্থাপনভঙ্গি মধ্যবর্তী যুগের। ৩য় শতাব্দীর উপস্থাপন-ভঙ্গির সঙ্গে এর যথেষ্ট অমিল রয়েছে। তাছাড়া এই কিতাবের 'কিয়াস'-এর আলোচনায় ইমাম আবু যায়েদ এর উদ্ধৃতি এসেছে। ইমাম আবু যায়েদ দাবুসীর ইন্তেকাল হয় ৪৩০ হিজরীতে। উসূলুশ শাশী যদি ইসহাক শাশীরই হত তাহলে এতে ইমাম আবু যায়েদের উদ্ধৃতি আসে কীভাবে?

এ পর্যন্ত যত খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে সে হিসেবে এই কিতাবের রচয়িতা নিযামুদ্দীন শাশী বলেই মনে হয়। যেমনটি 'কাশফুয যুনুন'-এর বরাতে আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.) তাঁর 'আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যা'-এর 'খাতেমা'-এ (পৃ. ২৪৪) লিখেছেন। উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর 'হামারা তালীমী নেযাম' ৭৩ পৃষ্ঠায় নিযামুদ্দীন শাশীর মৃত্যু তারিখ ৭৫৪ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আরো তাহকীক ও বরাতসহ আলোচনার জন্যে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

নাহবেমীর জামাতে পড়ি, কিন্তু 'সীগা' সঠিকভাবে বলতে পারি না

১০৯. প্রশ্ন ঃ আমি গত বছর মীযান কিতাব পড়েছি এবং এ বছর নাহবেমীর জামাতে পাঞ্জেগঞ্জ পড়ছি। এরপরও আমি 'মুফরাদ', 'সহী', 'গাইরে সহী', 'বাব', 'তালীল' ইত্যাদি ঠিক মত বলতে পারছি না। এখন আমি খুব চিন্তিত যে, আমি কীভাবে উপরের জামাতের কিতাব বুঝব। এ মর্মে আমাকে সুপরামর্শ দিয়ে আমার দুশ্চিন্তা দূর করবেন বলে আশা করি।

উত্তর ঃ আপনার পেরেশানী প্রশংসার দাবী রাখে। ইনশাআল্লাহ এই পেরেশানীই আপনার উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। মীযানের বছর চলে গেছে। এখন পাঞ্জেগঞ্জের বছরকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করুন। পাঞ্জেগাঞ্জের ফারসী পাঠ যদি শব্দে শব্দে 'হল' করা কঠিন হয় তাহলে এ উদ্দেশ্যে অধিক কষ্ট করার দরকার নেই। কেননা এর তেমন বিশেষ গুরুত্ব নেই। মূল বিষয় হল কায়েদাগুলো বোঝা এবং সেগুলো 'ইজরা' করা। এ ব্যাপারে আপনি উস্তাদের সহযোগিতা ও নির্দেশনায় প্রতিটি কায়েদা ভালভাবে বুঝুন, এগুলো মাতৃভাষায় আপনার খাতায় নোট করুন; একাধিক উদাহরণের সঙ্গে বারবার তাকরার করে দেমাগে পাকাপোক্তভাবে বসিয়ে নিন। এরপর যেখানেই কোন আরবী শব্দ বা

Free © www.eilmweebly.com

বাক্যে মুখস্থকৃত কায়েদাসমূহের 'ইজরা' করার সুযোগ পাওয়া যাবে সেখানেই ইজরা করুন। নিজ শ্রেণীর 'ইনশা'র কিতাব, আরবী কিতাব ও অন্যান্য কিতাবসমূহের আরবী বাক্যাবলীতে সেসব কায়েদার ইজরা করুন। কুরআন কারীম তেলাওয়াতের সময় পঠিত কায়েদাসংশ্লিষ্ট কোন শব্দ এলে তাতেও ইজরা করুন। ছুটির সময়গুলোতে এবং দৈনিক দরসের বাইরের সময়গুলোতে স্বতন্ত্রভাবে নাহব ও সরফের কায়েদার ইজরার উদ্দেশ্যেই মুখস্থ বা দেখে একবার কুরআন তেলাওয়াত করুন; যদিও তা ১৫/২০ মিনিটের হয়। এভাবে কায়েদাগুলো বোঝা, মুখস্থ করা এবং অধিক তামরীন ও অনুশীলনের মাধ্যমে সেগুলো ইজরা করা– এই তিন কাজই আপনার সমস্যা সমাধানের জন্যে যথেষ্ট; বরং ওই সমস্যার সমাধানের একমাত্র রাস্তা এটাই। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এবং সকল তালেবে ইলমকে এর তাওফীক দান করুন, আমীন।

উসূলুশ শাশী বুঝার জন্য কি শরহ দেখব?

১১০. প্রশ্ন ঃ আমি একজন দুর্বল তালেবে ইলম। এবার আরবী ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছি। এ শ্রেণীতে উসূলে ফিকহের প্রথম কিতাব উসূলুশ শাশী পড়ানো হয়। এই কিতাব ভাল করে বোঝার জন্য কী শরাহ দেখলে উপকার হবে এবং এই ফনের উপর পারদর্শী হওয়ার জন্য কী করতে পারি? একটু পথনির্দেশনা দিলে আমার মত অনেক ছাত্র ভাইয়ের উপকার হত।

উত্তর ঃ আরবী শরাহ বুঝতে যদি তেমন কষ্ট না হয় তবে 'ফুসূলুল হাওয়াশী' পড়তে পারেন। এই শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করতে হলে প্রথম দফায় আপনাকে নেসাবভুক্ত কিতাবটি ভালভাবে বুঝে পড়তে হবে। ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তরও দেখে নিতে পারেন।

'হেদায়া' ৩য় খণ্ডের জন্য কিছু বাংলা কিতাবের নাম জানতে চাই

১১১. প্রশ্ন ঃ আমি বর্তমানে মেশকাত জামাতের একজন ছাত্রী। আমাদেরকে হেদায়া ছালেছ কিতাবটি পড়ানো হয়। এখন আমি হেদায়া ছালেছ সম্পর্কে এমন কিছু বাংলা কিতাবের নাম জানতে চাই, যার দ্বারা আমার হেদায়া ছালেছ সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা হবে এবং ভাল ফলাফল করতে পারব। আল্লাহ আপনাদের সাহায্য ও মঙ্গল করুন।

উত্তর ঃ মূলত হেদায়াকে হেদায়ারই ভাষায় তার উপস্থাপন-ভঙ্গি মোতাবেক শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে বোঝা উচিত। যাতে এই কিতাবের মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

Free © www.eilm.weebly.com

অর্থাৎ উসূলে ফিকহের আলোকে কাওয়ায়েদে ফিকহ ও মাসায়েলে ফিকহ-এর ইলম অর্জন করা এবং শরীয়তের বিধানাবলীর 'হিকাম' ও 'ইলাল'-এর গভীর ইলম অর্জন করা সম্ভব হয়। আর এটা স্পষ্ট যে, যে কিতাবের উদ্দেশ্যই এই, সেটাকে বাংলা অনুবাদ বা নোটের মাধ্যমে 'হল' ও আত্মস্থ করার চিন্তা করাই ভুল। মাসায়েল ও এর প্রসিদ্ধ দলীলাদি জানার জন্যে তো 'আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ' ও 'আল-ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহু'-এর মত সহজবোধ্য কিতাব রয়েছে। এরপরও যদি আপনি বাংলার সাহায্য নিতে চান তাহলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ এবং হেদায়া ব্যাখ্যাগ্রন্থ (তত্ত্বাবধান– মাওলানা আহমদ মায়মূন, মালিবাগ মাদরাসা) সংগ্রহ করতে পারেন।

লেখা ও বলার অক্ষমতা নিয়ে আরেকটি পেরেশানী

১১২. প্রশ্ন ঃ আমি একজন মাঝারি মানের ছাত্র। বর্তমানে আমি মিশকাত জামাতে পড়ি। আমাদের থানায় কোন কওমী মাদরাসা নেই এবং আমি ছাড়া এলাকায় কোন কওমী আলেম না থাকায় বিদআতীরা আমাদের সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। আমি কওমী মাদরাসায় পড়ার কারণে আমাকে ও আমার আব্বাকে নির্যাতন করে এবং আমাকে আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে এমনকি মৃত্যুর হুমকি পর্যন্ত তারা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান ফিতনার যুগে অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথে আনার জন্য সকল কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করে কওমী মাদরাসায় পড়ছি এবং ইনশাআল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত এর উপরই কায়েম থাকব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমার সেই কাঙ্ক্ষিত আশার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু বিষয়। যথা (ক) কথনের অক্ষমতা। যদি কোন স্থানে ওয়াজ বা বক্তৃতা দিতে কিংবা মানুষকে বুঝাতে যাই তখন অবশ্য বুক কাঁপে না কিন্তু মুখের জড়তার কারণে কথাই বলতে পারি না। অথচ বিদআতীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আমি আল্লাহর কাছে বহুবার নফল, ফরয এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়ে কান্নাকাটি করে দুআ করেছি। কিন্তু কোন ফল পাইনি। আমি সব সময় হযরত মূসা (আ.)-এর দুআ– رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ পাঠ করি তথাপিও কোন ফল পাইনি পরিশেষে হতাশ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে মন চায়; কিন্তু যখনই এই ইচ্ছা জাগ্রত হয় তখনই এই আয়াতটি স্মরণে পড়ে যায়–

Free@www.e-iqra.weebly.com

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

(খ) লিখনের অক্ষমতা। জীবনে বহুবার লেখার পিছনে বহু সময় খরচ করেছি। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! অনেক সময় নিজের নামটা পর্যন্ত ভাল করে লিখতে পারি না। এসব কারণে যখনই পড়তে বসি তখনই মনের অজান্তেই বেরিয়ে আসে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু। ভাবি, কী হবে আমার আলেম হয়ে? কোন দিন ইলমের দরস দিতে পারব না। কারণ মুখের জড়তার কারণে ছাত্ররা তাকরারের সময় আমার কথা বুঝে না। অথচ আমার চেয়ে নিম্নমানের ছাত্ররা খুব সুন্দর করে তাকরার করছে। তাই বলি, আমার মত অযোগ্যের মাদরাসায় পড়ে কী লাভ হবে? এমনকি অনেক সময় পাক্কা ইরাদা হয়ে যায় যে, পড়া বাদ দিয়ে চাকরি করি কিংবা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হই, যেখানে কথা বলার প্রয়োজন নেই। এর কারণে আমি সব সময় চিন্তিত থাকি। পড়ালেখায় তেমন মন বসে না এবং স্বাস্থ্য খুব ভেঙ্গে গেছে। জনাব আবদুল মালেক সাহেবের নিকট আমার আকুল আবেদন, আমি এখন কী করব? আমি কি মাদরাসায় পড়াশোনা চালিয়ে যাব নাকি .... এবং কীভাবে এই ধ্বংসাত্মক বিপদ থেকে মুক্তি পাব সুপরামর্শ চাই এবং তিনি যেন আমার জন্য বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের সময় দুআ করেন। আল-কাউসারের সকল পাঠক-পাঠিকার নিকটও এই অধম দুআপ্রার্থী। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

উত্তর ঃ আপনার হিম্মত প্রশংসনীয়। এই হিম্মতের সঙ্গে হতাশার সংযোগ কীভাবে ঘটতে পারে, এটা আমি বুঝতে পারছি না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে হিফাযত করুন এবং আপনার সকল নেক কামনা পূরণ করুন।

হাদীস শরীফে দুআর ব্যাপারে 'ইসতিজাল' নিষেধ করা হয়েছে। 'ইসতিজাল' এর ব্যাখ্যা হাদীস শরীফেই এভাবে করা হয়েছে যে, দুআ করে একথা বলা, আমি দুআ করেছি কিন্তু তা কবুল হয়নি। আশা করি আপনি সালাতুল হাজত এবং رَبِّ اشْرَحْ لِيْ এর আমল জারি রাখবেন। মাঝে মাঝে يَا مُبِيْنُ বারবার পড়বেন। পাশাপাশি কোন বুযুর্গের নিকট থেকে কোন আমল নিয়ে তা আদায় করবেন এবং কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার অসুবিধা দূর হয়ে যাবে।

আপনি যথারীতি পড়াশোনা জারি রাখুন। লেখা অনুশীলন ও বক্তৃতা চর্চাও বাদ দিবেন না। আর সামনের জীবনে আপনি কীভাবে দরস দিবেন এই বিষয়ে এখন একদম পেরেশান না হয়ে وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ، إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ

بِالْعِبَادِ. বলে বিষয়টি আল্লাহর সোপর্দ করে দিন। সকাল সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআটি পড়বেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

আপনি দুআ করতে বলেছেন, আমি আপনার জন্য দুআ করছি এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও দুআ করতে থাকব। আপনিও আমাকে ও আমার সঙ্গীগণকে দুআতে শামিল করবেন।

Free@www.e-iqra.weebly.com

সাধারণ আরবী ও কুরআনের 'রসমুল খাত' এ পার্থক্যের কারণ

১১৩. প্রশ্ন ঃ আমি হিদায়াতুন্নাহব-এর একজন ছাত্র। আমরা সাধারণত যে বানানে আরবী লিখি তা শুদ্ধ ও رسم الخط অনুযায়ী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের লেখার নিয়মের সাথে মেলে না কেন জানতে চাই।

উত্তর ঃ অনেকগুলো কারণ ও মাসলাহাতে কুরআন কারীমের 'রাসমুল খাত' বা লিখনপদ্ধতি المصحف الامام -এর মত রাখা জরুরি। এর উপরই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর তাআমুল বা কর্মধারা বিদ্যমান রয়েছে। এই লিখন পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের পরিবর্তনে অনেক সমস্যা রয়েছে। তাই একে অপরিবর্তিত রাখাই সর্বস্বীকৃত বিষয়।

অন্যদিকে সাধারণ লেখালেখিতে নিয়মনীতি সর্বযুগে অভিন্ন রাখার কোন দ্বীনী প্রয়োজনও নেই, দুনিয়াবী উপকারিতাও নেই। তাই প্রতি যুগেই সময়ের রুচি অনুযায়ী সহজতার লক্ষ্যে তাতে পরিববর্তন হতে পারে এবং হয়েছে।

হক আদায় করে কিতাব পড়া

১১৪. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার অন্তর্গত চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার ফাজিল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কিন্তু হেদায়া, নূরুল আনওয়ার ও তাফসীরে জালালাইন ভালোভাবে বুঝতে পারছি না। বিগত আলিম ক্লাসের শরহে বেকায়াও ভালোভাবে বুঝিনি। এর কারণ হিসেবে আমি মনে করছি শিক্ষকগণই আমাদেরকে একশ ভাগ কিতাব বুঝাতে পারছেন না। তাই উক্ত কিতাবগুলো একশ ভাগ বুঝার জন্য আমাকে কিছু পরামর্শ দানের জন্য হুযুরের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, যাতে আমি ছাত্রদেরকে কিতাবগুলোর হক আদায় করে পড়াতে পারি।

Free © www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ (ক) আপনার চিঠির উত্তরে প্রথম কথাটি হল, আপনি আল্লাহ সর্বশক্তিমান–এই বাক্য দ্বারা আপনার পত্রের সূচনা করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলাই সর্বশক্তিমান তবে এ বাক্য দ্বারা চিঠি-পত্র আরম্ভ করা সুন্নত তরিকা নয়। চিঠিপত্র بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা শুরু করাই মাসনুন।

আপনার চিন্তা ও অনুভূতি মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে না বোঝার দায় আসাতিযায়ে কেরামের উপর আরোপ করা বেআদবী তো বটেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অবাস্তবও হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেদের ত্রুটিগুলোর প্রতি নজর দেওয়ার তাওফীক দান করুন এবং আসাতিযায়ে কেরামের হুকুক ও আদাব অনুধাবন করে তা আদায় করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

প্রশ্নোক্ত কিতাবগুলো বোঝার জন্য আপনার করণীয় কী-- এ প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়ার জন্য আপনার কিতাব বোঝার যোগ্যতা সম্পর্কে জানা জরুরি। এটা আমার জানা নেই। তবে এ প্রসঙ্গে মৌলিক কথা হল, প্রথমে নাহব, সরফ ও লুগাতে আরাবিয়া এবং ইবারত বোঝার যোগ্যতা মজবুত করতে হবে। এরপর এই কিতাবগুলো যে ফন বা শাস্ত্রের তার কিছু সহজ কিন্তু নির্ভরযোগ্য কিতাব দরসে পড়ে কিংবা ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে সেই শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। এরপর উপরোক্ত কিতাবগুলো পড়তে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এসব কিতাবের কিছু নির্ভরযোগ্য আরবী শরহও মুতালাআয় রাখতে হবে।

সুনানের যয়ীফ হাদীসগুলো চেনার উপায়

১১৫. প্রশ্ন ঃ (খ) সুনানে আরবাআর যয়ীফ হাদীসগুলো চেনার উপায় কী?

উত্তর ঃ (খ) জামে তিরমিযীতে সাধারণত হাদীসসমূহের সনদের মান উল্লেখ করা থাকে। সুনানে আবু দাউদের জন্য مختصر سنن أبي داود ، للمنذري সুনানে ইবনে মাজার জন্য مصباح الزجاجة، لشهاب الدين البوصيري মুতালাআ করতে পারেন। সুনানে নাসায়ীতে যদি এমন যয়ীফ কোনো রেওয়ায়াত থাকে, তবে সাধারণত ইমাম নাসায়ী নিজেই তা উল্লেখ করে দেন।

এই চার কিতাবের জন্য মিসরের শায়খ সাঈদ মামদূহ-এর কিতাব التعريف بأوهام من قسم السنن الى صحيح و ضعيف মুতালাআ করাও উপকারী হবে। এটির كتاب الحج পর্যন্ত ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এছাড়া তাখরীজ ও শুরূহে হাদীসের দীর্ঘ কিতাবগুলোতেও সুনানে আরবাআসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবের হাদীস ও রেওয়ায়াতের মান উল্লেখিত থাকে। যথা–

نصب الراية لاحاديث الهداية، جمال الدين الزيلعي (٧٦٢ هـ)

التلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) ইত্যাদি।

মুজতাহিদ আলেম হতে করণীয়

১১৬. প্রশ্ন ঃ (গ) আমি ভবিষ্যতে একজন মুজতাহিদ আলেম হতে চাই এবং কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ফিকহের কিতাব ও ফতোয়ার কিতাবসহ অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ লিখতে চাই। তাই আমি নিয়ত করেছি, কামিলে হাদীস বিভাগ পড়ে পরবর্তীতে সম্ভব হলে ফিকহ বিভাগে পড়ব। এখন হুযুরের কাছে আমার প্রশ্ন হল উক্ত কাজগুলো করার জন্য আমি যে পরিমাণ লেখাপড়ার নিয়ত করেছি তা যথেষ্ট, না আরও লেখাপড়া করতে হবে? সুপরামর্শ দানে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ (গ) আপনাকে প্রথমে শারায়েতুল ইজতিহাদ ও মাকামুল ইজতিহাদ সম্পর্কে খুব চিন্তা-ভাবনা সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। এরপর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন এ উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য আপনাকে কী কী করতে হবে এবং কী পরিমাণে করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহের ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ-এর আলোচনা পড়তে পারেন এবং নিম্নোক্ত কিতাবগুলো মুতালা'আ করতে পারেন।

جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البر، (٤٦٣ هـ)

الفقيه والمتفقه : الخطيب البغدادى (٤٦٣ هـ)

ও শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা কৃত أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة ও أدب الاختلاف فى مسائل العلم والدين ও الفقهاء। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

কোন নেসাব বেশী উপযোগী?

১১৭. প্রশ্ন ঃ আমি একজন মীযান জামাতের ছাত্র। বর্তমানে আমি যে নেসাবে লেখাপড়া করছি সেটি হচ্ছে বেফাক কর্তৃক প্রণীত নেসাব। বর্তমানে

Free © www.eilm.weebly.com

আর একটি নতুন নেসাব রয়েছে যা হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেব প্রণীত যাকে মাদানী নেসাব বলা হয়।

এখন আমার প্রশ্ন হল এই দুটি নিসাবের মধ্যে বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী কোন নেসাবটা প্রযোজ্য। বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন ধরে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। তাই সঠিক সিদ্ধান্তটি জানালে উপকৃত হতাম।

উত্তর ঃ মেরে দোস্ত, এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় পড়তে তোমাকে কে বলেছে? এ বিষয়ে চিন্তা গবেষণার জন্য বড়রা রয়েছেন। তোমার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে তোমার তালীমী মুরুব্বীর পরামর্শক্রমে আগামী বছর মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যেয়ো। কিন্তু কোন নেসাব বর্তমান যুগে বেশি উপযোগী তা নির্ণয় করার বিষয়টি বড়দের উপর ছেড়ে দাও।

হেদায়াতুন নাহু ও বোস্তাঁর মুতালাআযোগ্য শরহ

১১৮. প্রশ্ন ঃ বাদ তাসলীম আরয এই যে, আমি এ বছর জামাতে হেদায়াতুন্নাহবতে হেদায়াতুন্নাহব ও বোস্তাঁ কিতাব পড়াই। হুযুরের খেদমতে যে বিষয়টি জানাতে চাই সেটি হল, উল্লেখিত কিতাব দুইটির জন্য কোন কোন শরহ মুতালাআ করলে আমি নিজেও সহজভাবে বুঝতে পারব এবং ছাত্রদেরকেও বুঝাতে পারব। সঠিক পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ হিদায়াতুন্নাহব-এর আরবী শরহ দিরায়াতুন্নাহব বেশ প্রচলিত। তবে ছাত্রদেরকে কিতাব বুঝিয়ে কিতাবের কায়েদাগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং অধিক পরিমাণে তামরীন করানো প্রয়োজন। কায়েদাগুলোর ইল্লত ও দালায়েলের ব্যাপারে অতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যা কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। আর আপনি আপনার নিজের জন্য শুধু দেরায়াতুন্নাহব কেন নাহব শাস্ত্রের অন্যান্য কিতাবও অধ্যয়নে রাখুন। যেমন হিদায়াতুন্নাহব এর মাসআলাগুলো কাফিয়া ও তার শাস্ত্রীয় শরহসমূহে এবং শরহু কাতরিননাদা ও তার উপরের কিতাবগুলোতে দেখুন।

বোস্তাঁর শরহগুলোর মধ্যে কিতাব বোঝার ক্ষেত্রে আমার ধারণা মতে মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর শরহই বেশি উপকারী হবে। তবে এ কিতাবটি যে ফন বা বিষয়ের (অর্থাৎ فَنُّ الْاَخْلَاقِ وَالتَّصَوُّفِ وَأَدَبِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ) সে দৃষ্টিকোণ থেকে তা বোঝার জন্য আমাদের এ অঞ্চলের প্রচলিত তরজমা ও শরহগুলো যথেষ্ট নয়।

Free@www.e-ilm.weebly.com

লেখক হতে কোন পত্রিকায় লেখা উপযোগী হবে?

১১৯. প্রশ্ন ঃ আমি মুতাওয়াসসিত পর্যায়ের ছাত্র। হেদায়া আখেরাইন পড়ি। পড়ালেখা কিছু বুঝি, তবে গভীরে পৌঁছতে পারি না। লেখার অভ্যাস কিঞ্চিৎ, কিন্তু ধরা-বাধা কোনো নিয়ম নেই। আগ্রহ আছে, দুঃখ হল– উৎসাহদাতা কেউ নেই। বহু কষ্টে জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছি লেখক হব। লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করব। ইসলাম বিদ্বেষী ভূইফোঁড় লেখকদের সমুচিত জবাব দিব। তবে এজন্য তো গবেষণাভিত্তিক কিছু লেখা চাই, কিন্তু গবেষণা তো কিছুই করতে পারছি না। লিখব কী? এভাবেই আশা-হতাশায় কেটে যাচ্ছে দিন। কোনোই কিনারা করতে পারছি না। এ অবস্থায় সঠিক পরামর্শ পেলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। উল্লেখ্য আমি স্কুলে পড়িনি। মাদরাসাতেই যা টুকটাক বাংলা শিখেছি। এ পর্যন্ত কোনো পত্রিকায় লিখিনি। এখন লিখতে চাচ্ছি। কোন পত্রিকাটি আমার জন্য যুৎসই হবে, জানাবেন।

উত্তর ঃ বিভিন্ন সাময়িকীর তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং সেগুলোর দায়িত্বশীলদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি নিজেও তা করতে পারেন। তবে আপনি আপনার কিছু প্রবন্ধ নমুনা হিসেবে আল-কাউসারেও পাঠাতে পারেন। সম্পাদনা পরিষদ ইনশাআল্লাহ এর মূল্যায়ন করবে এবং আপনাকে নেক পরামর্শ দিবে।

মাসআলা মনে রাখতে পারি না

১২০. প্রশ্ন ঃ আমার বড় আশা ভালো আলেম হয়ে কুরআন, হাদীসের ব্যাখ্যা জানব এবং সে মুতাবিক আমার জীবন গড়ে তুলব, যেন আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপর সন্তুষ্ট হন, কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা-সাধনা করেও উস্তাদদের তাকরীর বা যে কিতাব মুতালাআ করি তা থেকে অর্জিত মাসআলাগুলো মনে রাখতে পারি না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তার কারণ খুঁজে বের করার জন্য, তবে ব্যর্থ হয়েছি। বুযুর্গের পরামর্শানুযায়ী কাজও করেছি, কিন্তু কোনো ফল পাই বলে বুঝতে পারছি না। আপনি এ ব্যাপারে কোনো উপদেশ দিলে রাহবার মনে করে করতাম।

শেষ অনুরোধ, আপনি আমাকে কিছু নসীহত করলে অত্যন্ত উপকৃত হতাম। আপনি আমার জন্য দুআ করবেন।

উত্তর ঃ খুবই ভালো লক্ষ্য স্থির করেছেন। আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিন এবং কবুল করুন। আমি আপনার জন্য দুআ করছি। আপনি নসীহত করতে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বলেছেন। আমার নসীহত হল, সবর ও ধৈর্যের সাথে আসাতিযায়ে কেরামের নির্দেশনা মোতাবেক আমল করতে থাকুন। অধৈর্য হয়ে পরিশ্রম ছেড়ে দেওয়া বা পরিশ্রম কমিয়ে দেওয়া উন্নতির পথে অনেক বড় প্রতিবন্ধক। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

اندرین راہ می تراش و می خراش - تا دم آخرومے فارغ مباش

উর্দূ-বাংলা নোট বা শরহের উপকারিতা ও অপকারিতা

১২১. প্রশ্ন ঃ মুহতারাম! আমি উর্দূ শরাহ মোটামুটি বুঝি। কিন্তু আরবী শরাহ বুঝতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। এদিকে আমার আরবীর প্রতি আগ্রহও রয়েছে অত্যন্ত বেশি। এখন জানতে চাই এ অবস্থায় আমার করণীয় কী? উর্দূ বর্জন করে আরবী বোঝার যোগ্যতা অর্জনে ব্রতী হব, না উর্দূর দ্বারা বর্তমানে কাজ চালানোর পাশাপাশি আরবী বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করব? আর এটাও জানতে চাই যে, অনেকে বলে বাংলা নোট, শরাহ বের হওয়ার কারণে দুনিয়া থেকে ইলম দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে–এ কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর ঃ (ক) কিতাবী ইসতিদাদ অর্জন করার প্রচেষ্টা অবশ্যই জারি রাখতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। তবে এই যোগ্যতা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত কোনো উর্দূ শরহের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হলে তাতেও কোনো বাধা নেই, তবে অতি দ্রুত আরবী শরহ মুতালা'আর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। উর্দূ ভাষায় লিখিত যেসব শরহে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিংবা ইলমী ফাওয়াইদ রয়েছে তা তো সবাই পড়তে পারে।

'বাংলা ভাষায় লিখিত নোট বা শরহের মাধ্যমে ইলমের ক্ষতি হচ্ছে' এ কথাটির সঠিক ভাষা হল, ছাত্রদের অমনোযোগিতা, স্বাভাবিক যোগ্যতার অভাব এবং শিক্ষাব্যবস্থার জটিলতার কারণে তালিবে ইলমদের যে পরিমাণ যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন ছিল তা যখন হচ্ছে না তখন এর সমাধানের জন্য উর্দূ বা বাংলা ভাষায় শরহ লেখা আরম্ভ হল। অথচ এটি রোগের প্রতিষেধক নয়। ফল এই হল যে, রোগ প্রতিকার তো দূরের কথা রোগের অনুভূতিও বিলুপ্ত হতে লাগল। তো রোগীর যদি রোগের অনুভূতিই না থাকে তখন যে এটা ক্রমান্বয়ে কঠিনরূপ ধারণ করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

উপরন্তু অধিকাংশ উর্দু ও বাংলা শরহের অবস্থা হল, এগুলো এতটাই অবহেলা ও অমনোযোগিতার সঙ্গে প্রস্তুত করা হয়েছে যে, এগুলোতে তালিবে

Free @ www.eilm.weebly.com

ইলমদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে না এবং প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতে তাদের কাজে আসে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে আরও কঠিন করে তোলে।

আমরা উর্দূ বা বাংলা ভাষায় লিখিত শরহের বিরোধিতা এজন্য করি না যে, এগুলো উর্দূ বা বাংলা ভাষায় রচিত; বরং এজন্য করি যে, এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ শরহই মানোত্তীর্ণ নয়। বরং এগুলো উপকারিতাশূন্য ও নানা সমস্যায় ভরা এবং এগুলোকে অনুচিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

অন্যথায় মাতৃভাষায় নেসাবের কিছু কিতাব তৈরি হওয়া এবং কিছু নেসাবভুক্ত কিতাবের মানসম্পন্ন শরহ ভালো বাংলায় তৈরি হওয়া একটি বাস্তব প্রয়োজন। তদ্রূপ মাতৃভাষায় বা অন্য যে কোনো ভাষায় রচিত কোনো মানসম্পন্ন কিতাব থেকে উপকৃত হতেও কোনো বাধা নেই।

মুখতারাত পড়ার পদ্ধতি

১২২. প্রশ্ন ঃ (খ) মুখতারাত ও লামিয়াতুল মুজিযাত কিতাব দু'টি কীভাবে পড়লে ভালো হবে, জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ (খ) কিতাব পড়তে হয় কিতাবটি রচিত হওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। একটি কিতাব সফলভাবে পড়ার অর্থ হল, এ কিতাব থেকে ওই বিষয়গুলো অর্জন করতে সক্ষম হওয়া, যা লেখক পাঠককে দিতে চেয়েছেন। তবে কোনো কোনো কিতাব রচনার একাধিক উদ্দেশ্য থাকে কিংবা উদ্দেশ্য একটা তবে খুব উঁচু। এমন কিতাবের সফল পাঠের জন্য তা বারবার মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

'মুখতারাত' কিতাবটির রচনার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বললে এই যে, এর মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়নে সক্ষম হওয়া এবং আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ ও রুচির সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

আমাদের এ অঞ্চলে যে শ্রেণীতে এই কিতাব পড়ানো হয় কিংবা বলুন যে যোগ্যতা অর্জিত হওয়ার পর ছাত্ররা এ কিতাব পড়ে থাকে সে বিচারে এর পঠনপদ্ধতি কী হতে পারে এ সম্পর্কে আমি মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম এর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনি যা বলেছেন তার খুলাসা হল–

১. সুন্দর বাক্যগুলিকে বারবার পড়ে মুখস্থ করা। অন্তত মুখস্থের মতো হয়ে যাওয়া তো অবশ্যই দরকার, যাতে আরবীতে কথা বলার সময় কিংবা লেখার সময় তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়।

Free @ www.eilm.weebly.com

২. প্রয়োজনীয় শব্দ বিশ্লেষণ মুখস্থ করা। এ ক্ষেত্রে এটুকু করবে যে, শব্দটি 'মুজাররাদ' থেকে হলে 'মুজাররাদ'-এর মধ্যেই 'সিলাহ'-এর কারণে অর্থের যে পরিবর্তন হয় তা মুখস্থ করবে এবং শব্দটি 'মাযিদ ফীহ' থেকে হলে 'মাযিদ ফীহ-এর মধ্যেই 'সিলাহ' পরিবর্তনে যে অর্থগত পরিবর্তন হয় তা মুখস্থ করা। এক শব্দের সকল 'মুশতাক্কাত' মুখস্থ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এর জন্য পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। তবে কোনো হিম্মতওয়ালা মেধাবী ছাত্রের পক্ষে যদি তা সম্ভব হয় তাহলে তার জন্য বাধাও নেই।

৩. সাধারণ তরকীবগুলো বুঝে নেওয়া। কঠিন ও নতুন তারকীব যদি বুঝে না আসে এতেও তেমন ক্ষতি নেই।

৪. মাতৃভাষায় তরজমা বোঝা এবং ইয়াদ করার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। প্রথমে প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি বাক্যের তরজমা বোঝার চেষ্টা করবে এরপর পুরো কথাটি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করবে।

৫. আরও একটি কাজ যা এ কিতাবের আগেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সাধারণত না-হওয়ার কারণে এখানেও তা করা প্রয়োজন। তা হল, আকর্ষণীয় বাক্যগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন কাঠামোতে ব্যবহারের মশক করা।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, 'মুখতারাত' এর ভূমিকা অংশটি খুব প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এ অঞ্চলে তা সাধারণত পড়ানো হয় না। সপ্তাহে দুইদিন অল্প অল্প করে ভূমিকা অংশটির দরস হওয়া দরকার। এভাবে একবার শেষ হওয়ার পর পুনরায় পড়া দরকার। মাদরাসায় এই ব্যবস্থা না থাকলে তালিবে ইলম নিজেও দু'চার লাইন করে প্রতিদিন তা পড়তে পারে।

এতটুকু হল এই কিতাব অধ্যয়নের প্রথম পর্যায়। এর পরবর্তী পর্যায়গুলো সম্পর্কে প্রয়োজনের সময় আবার মাশোয়ারা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা নিয়ে তিনটি প্রশ্ন

১২৩. প্রশ্ন ঃ (ক) দরসী কিতাবের পাশাপাশি বাংলা বানানের নিয়ম-কানুন ও বাংলা লেখার নিয়ম-কানুন, বাংলা ব্যাকরণ ও বিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিষয়ক বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। এখন কথা হল দরসী কিতাবের পাশাপাশি এই সমস্ত বিষয়ের বই নিয়ে ব্যস্ত থাকা আমার জন্য ঠিক হবে কি?

(খ) বর্তমানে ইসলাম বিদ্বেষীরাই বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই বাজারে খোঁজ করলে তাদেরই বই চোখে পড়ে। তাদের বই একদিকে তো উপন্যাস, অন্যদিকে ইসলামী চিন্তাধারাকে পাল্টে দেয়। তাদের

Free@ www.eilm.weebly.com

বই দেখতে গোলাপ ফুলের ন্যায়, কিন্তু ভিতরে বিষ আর বিষ। তাই আপনি আমাকে ইসলামী চিন্তাধারার কয়েকজন লেখকের এমন কিছু বইয়ের নাম বলে দিলে ইনশাআল্লাহ অনেক উপকৃত হব, যে বইগুলোর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য শেখাও সম্ভব হবে।

(গ) আব্বা আমার হাতে বাংলা বানানের বই কিংবা বাংলা অভিধান দেখলে খুব রাগ করেন, যার কারণে বাংলা অভিধান ও বাংলা বিষয়ক বই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে হয়। তিনি ছাত্র জীবনে বাংলা চর্চাকে পছন্দ করেন না। তিনি এটাকে ইলমের পথে বাধা মনে করেন। আব্বার এই মতটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ (ক) এ ব্যাপারে সবার জন্য এক কথা বলা যায় না, কোনো তালিবে ইলম যদি যোগ্য ও মেহনতী হয় তবে দরসী পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু পড়তে চাইলে তাতে বাধা নেই কিন্তু মনে রাখতে হবে, যা করবেন আপনার তালীমী মুরুব্বীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে করবেন এবং নিজেকে তার নির্দেশনার অনুগত রাখবেন।

(খ) এ প্রশ্নের উত্তর লেখার আগে আমি মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) ও মাওলানা আহমাদ মায়মুন সাহেব (যীদা মাজদুহুম)-এর সঙ্গে মাশোয়ারা করেছি। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে বলছি যে, বাংলা সাহিত্যে ইসলামী মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবদানে যে শূন্যতা বিরাজ করছে তা পূর্ণ করা একটি জাতীয় দায়িত্ব, যা পালন করা বা পালন করার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ইলমী জগতের কর্ণধারদের অপরিহার্য দায়িত্ব। হতে পারে কারো মাধ্যমে আল্লাহ এ শূন্যতা পূরণ করবেন।

বর্তমানে ইসলামী মানসিকতার লেখকদের যেসব রচনা বিদ্যমান রয়েছে তার মধ্যে আপনি সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফ, কবি গোলাম মোস্তফার রচনা পড়তে পারেন। তদ্রূপ আখতার ফারূক সাহেবের প্রথম দিকের রচনাবলিও পড়তে পারেন। এঁরা সবাই ইন্তেকাল করেছেন। বর্তমান লেখকদের মধ্যে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের প্রথম দিকের যে সব রচনা তিনি নিজে যত্নের সাথে প্রস্তুত করেছেন এবং মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেবেরও অনুরূপ কিতাবগুলো পড়তে পারেন।

সমালোচনা সাহিত্যে শিহাবুদ্দীন এর নজরুল ইসলাম বিষয়ক সমালোচনা পড়া যেতে পারে। কাব্য সাহিত্যে ফররুখ-এর রচনাবলি পড়ার মতো।

মাওলানা আহমদ মায়মূন সাহেব বলেছেন, 'বর্তমান সময়ের লেখকদের মধ্যে মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেব এর সাহিত্য আমার কাছে ভালো

Free@www.eilm.weebly.com

লাগে।' এজন্য তার অনূদিত 'রিয়াযুস সালেহীন' তার সম্পাদিত শিশুকিশোর পত্রিকা 'পুষ্প' ইতিহাসের উপর 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া' ও 'জীবন পথের পাথেয়' এবং আকীদা, সীরাত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর শিশুসিরিজ প্রস্তুত হয়েছে, এগুলোও নিয়মিত পড়তে পারেন। আরও জানতে হলে উপরোক্ত দু'জন কিংবা এ বিষয়ের রুচিশীল ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতে পারেন। কিন্তু একথাটি মনে রাখবেন যে, এ বিষয়ে অগ্রসর হতে হলে আপনাকে অবশ্যই এ বিষয়ের কোনো রুচিশীল ব্যক্তিকে মুরুব্বী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, তাহলে পরিশ্রম ফলদায়ক হওয়ার এবং পদস্খলন থেকে মুক্ত থাকার আশা করা যায়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

(গ) সাধারণভাবে তো ছাত্রদের জন্য তাই করণীয়, যা আপনার আব্বা বলেছেন। তবে সকল নীতিরই কিছু ব্যতিক্রমও থাকে। তাই আপনি আপনার তালীমী মুরুব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করুন।

তাসাওউফ নিয়ে একটি প্রশ্নোত্তর

১২৪. প্রশ্ন ঃ অনেক দিন যাবত বিষয়টি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। আলেমদের থেকে বিভিন্ন রকম উক্তি শুনেছি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য দলিলভিত্তিক কোনো ফয়সালা পাচ্ছি না, তাই আমাদের প্রাণপ্রিয় পথনির্দেশক হযরত মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব (দা. বা.)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আল-কাউসার সমীপে জানার আগ্রহ জাগল। আশা রাখি সঠিক পথ দেখিয়ে আমাদেরকে ধন্য করবেন। বিষয়টি এই যে, আমাদের দেশে তাযকিয়ার যে পন্থা প্রচলিত রয়েছে অর্থাৎ মানুষ পীর সাহেবের হাতে বায়আত গ্রহণ করে। অতঃপর পীর সাহেব তাঁর অনেক মুরীদকে খেলাফত দেন। তারাও আবার পীর হন। এরপর পীর সাহেব মারা গেলে তার উত্তরসূরীদের থেকে আবার একজন পীর হয়ে তার স্থান পূরণ করেন। এভাবে সিলসিলা চলতে থাকে। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি আছে কিনা? খলীফাতুল মুসলিমীন-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করা ব্যতীত ব্যক্তি পর্যায়ে বায়আত গ্রহণ করার কোনো ভিত্তি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনদের থেকে আছে কিনা? না থাকলে কার থেকে এর সূচনা হয় এবং শরীয়তে এর বিধান কি? তাযকিয়ার যে প্রচলিত ধারাগুলো আছে– যথা ১. কাদেরিয়া, ২. চিশতিয়া, ৩. নকশেবন্দিয়া, ৪. মুজাদ্দেদিয়া এগুলোর উৎস কোথা থেকে এবং এর হুকুম কী? দলীল প্রমাণভিত্তিক জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ মারকাযুদ দাওয়ার দারুত তাসনীফ থেকে প্রস্তুতকৃত এবং মাকতাবাতুল আশরাফ (১১/১ বাংলাবাজার, ইসলামী টাওয়ার) থেকে প্রকাশিত

Free @www.eilm.weebly.com

'তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' কিতাবটি সম্ভবত আপনার কাছে এখনো পৌঁছেনি। এতে দুটি রিসালা রয়েছে। প্রথমটি মুফতী মাহমুদ আশরাফ উসমানী রচিত এবং দ্বিতীয়টি আমার লেখা। আমার ধারণা, আপনি যদি রিসালা দুটি মনোযোগের সঙ্গে পড়েন তাহলে আপনার প্রশ্নগুলোর মৌলিক জওয়াব পেয়ে যাবেন। এরপরও কোনো কথা জানার থাকলে অবশ্যই লিখবেন।

ইবারত বিশুদ্ধ করণে একটি সমস্যা ও পরামর্শ

১২৫. প্রশ্ন ঃ আমি জামাআতে কাফিয়ার একজন ছাত্র। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি ভালোভাবে ইবারত পড়তে পারি না। এক লাইনে দুই-তিনটি ভুল হয়। আমি যদি গভীর চিন্তাভাবনা করে পড়ি, তাহলে এক কিতাব পড়তেই পুরো সময় চলে যায়। অন্য কিতাব পড়া হয় না। আর যদি সব কিতাব পড়ি তাহলে আমার ইবারত ঠিক করা হয় না। তাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ এই যে, এখন আমি কী করব এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে সুন্দর ভবিষ্যতের পথ দেখাবেন।

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গে মূল পরামর্শ আপনার তালীমী মুরব্বীর কাছ থেকেই নিতে হবে। তিনি যেহেতু আপনার বিস্তারিত অবস্থা জানেন, তাই তিনিই আপনাকে বাস্তবসম্মত পরামর্শ দিতে পারবেন। আমি সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি যে, আপনি উস্তাদের কাছ থেকে জেনে নিন, এ জামাতের বুনিয়াদী কিতাব কোন কোনটি। তারপর ওই কিতাবগুলোর পিছনে বেশি সময় দিন। আর ইবারত সঠিক পড়তে পারা এবং কিতাবী ইস্তিদাদ তৈরি করার জন্য আপনার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কোনো কিতাব কিংবা আপনার তালীমী মুরুব্বীর পক্ষ থেকে নির্বাচিত পাঠ্যসূচির বাইরেই কোনো কিতাবকে কেন্দ্র করে মেহনত জারি রাখতে হবে। ইনশাআল্লাহ এতে আপনার সমস্যার সমাধান হবে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

বে-নামাযী মুসলিম ভাইদের নিয়ে করণীয়

১২৬. প্রশ্ন ঃ আমি আল-কাউসারের একজন নিয়মিত পাঠক। আমি হেদায়াতুন্নাহু জামাতের ছাত্র। আমি দেখছি আমাদের সমাজে শতকরা দুইজন মানুষ ঠিকমতো নামায পড়ে, আর বাকি সব অন্ধকারে। এখন আমার প্রশ্ন এই যে, এদের জন্য আমার এবং মুসলিম ভাইদের করণীয় কী? আমি কী পথ অবলম্বন করতে পারি জানালে খুশি হব।

উত্তর ঃ আপনি মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনায় মগ্ন থাকুন। তবে মাদরাসা ছুটির সময় আপনার তালীমী মুরুব্বীর পরামর্শক্রমে দাওয়াত ও তাবলীগের

Free © www.eilm.weebly.com

ভাইদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাবেন। তাদের মূল কাজই হল দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন লোকদের মাঝে দ্বীনের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং বেনামাযীদের নামাযী বানানো। এভাবে মানুষকে নামাযী বানানোর মেহনতে আপনিও শরীক হয়ে যাবেন। আপনার আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে তাদেরকে তাবলীগী কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন এবং কোনো বুযুর্গের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিন। এতে তাদের দ্বীনী তারাক্কী হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এখন আপনার মূল কাজ হল, নিজেকে দাওয়াতী কাজের জন্য তৈরি করা। সে কাজের প্রথম শক্তিই হল ইলমে রাসিখ। এজন্য দাওয়াতের নিয়তেই ইখলাস ও মনোযোগিতার সঙ্গে ইলম অর্জনে নিজেকে ফানা করে দিন।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা বিষয়ে রচিত কিছু গ্রন্থ

১২৭. প্রশ্ন ঃ মাসিক 'আল-কাউসার' নামক অকৃত্রিম বন্ধু ও রাহনুমার সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয়, তখন থেকেই তাকে প্রাণের অনেক কাছে মনে হত। এর প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যেই আমি প্রাণের খোরাক খুঁজে পেয়েছি। বিশেষত 'শিক্ষাপরামর্শ' বিভাগটি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করে, আলোড়িত করে। কারণ আমাদের মতো হতাশার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা একজন তালিবে ইলমের জন্য এ বিভাগটি ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিশেষত পরামর্শদাতা যখন এক জ্ঞানতাপস, সপ্রতিভ, বিদগ্ধ মুহাক্কিক, যার অভিজ্ঞতা ও গবেষণা-সিন্ধুর প্রতিটি বিন্দু-পতনে মুক্তা ধারণের প্রত্যাশায় উন্মুখ প্রতিটি ঝিনুক কাঙ্ক্ষিত সেই মুক্তা লাভে ধন্য হয়। তবে এ যাবত আমি অন্যান্য বন্ধুদেরকে প্রদত্ত পরামর্শেই উপকৃত হতাম। বিভিন্ন কারণে আমার পরামর্শ চেয়ে পত্র লিখার সুযোগ হয়নি। আজ একটি বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ কামনা করছি।

হযরত! দরসে নেযামীর যে প্রচলিত নেসাব আমাদের দেশে রয়েছে, গত কয়েক বছর পূর্বেই আমার তা সমাপ্ত করার তাওফীক হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা খেদমতেরও সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু যখনই নিরীক্ষণের আরশীতে আপন চেহারাটা পরিদৃষ্ট হয়, তখনই কখনো হতাশার মধ্যে ডুবে যাই। আবার কখনো হীনমন্যতায় ভুগতে থাকি, কখনোবা এক বেদনাদায়ক অবর্ণনীয় অনুভূতির ঝড় বইতে থাকে। বিশেষ করে যখন দেখি, কোনো বাতিলপন্থী তার বাকচাতুর্য ও অগ্রহণযোগ্য কোনো যুক্তির মাধ্যমে আমার সম্মুখে আমার আকীদা ও বিশ্বাসের উপর আঘাত হানছে; অথচ আমার ইলমী অপরিপক্কতার কারণে

Free © www.eilm.weebly.com

আমাকে তার সামনে চুপ হয়ে থাকতে হয়। যেমন মওদুদী সাহেবের আকীদার ব্যাপারে আমার ধারণা খুবই সামান্য, কারণ আমরা তো আমাদের উস্তাদদেরকে শুধু বলতে শুনেছি যে, মওদুদীর আকীদা ভালো নয়। কিন্তু তার আকীদার অসারতা তো আমাদেরকে কুরআন-হাদীসের দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেননি। (এটা উস্তাদের সমালোচনা নয়, নাউযুবিল্লাহ– কারণ তাঁরা তো আমার একটা জড়সম বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। এটা শুধু একটা পর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনা মাত্র।) খুব দুঃখ হয় যখন মনে পড়ে যে, আমি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়েও সুনির্দিষ্টভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাগুলো জানি না। তাই বর্তমান প্রেক্ষিতে, বিশেষত বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে যখন দেখি আমলী ভ্রান্তির ন্যায় আকীদাগত ভ্রান্তিও আমাদের খাওয়াসদেরও কারো কারো গা-সওয়া হয়ে গেছে; এমনকি কোনো কোনো দরসে নেযামীর সন্তান এটাকে একটা ফুরূয়ী বিষয় বলতে দ্বিধা করছে না, তখন বেদনায় হৃদয়টা নীল হয়ে যায়। তখন মনের দৃঢ় প্রত্যয় জাগে যে, নিজের সকল সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাকে জয় করে আমি এ বিষয়ে গভীর মুতালাআ করব। এ জন্যই আপনার শরণাপন্ন হওয়া। আপনি দয়া করে আমাকে পরামর্শ দিবেন, আমি কোন কিতাবগুলো মুতালাআ করলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাগুলো পূর্ণভাবে জানতে পারব এবং এর বিপরীতে বাতিল কোনো ফেরকা কী আকীদা পোষণ করে তাও জানতে পারব।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

উত্তর ঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকাঈদ বোঝার জন্য এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ জানার জন্য বিস্তারিত নিসাব ইনশাআল্লাহ আমি আগামী কোনো প্রবন্ধে পেশ করব। আপাতত আপনি নিম্নোক্ত কিতাবগুলোর মাধ্যমে আপনার মুতালাআ আরম্ভ করতে পারেন।

১. দ্বীন ও শরীয়ত, মাওলানা মনযুর নুমানী।

২. আল আকীদাতুল ইসলামিয়াহ, আরকানুহা, হাকায়েকুহা, মুফসিদাতুহা। ড. মুস্তফা আলখন ও ড. মহিউদ্দীন।

৩. শরহুল আকীদাতিত ত্বহাবিয়াহ, ইবনে আবিল ইয (মৃত্যু ৭৯২ হিজরী)।

৪. আল উসতাযুল মওদুদী ওয়া শাইউম মিন হায়াতিহী ওয়া আফকারিহী, আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরী (১৩৯৭ হিজরী)।

৫. আসরে হাজির মে দ্বীন কী তাফহীম ওয়া তাশরীহ, মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী (১৪২০ হিজরী)।

Free@www.e-ilm.weebly.com

সবকে অমনোযোগিতা ও এর প্রতিকার

১২৮. প্রশ্ন ঃ সালাম বাদ হুযুরের খেদমতে আরজ হল, আমি একজন মোটামুটি ভালো ছাত্র। সামনের সবক অনেক সময় নিজেই বুঝতে পারি। যার দরুন দরসে উস্তাদদের তাকরীরের সময় আমার মন এদিক-সেদিক চলে যায়। তাই হুযুরের নিকট আবেদন, এর প্রতিকার স্বরূপ আমাকে কিছু আমল শিখিয়ে দিবেন। আমার জন্য দুআ করবেন, যাতে আল্লাহ আমাকে একজন হক্কানী আলেম বানান।

উত্তর ঃ এটা খুবই মারাত্মক ব্যাধি। একে দূর করার জন্য নিম্নোক্ত দুআ নিয়মিত পড়বেন–

رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ اَللّٰهُمَّ

إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ

সঙ্গে এ কথাটিও স্মরণ রাখবেন যে, শুধু ইসতিদাদের ভিত্তিতে (বিশেষত এ বয়সের ইস্তিদাদ) কিতাব বোঝার যে ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে তা সাধারণত অসম্পূর্ণ বুঝকেই পূর্ণাঙ্গ বুঝ মনে করার কারণে হয়ে থাকে। এজন্য দরসে উস্তাদের আলোচনা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, সবক চলাকালীন চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত রাখা ইলমের সঙ্গে বেআদবী এবং উস্তাদের সঙ্গেও বেআদবী। উস্তাদ যদি কিছুমাত্র অনুভব করেন যে, ছেলেটি সবকে অমনোযোগী, তাহলে তাঁর খুব কষ্ট হয়। আর জানা কথা যে, ইলমে দ্বীন থেকে মাহরূম হওয়ার জন্য বেআদবী এবং উস্তাদকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে বড় কারণ আর কিছু হতে পারে না।

এজন্য যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, আপনার বুঝ ও ইস্তিদাদ একদম কামিল (যা কেবল একটি ধারণাই হতে পারে) তবুও শুধু এই বেআদবীর কারণেই বিদ্যমান যোগ্যতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার এবং ইলমের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও পরিপক্কতার মাকাম হাসিল করতে না পারার সমূহ আশঙ্কা থাকে। তাই খাঁটি মনে তওবা করে জোরপূর্বক নিজেকে সবকের প্রতি মনোযোগী করুন। আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিন।

আপনি আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন বায়আত সম্পর্কে, যা ছাপিনি। এর জওয়াব আপনি সরাসরি সাক্ষাতে জেনে নিবেন। তবে এখন এটুকু বলে দিচ্ছি যে, তালিবে ইলম থাকা অবস্থায়ও বায়আত হতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং

আজকাল তালিবে ইলমীর যামানা থেকেই কোনো শায়খের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা উচিত।

Free @www.e-iqra.weebly.com

সময়ের স্বল্পতার পরও সব কিতাব কীভাবে মুতালাআ করা যায়?

১২৯. প্রশ্ন ঃ বাদ সালাম, আমি শরহে বেকায়া জামাতের একজন ছাত্র। মহোদয়ের নিকট আমার আকুল আবেদন, নিম্নে লিখিত বিষয়গুলো সহজভাবে জানিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন।

(ক) দৈনন্দিন সবক পাঠ ও সামনের সবকের মুতালাআ কী নিয়মে করলে কিতাব বেশি হল হবে এবং অল্প সময়ে কীভাবে সবগুলো কিতাবের সবক পাঠ ও মুতালাআ করা যাবে। কেননা সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক সময় সবগুলো কিতাবের সবক পাঠ ও মুতালাআ করা সম্ভব হয় না।

উত্তর ঃ (ক) আমাদের এই অভ্যাস রয়েছে যে, আমরা সর্বদা সময় স্বল্পতার অভিযোগ করে থাকি। অথচ এখন যে নিয়মে সময় অতিবাহিত হয়, পৃথিবীর সূচনাকাল থেকেই তা এভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। বরং এখন তো বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের কারণে সময়ের বাহ্যিক 'বরকত' আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। তাই আসল কথা এই যে, আমরা যদি আমাদের সময়গুলো অর্থহীন গল্পগুজব ও অপ্রয়োজনীয় কাজকর্মে ব্যয় না করি এবং গাফলতের ঘুমে (স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয় ঘুমের কথা বলছি না) সময় নষ্ট না করি এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের সময়েও সালাফে সালেহীনের মতো বাতেনী বরকত হবে। ইনশাআল্লাহ তখন সময় স্বল্পতার অভিযোগও আর থাকবে না। এটা হল সর্বদা স্মরণে রাখার মতো একটি মৌলিক কথা। আর আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন সে সম্পর্কে আমি আল-কাউসারে লিখেছি, যার সারকথা এই যে, যদি সকল কিতাব পূর্ণরূপে মুতালাআ করা সম্ভব না হয় তাহলে তালীমী মুরুব্বীর সামনে আপনার বিস্তারিত অবস্থা জানিয়ে তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলো নির্বাচন করুন এবং সেগুলোর পিছনেই বেশি সময় ব্যয় করুন। অন্য কিতাবগুলো প্রয়োজন মতো কিংবা যতদূর সম্ভব মুতালাআ করুন। এটা হল সাময়িক ব্যবস্থা। আর প্রকৃত সমাধান হল, ইসতিদাদ মজবুত করতে থাকুন, যাতে অল্প সময়ে কিতাব হল করা সম্ভব হয়। তাকওয়া, সালাতুল হাজত ও দুআর প্রতি মনোযোগী হোন, এতে সময়ে বাতেনী বরকতও হতে থাকবে।

আরবীতে পরীক্ষার উত্তরপত্র লিখতে করণীয়

১৩০. প্রশ্ন ঃ (খ) আরবী প্রশ্নপত্রের উত্তর কি করে আরবীতে দেওয়া যাবে। এর জন্য আমার করণীয় কী?

Free @ www.islamiweekly.com

উত্তর ঃ (খ) এর জন্য মূলত আরবী লেখার তামরীন জরুরি। দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি বিষয় সহায়ক হতে পারে।

এক. সংশ্লিষ্ট কিতাবের আরবী হাশিয়া বা আরবী শরাহ মুতালাআ করা।

দুই. আরবী শরাহ ও হাশিয়া সামনে রেখে পুরনো কোনো প্রশ্নের উত্তর লেখা। এরপর সম্ভব হলে উস্তাদের কাছ থেকে লেখাটি সংশোধন করিয়ে নেওয়া। এভাবে কিছুদিন তামরীন অব্যাহত রাখলে আরবীতে উত্তর লেখার বিষয়ে ভয়-ভীতি কেটে যাবে। নিয়মিত অনুশীলন চলতে থাকলে আরবী ভাষায় উন্নতি হতে থাকবে। প্রথম দিকে এমন হতে পারে যে, আরবীতে উত্তরের একটি বাক্যও আপনার নিজের হল না, পুরোটাই শরাহ বা হাশিয়া থেকে নেওয়া হল, কিন্তু এতে হিম্মত হারানোর কিছু নেই। মেহনতের শুরুটা এমনই হয়ে থাকে। এরপর দেখবেন, ধীরে ধীরে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, উত্তরের জন্য আপনি যে শরাহ ও হাশিয়া সামনে রেখেছিলেন তার একটি বাক্যও আপনার লেখাতে আসেনি। অথচ তথ্য ও আলোচনা আপনি ওই শরাহ ও হাশিয়া থেকেই গ্রহণ করছেন। সে পর্যায়ে আপনি উর্দূ কিতাব পড়েও আরবীতে উত্তর লিখতে সক্ষম হবেন।

প্রাচ্যবিদ ও তাদের গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য

১৩১. প্রশ্ন ঃ ওরিয়েনটালিস্ট (Orientalist) বলতে কাদেরকে বুঝায়, কখন কোথায় কী উদ্দেশ্যে এদের উৎপত্তি হয়?

এরা কী কী কাজ করেছে এবং এদের কাজ দ্বারা জগতে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে? এদের সম্পর্কে কীভাবে জানতে পারি এবং এদের প্রতিরোধে কী করতে পারি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে আলোচনা করা শিক্ষা পরামর্শ বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। এর জন্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ; বরং একটি গ্রন্থই প্রয়োজন। আল-কাউসারের যিলকদ '২৬ হিজরী, মোতাবেক ডিসেম্বর '০৫ ও জিলহজ্জ '২৬ হিজরী মোতাবেক জানুয়ারি '০৬ সংখ্যায় মাওলানা আ. ফ. ম. খালিদ হোসাইন সাহেবের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তা আপনি পড়তে পারেন। তবে বিস্তারিত জানার জন্য এ বিষয়ের বই-পত্র অধ্যয়ন করতে হবে। কয়েকটি বইয়ের নাম নিচে দেওয়া হল।

১. আল-ইসলাম ওয়াল মুসতাশরিকুন, ড. মুস্তফা আস্-সিবায়ী (আরবী)।

Free@www.eilm.weebly.com

২. কিংবা তার উর্দূ অনুবাদ 'ইসলাম আওর মুসতাশরিকীন' সালমান শামসী নদভী।

৩. ইসলামিয়্যাত আওর মাগরীবী মুসতাশরিকীন ও মুসলমান মুসান্নিফীন মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী।

৪. ইসলাম আওর মুসতাশরিকীন, সংকলনে সাইয়েদ মিসবাহ উদ্দীন আবদুর রহমান (দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, আজমগড়), ইউপি, ইন্ডিয়া।

এ কিতাবটির মোট ছয়টি খণ্ড রয়েছে। আরও কিছু খণ্ড থাকতে পারে, তবে তা আমার জানা নেই।

এ প্রসঙ্গে সারকথা এই যে, পাশ্চাত্যের যে লোকেরা প্রাচ্যের অর্থাৎ মাশরিকের ইলমী মিরাস ও তাহযীবকে তাদের অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদেরকে 'মুসতাশরিক' বলে। আর তাদের পেশার পারিভাষিক নাম হল ইসতিশরাক। এদের গবেষণা কখনো শুধু 'গবেষণার জন্যই হয়ে থাকে, তবে তাদের অধিকাংশ লোকেরই উদ্দেশ্য থাকে খ্রিস্টধর্ম; বরং বলুন, সেন্টপলের ধর্মীয় মতবাদের সমর্থন দেওয়া এবং ইসলামের ক্ষতিসাধন করা। মাওলানা আলী মিয়া (রহ.)-এর কথা অনুযায়ী 'ইসতিশরাক'-এর উদ্দেশ্য হল, 'মুসলমানদেরকে তাদের বর্তমান সম্পর্কে বিমুখ, অতীত সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ আর ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ বানানো।' বলাবাহুল্য, যারা মুসতাশরিক সম্প্রদায় বা তাদের ভাব শিষ্যদের রচিত বইপত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন তাদের মধ্যে উপরের তিনটি ব্যধিই পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।

এই ফিতনা মুকাবেলা করার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে আরবী ভাষায়, কিন্তু তাও প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট নয়। উর্দূ ভাষাতেও কিছু কাজ হয়েছে। আর বাংলা ভাষার ভাণ্ডার এ বিষয়ে প্রায় শূন্য। আল্লাহ তাআলা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কাজ করিয়ে নেন, তবে তাঁর মেহেরবানি। মারকাযুদ দাওয়ার দারুত তাসনীফেরও এ বিষয়ে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে। দুআ করুন, আল্লাহ যেন তাওফীক দান করেন।

মাসতুরাতের মাঝে কাজ করতে ভাষা-দক্ষতা অর্জন

১৩২. প্রশ্ন ঃ আমাদের বাসায় প্রায়ই বিভিন্ন দেশ থেকে মাসতুরাতের জামাত আসে। কিন্তু ভাষাগত সমস্যার কারণে মাঝে মাঝে কিছু অসুবিধা হয়।

Free © www.eilm.weebly.com

সেজন্য আমার আত্মীয়-স্বজনদের ইচ্ছা, আমি আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষা অন্তত এটুকু শিখি যেন তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমি মাদরাসায় হেদায়া পর্যন্ত পড়েছি। হেদায়ার বছর আমার বয়স ছিল মাত্র বার। বয়সের অপরিপক্কতা আর অমনোযোগিতার ফলে তখন অনেক কিছুই বুঝতে পারিনি। আমি ভালো করে আরবী ইবারত পড়তে পারি না। আমার স্বামীর খুব ইচ্ছা যে, আমি মীযান, নাহবেমীরসহ কয়েকটি বুনিয়াদী কিতাব পড়ে কুরআন তরজমা ভালো করে বুঝি, যেন কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় অর্থ বুঝে পড়তে পারি। আমি কুরআন শরীফ তো বুঝতেই চাই, সঙ্গে উপরোক্ত তিনটি ভাষাও এমনভাবে শিখতে চাই যেন বলার পাশাপাশি পড়তে এবং লিখতেও পারি। আমি মুহতারাম আমীনুত তালীম সাহেবের কাছে বিনীতভাবে জানতে চাই যে, আমার দ্বারা উপরোক্ত যোগ্যতাগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে কি না? যদি সম্ভব হয় তাহলে আমি কী কী কিতাব পড়ে স্বল্প সময়ে বেশি উপকৃত হতে পারব? আর যদি সবগুলো সম্ভব না হয় তাহলে কোন বিষয়ের প্রতি বেশি জোর দিব?

উত্তর ঃ আপনার জন্য নাহব, সরফ ও লুগাতের বুনিয়াদী তালীম নিয়ে কুরআন বোঝার মেহনতে লেগে যাওয়া উচিত। এজন্য আপনি 'আত-তারীকু ইলাল আরাবিয়া', 'আত-তামরীনুল কিতাবী আলাত তারীক ইলাল আরাবিয়্যাহ', 'আত-তারীক ইলাস সরফ' আত-তারীক ইলান নাহব (রচনা মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম) কিতাবগুলো তামরীনী আন্দাজে পড়ুন এবং একই আন্দাজে কাছাছুন্নাবিয়্যিনের খণ্ডগুলো পড়ুন। এরপর তাঁর কিতাব 'আত-তারীক ইলাল কুরআন'-এর মাধ্যমে কুরআন বোঝার মেহনত আরম্ভ করুন। উর্দূ ভাষা জানা থাকলে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.)-এর 'লুগাতুল কুরআন' থেকে সাহায্য নিতে পারেন। কুরআন বোঝার জন্য আপনি 'আইসারুত তাফাসীর' ও 'সফওয়াতুত তাফাসীর' সামনে রাখবেন। তবে তার আগে 'তাফসীরুল কুরআন লিল আতফাল'কে বুনিয়াদ বানিয়ে মেহনত জারি রাখলে আরবী ভাষার সঙ্গেও আপনার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। প্রথমে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ শুরু করুন এরপর আরও পরামর্শ দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এর পাশাপাশি মারিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী অথবা তাফসীরে উসমানী (উর্দূ বা অনূদিত) অবশ্যই মুতালাআয় রাখবেন।

পড়ালেখার ফাঁকে কাব্যচর্চায় সময় ব্যয়

১৩৩. প্রশ্ন ঃ আমি মেশকাত জামাতে পড়ি। আমি ছাত্র হিসাবে দুর্বল প্রায়। দেশের মানুষের অবস্থা দেখে এই চিন্তা হয় যে, দেশ ও দেশের মানুষ সম্বন্ধে

Free @ www.eilm.weebly.com

কবিতা লিখি। এই মুহূর্তে একটি কবিতাও লিখেছি দেশের মানুষ সম্পর্কে। কবিতার একাংশ এই–

হাতে নিয়েই কলম সাজিয়েছি হাহুতাশ,
সত্যের পাথেয় হিসাবে কারে করিব বিশ্বাস।
সকলের হৃদয় করেছে দখল লোভের আশ্বাস,
কারো আর নেই সঠিক সরল পথে চলার অভ্যাস,
বিশ্বাস, বল কারে করিব বিশ্বাস।...

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যখন কবিতা লেখার পিছনে টাইম দিচ্ছি, তখন কিতাব পড়ার কমতি হচ্ছে। কোন নিয়মে লেখাপড়া করলে কবিতা লেখার জন্য টাইম দিতে পারব এবং তার সাথে কিতাবের পড়াও ঠিকমতো পড়তে পারব। পরামর্শ দিলে অত্যন্ত উপকৃত হতাম।

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য আমি মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম-এর সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তিনি যা বলেছেন তার খুলাসা এই–

ক. সাহিত্য চর্চার পক্ষে পদ্য এমনিতেও উপযোগী নয়, বিশেষত একজন তালিবে ইলম, যার কাছে কবিতা চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষক নেই তার জন্য তো এটা আরও অনুচিত। প্রশ্নে উল্লেখিত নমুনাটিই এর দলীল। এজন্য সাহিত্য চর্চায় অগ্রসর হতে হলে আপনাকে গদ্য চর্চা করতে হবে।

খ. আপনি নিয়মিত গুরুত্বের সঙ্গে রোজনামচা লিখবেন। যদি কোনো রুচিশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে লিখতে পারেন তবে তো খুব ভালো। না হয় খোদ রোজনামচাই এক ধরনের শিক্ষক। রোজনামচায় আপনি আপনার দেখা বিভিন্ন ঘটনা, আপনার বিভিন্ন সময়ের অনুভব অনুভূতি লিখতে পারেন। এছাড়া কোনো সাহিত্যিকের কোনো একটি প্রবন্ধ পড়ে নিজের ভাষায় তার খুলাসা লিখুন। এরপর দুই লেখার মধ্যে বিচার করে আপনার লেখাকে সংশোধন করুন। এভাবে মেহনত অব্যাহত রাখুন। মোটকথা গদ্যচর্চার ক্ষেত্রেই মেহনত করুন। এটাই আপনার জন্য মুনাসিব হবে।

গ. এ সময় আপনার জন্য দরসী কিতাবাদির পিছনে সময় ও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখাই হল সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এজন্য অন্যান্য কাজ দরসিয়াতের হক আদায় করার পরই করা উচিত। মূল দায়িত্ব পালন করার পর যদি পনের মিনিট সময়ও পান তবে এটুকুই অন্যখানে ব্যয় করতে পারবেন, এর বেশি নয়।

Free © www.e-ilm.weebly.com

ঘ. হুযুরের সঙ্গে মাশোয়ারা করার জন্য আমি যখন আপনার চিঠিটি তাঁকে শোনাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যে, "আজকে আমাদের এলাকার এক সচিব সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তার পর যাওয়ার সময় তিনি বললেন, 'আপনার বহুত কিমতী ওয়াক্ত নিলাম।' লক্ষ্য করুন, মানুষটি একজন সচিব কিন্তু তিনি সময়ও বললেন না, 'টাইম'ও বললেন না। বললেন, 'কীমতী ওয়াক্ত' অথচ একজন তালিবে ইলম আপনার কাছে মশোয়ারা চাচ্ছে কিন্তু সে বারবার 'টাইম' শব্দটি ব্যবহার করছে।"

এ বিষয়টি আমাকে খুব পেরেশান করে যে, মাদরাসার পরিবেশে ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহারের এই ব্যাধি কিভাবে ছড়িয়ে পড়ল আর এর চিকিৎসাই বা কীভাবে হবে? দ্বীনদার ইংরেজী শিক্ষিত ভাইয়েরা আরবী শব্দ ও দ্বীনী পরিভাষা বেশি বেশি শেখার ও ব্যবহার করার চেষ্টা করেন; অথচ আমরা নিজেরা চলছি উল্টো পথে।"

আমি এ কথাটি এখানে এজন্য উল্লেখ করলাম যে, এটা এখন আমাদের ব্যাপক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি প্রসঙ্গে যখন কথাটা এসেই গেল তখন তা লিখে দেওয়াটাই মুনাসিব মনে করেছি। যাতে সবাই উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন। আপনার ইলম ও ফাহম-এ বরকত দান করুন। আপনার সময়েও বরকত দান করুন এবং আপনাকে দ্বীনের মুখলিস খাদিম হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বীনি ইলম অর্জনের পথ ও পদ্ধতি

১৩৪. প্রশ্ন ঃ মুহতারাম হুযুর! আমার একজন উস্তাদ প্রসিদ্ধ এক আলীয়া মাদরাসার বাংলা প্রফেসর। তার স্ত্রীও মাস্টার্স (এমএ) পাশ। তারা পূর্ণ ইসলাম মোতাবেক জীবন যাপন করতে চেষ্টা করছেন। আর তারা দুজনই কুরআন হাদীস তথা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ (গবেষণা, রিসার্চ) করতে আগ্রহী। এজন্য তারা অবসর সময়কে কাজে লাগাতে চায়।

তাই হুজুরের নিকট জানতে চাচ্ছি যে, দ্বীন সম্পর্কে জানতে বাংলা ভাষায়, (তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, দ্বীনিয়াত বিষয়ক) কোন কোন কিতাব অধ্যয়ন তাদেরকে সহায়তা প্রদান করবে, তার একটি তালিকা প্রদানের আবেদন করছি।

উত্তর ঃ দেখুন ভাই! আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি দ্বীনিয়াত সম্পর্কে রিসার্চ ও গবেষণা হয়ে থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। এজন্য নির্বাচিত কিছু

Free @ www.eilm.weebly.com

বাংলা-ইংরেজি বইয়ের তালিকা চাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কেননা এ কাজের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনার মাধ্যমে আরবী ভাষার বিভিন্ন শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জনের পর দ্বীনী শাস্ত্রসমূহেও পারদর্শিতা অর্জন করা জরুরি।

আর যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে দ্বীনী ইলম হাসিল করা, তাহলে এ ধরনের কিছু নির্বাচিত কিতাবের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে। তবে এর জন্য উত্তম পন্থা এই হবে যে, আপনি তাদের কাছ থেকে জেনে নিন, তারা এ যাবৎ যে কোনো ভাষায় দ্বীনিয়াত বিষয়ে কী কী কিতাব পড়েছেন। এটা জানা থাকলে কী কী কিতাব তাদের জন্য মুনাসিব হবে তা নির্বাচন করা সহজ হবে। তবে এখানে এমন কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করছি যা সবাই সব সময়ই তাদের অধ্যয়নে রাখতে পারেন।

১. মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। (আট খণ্ডে পূর্ণ তাফসীরুল কুরআন)

২. মাআরিফুল হাদীস, মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী, অনুবাদ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৩. আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী।

৪. বেহেশতী জেওর, অনুবাদ : মাওলানা আহমদ মায়মূন, জামেয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ।

৫. হায়াতুল মুসলিমীন, হাকীমুল উম্মত, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)।

৬. মাওয়ায়েজে আশরাফিয়া, অনুবাদ : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার।

৭. দ্বীন ও শরীয়ত, মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী।

এ ক'টি কিতাবের নাম লিখলাম। আপনি যদি বিষয়টি জেনে আমাকে লিখেন, তাহলে আরও সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া যাবে। এখনই তা পারলাম না বলে দুঃখিত। আশা করি কষ্ট নেবেন না।

'ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার' বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

১৩৫. প্রশ্ন ঃ আল্লামা সাইয়েদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর 'ফিকহুস সুনানী ওয়াল আছার' কিতাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। কিতাবটির বৈশিষ্ট্য কী? গ্রন্থকার তা কী উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন? হানাফী আলিম

Free © www.e-ilm.weebly.com

ও তালিবে ইলম সমাজের জন্যে কিতাবটির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? কিতাবটি কেমন গুরুত্বের সাথে পড়া উচিত? তাছাড়া কিতাবটিকে যদি কওমী মাদরাসার নিসাবভুক্ত করা হয় তাহলে কেমন হয়? যদি সঙ্গত হয় তাহলে তা কোন জামাতের জন্য প্রযোজ্য? শুনেছি, কিতাবটি নাকি ইলমে হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা এবং হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের যথার্থতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইমাম তহাবী (রহ.)-এর পরেই এর স্থান। কথাটা কতটুকু বাস্তব? আশা করি বিস্তারিতভাবে উত্তর প্রদান করে বাধিত করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

উত্তর ঃ আল্লামা সাইয়েদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী (রহ.) [১৩২৯ হিজরী–১৩৯৪ হিজরী] সংকলিত 'ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার' মূলত আহাদীসে আহকাম বিষয়ক কিতাব। তবে তিনি এ বিষয়ক হাদীসসমূহের সঙ্গে উসুলুদ্দীন, আদাব, রিকাক ও যুহদ বিষয়ক কিছু হাদীসও এ কিতাবে শামিল করেছেন। কিতাবটির বৈশিষ্ট্য এই যে, কলেবরের দিক দিয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও প্রত্যেক জরুরি অধ্যায়ের হাদীস এতে এসে গেছে। সংকলক মূল কিতাব থেকে হাদীসটি বের করে তারপর খণ্ড-পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি সংযুক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে রচিত কোনো কিতাবের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করেননি। মূল কিতাব থেকে যাচাই না করে পরবর্তী কোনো লেখকের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে খণ্ড-পৃষ্ঠা সংযুক্ত করার বিষয়টি সম্ভবত গোটা কিতাবের কোথাও নেই।

কিতাবটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশ হাদীসেই কোনো না কোনো মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতিতে কিংবা প্রয়োজনের স্থানগুলোতে নিজে তাহকীক করে সনদগত মান উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও সংকলক সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহ সরাসরি পড়ে সেগুলোর খণ্ড ও পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি সংযুক্ত করেছেন। এই ছোট কলেবরের কিতাবটি লেখার জন্য তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ২৩৩টি কিতাবের সহযোগিতা নিয়েছেন।

কিতাবটির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, যে হাদীসগুলো مختلف الحديث -এর অন্তর্ভুক্ত সেখানে جمع – ترجيح – نسخ -এর নীতি অনুযায়ী আহলে ফন-এর উদ্ধৃতিতে কিংবা নিজে তাহকীক করে কোনো একটি সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও উল্লেখ করেছেন। শুনেছি, কিতাবটি নাকি কোনো এক সময় জামিয়াতুল আযহার-এর নিসাবভুক্ত ছিল। যদি আমাদের এ অঞ্চলেও কিতাবটি নিসাবভুক্ত করা হত তাহলে খুব ভালো হত। কিতাবটি হিদায়া জামাতের জন্য খুবই উপযোগী, শরহে বিকায়া জামাতেও চলতে পারে। পরিভাষার প্রয়োজনীয়

Free@ www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা কিতাবটির ভূমিকা অংশে 'মীযানুল আখবার' নামে বিদ্যমান রয়েছে। মূল কিতাবের দরস শুরু করার আগে এই ভূমিকা ছাত্রদেরকে পড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। মুসান্নিফের আত্মজীবনী দ্বিতীয় সংস্করণে কিতাবটির শেষে সংযুক্ত হয়েছে।

কিতাবটি দীর্ঘদিন যাবৎ পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বপ্রথম ১৩৫৯ হিজরীতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমার কাছে ১৩৭৩ হিজরী মুদ্রিত সংস্করণের ফটোকপি রয়েছে। কিতাবটি আধুনিক পদ্ধতিতে তাহকীক করে এবং মুসান্নিফ যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছেন তা বহাল রেখে এর সঙ্গে বর্তমানে বহুল প্রচলিত সংস্করণগুলোর উদ্ধৃতি সংযুক্ত করে ভালো কাগজ, পরিষ্কার মুদ্রণ ও যথোপযোগী অঙ্গসজ্জার সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কিতাবটির কদরদানী করার তাওফীক দান করুন।

প্রশ্নের শেষ অংশটি প্রসঙ্গে কথা এই যে, 'শরহু মাআনিলআছার'-এর সঙ্গে এই কিতাবের তুলনা মোটেই ঠিক নয়। কেননা একটি হল ইমামুল আইম্মার কিতাব আর অন্যটি একজন আলিমের; একটি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর কিতাব, অন্যটি চতুর্দশ শতাব্দীর; একটি হল সম্পূর্ণ মৌলিক ও মুজাদ্দিদানাহ আর অন্যটি দ্বিতীয় পর্যায়ের ও মুকাল্লিদানা।

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

হেদায়া'র দলীলগুলো মুসান্নিফের নিজের নাকি পূর্ববর্তী ইমামদের?

১৩৬. প্রশ্ন ঃ আমি এ বৎসর জালালাইন জামাতে হেদায়া কিতাব পড়ছি। আমার প্রশ্ন এই যে, হেদায়া কিতাবে যে দলিল প্রমাণগুলো পেশ করা হয়েছে তা মুসান্নিফ (রহ.) নিজের পক্ষ থেকে পেশ করেছেন নাকি পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে পেশ করেছেন। আর হেদায়া কিতাব কীভাবে পড়লে বেশি উপকৃত হওয়া যাবে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর ঃ হিদায়া ও অনুরূপ অন্যান্য ফিকহী কিতাবে দুই ধরনের দলীলই উল্লেখিত হয়েছে। এক. স্বয়ং আইম্মায়ে মাযহাব যে দলীলগুলো পেশ করেছেন। দুই. হিদায়া গ্রন্থকার পূর্ববর্তী ফকীহ মুহাদ্দিসগণের কিতাব থেকে যে দলীলগুলো নির্বাচন করেছেন। এই দুই প্রকারের বাইরে সামান্য সংখ্যক এমন দলীলও থাকতে পারে যেগুলো সর্বপ্রথম হিদায়া গ্রন্থকারই উল্লেখ করেছেন। এখন

Free © www.eilm.weebly.com

হিদায়ার কোন দলীলটি কোন প্রকারের তা তাহকীক করতে হলে আইম্মায়ে মাযহাব এবং মুতাকাদ্দিমীন ফুকাহা মুহাদ্দিসীনের হাদীস, ফিকহুল হাদীস, আল ফিকহুল মুদাল্লাল, আল ফিকহুল মুকারান এবং ফিকহুল খিলাফিয়াত বিষয়ক কিতাবগুলো অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এ কিতাবগুলোর একটি বিশাল অংশ এখনও মুদ্রিত আকারে কিংবা অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান রয়েছে। উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেও হিদায়ার একটি শরাহ রচিত হওয়া দরকার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অন্তরের অন্তস্তল থেকে দুআ করছি, আল্লাহ যেন তাঁর কোনো বান্দার মাধ্যমে এ কাজটি করিয়ে নেন।

এখন আপনার জন্য এ বিষয়ে জানা কঠিন হবে, তবে এতে পেরেশান হওয়ারও কিছু নেই। কেননা এই দলীল সর্বপ্রথম কে পেশ করেছেন, তা মূল বিষয় নয়; বরং দলীলটি কতটুকু শক্তিশালী এবং এ দলীল দ্বারা আলোচ্য বিষয় কীভাবে প্রমাণিত হয় তা জানাই মূল বিষয়। এ প্রসঙ্গে সার্বিক বিষয়ে হিদায়াগ্রন্থকারের এ কথাটি সঠিক–

جَمَعْتُ فِيْهِ بَيْنَ عُيُوْنِ الرِّوَايَةِ وَمُتُوْنِ الدِّرَايَةِ

অর্থাৎ এ কিতাবে তিনি ফিকহী রিওয়ায়াতগুলোও যাচাই করে এনেছেন এবং দিরায়া অর্থাৎ দলীলও (আকলী হোক বা নকলী) শক্তিশালী এনেছেন। আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য সামনের প্রশ্নের উত্তরটি দেখুন।

'হেদায়া'র হাদীস ও ইলমে হাদীসে সাহিবে হেদায়ার মাকাম

১৩৭. প্রশ্ন ঃ আমি জামাতে জালালাইনের ছাত্র। হিদায়া কিতাব অধ্যয়নকালে তার হাশিয়া, বিশেষভাবে তাখরীজে আহাদীস-এর দিকে নজর দিলে হানাফী মাযহাবের অনেক মাসআলাই দুর্বল মনে হয়। যেমন 'রাফয়ে ইয়াদাইন', 'কিরাআত খালফাল ইমাম' মহিলার ইমামত ও জামাত সম্পর্কিত মাসআলার হাদীসগুলি কোনোটি জয়ীফ, কোনোটি মাজহুল আবার কোনোটি মাতরুক। পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাবের দলীলগুলি খুব মজবুত মনে হয়। ফলে হানাফী মাযহাব সম্পর্কে আমার মনে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এখন হুযুরের নিকট আমার আরজ এই যে, উপরোক্ত সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য আমি কী করতে পরি। সুপরামর্শ দেওয়ার আবেদন রইল।

উত্তর ঃ এখানে দুটি বিষয় রয়েছে– এক. ওই মাসআলাগুলোর দালীলিক অবস্থা যা হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। দুই. হিদায়ার পেশকৃত

Free © www.eilm.weebly.com

দলীলসমূহের মান। যদি ছাহিবে হিদায়া গ্রন্থকারের পেশকৃত কোনো আকলী বা নকলী দলীলে কোনো ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তবে বিশেষ ওই দলীলটি দুর্বল সাব্যস্ত হতে পারে; কিন্তু মূল মাসআলার দালীলিক অবস্থান দুর্বল হতে পারে না। কেননা অন্যান্য কিতাবে এই মাসআলার আরও অনেক দলীল বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, কোনো সাধারণ পাঠক যখন হিদায়ার কোনো দলীলে কোনো ধরনের ত্রুটি বা দুবর্লতার সন্ধান পায় তখন সম্পূর্ণ বিষয়টির তাহকীক করা ছাড়াই খুব দ্রুত দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, হিদায়া গ্রন্থকার মুহাদ্দিস ছিলেন না, তিনি হাদীস জানতেন না। তাই এ ধরনের ভিত্তিহীন রিওয়ায়াত দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, হানাফী মাযহাব দলীলের দিক দিয়ে খুব দুর্বল; বরং একটি ভিত্তিহীন মাযহাব! এই মাযহাবের কাজই হল সহীহ হাদীস ছেড়ে জয়ীফ হাদীস্ অবলম্বন করা। নাউযুবিল্লাহ।

উপরের দুই ধারণাই ভুল। দ্বিতীয় ধারণার ভ্রান্তি তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এ বিষয়ে এখন আলোচনা করছি না। এখানে যেহেতু হিদায়ায় উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তাই আমি এ মুহূর্তে শুধু এ প্রসঙ্গেই আলোচনা করছি।

ইলমে হাদীসে ছাহিবে হিদায়ার মাকাম

এ বিষয়ে প্রচুর তথ্য ও আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের তালিবে ইলম ভাইয়েরা দরসিয়াতসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিও সাধারণত মুতালাআ করেন না, তাই ছাহিবে হিদায়া সম্পর্কে তাদের মনে কিছু ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়।

উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.) [১৩৩৩ হিজরী– ১৪২০ হিজরী] এ বিষয়ে 'ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস' ১. ১৯৪–১৯৮, 'মা তামাসসু ইলাইহিল হাজাহ...' (সুনানে ইবনে মাজার ভূমিকা) পৃ. ১৫ এবং 'আত-তা'কীবাত আলাদ দিরাসাত' পৃ. ৪০৮–৪১৩ এ অত্যন্ত দালীলিক ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (রহ.)ও (১৩১০–১৩৯৪ হিজরী) এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরদার আলোচনা 'আল-ইমাম আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসুন' (ইলাউস সুনান-এর ভূমিকায়) করেছেন এবং শায়খ মুহাম্মাদ আউয়ামাহ 'দিরাসাতুন হাদীসিয়্যাতুন মুকারানাহ লি নাসবির রায়াহ ওয়া ফাতহিল কাদীর ওয়া মুনয়াতিল আলমায়ী' কিতাবে অত্যন্ত বিস্তারিত ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন। তাঁর পুরো

Free © www.eilm.weebly.com

কিতাবটিই পড়ার মতো। নাসবুর রায়াহ-এর দারুল কিবলা জিদ্দা থেকে প্রকাশিত ছয় খণ্ডের সংস্করণের প্রথম খণ্ড হল এই কিতাবটি। আমাদের এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী তার পিতা হযরত মাওলানা আবুল হাসান চাটগামী (রহ.)-এর কিতাব 'তানযীমুদ দিরায়াহ'-এর মুকাদ্দিমায় মাওলানা নুমানী (রহ.)-এর আলোচনার সারাংশ কিছু সংযুক্তিসহ উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আকাবিরের কিছু কথা আমিও 'আল-মাদখাল ইলা উলূমিল হাদীস শরীফ' পৃ. ১০৩–১০৫ এ উল্লেখ করেছি। এ কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

উপরোক্ত কিতাবগুলোর মধ্যে যে কিতাবটিই আপনি সংগ্রহ করতে পারেন সংগ্রহ করুন এবং সেখানে ইলমে হাদীসে ছাহিবে হিদায়ার মাকামবিষয়ক আলোচনা মনোযোগের সঙ্গে পড়ুন। ইনশাআল্লাহ আপনার সামনে তাহকীক-এর নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

আপনার সুবিধার জন্য মাওলানা নুমানী (রহ.)-এর কিছু কথা এখানেও উল্লেখ করছি।

"ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর অনেক রচনা এখানে বিদ্যমান রয়েছে এবং বেশ কিছু রচনা মুদ্রিত আকারেও রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর রচনাবলীর মধ্যে 'কিতাবুল খারাজ', 'কিতাবুল আছার' (যা তিনি ইমাম আবু হানীফা [রহ.] থেকে বর্ণনা করেন) "ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়াবনি আবী লাইলা", 'আররাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ী' প্রকাশিত হয়েছে। মিসর থেকে 'কিতাবুল খারাজ' একাধিক বার প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্য তিন কিতাব হায়দ্রাবাদের মজলিসে ইহইয়াউল মাআরিফিন নুমানিয়্যাহ, মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী (রহ.)-এর তাসহীহ ও তা'লীকসহ মিসর থেকে প্রকাশ করেছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর রচনাবলীর মধ্যে 'কিতাবুল হুজ্জাহ' অনেক দিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে এবং 'মুয়াত্তা' ও 'কিতাবুল আছার'ও অনেকবার মুদ্রিত হয়েছে।

"যদিও তাঁদের রচনা অনেক কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীরও অনেক ইমামের রচনা এখন একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। পরবর্তী ইমামদের যে রচনাগুলোতে সেগুলোর সারসংক্ষেপ উল্লেখিত হয়েছে তা আলহামদুলিল্লাহ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ শামসুল আইম্মা সারাখাসী (রহ.) [মৃত্যু ৪৯০ হিজরী]-এর 'মাবসূত', মালিকুল উলামা কাসানী (মৃত্যু ৫৮৭ হিজরী)-এর 'বাদায়েউস সানায়ে' এবং শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (রহ.) [মৃত্যু

Free@www.eilm.weebly.com

৫৯৩ হিজরী]-এর 'হিদায়া' এই তিনটি গ্রন্থ উল্লেখ করা যায়। কেননা এই তিন কিতাবে যে হাদীস ও আছার উল্লেখিত হয়েছে তা পূর্ববর্তী হানাফী ইমামদের রচনাবলী থেকে গৃহীত। ওই ইমামগণের উপর আস্থাশীল হয়ে তারা এই হাদীস ও আছারের সনদ ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করেননি। হাফেয কাসিম ইবনে কুতলূবুগা (রহ.) 'মুনইয়াতুল আলমায়ী ফীমা ফাতা মিন তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া লিযযাইলায়ী'র ভূমিকায় লেখেন, 'আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ, আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, ফিকহী মাসাইল এবং সেগুলোর দলীল হিসেবে হাদীস শরীফ সনদসহ লিখাতেন। ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুস সিয়ার' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তদ্রূপ ইমাম তহাবী, খাসসাফ, আবু বকর রাযী, কারখী প্রমুখের রীতিও তা-ই ছিল। তবে 'মুখতাসারাত' শ্রেণীর রচনাবলী এর ব্যতিক্রম। পরবর্তী যুগের ব্যক্তিবর্গ পূর্ববর্তীদের রচনাবলীর উপর নির্ভর করে সেই হাদীসগুলোকে সনদ ও উদ্ধৃতি ছাড়াই নিজেদের রচনায় উল্লেখ করেছেন। পরে মানুষ এই সংক্ষিপ্ত রচনাগুলোকেই গ্রহণ করেছে।

আমাদের ফকীহগণ পূর্ববর্তী ইমামগণের প্রতি এরূপ আস্থাশীল ছিলেন যেমন ইমাম বাগাভী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ সিহাহ সিত্তার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন এবং যেভাবে ইমাম বাগাভী 'মাসাবীহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ 'হুজাতুল্লাহিল বালিগা'য় ওইসব কিতাবের হাদীস সনদ ও উদ্ধৃতি ছাড়া উল্লেখ করেছেন তদ্রূপ হানাফী ফকীহগণও তাঁদের ইমামগণের বর্ণনাসমূহ নিজেদের রচনায় এভাবেই স্থান দিয়েছিলেন। পরে যখন তাতারীদের আক্রমণে মুসলিম জাহান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং আজমী অঞ্চলসমূহ থেকে আরম্ভ করে দারুল খিলাফা বাগদাদ পর্যন্ত মুসলিম জাহানের সকল কেন্দ্র একে একে বরবাদ হল তখন পূর্ববর্তীদের রচনাবলীর এক বিরাট অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়। অনেক গ্রন্থ যা এই ফিতনার আগে একদম সহজলভ্য ছিল ফিতনার পরে তা একদম হারিয়ে গেল। এজন্যই পরবর্তী হাফেযে হাদীসগণের মধ্যে যারা হিদায়া বা এ ধরনের গ্রন্থগুলোর হাদীসের তাখরীজের (সূত্র-নির্দেশ) কাজ করেছেন তাদেরকে বিভিন্ন বর্ণনা সম্পর্কে বলতে হয়েছে যে, 'এই বর্ণনাটি হুবহু এই শব্দে আমরা পেলাম না।' কেননা তারা ওই হাদীসগুলি হানাফী ইমামগণের রচনায় তালাশ করার স্থলে পরবর্তী হাদীসবিদগণের ওইসব গ্রন্থে তালাশ করেছেন, যা তাদের যুগে প্রসিদ্ধ ও সহজলভ্য ছিল। এখান থেকে হিদায়া গ্রন্থকার সম্পর্কে কারো কারো এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, হাদীসের বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ ছিল তদ্রূপ ওই হাদীসগুলো সম্পর্কেও এই ধারণা করেছেন যে, এগুলো বোধহয় দুর্বল হাদীস। অথচ ইলমে হাদীসের সঙ্গে ছাহিবে হিদায়ার সম্পর্কও কম ছিল না এবং

Free © www.eqra.weebly.com

তিনি যে হাদীসগুলি বর্ণনা করেছেন তাও জয়ীফ নয়। ছাহিবে হিদায়া নিজেও অনেক বড় মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন, আর তিনি যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন তা পূর্ববর্তী ইমামগণের গ্রন্থাবলী থেকেই গ্রহণ করেছেন। আমরাও কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে দেখেছি যে, হাফেয যাইলায়ী ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখ হিদায়ার তাখরীজকারগণ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, হাদীসটি আমরা পাইনি, কিন্তু হাদীসগুলো 'কিতাবুল আছার' ও 'মাবসূতে ইমাম মুহাম্মাদ' ইত্যাদি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। শুধু হিদায়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন তা নয়, সহীহ বুখারীর অনেক তালীক সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। যার মূল কারণ হল, ইমামগণের গ্রন্থাদি দুর্লভ হয়ে যাওয়া। অন্যথায় ইমাম বুখারী, ছাহিবে হিদায়া প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে এই সন্দেহ করা বাতুলতা যে, তারা কোনো ভিত্তিহীন বর্ণনা রেওয়ায়েত করবেন।"

(ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস)

হিদায়ার হাদীস সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

এ পর্যন্ত একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার অন্য বিষয়টি একটি ঘটনা থেকে বুঝে নিন। ঐতিহাসিক মীর খুর্দ 'সিয়ারুল আউলিয়া' কিতাবে লিখেছেন যে, 'মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাদী (৭৪৮ হিজরী) একবার হিদায়ার দরস দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর দোস্ত মাওলানা কামালুদ্দীন সামানী সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলেন, যিনি ফিকহ বিষয়ে ভিন্ন মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। তাঁকে দেখে মাওলানা ফখরুদ্দীন (রহ.) হিদায়া কিতাবে উল্লেখিত হাদীসগুলোর পরিবর্তে ওই মাসআলাগুলোতেই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস পেশ করতে শুরু করেন।'

মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী (রহ.) 'হিন্দুস্তান মে মুসলমানোঁ কা নেযামে তা'লীম ও তারবিয়ত' কিতাবে (খণ্ড ১, পৃ. ১৫৬–১৫৭) উপরোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন–

'হিদায়ার যে হাদীসগুলোর নিচে টীকাকারগণ 'গরীব' শব্দ সংযুক্ত করেছেন এটা সাধারণত হাদীসের শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যথায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই অর্থ ও মর্ম 'সিহাহ'-এর হাদীস থেকেও প্রমাণ করা যায়।'

হাশিয়ায়ে হিদায়া, তাখরীজে হিদায়া

হিদায়ার যে হাশিয়া আপনার সামনে রয়েছে তা মাওলানা আবদুল হাই লাখনোবী এবং তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল হালীম লাখনোবী কৃত।

Free@www.eilm.weebly.com

'আওয়ালাইন'-এর হাশিয়া পুত্রের এবং 'আখিরাইন'-এর হাশিয়া পিতার। এই হাশিয়ার পরিবর্তে আপনি যদি লাখনোবী (রহ.)-এর সম-সাময়িক মাওলানা মুহাম্মদ হাসান সম্ভলী (মৃত্যু ১৩০৫ হিজরী)-এর হাশিয়া মুতালাআ করতেন, তদ্রূপ 'তাখরীজে হিদায়া' বিষয়ে শুধু 'আদ-দিরায়া' কিতাবে সীমাবদ্ধ না থেকে হিদায়ার অন্যান্য তাখরীজও অধ্যয়ন করতেন তাহলে আপনার মনে ওই ভুল ধারণা সৃষ্টি হত না। হাদীসের কিতাবসমূহে আল্লামা লাখনোবী (রহ.)-এর প্রশস্ত দৃষ্টি ছিল কিন্তু শায়খ যাহিদ কাউছারী (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী 'ইলালুল জারহ ওয়াত তা'দীলের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি এতটা সূক্ষ্ম নয়।

(ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম)

এজন্য ইখতিলাফী মাসাইলের দলীল-আদিল্লার তুলনামূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে তাহকীক ও তাদকীক হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর আলোচনায় পাওয়া যায় তা লাখনোবী (রহ.)-এর আলোচনায় পাওয়া যায় না। যেসব আলোচনায় লাখনোবী (রহ.)-এর আলোচনা থেকে ফিকহে হানাফীর 'দলীল' বা 'ইস্তেদলাল' কমজোর হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয় কিংবা তিনি স্পষ্টভাবেই যেগুলোকে কমজোর বলেছেন– ওই মাসআলাগুলোই 'ফয়যুল বারী' ও 'মাআরিফুস সুনান' থেকে পড়া হলে বাস্তব অবস্থা সামনে এসে যায়।

'আদ-দিরায়া'তে হাফেয ইবনে হাজার (রহ.)-এর ওই ইলমী শান কখনো প্রকাশ পায়নি যা তাঁর কিতাব 'ফাতহুল বারী'তে পেয়েছে। এজন্য এই কিতাব 'তাখরীজে হিদায়া' বিষয়ে মৌলিক কিতাব নয়। কিন্তু কিতাবটির কলেবর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রকাশকরা একেই হিদায়ার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে।

কোনো কোনো সংস্করণে তো এই অত্যাচারও করা হয়েছে যে, আবুল মাকারিম নামক কোনো এক গায়রে মুকাল্লিদের জালিমানা হাশিয়াও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

আপনি উদাহরণস্বরূপ যে তিনটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন তার জন্য আর কিছু না হোক অন্তত যহীর আহসান নীমাভী (রহ.)-এর 'আছারুস সুনান' এবং মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর 'ইলাউস সুনান'ই পড়ে দেখুন। ইনশাআল্লাহ আপনার সকল সংশয় দূর হয়ে যাবে। আশা করি আপনাদের মাদরাসায় এ দুটি কিতাব অবশ্যই আছে। বরং শুনুন, 'রাফয়ে ইয়াদাইন' এবং 'কিরাআত খালফাল ইমাম' এই দুটি মাসআলা তো এমন যে, 'তরকে রাফ' ও 'তরকে কিরাআত'-এর মাসলাকের অগ্রগণ্যতা হাদীস, আছার ও অন্যান্য

Free © www.eilm.weebly.com

দলীলের আলোকে এতই পরিষ্কার যে, এ বিষয়ে কোনোরূপ দ্বিধা ও সংশয় পোষণ করাও আশ্চর্যের বিষয়। এই মাসআলাগুলোতে মুহাদ্দিস আলিমদের রচিত অনেক কিতাব রয়েছে। আপনি যদি এর কোনো একটিও মুতালাআ করতেন!

একটু চিন্তা করুন তো, ফিকহে ইসলামীর কঠিনতম কিতাব হিদায়া পড়ে যে আত্মস্থ করতে পারে সেকি 'মাআরিফুস সুনান' ইত্যাদি থেকে এই বিষয়গুলো পড়তে পারবে না? সেটা যদি সম্ভব না হয় তবে অন্তত মাওলানা আমীন সর্ফদর (রহ.) ও মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী (রহ.) (উস্তাদে দারুল উলূম দেওবন্দ)-এর ছোট ছোট রিসালাগুলো অবশ্যই পড়ে নেওয়া উচিত ছিল। তালিবে ইলমদের মুতালাআর পরিধি এখন সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হতে চলেছে। এই দুর্বলতা যে পর্যন্ত দূর করা না হবে সে পর্যন্ত আমাদের ইলমী দূরাবস্থাও দূর হবে না।

ইচ্ছা আছে, আল-কাউসারে এ ধরনের মাসআলাগুলো সম্পর্কে দালীলিক ও বিস্তারিত প্রবন্ধের একটি ধারাবাহিকতা আরম্ভ করার। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

ইমাম মুসলিমের তাবাকাতে ছালাছা

১৩৮. প্রশ্ন ঃ বাদ তাসলীম উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা আবদুল মালিক সাহেব-এর নিকট আমার জানার বিষয় এই যে, ইমাম মুসলিম (রহ.) সহীহ মুসলিম এর মুকাদ্দিমায় ص٣ فَنَقْسِمُهَا عَلٰى ثَلٰثَةِ أَقْسَامٍ وَثَلٰثِ طَبَقَاتٍ বলে কী বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আলিমদের মতামত জানতে ইচ্ছুক। যেমন ইমাম মুসলিম ثلثة اقسام উক্তি দ্বারা হাদীসের কোন ধরনের শ্রেণী বিভাগ উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি তার কিতাবে তিন শ্রেণীর হাদীস তার ওয়াদা অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন কি না? হুজুরের নিকট আমার আকুল আবেদন উপরের প্রশ্নগুলির সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গে কাযী ইয়াজ (রহ.)-এর তাহকীক সঠিক। তার আলোচনা 'ইকমালুল মুলিম'-এ রয়েছে এবং শরহুন নববীতেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটুকু 'তাসামুহ' রয়েছে যে, তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর 'তবাকায়ে ছালিছা'কে 'রাবিয়া' আখ্যা দিয়েছেন এবং মুসলিম (রহ.)-এর 'তবাকায়ে ছানিয়া' ও 'তবাকায়ে ছালিছা'-এর মধ্যবর্তী রাবী যাদেরকে ইমাম মুসলিম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, তাদেরকে 'তাবাকায়ে ছালিছা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

মুসলিম (রহ.)-এর 'তবাকায়ে উলা'র রাবীদের হাদীস যদি 'শুযূয' ও 'ইল্লত' থেকে মুক্ত থাকে তবে তা মুতাআখখিরীনের পরিভাষায় 'সহীহ লিযাতিহী' বা 'সহীহ লিগায়রিহী'-এর পর্যায়ের হয়ে থাকে। 'তবাকায়ে ছানিয়া'-এর রাবীদের কিছু রেওয়ায়াত 'হাসান লিযাতিহী' এবং কিছু রেওয়ায়াত 'হাসান লিগায়রিহী' হয়ে থাকে। কাযী ইয়ায (রহ.) মুসলিম (রহ.)-এর তবাকায়ে ছালিছার পূর্বে যে 'তবকা'কে উল্লেখ করেছেন তাদের রেওয়ায়াত শুধু 'মুতাবাআত' ও 'শাওয়াহিদ' হিসেবে চলতে পারে এবং কিছু শর্ত-শারায়েতের সঙ্গে এদের কিছু কিছু রেওয়ায়াত 'হাসান লিগায়রিহী' এর পর্যায়েও পৌঁছুতে পারে।

এটুকু হল এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথা। তবে কার্যক্ষেত্রে নেমে আইম্মায়ে ফনের বাস্তব সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা পর্যন্ত পূর্ণ তৃপ্তি হাসিল হবে না। নীতি হিসাবে মোটামুটি কথা এটুকুই, যা আমি উল্লেখ করেছি।

ইমাম মুসলিম (রহ.) যাদেরকে 'তবাকায়ে ছালিছা' বলে চিহ্নিত করেছেন তাদের কারও কোনো হাদীস তার কিতাবে নেই এবং তা থাকাও উচিত নয়। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন যে, এই তবাকার রাবীদের দিকে তিনি ভ্রুক্ষেপই করবেন না। 'তবাকায়ে উলা'র (যাদের মধ্যে স্তর-বিভাগ রয়েছে) রাবীদের হাদীস তিনি স্বতন্ত্র দলীলরূপে উল্লেখ করেছেন এবং তবাকায়ে ছানিয়ার রাবীদের যে সকল হাদীসের 'শাওয়াহিদ' বিদ্যমান রয়েছে সেখান থেকে নির্বাচন করে হাদীস এনেছেন। তবাকায়ে ছানিয়ার কোনো রাবীর 'হাদীসে ফরদ' যা 'শায' বা 'মুনকার' শ্রেণীভুক্ত, তা তিনি তার কিতাবে আনেননি। আর কাযী ইয়াযের 'তবাকায়ে ছালিছা' প্রকৃতপক্ষে ইমাম মুসলিমের 'তবাকায়ে ছানিয়া'রই শেষ স্তর। সংক্ষিপ্তাকারে এ পর্যন্ত আলোচনা করলাম। আরও বিস্তারিত জানতে হলে 'ছালাছু রাসাইল ফী মুসতালাহিল হাদীস' কিংবা অন্তত 'শুরুতুল আইম্মাতিল খামসা' লিলহাযিমী এবং তাঁর হাশিয়াগুলো মুতালাআ করবেন।

কুরআনের দুটি শব্দের 'ইরাব' প্রসঙ্গ

১৩৯. প্রশ্ন ঃ (ক) কুরআন মাজীদের দুইটি আয়াত উল্লেখ করছি–

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا (سورة النور)

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا (سورة الشعراء)

উক্ত দুই আয়াতে سُورَةٌ ও نِعْمَةٌ শব্দদ্বয়ে رفع কোন কায়েদার ভিত্তিতে হয়েছে? অথচ مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ এর কায়েদা অনুযায়ী শব্দ দুটিতে نصب হওয়া উচিত। যেমন–

كُلَّ إِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهٖ ও وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ

আয়াতদ্বয়ে نصب হয়েছে। বিস্তারিত জানালে খুবই উপকৃত হব।

উত্তর ঃ সূরা শুআরার আয়াত شريطة التفسير-এর সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে না। সূরা নুরের আয়াত এ সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে, তবে আপনি নিশ্চয়ই কাফিয়া কিতাবে পড়েছেন যে, বাহ্যত شريطة التفسير -এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হলেও সেখানে বিভিন্ন ছুরত হতে পারে। তার মধ্যে একটি হল, আলোচিত বাক্যকে شريطة التفسير না ধরে 'মুবতাদা-খবর' গণ্য করা। اختيارا বা وجوبا। আরেকটি ছুরত হল, شريطة التفسير -এর ভিত্তিতে মানসুব সাব্যস্ত করা এবং 'ইবতিদার' ভিত্তিতে 'মারফূ' সাব্যস্ত করা উভয় দিক সমান হওয়া। বিস্তারিত আলোচনা 'কাফিয়া' ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে, বিশেষত 'শরহুর রযী'তে দেখে নিবেন।

আলোচ্য আয়াতে رفع ও نصب দুই কিরাআতই রয়েছে। نصب -এর কিরাআতের নাহভী ব্যাখ্যা হল شريطة التفسير।

'হাম্মাম' ও 'বায়তুল খালা'র মাঝে পার্থক্য

১৪০. প্রশ্ন ঃ (খ) حمام ও بيت الخلاء এর মাঝে পার্থক্য কী? শহরের বাথরুমগুলোতে সাধারণত গোসল ও ইস্তিঞ্জা দুটোরই ব্যবস্থা থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো حمام হিসেবে গণ্য, নাকি بيت الخلاء হিসেবে?

উত্তর ঃ এই বিষয়গুলো عرف -এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা স্থান-কালের পরিবর্তনে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেখানে ইস্তেঞ্জা ও গোসল দুটোরই ব্যবস্থা রয়েছে তার ন ম যা-ই হোক তাতে হুকুমে পরিবর্তন হবে না। হুকুমের সম্পর্ক হল 'হাকীকত' ও 'মানাতে'র সঙ্গে। এজন্য আপনি যে বিষয়ের বিধান জানতে চান তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে প্রশ্নোত্তর বিভাগে চিঠি লিখুন।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @www.eilm.weebly.com

সীরাতে হালাবীয়ার গ্রহণযোগ্যতা

১৪১. প্রশ্ন ঃ (ক) আল্লামা আলী ইবনে বুরহানুদ্দীন হালাবীর سير এর গ্রহণযোগ্যতা কেমন?

উত্তর ঃ নূরুদ্দীন আলহালাবী (আলী ইবনে বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম) একাদশ হিজরী শতাব্দীর একজন বড় আলিম ছিলেন। জন্ম ৯৭৫ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১০৪৪ হিজরীতে। মুহিব্বী 'খুলাসাতুল আছার' কিতাবে তার তরজমা লিখেছেন। আল্লামা আবদুল হাই কাত্তানী (১৩৮২ হিজরী, 'ফিহরিসুল ফাহারিস' গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৪) তাঁর কিতাব 'আসসীরাতুল হালাবিয়া' সম্পর্কে লিখেছেন غَايَةٌ فِيْ الْإِمْتَاعِ وَالْجَمْعِ কিন্তু মুসান্নিফ নিজেই তার কিতাবের ভূমিকায় লেখেন, لَا يَخْفٰى اَنَّ السِّيْرَةَ تَجْمَعُ الصَّحِيْحَ وَالسَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْمُرْسَلَ وَالْمُنْقَطِعَ وَالْمُعْضَلَ وَالْمُنْكَرَ، دُوْنَ الْمَوْضُوْعِ কোনো কিতাবের মুসান্নিফ যখন মুনকার রেওয়ায়াত পর্যন্ত নেমে আসেন তখন, কিতাবটি সামগ্রিক বিচারে নির্ভরযোগ্য হলেও, তাতে উল্লেখিত 'মুনকার' রেওয়ায়াতগুলো 'মুনকার'ই থাকে। এগুলো পরিত্যাগ করা জরুরি।

আল 'কামিল' ও 'আর রাহীকুল মাখতুম' এর নির্ভরযোগ্যতা

১৪২. প্রশ্ন ঃ (খ) الكامل فى التاريخ لابن الاثير এবং الرحيق المختوم কোন পর্যায়ের কিতাব? এর নির্ভরযোগ্যতা কেমন? উল্লেখ্য, الرحيق المختوم এর মাঝে মওদুদী সাহেবের দুটি কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ঃ ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর (মৃত্যু ৬৩০ হিজরী) কৃত 'আলকামিল' তারীখের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে কোনো কিতাব নির্ভরযোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এ কিতাবে উল্লেখিত প্রত্যেক কথাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য; বরং অর্থ এই যে, সার্বিক বিবেচনায় কিতাবটি নির্ভরযোগ্য। এজন্য আকাইদ ও আহকামের সঙ্গে নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে এমন কোনো বিষয় সেখানে আসলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাহকীক করা জরুরি। বিস্তারিত জানার জন্য 'মাকামে সাহাবা' মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), 'হযরত মুয়াবিয়া আওর তারীখী হাকাইক' মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী এবং 'শহীদে কারবালা' মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর ভূমিকা ও পরিশিষ্ট অংশ অধ্যয়ন মুনাসিব হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

ছফিউল্লাহ মুবারকপুরী (গায়রে মুকাল্লিদ আলিম) কৃত 'আর-রাহীকুল মাখ্তূম' সম্পর্কেও একই কথা। এই কিতাবটিও সার্বিক বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য এবং সীরাতের অনেক মুসান্নিফের তুলনায় রেওয়ায়াতের যাচাই-বাছাই তিনি বেশি করেছেন এবং সীরাতে নববী উপস্থাপনার জন্য হাদীসের কিতাবসমূহের বেশ সহযোগিতা নিয়েছেন।

দাড়ি সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

১৪৩. প্রশ্ন ঃ (ক) ফাতহুল বারী (খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৪১) উমদাতুল কারী (খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ৪৬), ফাতহুল মুলহীমসহ (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২১) বিভিন্ন কিতাবে لحية (দাড়ির) সংজ্ঞা লিখেছে مَا يَنْبُتُ عَلَى الْخَدَّيْنِ وَالذَّقَنِ এই সংজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এটাই কি দাড়ির প্রকৃত সংজ্ঞা ও সীমারেখা?

(খ) لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللّٰهِ (بخارى)

চেহারায় গজানো দাড়ি কাটা জায়েয কিনা? যদি জায়েয হয় তবে বুখারী শরীফে উল্লেখিত হাদীসের যুগশ্রেষ্ঠ গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য কী?

اَلنَّمَاصُ اِزَالَةُ شَعْرِ الْوَجْهِ بِالْمِنْقَاصِ (فتح البارى)

هُوَ اِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنَ الْوَجْهِ مَأْخُوْذٌ مِنَ النَّمَاصِ، وَقَالَ النَّوَوِى : هُوَ حَرَامٌ اِلَّا اِذَا نَبَتَتْ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ اَوْ شَارِبٌ .... (عينى)

اَلنَّمْصُ : نَتْفُ الشَّعْرِ مِنَ الْوَجْهِ تَزْيِيْنًا، وَهُوَ حَرَامٌ، وَاَبَاحُوْا نَتْفَ اللِّحْيَةِ وَالشَّوَارِبِ اِذَا نَبَتَتْ لِلنِّسَاءِ (حاشية ابى داود)

(গ) কোনো কোনো ফতওয়ার কিতাবে গালের দাড়ি কাটাকে জায়েয লিখেছে, নরম ভাষায়। অথচ একটি প্রসিদ্ধ কায়েদা হল–

اِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَالْمُبِيْحُ وَالْمُحَرِّمُ غَلَبَ الْحَرَامُ وَالْمُحَرِّمُ (قواعد فقه)

এখন যদি তা হালাল হয় তবে সর্বসম্মত, প্রয়োগিক কায়েদার সমাধান কী? আর مُتَنَمِّصَاتٌ -এর ব্যাখ্যা ও মেসদাক কোথাও কোথাও মহিলাদেরকে লিখেছে তবে মোল্লা আলী কারী(রহ.) লিখেছেন–

وَهِيَ تَعُمُّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فَأَنَّثَ بِاعْتِبَارِ النَّفْسِ، أَوْلِأَنَّ الْأَكْثَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ الْآمِرَةُ وَالرَّاضِيَةُ (مرقاة)

তাহলে এই ইবারত দ্বারাই বা কী উদ্দেশ্য?

(ঘ) ফতোয়া শামীতে আছে– قَدْ يُطْلَقُ الْجَائِزُ عَلٰى مَا لَا يَمْتَنِعُ فَيَشْمَلُ الْمَكْرُوْهَ এর দ্বারা বুঝা যায় জায়েয দুই প্রকার– ১. সুন্নাতে জায়েয, ২. মাকরূহ জায়েয। তো উল্লেখিত দাড়ি কাটা যদি জায়েয হয় তবে 'সুন্নাত জায়েয' হবে না অবশ্যই। হবে 'মাকরূহ জায়েয'। আর তাতে সগীরা গুনাহই হয়। আমরা বায়যাবীসহ অনেক কিতাবে পড়েছি সগীরা গুনাহ বার বার করলে কবীরা গুনাহ হয়। ফলে হারাম সাবেত হওয়ার কথা। ঠিক কি-না। না হলে কীভাবে হল না। সমাধানমূলক উত্তর চাই।

উত্তর ঃ (ক) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) 'ফাতহুল বারী'র ইবারতের যে পর্যালোচনা করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত। এ আলোচনা আপনার সামনেও রয়েছে।

(খ, গ) যদি শুধু শব্দের তাহকীক ও কোনো হাদীসের কিতাবের শরহ থেকেই ফিকহী হুকুম প্রমাণ করা যেত তাহলে না আইমাম্মায়ে ফিকহের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হত, আর না ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবের কোনো প্রয়োজন থাকত। এ বিষয়ে ফিকহী তাহকীক এই যে, শরীরের যে অংশে সাধারণত চুল থাকে না সেখানে যদি চুল গজায় তাহলে তা পরিষ্কার করা যাবে। অর্থাৎ বাড়তি ও অস্বাভাবিক চুল পরিষ্কার করা ওই নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। এই সিদ্ধান্ত দলীলসিদ্ধ এবং প্রশ্নোক্ত হাদীসে তা নিষিদ্ধ হওয়ার সারাহাত নেই। যদি হাদীসের নিষেধ একদম ব্যাপক হত তবে إِلَّا إِذَا نَبَتَتْ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ এই ইসতিসনা কীভাবে শুদ্ধ হয়?

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 'কিতাবুল আছারে' (পৃষ্ঠা ৩৭৮) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

إِنَّ الْمَرْأَةَ سَأَلَتْهَا : أَحُفُّ وَجْهِيْ؟ فَقَالَتْ : اَمِيْطِيْ عَنْكِ الْأَذٰى

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেছেন, وَبِهٖ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ বোঝা গেল, যে চুল أذى -এর অন্তর্ভুক্ত তা দূর করা نمص গণ্য হবে না। এজন্য দাড়ির

Free@www.eelm.weebly.com

Free © www.eilm.weebly.com

সীমার বাইরে চেহারায় অতিরিক্ত যে চুল গজায় তা দূর করা ওই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাওয়াদে ফিকহের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রথমত এই কায়েদাগুলো প্রয়োগ করার অধিকার শুধু ফকীহদেরই রয়েছে। যে কোনো শব্দ-পরিচয়-জ্ঞানধারী লোকের জন্য এই অধিকার সাব্যস্ত হয় না। এই কায়েদা যদি এতই ব্যাপক হত, যেমন আপনি ভাবছেন তবে যেসব বিষয়ে 'মাযাহিবে আরবাআ'র মধ্যে বৈধতা-অবৈধতার মতভেদ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আপনাকে অবৈধতার মতই গ্রহণ করতে হবে। বলাবাহুল্য, কেউই এমন করবে না। এজন্য 'কাওয়াইদে ফিকহিয়্যাহ'র কিতাবসমূহ পড়ে প্রথমে কায়েদাগুলোর মর্ম অনুধাবন করা অপরিহার্য।

মিরকাত-এর ইবারত مُسْتَوْصِلَةٌ ও وَاصِلَةٌ সম্পর্কে। এরপরও হাদীসের নিষেধ পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য হওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি নেই। এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, নিষেধের ক্ষেত্র কোনটি? উপরের আলোচনায় প্রমাণ হয়েছে যে, শরীরের অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক চুল এই নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে আপনি জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর اَلْأَحَادِيْثُ الْوَارِدَةُ فِىْ الْإِطْلَاءِ بِالنُّوْرَةِ পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

পুস্তিকাটি الحاوى للفتاوى তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(ঘ) তৃতীয় প্রকার হল 'মুবাহ জায়েয' যে ফকীহগণ অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক চুল দূর করার অনুমতি দিয়েছেন তাদের মতে এটা 'মাকরূহে জায়েয' নয়, 'মুবাহ জায়েয'-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রিওয়ায়াতের সঙ্গে দিরায়াত এবং হাদীসের সঙ্গে 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' নসীব করুন। আমীন।

মানতিকের 'মিরকাত' কিতাবটি কীভাবে বুঝব?

১৪৪. প্রশ্ন ঃ মুহতারাম! আমি বর্তমানে কাফিয়া জামাতের একজন ছাত্র। আমার সমস্যা হল আমি আরবী কিতাব খুব কম বুঝি, বিশেষ করে মিরকাত কীভাবে পড়লে এই কিতাব বুঝে আসবে তা জানতে চাচ্ছি। আরো পরামর্শ চাচ্ছি যে, মিরকাত কিতাব বুঝার জন্য কোন কোন বাংলা শরাহ অধ্যয়ন করতে পারি?

উত্তর ঃ একজন তালেবে ইলমের জন্য আরবী কিতাব পড়ে বোঝার যোগ্যতা হাসিল করা জরুরি। এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা-পরামর্শ বিভাগে বিগত সংখ্যাগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

মিরকাতের ভাষা ও উপস্থাপনা সহজ। আরবী কিতাব বোঝার ইস্তিদাদ হয়ে গেলে এই কিতাব বোঝা সহজ। এরপরও যদি 'মিরকাত' এর আলোচনা বুঝতে অসুবিধা হয় তবে 'তাইসীরুল মানতিক' বা 'আল-মানতিক' কিতাবে যেসব আলোচনা ও পরিভাষা উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো আয়ত্ত করে নেওয়াও মোটামুটিভাবে যথেষ্ট হয়ে যায়। মিরকাত-এর কোনো বাংলা শরাহ প্রকাশিত হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

Free @ www.eelm.weebly.com

'শরহে বেকায়া' 'নুরুল আনওয়ার' ও এর পাঠদান পদ্ধতি

১৪৫. প্রশ্ন ঃ আমি এক মাদরাসার একজন নগণ্য উস্তাদ। আল্লাহর ফজলে শরহে বেকায়া ও নূরুল আনোয়ার পাঠদানের সৌভাগ্য হয়েছে, কিতাব দুটি আমার দরসের অধীনে রয়েছে। কিন্তু এই কিতাবদ্বয় পাঠদানের যথার্থ নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আমার তেমন অবগতি নেই। তাই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার জানার বিষয় হল– ক. কিতাব দুটি কোন নিয়মে পড়ালে ছাত্ররা যথার্থভাবে উপকৃত হবে। খ. কিতাব দুটি শিক্ষার্থীদের কাছে কতটুকু যোগ্যতার দাবি রাখে, গ. শরহে বেকায়াহ পড়ানোর ক্ষেত্রে আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.)-এর শরাহ عمدة الرعاية ও নূরুল আনোয়ার সুন্নাহ পড়ানোর ক্ষেত্রে 'কামারুল আকমার' সাধারণত সামনে রাখি এ সম্পর্কে আপনার কী মত? ঘ. কিতাবদ্বয়ের নির্ভরযোগ্য আর কোন শরাহ আছে কি না? ঙ. লাখনভী (রহ.)-এর ভূমিকায় ফিকহ সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে, কিন্তু কিতাবটি একটু অস্পষ্ট হওয়াতে তা অধ্যয়ন করে তার বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করা কঠিন। তাই এর বিকল্প বা ইলমে ফিকহের এসব মৌলিক বিষয়াদির আলোচনা সমৃদ্ধ অন্য কোনো কিতাব আছে কি না?

আশা করি, সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে তালিবে ইলমদের যথার্থ খেদমত করার বিষয়ে অধমকে সহযোগিতা করবেন। আর ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

উত্তর ঃ ক. প্রত্যেক কিতাবই তার 'মাকছাদে তাসনীফ' বা রচনার উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে পড়ানো উচিত। শরহে বেকায়া কিতাবটি মূলত وقاية الرواية فى مسائل الهداية এর শরাহ। আর 'বেকায়া' রচনার উদ্দেশ্য হল, হেদায়া কিতাবটির মাসআলাগুলো আয়ত্ত করানো। সে হিসেবে আসল করণীয় হওয়া উচিত 'বেকায়া' কিতাবের মাসআলাগুলো ছাত্রদের মুখস্থ করানো, তারপর

Free @ www.eilm.weebly.com

শরহে বেকায়া পড়ানো, তবে যেহেতু বেকায়া ভিন্ন পড়ানোর কোনো নিয়ম আমাদের এখানে নেই তাই অন্তত বেকায়ার মতন থেকে মূল মাসআলা পরিষ্কার ভাষায় ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। অতপর শরহে বেকায়ায় উপস্থাপিত আলোচনা ও দলীলের সারসংক্ষেপ আগে মৌখিকভাবে বুঝিয়ে তারপর কিতাবের ইবারতের সঙ্গে মিলিয়ে তা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। কিতাব থেকে ছাত্ররা আলোচনা বুঝতে পারছে কি না প্রথম কয়েক মাস সেটাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শুধু খুলাসা বা সারসংক্ষেপ আলোচনা করে দেওয়া যথেষ্ট নয়। এর ফলে অনেক সময় ছাত্রদের কিতাব হল্ করার ইস্তিদাদ গড়ে ওঠে না। এটা ক্ষতিকর।

শরহে বেকায়ার আরেকটি মাকছাদ হল, মাসায়েলে ফিকহের আকলী ও নকলী দলীল সম্পর্কে তালিবে ইলমদেরকে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া। যেহেতু উক্ত কিতাব দ্বারা এই মাকছাদ পুরোপুরি হাসিল হয় না তাই উস্তাদ যদি

১. الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد

২. متن إعلاء السنن (جامع احاديث الاحكام) অথবা الفقه الحنفى وأدلته -এর মতো কিতাবগুলো নিজের মুতালাআয় রাখেন তাহলে ছাত্রদের বেশি ফায়দা পৌঁছাতে পারবেন। عمدة الرعاية শরহে বেকায়ার একটি ভালো হাশিয়া। সেটি মুতালাআয় রাখা ভালো। তবে উস্তাদ এ বিষয়ে ইলমী তরক্কীর জন্য (সব দরসে বলার জন্য নয়) হযরত আবদুল হাই লাখনোভী লিখিত السعاية কিতাবটিও মুতালাআ করতে পারেন। স্মরণ রাখা যেতে পারে, যে কোনো কিতাবেই কোনো কোনো মাসআলার দলীলকে দুর্বল দেখানো হয়েছে, এসব ক্ষেত্রে পেরেশান না হয়ে মাসআলাগুলো অন্যান্য ফিকহ ও হাদীসের মাহেরীনদের কিতাব থেকে অধ্যয়ন করা উচিত। বিশেষভাবে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.), ইউসুফ বানুরী (রহ.) ও আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) লিখিত কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে।

শরহে বেকায়া কিতাব দীর্ঘদিন পড়ানোর সুবাদে কোনো উস্তাদ যদি এর সূত্র ধরে ইলমে ফিকহের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে চান তাহলে শরহে বেকায়ায় যেহেতু হেদায়া কিতাবেরই মাসায়েল আলোচনা করা হয়েছে তাই হেদায়া কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ শরাহগুলো মুতালাআ করতে পারেন এবং ফিকহের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন।

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করাও সমীচীন মনে হচ্ছে যে, বেকায়া ও শরহে বেকায়া দু'টোতেই মাসআলা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু জায়গায় তাছামুহ

Free @ www.eilmweekly.com

হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও গায়রে মুফতাবিহী কওলও চলে এসেছে। সেজন্য আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (৯৪০ হি.) রহ. একটি কিতাব লিখেছেন। যা আল ইযাহ ফি শারহিল ইছলাহ নামে দুই খণ্ডে ছেপেছে। তবে এরপরও এ ধরণের মাসআলায় আল-বাহরুর রায়েক ও রদ্দুল মুহতার দেখে নেয়া যেতে পারে।

নূরুল আনোয়ার-এর ক্ষেত্রেও প্রথমে আল-মানার-এ উপস্থাপিত কায়দা বা মাসআলা আত্মস্থ করানোর চেষ্টা করতে হবে। এরপর নূরুল আনোয়ার এর সারসংক্ষেপ তালিবে ইলমদেরকে বুঝিয়ে পরবর্তীতে কিতাবের ইবারতের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝাতে হবে। নূরুল আনোয়ার এর যেসব বিষয় কিছুটা লফজী তাদকীক জাতীয়, ওগুলোতে সময় বা মেধা অনেক বেশি ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। নূরুল আনোয়ার বুঝার ক্ষেত্রে 'আল-মানার' এর শরহুল মুসান্নিফ (কাশফুল আসরার)ও মুতালাআয় রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আরো ইলমী তারাক্কীর জন্য 'মানার'-এর বুনিয়াদ যে কিতাব সেই 'উসূলে বাযদবী'র বিভিন্ন শরাহ সাধ্যানুযায়ী মুতালাআ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আবদুল আজীজ বুখারী (৭৩০ হিজরী) লিখিত কাশফুল আসরার (শরহে বাযদবী) একটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যা সহজলভ্য। তবে উসূলে ফিকহের বাস্তবমুখী অধ্যয়নের জন্য ড. আবদুল করীম যায়দানের الوجيز فى أصول الفقه এর মতো সহজ-সরল ও অকৃত্রিম উপস্থাপনার কোনো কিতাব অবশ্যই পড়তে হবে।

নূরুল আনওয়ার এর তাদরীসের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে আয়ত্তকৃত উসূলের ইজরা ও তাতবীক (উদাহরণ ও অনুশীলন)-এর প্রতি যত্ন নেয়া। এ বিষয়টি অনেক স্থানেই অবহেলিত। এ বিষয়ে উপকরণ কম থাকায় হয়তো উস্তাদের কিছু বাড়তি শ্রম দিতে হবে। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত এবং আহাদীস মুতালাআর সময় বিভিন্ন উসূলের তাতবীক ও ইজরার চেষ্টা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে الواضح فى أصول الفقه এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে التأسيس فى أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة এবং أثر الاختلاف فى القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء থেকে সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। কিতাবগুলোর রচয়িতা পর্যায়ক্রমে ডা. মুহাম্মাদ আশকর ও আবু ইসলাম মুস্তফা ইবনে মুহাম্মদ ও ড. মুস্তফা সাঈদ আলখন।

খ. কিতাব দুটি আমাদের দেশে যে শ্রেণীতে পড়ানো হয় তা মুনাসিব। কিন্তু সমস্যা এই যে, এই শ্রেণীগুলোতে যেসব ছাত্র পড়তে আসে অনেকেই তাদের নিচের জামাতগুলো থেকে যথাযথ ইস্তিদাদ অর্জন করে আসে না। আরেকটি

Free © www.eilm.weebly.com

বিষয় হচ্ছে, নূরুল আনওয়ার-এর আগে উসূলে ফিকহের কিতাব কেবল উসূলুশ শাশী-ই যথেষ্ট নয়, বরং এ ছাড়াও আরো দু-একটি কিতাব অধ্যয়নে আসা উচিত।

গ. 'উমদাতুর রিআয়া' এর বিষয়ে আগেও বলা হয়েছে। নূরুল আনওয়ার সুন্নাহ-এর বহসের জন্য 'কামারুল আকমার' যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে মুদাররিসকে উসূলে হাদীসের কোনো সহজ কিতাব মুতালাআ করার পাশাপাশি মুকাদ্দিমায়ে ফাতহুল মুলহিম (শাব্বির আহমদ উসমানী [রহ.] লিখিত) মুতালাআয় রাখা জরুরি।

ঘ. এ কিতাবের প্রচুর শরাহ রয়েছে। কয়েকটির নাম উপরে উল্লেখও করা হয়েছে।

ঙ. 'উমদাতুর রিআয়া' এর ভূমিকার مبادیات الفقه والفتوی সংক্রান্ত বুহুসগুলোর জন্য আবদুল হাই লাখনভী রচিত النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير এবং উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানীর 'উসূলুল ইফতা' মুতালাআ করা যেতে পারে।

تاريخ الفقه এর বিস্তারিত ও তথ্যনির্ভর কিতাব হল মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল হাজাবী রচিত– الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامي কিতাবটি বৃহৎ কলেবরে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

আর 'আছারুত্তাশরীয়িল-ইসলামী আল্লামা খালেদ মাহমূদের' কথাতো পূর্বে অনেকবারই বলেছি।

কিতাবে 'যায়েদ' 'আমর' এর উদাহরণ-প্রবলতার কারণ কী?

১৪৬. প্রশ্ন ঃ আমি জামাতে হেদায়াতুন্নাহুর একজন ছাত্র। আমি কয়েকটি বিষয় জানতে চাই। বিষয়গুলো হচ্ছে– ক. কিতাবের হাশিয়া, বায়নাস সুতূরের শেষে আরবীতে ১২ লেখা থাকার কারণ কী?

খ. কিতাবের অধিকাংশ উদাহরণে 'যায়েদ' 'আমর' এ দুটি নাম দেখা যায়। উক্ত নাম দুটি দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না? এ বিষয়ে আমি একটি কথা শুনেছিলাম। কিন্তু কথাটি আমার বিশ্বাস হয়নি। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম।

উত্তর ঃ ক. এ বিষয়ে আগেও লিখেছি। উস্তাদদের মুখে শুনেছি, ১২ সংখ্যাটি আবজাদ এর হিসেবে حد এর মর্ম বহন করে। যা সমাপ্তি-সীমা বুঝায়।

খ. এগুলো হলো 'ফরযী' উদাহরণ। এর সাথে কোনো ঘটনা বা ইতিহাসের সম্পর্ক সন্ধান করার প্রয়োজন নেই।

Free @ www.eelm.weebly.com

হানাফী ছাড়া অন্য মাযহাবের মাসআলাগুলো কি বাতেল বা অনুত্তম

১৪৭. প্রশ্নঃ আমি জালালাইন জামাতের একজন ছাত্র। আমার মনে প্রায় সময় একটি প্রশ্ন জাগে যে, আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। যার ফলে যে কোনো মাসআলায় অন্য কোনো ইমামের সাথে মতানৈক্য হলে দলীল প্রমাণ দিয়ে আমাদের মাযহাবকে প্রমাণ করি এবং অন্য ইমামদের মাযহাবকে কখনো বাতেল আবার কখনো অনুত্তম বলে প্রমাণ করি। তাই আমার প্রশ্ন হল, অন্যান্য ইমামগণ কি সারা জীবন বাতেল বা অনুত্তম মাসআলার উপর আমল করেছেন এবং এরই দিকে জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন? আশা করি উক্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে উভয় জাহানে কল্যাণ দান করুন।

উত্তর ঃ ইমামগণের মাঝে ফুরুয়ী মাসায়েলের ব্যাপারে যেসব ইখতিলাফ সেসব তো হক-বাতেলের ইখতেলাফ নয়, বরং 'সওয়াব' ও 'খাতা'-র ইজতিহাদী ইখতেলাফ। কোনো মুহাক্কিক আলেম এ ধরনের মাসায়েলের দালিলিক আলোচনায় দলিলনির্ভর কোনো ইজতিহাদী রায়কে বাতেল বলেন না। কারণ এটি হলো রাজেহ-মারজুহের ইখতেলাফ। শাফেয়ী আলেমগণও ইখতেলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মতকে মারজুহ বা 'খাতা' বলে থাকেন। তাহলে কি ইমাম আবু হানীফা রহ. সারা জীবন মারজুহ বা খাতা কওলই প্রচার করে গেছেন? আসল কথা হলো, যেসব মাসআলায় কোন না কোন পর্যায়ে ইজতিহাদের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে প্রত্যেক মুজতাহিদ নিজে যে মতটিকে রাজেহ মনে করেন সেটির উপরই আমল করবেন। অন্য মুজতাহিদ সেটাকে মারজুহ বা খাতা বলার কারণে তার উপর আমল ছেড়ে দিলেই তিনি মারজুহ বা খাতার দিকে চলে গেলেন। তাই এ নিয়ে পেরেশানীর কোনো কারণ নেই। বিষয়টি যথাযথ অনুধাবন করতে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো মুতাআলা করুন।

১. 'ইখতিলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকীম' মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানবী (রহ.)। ২. 'আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ্দীন' শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা। ৩. 'আছারুল হাদীসিশ শরীফ ফিখতিলাফিল আইম্মাতিল ফুকাহা' শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা।

'রওযাতুল আদব'

১৪৮. প্রশ্ন ঃ ক. আমি এ বছর নাহবেমীর জামাতে পড়ি। জানতে চাচ্ছি, 'রওযাতুল আদব' কিতাবটি কোন নিয়মে পড়লে বেশি উপকৃত হব।

Free © www.eilm.weebly.com

খ. উক্ত প্রসঙ্গে আমার আরেকটি বেদনাদায়ক কথা হচ্ছে, আমাদেরকে কেউ কেউ বলে থাকেন, 'রওযা' হচ্ছে ভাষা শিখার কিতাব, সুতরাং ভাষা শিখার ক্ষেত্রে তারকীব বা শব্দের তাহকীক স্থগিত রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের কতক সাথী ভাইয়ের এ কথাটা বুঝে আসে না। তাঁরা বলে থাকেন 'তারকীববিহীন পড়ে শুধু ইবারত মুখস্থ করে আমাদের কী ফায়দা হবে?'

এখন আমি বিভিন্ন ধরনের কথায় চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আবেদন করছি, আমাকে এ বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়ে আমার দুশ্চিন্তা দূর করবেন।

উত্তর : ক–খ. 'রওযাতুল আদব' কিতাবের মুসান্নিফ মাওলানা মুশতাক আহমদ চরথালভী (রহ.) ভূমিকায় লিখেছেন যে, এই কিতাব নাহব-সরফ এর সাহায্য ছাড়া ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। যেহেতু এটা ছিল এ উপমহাদেশে এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রয়াস তাই কিতাবের উদ্দেশ্য পুরোপুরি হাসিল হয়নি। বিশেষত কিতাবের 'আলবাবুল আওয়ালে'র শিরোনামগুলো থেকে বোঝা যায়, তিনি এখানে কিছু নাহবী কায়েদার অনুশীলন করাতে চেয়েছেন। এজন্য এ অধ্যায়টি অনুশীলনের আঙ্গিকেই পড়া উচিত। অন্যান্য অধ্যায় 'আত-ত্বরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ', 'আততামরীনুল কিতাবী আলাত ত্বরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ', 'আলকিরাআতুল ওয়াজিহা', 'আলকিরাআতুর রাশিদা'র মতো কিতাবগুলোর নিয়মেই পড়া উচিত। কেননা এই কিতাবগুলো হচ্ছে প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার জন্য মৌলিক ও আদর্শ কিতাব। এই নিয়ম যদি আপনি আপনার উস্তাদের নিকট থেকে সরাসরি বুঝে নিতে পারেন তবে তা-ই ভালো হবে।

ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক কিতাবগুলোতে তারকীব এবং সরফী ও লুগাবী তাহকীকাতের চক্করে না পড়াই ভালো। এগুলোর জন্য ভিন্ন ক্ষেত্র ও ভিন্ন কিতাব রয়েছে।

আর ভাষা শিক্ষার কিতাবগুলো শুধু মুখস্থ করার জন্য নয়; বরং রীতি ও উপস্থাপনা অনুধাবন করে সকল বিষয় আত্মস্থ করার জন্য। এ কথাটা যদি আপনি ভালোভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন তাহলে 'তারকীব না বুঝে শুধু মুখস্থ করে কী লাভ'– এ প্রশ্ন আপনার মনে আর রেখাপাত করবে না।

মাফহুমে মুখালিফ এর হুজ্জিয়ত

১৪৯. প্রশ্ন ঃ ক. আমার জানার বিষয় মাফহুমে মুখালিফ সম্পর্কে। উসূলে ফিকহ থেকে আমরা জেনেছি, হানাফী মাযহাবে 'নুসূসে শরঈয়্যাহ'তে 'মফহূমে মুখালিফ'কে হুজ্জত মনে করা হয় না।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

কিন্তু আমরা হানাফী মাযহাবের অনেক কিতাবে অনেক 'ইস্তিদলাল' পাই যেগুলো থেকে বাহ্যত মনে হয় যে, 'মফহূমে মুখালিফ'কে হুজ্জত বানানো হয়েছে। যেমন: হিদায়াহ-এর ৩১১ পৃষ্ঠায়–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

এই আয়াত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে والتنصيص على العدد يمنع الزيادة এবং ৩০৮ পৃষ্ঠায় وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ এই আয়াত উল্লেখের পর বলা হয়েছে وذكر الاصلاب لإسقاط اعتبار التبنى এবং ৩১৮ পৃষ্ঠায় الانكاح الى العصبات -এই 'নস'কে 'আসাবা' ভিন্ন অন্যদের বিবাহ দানের অধিকার ছাবিত না হওয়ার উপর দলীল পেশ করা হয়েছে। এখন জানার বিষয় হল, এ সমস্ত আলোচনা দ্বারা বাস্তবে 'মফহুমে মুখালিফ'কে দলীল বানানো হয়েছে কি না। আর বানানো হলে আমাদের মাযহাবের দৃষ্টিতে এর সমাধান কী?

উত্তর ঃ ক. উসূলে ফিকহের বিশদ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়নের পাশাপাশি ওই গ্রন্থগুলোর 'মাসাদির' ও 'মাআখিয'-এর দিকেও যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে প্রতীয়মান হয় যে, 'নুসূসে শরঈয়্যাহ' এর 'মফহূম' কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না– এটা হানাফী মাযহাবের উসূল নয়। যদি 'কারাইনে খারিজিয়্যাহ' বা 'কারাইনে দাখিলিয়্যাহ' দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য 'কয়েদ'টি 'ইহতিরাযী', এছাড়া এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা হিকমত নেই তাহলে 'মফহূম' হুজ্জত হিসেবে গণ্য হবে এবং এর মাধ্যমে দলীল দেওয়া যাবে। 'কারাইনে খারিজিয়্যাহ'তে 'ইজমা' এবং 'ফাহমে মুতাওয়ারাছ'ও অন্তর্ভুক্ত। আর যেখানে 'কারাইন' দ্বারা এ 'কয়েদ' আরোপের অন্য কোনো হিকমত প্রমাণিত হয় সেখানে তা হুজ্জত হিসেবে গণ্য হবে না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে রাখা উচিত যে, 'মফহূমে মুখালিফ' হুজ্জত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে আলোচ্য নসে বিপরীত দিকটি 'মাসকূত আনহু' পর্যায়ে থাকবে। এ দিকের বিধান অন্যান্য 'নসে' কিংবা 'কাওয়ায়েদে শরীয়তে'র মধ্যে তালাশ করতে হবে।

যদি অন্যান্য 'নস' ও 'কাওয়াইদে মুসাল্লামা' দ্বারা ওই হুকুমই প্রমাণিত হয়, যা আলোচ্য নসের 'মাফহূম' থেকে পাওয়া যাচ্ছিল তাহলে এটাও এ বিষয়ের 'করীনা' হবে যে, এখানে 'মাফহুমে মুখালিফ' বিবেচিত ও গ্রহণযোগ্য হচ্ছে।

Free © www.e-ilm.weebly.com

দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রশ্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যদি 'মফহূমে আদদ' বিবেচনায় না আনা হয় তাহলে অর্থ এই হবে যে, এখানে চারের বেশি সংখ্যার কথা অনালোচিত, কিন্তু এই মূলনীতি সর্বজন স্বীকৃত যে,

الأصل في الأبضاع التحريم

অতএব চারের অধিক সংখ্যাগুলো 'হুরমতে'র অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাহলে আলোচ্য আয়াত থেকে উপরোক্ত বিষয়টি এভাবেও পেশ করা যায় যে, 'বৈধতা ও হালাল হওয়ার বিধান চার পর্যন্ত পাওয়া গেল, এরপরে আর পাওয়া যায়নি।

والأصل هنا التحريم

হেদায়ার হাদীস

১৫০. প্রশ্ন ঃ খ. হিদায়াগ্রন্থকার অনেক হাদীসকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন অথচ তার অনেকগুলো হাদীস নয়। আবার অনেক হাদীস ঐ লফজে পাওয়া যায় না। তাহলে এভাবে ইসতিদলাল করা সহীহ হবে কি না? এবং তাঁর মতো একজন বড় ফকীহ থেকে এভাবে ইসতিদলাল করার ব্যাপারে আমরা কী জওয়াব দিতে পারি?

উত্তর ঃ খ. হিদায়া ও তার হাদীস সম্পর্কে আমি এ বিভাগেই একাধিকবার লিখেছি। অনুগ্রহপূর্বক ওই আলোচনাগুলো পড়ে নিন। এর সঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ-এর কিতাব 'আসারুল হাদীসিশ শরীফ ফিখতিলাফিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা' কিংবা 'নাসবুর রায়াহ'-এর দারুল কিবলা, জিদ্দা থেকে প্রকাশিত সংস্করণে তার লিখিত 'মুকাদ্দিমা' মুতালাআ করুন।

এ প্রসঙ্গে সারকথা হচ্ছে, তাহকীক করলে দেখা যায়, এমন রেওয়ায়েতের সংখ্যা বেশি নয়। আর যে রেওয়াতগুলো এ পর্যায়ের রয়েছে তা না সংশ্লিষ্ট বিধানে কোনোরূপ প্রভাব ফেলে আর না ছাহিবে হিদায়ার ইলম ও কামালকে প্রশ্নযুক্ত করে। কেননা ওই বিষয়গুলোতে অন্যান্য দলীল রয়েছে আর ছাহিবে হিদায়ার সকল 'মাসাদির' আমাদের নিকটে নেই। এ বিষয়টি খুবই যুক্তিসঙ্গত; বরং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকেও প্রমাণিত যে, আমরা যদি ওই মাসাদির পেয়ে যাই তাহলে এই রেওয়ায়াতগুলো যে শব্দে ছাহিবে হিদায়া উল্লেখ করেছেন সে শব্দেই অন্তত 'কাবেলে ইস্তিশহাদ' সনদে পেয়ে যাব।

Free@www.eilm.weebly.com

হেদায়া ও অন্য কিতাবের কয়টি শরহ মুতালাআ করবো?

১৫১. প্রশ্ন ঃ গ. আমরা এ বছর হিদায়া পড়ছি। হিদায়া এর মাসআলা ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য আমরা বিভিন্ন কিতাব দেখি। যেমন 'ফাতহুল কাদীর', 'নাসবুর রায়াহ', 'হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন' ইত্যাদি। তাফসীরের ক্ষেত্রে 'তাফসীরে ইবনে কাসীর', 'তাফসীরে কুরতুবী' ইত্যাদি।

এভাবে বিভিন্ন কিতাব দেখা আমাদের জন্য লাভজনক হবে কি না। হলে এর লাভ সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ গ. এক দু'টি কিতাব সবকের সঙ্গে নিয়মিত মুতালাআ করুন। যেমন 'ফাতহুল কাদীর', 'আলইনায়া', 'নাসবুর রায়াহ', ('বুগয়াতুল আলমাঈ' ও 'মুনয়াতুল আলমাঈ'সহ)। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্যান্য কিতাবের মুরাজাআত করুন।

যদি ভালো স্বাস্থ্য ও বুলন্দ হিম্মতের অধিকারী হয়ে থাকেন তাহলে প্রশ্নোক্ত সবগুলো কিতাবই মুতালাআযোগ্য। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিন। সবকের সঙ্গে যে পরিমাণ সম্ভব হয় আলহামদুলিল্লাহ, অবশিষ্টটুকু অন্য সময় হতে পারবে।

আর এ কিতাবগুলোর বৈশিষ্ট্য, সেটা অধ্যয়ন অব্যাহত রাখলে সংক্ষিপ্তভাবে উপলব্ধিতে এসে যাবে। বিশদ আলোচনার ফুসরত এখন নেই। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন তাহলে অন্য কোনো সময়ে সে সম্পর্কে আরজ করব ইনশাআল্লাহ।

আরেকটি কথা, এক প্রশ্নে সাত-আট কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে এক দু'টি কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে সুবিধা হয়। আল্লাহ তাআলা আপনাকে ও আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

অন্য মাযহাবের তুলনায় শাফেয়ী মাযহাবের মুকারানা আধিক্যের কারণ

১৫২. প্রশ্ন ঃ ক. আমাদের ফিকহের কিতাবে বিশেষত দরসী কিতাবে আমাদের সাথে কেবল ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাবকে মুকারানা করা হয় কেন? অন্য দুই মাযহাবের ব্যাপারে তো এমন মুকারানা করা হয় না।

উত্তর ঃ ক. অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় এই দুই মাযহাবে লেখক-গ্রন্থকার বেশি হয়েছেন এবং 'মানহাজে ইসতিদলালে'র ক্ষেত্রে অন্য দুই মাযহাবের

Free @ www.eilm.weebly.com

তুলনায় শাফেয়ী মাযহাবের সঙ্গে পার্থক্য অধিক। তাছাড়া কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ইলমী শহরে দুই মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ পাশাপাশি অবস্থান করেছেন, যারা মুনাযারা ও ইলমে জাদালে অধিক পারদর্শী ছিলেন। এ ধরনের আরো অনেক বিষয় আছে, যা উপরোক্ত বিষয়ের কারণ হয়েছে। কিন্তু 'ফিকহে মুকারানের' বিশদ গ্রন্থসমূহে এই মুকারানা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ না শাফেয়ী মাযহাবের সঙ্গে সীমাবদ্ধ, আর না তার সঙ্গে বেশি।

হিদায়ার জন্য জামে' সগীরের মতন চয়নের কারণ

১৫৩. প্রশ্ন ঃ খ. ছাহিবে হিদায়া ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর কিতাবসমূহের মধ্য থেকে 'আল জামিউস সাগীর'-এর মতন নির্বাচন করার কোনো উদ্দেশ্য আছে কি?

উত্তর ঃ খ. 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর কিতাবের মধ্যে 'আলজামিউস সাগীর' তিন বিষয়ে স্বাতন্ত্রের অধিকারী। ১. এ কিতাবের উপস্থাপনা রচনামূলক এবং সহজবোধ্য। ২. এতে ফিকহের অধিকাংশ মৌলিক শিরোনাম সন্নিবেশিত হয়েছে। ৩. এতে প্রত্যেক শিরোনামের বুনিয়াদী মাসাইল উল্লেখিত হয়েছে, 'ফুরূয়ে মুখাররাজা' এ কিতাবের বিষয়বস্তু নয়।

'কিতাবুল আসল'-এ মাসাইল অনেক, কিন্তু উপস্থাপনা সম্বোধনধর্মী। 'আলজামিউল কাবীর' ও 'আযযিয়াদাত'-এর বিষয়বস্তু হল 'ফুরূয়ে মুখাররাজা'। আর 'আসসিয়ার' গ্রন্থে শুধু 'কিতাবুল জিহাদ' ও আলকানূনুদ দুয়ালী' সংক্রান্ত মাসাইল রয়েছে।

'বিদায়াতুল মুবতাদী' গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল, সালাফের সহজবোধ্য ভাষায় ফিকহী অধ্যায়গুলোর বুনিয়াদী মাসাইল সংকলিত করা। তো এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 'আলজামিউস সাগীর' ও 'মুখতাসারুল কুদূরী'র চেয়ে উপযোগী গ্রন্থ আর কী হতে পারত?

হেদায়ার হাদীস নিয়ে আরেকটি সংশয়

১৫৪. প্রশ্ন ঃ গ. আমরা বিগত মাসের 'আলকাউসার' পাঠ করে জানতে পারলাম– ছাহিবে হিদায়া তাঁর হিদায়াগ্রন্থে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সনদসহ বর্ণিত। কিন্তু মুতাকাদ্দিমীনের কিতাব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে এর সনদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে বর্তমান তাখরীজকারগণ এসব হাদীসের ব্যাপারে 'লাম আজিদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

Free © www.eilm.weebly.com

এর থেকে আমাদের মনে যেসব সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে হুযুরের নিকট তা নিরসনের দরখাস্ত করছি– ১. আমরা জানি, আল্লাহর দ্বীন মাহফুজ। আর দ্বীন মাহফুজ হওয়ার অর্থ হল কুরআন-হাদীস মাহফুজ। আর হাদীস মাহফুজ হলে তা সনদসহ মাহফুজ হবে। তাহলে সনদ বিলুপ্ত হবে কীভাবে। আর সনদ বিলুপ্ত হলে হাদীস সংরক্ষিত থাকার অর্থ কী?

২. আমরা জানি, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হুবহু লফজে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একই হাদীস কয়েক সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং একটা সনদ যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে আর এক সনদে তো হুবহু হাদীসটি পাওয়া যাবে। কিন্তু যেসব হাদীসের ব্যাপারে 'লাম আজিদ' বলা হয় তা তো কোনো হাদীসের কিতাবে হুবহু লফজে পাওয়া যায় না। অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এর সমার্থক হাদীস পাওয়া যায়। এর থেকে কেউ কেউ বলেন যে, তিনি 'রিওয়ায়েত বিল মা'না' করেছেন। এই দুই মতকে আমরা কীভাবে দেখব এবং প্রথম মতটি নিলে প্রশ্নগুলোর সমাধান কী হবে? আল্লাহ তাআলা হুযুরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উত্তর ঃ গ. হাদীস ও সুন্নাহ বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন থেকে 'রিওয়ায়েত বিল মা'না'র প্রমাণ রয়েছে। (আল-কিফায়া ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, লিল খতীব, পৃ. ২৩৯–২৪৭ আলমুহাদ্দিসুল ফাসিল, রামাহুরমুযী পৃ. ৫৩৩–৫৩৭; আলফুসূল ফিল উসূল লিল জাসসাস খ. ৩, পৃ. ২১১)

হাদীসের ইমামগণের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহ.) এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। ছাহিবে হিদায়াও সম্ভবত করে থাকেন। কিন্তু তাঁর রেওয়ায়াতকৃত যে হাদীসগুলোতে 'রিওয়ায়েত বিল মা'না' বিদ্যমান রয়েছে, অপরিহার্য নয় যে, সবক্ষেত্রে তিনিই তা করেছেন; বরং অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, ছাহিবে হিদায়া যে 'মাসাদির' থেকে হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন সেখানে তা এভাবেই রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো শিক্ষা 'বিল মা'না' সংরক্ষিত হলে তাতেও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। আর 'জাওয়ামিউল কালিম' ছাড়া অন্যান্য হাদীসের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিষয়বস্তুর নির্দেশনা প্রদান। অন্যথায় কুরআনের মতো হাদীসও 'শব্দ' ও 'মর্মে'র সমষ্টির নাম হত। বলাবাহুল্য, বিষয়টি এমন নয়।

এরপর 'যায়লায়ী' ও 'ইবনে হাজার'-এর মতো দুই ইমামের অনেক 'লাম আজিদ' (পেলাম না) এক 'ইবনে কুতলুবুগা'ই যখন 'ওয়াজাদতুহু' (পেয়েছি)

Free @ www.eilm.weebly.com

বানিয়ে দিয়েছেন তখন শুধু কারো না-পাওয়ার ভিত্তিতে আপনি কীভাবে বলতে পারেন যে, উক্ত হাদীসটি সংরক্ষিত থাকেনি। হাদীসের সংরক্ষণ পদ্ধতি তো কুরআনের সংরক্ষণ-পদ্ধতির মতো নয় যে, মকতব-হিফযখানার প্রত্যেক তালিবে ইলম এবং সকল মাদরাসার সকল ছাত্র-শিক্ষকেরই তা জানা থাকবে। এটা তো কুরআনের বৈশিষ্ট্য। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনে করণীয়

১৫৫. প্রশ্ন ঃ বর্তমান যুগে কিছু আধুনিক শিক্ষিত লোক তাদের কলমকে ইসলামের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তাই আমার ইচ্ছা আমি বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করে তাদের সঠিক জবাব দিব ও সমস্ত বাতিল ফেরকার মোকাবিলা করব ইনশাআল্লাহ। তাই জনাবের নিকট এ বিষয়ে সুপরামর্শের অনুরোধ রইল।

উত্তর ঃ অত্যন্ত মুবারক ও উঁচু লক্ষ্য। আল্লাহ তাআলা আপনাকে কামিয়াব করুন। এ প্রসঙ্গে আপনাকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে :

১. কোনো উস্তাদকে তালীমী মুরব্বী হিসেবে গ্রহণ করুন এবং তাঁর রাহনুমানয়ী মোতাবেক ইলমী সফর জারি রাখুন।

কিতাবী ইসতি'দাদ অর্জন করার দিকে মনোযোগী হোন। লেখনীর সাহায্যে আপনি জাতিকে যা দিবেন তা আপনাকে কিতাব থেকেই আহরণ করতে হবে। এজন্য কিতাব বোঝার দিক থেকে আপনার মধ্যে কোনো দুর্বলতা থাকা উচিত নয়।

২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মেহনত অব্যাহত রাখার জন্য অবশ্যই কোনো একজন রাহনুমা গ্রহণ করুন। আপনাদের কাছে ড. মাওলানা আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন আছেন। তাঁর নির্দেশনা নিন। হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর 'পুষ্পসমগ্র' একটি যিন্দা রাহনুমা কিতাব। আপনার সংগ্রহে নিশ্চয়ই তা আছে। ভূমিকায় উল্লেখিত নির্দেশনা মোতাবেক ওই সমগ্র থেকে ইস্তেফাদা করুন। এর মাধ্যমেই সফরের উত্তম সূচনা হতে পারে।

পারিবারিক দ্বীনি তালিমের জন্য করণীয়

১৫৬. প্রশ্নের ভূমিকা ঃ আমি দাওরা হাদীসের ছাত্র। ইচ্ছা ছিল দাওরা হাদীসের পর আরো পড়বো। কিন্তু সমস্যা থাকার কারণে আর হয়তো

Free @ www.eilm.weebly.com

পড়াশোনা করা হবে না। তাই আপনার নিকট নিম্নোক্ত বিষয়ে পরামর্শ চাচ্ছি। আশা করি সুন্দর পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করবেন।

প্রশ্ন ঃ ক. আমি দ্বীনি তালীমের খেদমত করতে চাই। আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে দ্বীনি তালীমের জন্য কবুল করেন এবং আমার পরিবারে দ্বীনি ইলমের শেখা-শেখানোর সিলসিলা জারি রাখেন– এজন্য আমি কী করতে পারি, আমার করণীয় কী?

উত্তর ঃ ক. ঘরে দৈনিক তালীমের ধারাবাহিকতা আরম্ভ করুন। অন্তত একবার করে হলেও দিন-রাতের কোনো সময়ে ঘরে তালীম হওয়া প্রয়োজন। আর এর সূচনা হতে পারে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ (রহ.)-এর কিতাব "মুনতাখাব আহাদীস" এবং মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ.)-এর "নবীয়ে রহমত"-এর মাধ্যমে।

নিজের ও আত্মীয়-স্বজনদের সন্তানদের জন্য দ্বীনি তালীমের উদ্যোগ গ্রহণ করুন। আর নিজের ইলমকে তাজা রাখার জন্য দৈনিক অল্প অল্প করে একটি নির্ধারিত নিসাব মুতালাআয় রাখুন, এটা আপনার তালীমী মুরুব্বীর পরামর্শক্রমে নির্ধারিত হলে ভালো হয়। দরস-তাদরীসের সিলসিলা তো অবশ্যই অব্যাহত থাকবে। সেগুলোর হক আদায় করার চেষ্টা করুন।

তাহাজ্জুদের প্রতিবন্ধক

১৫৭. প্রশ্ন ঃ খ. অতীতের সকল আল্লাহওয়ালা ও বুযুর্গান ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত আদায় করার পর তিনটি ইবাদতে সব সময় লিপ্ত থাকতেন। ১. সারা রাত বিশেষ করে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা এবং আল্লাহর দরবারে গুনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করা। ২. অধিক হতে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা। ৩. সবসময় আল্লাহর স্মরণে যিকির করা। দুই ও তিন নম্বর আমল যদিও অনিয়মিত করে থাকি কিন্তু প্রথম আমলটি অর্থাৎ রাত জেগে নফল নামায পড়া ও কান্নাকাটি করার জন্য মনকে কখনও প্রস্তুত করতে পারি না। এখন আমি কি করলে আমার নিকট এই তিনটি আমলসহ প্রতিটি কাজে সুন্নত পালন করা প্রিয় হবে এবং এই আমলগুলো করার জন্য আরামের বিছানা ছেড়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারব প্রতিদিন?

উত্তর ঃ খ. এ প্রসঙ্গে হযরত পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহুম আমাদেরকে ১০ জুমাদাল উলা বুধবার সাপ্তাহিক ইসলাহী মজলিসে এই নসীহত করেছেন যে, তাহাজ্জুদের প্রতিবন্ধকগুলো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। যেমন

একটি বিষয় হল, ঘুমাতে বিলম্ব করা। এটা তাহাজ্জুদের জন্য প্রতিবন্ধক। অতএব ঘুমাতে বিলম্ব করা উচিত নয়। যে কাজ প্রথম রাতে করার কারণে ঘুমাতে দেরি হয় তা শেষ রাতে করা যায়। দ্বিতীয় বিষয় হল, রাতে বেশি খাওয়া। এটা পরিহার করা উচিত। তৃতীয় বিষয় হল, ঘুমানোর সময় তাহাজ্জুদের যওক শওক অন্তরে না থাকা। এজন্য শোয়ার সময় তাহাজ্জুদের জন্য ওঠার নিয়ত এবং তাহাজ্জুদের যওক শওক অন্তরে হাজির করা উচিত। আর সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল গুনাহ। এজন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ইহতিমাম করা এবং শোয়ার সময় তওবা-ইস্তিগফার করে শয্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।

সর্বশেষ কথা এই যে, আপনি প্রথম দিকে এমন করতে পারেন যে, সুবহে সাদিকের পনেরো বা দশ মিনিট আগে জাগ্রত হওয়ার চেষ্টা করবেন। ওযু করে যদি দুই রাকাআত পড়ারও সুযোগ হয় কিংবা সুবহে সাদিকের আগে দু'চার বার আল্লাহর নাম নেওয়ার বা কোনো সংক্ষিপ্ত দুআ করার সুযোগ হয় তাহলেও ইনশাআল্লাহ তাহাজ্জুদের ছওয়াব পাওয়া যাবে। এভাবে সহজভাবেই এ বিষয়টির সূচনা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাকেও তাওফীক দান করুন, আপনাকেও তাওফীক দান করুন এবং আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

কিছু 'আখলাকে রাযীলা' থেকে মুক্তির উপায়

১৫৮. প্রশ্ন ঃ গ. হুযুর আমার ভিতর কয়েকটি খারাপ অভ্যাস আছে। যা আমি শত চেষ্টা করেও পরিত্যাগ করতে পারি না। যার কারণে মানুষের কাছে আমি অনেক সময় অপমানিত হই।

১. বেশি বেশি ও অনর্থক কথা বলা।

২. অপরের গীবত করা, ৩. অন্যকে ছোট ভাবা ইত্যাদি। হাশরের ময়দানে এই গুনাহের কারণে যেন অপমানিত না হই এর জন্য সুপরামর্শ দিবেন।

উত্তর ঃ গ. "আখলাকে রাযীলা" থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোনো বুযুর্গের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করুন। "মিশকাত শরীফ" বা "রিয়াযুস সালেহীন" থেকে আখলাক ও আদাবে বাতেনী বিষয়ক হাদীসগুলো আমলের নিয়তে মনোযোগের সঙ্গে মুতালাআ করুন। আকাবিরের ইসলাহী রাসাইল ও মাওয়ায়েজও মুতালাআ করুন। কেননা, এগুলো কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর "ইসলাহী খুতুবাত" ও "ইসলাহী মাওয়ায়েজ" সহজ ও সর্বজনবোধ্য। তদ্রূপ মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের মাওয়ায়েজ।

Free © www.eilm.weebly.com

Free © www.e-iqra.weebly.com

অধিক কথা বলার চিকিৎসার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস সামনে রাখুন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

হাকীমুল উম্মত এই হাদীসের উপর সহজভাবে আমল করার জন্য এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, কোনো কথা বলতে ইচ্ছা হলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলবে না; বরং প্রথমে চিন্তা করবে যে, এ কথায় দ্বীনি বা দুনিয়াবী কী উপকার রয়েছে। যদি কোনো উপকার নজরে আসে তাহলে বলবে অন্যথায় চুপ থাকবে। এভাবে কিছুদিন চেষ্টা করতে থাকলে অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার অভ্যাস তৈরি হয়ে যাবে।

دل زیر گفتن بمیرد در بدن – گرچه گفتارش بود در عدن

গীবতের চিকিৎসা বুযুর্গরা এই দিয়েছেন যে, কখনো কারও গীবত করার ইচ্ছা হলে নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে নজর ফেরাবে এবং মনে মনে নিজের গীবত শুরু করবে। ইনশাআল্লাহ এতে গীবতের প্রবণতা দূর হয়ে যাবে।

অন্যকে তুচ্ছ মনে করা তো 'কিবর'-এর অত্যন্ত মারাত্মক পর্যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তা থেকে মাহফুয রাখুন। এর প্রাথমিক চিকিৎসা এই যে, অন্যের গুণ এবং নিজের দোষ-ত্রুটি দেখতে থাকুন আর নিজের যোগ্যতাসমূহের বিষয়ে বাস্তব অবস্থা চিন্তা করুন। এসব যোগ্যতার বাস্তব অবস্থা তো এই যে, আল্লাহ এগুলো কোনো রকম যোগ্যতা ছাড়া শুধু তার ফযল ও করমে দান করেছেন। আর যখনই তিনি ইচ্ছা করবেন তা উঠিয়েও নিতে পারেন। যে সব গুনাহের কারণে মানুষ এগুলো থেকে বঞ্চিত হয় তার মধ্যে সবচে ভয়াবহ হলো কুফর ও কিবর। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিদায়াত করুন। আমীন।

সুন্দর হস্তলিপি অর্জনে করণীয়

১৫৯. প্রশ্ন ঃ জনাব! আমরা কয়েকজন নাহবেমীর জামাতের ছাত্র। বেফাকে ভালো ফলাফল করা এবং বাংলা, আরবী হাতের লেখা আকর্ষণীয় করার জন্য কিছু পরামর্শ ও কানুন আপনার নিকট জানতে আগ্রহী। হাতের লেখা সুন্দর করা সম্পর্কে কোন কিতাব বেরিয়ে থাকলে তাও জানতে আগ্রহী।

এ'রাব দিয়ে কিতাব পড়ার যোগ্যতা কীভাবে অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কেও জানতে চাই।

Free © www.eilm.weebly.com

পরিশেষে আমাদের সার্বিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে আপনার একান্ত দোয়া কামনা করছি।

উত্তর ঃ একবার হযরত খতীব ছাহেব (রহ.) (সাবেক খতীব, বায়তুল মুকাররম ঢাকা, হযরত মাওলানা উবায়দুল হক রহ. (১৪২৮ হিজরী) মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন। দীর্ঘ বয়ানের শেষের দিকে তিনি যে কথা গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন তা এই যে, মানতিক শাস্ত্রে ইনসানের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'হাইওয়ানে নাতিক' তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে 'হাইওয়ানে কাতিব' হওয়ারও চেষ্টা করবে। আর লেখার ক্ষেত্রে সুন্দর হস্তলিপি, বানান শুদ্ধতা এবং ভাষার বিশুদ্ধতা এই তিন বিষয়ে মনোযোগী হবে।

সুন্দর হস্তলিপির জন্য মূল কথা হল অভিজ্ঞ কাতিবের তত্ত্বাবধানে মশক করা। এ বিষয়ে অনেক কিতাবও রয়েছে, কিন্তু শুধু কিতাব সামনে রাখা যথেষ্ট নয়। অভিজ্ঞ কাতিবের নেগরানীতে মশক করা এবং অধ্যাবসায়ের সাথে নিয়মতান্ত্রিক মেহনত জারী রাখা আবশ্যক। প্রথমে হরফ এরপর শব্দ এরপর বাক্য এভাবে পর্যায়ক্রমিক অনুশীলন অব্যাহত রাখলে ইনশাআল্লাহ ফায়েদা হবে।

এরপরও দু'একটি কিতাবের নাম জানিয়ে দেওয়ার জন্য স্নেহের মৌলভী হামীদুল্লাহ সিলেটীকে ফোন করেছিলাম। তিনি এক সময় এ বিষয়ে মেহনত করেছেন। এ বিষয়ে তার সংগ্রহে যেসব কিতাব ছিল তার প্রায় সবগুলোর নাম আমাকে বলেছেন। কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করে দিচ্ছি :

১. নিজে আরবী লেখি (আরবী...) মাওলানা মুহাম্মদ বেলাল, যাত্রাবাড়ী মাদরাসা, ঢাকা।

২. 'আশরাফুত তাহরীর' মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ মাসরুর ইসলামাবাদী।

৩. 'খততে রুক'আ কেউ আওর ক্যায়সে সীখেঁ, হযরত মাওলানা নূরে আলম খলীল আমীনী, দারুল উলূম দেওবন্দ।

৪. হাদিত তলাবা ইলা খাততির রুকআ' (আরবী-বাংলা-জাদীদ লেখা নির্দেশনা) মাওলানা রফীকুল হক মাদানী, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বসুন্ধরা।

উপরোক্ত কিতাবগুলো এবং এ ধরনের আরও কিতাব আমাদের দেশের বড় কুতুবখানাগুলোতে পাওয়া যাবে। এছাড়া হাসান কাসেম কৃত বিভিন্ন আরবী খতের একটি সিরিজ দারুল উলূম বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যা 'সিলসিলাতুল ফুনুনিল আরাবিয়্যা আল ইসলামিয়া' নামে পাওয়া যায়। তার 'আলখাততুল আরাবী আলকুফী' পুস্তিকা রয়েছে। সুন্দর হস্তলিপির অনুশীলনের

Free@www.e-ilm.weebly.com

ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে লেখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য অনুশীলনের সময় এ বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া জরুরি। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় বিশেষ মনোযোগের দাবিদার।

ক. হরফের গঠন ও নুকতা পরিষ্কার করে লেখা এবং যে অক্ষরগুলো ভিন্নভাবে লিখতে হয় সেগুলো সংযুক্ত না করা।

খ. প্রত্যেক হরফ 'রাসমুল খত' অনুযায়ী লেখা। যথা– 'হামযা'র রাসমুল খত বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম। অতএব কোন অবস্থায় রাসমুল খত কী তা অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মস্থ করে নেওয়া উচিত।

রাসমুল খত বিষয়ে আল্লামা আবদুস সালাম হারুন (রহ.) কৃত 'কাওয়াইদুল ইমলা' পাঠ করলে উপকৃত হওয়া যাবে। সেটা পাওয়া না গেলে কিংবা প্রাথমিক অবস্থায় কঠিন বোধ হলে মাওলানা সাঈদ মিসবাহ কৃত 'কাওয়াইদুল ইমলা' অধ্যয়ন করা যায়। এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মুহাম্মদপুরে তাঁর মাদরাসায় পাওয়া যেতে পারে।

গ. যতিচিহ্ন ব্যবহার করা এর মাধ্যমে রচনা পাঠ ও অনুধাবন সহজ হয়। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ পুস্তিকা আহমাদ যকী বাশা কৃত 'আততারকীম ওয়া আলামাতুহ'। তবে উত্তম হল, কোনো উস্তাদের নিকট থেকে যতিচিহ্ন ও তার প্রয়োগ ভালোভাবে বুঝে ডায়রীতে নোট করে নেওয়া। এরপর লেখার সময় মনোযোগের সঙ্গে প্রয়োগ করা। মাওলানা সাঈদ মিসবাহ (যীদা মাজদুহুম) এর পুস্তিকাতেও যতিচিহ্ন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

বিশুদ্ধ পঠনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক কিতাবগুলো বারবার অধ্যয়ন করা উচিত। নাহবেমীর বা এ পর্যায়ের কোনো ভালো কিতাব থেকে কাওয়ায়েদ বুঝে নিয়ে অনুশীলনের আঙ্গিকে বারবার পড়া দ্বারা এ যোগ্যতা পাকা হতে থাকবে।

তলবহীন ছাত্রজীবন শেষে তাদরীসের জীবনে করণীয়

১৬০. প্রশ্ন ঃ হুযুর! আমি একজন তাকমীল পড়ুয়া মধ্যম দরজার ছাত্র। ২০ বছর বয়সে তাকমীল পড়ি। তাকমীল পর্যন্ত পড়লেও বয়স কম হওয়ার কারণে দরসী কিতাবগুলো অনেকাংশেই বুঝতে সক্ষম হইনি। তাছাড়া মনোযোগের অভাবও যথেষ্ট ছিল। কারণ ইলম তলবের মাকসাদই বুঝিনি। বর্তমান আমার যোগ্যতা সরফ-এর ক্ষেত্রে যা আছে তাতে পাঞ্জেগাঞ্জ-ইলমুছছীগা পড়াতে পারব ইনশাআল্লাহ। নাহব ও মানতেকে কিছুটা ধারণা আছে। তবে এখন নাহু-সরফ মুতালাআ করলে আগের চেয়ে কিছুটা ভালো বুঝতে পারি আলহামদুলিল্লাহ।

Free © www.eilm.weebly.com

এখন আমার কথা হলো, কি করলে বা কোন কোন কিতাব পড়লে আমি যোগ্য আলেম হতে পারব। অর্থাৎ আমি নিচের কিতাব বা বিষয়গুলো সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করতে পারব? কিতাবগুলো হলো : ১. হেদায়া, ২. নূরুল আনোয়ার, ৩. শরহে তাহযীব, ৪. উসূলুশ শাশী, ৫. মুখতাসারুল মাআনী, ৬. শরহে আকায়েদ, ৭. সিরাজী এবং আমার জন্য কি ইফতা পড়া সম্ভব হবে? সম্ভব হলে কীভাবে? মেহেরবানী করে জানালে খুব খুশি হব। কারণ এ ব্যাপারে আমি হতাশায় আছি।

উত্তর ঃ এটাই হলো আমাদের তালিবে ইলম সমাজের সাধারণ ব্যাধি। তারা তলবহীন তালিবে ইলম। আফসোসের বিষয় এই যে, এ ব্যাধি সম্পর্কে বারবার সাবধান করা হলেও তাদের গাফলতের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। এরপর যখন সময় গড়িয়ে যায়, তখন আফসোস করতে থাকে। আপনাকে এজন্য মুবারকবাদ দিচ্ছি যে, আপনি নিজের ভুল বুঝতে পারছেন। তদুপরি সাহস না হারিয়ে মেহনত জারি রাখার সংকল্প করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সাহায্য করুন। আমীন।

এখন আপনার করণীয় কী– এ বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা আপনার কোনো উস্তাদই দিতে পারেন, যিনি আপনার অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আমি সংক্ষেপে এটুকু বলছি যে, কোথাও যদি আপনার তাদরীসের ব্যবস্থা হয়ে থাকে তাহলে কোনো অভিজ্ঞ উস্তাদের নিকট থেকে প্রতিদিনের সবক বুঝে নিবেন। ছাত্রদের মতো ইয়াদ ও অনুশীলনের মাধ্যমে সবক খুব ভালোভাবে রপ্ত করবেন। উস্তাদের নিকট থেকে তাদরীসের পন্থা বুঝে নিবেন। এরপর দরসগাহে গিয়ে ছাত্রদেরকে পড়াবেন। এভাবে দরসগাহে উস্তাদ আর দরসগাহের বাইরে কোনো পুরানো উস্তাদের শাগরিদ হিসেবে মেহনত অব্যাহত রাখুন। এভাবে যদি প্রাথমিক কিতাবগুলো এক এক করে বারবার পড়াতে থাকেন তাহলে ইনশাআল্লাহ কিতাবী ইস্তেদাদ পয়দা হবে এবং ইলমী তারাক্কী সহজ হবে। প্রশ্নোক্ত কিতাবগুলোও তখন বুঝে আসতে থাকবে।

অথবা আলাদাভাবে কারো কাছে 'আসসাফফুল ই'দাদী' (মাদরাসাতুল মাদীনাহ)-এর নিসাব পড়ে তারই পরামর্শক্রমে সামনে অগ্রসর হতে থাকুন।

কওমী মাদরাসার নেছাব সংস্কার নিয়ে দুটি প্রশ্ন

১৬১. প্রশ্ন ঃ ক. সম্প্রতি অনেকে বেশ জোরালোভাবে কওমী মাদরাসার শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তনের দাবি তুলছেন। আবার অনেকে বলছেন, স্কুলের

Free@www.e-iqra.weebly.com

দশম শ্রেণী পর্যন্ত সবগুলো বই মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত করতে হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মাদরাসা সিলেবাসভুক্ত কিছু কিতাব বাদ দিতে হবে। সিলেবাসভুক্ত কিতাবগুলোর মধ্যেও আমূল সংস্কার করতে হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু উচ্চ শিক্ষার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোর উপর তাই প্রাথমিক শিক্ষার ভিত নড়বড়ে হয়ে গেলে উচ্চ শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং মাদরাসার সিলেবাস সংস্কার করলে সেই ভয়ানক আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হয় কি না বা শিক্ষার্থীরা ফল লাভে সক্ষম হবে কি না এ ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

খ. বর্তমানে মাদানী নেসাবের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? এই নেসাবে পড়লে কি মুহাক্কিক আলেম হওয়া যাবে? জানতে ইচ্ছুক।

আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

উত্তর ঃ ক. মেরে মুহতারাম! নেসাবের বিষয়টি অতি সংবেদনশীল। এরপর এটি বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয়। শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা কিংবা নিছক পর্যালোচনামূলক বহস এক্ষেত্রে মোটেই ফলদায়ক নয়। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা বড়দের কর্তব্য। আর একটি পর্যায় পর্যন্ত তারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা অব্যাহতও রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা কল্যাণের পথ সুগম করুন এবং সকল প্রকার কল্যাণ আমাদেরকে দান করুন।

এ বিষয়ে আপনার আগ্রহ থাকলে আকাবিরের কিছু কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেন। যথা– মুফতী যায়েদ মাজাহেরী সংকলিত 'মুখতালিফ উলূম ওয়া ফুনুন কা নিসাব' (আয ইফাদাতে হাকীমুল উম্মত রহ.)।

'হামারা তা'লীমী নেজাম' হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম, 'দ্বীনী মাদারেস, নিসাব ওয়া নিজামে তা'লীম আওর আসরী তাকাযে' সংকলনে মাওলানা ডা. হাফেয হাক্কানী মিয়াঁ কাদেরী। এতে ১৯৬৮ সালে দিল্লীতে এবং ১৯৯০ খৃস্টাব্দে করাচী ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সেমিনারের কার্যবিবরণী, প্রবন্ধ ও আলোচনা সংকলিত হয়েছে।

খ. মাদানী নেসাবের পূর্ণ কাঠামো (যা অন্তত ষোল বৎসরের নেসাব) এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। শুধু মধ্যবর্তী একটি অংশ কয়েক বছর যাবৎ কার্যকর হয়েছে কিন্তু সেটাও নেসাব প্রণেতার পরিকল্পনার পূর্ণ রূপটি ধারণ করেনি। আমি যদ্দূর জানি, এ পর্যন্ত অর্জিত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এটি তার লক্ষ্যে সফল দেখা যাচ্ছে। তবে এ প্রসঙ্গে স্বীকৃত

Free © www.eilm.weebly.com

কথা এই যে, উত্তম ফলাফলের জন্য শুধু নিসাব ভালো হওয়া যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীর মেহনত ও মনোযোগ এবং শিক্ষকের অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা এক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর এ বিষয়টি তো সর্বদা পাওয়া যায় না।

'মুহাক্কিক আলিম' শব্দটি যদি আপনি সঠিক অর্থে ব্যবহার করে থাকেন তবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, নেসাব যতই উচ্চাঙ্গের হোক মুহাক্কিক হওয়ার জন্য তা শুধু সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে পারে। 'মুহাক্কিক' পর্যায়টি অনেক উচু পর্যায়। এ পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয় এবং এজন্য আহলে ফিকহ ও আহলে দিল মুহাক্কিক আলিমের সাহচর্যও প্রয়োজন হয়।

মাদানী নেসাব সম্পর্কে 'আততরীক ইলাল বালাগাহ'র ভূমিকার আলোচনা অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। যে বিষয়গুলো ওখানে স্পষ্টভাবে লিখে দেওয়া আছে সে সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের কোনো ধারণা নেই।

মীযান পড়ার পরও সরফে দুর্বলতা

১৬২. প্রশ্ন ঃ আরবী ভাষা শেখার অংশ হিসেবে মীযান কিতাব শেষ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ। পুরো মীযান কিতাব বলা যায় একরকম মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। যেখান থেকেই ধরা হয় বলতে পারি। সেজন্য আমার উস্তাদ বলেন, নাহবেমীর কিতাব পড়া শুরু করতে। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় সরফ পুরোপুরি এখনো শেষ হয়নি। কারণ মাঝে মাঝেই ছিগা, বাব, বহছ উলট-পালট হয়ে যায়। অনর্গল নির্ভুল বলতে পারি না। ঠেকে যাই। আপনার কাছে পরামর্শ চাই কিভাবে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। আমি ইলমে সরফ এমনভাবে আয়ত্ত করতে চাই যেখান থেকে যেভাবেই ধরা হোক যেন সঠিক উত্তর দিতে পারি। উল্লেখ্য যে, আমি আমার স্বামীর কাছে বাসায় পড়ি। একা একা কীভাবে এ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব এবং সহজ?

উত্তর ঃ উস্তাদ যখন নাহবেমীর শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন তো এক্ষেত্রে সংশয়ে ভোগা উচিত নয়। 'সরফ'-এর যে দুর্বলতার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা 'নাহবেমীর' পড়ার সময়ও দূর করা সম্ভব।

'আততরীক ইলাস সারফ'-এর নির্দেশনা মোতাবেক অধিক পরিমাণে অনুশীলন করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ এই দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

ইফতার পড়াশোনা ও তামরীন সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম

১৬৩. প্রশ্ন ঃ বাদ তাসলিম আরয এই যে, আমি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসার ইফতা বিভাগের একজন নগণ্য ছাত্র। আমি আপনাদের নিকট জানতে

Free © www.eilm.weebly.com

চাই যে, আমি কীভাবে কিতাব মুতালাআ করব এবং কোন পদ্ধতিতে মাসআলার উসূল মুখস্থ এবং যবত করব? এ ব্যাপারে অল্প কিছু ধারণা দিলে বান্দার খুবই উপকার হত। কোন কোন কিতাব মুতালাআ করলে বেশি ফায়দা এবং উপকার হবে ঐ সমস্ত কিতাবের নাম পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলে আমি উপকৃত হব।

উত্তর ঃ মাসআলার 'আছল' তালাশ করার দুই অর্থ হতে পারে। এক. মাসআলার শরয়ী দলীল তালাশ করা। দুই. মাসআলাটি শরীয়তের মূলনীতিগুলোর মধ্যে কোন নীতির আওতায় পড়ে তা অন্বেষণ করা।

প্রথম বিষয়টি ফিকহের বিস্তারিত দলীল ও প্রমাণসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহে পাবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি যদি 'হিন্দিয়া' বা 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে কোনো মাসআলা পড়ে থাকেন তাহলে তার দলীল জানার জন্য এ মাসআলা হিদায়া, মাবসুতে সারাখসী ও বাদায়ে' থেকে বের করুন। সেখানে দলীল পেয়ে যাবেন। এরপর আরো অধিক জানার জন্যে ফাতহুল কাদীর, বিনায়া, নসবুর রায়া ইত্যাদি গ্রন্থ দেখবেন। এই কিতাবগুলোর সাহায্যে আহকামুল কুরআন ও তাফসীরের বিশদ গ্রন্থাবলির মুরাজাআত করতে পারবেন। শুধু 'আলমুসান্নাফ' ইবনে আবী শাইবা ও 'আলমুসান্নাফ' আবদুর রাযযাক– যা অত্যন্ত বুনিয়াদী গ্রন্থ ও কুতুবে সিত্তার আগে সংকলিত– এ দুটি কিতাবেই শামী ও হিন্দিয়ার অসংখ্য মাসআলার স্পষ্ট দলীল পেয়ে যাবেন।

এই পন্থাটা, যা এখানে উল্লেখ করলাম, তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কিতাব ঘাঁটাঘাঁটির অভ্যাস গড়ে তোলার একটি সহজ পন্থা। এর চেয়েও সহজ চাইলে 'ইলাউস সুনানে'র সাহায্য নিতে পারেন।

মাসআলার তামরীনের সময় শুধু ফিকহে মুজাররাদের কিতাবসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন না, দলীল-প্রমাণ বিষয়ক কিতাবাদি অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তুলবেন। ইনশাআল্লাহ এতে অনেক উপকার হবে।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ শরীয়তের মূলনীতি বোঝার ক্ষেত্রেও 'হিদায়া', 'বাদায়ে' ও 'মাবসূতে সারাখসী' মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করলে উপকার হবে। এ প্রসঙ্গে মুতাকাদ্দীমীনের 'শরহুল হাদীস' বিষয়ক গ্রন্থাবলি ও আহকামুল কুরআনের তাহকীকী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন খুবই ফলদায়ক হয়। যথা জাসসাস ও ইবনুল আরাবীর 'আহকামুল কুরআন', কুরতুবীর 'আলজামে' লি আহকামিল কুরআন', খাত্তাবী (রহ.)-এর 'মাআলিমুস সুনান', ইবনে আবদুল বার (রহ.)-এর 'আততামহীদ' ও 'আলইস্তেযকার' ইবনুল আরাবীর 'আলকাবাস' ও মাম্বিজী কৃত 'আলজামউ বাইনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ' থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

আর এ বিষয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পন্থা হচ্ছে, 'আলকাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ' ও 'আলআশবাহ ওয়ান নাযাইর' শিরোনামে যে কিতাবগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে যা সহজ মনে হয় সে কিতাব বারবার অধ্যয়ন করা; বরং কোনো উস্তাদের নিকট থেকে পড়ে নিলে ভালো। এক সময় দেখবেন, কোনো মাসআলা সামনে এলে নিজেই বলতে পারবেন এ মাসআলার সম্পর্ক অমুক অমুক কায়েদার সঙ্গে।

আপনি এ প্রশ্নও করেছেন যে, মাসআলার 'আছল' কীভাবে মুখস্থ ও আত্মস্থ করবেন। এ প্রসঙ্গে পন্থা একটিই। তা হচ্ছে বারবার অধ্যয়ন, আলোচনা ও খাতায় নোট করা। তবে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা, ইলমের প্রকৃতিই হল তা ধীরে ধীরে হাসিল হয়।

এজন্য ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তাআলা আপনার মদদ করবেন।

সর্বশেষ দরখাস্ত এই যে, আপনি লেখার বিষয়েও কিছু অনুশীলনী অব্যাহত রাখুন। প্রতিদিন কিছু সময় এ কাজে ব্যয় করুন। কেননা, এটাও প্রয়োজনীয় বিষয়।

'খাসিয়াতে আবওয়াব'

১৬৪. প্রশ্ন ঃ ক. আমরা যে দরসের মধ্যে 'খাসিয়াতে আবওয়াব'-এর জন্য 'ফুসূলে আকবরী' জাতীয় কিতাব পড়ে থাকি তা থেকে ওই বিষয়টি আত্মস্থ করা কতটুকু সম্ভব? তাছাড়া 'খাসিয়াতে আবওয়াব' সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? মনে তো হয় যে, এর অনেক প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য তামরীনী কোনো কিতাব আছে কি যার সাহায্যে এর মাকসাদ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে?

হযরত (দা. বা.)-এর কাছে বিনীত দরখাস্ত যদি এ ব্যাপারে সুপরামর্শ দিতেন তাহলে কৃতজ্ঞ হতাম।

উত্তর ঃ ক. 'মুজাররাদ' এর বাবগুলোতে 'খাসিয়াত' বলতে কিছু আলামতকে বোঝানো হয়। যাতে তালিবে ইলমদের একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যে, কোন ধরনের 'ফেল' কোন ধরনের 'বাব' থেকে আসে। এতে 'মাজী' ও 'মুযারি'-এর 'আইন কালিমায়' কী হরকত হবে তার একটা অনুমান ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। যদিও এ বিষয়ে ইয়াকীনী ইলম লুগাতের কিতাব থেকেই অর্জন করতে হবে।

'ছুলাছী মাযীদ ফীহ, গায়রে মুলহাক'-এর বাবগুলোতে 'খাসিয়াত' বলতে ওই অর্থগুলো বুঝানো হয় যেগুলো নতুন অক্ষর সংযুক্তির কারণে সৃষ্টি হয়। 'মুজাররাদ'-এর সঙ্গে যখন নতুন অক্ষর যুক্ত হয়ে মাযীদ ফীহ তৈরি হয় তখন

Free © www.eilm.weebly.com

কিছু নতুন অর্থ সৃষ্টি হয়। ওই অর্থগুলোই 'খাসিয়াত' শব্দে নির্দেশ করা হয়েছে। ইবনুল হাজিব (রহ.) 'আশশাফিয়া' তে 'খাসিয়াত'কে 'মাআনী' শব্দে উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ আবু হায়্যান আনদালুসী 'ইরতিশাফুয যারাব মিন লিসানিল আরব' গ্রন্থে (১/৭৬) এই আলোচনার শিরোনাম দিয়েছেন– 'বাবু আবনিয়াতিল আফআল ওয়ামা জাআত লাহু মিনাল মাআনী'।

এই 'মাআনী' বলতে ধাতুগত অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বাবের 'ওজন' ও কাঠামোগত অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ধাতুগত দিক থেকে এ শব্দের অর্থ যাই দাঁড়াক না কেন, তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনায় বাবের কাঠামোগত সুর ধ্বনিত হবে।

এ বিষয়ে অবহিত হলে আরবী ভাষায় পরিপক্কতা ও পারদর্শিতা অর্জনে সাহায্য পাওয়া যায়। পূর্বাপরের সঙ্গে মিলিয়ে আরবী ইবারতের ফেলসমূহের মর্ম নির্ধারণ করা সহজ হয় এবং সহজে লুগাতের কিতাব থেকে ফেলসমূহের মর্ম অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জিত হয়। এজন্য এ আলোচনা, যেমনটি আপনিও বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ এবং তা পড়া ও অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে।

আমি শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর কাছে শুনেছি, এক আরব আলিম অসুস্থ ছিলেন। তাকে দেখতে আসা একজন দুআ করছিলেন– 'আল্লাহুম্মা আশফিহি' (বাবে ইফআল থেকে)। বেচারা 'বাবে ইফআল' এর একটি অর্থ 'সালবে মাখায' সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তাই তিনি নিজের অজান্তেই তার সুস্থতার স্থলে মৃত্যু কামনা করছিলেন। ওই আরব আলিম তার দুআ শুনে বলতে লাগলেন– 'আল্লাহুম্মা আমীন আলা নিয়্যাতিহী, লা আলা লাফযিহ'।

ফুসূলে আকবরী যদি আপনি উস্তাদের কাছে বুঝে শুনে পড়তে পারেন তাহলে এ কিতাবের মাধ্যমেও 'খাসিয়াত' সম্পর্কে ধারণা লাভ হবে। শুনেছি, মাওলানা রোকনুদ্দীন ছাহেব মুদ্দাযিল্লুহুম সাবেক উস্তাদ, বড় কাটারা মাদরাসা, তার কিতাব– 'কাওয়াইদুস সারফে' খাসিয়াতের আলোচনা সহজ করে লিখেছেন। হিন্দুস্তানের মাওলানা সাদ মুশতাক আল-হাসীরিও এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র রিসালা– 'আসান খাসিয়াতে আবওয়াব' নামে লিপিবদ্ধ করেছেন। যা চট্টগ্রামের আশরাফিয়া লাইব্রেরী থেকেও পুনঃমুদ্রণ হয়েছে বলে শুনেছি। তবে এ কিতাবগুলো দেখার সুযোগ আমার হয়নি।

আপনার একটি প্রশ্ন ছিল, এ বিষয়ে তামরীনী কোনো কিতাব আছে কি না? আমার জানা নেই। তবে একজন বুদ্ধিমান তালিবে ইলম শুধু 'আলমু'জামুল ওয়াসীত' এর সাহায্যেই এক একটি 'খাসিয়াতে'র বহু উদাহরণ সংগ্রহ করতে

Free @ www.eilm.weebly.com

পারবে। তামরীন বা অনুশীলন তো আসলে তালিবে ইলমের নিজের কাজ। নিজে মেহনত করে তামরীন করলে তবেই এর উপকারিতা পাওয়া যাবে।

কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের সময়ও যদি এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন তাহলেও অনেক উদাহরণ সংগ্রহ হবে। এরপর এ বিষয়ে কোনো তামরীনী কিতাব আপনি নিজেও তৈরি করে ফেলতে পারবেন।

'বাকুরা' ও 'রওযা'র উপযোগিতা

প্রশ্ন ঃ খ. আমাদের মাদরাসায় আরবী প্রথম কিতাব হিসেবে 'বাকুরাতুল আদব' পড়ানো হয়। এখন এর দ্বারা তো তেমন কোন ফায়দা পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে তো তামরীনও তেমন নেই। এমনিভাবে আরেকটি কিতাব হল 'রাওযাতুল আদব'। এক্ষেত্রে কোন কিতাবটি 'রাওযা'-এর স্থানে নিসাবের জন্য উপকারী হবে।

এখন আমরা যারা ছাত্র তাদের কী করণীয়? মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সম্ভবত আকাবিরদের 'তরয' মনে করে এড়িয়ে যান। এমনিভাবে মাতৃভাষা শেখাকে জরুরি মনে করছেন না। এ ব্যাপারে আপনার সদুপদেশ চাচ্ছি। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি।

উত্তর ঃ খ. মেরে ভাই! তালিবে ইলমের কাজ হল, সে যে প্রতিষ্ঠানে পড়ছে সেখানকার নিয়ম-কানুন এবং যে উস্তাদদের কাছে পড়ছে তাঁদের নির্দেশনা মোতাবেক চলা। 'বাকুরা' ও 'রাওযা' যদি আপনাদের ওখানে নিসাবে থেকে থাকে তাহলে উস্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী মেহনত করে পড়তে থাকুন। ইনশাআল্লাহ ফায়েদা হবে।

আপনার তালীমী মুরব্বী যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনি পরিপূরক অনুশীলনী হিসেবে 'আততরীক ইলাল আরাবিয়্যা' ও 'আততামরীনুল কিতাবী আলাত তরীক ইলাল আরাবিয়্যা' পাশে রাখতে পারেন। ইনশাআল্লাহ এতে ফায়েদা বৃদ্ধি পাবে।

আপনার এ কথা– 'মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সম্ভবত আকাবিরদের তরয-তরীকা মনে করে এড়িয়ে যান। এমনিভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাকে জরুরি মনে করছেন না।' আমার কাছে ভালো লাগেনি। কথাবার্তার এ ঢং তো ভালো নয়। তাছাড়া এ ধরনের মন্তব্য যে মানসিকতা প্রকাশ করে সেটাও ভালো মানসিকতা নয়। সমালোচনা ও পর্যালোচনার একটি সময় আছে। এর জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। আর তা ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করে এ বিষয়ক অনেক 'আদব' মেনে চলার উপর। আমরা যারা তালিবে ইলম, আমাদের সীমার মধ্যেই থাকা উচিত।

Free © www.eilm.weebly.com

আমি যদ্দূর জানি তাতে একথা ঠিক নয় যে, মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মাতৃভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তবে তারা এ বিষয়ে ছাত্রদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দেওয়ার পক্ষপাতী নন। এটা অবশ্যই সঠিক। কেননা, মাতৃভাষা চর্চা হয়তো প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে হতে হবে কিংবা ছাত্রের তালীমী মুরব্বীর তত্ত্বাবধানে। অধ্যয়ন যদি 'পরিচ্ছন্ন' না হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী না হয় তবে এতে কোনো সুফল আসে না। নিজেই ভাবুন, এ বিষয়টি সঠিক তত্ত্বাবধান ছাড়া সম্ভব কি না।

বাবা-মা কওমী মাদরাসায় পড়াতে আগ্রহী নয়

১৬৫. প্রশ্ন ঃ আমি কওমী মাদরাসার ছাত্র। আমার পরিবার আমাকে কওমী মাদরাসায় পড়াতে আগ্রহী না। অথচ আমি দুই দুই বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সুযোগ পেয়েছি স্বপ্নযোগে। কওমী মাদরাসা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ড চাপের মুখে রমজান মাসে বাদ ফজর দেওবন্দে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি এবং কিছু দিন পূর্বে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ও হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর সাথে মাসআলা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনারত আছি এমন এক স্বপ্ন দেখেছি এবং মুসলমানদের বিশাল দুর্গেও প্রধান ফটকের দায়িত্ব এবং এক ছাত্রকে কিতাবের আরবী ..... এর সমাধান দেয়ার মত স্বপ্ন দেখে আমি বড়ই আশ্বস্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রয়োজনে পিতা-মাতার কথা অমান্য করা আমার জন্য কতটুকু শোভনীয় বা শরীয়তসম্মত হবে। না, মা-বাবার কথা শুনে নিজেকে অন্য কাজে ব্যবহার করাটা ভাল হবে। শরীয়তসম্মত সমাধানের জন্য উদগ্রীব।

উত্তর ঃ পিতা-মাতার সঙ্গে সব সময় ভালো ব্যবহার করবেন এবং তাদের সামনে বিনয়ী হয়ে থাকবেন। তবে পূর্বের মতোই পড়াশুনা অব্যাহত রাখুন। আর সালাতুল হাজত পড়ে দুআ করতে থাকুন, আল্লাহ তাআলা যেন আপনার পিতা-মাতাকে দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব এবং সঠিক পন্থায় তা অর্জনের অপরিহার্যতা বোঝার তাওফীক দান করেন।

'জিহাদ' তাবলীগ ও রাজনীতি সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর

১৬৬. প্রশ্ন ঃ ...

উত্তর ঃ এ বিষয়ে ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর কিতাবের বাংলা তরজমা মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শুরুতে আমার ভূমিকা আছে।

Free © www.eilm.weebly.com

আপনি প্রথমে ভূমিকাটি মনোযোগের সঙ্গে পড়ুন। এরপর মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর কিতাব 'সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ' মুতালাআ করুন। তৃতীয় পর্যায়ে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর কিতাবসমূহ থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংকলন 'ইসলামী হুকুমত ওয়া দুসতূরে মামলাকাত' অধ্যয়ন করুন।

এই তিন কিতাবের মুতালাআ শেষ হওয়ার পর কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করার থাকলে জিজ্ঞাসা করবেন। সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

'মুতাকাদ্দিমীন' ও 'মুতাআখখিরীন' কারা?

১৬৭. প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন কিতাবের মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীনের আলোচনা পেয়ে থাকি, কিন্তু মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন বলতে কারা উদ্দেশ্য তা আমাদের নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়। তাই হুযূরের কাছে বিনীত আরয, কোন শাস্ত্রে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন বলতে কারা উদ্দেশ্য তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ 'মুতাকাদ্দিমীন' ও 'মুতাআখখিরীন' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়– এ বিষয়টি হচ্ছে একটি আপেক্ষিক বিষয়। শব্দ থেকেও তা বোঝা যাচ্ছে। এজন্য এ শব্দ প্রয়োগকারী এবং প্রয়োগক্ষেত্র ইত্যাদি বিবেচনা করে বিষয়টি নির্ণয় করতে হবে। আল্লামা লাখনোবী (রহ.) 'মুকাদ্দিমায়ে উমদাতুর রিয়ায়া'তে (পৃষ্ঠা ১৫) লিখেছেন, ফুকাহা মুতাকাদ্দিমীন বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাঁরা অন্তত ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.) (১৩১ হিজরী–১৮৯ হিজরী) এর যুগ পেয়েছেন। আর তার পরের মনীষীরা 'মুতাআখখিরীন' এর অন্তর্ভুক্ত।

'দুসতূরুল উলামা' (২/১৭৮)তে বলা হয়েছে, শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (৪৪৮ হিজরী) থেকে হাফেযুদ্দীন বুখারী (৬৯৩ হিজরী) পর্যন্ত মনীষীগণ 'উলামায়ে মুতাআখখিরীন' এর অন্তর্ভুক্ত।

বলাবাহুল্য, প্রথম মতটিই অধিক বাস্তবসম্মত। তবে কোনোটিই 'কায়েদায়ে কুল্লিয়া' নয়।

হাদীস শরীফের রাবীগণের ব্যাপারে অনেক মনীষীর বক্তব্য এই যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়কালের রাবীগণ 'মুতাকাদ্দিমীন'-এর অন্তর্ভুক্ত। এর পরের রাবীগণ 'মুতাআখখিরীন'। (মীযানুল ইতিদাল, যাহাবী, মুকাদ্দিমা)

Free @www.e-ilm.weebly.com

বাবার টাকায় কেনা কিতাবে অপর ভাইদের হক প্রসঙ্গ

১৬৮. প্রশ্ন ঃ আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক কিতাব খরিদ করেছি। এখন জিজ্ঞাসা হল, আমি তো এইগুলো বাড়ির টাকা দিয়ে খরিদ করেছি। এখন এই কিতাবগুলোতে আমার ভাইরাও কি শরীক হবে? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ এটা তো দারুল ইফতায় জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

আপনার মুরব্বীরা আপনাকে কিতাব কেনার টাকা দেওয়ার সময় যদি একথা না বলে থাকেন যে, এ কিতাব তোমাদের সবার, তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে, এগুলো আপনারই কিতাব। তবে আপনার কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার হকদার আপনাদের ভাইয়ের চেয়ে অধিক আর কে হতে পারে?

ইবারত সহীহ করার জন্য তামরীনের পদ্ধতি

১৬৯. প্রশ্ন ঃ ক. আমি কাফিয়া জামাতের একজন ছাত্র। আমার অসুবিধাগুলো হল– আমি নাহু এবং সরফ-এর কাওয়ায়েদ মুখস্থ করেছি এবং ভালোভাবে বুঝেছি। কিন্তু আমি এখনও সহীহ-শুদ্ধভাবে ইবারত পড়তে পারি না। তাই ইবারত সহীহভাবে পড়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে? নাকি আদব বিভাগে ভর্তি হতে হবে?

উত্তর ঃ ক. একদম না। প্রতিদিন বিশ-পঁচিশ মিনিট করে 'আননাহবুল ওয়াজিহ' কিংবা 'আততরীক ইলান নাহব'-এর সাহায্যে নাহবী তামরীন করবেন এবং 'আততরীক ইলাছ সরফ' এর সাহায্যে সরফী তামরীন করবেন। এই দু' বিষয়ের তামরীন ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য যদি 'আততরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ' এবং 'আততামরীনুল কিতাবী আলাত তরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ' প্রয়োজন হয় তবে তা-ও সঙ্গে রাখবেন।

আপনার দরসের কোনো আরবী কিতাব থেকে প্রতিদিন তিন-চার লাইন খাতায় লিখবেন। এরপর চিন্তা-ভাবনা করে প্রয়োজনে 'নাহবেমীর' ও 'ইলমুছ ছীগা' এর সাহায্য নিয়ে এই বাক্যগুলোর 'নাহবী' ও 'সরফী' তাহকীক করবেন। ইরাব লাগাবেন এবং বাংলায় তরজমা করবেন। এটাও তামরীনের একটি পদ্ধতি।

দশ পনের দিন এভাবে মেহনত করে দেখুন। ইনশআল্লাহ কিছু কিছু সুফল পেতে শুরু করবেন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

উসূলুশ শাশী বুঝতে করণীয়

প্রশ্ন ঃ খ. আমি উসূলুশ শাশী কিতাবটি বুঝি না। বিশেষ করে আমরের বয়ানগুলো একেবারেই বুঝি না। এই কিতাবটি বুঝার জন্য আমাকে অন্য কোনো কিতাব মুতালাআ করা লাগবে কি না?

উত্তর ঃ খ. 'তাসহীলু উসূলিশ শাশী' এবং 'তাইসীরু উসূলিল ফিকহ' নামে দুটো কিতাব তৈরি করেছেন জামেয়া বিন্নুরী টাউন করাচির উস্তাদ মাওলানা আনোয়ার বদখশানী। তবে এতে সহজ করার উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। আপনার আগ্রহ থাকলে কিতাব দুটো সংগ্রহ করতে পারেন অথবা উবায়দুল্লাহ আসআদী ছাহেবের উর্দূ রিসালা– 'উসূলুল ফিকহ' কিংবা 'আলওয়াজিহ ফী উসূলিল ফিকহ' মুতালাআ করতে পারেন। এমনিতে যেহেতু বিষয়টি নতুন তাই প্রথম দিকে কিছুটা অপরিচিতির দূরত্ব অনুভূত হতে পারে। তবে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে তা কেটে যাবে এবং বিষয়টি সহজ মনে হবে।

হেদায়ার বিভিন্ন নুসখা ও সংস্করণ

১৭০. প্রশ্ন ঃ হেদায়া কিতাবের সর্বমোট নুসখা কয়টি এবং সেগুলো কোন কোন ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত? বর্তমানে কয়টি নুসখা পাওয়া যায়। আমাদের দেশের নুসখাটি কোন ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত? প্রত্যেকটি নুসখার সংক্ষিপ্ত তাআরূফ জানতে চাই।

উত্তর ঃ আপনার এ প্রশ্ন সম্ভবত রবিউস সানী ১৪২৬ হিজরী (মোতাবেক ১৫ এপ্রিল '০৫ ঈসায়ী) তে পৌছেছিল। অর্থাৎ প্রায় তিন বছর পর এর উত্তর লেখা হচ্ছে। এই বিলম্বের কারণ এই যে, উত্তর দেওয়ার জন্য যে কিতাবগুলো দেখা প্রয়োজন ছিল তা সে সময় আমার কাছে ছিল না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রশ্নটি যদিও গুরুত্বপূর্ণ এবং তালিবে ইলমের মধ্যে এ ধরনের মেহনতের মেযাজ অবশ্যই থাকা উচিত। তবে বিশেষ করে 'হিদায়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রয়োজন তেমন হয় না। কেননা একেতো এতে নুসখাসমূহের ভিন্নতা কম, দ্বিতীয়ত যেসব স্থানে এই ভিন্নতার কোনো প্রভাব রয়েছে সেসব স্থানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অন্যভাবেও সম্ভব। অর্থাৎ হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ এবং হিদায়া-পরবর্তী সময়ে রচিত ফিকহের দীর্ঘ গ্রন্থাবলীতে এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনা অবশ্যই থাকবে, যার আলোকে বিষয়টি মীমাংসা করা যায়। এজন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় কিতাবপত্র সংগ্রহ করে উত্তর লেখা হয়নি। এখন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে কিছু কিতাবপত্র এসে গেছে। তাই কিছু কথা পেশ করে দিচ্ছি।

Free © www.eqilm.weebly.com

'মুজামুল মাতবূআতিল আরাবিয়্যা ওয়াল মু'আররাবা'-এর আলোচনা থেকে বোঝা যায়, হেদায়া সর্বপ্রথম ১৭৯১ ঈসায়ীতে লন্ডন থেকে ইংরেজী তরজমাসহ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৮০৭ ঈসায়ীতে কলকাতা থেকে গোলাম ইয়াহইয়ার তত্ত্বাবধানে তরজমা ছাড়া প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৮৮ ঈসায়ী চার জুয ও দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। আল্লামা লাখনোবী (রহ.) ও তাঁর ওয়ালিদ (রহ.)-এর টীকাসহ প্রথম প্রকাশিত হয় কানপুর থেকে ১২৮৯-১২৯০ হিজরীতে। এরপর লখনৌ থেকে ১৩১৩ হিজরী-১৩১৪ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। এটাও ছিল চার জুয ও দুই খণ্ডে।

আল্লামা লাখনোবী (রহ.)-এর সমসাময়িক আলমুহাদ্দিসুল ফকীহ শায়খ মুহাম্মাদ হাসান সাম্ভলী (রহ.) (১৩০৫ হিজরী) হেদায়ার উপর বিস্তারিত হাশিয়া লিখেছেন। তার হাশিয়াসহ হেদায়া প্রথম হিন্দুস্থানে ছাপা হয়। এরপর ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৭ ঈসাব্দে করাচীর এইচ. এম. সায়ীদ কোম্পানী ওই হিন্দুস্তানী সংস্করণের ফটো সংস্করণ বের করে। এটা এ মুহূর্তে আমার সামনে নেই। তাই হিন্দুস্তানে এ মুদ্রণের সন-তারিখ দেওয়া সম্ভব হল না।

এরপর মুদ্রণ যত উন্নতি করেছে ততই প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। হেদায়াও এর ব্যতিক্রম নয়। সকল এডিশন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর এ মুহূর্তে এর তেমন কোনো প্রয়োজনও নেই। হেদায়ার শরাহ-গ্রন্থগুলোর সঙ্গে, বিশেষত 'আল বিনায়া' ও 'ফাতহুল কাদীর' এর সঙ্গে হেদায়া দীর্ঘদিন থেকে সংযুক্ত রয়েছে এবং বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। 'বিনায়া' তো হেদায়ার 'হামিলুল মতন' শরহ। বিনায়ার বিশুদ্ধতম এডিশন হল যা মুলতান থেকে মাওলানা ফয়েয আহমদ মুলতানীর তাহকীকে প্রকাশিত হয়েছে। আপাতত এই বিষয়গুলো আরজ করেই শেষ করছি। হিদায়ার নতুন এডিশন-গুলোর মধ্যে 'ইদারাতুল কুরআন করাচী এবং মাদরাসা ইবনে আব্বাস করাচীর এডিশন দুটো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলোতে কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

'মাযী'র নফীতে 'মা' ও 'মুজারে'র নফীতে 'লা' প্রসঙ্গ

১৭১. প্রশ্ন ঃ আমি এখন নাহবেমীর পড়ি। পাশাপাশি সরফের কিতাব পাঞ্জ পড়ি এবং গত বছর মীযান কিতাবটি পড়েছি। কিন্তু সরফের একটি মাসআলা আমার নিকট স্পষ্ট নয়। তা এই যে, আমরা জানি যে, 'নফী ফে'লে মাজী'র শুরুতে 'মা' আসে এবং 'নফী ফেলে মুজারে' এর শুরুতে 'লা' আসে। কিন্তু এমন কিছু জায়গা পাওয়া যায় যেখানে এর উল্টো হয়। যেমন মাজী-এর শুরুতে 'লা' আসে আবার মুজারে-এর শুরুতে 'মা' আসে।

Free © www.e-ilm.weebly.com

যদিও এর সমাধান দিতে গিয়ে অনেক বলেছেন যে, মাজী যখন তাকরার হয় তখন তার শুরুতে 'লা' যেমন

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى

কিন্তু তাও কোনো কায়দায়ে কুল্লিয়া নয়। অনেক সময় তাকরার ছাড়াও لا আসে। তাই আমি আশা করি যে, হুযুর আমাকে এ ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

উত্তর ঃ তালিবে ইলমীর প্রকৃতিই এই যে, পর্যায়ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং ধীরে ধীরে পরিপক্কতা অর্জিত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সকল বিষয় জানাও সম্ভব নয় আর প্রাথমিক কিতাবাদিতে তার আলোচনাও সম্ভব নয়।

'মাজী'তেও 'লা'-এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। আপনি যে আয়াত উল্লেখ করেছেন তার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা ছামীন হালাবী (৭৫৬ হিজরী) বলেন–

" لَا"هُنَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِىْ وَهُوَ مُسْتَفِيْضٌ فِيْ كَلَامِهِمْ.

আর 'তাকরার' ছাড়াও 'লা' আসার যে কথা আপনি বলেছেন তাও সঠিক এবং সেটাও 'ফসীহ' ব্যবহার। তবে এ ব্যবহারটা কম। ফাররা ও যাজ্জাজ বলেন–

والعرب لا تكاد تفرد "لا" مع الفعل الماضى حتى تعيدها.

তাঁদের বক্তব্য এই যে, যেখানে বাহ্যত এমন দেখা যায় সেখানে উহ্য হলেও একটা দ্বিত্ত বা তাকরার রয়েছে। যেমন– "فلا اقتحم العقبة" এখানে ১৭ নম্বর আয়াতের ইঙ্গিতে বাক্য এমন হবে–

"فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَلَا اٰمَنَ"

কিংবা যমখশরী যেমন বলেছেন–

هي مكررة في المعنى، لأن المعنى : فلا اقتحم العقبة فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا، ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك. (الدر المصون ج ٦ صـ ٥٢٥، الكشاف ٤/٧٥٦)

Free © www.eilm.weebly.com

আরবীতে পারদর্শিতা অর্জন

১৭২. প্রশ্ন ঃ ক. আমি জামাতে শরহেজামীর একজন ছাত্র। আমার প্রধান সমস্যা হল, আমি আরবী বলতে সক্ষম নই। যে কোনো বিষয়ে আরবীতে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। অথচ আমি দরসী কিতাব- আতত্বরিক ইলাল ইনশা অধ্যয়ন করেছি। এতে তেমন কোনো ফায়দা অনুভব করছি না। তাই কীভাবে আরবীতে বলা ও লেখায় পারদর্শী হতে পারব এবং কী পদ্ধতি অনুসরণ করলে আমার দরসী কিতাবটি হতে উপকৃত হতে পারব জানালে খুশি হব।

উত্তর ঃ ক. এমনিতেও বিষয়টি পরিষ্কার, তাছাড়া আমিও ইতোপূর্বে একাধিকবার আরজ করেছি যে, লেখা ও বলা এবং রচনা ও বক্তৃতা এই বিষয়গুলো অনুশীলন-নির্ভর। শুধু কিতাবী যোগ্যতা কিংবা ব্যাকরণের জ্ঞান এসব বিষয়ে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এটাও অপরিহার্য নয় যে, প্রত্যেকের মধ্যেই এই যোগ্যতা বিদ্যমান থাকবে।

আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে, মূল বিষয় হল কিতাব বোঝার যোগ্যতা এবং অন্যকে বোঝানো ও কিতাবের বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপনের যোগ্যতা। এ দু'টি যোগ্যতা যদি কারো মধ্যে থাকে তাহলে ফিত্‌রিভাবে সাহিত্যের যওক না থাকা সত্ত্বেও তা হাসিল করার জন্য পেরেশান হওয়া একেবারেই কাম্য নয়।

অবশ্য প্রয়োজন অনুপাতে কিছু যওক হাসিল করতে চাইলে 'আতত্বরীক ইলাল আরাবিয়্যা' ও 'আততামরীনুল কিতাবী আলাত ত্বরীক ইলাল আরাবিয়্যা'-এ দুটো কিতাব সামনে রেখে অনুশীলন করুন। অন্তত দু'জন একত্র হয়ে 'মুযাকারা'র আঙ্গিকে পড়তে থাকলে ইনশাআল্লাহ উপরোক্ত সবগুলো বিষয় সহজ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, এ কাজে প্রতিদিন পনেরো মিনিটের অধিক ব্যয় করবেন না এবং এ পরামর্শও আপনার তালীমী মুরব্বীর অনুমতির ওপর মওকুফ থাকবে।

মুতালাআ করলে বুঝি না

প্রশ্ন ঃ খ. মুতালাআ আমি একদম বুঝি না। বারবার মুতালাআর পরও কোনো বিষয় আমার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয় না। তাই কী করলে সহজে মুতালাআর মাধ্যমে কিতাব আয়ত্ত করা যায়– সামান্য আভাস দিলে ধন্য হব।

উত্তর ঃ খ. 'একদম বোঝেন না'– একথা ঠিক নয়। যতটুকু বোঝেন দরসের পূর্বে মুতালাআয় অতটুকুই যথেষ্ট। তবে সাধারণভাবে না বোঝার প্রতিকারের জন্য তিনটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।

১. না-বোঝার কারণ চিহ্নিত করে তা ধীরে ধীরে দূর করার চেষ্টা করা।
২. না-বোঝার কষ্ট সহ্য করেও অধ্যয়ন অব্যাহত রাখা।
৩. আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকা।

Free © www.e-ilm.weebly.com

স্মরণশক্তির অপ্রতুলতা

প্রশ্ন ঃ গ. আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমার হেফয শক্তি মোটামুটি ভালো। কিন্তু স্মরণশক্তি একদম শূন্যের কোঠায়। শত চেষ্টা করলেও কোনো জিনিস স্মৃতিতে ধরে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশ্য একটি পড়া বারবার পড়লে মনে থাকে। কিন্তু তাতে কি আমার পোষায়? এত বড় বড় কিতাব বারবার পড়ার সময়টা কোথায়? আশা করি, সুন্দর পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ গ. বারবার পড়ার পর যদি আপনার স্মরণ থাকে তবে প্রমাণ হয় যে, আপনার মুখস্থ করার শক্তি ও মনে রাখার শক্তি দুটোই ঠিক আছে। এজন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবেন। আর সব কিতাব বারবার পড়ার প্রয়োজন নেই। গুরুত্বপূর্ণ ও নির্বাচিত কিছু কিতাব বারবার পড়বেন। এটাই যথেষ্ট, আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

সোহবত অর্জনের পদ্ধতি

১৭৩. প্রশ্ন ঃ আমরা সোহবতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে আসছি। এ সম্পর্কে উস্তাদের পরামর্শে আদাবুল ইখতেলাফ পাঠকালে সুন্দর আলোচনাও নজরে এসেছে।

আমি জানতে চাই, বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'তাফাককুহ ফিদ্দীন-এর উদ্দেশ্যে মুরব্বী বা উস্তাদ থেকে কী তরিকায় ফায়দা উঠানো যেতে পারে। চাই সেটা দাওরার পূর্বে হোক বা পরে।

উত্তর ঃ আপাতত এটুকুই করুন যে, সকল কাজ আপনার তালীমী মুরব্বীর পরামর্শক্রমে করবেন এবং আপনার উস্তাদগণের আচার-আচরণ থেকে 'আদাবুল মুআশারা' শেখার চেষ্টা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল আদব-এর হাদীসগুলো অধ্যয়নের সময় সেগুলো নিজের বাস্তব জীবন ও আচার-আচরণে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবেন। এরপর আগামীতেও এ বিষয়ে আপনার তালীমী মুরব্বীর সঙ্গে পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ অব্যাহত রাখবেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

মনোযোগিতার অভাব

১৭৪. প্রশ্ন ঃ প্রশ্নের সারকথা এই যে, মন খুব বিক্ষিপ্ত থাকে। পড়াশোনায় মন বসে না। মনোযোগের অভাব। গল্প-গুজব করতে খুব ভালো লাগে। কোনো কিছু মুখস্থ করা খুব কঠিন হয় এবং কিছু মুখস্থ করা হলেও মনে থাকে না।

উত্তর ঃ মেরে দোস্ত! দুনিয়াতে কোনো কাজ হিম্মত ছাড়া হয় না। শুধু আকাঙ্ক্ষা ও দুআর দ্বারাই যদি সকল কাজ হয়ে যেত তাহলে আল্লাহ দুনিয়াকে 'দারুল আসবাব' বানাতেন না। আর আমাদেরকেও শরীয়তের অনুগত থাকার বিধান দিতেন না। এজন্য খালেস দিলে তওবা করে হিম্মত করুন এবং কিছু কিছু মুজাহাদা আরম্ভ করুন। আর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা রাস্তা খুলে দিবেন।

চিন্তা-ভাবনা বিক্ষিপ্ত থাকার যে কারণ আপনি উল্লেখ করেছেন তার জন্য রূহানী ও জিসমানী দুই ধরনের চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য। রূহানী চিকিৎসক-এর অর্থ হল মুসলিহ ও শায়খে কামেল। খুব দ্রুত আপনি কোনো শায়খে কামেলের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করুন। পাশাপাশি কোনো অভিজ্ঞ ও দরদী চিকিৎসককে আপনার অবস্থা জানিয়ে ওষুধপত্র ব্যবহার করুন। এটা শুধু রূহানী রোগের বিষয় নয় শারীরিক অসুবিধাও এখানে রয়েছে, যা সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য। (রূহানী ও জিসমানী উভয় ধরনের) চিকিৎসক রোগীর জন্য আমানতদার হয়ে থাকেন। রোগীর সমস্যা তারা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন না এবং রোগীকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন না। এজন্য শায়খ ও ডাক্তারকে নিজের অবস্থা জানাতে কোনোরূপ দ্বিধা করা উচিত নয়।

পড়াশুনায় মন দিলেই মন বসবে। এটা কখনো ভাববেন না যে, 'মন বসা' ইচ্ছাধীন নয়। এটা সম্পূর্ণ মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ভিতরের বিষয়। কেউ হিম্মত করলেই আল্লাহ তাআলা তাকে তাওফীক দান করেন।

গল্প-গুজবের ব্যাপারে দু'টো বিষয় মনে রাখবেন। প্রথম বিষয়টি এই যে, যবানের ভুল ব্যবহার বা অহেতুক ব্যবহার মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টোই বরবাদ করে দেয়। এজন্য একে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে– 'জিরমুহু ছগীর ওয়া জুরমুহু কাবীর'। কথাটা মনে রাখুন। দ্বিতীয় কথা এই যে, 'গল্প-গুজব তো একাকী কখনো হয় না। অবশ্যই দ্বিতীয় কারো সঙ্গে আপনি গল্প-গুজবে মগ্ন হচ্ছেন। এতে অন্যের যে সময় আপনি নষ্ট করছেন, যদিও তার সন্তুষ্টিক্রমেই হোক না কেন, নিঃসন্দেহে তা কবীরা গুনাহ। আর যদি

অন্যদের অসুবিধা হয়ে থাকে তবে তো এটা তৃতীয় কবীরা গুনাহ। ভাই! নিজের ওপর দয়া করুন!

পড়া ভুলে যাওয়ার অভিযোগও আপনি করেছেন। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে আমল করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ এই অভিযোগও দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং প্রতি পদক্ষেপে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমীন।

Free @ www.eilm.weebly.com

ফার্সী ও ইংরেজী কোনটির গুরুত্ব বেশী?

১৭৫. প্রশ্ন ঃ হযরত! একটি বিষয় ব্যক্তিগতভাবে জানার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হয়তো আমার মতো অনেকের মনেই প্রশ্নটি রয়েছে তাই পত্রিকায় পাঠালাম। প্রশ্নটি হচ্ছে : বর্তমান সময়ের চাহিদানুযায়ী ইংরেজি ও ফার্সী ভাষার মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশি? এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও বর্তমান দ্বীনের তাকাযানুসারে কোনটা কতটুকু গুরুত্ব রাখে? বুঝিয়ে লেখলে কৃতজ্ঞ হব।

এ বিষয়ে কিছু গোড়া লোক সমাজে রয়েছেন। তারা এ উক্তি করেন যে, ইংরেজি যারা শিখে এরা হচ্ছে দুনিয়ালোভী আর ফার্সী যে জানে না সে 'হিজড়া' আলেম। ... আশা করি আপনার কাছে এর সঠিক সমাধান পাব।

উত্তর ঃ দাওয়াতী এবং তাহকীকী কাজের জন্য আলেমদের মধ্যে দুই ভাষারই মাহির থাকা দরকার। কিছু এই ভাষার মাহির আর কিছু ওই ভাষার। এখন কাদেরকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করা হবে এবং কাকে কোন ভাষা শেখার জন্য লাগানো হবে তার ফায়সালা হয়তো উলামায়ে কেরামের 'আহলুল হাললি ওয়াল আকদ' করবেন কিংবা তালীমী মুরুব্বী। এ বিষয়ে তালিবে ইলমের স্বাধীন হওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়। কেননা অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তারা না পরিণামদর্শী হয়ে থাকে, না দূরদর্শী। আর না সকল অবস্থা সামনে রেখে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকে।

এরপর আরো দু'টি কথা মনে রাখুন। প্রথম কথা এই যে, সময়ের আগে নিজেকে কোনো মত পোষণ করা বা মতপ্রকাশ করার যোগ্য কখনও মনে করবেন না। বিশেষত নিসাব-নিযামের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে মতামত দেওয়া তো খুবই অসমীচীন। নিজ গণ্ডির বাইরের বিষয়গুলো সংশ্লিষ্টদের জন্য ছেড়ে দিন। বলাবাহুল্য যে, এই নীতি مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ এর অন্তর্ভুক্ত।

Free @ www.eqilm.weebly.com

দ্বিতীয় কথা এই যে, আবেগনির্ভর কথাবার্তার সুন্দর জওয়াব হল নিশ্চুপ থাকা। উল্টা এমন আবেগী কথাবার্তা বলা, যা ছাপারও অযোগ্য, মোটেই উচিত নয়। আসাতিযায়ে কেরামের নিকট থেকে ইলমের সঙ্গে সঙ্গে 'হিলম' ও 'আকল'ও অর্জন করা উচিত।

বিভিন্ন বিষয়ের কিছু কিতাব

১৭৬. প্রশ্ন ঃ নিচের বিষয়গুলো আপনার কাছে জানতে চাই।

(ক) ফিকহে হানাফীর আলমাবসূত গ্রন্থে যেমন সমস্ত প্রসিদ্ধ মাসাইল কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসহ উল্লেখ আছে তেমনি বাকি তিন মাযহাব ও গায়রে মুকাল্লিদের অনুরূপ একটি করে কিতাবের নাম।

(খ) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের 'আকীদাতুত তহাবী' ব্যতীত আকীদা সম্পর্কিত বৃহৎ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবের নাম।

(গ) চার মাযহাবের ফিকহী উসূল কি ভিন্ন? ভিন্ন হলে একটি বা দুটি করে নির্ভরযোগ্য উসূলের কিতাবের নাম।

(ঘ) রিজাল শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য পরামর্শ ও এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় কিতাবের নাম।

(ঙ) উসূলে হাদীসের কিছু কিতাবের নাম।

উত্তর ঃ (ক) ফিকহে মালেকীতে এ ধরনের কিতাব ইবনে আবদুল বার (রহ.) (৪৬৩ হিজরী)-এর 'আলইসতিযকার শরহুল মুয়াত্তা', ফিকহে শাফেয়ীতে নববী রহ. (৭৭৬ হিজরী)-এর 'আলমাজমু শরহুল মুহাযযাব', ফিকহে হাম্বলীতে 'আলমুগনী' ইত্যাদি। ফিকহে হানাফীতে সারাখসী রহ.-এর 'আলমাবসুত'-এর চেয়ে তার পূর্বের তহাবী, জাসসাস, কুদূরী প্রমুখের লিখিত গ্রন্থগুলো অধিক গভীরতা ও মৌলিকত্বের অধিকারী।

গায়রে মুকাল্লিদদের কোনো আলাদা 'ফিকহ' নেই, যদি আপনি তাদেরকে জাহেরী মাযহাবের সমকালীন অনুসারী বলে গণ্য করেন তাহলে ইবনে হাযম জাহেরীর 'আলমুহাল্লা বিল আছার'-এর কথা বলা যায়।

মিসরের সাইয়্যেদ সাবেক রহ. 'ফিকহুল কিতাবি ওয়াসসুন্নাহ' নামে একটি কিতাব লিখেছেন, যা গায়রে মুকাল্লিদদের মধ্যে খুব প্রচলিত। প্রজ্ঞাবান আলেমদের জন্য এ কিতাবটি অধ্যয়নযোগ্য। তবে এ কিতাবটির প্রকৃত নাম হওয়া উচিত 'ফিকহুস সাইয়্যেদ সাবেক ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ'। গায়রে

Free © www.eilm.weebly.com

মুকাল্লিদদের অন্যতম অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) সাইয়্যেদ সাবেক সাহেবের এই কিতাবের উপর 'তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ' নামে খণ্ডন লিখেছেন। অধ্যয়নের সময় এ কিতাবটিও পাশে থাকা জরুরি।

(খ) এ বিষয়ে আবু বকর বাকেল্লানী (৪০৩ হিজরী)-এর কিতাব 'আলইনসাফ', সদরুল ইসলাম বাযদভী (৪৯৩ হিজরী)-এর 'উসূলুদ্দীন', মুহাম্মদ ইবনে মায়মূন মাকহুলী-এর 'তাবসিরাতুল আদিল্লা', গাযালী (রহ.)-এর 'কাওয়াইদুল আকাঈদ', ইবনুল হুমাম (রহ.) (৮৬১ হিজরী)-এর 'আলমুসায়ারাহ' ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আলমুসামারাহ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নতুন কিতাবসমূহের মধ্যে ড. মুস্তফা আলখান এর 'আল আকীদাতুল ইসলামিয়া' ও শায়েখ জামালুদ্দীন কাসেমীর দালায়েলুত তাওহীদের কথাও বলা যায়।

(গ) এ বিষয়ে আবু বকর জাসসাস আল হানাফী (৩৭০ হিজরী)-এর 'আলফুসূল ফিল উসূল', কাযী আবুল ওয়ালিদ বাজী আল মালেকী এর 'আল ইহকাম'। আবুল মুজাফফর সামআনী আশ শাফেয়ী (রহ.)-এর 'কাওয়াতিউল আদিল্লা, বদরুদ্দীন যরকাশী আশশাফেয়ী (রহ.)-এর 'আলবাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিকহ', সুলায়মান ইবনে আবদুল কাভী আততুফী আল হাম্বলী-এর 'শরহু মুখতাসারি রওযাতিত তালেবীন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ড. আবদুল করীম আননামলাহ-এর কিতাব 'আল মুহাযযাব ফী ইলমি উসূলিল ফিকহিল মুকারান' যা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে আলেমদের জন্য মুতালাআযোগ্য।

(ঘ) ইলমে আসমাউর রিজাল অনেকগুলো 'ফন'-এর সমষ্টি। 'আলমাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফ' (মারকাযুদ দাওয়াহ থেকে প্রকাশিত) এবং 'বুহুছুন ফিসসুন্নাতিল মুশাররফা' ড. আকরাম ওমারী থেকে এই ইলম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা যেতে পারে।

এই ফনের আমলী মুতালাআর সূচনা যে কিতাবগুলো দ্বারা করতে পারেন তা হচ্ছে :

১. খায়রুদ্দীন যিরিকলী-এর 'আলআ'লাম'।

২. হাফেয ইবনে হাজার (রহ.)-এর 'তাকরীবুত তাহযীব'।

৩. শামসুদ্দীন আযযাহাবী (রহ.)-এর 'আলকাশিফ' ও 'তাযকিরাতুল হুফফায'। 'তাকরীব' ও 'কাশিফ' এই দুই কিতাবের শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা-এর তাহকীককৃত সংস্করণ সংগ্রহ করা উচিত।

(ঙ) এ বিষয়ে 'আলমাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফ থেকে প্রাথমিক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে।

Free@www.e-iqra.weebly.com

মুখতারাত পড়তে গিয়ে একটি সমস্যা ও পরামর্শ

১৭৭. প্রশ্ন ঃ হযরত আমি নাহু-সরফ এর একজন ছাত্র। আমি নাহু-সরফ মোটামুটি বুঝি। এখন আমাদেরকে মুখতারাত পড়ানো হচ্ছে।

আমার সমস্যা এই যে, অনেক সময় ইবারতের মাজাযী অর্থ মুরাদ হওয়ার কারণে মাফহুম বুঝে আসে না। অতএব কিতাবটি কীভাবে পড়লে উল্লেখিত সমস্যার সমাধান হবে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর ঃ যদি সমস্যা শুধু 'মাজাযী মা'না' না-বোঝাটাই হয়ে থাকে, তাহলে আপনি যামাখশরী (রহ.)-এর 'আসাসুল বালাগা' থেকে সাহায্য নিতে পারেন। আসলে সঠিকভাবে ইবারত বোঝার জন্য সে ভাষার শব্দ, অর্থ ও শৈলী সবগুলোর সঙ্গেই পরিচয় থাকা অপরিহার্য। একই সাথে যে ভাষায় বুঝতে চাওয়া হচ্ছে তার সঙ্গেও পর্যাপ্ত পরিচয় থাকা জরুরি। ভালো হয় যদি 'উসূলুত তরজমা' সম্পর্কেও কিছু ধারণা থাকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে 'মুখতারাত' কীভাবে পড়তে হবে সে সম্পর্কে একাধিকবার লেখা হয়েছে। আশা করি, আলোচনাটা পড়ে নিবেন।

আরবীতে উত্তরপত্র লিখতে কিছু সমস্যা

১৭৮. প্রশ্ন ঃ আমি বর্তমানে জালালাইন জামাতে পড়ছি। এই বছর থেকে আরবীতে পরীক্ষা দেওয়া শুরু করেছি। আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলছে, তবে আরবীতে উপস্থাপনা ও সাবলীলতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে অনেকটাই দুর্বলতা অনুভব করছি। এখন আমার জানার বিষয়, কীভাবে মুজাহাদা করলে আমার এই দুর্বলতা দূর হবে। জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গে করণীয় এটাই যে, আপনি আরবীতে উত্তরপত্র লেখা অব্যাহত রাখুন, আরবীতে রোযনামচা লিখুন এবং কোন উস্তাদকে দেখিয়ে তা ঠিক করে নিন। আর আরবী সাহিত্যিকদের নির্বাচিত কিছু কিতাব অল্প অল্প করে পড়ুন। আর দরসী মুতালাও আরবী কিতাবসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন এবং সেগুলোর বর্ণনাশৈলী লক্ষ্য করুন। পাশাপাশি দিনে বা রাতে একটি সময় নির্ধারণ করে সহপাঠীদের সঙ্গে আরবীতে কথা বলুন।

Free © www.eelm.weebly.com

অর্থ শুনে কুরআনের আয়াত বলতে অক্ষমতা

১৭৯. প্রশ্ন ঃ আমি বর্তমানে কাফিয়া জামাতে অধ্যয়নরত। আমাদেরকে জামাতের অন্যান্য কিতাবের সাথে কুরআন তরজমাও পড়ানো হয়। কিন্তু আমার সমস্যা হল, আমি কুরআন শরীফ দেখে তরজমা করতে পারি, কিন্তু অর্থ শুনে আয়াত বলতে পারি না। এখন আমার প্রশ্ন হল, আমি কী পদ্ধতিতে কুরআন পড়লে অর্থ শুনে আয়াত বলতে পারব? প্রাথমিক অবস্থায় কোন তরজমা আমাদের জন্য বেশি উপকারী? পরামর্শ পেলে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ আয়াত তরজমাসহ বারবার পড়ুন। পঠিত সবক সহপাঠীদের সঙ্গে তাকরার করুন এবং তরজমা থেকে আয়াতটি স্মরণ করার চেষ্টা করুন। যদি স্মরণে না আসে তাহলে কুরআন মজীদ খুলে দেখে নিন। এভাবে মশক করতে থাকুন।

আলকাউসারের অক্টোবর-নভেম্বর '০৫ সংখ্যায় অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করার যে পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে সময় পেলে সেভাবেও মেহনত করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।

কুরআন মজীদের অর্থ বোঝার প্রাথমিক বা সহায়ক অধ্যয়নে মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম-এর 'আততরীক ইলাল কুরআন' অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত রাখুন। পূর্ণ কুরআন মজীদের তরজমার জন্য এমদাদিয়া কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত তরজমায়ে কুরআন সংগ্রহ করা উচিত, যা হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.) এবং অন্যান্য আকাবিরের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তরজমা পড়া যেতে পারে।

এখন তো মাশাআল্লাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উছমানী (দা. বা.) কৃত তাওযীহুল কুরআন-এর পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে গেছে। তবে যে কথাটা স্মরণ রাখা কর্তব্য তা হলো, তালিবে ইলমের এমন ইস্তিদাদ অর্জন করা জরুরী, যাতে সে আয়াতের তরজমা নিজেই করতে পারে। তাই একজন তালিবে ইলম প্রথমে চিন্তা করে নিজেই আয়াতের তরজমা করবে। এরপর কোন একটি মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য তরজমার সাথে মিলিয়ে দেখবে কোথায় কোথায় পার্থক্য হলো এবং কেন। এভাবে মশক করতে থাকলে বুঝে তরজমা করার ইস্তিদাদ তৈরি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ব্যক্তিগত পাঠাগার গঠনে করণীয়

১৮০. প্রশ্ন ঃ ছোটবেলায় শুনেছি, বই জ্ঞানার্জনের অন্যতম মাধ্যম। তখন থেকেই বইয়ের প্রতি আমার প্রচণ্ড আগ্রহ। হাতের কাছে কোনো বই পেলে তা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাই না। আর বই কেনা তো আমার রীতিমতো নেশা। পছন্দের বই কিনতে আমার খুব ভালো লাগে। বর্তমানেও আমার কাছে প্রায় শ'খানেকের মতো বই আছে। আমার ইচ্ছা ধীরে ধীরে একটা ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ে তোলা, যা থেকে আমার পরিবার এবং পরিচিতজনরা উপকৃত হবে। তো জানার বিষয় হল, এর জন্য আমি কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি? কোন পথে এগিয়ে গেলে এ কাজ আমার জন্য সহজ হবে? এবং কোন ধরনের লেখকের কী কী বই সংগ্রহ করতে পারি? দয়া করে এ ব্যাপারে সুপরামর্শ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর ঃ মাশাআল্লাহ, অতি উত্তম সংকল্প! আল্লাহ তাআলা হিম্মত ও তাওফীক দান করুন।

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয় : ১. গ্রন্থ নির্বাচন, ২. গ্রন্থ সংগ্রহ।

গ্রন্থ নির্বাচনের বিষয়ে 'আলআহাম ফালআহাম' নীতি অনুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই। এরপরেও কুতুবখানায় বিষয়-বৈচিত্র থাকা চাই। কুতুবখানা আয়তনে ছোট হলেও তাতে প্রয়োজনীয় সব বিষয়েরই একটা, দুটা কিতাব থাকা প্রয়োজন।

কী কিতাব এবং তার কোন সংস্করণ সংগ্রহ করবেন– এ বিষয়ে তালীমী মুরব্বী ও কিতাবপত্রের খোঁজখবর রাখেন এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। নিজেও বিভিন্ন কুতুবখানা, ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্মুক্ত পাঠাগার ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখবেন। তিজারতী কুতুবখানাগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা চাই। মুতালাআর যওকের সঙ্গে যদি এ বিষয়টা যুক্ত হয় তাহলে আপনার নিজের মধ্যেও গ্রন্থ নির্বাচনের রুচি ও যোগ্যতা তৈরি হবে।

এ বিষয়ে একটা কথা এই যে, কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের সকল রচনা সংগ্রহ করার মতো (যদি সম্ভব হয়)। বর্তমান সময়ে এ ধরনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.), শায়খ যাহেদ কাউছারী (রহ.), মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.), হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নুমানী (রহ.), হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.), শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.), হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.), হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম, আল্লামা খালিদ মাহমুদ ছাহেব এবং মাওলানা আমীন ছফদার (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর আকাবিরের পছন্দনীয় কিতাবসমূহ, বিশেষত যেগুলোকে তারা তাদের মুহসিন কিতাব বলে উল্লেখ করেছেন, অবশ্যই সংগ্রহ করার মতো।

Free © www.eilm.weebly.com

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ গ্রন্থসংগ্রহের বিষয়ে দুআ ও রোনাযারীকেই মূল উপায় হিসেবে গ্রহণ করুন। আর সহযোগী উপায় হবে মিতব্যয়িতা। উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আমীন ছফদর ছাহেব অত্যন্ত গরীব মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত কুতুবখানা ছিল বেশ বড়। এ কুতুবখানা তৈরিতে দুআ ও রোনাযারী ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সহায়। তাঁর আদ্দুররুল মানছুর কিতাবের প্রয়োজন ছিল। রাতভর তাহাজ্জুদের নামাযে কেঁদে কেঁদে দুআ করলেন। এর মধ্যে কিছুটা তন্দ্রা এল। স্বপ্নে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত হয়ে গেল। ইরশাদ হল, 'কিতাবের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' শেষে সেই কিতাবের তো ব্যবস্থা হলই পরবর্তীতে প্রয়োজনমাফিক অন্যান্য কিতাবেরও ব্যবস্থা হতে থাকল।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.) কিতাবের জন্য নফল নামাযের মান্নত করতেন: অমুক কিতাব পেলে এত রাকাআত নফল নামায পড়ব। কিতাবও সংগ্রহ হত আর নফল নামাযের মাধ্যমে তাকাররুব ইলাল্লাহও হাসিল হত।

হযরতুল উস্তায (মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী রহ.)-এর ব্যক্তিগত কুতুবখানাও অনেক বড় ছিল এবং তাতে অনেক দুষ্প্রাপ্য কিতাব ও অনেক খণ্ডের বড় বড় গ্রন্থও ছিল। কখনও বিকালে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কীভাবে এসেছ, হেঁটে না বাসে? যেদিন বাসে যাওয়া হত বলতাম, 'বাসে এসেছি।' প্রশ্ন করতেন, 'কত ভাড়া লেগেছে?' বলতাম, 'চার আনা।' তিনি বলতেন, 'তালিবে ইলমের জন্য চার আনাও অনেক। আমরা যদি চার আনা পেতাম তো সংরক্ষণ করে রাখতাম, আরো চার আনা সংগ্রহ করা গেলে একটা রিসালা খরিদ করতাম।

আসলে মিতব্যয়িতার মাধ্যমে তাঁর ওই কুতুবখানা প্রস্তুত হয়েছিল।

বিবাড়িয়ার টানবাজার মসজিদের খতীব ছাহেব তার নিজের ঘটনা আমাকে শুনিয়েছেন যে, তিনি যখন দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশুনা করতেন তখন তার জন্য নির্ধারিত দুই রুটির মধ্যে একটা রুটি খেতেন, অন্য রুটি যদি কেউ নিয়ে যেত এবং তাকে কিছু দিত এটাই ছিল তার কিতাব সংগ্রহের উপায়।

আর যাদেরকে আল্লাহ তাআলা আর্থিক স্বচ্ছলতা দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে কিতাব সংগ্রহের আগ্রহও দিয়েছেন তাদের শোকর গোযারী করা উচিত এবং এই নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত।

সীরাত সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর

১৮১. প্রশ্ন ঃ আমি 'আসাহহুস সিয়ার' কিতাবে দেখেছি যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলামদের তালিকায় একটা নাম

Free @www.e-ilm.weebly.com

লেখা হয়েছে سندر এই নামের উচ্চারণ কী হবে আর তিনি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) হয়ে থাকেন তবে زنباع -র 'মাওলা' কীভাবে হলেন?

উত্তর ঃ ওই নামের উচ্চারণ 'ছানদার।' অপর নামটি হচ্ছে زنباع الجذامى (দেখুন : তাজুল আরুস– শরহুল কামূস, মুরতাযা যাবীদী; আলআনসাব আবদুল কারীম সামআনী)

ছানদর (রাযি.) মূলত যিম্বা (রাযি.)-এর গোলাম ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, একবার কোনো অপরাধের কারণে যিম্বা (রাযি.) তাকে খাসী করে দেন। ছানদর (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যে, যাকে অঙ্গহানী করে বিকৃত করা হয় কিংবা আগুনে জ্বালানো হয় সে আযাদ। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 'মাওলা' (আযাদকৃত)।

(উসদুল গাবা, ২/৩৮৩; আলইসাবা ২/৫৬৮–৫৬৯)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'মাওলা' বলে উল্লেখ করার কারণও জানা গেল।

আরবী শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ

১৮২. প্রশ্ন ঃ সালাম বাদ আরয এই যে, আমি কাফিয়া জামাতের এক নগণ্য ছাত্র। বড়দের মুখে শুনি, প্রতিদিন একটি করে আরবী শব্দ অভিধান দেখে তাহকীক করবে। এতে আরবী শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে এবং আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জিত হবে। তাই আমি প্রতিদিন অভিধান নিয়ে বসি। কিন্তু এত শব্দের ভিতরে কোনটা রেখে কোনটা তাহকীক করব ভেবে পাই না। তাই হুযুরের নিকট আরয, বহুল ব্যবহৃত অর্থাৎ কুরআন-হাদীসে যে শব্দগুলো সাধারণত পাওয়া যায় এমন তিরশটি করে শব্দ প্রতিমাসে পর্যায়ক্রমে 'মাসিক আলকাউসারে' উল্লেখ করলে ভালো হত।

উত্তর ঃ আপনি হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রহ. রচিত 'লুগাতুল কুরআন' সংগ্রহ করুন। এটা যেমন কুরআনের অভিধান তেমনি কুরআনী শব্দমালার সূচিও বটে। এই গ্রন্থের সাহায্যে কুরআনের বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

জামাতে ছাত্র কম হওয়ায় হতাশা

১৮৩. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি জালালাইন জামাতের একজন ছাত্র। আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল (যা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি) আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে একটি মাদরাসায় ভর্তি হয়েছি। কিন্তু একাকী থাকার কারণে লেখাপড়ায় বিশেষ করে মুতালাআয় কোনোক্রমেই মন বসছে না। যখনই একটু কিতাব নিয়ে বসি তখনই নানারকম চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে এবং নিজেকে একাকী ভেবে বড় অসহায় বোধ হয়। তখন নীরবে অশ্রু ঝরানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এক কথায় এখানে কোনোভাবেই আমার মন টিকছে না। তাছাড়া নদভী (রহ.) বলেছেন, (যার মাফহুম হল) মাদরাসার পড়া যদি তোমার কাছে ভালো না লাগে তাহলে সোজা বাবা-মার কাছে বল যে, এখানে আমার ভালো লাগছে না। আমার জন্য অন্য ব্যবস্থা নিন। কেননা তোমার মনঃপুত না হলে শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে। আর এতে কোনো লাভ নেই। কিন্তু এখন যে অন্য কোথাও ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই কিংবা থাকলেও তা হবে বাবা-মার অসন্তুষ্টিতে। সুতরাং এমনই দুযোর্গময় মুহূর্তে আমি কী করতে পারি? ভাঙ্গা মন নিয়েই কি থেকে যাব? নাকি এর জন্য অন্য কোনো পথ আছে? এ ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ (ক) মুরব্বীদের মাশোয়ারা অনুযায়ী কাজ করুন। আল্লাহ আপনার নুসরত করবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে মনোযোগ ও স্থিরতার জন্য দুআ করুন এবং চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে– এমন সকল কথা, কাজ ও চিন্তা থেকে কষ্ট করে হলেও নিজেকে দূরে রাখুন। দুআ ও মুজাহাদাই সকল সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

كُنْ رَجُلاً رِجْلُهُ فِيْ الثَّرٰى وَهَامَةُ هِمَّتِهٖ فِيْ الثُّرَيَّا.

ইলমে হাদীসে দক্ষতা অর্জন

১৮৪. প্রশ্ন ঃ (খ) আপনার মতো সৌভাগ্যবান ব্যক্তির কথা আমি যখন থেকে শুনেছি তখন থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি আপনার মতো অনেক বড় হব ইনশাআল্লাহ। এমনকি উলূমে হাদীসের উপর দক্ষতা অর্জনের জন্য আপনার সান্নিধ্যে থেকে কিছু ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আমীন।

সুতরাং এখন থেকেই প্রস্তুতি হিসাবে কী পন্থা অলবম্বন করতে হবে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ (খ) এ বছর জালালাইনের সঙ্গে আবু শাহবা (রহ.)-এর কিতাব 'আল ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর' অধ্যয়ন করুন। আগামী রমযানে 'আল মাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফ' ও 'আলবিযাআতুল মুযজাত' (মুকাদ্দিমায়ে মিরকাতুল মাফাতীহ, মুলতান থেকে প্রকাশিত সংস্করণ) অধ্যয়ন করুন। এরপর 'আলমাদখাল'-এর পরামর্শ অনুযায়ী ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হোন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

মিশকাত জামাতের কিতাবসমূহ কীভাবে পড়বো

১৮৫. প্রশ্ন ঃ আমি এ বছর মিশকাত জামাতে পড়বো। আমি একজন মাঝারি ধরনের ছাত্র। এ জামাতের কিতাবাদি কীভাবে অধ্যয়ন করলে আমার উপকার হবে সে বিষয়ে জানার খুব আগ্রহ।

দয়া করে আপনার কিছু সময় আমার জন্য ব্যয় করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দ্বীনের বিপুল খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

উত্তর ঃ এই জামাতের সব কিতাবের ব্যাপারেই আলকাউসারের বিভিন্ন সংখ্যায় লেখা হয়েছে। মেহেরবানী করে পিছনের সংখ্যাগুলোর শিক্ষার্থীদের পাতায় দেখুন। ইনশাআল্লাহ আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়ে যাবেন।

একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, আপনি প্রতিটি হাদীসের তরজমা ও মাফহুম পরিষ্কারভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন। মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.)-এর 'মাআরিফুল হাদীস' মুতালাআয় রাখবেন। তিনি হাদীসের ভাব ও শিক্ষা যেভাবে সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন আপনিও হাদীসের মাফহুম ঐভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন। হাদীসের নির্দেশনাগুলো নিজের আমলী যিন্দেগীতে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবেন। এরপরে অতিরিক্ত বিষয়, বিভিন্ন ফায়েদা, ইখতিলাফসমূহ ও দলীল-প্রমাণের স্থান রাখবেন। এ বিষয়গুলো যতটুকু পারা যায় তাতেই আলহামদুল্লিাহ, বাকি পরে দেখা যাবে।

মানতিক নিয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

১৮৬. প্রশ্ন ঃ (ক) মানতিক সম্পর্কে কেউ বলেন, এর কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট করা। আবার অনেকে এর পিছনে যথেষ্ট মুজাহাদা করে, মেধা খাটায়। আর কুরআন-হাদীস নিয়ে গবেষণার সময় হলে পড়া শেষ হয়ে যায়। তাহলে এ শিখার কী অর্থ? কেউ কেউ বলেন, মুহাক্কিক আলেম হওয়ার জন্য বিষয়টির যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কুরআন-হাদীসের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ইঙ্গিত বুঝতে সহায়ক। তাই বিষয়টি অতীব প্রয়োজন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখন হযরতের কাছে জানার বিষয় হল, বিষয়টির বাস্তবতা কতটুকু? কতটুকু অর্জন করা জরুরি? সুন্দর পরামর্শ প্রার্থী।

প্রশ্ন ঃ (খ) মানতিকের কিতাবগুলোতে কিছু বহছ আছে। যথা :

كل ج ب - موجهات عكسى نقيض

ইত্যাদি খুরাফাতের শামিল হবে কি না?

প্রশ্ন ঃ (গ) আমাদের জামাতে কুতবী-এর তাছদীকাত অংশ পড়ানো হয়। কিতাবটি কোন পদ্ধতিতে পড়ব জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর ঃ (ক–গ) মানতিক সম্পর্কে এই বিভাগে ইতোপূর্বে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। সংক্ষেপে আপনাকে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, আপনি শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর কিতাব

"العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزّواج"

এর মধ্যে ইমাম নববী (রহ.)-এর জীবনী হাশিয়াসহ মুতালাআ করুন এবং হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর কিতাবসমূহ থেকে নির্বাচিত রেসালা 'উলূম ওয়া ফুনুন' ও 'নিসাবে তালীম' থেকে মানতিক বিষয়ক আলোচনা মুতালাআ করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি ভারসাম্যপূর্ণ ও অনুসরণীয় রায় পেয়ে যাবেন। তর্ক বাদ দিয়ে কাজ করা উচিত। সময় খুবই মূল্যবান, অযথা তর্ক-বিতর্ক করে সময় ব্যয় করা কাম্য নয়।

তাহকীকের মাদ্দা কম

১৮৭. প্রশ্ন ঃ আমার মধ্যে তাহকীকের মাদ্দা কম। কোনো বিষয় মা লাহা ওয়া মা আলাইহা বুঝার উদ্দীপনা নেই। মুতালাআয় মনোযোগের বেশ অভাব। ভাসা ভাসা পড়ি। উদ্দেশ্য থাকে শুধু কিতাব শেষ করা। সময় নির্ধারণ করে প্রায় সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলি। কিন্তু অনেক জায়গা কাঁচা থেকে যায়। আমার কী করণীয়, জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ এভাবেই মুতালাআ করতে থাকুন। তবে প্রত্যেক জামাতের বুনিয়াদী কিতাবগুলোর কিছু জায়গা থেকে নিজের তালীমী মুরব্বীকে শুনিয়ে কিতাবগুলো আপনার ভালোভাবে বুঝে আসছে কি না তা নিশ্চিত করবেন। বুনিয়াদী কিতাবে দুর্বলতা থাকা উচিত নয়। মেহনত করে মজবুত করে নেওয়া জরুরি।

Free@www.e-iqra.weebly.com

অনেক আরব আলেমের মুখে যে দাড়ি নেই...

১৮৮. প্রশ্ন ঃ অনেক আরব আলেমকে দেখা যায়, মুখে দাড়ি নেই কিংবা খাটো দাড়ি। অথচ দাড়ি লম্বা করা 'সুনানে হুদা'র অন্তর্ভুক্ত এবং এক মুষ্ঠির চেয়ে খাটো না করা ওয়াজিব। শুনেছি, আপনি আরব আলেমদের কাছেও পড়েছেন। তারাও কি এমন ছিলেন? আরও শুনেছি যে, আপনার একজন বিশেষ উস্তাদ, যিনি অনেক কিতাবপত্র লিখেছেন, তারও অবস্থা নাকি এমন ছিল। আপনারই এক ছাত্রের সূত্রে একজন আমাকে বলেছে যে, আপনি নিজেই নাকি তাকে এই তথ্য দিয়েছেন। সে একথাও বলেছে যে, আপনি তাকে বলেছেন, 'তাঁর কিতাব পড়লে ইলম পাবে, তাহকীক পাবে, কিন্তু আমল-আখলাক কিছুই নেই!'

উত্তর ঃ আরবে যদিও অনেক আলেমের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে আমার উস্তাদ শুধু দু'জন : ১. শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)। ২. তাঁর শাগরিদ শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা দামাত বারাকাতুহুম।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)কে দেখেছেন এমন হাজার-হাজার মানুষ আরবে-আজমে রয়েছেন। সবাই জানেন যে, শায়খ (রহ.)-এর চেহারা ছিল পূর্ণ মাসনূন শ্মশ্রুশোভিত। দাড়ি তো সুন্নতে ওয়াজিবা, সাধারণ সুন্নাত ও আদাবেরও যে গুরুত্ব শায়খের মাঝে ছিল তা জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর কিতাবাদি থেকেই অনুমান করতে পারেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : 'মিন আদাবিল ইসলাম', আসসুন্নাতুল নাবাবিয়্যাহ ওয়া মাদলূলুহাশ শরয়ী', মুকাদ্দিমায়ে তুহফাতুল আখয়ার বি ইহইয়ায়ি সুন্নাতি সাইয়িদিল আবরার' ইত্যাদি। আর যারা শায়খ (রহ.)কে সরাসরি দেখেছেন তাদের তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই রয়েছে।

উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম লিখেছেন, 'আমি তাঁর (হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ) নাম প্রথম শুনি ১৯৫৬ সালে। আমার ওয়ালিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) 'মু'তামারে আলমে ইসলামী'র সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ফিলিস্তিন সফর করেছিলেন। দামেস্ক থেকে হযরত ওয়ালিদ সাহেবের যে চিঠি আসে তাতে সিরিয়ার উলামা-মাশায়েখের আলোচনা ছিল। ওই চিঠিতে তিনি বিশেষভাবে হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর কথা লিখেছিলেন। ফিরে আসার পরও হযরত ওয়ালিদ সাহেব তাঁর কথা বলতেন অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলতেন যে, 'ইলম ও তাহকীকের অঙ্গণে যোগ্য ব্যক্তি এখনও আরবে অনেক আছেন, কিন্তু এমন ব্যক্তিত্ব খুবই কম, যারা একই সঙ্গে গভীর ইলম ও ইত্তেবায়ে সুন্নতের অধিকারী

Free © www.eilm.weebly.com

এবং যাদের আচার-আচরণে সালফে সালেহীনের স্মৃতি জেগে ওঠে। হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ ওই দুর্লভ ব্যক্তিদেরই একজন।...'

'পৃথিবীতে এই নিয়মই কার্যকর যে, যারা আসার তারা আসছে আর যারা বিদায় নেওয়ার তারা বিদায় নিচ্ছে, কিন্তু এমন ব্যক্তিত্ব বিরল, যাঁদের বিদায়ে পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষের হৃদয় কাঁদে। অনাত্মীয়রাও তার তিরোধানে স্বজন হারানোর বেদনা অনুভব করে। নিঃসন্দেহে হযরত শায়খ (রহ.) এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। একে তো এখন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অবনতিও দৃশ্যমান। কিন্তু তবু কিছু ব্যক্তি এ অঙ্গণে তৈরি হচ্ছেন কিন্তু ইলম যাদের কথা ও কাজে বিকশিত, যাদের জীবন ও আচরণ ইত্তেবায়ে সুন্নত ও সালাফে সালেহীনের অনুসরণে প্রদীপ্ত, বিনয় ও খোদাভীতি এবং ভদ্রতা ও সহনশীলতায় প্রজ্জ্বোল, এমন ব্যক্তিত্বের দেখা পাওয়া তো এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এঁদের কেউ যখন বিদায় নেন তখন তো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের শূন্যতা পূরণ হয় না।

(নুকূশে রফতেগাঁ, পৃ. ৩৮৯, ৩৯৩)

আমার খুব কষ্ট হয়েছে! একজন আলমী শায়খ ও মুরব্বী এবং মুতাওয়াতিরুল আদালাহ ওয়াস সালাহ ব্যক্তিত্বের 'নির্দোষিতা' সম্পর্কে লিখতে হল!

শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা দামাত বারাকাতুহুম, আলহামদুলিল্লাহ, এখনও বা-হায়াত আছেন এবং ইলমে দ্বীনের খেদমতে মগ্ন আছেন।

এখন তাঁর বয়স তিহাত্তর বছর। গভীর ইলম, উত্তম আখলাক এবং ইত্তেবায়ে সুন্নতের বৈশিষ্ট্যে তিনি শায়খ (রহ.)-এর নমুনা। বাংলাদেশ থেকে যেসব আলেম-উলামা হজ্জ ও যিয়ারতের জন্য যান এবং আরবের উলামা-মাশায়েখের সঙ্গে মুলাকাত করেন তাঁদের কাছ থেকেও জানা যেতে পারে যে, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহর মুখমণ্ডল মাসনূন দাড়িতে শোভিত কি না। দীর্ঘ বিরতির পরে গত দুই সফরে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ মুলাকাত হয়েছে এবং নতুন করে শায়খ (রহ.)-এর স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হায়াতে তায়্যেবা দান করুন। আমীন।

মোমেনশাহীর একজন বড় আলেম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুকাররমায় আমাকে ফোন করে বলেছিলেন যে, 'আমার অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছে যে, ইনি একজন আল্লাহর অলি।' আরেকজন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। তাঁর মাসনূন শ্মশ্রুশোভিত নূরানী চেহারা দেখে তিনি নির্বাক হয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত শুধু কাঁদতেই থাকেন। শেষে বহু কষ্টে কান্না থামিয়ে সালাম দেন।

Free © www.eilm.weebly.com

তো এঁদের সম্পর্কে আপনাকে যা বলা হয়েছে তা পরিষ্কার 'বুহতান'। আপনার তো এটা শুনেই বলা উচিত ছিল, 'সুবহানাকা হাযা বুহতানুন আযীম'।

আপনি আরেকটি বিষয় চিন্তা করুন। শুধু দাড়ি না থাকার বা ছোট থাকার উপর ভিত্তি করে কীভাবে একজনকে 'বেআমল' ও 'বেআখলাক' বলে দেওয়া হল? কারো সম্পর্কে এই কথা সঠিক হলেও তো এ কারণে তাকে 'দাড়িহীন' বলা যায় কিংবা বলা যায়, 'দাড়ির মতো একটি সুন্নতে ওয়াজিবার তরককারী'। কিন্তু একেবারে আমল-আখলাক কিছুই নেই এটা কীভাবে বলা যায়? তারা যেন অনুগ্রহ করে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর সহীহ বুখারীর দরসী তাকরীর 'ইন'আমুল বারী' প্রথম খণ্ডে 'বাব আদ্দীনু ইউসরুন' পড়ে নেন। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা 'গুলূ' থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে এবং চিন্তা-ভাবনায় ভারসাম্য আসবে।

সেখানে হযরত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। চেচনিয়ায় রুশ বাহিনীর আক্রমণ চলছিল। সেখানকার মজলুম মুসলমানদের জন্য সাহায্যের বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলছে। এ সময় হযরতের একজন পুরনো দোস্ত, অত্যন্ত দ্বীনদার সাক্ষাতের জন্য আসেন। আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত তাকে বললেন, 'চেচনিয়ার মুসলমানদের জন্য কিছু সাহায্য পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, ইচ্ছে হলে তুমিও এতে শামিল হতে পার।' ওই দোস্ত বললেন, এই চেচনিয়ার লোকেরা তো দ্বীনদার নয়! না মুখমণ্ডলে দাড়ি আছে, না তাকওয়া-পরহেজগারীর কোনো চিহ্ন, কিছুই নেই!

হযরত বলেন, 'আমার এত বিরক্তি লাগল যে, খোদার বান্দা, মানুষের সম্পর্কে কুধারণারও তো একটা সীমা-পরিসীমা থাকে!

'ওই মুসলমানরা বছরের পর বছর রাশিয়ার জুলুম-অত্যাচারের শিকার, শুধু এই জন্য যে, তারা কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, আর তুমি বল, তাদের দাড়ি নেই!

'আল্লাহকে ভয় কর, একজন কালেমা পাঠকারী শুধু কালেমার কারণে জুলুম-অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, আর তুমি বলছ, দাড়ি নেই, তাই সে সাহায্য পেতে পারে না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

এই ঘটনা উল্লেখ করে হযরত (রহ.) বলেন, 'এমন কেন? শরীয়তে (র বিধানাবলীতে) কি কোনো পর্যায়ক্রম নেই? সবচেয়ে বড় জিনিস দাড়ি! এটা থাকলেই চলে! এরপর গীবত করুক, মিথ্যা অপবাদ দিক, লেনদেনে হাজার

Free © www.e-ilm.weebly.com

সমস্যা থাকুক, অন্যের হক মারুক, যা ইচ্ছা করুক, দাড়ি যেহেতু আছে অতএব 'দ্বীনদার'! 'দ্বীনদারের' অর্থ আমরা ধরে নিয়েছি দাড়িওয়ালা'। দ্বীনদার অর্থ দ্বীনের অনুসারী। তো এরা দ্বীনদারীর সম্পূর্ণ অর্থ দাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে! যেন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দ্বীনের কোনোই সম্পর্ক নেই। নাউযুবিল্লাহ!!

'আমি আরজ করছি যে, ইসলামে দাড়ি সুন্নতে ওয়াজিবা। প্রত্যেকের জন্য এটা ওয়াজিব। কিন্তু ইসলাম এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে যে, আমরা দ্বীনকে বাহ্যিক বিষয়াদির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছি। এটা অত্যন্ত জঘন্য ধরনের 'গুলূ'।'

তিনি আরো বলেন, 'এই কথাগুলো স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের (মাদরাসার) পরিবেশে আমরা দাড়ি রাখলাম, কুর্তা পরলাম, পাজামা টাখনুর উপরে ওঠালাম তো আমরা দ্বীনদার, আর যারা বাইরে আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, চাকুরি করছে তারা দুনিয়াদার!

কিছুদিন আগে এখান থেকে শিক্ষা সমাপনকারী একজন চিঠি লিখল। তার শব্দ এই ছিল যে, আমি এখন যে মাদরাসায় পড়ানো আরম্ভ করেছি সেখানে আমার মন বসছে না। আমার ভাই বলেন, তুমি কোনো চিন্তা করো না, দ্বীনের কাজ করতে থাক, তোমার সব খরচপত্র আমি বহন করব। কিন্তু আমার ভাই একজন দুনিয়াদার মানুষ। আমি তার কথা মানতে পারি কি?

'আমি বললাম, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! তোমার ভাই তোমার দ্বীন রক্ষার জন্য নিজের উপার্জিত অর্থ দ্বারা তোমাকে সহযোগিতা করছেন, তাকে তুমি বলছ দুনিয়াদার! আর নিজে হয়ে গেছ দ্বীনদার! ...'

(ইনআমুল বারী ১/৫০১-৫০২)

যাই হোক, এই কথাগুলো প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলাম। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (রহ.) সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তাঁর আখলাক সম্পর্কে শুধু একটি মন্তব্য উল্লেখ করে কথা শেষ করছি। সিরিয়ার অবিসংবাদিত বুযুর্গ আল্লামা সাইয়েদ আহমদ ছকর একবার বলেছিলেন, "আখলাককে যদি বলা হয়, 'মূর্ত হও' তাহলে দেখা যাবে আবদুল ফাত্তাহ দাঁড়িয়ে আছেন!"

(লিসানুল মিযান, প্রকাশকের ভূমিকা ১/৫৮)

আল্লাহ যদি চিন্তাশক্তি দান করেন তো এই বাক্য থেকেই অনেক কিছু অনুধাবন করা যাবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

হেদায়াতুন নাহুর কয়েকটি মাসআলা

১৮৯. প্রশ্ন ঃ আমি হেদায়াতুন্নাহুর একজন ছাত্র। উক্ত কিতাবের কয়েকটি মাসআলা আমাকে পেরেশান করে তুলেছে। তাই প্রিয় বন্ধু আলকাউসারের সহযোগিতায় মহোদয়ের শরণাপন্ন হলাম। আশা রাখি প্রশান্তি পাব।

১. এই কিতাবের ৩নং পৃষ্ঠায় আছে–

اَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِى الْمَبَادِى الَّتِىْ يَجِبُ تَقْدِيْمُهَا

এখানে মুকাদ্দামা ও মাবাদী উভয়ের মাফহুম এক তাই 'যরফিয়্যাতুশ শাই লিনাফসিহ' লাযেম আসে। এর জবাব আরবী-উর্দূ শরাহগুলোতে এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, মুকাদ্দামা দ্বারা 'আলফাজে মাখছুছা' এবং মাবাদী দ্বারা 'মাআনী মাখছুছা' উদ্দেশ্য। অথবা এর বিপরীতও হতে পারে। আমার প্রশ্ন হল :
ক) 'আলফাযে মাখছুছা' ও মাআনী মাখছুছা দ্বারা বাস্তবে আমি কী বুঝতে পারি?

খ) বিষয়টা তো কোনো ফরযী বিষয় নয়। মুসান্নিফ নিজেই বলেছেন, "ওয়ারাততাবতুহু আলা মুকাদ্দিমাতিন ..." তাহলে তারতীব দেওয়া একটি বিষয় আলফাজে মাখছুছাও হতে পারে আবার তার বিপরীতও হতে পারে কীভাবে?

গ) কোনো কোনো উস্তাদ বলেন যে, মুকাদ্দিমাটি আম অর্থাৎ মুকাদ্দামাতুল ইলমও হতে পারে আবার মুকাদ্দিমাতুল কিতাবও হতে পারে। আর মাবাদী খাছ শুধু মুকাদ্দিমাতুল ইলম এর জন্য। তাই কোনো প্রশ্ন থাকে না।

এক্ষেত্রে আমার জানার বিষয় হল, মুকাদ্দিমাতুল ইলম ও মুকাদ্দিমাতুল কিতাব বাস্তবে কোন জিনিসগুলো।

কিতাবে প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে পূর্ণ বুঝা যাচ্ছে না। আর 'মাবাদী আশারা' যাকে বলা হয় তা কি মুকাদ্দিমাতুল ইলম-এর অন্তর্ভুক্ত না দুটোরই?

ঘ) আবার কোনো উস্তাদ বলেন, এখানে মুকাদ্দিমা শব্দটি শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ যা কিছুই প্রথমে আলোচনা করা হবে অথবা আলোচনার জন্য স্থান বরাদ্দ থাকবে তাই মুকাদ্দিমা। অতএব এখানে মুকাদ্দিমা বা অগ্রকথার স্থানে মাবাদীর কিছু অংশ আলোচনা করেছেন।

কিন্তু এই জবাবের সাথে আমি একমত নই এজন্য যে, তা কোনো কিতাবে পাইনি। এছাড়া তারতীবকৃত বস্তুর অস্তিত্ব থাকা তো জরুরী।

ঙ) আবার কোনো কোনো উস্তাদ বলেন, কাওয়ায়েদ এর আলোকে উভয় জবাব সহীহ। তাই আমি কোনটি মানব?

Free © www.e-ilm.weebly.com

২. ১৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, গায়রে মুনসারিফ এর সবব তারকীবের জন্য শর্ত হল তারকীবে ইসনাদী না হওয়া। যেমন– شاب قرناها বাক্যটি ফে'ল ও ফায়েল দ্বারা গঠিত হয়েছে তাই তা মাবনী। এখন প্রশ্ন হল– حضر موت অর্থাৎ حضر موت صالح

এ বাক্যটিও তো তারকীবে ইসনাদী দ্বারা গঠিত। সেটা গায়রে মুনছারিফ কেমন করে হল?

মহোদয়ের কাছে আশা রাখি, সবকটি প্রশ্নের বিস্তারিত সমাধান দিয়ে পেরেশানী দূর করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উত্তর ঃ অত্যন্ত ধৈর্য ব্যয় করে আপনার চিঠিটা পড়লাম এবং আরো ধৈর্য ধারণ করে তা প্রকাশও করছি। বিষয়বস্তু বুঝে আসার পর শাব্দিক ঘোরপ্যাচে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সময় অতি মূল্যবান এবং তাকে ফলপ্রসূ কাজে ব্যয় করা কর্তব্য। আমার দরখাস্ত এই যে, যখন আপনি এইসব চিন্তা-ভাবনার জন্য সময় পাবেন তো সময়টা এই সব কাজে ব্যয় না করে হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ-এর কিতাব 'আততত্বরীক ইলাল কুরআন' অধ্যয়ন করবেন এবং সে কিতাবের আলোকে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে নাহবী কায়েদা-কানূন প্রয়োগ করে আয়াতের অর্থ ও মর্ম বোঝার চেষ্টা করবেন।

আরো সময় থাকলে তাঁর কিতাব 'আততামরীনুল কিতাবী'র সাহায্যে 'ইনশা' চর্চা করবেন। এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আপনার ইলম ও ফাহমে বরকত হবে এবং ইসতি'দাদ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

আপনার কোনো কোনো বাক্য থেকে 'কিল্লতে আদবের' রেশ পাওয়া যায় যেমন– এই বাক্যটি– 'কিন্তু এ জওয়াবের সঙ্গে আমি একমত নই এজন্য যে, তা কোনো কিতাবে পাইনি'!!

আমি বলি না যে, ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি এমন করেছেন, কিন্তু সতর্ক না করে দিলে ইসলাহ কীভাবে হবে? এজন্য বিষয়টার দিকে শুধু একটুখানি ইশারা করে দিলাম।

২. حضر موت শব্দের যবত করতে গিয়ে ইয়াকুত হামাভী (৬২৬ হি.) মু'জামুল বুলদান (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১৩) গ্রন্থে লেখেন–

بالفتح ثم السكون وفتح الراء والميم

Free@www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ উচ্চারণটা হল 'হাদরা মাওত'। তাহলে এটা কি জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হল? এরপর কী দলীলের ভিত্তিতে এর তরজমা حضر موت صالح করেছেন?

কোনো নবী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য দলীল ছাড়া কোনো কিছু বলে দেওয়া ঠিক নয়।

'বুলদান' বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এবং লুগাত-এর বিস্তারিত গ্রন্থসমূহে এই শব্দের তাহকীক দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, শব্দটা 'গায়রে মুনসারিফ' হওয়াই নির্ধারিত নয়।

জিহাদ সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর

১৯০. প্রশ্ন ঃ ...

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্ন পেয়েছি, কিন্তু যেহেতু তা 'সওয়ালনামা' আকারে বড়দের প্রতি এক 'অভিযোগনামা'। তাই তা প্রকাশ করা সমীচীন মনে হল না। আপনার কাছে দরখাস্ত এই যে, আপনি মাওলানা যায়েদ মাজাহেরী নদভীকৃত 'ইসলামী হুকুমত আওর দুসতূরে মামলাকাত' (যা হাকীমুল উম্মত রহ.-এর গ্রন্থাদি এবং তাঁর খুতবাত ও মালফুযাত থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে) অধ্যয়ন করুন।

'কিতাবুল জিহাদ' ইবনুল মুবারক এর অনুবাদের শুরুতে আমার লিখিত ভূমিকাটিও অধ্যয়ন করুন। এরপর যদি কোনো ইলমী প্রশ্ন বাকি থাকে তাহলে সে সম্পর্কে লিখবেন। ইনশাআল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিষয় জানতে চাইলে সাক্ষাতে আলোচনা করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ এবং দ্বীনী গায়রত দান করুন। আমীন।

জিহাদের আয়াত ও হাদীসকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহার প্রসঙ্গ

১৯১. প্রশ্ন ঃ (ক) আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া। তাঁর অনুগ্রহে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেক কিতাব পড়ে থাকলেও জিহাদের মাসায়েল সম্পর্কে তেমন অবগত হতে পারিনি। তাই এমন কিছু কিতাবের নাম জানাবেন, যার দ্বারা উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারি। না থাকলে হযরতের নিকট আবেদন, এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিতাব লিখতে।

(খ) আমি মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত 'কিতাবুল জিহাদ'-এ আপনার লেখা ভূমিকা পড়েছি। এখন আমার প্রশ্ন, আজ দেখা যায়, তাবলীগ

Free @ www.eelm.weebly.com

জামাতের সাধারণ ব্যক্তি থেকে নিয়ে মুরুব্বীগণ পর্যন্ত জিহাদের আয়াত ও হাদীস তাবলীগের ফযীলত, গুরুত্ব বর্ণনার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া সাহাবাদের জিহাদী সফরের ইতিহাসকে এমনভাবে বর্ণনা করেন যেন সাহাবাগণ (রাযি.) কেবল দাওয়াতের কাজই করেছেন। জিহাদ করেননি। তাই এই বিশাল জামাত কুরআন, হাদীসের অপব্যাখ্যার গুনাহে জড়িত নয় কি? এজন্য আলেম সমাজের কর্তব্য কী?

উত্তর ঃ উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম 'তাকমিলা ফাতহুল মুলহিমে' (খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪) জিহাদের অর্থ ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উল্লেখ করে দু'টি কিতাবের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

'আহাম্মিয়্যাতুল জিহাদ ফী নাশরিদ দাওয়াতিল ইসলামিয়া' ড. আলী ইবনে নুফাই' 'আশশারীয়াতুল ইসলামিয়া ওয়াল-কানূনুদ দুওয়ালিয়্যুল আম' ড. আবদুল কারীম যাইদান। এটা তাঁর 'মাজমূআতু বুহুছিল ফিকহিয়্যা'তে শামিল রয়েছে।

দারুল মানারা, জেদ্দা থেকে একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে 'আলজিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ হাকীকাতুহু ওয়া গায়াতুহু', আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আল কাদেরী। কিন্তু এটা তেমন উন্নতমানের গ্রন্থ নয়।

বস্তুত জিহাদের অর্থ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং এর মৌলিক মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই হল প্রয়োজনীয় বিষয়। এ বিষয়ে 'আয়াতুল জিহাদ' 'আহাদীসুল জিহাদ' মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করা জরুরী। সংক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর এবং শরহে হাদীসের আলোকে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাগাযী, খুলাফায়ে রাশেদীনের গযওয়াসমূহ এবং সাহাবা-তাবেয়ীন যুগের গযওয়াসমূহ মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করা চাই। এরপর খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর মুসলিহীনে উম্মাহর জীবনী এবং তাদের দাওয়াত ও জিহাদের ইতিহাসও অধ্যয়ন করা জরুরী। তাহলে এ বিষয়ে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা অর্জন করা সম্ভব হবে। সব ধরণের প্রান্তিক চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য উপযুক্ত অধ্যয়ন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সাহচর্য গ্রহণের বিকল্প নেই।

মাসায়িলের জন্য নির্ভরযোগ্য ফিকহ গ্রন্থের রাহনুমায়ী জরুরী। যেমন শরহুস সিয়ারিল কাবীর সারাখসী, আলমুহীতুল বুরহানী, ফাতহুল কাদীর, রদ্দুল মুহতার এবং তার মৌলিক সূত্র– মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকও অধ্যয়ন করা চাই। তবে শর্ত হল ফিকহে মুদাল্লাল ও ফিকহে মুকারান অধ্যয়নের ইসতি'দাদ থাকতে হবে।

Free@www.eilmweb.com

আপনি এ বিষয়ে লিখতে বলেছেন, দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন, কলব, কলম ও সময়ে বরকত দান করেন, সিহহত, আফিয়ত এবং হায়াতে তাইয়্যেবা তবীলা নসীব করেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হলে এ বিষয়ে লেখার ইচ্ছা আছে।

আমার জানা মতে জিহাদের পারিভাষিক অর্থে যেসব আয়াত ও হাদীস এসেছে মুরব্বীরা সেগুলোর অর্থ শুধু দাওয়াত বলেন না। তবে তারা 'সাবীলুল্লাহ'র ফযীলত বিষয়ক নুসূসের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা অবলম্বন করেন। আর এটা তো স্পষ্ট যে, 'লুগাত' ও 'উরফ'– দুই দিক থেকেই 'সাবীলুল্লাহ' শব্দটা ব্যাপক। (দেখুন রফীক আমজাদ কাসেমীকৃত 'আওয়া লাইসা ফী সাবীলিল্লাহি ইল্লা মান কুতিল')। কিন্তু যেখানে পূর্বাপর দ্বারা জিহাদের বিশেষ অর্থ (ফিকহী পরিভাষার জিহাদ) নির্ধারিত হয়ে যায় সেখানে সম্প্রসারিত অর্থ গ্রহণের সুযোগ নেই।

জিহাদ দাওয়াতেরই একটি প্রকার। মানুষকে দ্বীনের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের জিহাদের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করার অর্থ জিহাদকে অস্বীকার করা হয় না কিংবা সাহাবায়ে কেরামের জিহাদের ঘটনাবলী বিকৃত করে দাওয়াতের ঘটনাও বাড়ানো হয় না। আপনি হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহ.)-এর কিতাব 'হায়াতুস সাহাবা' অধ্যয়ন করুন। তাতে দাওয়াত, হিজরত, নুসরত, জিহাদ ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় আছে। জিহাদের ওয়াকেআতের উপর 'দাওয়াত' শিরোনাম লাগানো হয়নি।

এরপর থাকল আম মানুষের অতিরঞ্জন সেটা হিকমতের সঙ্গে সংশোধনের চেষ্টা করা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে একটি প্রচেষ্টা হল, মাদরাসাগুলোতে মানগত উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়া। এ বিষয়ে তাবলীগী ভাইরাও আরো অধিক সহযোগিতা করুন। যাতে অধিক পরিমাণে যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম তৈরি হয় এবং যাতে যোগ্যতাসম্পন্ন ও উন্নত আখলাকের অধিকারী মুদাররিসের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি একটি সমন্বিত নিয়মের অধীনে তাবলীগের মারকাযসমূহে এবং সাল ও তিন চিল্লার জামাতগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন আলিমের অভাবও পূরণ হয়।

তাবলীগ জামাতের দ্বারা কি সুলুক ও তাযকিয়ার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়

১৯২. প্রশ্ন ঃ আলকাউসারের বিগত কয়েক সংখ্যায় মাওলানা আতাউর রহমান খান (রহ.)-এর প্রবন্ধ যা বয়ান ছাপা হয়েছে। আমি নিয়মিত তা পড়েছি

Free@www.eilm.weebly.com

এবং আল্লাহর শোকর অনেক উপকৃত হয়েছি। তবে এ ব্যাপারে আমার কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে।

১. এ আলোচনা কি হযরতের কোনো বয়ান না প্রবন্ধ? বয়ান হলে তা কোথায় হয়েছিল?

২. আলোচনার শেষ অংশে তিনি তাবলীগ জামাতে চিল্লা লাগানোর জন্য তাগিদ করেছেন। এজন্য ভালো লেগেছে। কিন্তু তাঁর এ কথাটা ভালো লাগেনি যে, এখন তো শায়খও নেই, মুরীদও নেই। ইসলাহও নেই। কাজেই এখন পথ হল তাবলীগে কিছুটা সময় দিয়ে নিজের ইসলাহ করা। এতে কি এ যুগে সুলুক ও তাযকিয়াকে একেবারে নফী করা হচ্ছে না? আর বাস্তবেই তাবলীগ জামাতের দ্বারা কি সুলুক ও তাযকিয়ার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়? আশা করি বিস্তারিত উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ (ক) এটি তাঁর একটি দীর্ঘ বয়ান, যা রেকর্ড করা হয়েছিল। বলতে গেলে সামান্য সংক্ষেপ করে হুবহুই ছাপা হয়েছে। গত অক্টোবর ২০০৮ ঈসায়ী সংখ্যায় তাঁর ওফাতের উপর তাঁর সাহেবজাদার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার ভূমিকাতে আমি লিখেছিলাম তাঁর এই বয়ান মারকাযুদ দাওয়ায় হয়েছিল। আমার অনুরোধে তিনি পুরো বয়ান একই বিষয়ের উপর করেছিলেন। নিজের কথা না বলে তিনি তাঁর আকাবিরীনের কথা বলেছিলেন। বর্তমানে যা খুবই কম।

(খ) এই বক্তব্যটি আপনার কাছে এজন্য ভালো লাগেনি যে, আপনি একে সম্পূর্ণ শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। অথচ এ যুগে তাযকিয়ার প্রয়োজন অস্বীকার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না কিংবা শুধু চিল্লা লাগানোর দ্বারা তাযকিয়া ও ইসলাহে নফসের কাজ হয়ে যায়, আলাদা মেহনতের প্রয়োজন নেই একথা বলাও উদ্দেশ্য ছিল না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি তাবলীগের চিল্লা উসুল মোতাবেক লাগানো হয় এবং চিল্লার মধ্যে স্বীয় নফসের ফিকির বেশি করা হয় তাহলে ঈমান ও আমলের উন্নতি হয় এবং নফসেরও ইসলাহ হয় কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাযকিয়া ও সুলুকের জন্য ভিন্নভাবে মেহনত করার এবং বুযুর্গদের সোহবত গ্রহণ করার কোনো দরকার নেই।

মনে রাখা দরকার, এ রকম ধারণা ঠিক নয়। তাবলীগ জামাতের মুরব্বীদের কর্মপদ্ধতি ও তাঁদের দিকনির্দেশনা দ্বারাও এ রকম ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস দেহলবী (রহ.) [১৩০৩–১৩৬৩ হিজরী] প্রথমে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর হাতে বায়আত হয়েছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর

Free@www.eilm.weebly.com

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) [১৩৩৯ হিজরী]-এর পরামর্শে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) [১২৬২–১৩৪৫ হিজরী]-এর হাতে বায়আত হয়ে তাঁর তারবিয়াত ও নেগরানিতে থেকে সুলুকের স্তরগুলো অতিক্রম করেন এবং খেলাফত লাভ করেন।

(হযরত মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকী দ্বীনী দাওয়াত পৃষ্ঠা ৫৪, ৫৭)

দ্বিতীয় হযরতজী মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী (রহ.) [১৩৩৫–১৩৮৪ হিজরী] হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর হাতে বায়আত হয়েছিলেন এবং তাঁর খলীফা ও ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন।

(সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী [রহ.] পৃষ্ঠা ১৯০–২০৭)

তৃতীয় হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) [১৩৩৬–১৪১৫ হিজরী) ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস দেহলভীর হাতে বায়আত ছিলেন এবং তিনিও তাঁর ইজাযতপ্রাপ্ত খলীফা ছিলেন।

(সাওয়ানেহে হযরতজী ছালিছ খ. ১, পৃ. ২২২–২২৯)

ইতিহাস সাক্ষী যে, তাঁরা দাওয়াতী কাজের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাযকিয়া ও সুলুকের কাজকে গুরুত্ব দিতেন এবং নিজেদের লোকদেরকে এর গুরুত্ব বোঝাতেন।

হযরত ইলিয়াস (রহ.)-এর যুগে তাবলীগী মেহনতের সঙ্গে জড়িত অনেক বুযুর্গই হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর হাতে বায়আত ছিলেন। হযরত ইলিয়াস (রহ.) চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে স্ব স্ব ওযীফা ও যিকির আদায় করার তাগিদ দিতেন। স্বয়ং তিনি নিজেও ফুসরত না পাওয়া সত্ত্বেও রায়পুর খানকায় এবং সাহারানপুরের দরসগাহে সময় দিতেন। এর ধারাবাহিকতা পরবর্তী দুই হযরতজীর সময়ও বজায় ছিল।

বাকি রইল একটি প্রশ্ন, অর্থাৎ পূর্বে যেমন আকাবির মুসলিহ ছিলেন এখন তো তেমন নেই, তার উত্তর হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) এভাবে দিয়েছেন যে, হাদীসের উস্তাদদের মধ্যে যেমন এখন বুখারী ও মুসলিম নেই (ফিকহের ক্ষেত্রে আবু হানীফা ও মালিক নেই) তেমনি তাসাওউফের শায়খদের মধ্যে জুনাইদ ও শিবলীও নেই।

কিন্তু এখনও যে সমস্ত উস্তাদ ও মাশায়েখ আছেন তাদের দ্বারাই প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে। যদি তাসাওউফের ক্ষেত্রে জুনাইদ ও শিবলী থাকা জরুরী মনে করা

Free @www.eilm.weebly.com

হয় তাহলে হাদীসেও তো বুখারী ও মুসলিম থাকা জরুরী মনে করতে হবে। এ রকম হলে তার অর্থ দাঁড়াবে বর্তমানে কোনো ইলমই হাসিল করা যাবে না ...!!

(আপবীতী খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৩৫–৪৩৭; ইফাযাতে ইয়াউমিয়াহ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩২)

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) 'আপবীতী'-তে আরো লিখেছেন যে, 'একটি জরুরী বিষয়ে খুবই গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকাবিরের চলে যাওয়ার পর কিংবা কোনো শায়খের ইন্তেকালের পর অনেক লোক পরবর্তী ওয়ালাদের মধ্যে ঐ গুণগুলো দেখতে চায় যেগুলো শায়খের মধ্যে ছিল। অথচ এটা তো স্পষ্ট যে, প্রত্যেক উত্তরসূরীর যোগ্যতা তার পূর্বসূরী থেকে কম হয় (ব্যতিক্রমও হয় যদি আল্লাহ চান) এজন্য যারা আগের বুযুর্গদের সিফাত পরবর্তী বুযুর্গদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে তাদের সাহচর্য থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

চাচাজান (হযরতজী দেহলভী) [রহ.]-এর পরে অনেক লোক আমার কাছে মৌলভী ইউসুফের ব্যাপারে অভিযোগ করতে লাগল যে, তাঁর মধ্যে ঐ গুণগুলো নেই যা হযরত দেহলভী (রহ.)-এর মধ্যে ছিল।

আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা ঠিকই বলেছ, কিন্তু হযরত দেহলভীর মধ্যেও হযরত সাহারানপুরী (রহ.)-এর গুণাবলী ছিল না। তোমাদের একথা সত্য যে, চাচাজানের মধ্যে যে গুণাবলী ছিল তা মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফের মধ্যে নেই, কিন্তু তোমরা তার সম-সাময়িকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখবে তার পরবর্তী ওয়ালাদের মধ্যেও ঐ গুণাবলী নেই যেগুলো মৌলভী ইউসুফের মধ্যে আছে।

এখন মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর যুগে বেশি পরিমাণে একথা শুনছি যে, তার মধ্যে মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর গুণাবলী নেই।

তো আমি বলি, আরে দোস্ত! এরপরে যে আসবে তার মধ্যে ঐ গুণাবলীও থাকবে না যা মাওলানা এনামুল হাসানের মধ্যে আছে। যে যায় সে তো ফিরে আসে না। কিন্তু পূর্ববর্তীদের মধ্যে যা ছিল তা বর্তমান ব্যক্তিদের মধ্যে নেই এই ধারণার কারণে বর্তমানদের নিকট থেকে ফায়দা হাসিল করা থেকে বিরত থাকা নিজের ক্ষতি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। (আপবীতী খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫–৬)

একসঙ্গে এত বিষয় কীভাবে পড়বো

১৯৩. প্রশ্ন ঃ (ক) বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে পড়াশোনার জন্য জোর তাগিদ দেওয়া হয়। ফলে ছাত্ররা বিরাট চিন্তার সম্মুখীন হয় এবং

Free @ www.eqilib.weebly.com

ভাবতে থাকে একসঙ্গে এতগুলো বিষয়ের ইলম কীভাবে অর্জন করা সম্ভব। ফলে দেখা যায়, কিতাবী যোগ্যতা খুবই কম হয়। জনাবের নিকট আমার প্রশ্ন হল, এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের মূল সময় কোনটি? কখন থেকে এ বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমাদের জন্য উপযোগী হবে?

উত্তর ঃ (ক) ইলম হাসিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে, ধারাবাহিকতা ও পর্যায়ক্রম রক্ষা। সালাফ বলেছেন, যে একসঙ্গে সবকিছু অর্জন করতে চায় সে সব হারায়। এজন্য এ নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি কেন ভাবছেন যে, সবকিছু আপনাকে এখনই হাসিল করতে হবে। ইলম হাসিলের সময় তো দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। তবে কখন কোন বিষয়টা পড়তে হবে তার ফায়সালা প্রত্যেক তালিবে ইলমের তালীমী মুরব্বীই করতে পারেন। আপনিও আপনার তালীমী মুরব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করুন।

এই বিষয়ের প্রাথমিক অধ্যয়ন কুদুরী-কানযের সঙ্গেই হতে পারে। তবে এই জামাতের উপযুক্ত মানসম্মত কিতাব পাওয়া যাবে কি-না এটাই প্রশ্ন। হিদায়া ছালিছের সঙ্গে এই বিষয়ের অধ্যয়ন অবশ্যই শুরু করা উচিত। তবে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময় ও দীর্ঘ মেহনত প্রয়োজন। সেজন্য তো গোটা জীবনই রয়েছে। শর্ত হচ্ছে আগ্রহ ও নিযামুল আওকাতের পাবন্দী।

আপনার এই কথা ঠিক যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তালিবে ইলমের জন্য মূল বিষয় হচ্ছে কিতাবী ইসতিদাদ পয়দা করা। যে তালিবে ইলমের জন্য যে কাজ এই বিষয়ে প্রতিবন্ধক হয় তার কর্তব্য হচ্ছে ওই বিষয় পরিহার করে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ইসতিদাদ তৈরির চেষ্টা করা।

অর্থনীতি বুঝি না

১৯৪. প্রশ্ন ঃ অর্থনীতি বিষয়টা অন্যের কাছে কেমন জানি না তবে আমার কাছে খুবই জটিল মনে হয়। এ সম্পর্কে বাংলায় অনেক বই আছে কিন্তু তা পড়ে কিছুই বুঝে আসে না। শত চেষ্টা করেও কোনো বিষয় আয়ত্ব করতে পারি না। তাই প্রাথমিক অবস্থায় কোন ধরনের বই পড়লে উপকৃত হতে পারি জানালে খুশি হব।

উত্তর ঃ (খ) মানুষের স্বভাব ও যোগ্যতা এক হয় না। তাই এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এক ব্যক্তি কোনো এক বিষয়ে খুবই আগ্রহী অথচ অন্য বিষয়ে মন দেওয়া তার জন্য খুবই কঠিন। তবে বিষয়টি যদি প্রয়োজনীয় হয় তাহলে নিজের উপর বলপ্রয়োগ করে হলেও প্রয়োজন পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা উচিত। এখন

Free © www.e-ilm.weebly.com

আপনার জন্য কোন কিতাব উপযোগী হবে তা আপনার তালীমী মুরব্বীর নিকট থেকে জেনে নিন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাওফীক দিন এবং ইলমের দ্বার আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দিন।

তরজমা ছাড়া ইবারত পড়তে পারি না

১৯৫. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি মেশকাতের ছাত্র। আমার অবস্থা হল, আমি তরজমা ছাড়া ইবারত পড়তে পারি না। তরজমা জানলে ইবারত সহজেই পড়তে পারি। ইবারত থেকে মুবতাদা-খবর, হাল, মুতাআল্লিক ইত্যাদি নির্দিষ্ট করতে দেরি হয়।

উত্তর ঃ (ক) তরজমার মোটামুটি ধারণা না থাকলে তো কোনো ইবারতই সঠিকভাবে পড়া সম্ভব নয়। মর্ম সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে না পারলে 'আমিল', 'মামূল' ও 'মামুলের' প্রকার কীভাবে নির্ণয় করবেন? আর কিছুটা বিলম্বে হলেও তো চিন্তা-ভাবনার দ্বারা মুবতাদা-খবর, হাল, মুতাআল্লিক ও অন্যান্য বিষয় নির্ণয় করতে পারেন। এটাও তো সামান্য নয়। ইনশাআল্লাহ মুতাআলা যত বাড়বে এবং যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করা হবে ততই তা সহজ হতে থাকবে। বাকি আপনি প্রতিদিন কিছু ইবারত তরজমা না দেখে হল করার চেষ্টা করবেন এবং তরজমা দেখার পর কেন বুঝেছেন না দেখে বুঝেননি কেন বিষয়টি ভাববেন এবং স্মরণ রাখবেন। প্রয়োজনে কোন মুত্তাকী সাথী বা শফীক উস্তাদের নিকট শোনাতে পারেন। ওয়াল্লাহুল মুয়াফফিক।

লেখাপড়ায় আগ্রহ কম

১৯৬. প্রশ্ন ঃ (খ) আমার লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ খুবই কম। আগ্রহের সময় অনেক পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতে পারি। তবে অধিকাংশ সময়ই আগ্রহ থাকে না। অতএব কীভাবে সব সময় আগ্রহ নিয়ে পড়তে পারি তার উপায় জানবেন।

উত্তর ঃ (খ) অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা ও ব্যস্ততা যত কম হবে এবং ইলমের সঙ্গে সম্পর্ক ও মহব্বত যত গভীর হবে ততই আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। যে পরিমাণ আগ্রহ বিদ্যমান রয়েছে তা পূর্ণরূপে কাজে লাগালে তা বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপনার সামান্য অংশও বিনষ্ট করবেন না। আর যখন উদ্দীপনা থাকে না তখন আল্লাহর কথা স্মরণ করে সবর ও ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। এভাবে কাজ করতে থাকলে এক সময় আল্লাহ তাআলা জীবনকে কর্মোদ্দীপনায় পূর্ণ করে দেবেন এবং উদ্দীপনাহীন সময়েও কাজ করে যাওয়ার হিম্মত দান করবেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

১৯৭. প্রশ্ন ঃ (গ) আমাদের উস্তাদে মুহতারাম হাফেযে হাদীস মাওলানা ..... মাদরাসায়, মসজিদে উলূমুল হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক দরস দেন কিন্তু আমার দরসি কিতাব হল করতে অনেক সময় লেগে যায়। তাছাড়া পরিবারের পক্ষ থেকে চাপ আছে যেন পরীক্ষায় সিরিয়ালে থাকি।

এজন্য দরসী কিতাবের পিছনে সময় দিতে গিয়ে হুযুরের মজলিসে বসতে পারি না। অপর দিকে মনে খুব আফসোসও হয়। এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ (গ) যদি দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা না যায় তাহলে সর্বাবস্থায় দরসী কাজকর্মকেই প্রাধান্য দিতে হবে। গায়রে দরসী কাজের ব্যাপারে 'মা লা ইউদরাকু কুল্লুহু লা ইউতরাকু কুল্লুহু' নীতি অনুসরণ করবেন। আপনার কাছে একটি দরখাস্ত এই যে, নিজ উস্তাদের নিকট থেকেই ইলমী লকবসমূহের মর্ম ও প্রয়োগের নিয়মনীতি সম্পর্কে জেনে নিন এবং এটাও জেনে নিন যে, 'হাফিযুল হাদীসের' সর্বনিম্ন পর্যায় কী?

ইবারত পড়তে পারি অর্থ করতে পারি না

১৯৮. প্রশ্ন ঃ জুমাদাল উলা '২৮ হিজরী সংখ্যায় আপনার কাছে পরামর্শ নিয়ে কুরআন বোঝার মেহনত করেছিলাম। আততরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ, তামরীন, ছরফ, নাহব শেষ করে এখন আততরীক ইলাল কুরআন পড়ছি। পাশাপাশি তাফসীরুল কুরআন লিল আতফাল পড়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু সমস্যা হল, তাফসীরুল কুরআনের অর্থ বুঝতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, ইবারতের যে অসুবিধা ছিল তা অনেকটা কেটে গেছে। ইবারত পড়তে পারি, কিন্তু অর্থ করতে পারি না। অনেক সময় এমন হয়, অর্থটা বুঝতে পারছি কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না। যেসব শব্দের অর্থ জানা নেই সেসব শব্দার্থ অভিধান দেখে বের করি কিন্তু পুরা বাক্যের অর্থ সাজাতে পারি না। সমস্যাটা আমার জন্য খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে এই কিতাবের উপর মেহনত করব তারপর অন্যান্য কিতাব পড়ব বুঝতে পারছি না। হুযুর যদি এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতেন তাহলে অত্যন্ত উপকৃত হতাম।

উত্তর ঃ আপনার তালীমী হালত যা জানালেন তাতে 'তাফসীরুল কুরআন লিলআতফাল' এত কঠিন হওয়ার কথা নয়। তবে একথাও ঠিক যে, কোনো নতুন কিতাব শুরু করলে তাতে কিছু জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। এতে দুশ্চিন্তায় পড়ে যাওয়ার কারণ নেই। এ ধরনের সমস্যা উস্তাদের নিকট থেকে সমাধান করা যায়। এরপর কিতাবের সঙ্গে পরিচয় বৃদ্ধি পেলে সকল জটিলতা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

'আলকাত্তান' ও 'ইবনুল কাত্তান'

১৯৯. প্রশ্ন ঃ শরহে হাদীসের কিতাবে দুটো নাম পাওয়া যায় : 'ইবনুল কাত্তান' ও 'আলকাত্তান'। এঁরা কি দুজন না এক ব্যক্তি? দু'জন হলে কি এঁরা পিতা-পুত্র না এঁদের মধ্যে এমন কোনো সম্পর্ক নেই?

উত্তর ঃ এরা দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি। 'আলকাত্তান' উপাধিতে প্রসিদ্ধ হলেন ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আলকাত্তান আলকূফী। তাঁর ইন্তেকাল ১৯৮ হিজরীতে। তিনি ইলমুল জরহ ওয়াত তা'দীলের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। ইবনুল মাদীনী, ইবনে মায়ীন, আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাদের সহপাঠীদের উস্তাদ। আর তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অন্যতম। তিনি ইমাম সাহেবের ফিকহের অনুসারী ছিলেন।

পক্ষান্তরে ইবনুল কাত্তান নামে অধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেন আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ আলফাছী। তাঁর মৃত্যু ৬২৮ হিজরীতে।

তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বয়ানুল ওয়াহামি ওয়াল ঈহাম আলওয়াকিআইন ফী কিতাবিল আহকাম (লিআব্দিল হক আলইশবীহী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০০. প্রশ্ন ঃ আমি মাদানী নিসাবের ২য় বর্ষের ছাত্র। বর্তমানে বাড়িতে আব্বা কঠিন রাগে আক্রান্ত, আম্মাও পূর্ব থেকেই অসুস্থ। ভাইয়েরা দ্বীনী ইলম না থাকায় যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাই পরিবার থেকে আমার প্রতি চাপ হল, তাড়াতাড়ি পড়াশুনা শেষ করে মা-বাবার খেদমতে নিয়োজিত হও। তাই আমার প্রশ্ন, কীভাবে ৫ বছরের অবশিষ্ট নিসাব ৩/৪ বছরে শেষ করতে পারি? একটি সুপরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ করছি।

উত্তর ঃ মেহেরবাণী করে স্বীয় তালীমী মুরব্বীর সঙ্গে আলোচনা করুন কিংবা সরাসরি সাক্ষাত করুন।

রমযানের দীর্ঘ বিরতিতে ছাত্রদের করণীয়

২০১. প্রশ্ন ঃ আর ক'দিন পরেই পরীক্ষা শেষে কওমী মাদরাসাগুলোতে দীর্ঘ বিরতি আরম্ভ হবে। এই সময় ছাত্রদের জন্য কী কী করণীয় তার একটি তালিকা দিলে ভালো হত। বিশেষ করে মুতালাআর ব্যাপারে রাহনুমায়ী অবশ্যই দিবেন।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে আমি বিগত বছরগুলোতে কয়েকবার লিখেছি। মৌলিক কথা এই যে, প্রত্যেক তালিবে ইলম স্বীয় তালীমী মুরব্বীর মাশওয়ারা অনুযায়ী

Free © www.eilm.weebly.com

ছুটির সময়গুলো কাজে লাগাবে। এ সময়ে পিতা-মাতার খেদমত করবে, তাঁদের সান্নিধ্যে থাকবে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবে। ইলমী ত্রুটি-অপূর্ণতাগুলো দূর করার চেষ্টা করবে কিংবা অধিক তারাক্কীর জন্য মুতালাআর কোনো তারকীব তৈরি করবে। সুলুক ও ইহসানের জন্য শায়খের সোহবতে থাকবে। মোটকথা বিভিন্নভাবে ছুটিকে কাজে লাগানো যায়। যার জন্য যেটা অধিক উপযুক্ত তার সেটাই করা উচিত। আমার মতে রযমানের ছুটির সর্বোত্তম আমল হল, তেলাওয়াতে কুরআন, তাদাব্বুরে কুরআন এবং পিতা-মাতার খেদমত। নিযামুল আওকাত (রুটিন) তৈরি করে কিছুটা সময় মুতালাআর জন্য রাখা ভালো। এক্ষেত্রে পরবর্তী তালীমী সালের জন্য প্রস্তুতিমূলক মুতালাআ সবচেয়ে উপকারী।

প্রস্তুতিমূলক মুতালাআ বলতে পরবর্তী বছরের নিসাবভুক্ত কিতাবাদি, সেগুলোর মুসান্নিফ, শরাহ-হাশিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। কোন কিতাবটি আদ্যোপান্ত মুতালাআ করার মতো, কোনটা মূল কিতাব হল করার জন্য অধিক উপযোগী তা নির্ধারণ করা। নতুন কোনো ফন আসলে তার সাথে পরিচিত হওয়া। কোনো কিতাবের শুরুতে মুসান্নিফ বা শারেহের পক্ষ থেকে লেখা বিস্তারিত মুকাদ্দিমা মুতালাআ করা।

দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রের দু'টি প্রশ্ন

২০২. প্রশ্ন ঃ আমি ইনশাআল্লাহ আগামী বছর দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হব। আমি আপনার কাছে দুটি বিষয় জানতে চাই।

(ক) শামায়েলে তিরমিযীর কোনো ভালো শরাহ থাকলে জানাবেন। তা উর্দূ হোক বা আরবী।

(খ) দাওরায়ে হাদীসের নিসাবের মধ্যে তহাবী শরীফ রয়েছে। কিন্তু আমার মনে পড়ে কোথাও আমি তাহতাবী নামেও একটি কিতাব দেখেছিলাম। প্রশ্ন হল, দুটো কি একই কিতাব না ভিন্ন ভিন্ন? নাকি আমি ভুলে ত্বহাবীকে তহতাবী পড়েছি?

উত্তর ঃ (ক) ইমাম তিরমিযী (রহ.) কর্তৃক সংকলিত 'আশশামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ' গ্রন্থের প্রসিদ্ধ শরাহ কয়েকটি। যেমন মোল্লা আলী কারী (রহ.) [১০১৪ হিজরী] কৃত 'জমউল ওয়াছাইল', তাঁর উস্তাদ ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী (রহ.) [৯৭৪ হিজরী] কৃত 'আশরাফুল ওয়াছাইল', আল্লামা আবদুর রউফ মুনাভী (১০০৩ হিজরী) এরও একটি শরাহ রয়েছে যা 'জমউল ওয়াছাইল'-এর সাথে হাশিয়ায় ছাপা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে ইবরাহীম বাজুরী

Free © www.eilm.weebly.com

(১১৯৮–১২৭৭ হিজরী) কৃত 'আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ'। এ সবগুলোই মুদ্রিত এবং সংগ্রহ করাও কঠিন নয়। মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর শরাহ অধিক বিস্তারিত আর বাজুরী (রহ.)-এর শরাহ সহজ ও সংক্ষিপ্ত। এর উপর শায়খ মুহাম্মাদ আউয়ামার সংক্ষিপ্ত তালীকও রয়েছে।

উর্দূতে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) [১৪০২ হিজরী]-এর 'খাসাইলে মুহাম্মদী' একটি প্রসিদ্ধ শরাহ। এছাড়া শামায়েল বিষয়ে সালেহ আহমদ শামীকৃত 'মিন মায়ীনিশ শামাইল' খুবই চমৎকার একটি কিতাব। শামায়েল সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য সীরাতের আলোচনা সংবলিত কিতাবগুলোর পাশাপাশি 'ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন'-এর সংশ্লিষ্ট অধ্যায় মুতালাআ করে নিলে ভালো।

(খ) ইমাম আবু জাফর তহাভী (রহ.) হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ বিষয়ে মুজতাহিদ পর্যায়ে ছিলেন। তিনি হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় ইমামের সম-সাময়িক। জন্ম ২৩৯ হিজরীতে এবং ওফাত ৩২১ হিজরীতে।

পক্ষান্তরে সাইয়েদ তহতাবী তেরো শতকের একজন আলিম। তার ওফাত ১২৩১ হিজরীতে। ফিকহ বিষয়ে মারাকিল ফালাহ শরহু নূরুল ইযাহ এবং আদদুররুল মুখতার শরহু তানবীরুল আবছার-এর উপর লিখিত হাশিয়া গ্রন্থটি সুপরিচিত এবং সমাদৃত। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) রদ্দুল মুহতারের বহু জায়গায় তাঁর বরাত দিয়েছেন এবং "ط" বর্ণ দ্বারা তাঁর দিকে ইশারা করেছেন।

ইমাম তহাবী (রহ.) মিশনের সাঈদ মিশরের নিকটবর্তী' তহা' নামক গ্রামের দিকে মানসূব আর তহতাবী মিশরের 'সুয়ূত' শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম 'তহতা'-এর দিকে মানসূব। আহমদ তহতাবী (রহ.) প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা 'তহতা'-এর কাযী নিযুক্ত হয়ে সেখানে প্রেরিত হন। (তথ্যসূত্র : শরহু মুশকিলিল আছার মুকাদ্দিমাতুত তাহকীক; আল আলাম খায়রুদ্দীন যিরিকলী)

বাংলা নোট দেখে মুতালাআ

২০৩. প্রশ্ন ঃ আমি একজন তালিবে ইলম। প্রতিদিন ভালোভাবে মুতালাআ করে সবকে বসা সম্ভব হয় না। কোনোদিন শুধু ইবারত পড়েই সবকে বসি। ফলে কোনোদিন পড়া বুঝতে কষ্ট হয়, কোনোদিন কিছুই বুঝি না। মূল কিতাব দেখে মুতালাআ করলে বেশি সময় লাগে বলে আমার এক সহপাঠী বাংলা নোট

Free@www.e-iqra.weebly.com

দেখে শুধু মাফহুমটা বুঝে নেয়। এতে সময় কম লাগে। সে আমাদের জামাতের সবচেয়ে ভালো ছাত্র এবং পরীক্ষায় নম্বরে আওয়াল হয়। এখন আমার জানার বিষয় হল, এভাবে বাংলা নোট দেখে মুতালাআ করা কতটুকু উপকারী?

উত্তর ঃ আমি এ বিষয়টা বুঝতে অক্ষম, যে তালিবে ইলম বাংলা নোট ছাড়া কিতাব বোঝে না সে জামাতে 'নম্বর আওয়াল' ও সবচেয়ে 'ভালো' ছাত্র হয় কীভাবে? যদি কোনো তালিবে ইলমের অবস্থা এই হয় যে, নোট ছাড়া সে কিতাব বোঝে না তাহলে বুঝতে হবে, তার কিতাবী ইসতিদাদ নেই এবং তার ওই বোঝা গ্রহণযোগ্য নয়।

কিতাবী ইসতিদাদ পয়দা করার জন্য কীভাবে মেহনত করতে হবে– এ বিষয়ে ইতিপূর্বে অনেকবার লিখেছি। কখনো কখনো বিস্তারিতভাবেও লিখেছি। আপনি আলকাউসারের বিগত সংখ্যাগুলোতে এই বিভাগে নজর বুলালে তা পেয়ে যাবেন। আশা করি, তা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবেন এবং সে অনুযায়ী ইসতিদাদ তৈরির চেষ্টা করবেন।

দুটি তারকীবের সমাধান

২০৪. প্রশ্ন ঃ (ক) কুরআন মজীদে সূরা তাওবায় আছে :

وَخُضْتُمْ كَالَّذِىْ خَاضُوْا

এখানে 'খাযূ' শব্দটি 'ছিলা' হলে 'ইসমুল মাওসূল' একবচন ব্যবহৃত হয়েছে কেন?

উত্তর ঃ (ক) এই ধরনের তারকীব তো আরবী ভাষায়, বিশেষত কুরআন মজীদে অনেক রয়েছে। ইসমুল মওসূল যদি অর্থের দিক থেকে 'জমা' হয় তাহলে এটাই 'যমীরে আইদ' জমা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখন প্রশ্ন এই যে, আলোচিত আয়াতে 'আল্লাযী'র মিসদাক কী। এর 'আইদ' কি যমীরে মারফূ, না 'যমীরে মানসূব' যা মাহযূফ রয়েছে। যামাখশীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এরূপ–

وَخُضْتُمْ كَالْخَوْضِ الَّذِىْ خَاضُوْا

আরো জানতে চাইলে উপরোক্ত আয়াতের অধীনে 'আলকাশশাফ', 'আদ্দুররুল মাসূন' এবং 'তাফসীরে আবুস সাউদ' অধ্যয়ন করতে পারেন।

নাহবের কিতাবসমূহের মধ্যে 'শরহুল মুফাসসাল, ইবনে ইয়ায়ীশ' (খণ্ড : ২, পৃ. ১২৪) এবং অন্যান্য কিতাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Free @www.e-ilm.weebly.com

সাম্প্রতিক সময়ে রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে আননাহবুল ওয়াফীও (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৩–৩১৪) দেখা যেতে পারে।

২০৫. প্রশ্ন ঃ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ এ আয়াতে 'মিছলুকুম' শব্দটি 'বাশারুন'-এর ছিফত হয়েছে। অথচ শব্দটি ইযাফাতের কারণে মারিফা হয়ে গেছে। তাহলে কীভাবে নাকিরার ছিফত হল? এখানে কি অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে?

উত্তর ঃ (খ) এটা তো তালিবে ইলমদের মাঝে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, কিছু 'নাকিরা' এমন রয়েছে, যার 'ইবহাম' ইযাফত দ্বারা দূর হয় না। এজন্য ইযাফতের পরও তা 'ফী হুকমিন নাকিরা' থেকে যায়। তন্মধ্যে 'মিছল', 'গায়র' ইত্যাদি শব্দ অন্যতম।

পড়ালেখা নিয়ে মানসিক অস্থিরতা

২০৬. প্রশ্ন ঃ (গ) কখনো মনে হয়, আমার দ্বারা কিছুই হবে না, মাদরাসা ছেড়ে চলে যাই। পড়ালেখার এত চাপ আমি সহ্য করতে পারব না। আবার কখনো আগ্রহ জাগে যে, আদবে তাখাসসুস করব। তাই দুই/তিন মাস যথেষ্ট মেহনত করি। এরপর আবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। অন্য বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ি। কিছুদিন পর সেটার আগ্রহও কমে যায়। আমি একটি স্বপ্ন দেখার পর উস্তাদকে বললে তিনি এমন একটি ব্যাখ্যা করেছেন যা ইলমের উন্নতির দিকে ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে ...।

উত্তর ঃ (গ) হতাশা কিংবা অহংকার কোনোটাই মুমিনের শান নয়। মুমিনের অন্তর আশা ও ভয়-এর সহাবস্থায় থাকতে হবে। হীনমন্যতা থেকে যেমন বেঁচে থাকতে হবে তদ্রূপ বড়াই ও অহংকার থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন তালীমী মুরব্বীর পরামর্শ মোতাবেক চলা এবং দুআ ও সালাতুল হাজতের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে রুজু করা।

নিয়মিত রোযনামচা লেখা প্রসঙ্গ

২০৭. প্রশ্ন ঃ (ক) মাঝে মাঝে রোজনামচা ও অন্য কিছু লেখার চেষ্টা করি। কিছুদিন পূর্বে আমার এক সাথী বললেন, ছাত্রজীবনে এসব লেখালেখি কিংবা অন্য কোনো কাজে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। এসব কাজ ফারেগ হওয়ার পর করা উচিত। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ও অন্যান্য আকারিবগণ ছাত্র

Free @ www.eilm.weebly.com

অবস্থায় অন্য দিকে মনোযোগ দেননি। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁদের দ্বারা এত কাজ নিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এদিকে মাদরাসাতুল মদীনার আদীব হুযুর প্রতিদিন কিছু কিছু লেখার কথা বলেন। তাই এ বিষয়ে আমি দ্বিধায় ভুগছি। আমি কী করব জানালে উপকৃত হব।

(খ) আরবীতে কথা বলা ও লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে চাই। আসন্ন রমযানে কোন কোর্সে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা আছে। কোন কোর্সে ভর্তি হব এ ব্যাপারে হুযুরের পরামর্শ কামনা করছি।

উত্তর ঃ (ক) ও (খ) আপনার এই দুই প্রশ্নের ব্যাপারে আমি হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম-এর সঙ্গে মাশওয়ারা করেছি। তিনি যা বলেছেন তা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি :

'তার ইখলাস ও আন্তরিকতার বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ হচ্ছে না। এটা হল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং দুটোই সহীহ। কোনো ছাত্রের জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি সহীহ আর কোনো ছাত্রের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা সহীহ। এটা হচ্ছে ঔষধের মতো। সব রোগীকে এক রকম ঔষধ দেওয়া যায় না। এমনও রোগী আছে যাকে এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পরিবর্তে ইউনানী তরীকায় ঔষধ তৈরি করে দিতে হয়। ঐ ছেলেকে যিনি মাশওয়ারা দিয়েছেন তিনি হয়তো তার তবিয়ত সম্পর্কে জানেন তার জন্য সেটাই মুনাসিব। আর যদি ব্যাপকভাবে বলে থাকেন তাহলে এটা কাবেলে গওর।

দ্বিতীয় কথা উনি বলেছেন, সময় নষ্ট না করতে। লেখালেখিতে সময় নষ্ট না করতে আমিও বলি। দরসিয়াতের মধ্যে খলল পয়দা করে লেখালেখির মাঝে মুনহামিক হয়ে যাওয়া– এটা আমি কখনো বলি না। আমি বলি, 'নিযামুল আওকাত' করতে। নিযামুল আওকাত মতো চললে কোনোটারই ক্ষতি হবে না।

আমি নূরিয়াতে এক ছাত্রকে বলেছিলাম, তুমি যে এইভাবে লেখালেখি করছ, দিনরাত বই পড়ছ এতে তোমার বুনিয়াদ দুর্বল থেকে যাবে। ভবিষ্যতে হয়তো তুমি কিছু লিখতে পারবে, কিন্তু লেখায় গভীরতা আসবে না। পরবর্তীতে দেখেছি, তা-ই হয়েছে। উনি তো সময় নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। এটা ঠিক আছে। আর কোর্সে ভর্তি হওয়ার বিষয়ে প্রথম কথা হল কোর্সে ভর্তি হয়ে আরবী শিখবে কীভাবে? কোর্সে ভর্তি হলে তো ইংরেজি শিখতে পারবে!

দ্বিতীয় কথা হল, রমযান মাসে খুব পড়াপড়ি আমার কাছে বেশি মুনাসিব মনে হয় না। রমযান মাসটা রমযানের আন্দাজে কাটানোর জন্য ছাত্রদেরকে তারগীব দেওয়া দরকার।

Free © www.eilm.weebly.com

আর ঐ মেহনতের কথা সে বলেছে, আমার মনে হয় কোনো মানুষ যদি নিযামুল আওকাত অনুযায়ী চলে আর সেখানে প্রত্যেক বিষয়ের কোটা নির্ধারিত থাকে এবং সে অনুযায়ী মেহনত করে তাহলে মেহনত কম হলেও ফায়দা অনেক হবে। আসল কথা হল এখনের তালিবুল ইলমরা নিযামুল আওকাত অনুযায়ী তলব করে না। মেহনত হয়তো কেউ কেউ করে, কিন্তু তা নিযামুল আওকাত অনুযায়ী হয় না। তাই মেহনতের খাতেরখা নতীজা আসে না। এখন আমাদের নিযামুল আওকাতের উপর খুব জোর দেওয়া দরকার। যাতে ছাত্ররা নিযামুল আওকাত অনুযায়ী চলে। তাহলে মেহনত অল্প হলেও ফায়দা অনেক হবে।

আমি বড়দের থেকে একটা কথা বলি যে, রমযান মাস হল জ্বালানী সংগ্রহের মাস। গাড়ির জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে যেমন তেল/গ্যাস সংগ্রহের জন্য যায়। ঐ সময় যাত্রীদের নেমে যেতে হয়। তেমন রমযান মাসের অন্যসব ব্যস্ততা বাদ দিয়ে পুরো বছরের জন্য জ্বালানী সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকা দরকার। এগুলো পুরনো তরজের কথা তাই না? আমাদের পুরনোদের অনেকে একথা বলতেন।

নবীজীর সুন্নত বিষয়ক গ্রন্থ

২০৮. প্রশ্ন ঃ (গ) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুধু সুন্নতসমূহ নিয়ে একক কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কি?

উত্তর ঃ (গ) আপাতত আপনি ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)-এর 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' গ্রন্থটি সামনে রাখুন। তা বার বার অধ্যয়ন করুন এবং আমলে আনার চেষ্টা করুন।

আবু হানীফা ও আলী নদভীর জীবনীগ্রন্থ

২০৯. প্রশ্ন ঃ (ঘ) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর কোনো জীবনীগ্রন্থ কি প্রকাশিত হয়েছে? যদি না হয় তাহলে নবীজীর শুধু সুন্নতসমূহ ও ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবনী নিয়ে বই লেখার জন্য হুযুরের কাছে আবদার করছি।

উত্তর ঃ (ঘ) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে অসংখ্য কিতাব লিখিত হয়েছে। আপনি মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আসসালেহী আশশামী (৯৪২ হিজরী) কৃত 'উকূদুল জুমান' অধ্যয়ন করুন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.) সম্পর্কে লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে সংক্ষিপ্ত একটি কিতাব হচ্ছে বিলাল হাসানী কৃত সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম।

আর হযরত (রহ.)-এর স্বরচিত আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' তো সর্বমোট সাত খণ্ডে প্রকাশিত এবং উলূম ও মাআরিফের অমূল্য খাযানা।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের ইতিহাস বিষয়ক বই

২১০. প্রশ্ন ঃ (ঙ) ভারতবর্ষের মুসলমানদের ইতিহাস জানার জন্য কোন বই পড়ব?

উত্তর ঃ (ঙ) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.)-এর 'আলমুসলিমূনা ফিলহিন্দ' অধ্যয়ন করুন। সাইয়্যেদ মিয়াঁ (রহ.)-এর 'উলামায়ে হিন্দ কি শানদার মাযী'-এর অধ্যয়নও শুরু করতে পারেন।

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের আদব ও ফিকহের ইযাফি মুতালায়া

২১১. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি মাদানী নেসাবের ২য় বর্ষের ছাত্র। আরবী আদব চর্চায় আগ্রহী। তাই আগামী রমযানে আদব নিয়ে প্রচুর মেহনত করতে চাই। আদবের কিতাব কীভাবে পড়লে বেশি ফায়দা হবে এ বিষয়ে সুপরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ করছি। আগামী বছর ইনশাআল্লাহ ইলমুল ফিকহ পড়ব। তাই এ মুহূর্তে দরসী কিতাব ছাড়া ফিকহের কোন কোন কিতাব মুতালাআ করলে ও সংগ্রহে রাখলে অধিক ফায়দা হবে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ (ক) আপনার প্রশ্ন আমি মাদানী নেসাবের মুরব্বির সামনে পেশ করেছিলাম। তিনি যে জওয়াব দিয়েছেন তা-ই নকল করার চেষ্টা করছি; 'আমার মনে হয়, এরাতো আলকিরাআতুর রাশিদা পড়ে। আলকিরাআতুর রাশিদা তো সবটুকু পড়া হয় না। আর যদ্দুর পড়া হয় আসলে পড়া তো শেষ হয় না। বার বার পড়া দরকার। তাই যদ্দুর পড়া হয় তা বার বার পড়তে পারে। আর যা পড়া হয়নি তা থেকে দু-একটা দরস পড়ার চেষ্টা করতে পারে।

আসলে মুতালাআর মধ্যে 'তানাওয়ূ' থাকা দরকার। আলকিরাআতুর রাশিদা কিতাবটা বিভিন্নভাবে মুতালাআ করা যেতে পারে। কিছু অংশ পড়ার পর কিতাব বন্ধ করে ঐ অংশটুকু নিজের ভাষায় আরবীতে লিখবে। তেমনিভাবে আরবী থেকে বাংলা ও বাংলা থেকে আরবী করবে। এভাবে তামরীন করে করে পড়লে কিতাবটা আত্মস্থ হবে ইনশাআল্লাহ।

আর সে আমার সম্পাদিত আরবী আলকলমগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো থেকে শুধু আমার সম্পাদকীয়টা পড়ার চেষ্টা করতে পারে। এগুলো যদি সময় থাকে, সুযোগ থাকে তাহলে। অন্যথায় শুধু দরসিয়্যাত পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free © www.eilm.weebly.com

আর যদি প্রতিদিন রোযনামচা লিখতে পারে তাহলে ভালো হয়। বাংলা রোযনামচা লিখবে আরবী রোযনামচাও লিখবে। বাংলা রোযনামচার জন্য ২০ মিনিট আর আরবী রোযনামচার জন্য ৩০ মিনিট। আর ফিকহের কিতাব এখন সে সংগ্রহ করে রাখতে পারে। তবে মুতালাআ দরসে ফিকহের জন্য যে কিতাব আছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। আলফিকহুল মুয়াসসার ও এসো ফিকহ শিখি এই দু'টি কিতাব ভালোভাবে পড়বে। আর ইচ্ছা করলে আগামী বছরের জন্য যাতে তার সুবিধা হয় কুদুরীটা মুতালাআ করতে পারে। কুদুরীর সাথে তার শরহ আললুবাব সামনে রাখতে পারে। আর যদি এমন হয় যে, একবার পড়লেই সবক ইয়াদ হয়ে যায় তবুও ঐ কিতাবই বার বার পড়বে যাতে মুখস্থের মতো হয়ে যায়। বাকি এই পরামর্শ শুধু এই বছরের জন্য। আগামী বছর যেন সে আবার জিজ্ঞাসা করে– তার এক বছরের ফিকহের কী অবস্থা হল তা জানিয়ে। তখন আপনি সামনের জন্য নতুন পরামর্শ দিবেন'।

সীরাতের প্রাথমিক মুতালাআ

২১২. প্রশ্ন ঃ (খ) এ সময় সীরাতের আরবী কোন কোন কিতাব মুতালাআয় রাখতে পারি?

উত্তর ঃ (খ) প্রথমে মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম-এর 'হায়াতু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' মুতালাআ করুন। এরপর মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.)-এর কাসাসুন নাবিয়্যিন, পঞ্চম খণ্ড, যা সীরাতের উপর লিখিত, মুতালাআ করুন।

শিশুসাহিত্যের আরবী কিতাব পড়ব কি?

২১৩. প্রশ্ন ঃ আমি আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার্থী ও আদব চর্চায় আগ্রহী একজন ছাত্র। হুযুরের কাছে শিশুসাহিত্যের কিছু আরবী কিতাব এবং কিশোরদের জন্য আরব সাহিত্যিকদের কিছু কিতাবের নাম জানতে চাই। বিভিন্ন শব্দের সঠিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে– এমন একটি কিতাব হলে ভালো হবে।

এছাড়া মাদানী নেসাবের ২য়/৩য় বর্ষের ছাত্র মুতালাআয় রাখতে পারে এমন কিছু আরবী কিতাবের একটি তালিকা (লেখকের নাম ও প্রাপ্তিস্থানসহ) জানালে উপকৃত হব। আল্লাহ তাআলা আপনার ইলমে বরকত দান করুন এবং কলমে নূর দান করুন আমীন।

Free @ www.eilmweekly.com

উত্তর ঃ আল্লাহুম্মা আমীন। ওয়া লাকা মিছলু যালিকা। আপনার প্রশ্নও আমি মাদানী নেসাব-এর মুরব্বির সামনে রেখেছি। তিনি বলেছেন যে, মাদানী নেসাবের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদবের দরসী কিতাবসমূহের উপর মেহনত করা উচিত। এজন্য আপনি ওই পন্থাই অনুসরণ করুন। আরবী শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন সংকলন সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তারীখ, ই'রাবুল কুরআন ও মুফরাদাতুল কুরআন বিষয়ক কিছু বই

২১৪. প্রশ্ন ঃ ১. হযরতের কাছে একটু দু'আ চাচ্ছি আর নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যেসব কিতাব বাজারে পাওয়া যাবে তার শুধু নামগুলো লিখে দেওয়ার আবেদন করছি। চাই তা মুস্তাকিল কিতাব হোক অথবা কোনো তাফসীরের কিতাব হোক। 'আততারীখুল ইসলামী', 'ই'রাবুল কুরআন', 'মুফরাদাতুল কুরআন'। আল্লাহ তায়ালা হযরতকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন।

উত্তর ঃ আল্লাহ তাআলা আপনার দুআ কবুল করুন। আমার জন্য, আপনার জন্য এবং সকলের জন্য। আমীন। কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল।

ক. মুফরাদাতুল কুরআন

১. আলমুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, রাগিব আসফাহানী (৫০২ হিজরী)

২. আলগরীবাইন, আবু উবাইদ আলহারাভী (৪০১ হিজরী)

৩. মাআনিল কুরআনি ওয়া ই'রাবুহ, আবু ইসহাক আযযাজ্জাজ (৩১১ হিজরী)

৪. মা'আনিল কুরআন, আবু যাকারিয়্যা আলফাররা (২০৭ হিজরী)

৫. তাফসীরু গরীবুল কুরআনিল আযীম, আবু আবদুল্লাহ আররাযী (৬৬৬ হিজরী) (ইনি ফখরুদ্দীন আররাযী নন)।

৬. কালিমাতুল কুরআন, হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ (১৪১০ হিজরী)

৭. লুগাতুল কুরআন (উর্দূ) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.) (শেষ দুই খণ্ড মাওলানা সাইয়েদ আবদুদ দা-ইম জালানী করেছেন)।

খ. ই'রাবুল কুরআন

১. মুশকিলু ই'রাবিল কুরআন

২. ই'রাবু ছালাছীনা সূরাতাম মিনাল কুরআনিল কারীম, ইবনে খালূয়াহ (৩৭০ হিজরী)

Free @www.eilm.weebly.com

৩. ইমলাউ মা মান্না বিহির রাহমান, আবুল বাকা আলউকবারী (৬১৬ হিজরী)

৪. আদ্দুররুল মাসূন ফী উলূমিল কিতাবিল মাকনূন, আসসামীন আলহালাবী (৭৫৬ হিজরী)

৫. ই'রাবুল কুরআন ওয়া বয়ানুহু ওয়া ছরফুহ, মাহমুদ সাফী

৬. আল জাদওয়াল ফী ই'রাবি কিতাবিল্লাহিল মুরাততাল

৭. ই'রাবুল কুরআন, মুহিউদ্দীন আদাদারবেশ

গ. আততারীখুল ইসলামী

১. তারীখুল ইসলাম, শামসুদ্দীন যাহাবী (৭৪৮ হিজরী)

২. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাছীর আদদিমাশকী (৭৪৪ হিজরী)

৩. ইমবাউল গুম্‌র ফী আমবাইল উমর, ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)

৪. শাযারাতুয যাহাব, ইবনুল ইমাদ, আল হাম্বলী (১০৮৯ হিজরী)

৫. তারীখে মিল্লাত

৬. আখতাউন ইয়াজিবু আন তুসাহহাহা ফিততারীখ, জামাল আবদুল হাদী ও ওয়াফা মুহাম্মাদ রিফআত।

৭. তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী।

কাফিয়া জামাতের শিক্ষার্থীদের জন্য

২১৫. প্রশ্ন ঃ আমি আগামী বছর 'কাফিয়া জামাতে পড়ব। হুযুরের কাছে পরামর্শ চাচ্ছি যে, মাহে রমযান কীভাবে কাটাব। কোন কিতাবগুলো পড়লে ভালো হবে? কাফিয়ার কোন শরাহটি পড়লে ভালো হবে? কার লেখা তরজমায়ে কুরআন পড়ব? জানিয়ে উপকৃত করবেন। এ জামাত সম্পর্কিত সকল পরামর্শ দান করবেন বলে আশা রাখি।

উত্তর ঃ আপনি যখন এই লেখাটি পড়বেন তখন হয়তো শাওয়াল শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রমযানুল মুবারকের খায়র ও বরকত নসীব করুন।

মূল উত্তরের আগে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা এই যে, আপনি প্রথমে 'কাফিয়া'র কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর 'তরজমায়ে কুরআন' সম্পর্কে। অথচ উচিত ছিল, প্রথমে 'তরজমায়ে কুরআন'কে উল্লেখ করা। বাংলা তরজমাসমূহের মধ্যে এমদাদিয়া থেকে প্রকাশিত তরজমা, যা মাওলানা

Free @ www.eilm.weebly.com

হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ও মাওলানা আবদুল মজীদ ঢাকুবী প্রমূখ আলিমগণ কর্তৃক সম্পাদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুবাদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদটিও তুলনামূলক ভালো।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। তা এই যে, 'তরজমাতুল কুরআন' শব্দের চেয়ে 'তরজমাতু মা'আনিল কুরআন' শব্দ ব্যবহার করা অধিক সমীচীন। কেননা, কুরআন কারীমের পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ অনুবাদ মানুষের সাধ্যের বাইরে।

'কাফিয়া'র সঙ্গে 'শরীফ' যুক্ত করার প্রয়োজন ছিল না। কাফিয়ার সংক্ষিপ্ত হাশিয়াগুলোর মধ্যে আমার মতে 'যীনী যাদাহ' উপকারী হবে। তবে রযীউদ্দীন ইস্তারাবাদী কৃত শরাহটি, যা শরহুর রাযী নামে পরিচিত, কাফিয়ার ফন্নী শরাহ, যা বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা সমৃদ্ধ। আসাতিযায়ে কেরাম নাহবী মা'মূলাত বৃদ্ধি ও ফনের পরিপক্কতার জন্য কাফিয়ার মূল সূত্র– 'আলমুফাসসাল' ও তার শুরুহ অধ্যয়ন করতে পারেন।

কাফিয়া জামাত হচ্ছে মৌলিক ইসতিদাদ তৈরির শেষ জামাত। তাই নিজের তালীমী মুরব্বীর নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের ইসতিদাদ পরীক্ষা করুন এবং এ প্রসঙ্গে যা কিছু করণীয় যত্নের সঙ্গে করতে থাকুন।

পড়া মনে রাখার উপায়

২১৬. প্রশ্ন ঃ আলহামদুলিল্লাহ আমার পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না, ভুলে যাই। এ সম্পর্কে করণীয় কী? জানালে খুশি হব।

উত্তর ঃ মুখস্থকৃত বিষয় ভালোভাবে মনে রাখার জন্য বারবার পড়া, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে তা আলোচনায় আনা– এই কৌশলগুলোই অনুসরণ করতে হয়। জরুরি বিষয়গুলো যদি আলোচনায় রাখা হয় খাতায় নোট করা হয় এবং মাঝে মাঝে তাতে নজর বুলানো হয় তাহলে ধীরে ধীরে স্মৃতিতে বসে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে ভুলে গেলেও সাহস হারানো ঠিক নয়। অতি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তিও সবকিছু স্মরণ রাখতে পারে না। কিছু জিনিস সেও ভুলে যায়। সর্বোপরি, 'ইনসান' কীভাবে 'নিসইয়ান' থেকে পূর্ণমুক্তি পাবে?

মেশকাত জামাতের শিক্ষার্থীদের করণীয়

২১৭. প্রশ্ন ঃ আমি হেদায়া আওয়ালাইন পড়ছি। আগামী বছর মেশকাত (সাথে জালালাইনও) পড়ব ইনশাআল্লাহ। আগামী বছরের কিতাবগুলো,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিশেষত তাফসীর ও হাদীস বিষয়ক কিতাব ভালোভাবে আয়ত্ত করার জন্য কি কি গ্রন্থ সহায়ক হতে পারে এবং রমযানের দীর্ঘ ছুটিতে আমাদের এ স্তরের ছাত্রদের জন্য করণীয় কী? উল্লেখ্য, আমি আরবী ও উর্দূ কিতাবাদি পড়লে মোটামুটি বুঝি।

উত্তর ঃ আপনার চিঠি সম্ভবত দেরিতে পৌঁছেছে। এই সংখ্যা পাঠকবৃন্দের সামনে আসতে আসতে রমযানুল মুবারক বিদায় নিয়ে যাবে। রমযানুল মুবারকের মূল কাজ তো হল সিয়ামে রমযান, কিয়ামে রমযান (তারাবী, তাহাজ্জুদ), তিলাওয়াতে কুরআন, মুতালাআয়ে কুরআন, তাওবা-ইস্তিগফার ও অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির। অন্যান্য কাজ শুধু প্রয়োজন পরিমাণে হওয়া চাই। আর যদি আমাদের পূর্বসূরীদের মতো রমযান মাসে রমযানের জন্যই ফারিগ ও সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়া যায় তবে তো নূরুন আলা নূর।

মিশকাত জামাতের কিতাবসমূহের বিষয়ে আমি বেশ কয়েকবার লিখেছি। এখন শুধু এটুকু বলছি যে, আপনি অধিক মনোযোগ দিন যেন হাদীস শরীফের শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল তরজমা করতে পারেন এবং তার সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে পারেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনমতো অন্যান্য 'ইলমী বহছ' অধ্যয়ন করুন।

উপরোক্ত দুই বিষয়ে সহযোগী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইলে অনুগ্রহপূর্বক আলকাউসারের বিগত সংখ্যাগুলোতে শিক্ষার্থীদের পাতায় দেখুন অথবা আপনার আসাতিযায়ে কেরাম থেকে জেনে নিন।

ইলমে নাহুতে দুর্বলতা

২১৮. প্রশ্ন ঃ আমি একজন মুতাওয়াসসিত দরজার ছাত্র। বর্তমানে হিদায়া আওয়ালাইন পড়ছি। আমার স্বপ্ন দ্বীনের বড় খেদমত করা, কিন্তু কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে এ নিয়ে বেশ চিন্তায় রয়েছি। কারণ আমার মাঝে কয়েকটি প্রতিবন্ধক রয়েছে।

ক) আমি কিতাবাদি কিছুটা বুঝলেও নিজ চেষ্টায় পুরোপুরি বুঝি না। কারণ আমি ইলমে নাহুতে দুর্বল। নাহুর সাধারণ মাসআলাগুলো বুঝলেও জটিল মাসআলাগুলো কম বুঝে আসে এবং স্মরণও বেশি থাকে না। এ দুর্বলতার কারণে অনেক সময় আমার ইবারত বুঝতে কষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় আমি নাহুর এই দুর্বলতা কাটানোর জন্য এবং ইবারতের ঘাটতি পূরণের জন্য নাহুর কোন কিতাবটি পুনরায় পড়ব এবং কীভাবে পড়ব। কীভাবে তামরীন করলে এ সকল সমস্যার সমাধান হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ ক) সমস্যা সম্পর্কে আপনার অনুমান যদি সঠিক হয় তাহলে এর জন্য করণীয় হচ্ছে, 'আনিনাহবুল ওয়াজিহ' বা 'আতত্বরীক ইলান নাহব' তামরীনসহ পড়ুন। অর্থাৎ কিতাবে যেভাবে তামরীন করতে বলা হয়েছে সেভাবে করতে থাকুন যেন তা এমনভাবে আত্মস্থ হয়ে যায় যে, কিতাবের বাইরের মিছালসমূহেও তা প্রয়োগ করতে পারেন। এরপর কোনো উস্তাদের নিকটে 'হেদায়াতুন্নাহব' কিতাবটি বুঝে বুঝে পড়ুন ও আত্মস্থ করার চেষ্টা করুন।

পড়ালেখায় মন বসে না

২১৯. প্রশ্ন ঃ খ) আমার দরসে মন তেমন বসে না। নানা প্রকার চিন্তা আসে। তাই কিতাব বুঝতে সমস্যা হয়। অনেক সময় একেবারেই মুতালাআ করতে ইচ্ছা করে না। এমনকি মনে হয় যেন আমি ছাত্র জীবনে মুতালাআকে আসল উদ্দেশ্য বানাতে পারছি না। ফলে আমি মুতালাআর স্বাদ পাই না। অতএব কীভাবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং কী আমল করতে হবে? দয়া করে জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর ঃ খ) এর জন্য চিন্তা-ভাবনা কমানোর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এর সাধারণ কৌশল হল সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে দূরে থাকা এবং যথাসম্ভব নিজেকে ইলম ছাড়া অন্য সকল ঝামেলা ও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রাখা। আর রূহানী চিকিৎসা এই যে, অন্তরকে আল্লাহর মহব্বতে পরিপূর্ণ করুন। দৈনিক ৬/৮ রাকাআত নফলের ইহতেমাম করুন। জামাতের মুত্তাকী ও মেহনতী সাথীর সংশ্রব গ্রহণ করুন। দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য মাছুর কিছু দুআ সর্বদা অযীফা আকারে পাঠ করুন। সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতার সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয়– গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার এবং তাওবা-ইস্তিগফারের পাবন্দী করার চেষ্টা করুন।

আরেকটি রূহানী চিকিৎসা এই যে, নিজের মধ্যে ইলমের মহব্বত পয়দা করার চেষ্টা করা, যার জন্য সম্ভবত ১০টি কৌশল আলকাউসারের বিগত কোনো সংখ্যায় লেখা হয়েছিল।

মুতালাআয় মন বসাতে পারি না

২২০. প্রশ্ন ঃ অনেক সময় অনেক কষ্ট করেও মুতালাআয় মন বসাতে পারি না। জানতে চাই, মুতালাআয় মন বসানোর জন্য কোনো আমল আছে কি না?

উত্তর ঃ মন কেন বসে না? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। অন্যান্য ব্যস্ততা কিংবা দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা। যদি প্রথম কারণ হয় তাহলে সেসব অবশ্যই পরিত্যাগ

Free@www.eelm.weebly.com

করতে হবে। ইলমের জন্য একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতা অপরিহার্য। অন্য সকল ব্যস্ততা পরিহার করুন ইনশাআল্লাহ মন বসতে থাকবে।

আর যদি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার কারণে ইলমের প্রতি মনোনিবেশ করতে না পারেন তাহলে তার চিকিৎসা এই যে, আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করুন। নিজেকে ও নিজের সকল বিষয়কে আল্লাহ তাআলার সোপর্দ করে ভারমুক্ত হোন এবং পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে যান। সকাল-সন্ধ্যা নিম্নোক্ত মাছুর দুআ পাঠ করুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

মনে রাখবেন, মন বসে না বলে বসে থাকা– রোগ বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। মন বসে না– এই ওয়াসওয়াসাই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। মন বসালেই বসবে, জোর করে কাজে লেগে গেলেই মন বসবে। এজন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজে লেগে যান এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন। কখনো মুতালাআয় বিরক্তি সৃষ্টি হলে কিছুক্ষণ ইস্তিগফার ও দরূদ পাঠ করুন। কোনো সংক্ষিপ্ত সূরা তেলাওয়াত করুন। এরপর পুনরায় মুতালাআ শুরু করুন।

শুরূহ কুতুবিল হাদীস কীভাবে মুতালাআ করবো

২২১. প্রশ্ন ঃ আমি দাওরায়ে হাদীসের একজন ছাত্র। সহীহ বুখারীর জন্য ফাতহুল বারী, সহীহ মুসলিমের জন্য ফাতহুল মুলহিম এবং জামে তিরমিযীর জন্য দরসে তিরমিযী মুতালাআ করার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু ফাতহুল বারী পরিপূর্ণভাবে মুতালাআ করার সময় পাই না। সুতরাং ফাতহুল বারী ও ফাতহুল মুলহিম মুতালাআর সময় কোন কোন বিষয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখব? আশা করি, জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ খুবই উত্তম নির্বাচন। তবে জামে তিরমিযীর জন্য 'মাআরিফুস সুনান' মুতালাআ করাও জরুরী।

উল্লেখিত কিতাবগুলো হচ্ছে উলূম ও মাআরিফ এবং আসরার ও রুমূয-এর ভাণ্ডার। তাই সেসব আলোচনা আত্মস্থ করার জন্য বারবার মুতালাআ করতে হবে এবং তা অব্যাহত রাখতে হবে। এখন আপনি যা মুতালাআ করবেন তা হবে প্রাথমিক মুতাআলা। তাই চেষ্টা করুন, যেন কিতাবগুলো 'ফন্নী বহছসমূহ' ফন্নী উসূল ও আন্দাজ মোতাবেক বোঝার যোগ্যতা পয়দা হয়। এর জন্য অবশ্য ওই

Free © www.eilm.weebly.com

ফনগুলোর সঙ্গে আপনার মোটামুটি সম্পর্ক থাকতে হবে, যা এসব কিতাবের আলোচনায় প্রয়োগ করা হয়েছে। আর সংশ্লিষ্ট ফনের সঙ্গে মুনাসাবাত রাখেন এমন কোনো উস্তাদের নেগরানীতে প্রত্যেক কিতাবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ 'বহছ' মুযাকারা ও তাকরার করে নেওয়াও প্রয়োজন। এরপর তার খোলাছা মৌখিক বা লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করবেন।

সব তালিবে ইলমের জন্য তো দাওরায়ে হাদীসের বছর এসব কিতাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আগাগোড়া মুতালাআ করা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে 'কিতাবী ইসতিদাদ' দান করেছেন তাদের জন্য জরুরী হল একটু মেহনত করে এসব কিতাবের সাহায্যে 'ফন্নী ইসতিদাদ' তৈরি করে নেওয়া। আপাতত এই মৌলিক কথাটি বলেই শেষ করছি। আপনার যদি আগ্রহ হয় তাহলে এই কিতাবগুলো থেকে এমন কিছু 'বহছ' নির্বাচন করুন, যা ফন্নীভাবে বোঝা আপনার কাছে কঠিন মনে হয়। অতঃপর সে সম্পর্কে 'আলকাউসারে' প্রশ্ন করুন। তবে এক চিঠিতে একটি প্রশ্নের বেশি লিখবেন না। আল্লাহ তাআলার তাওফীক অনুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করব।

হিদায়াতুন নাহুর মুসান্নিফ কে?

২২২. প্রশ্ন ঃ আমরা হিদায়াতুন নাহু জামাতের ছাত্র। দরসে নেযামীর শুরু থেকেই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হিদায়াতুন নাহু কিতাবটির লেখক কে এবং তিনি কোথাকার লোক? এই তথ্য আমরা সঠিকভাবে জানতে পারিনি। এ সম্পর্কে সামর্থ্য অনুযায়ী যেসব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করা হল।

আশা করি, এ বিষয়ে যথাযথ ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করে আমাদেরকে বিভ্রান্তিমুক্ত করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

উত্তর ঃ মাশাআল্লাহ, অনেক মেহনত করেছেন। আল্লাহ তাআলা আরো তারাক্কী দান করুন। আমীন। সংযুক্ত কাগজটিতে এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, 'আবু হাইয়ান নাহবী'কে 'হিদায়াতুন নাহু' কিতাবের মুসান্নিফ বলা হয়েছে। এটা যে ভুল এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, তাঁর রচনাবলির উসলূবই আলাদা। আর এ পর্যন্ত যত তথ্য এসেছে তার আলোকে চূড়ান্ত কোনো রায় দেওয়া যায় না। আরো তাহকীকের প্রয়োজন। আর তার জন্য যেসব কিতাব ও মাছাদির প্রয়োজন তার অধিকাংশই মারকাযের বিশাল কুতুবখানাতেও নেই।

Free ® www.eilm.weebly.com

ইনশাআল্লাহ অনুসন্ধান ও তালাশের কাজ অব্যাহত রাখব এবং এ কিতাবের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ থেকে তথ্যও যোগাড় করার চেষ্টা করব।

তবে তা সময়সাপেক্ষ কাজ এবং এজন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। কোনো তাহকীকী নতীজা সামনে এলে আপনাদের অবগত করব ইনশাআল্লাহ।

২২৩. প্রশ্ন ঃ হিসনে হাসীনের লেখকের নামের উচ্চারণ কী? তার নামের জীম হরফে কাসরা হবে নাকি ফাতহা? সাধারণত লোকজন 'ইবনুল জিয্‌রী' উচ্চারণ করে। জানা নেই কোনটা সঠিক? আর 'আলআযকার'-এর লেখক জানার আগ্রহ থাকলেও এ বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা পাইনি। আশা করি, এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ শব্দটি ইবনুল জাযারী অর্থাৎ জীমে ফাতহা হবে। আর আলআযকার-এর মুসান্নিফের নিসবত দুটোই ঠিক এবং প্রচলিত। ইবনুল জাযারী-এর নিসবত 'জাযিরাতু ইবনে ওমর'-এর দিকে। দিমাশকের একটি গ্রামের নাম 'নাওয়া'। এর দিকে ইমাম নববীকে নিসবত করা হয়েছে। দু'জনই প্রসিদ্ধ ইমাম। বহু কিতাবে তাঁদের জীবনী উল্লেখিত হয়েছে।

ইমাম নববীর জীবনী 'তবাকাতুশ শাফেইয়্যাতিল কুবরা'তে রয়েছে। ইবনুল জাযারী (রহ.) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ইবনে ফাহদ মক্কীর 'যাইলু তাযকিরাতিল হুফফায' গ্রন্থে। আল্লামা সাখাভীর 'আয-যাওউল লামি'তেও তাঁর তরজমা দেখা যেতে পারে।

নিসবতের তাহকীকের জন্য দেখুন আল্লামা ইবনুল আছীরের 'আললুবাব' বা আল্লামা সুয়ূতীর 'লুব্বুল লুবাব'।

মিযান ও নাহবেমীর-এর ইবারত কি মুখস্থ করবো

২২৪. প্রশ্ন ঃ আমি মিযান পড়ব এবং আমার ভাই নাহবেমীর পড়ছে। আমাদেরকে একজন এই দুই কিতাবের ইবারত মুখস্থ করার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু আমি ভালোভাবে ফারসি জানি না। আমাদের জন্য কি এ দুই কিতাবের ইবারত মুখস্ত করা ফলদায়ক হবে? সঠিক রাহনুমায়ী দান করে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর ঃ এই কিতাব দুটির ইবারত তো মূল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল কিতাবের কাওয়ায়েদগুলো নিজের ভাষায় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া এবং প্রচুর গর্দান ও মিছালের মাধ্যমে তামরীন করা। এভাবে কাজ করলে এবং ছীগাসমূহ চেনার ও তারকীব বোঝার যোগ্যতা পয়দা হলে এই কিতাবের মাকছাদ হাসিল হবে।

Free @ www.eilmweekly.com

ফারসী ইবারত শব্দে শব্দে না বুঝলেও কোনো সমস্যা নেই। এর পরিবর্তে তামরীনে সময় দিন এবং যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে তামরীন করুন। এতেই উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

উর্দূ-ফারসী ইবারত শুধু সেই মুখস্থ করতে পারে যার দু' একবার পড়লেই ইবারতসহ মুখস্থ হয়ে যায়। কিন্তু যাকে আলাদা মেহনত করে মুখস্থ করতে হয় তার জন্য এটা মুনাসিব নয়। তাই উপরের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করতে থাকুন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও এই কিতাবগুলোর ইবারত মুখস্থ করেছিলাম, কিন্তু এখন কিছুই মনে নেই। তামরীন ও ইজরার মাধ্যমে যে ফায়দা হয়েছিল তার দ্বারাই এখন কাজ চলছে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

তাফসীরুল কুরআনের সুনির্দিষ্ট কিছু কিতাব

২২৫. প্রশ্ন ঃ তাফসীর ও তরজমায়ে কুরআনের কিতাব সব ভাষাতেই এত বিপুল পরিমাণে লিখিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম 'উলূমুল কুরআন'-এ কয়েকটি কিতাব নির্বাচন করে দিয়েছেন, কিন্তু তার সংখ্যাও কম নয়। আপনি আমাকে শুধু চারটি কিতাবের নাম বলুন এবং উর্দূ ভাষায় লিখিত একটি বা দুটি কিতাবের নাম। যেন আমি কুরআন হাকীম বুঝতে পারি এবং কুরআনী পয়গাম অনুধাবন করতে পারি। কোনোটির নির্ভরযোগ্য বাংলা অনুবাদ হয়ে থাকলে তাও জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনি নিম্নোক্ত কিতাবগুলি অধ্যয়ন করতে পারেন :

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর

২. তাফসীরে আবুস সাউদ বা মুখতাসারু তাফসীরিত তাহরীরি ওয়াত তানবীর

৩. মুফরাদাতুল কুরআন, রাগিব আসফাহানী

৪. তাইসীরুল কারীমির রহমান, আবদুর রহমান আসসাদী বা আইসারুত তাফসীর, আবু বকর জাবির আলজাযাইরী

উর্দূতে আপনি 'তাফসীরে উছমানী' হযরত শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উছমানী (রহ.) এবং 'আসান তরজমায়ে কুরআন' হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার পাঠ করতে পারেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তাফসীরে উছমানীর বাংলা অনুবাদ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দুই খণ্ড জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর শায়খ জনাব মাওলানা আবুল বাশার সাহেব (আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম) করেছেন। 'আসান তরজমায়ে কুরআন'-এর অনুবাদও তিনিই করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তা একটি প্রাঞ্জল ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদ হয়েছে এবং ইতিমধ্যে মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে তিন খণ্ডে মুদ্রিত হয়ে পাঠকের হাতে এসেছে।

আসলে শুধু কিতাবের নাম জেনে নেওয়াতে বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। মূল কাজ হচ্ছে প্রতিদিন অল্প করে হলেও নিয়মিত মুতালাআ করা। এতে জাহেরী ও বাতেনী অনেক বরকত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ছোটদের তারবিয়ত

২২৬. প্রশ্ন ঃ কিছু তালিবে ইলমের যিম্মাদারী আমার উপর রয়েছে। তাইসীর থেকে হেদায়াতুন্নাহব ও কাফিয়া পর্যন্ত প্রায় প্রতি জামাতে কিছু তালিবে ইলম আছে, যাদের যিম্মাদারী তাদের অভিভাবকরা আমার উপর অর্পণ করেছেন। তাদের বিষয়ে আমার করণীয় কী জানতে চাই। তাদেরকে মীযান নাহবেমীর ইত্যাদি কিতাবের ফার্সী ইবারতও কি মুখস্থ করতে বলব? মোটকথা, আপনি এ বিষয়ে আমাকে কিছুটা বিস্তারিত পরামর্শ দিবেন, যেন আমি এই যিম্মাদারী সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পারি।

উত্তর ঃ মাশাআল্লাহ বোঝা যাচ্ছে, আপনার মাঝে দায়িত্বের অনুভূতি রয়েছে। বর্তমানে এই অনুভূতির শূন্যতাই ইলমী, ফিকরী ও আখলাকী অবনতির বড় কারণ। এ প্রসঙ্গে দরখাস্ত এই যে–

সর্বদা স্মরণ রাখুন, এই শিশুরা আপনার কাছে আমানত। তাই এ বিষয়ে কোনোরূপ শিথিলতা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর এই আমানত রক্ষার পদ্ধতি এই নয় যে, আপনি তাদেরকে কোনো মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। আপনাকে সরাসরি তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হবে। আলাদাভাবে প্রত্যেকের আদব-আখলাক, ফাহম-ইসতিদাদ, ইনহিমাক ও মনোযোগ এবং অন্যান্য বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে হবে। কখনো বলুন, অমুক কিতাব নিয়ে এস, অমুক বহছটি শোনাও, অমুক বহছ কিতাব থেকে পড়ে শোনাও, এই আয়াতের সরফী তাহকীক কর, এই আয়াতের নাহবী তাহকীক বল, ঐ হাদীসের তরজমা করে দেখাও। গত সপ্তাহের রোযনামচা দেখাও। তাদের হাতের লেখা দেখুন, বানান দেখুন, ভাষার মান লক্ষ্য করুন।

Free@www.e-iqra.weebly.com

ইখলাস, তাকওয়া, আদব ও ইলমের জন্য ফানাইয়াত হচ্ছে তাফাককুহ হাসিল হওয়ার বুনিয়াদী শর্ত। এটা তালিবে ইলমদের বোঝানোর চেষ্টা করুন। তাদের বলুন যে, আসাতিযার সঙ্গে শুধু নিয়মের সম্পর্ক যথেষ্ট নয়, মহব্বত ও আযমত এবং সোহবত ও তালাক্কীর সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। অনুসরণীয় উস্তাদের রঙ্গে নিজেকে রঙ্গিন করার মানসিকতা থাকা অপরিহার্য।

এই আসবাব ও ওসাইল গ্রহণের পর সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের জন্য কেঁদে কেঁদে দুআ করুন, আল্লাহ যেন তাদের কবুল করেন এবং শরহে সদরের নেয়ামত দান করেন। পাশাপাশি তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।

যখন তালিবে ইলম, [illegible]রান ও আসাতিযা সবাই মিলে আল্লাহ তাআলার দরবারে কাঁদতে থাকবে তখন অবশ্যই আল্লাহর রহমত তাদের বেষ্টন করে নিবে। শর্ত এটুকুই যে, সকল উদাসীনতা ও হেয়ালীপনা পরিত্যাগ করে সচেতনতা ও মুহাসাবার যিন্দেগী গ্রহণ করতে হবে।

আপনি মীযান-নাহবেমীর প্রভৃতি কিতাবের ইবারত মুখস্থ করানোর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, না এটা মোটেও প্রয়োজন নেই। কাওয়ায়িদ ও আবনিয়া ('মওযুন বিহী'র গরদানসমূহ) ভালোভাবে বুঝিয়ে অধিক পরিমাণে তামরীন করানোই হচ্ছে মূল কাজ। আপনি আত্তরীক ইলাস সরফ, আসসারফুল কাফী, আরবী ইলমুস সীগা তদ্রূপ আত্তরীক ইলান নাহব, আননাহবুল ওয়াজিহ ও আরবী নাহবেমীর মুতালাআ করে তামরীন করানোর পদ্ধতি শিখে নিন। এরপর যত বেশি সম্ভব তামরীন করাতে থাকুন। কুরআন কারীম ও আলআহাদীসুল কিসার (মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আওয়ামা ছোটদের সহীহ হাদীস শিক্ষা নামে মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে যার অনুবাদ ছেপেছে) থেকে আয়াত ও হাদীসের বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য দ্বারা তামরীন করাতে থাকুন। এটাই মূল কাজ।

ইবারত মুখস্থ করাতে হলে কুরআন-হাদীসের নুসূস মুখস্থ করাবেন। আদবী জুমলা, তাবীরাত ও ইবারত মুখস্থ করাবেন। এর জন্য আত্তরীক ইলাল আরাবিয়্যা থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন। এরপর শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা -এর পুস্তিকা 'আলমুখতার মিন ফারাইদিন নুকূলি ওয়াল আখবার' থেকে সহজ সহজ হেকায়েত নির্বাচন করে খাতায় লেখাবেন এবং ইয়াদ করাবেন।

ইবারত বুঝি, আলোচনা উদ্ধার করতে পারি না

২২৭. প্রশ্ন ঃ হুযুর! আমি জালালাইন, হিদায়া ও অন্যান্য কিতাব পড়ি। আলহামদুলিল্লাহ, ইবারত বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারি এবং তারকীবও বুঝে এসে

Free @ www.eilm.weebly.com

যায়। মুফরাদাত-এর অর্থও বুঝতে পারি এবং মনে হয় যে, বিষয়বস্তুও বুঝতে পেরেছি। সহপাঠীদের সাথে তাকরারও করি, কিন্তু যখন উস্তাদকে শোনাতে যাই তখন তিনি বলেন যে, তুমি আলোচনাটা যেভাবে বুঝেছ তা সঠিক নয়। অনুগ্রহ করে জানাবেন, এখন আমি কী করতে পারি? তারকীব বোঝার পরও আলোচনা সঠিকভাবে কেন বুঝতে পারছি না?

উত্তর ঃ যথার্থ প্রশ্ন। আজকাল ছাত্ররা ব্যাপকভাবে এ অসুবিধার শিকার হচ্ছে। এর একাধিক কারণ রয়েছে। যথা : ১. নাহবী তারকীব অসম্পূর্ণ বোঝা। অনেক সময় এমন হয় যে, তারকীব বুঝেছেন বলে আপনার মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে বোঝেননি। শুধু ইবারত সহীহ পড়তে পারা যায়– এ পরিমাণ নাহবী জ্ঞান সঠিকভাবে তারকীব বোঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এজন্য নাহবের সঙ্গে আরো অধিক মুনাসাবাত প্রয়োজন।

২. লোগাতের জ্ঞান অসম্পূর্ণ হওয়া। বিষয়বস্তু বোঝার জন্য শুধু শব্দার্থ জানা যথেষ্ট নয়। লুগাতের আরবী কিতাবসমূহের সাহায্যে 'লফয' ও 'তাবীরে'র উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয় করার অভ্যাস করাও প্রয়োজন।

৩. উপস্থাপনা-ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় না থাকা। কোনো ইবারতের মর্মোদ্ধারের জন্য ছরফী তাহকীক, নাহবী তাহকীক ও মুফরাদাতের ইলম থাকাও যথেষ্ট নয়। আরবী ভাষার উপস্থাপন-ভঙ্গির সঙ্গেও পরিচয় থাকতে হবে। দেখুন, এ প্রসঙ্গে ইলমে বয়ানে যেসব আলোচনা আছে সেগুলো বোঝারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমি এখানে তা বলছি না। আমার উদ্দেশ্য হল আরবী ভাষার একটি ভাব কীভাবে প্রকাশ করে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এটা এমন এক জিনিস যে, ইবারতের মৌলিক শব্দগুলোর অর্থ জানা থাকলে, নাহবী তারকীব না বুঝলেও ইবারতের সহজ-সরল অর্থ বুঝে এসে যায়। এজন্য ইবারত বোঝার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষার ভাবপ্রকাশের ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু আরবী কিতাব সম্পর্কে কথা হচ্ছে তাই বলতে পারি যে, আরবী আদব বা আরাবিয়্যাতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ইবারতের ভাবার্থ বোঝার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয়। আরবী আদবের প্রাণই হচ্ছে 'আরাবিয়্যাতের যওক'। আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও রুচি তো প্রথম শর্ত। এটা থাকলে অবশিষ্ট উন্নতির জন্য এই মেহনত করুন যে, 'আত-তরীক ইলাল আরাবিয়্যা' দ্বারা উস্তাদ ও তালিবে ইলম উভয়ে সহীহ তরীকায় নিজ নিজ মেহনত জারি রাখুন। 'আরবী আদব' শব্দ থেকে এই ভুল ধারণা করবেন না যে, আমি আপনাকে 'আদীব' হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি বা বলতে চাচ্ছি যে, ইবারত বোঝার জন্য আপনার প্রচলিত ইলমে আদব

Free @ www.eilm.weebly.com

শিক্ষা জরুরী। না এমন নয়। আফসোস, আমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিষয়টি বোঝাতে পারিনি। আসলে তা পত্রিকার পাতায় লিখে বোঝানোও যায় না, এটা হচ্ছে সামনে বসিয়ে হাতে কলমে বোঝানোর বিষয়।

৪. চতুর্থ যে জিনিসটি কিতাব বোঝার জন্য প্রয়োজন তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ফনের সঙ্গে মুনাসাবাত। কিতাবটি যে ফনের সে ফনের সঙ্গে অপরিচয় দূর হয়ে ইসতিলাহাত, কাওয়াইদ ও মওযূআত-এর সঙ্গে মুনাসাবাত পয়দা হয়ে যাওয়া জরুরী। আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ফনের সঙ্গে মুনাসাবাত তো কিতাবের দ্বারা হবে এখন কিতাবই যদি বুঝে না আসে? তাছাড়া ফনের প্রথম কিতাব 'হল' হবে কীভাবে? এই প্রশ্ন এজন্য ঠিক নয় যে, ফনের সঙ্গে মুনাসাবাত শুধু কিতাব দ্বারা হয় না, আর আমরা এখানে শুধু ফনের প্রথম কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করছি না।

কিতাব বোঝার ক্ষেত্রে শেষোক্ত বিষয় দুটির প্রয়োজন অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আর এই দুই বিষয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শফীক ও বা-যওক উস্তাদের সোহবত। উস্তাদের সঙ্গে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক বা দরসগাহের সম্পর্ক যথেষ্ট নয়।

আপনি লিখেছেন যে, 'কিতাবের কোনো স্থান উস্তাদকে শোনালে তিনি বলেন, তুমি সঠিকভাবে বিষয়টি বুঝতে পারনি।' আমার পরামর্শ এই যে, আপনি ওই উস্তাদের সঙ্গেই আপনার ইলমী তাআল্লুক গড়ে তুলুন। তাঁর নিকটে বারবার যান এবং বোঝার চেষ্টা করুন, আপনার বোঝা কেন সঠিক নয়, কোথায় ভুল হওয়ার কারণে আপনার বোঝাটা সঠিক নয়, কোথায় ভুল হওয়ার কারণে আপনার বোঝাটা সঠিক হচ্ছে না এবং কোন বিষয়টি অনুধাবন না করার কারণে সঠিক ভাবার্থ বুঝতে পারছেন না। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

كُنْ رَجُلاً رِجْلُهُ فِى الثَّرٰى - وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فِى الثُّرَيَّا

এই খুতবাটি নিছক খুতবা হিসেবে পাঠ করা যাবে কিনা

২২৮. প্রশ্ন ঃ আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ একটি খুতবা শুনে এসেছি। কিছু দিন আগে কোনো এক কাজে ইমাম বায়হাকীর 'দালাইলুন নবুওয়াহ' দেখার প্রয়োজন হয়েছিল। তাতে (৫/২৪১-২৪২) খুতবাটি দেখতে পেলাম। ইমাম বায়হাকী সনদসহ উল্লেখ করেছেন যে, গযওয়ায়ে তবুকের সময় তবুকে পৌঁছার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাটি প্রদান করেছিলেন। তবে

Free © www.e-ilm.weebly.com

দালাইলুন নবুওয়াহর টীকাকার হাফেয ইবনে কাছীর থেকে এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন,

هذا حديث غريب، وفيه نكارة، وفى اسناده ضعف.

জানার বিষয় এই যে, খুতবাটি হাদীস হিসেবে বর্ণনা না করে নিছক খুতবা হিসেবে পাঠ করা যাবে কি না? হাফেয ইবনে কাছীর (রহ.)-এর মন্তব্য 'ওয়াফীহি নাকারাতুন'-এর কারণে কিছুটা সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং হায়াতে তাইয়েবা নসীব করুন। আমীন।

উত্তর ঃ আমরা দালাইলুন নুবুওয়াহ ও আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়া (ইবনে কাছীর) দেখেছি। উপরোক্ত খুতবা হাদীস হিসেবে উল্লেখ না করে শুধু খুতবা হিসাবে পাঠ করতে অসুবিধা নেই। এর বক্তব্য সহীহ। 'ফীহি নাকারাতুন'-এর সম্পর্ক খুতবাটির পূর্ণ কাঠামো এবং এভাবে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, খুতবার বক্তব্য সহীহ হওয়া বা না হওয়ার সঙ্গে নয়। অবশ্য শেষ শব্দটি اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِأُمَّتِىْ এর পরিবর্তে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পড়া উচিত।

ইংরেজী ভাষায় কিছু দ্বীনী বই

২২৯. প্রশ্ন ঃ আমার এক বোন লন্ডনে থাকে, সে ইসলামী বইপত্র পাঠে আগ্রহী। এজন্য ইংরেজী ভাষার কিছু ধর্মীয় বইয়ের নাম জানতে চেয়েছে। আপনার কাছে নির্ভরযোগ্য কিছু বইয়ের নাম জানতে চাচ্ছি। অনুগ্রহ করে বইয়ের নাম জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ এ উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত বইগুলো উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

১. ইসলাম ক্যায়্যা হ্যায় (What Islam is?) মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী (রহ.)।

২. দ্বীন ও শরীয়ত (Islamic faith and practice), মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী (রহ.)।

৩. আরকানে আরবাআ (The four pillers of Islam), মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী।

Free @ www.eilm.weebly.com

৪. উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (The ways of the Holy prophet Muhammad sm.), ডা. মুহাম্মাদ আবদুল হাই আরেফী (রহ.)।

৫. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন (Maariful Quran), মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)।

৬. নবীয়ে রহমত (Mahammad Rasulullah), মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী।

৭. তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত (Saviours of Islamic Spirit), মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী।

৮. মাআরিফুল হাদীস (Meaning and Message of the traditions), মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী (রহ.)।

৯. ইসলাম আওর জিদ্দত পছন্দী (Islam and Modernism), মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী।

১০. হুজ্জিয়্যতে হাদীস The glorious Caliphate, মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী।

১১. The glorious Caliphate, সাইয়েদ আতহার হুসাইন।

১২. কুরআন আপ ছে ক্যায়্যা কেহতা হ্যায় (The Quran and you), মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী (রহ.)।

১৩. বেহেশতী যেওর (Heavenly Ornaments), হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)।

১৪. মালাবুদ্দা মিনহু (Essential Islamic Knowledge), কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.)।

১৫. ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম (Differences in Ummah and the Straight path), মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী (রহ.)।

১৬. The Legat status of Following a Mabhab, মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী।

১৭. Contemporary Fatawaa, প্রাগুক্ত।

১৮. Islahi Khutbaat Discourses on Islamic way of life, প্রাগুক্ত।

Free@www.eijiri.weebly.com

১৯. First Things First খালেদ বেগ।

আরো জানার জন্য স্থানীয় হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে এবং ইন্টারনেটে 'মাসিক আলবালাগ ইন্টারন্যাশনাল ও মাসিক আলফারূক, করাচী ভিজিট করা যেতে পারে।

উসূলে ফিকহের মুতালাআ

২৩০. প্রশ্ন ঃ আমি নূরুল আনওয়ার জামাতের তালিবে ইলম। ফিকহ ও উসূলে ফিকহ সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে। আমি উসূলে ফিকহ-এর মাসাইলগুলো দালায়েল ও সালাফের নুসূসের আলোকে মুতালাআ করতে চাই। এ ব্যাপারে কোন কোন কিতাবের সাহায্য নিতে পারি?

উত্তর ঃ এমন কিতাব তো অনেক রয়েছে। এ মুহূর্তে আপনি তিনটি কিতাব থেকে সাহায্য নিতে পারেন। ১. আললুবাব ফী উসূলিল ফিকহ, সফওয়ান আদনান, প্রকাশক : দারুল কলম, দিমাশক।

২. আলফুসূল ফিল উসূল, আবু বকর জাসসাস ও ৩. মানহাজুছ ছাহাবা ফিততারজীহ।

প্রকৃতপক্ষে উসূলে ফিকহ উপরোক্ত পদ্ধতিতে পড়া অনেক উত্তম, কিন্তু তা একটু কঠিন ও নাজুকও বটে। এজন্য আপনি এই ফনের কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সোহবতে থেকে চর্চা অব্যাহত রাখুন।

ইতিহাসখ্যাত চারজন মনীষীর জীবনী

২৩১. প্রশ্ন ঃ আমি একজন তালিবুল ইলম। দরসের পাশাপাশি ইতিহাসগ্রন্থ অধ্যয়ন করা আমার অভ্যাস। আমার চারজন মুজাহিদের জীবনী ও অবদান সম্পর্কে জানার খুব ইচ্ছা। তারা হলেন : ১. মুসলমানদের প্রথম কেবলা পুনরুদ্ধারকারী হযরত সালাহুদ্দীন আইয়ূবী (রহ.)। ২. ক্রুসেডারদের আতঙ্ক নূরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.)। ৩. মূর্তি-সংহারক সুলতান মাহমুদ গযনবী (রহ.) এবং ৪. কনস্টান্টিনোপোল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ (রহ.)। দুঃখের বিষয় আমি শুধু তাদের নিয়ে রচিত কোনো ইতিহাসের বইয়ের নাম জানি না। হুযুরের নিকট আমার অনুরোধ, উল্লেখিত ব্যক্তির সম্পর্কে লিখিত ইতিহাসের বইয়ের নাম, লেখকের নামসহ পত্রিকায় উল্লেখ করবেন।

উত্তর ঃ ইতিহাসের প্রতি ঝোঁকের জন্য আপনাকে মোবারকবাদ। তবে খেয়াল রাখা উচিত যে, এতে করে যেন মৌলিক পড়ালেখায় কোনো ত্রুটি বা অবহেলা না হয়।

Free © www.e-iqra.weebly.com

আলকুদস বিজয়ী ইউসুফ বিন আইয়ূব শাযী (৫৩২–৫৮৯ হিজরী, মোতাবেক ১১৩৭–১১৯৩ ঈসায়ী) যিনি সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, তারীখ, রিজাল ও আলামের বিভিন্ন কিতাব ছাড়াও তাঁর জীবনের উপর স্বতন্ত্র অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১. ইবনে শাদ্দাদের 'আননাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ ওয়াল মাহাসিনিল ইউসুফিয়্যাহ" (প্রকাশিত) যাকে "সীরাতে সালাহুদ্দীন"ও বলা হয়, ইমাদ উদ্দীন কাতেবের দু'টি কিতাব "আল-বারকুশ শামী" এবং "আন-নাফহুল কাসী ফিল ফাতহিল কুদসী" ও সমসাময়িকদের মধ্যে মুহাম্মাদ ফরীদ আবু হাদীদ এর "সালাহুদ্দীন আলআইয়ূবী ওয়া আসরুহু", ও আহমদ বিলী আল মিরীর "হায়াতু সালাহুদ্দীন আল-আইয়ূবী" উল্লেখযোগ্য।

আর একই যুগের ন্যায়পরায়ণ শাসক নূরুদ্দীন মাহমুদ বিন ইমামদুদ্দীন জঙ্গী (৫১১–৫৬৯ হিজরী, মোতাবেক ১১১৮–১১৭৪ ঈসায়ী)-এর জীবনের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার বিন কাযী শাহবায এর কিতাব 'আদদুররুস সামীন" এবং সমসাময়িকদের মধ্যে ড. আলী মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর রচিত দুটি কিতাব "আলকায়িদুল মুজাহিদ নূরুদ্দীন মাহমুদ জনকী" এবং "আসরুদ দাওলাতিল যানকিয়্যা" উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, এই দু'জন মনীষীর জীবনী ও তাদের রাষ্ট্র পরিচালনাকালীন ঘটনার জন্য নির্ভরযোগ্য ও সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ হল ইমাম আবু শামা (৫৯৯–৬৬৫ হিজরী) লিখিত 'আর রাওয়াতাইন ফী আখবারিদ দাওলাতাইন' নামক কিতাবটি, যা বৈরুতের 'মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ' কর্তৃক পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

আর ভারতে অভিযান পরিচালনাকারী 'ইয়ামিনুদ দাওলাহ' সুলতান মাহমুদ বিন সুবাগতিগীন (৩৬১–৪২১ হিজরী, মোতাবেক ৯৭১–১০৩০ ঈসায়ী) এর জীবনের উপর মুহাম্মাদ বিন আবদুল জব্বার উতবীর লিখিত কিতাব 'আল ইয়ামিনী' দ্বাদশ শতাব্দীর আহমদ বিন আলী আলমানিনী দুই খণ্ডে যার ব্যাখ্যা লিখেছেন– একটি মৌলিক কিতাব। চতুর্থ মুসলিম বীর সুলতান 'মুহাম্মদ' সানী (৮৩৩–৮৮৬ হিজরী, মোতাবেক ১৪২৮–১৪৮১ ঈসায়ী) যিনি ফাতেহ উপাধিতেই প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে ওসমানিয়ার সপ্তম খলীফা। তিনি পরবর্তী যুগের হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনের উপর তখনকার যুগের ঐতিহাসিকরা খুব কমই লিখেছেন। এই বিষয়টি আফসোস করে বলেছেন মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী। তিনি তাঁর তুরস্কের সফরনামায় লেখেন, 'আফসোসের কথা হল, বর্তমানে ওসমানীয় খলীফাদের ইতিহাসের অধিকাংশ সূত্র ইংরেজিতে।

Free @ www.eilm.weebly.com

এই বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থগুলি ঐসব পশ্চিমা ইতিহাসবিদদেরই লেখা অথবা ঐসব ইংরেজি গ্রন্থাদি থেকেই আহরণ করা নতুবা তা তুর্কী ভাষায় রচিত, যা থেকে তুরস্কের বাইরের মুসলিম পাঠক উপকৃত হতে পারে না। এজন্য না জানি কত 'হাকীকত' এখনও পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে, যে পর্যন্ত আমরা এখনও পৌঁছতে পারিনি। (জাহানে দীদাহ, পৃ. ৩২৯)

তবু ইদানিং আরবী ভাষায় তার জীবনের উপর স্বতন্ত্র কিতাব 'মুহাম্মদ আল-ফাতিহ' এসেছে, যার লেখক হলেন, ড. আলী মুহাম্মদ আস সাল্লাবী। এছাড়াও তার কিতাব 'আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আওয়ামিলুন নুহুদ ও আসবাবুস সুকুত'ও একটি ভালো কিতাব।

প্রশ্নোক্ত চারজন মনীষীর মূল নাম ও মৃত্যু সন লিখে দেওয়াতে এখন আপনি সহজে উল্লেখিত স্বতন্ত্র কিতাব ছাড়াও 'আলাম' ও 'তারীখ' সংক্রান্ত যে কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন। মনে রাখবেন, এই গ্রন্থগুলোও তাদের জীবনের ও মৌলিক উৎস।

'আন্‌নাওয়াদিরুস্ সুলতানিয়া' ইতিহাসগ্রন্থটি কোথায় পাওয়া যাবে

২৩২. প্রশ্ন ঃ হযরত আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তার "তারীখে দাওয়াত ও আযীমত" গ্রন্থে সালাহুদ্দীন আইয়ূবী (রহ.) ও নূরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.)-এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কাযী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ কর্তৃক রচিত "আননাওয়াদিরুস সুলতানিয়া" থেকে অনেক তথ্য পেশ করেছেন, কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধান করেও বইটি পাইনি। হুযুরের নিকট বিনীত অনুরোধ, কিতাবটি কোথায় পাওয়া যেতে পারে, জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ৭ম হিজরীর প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ আবুল মাহাসিন বাহাউদ্দীন ইউসুফ বিন রাফে বিন তামীম মাওসীলি (৬৩৫ হিজরী) যিনি কাযী শাদ্দাদ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ, এর লিখিত এই কিতাবটি যার পূর্ণ নাম আমি কিছু আগেই উল্লেখ করেছি এটি প্রকাশিত হয়েছে অনেক আগেই। এটি ড. জামাল উদ্দীন আশশায়্যাল এর তাহকীকে মিসরের কায়রোর প্রসিদ্ধ প্রকাশনী মাকতাবাতুল খানজী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২৩৩. প্রশ্ন ঃ হযরত আদীব সাহেব হুযুর (দা. বা.) প্রাথমিক সাহিত্যচর্চার জন্য তার লিখিত বই পড়তে বলেন। আলহামদুলিল্লাহ। শুধু সাহিত্যচর্চার জন্য

Free © www.e-iilm.weebly.com

নয়; বরং তালিবে ইলমের অনেক অভাব পূরণে তার বইয়ের কোনো তুলনা নেই। কিন্তু আমরা তার বইসমূহের নাম না জানার কারণে অনেক অপূর্ণতায় ভুগছি। বাজারে বই কিনতে গেলে অকল্পনীয়ভাবে তার বই পাচ্ছি। কিন্তু আমরা যদি তার সকল বইয়ের নাম জানতাম তাহলে আমাদের অনেক উপকার হত। তাই হুযুরের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, আদীব সাহেব হুযুরের লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত সকল বইয়ের তালিকা, প্রকাশনীর নামসহ আলকাউসারে প্রকাশ করে উপকৃত করবেন।

সবশেষে হুযুরের নিকট দুআর আবেদন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে ও আমার ছোট ভাইকে তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর মতো মুহাক্কিক আলিম, আদীব হুযুরের (দা. বা.)-এর মতো লেখক এবং সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর (রহ.)-এর মতো মুজাহিদ হওয়ার তাওফীক দান করেন।

উত্তর ঃ এখানে উল্লেখ করার তো প্রয়োজন নেই। আপনি একদিন 'মাদরাসাতুল মদীনা' আশরাফাবাদ 'দারুল কলম' প্রকাশনীতে অথবা বাংলা বাজারস্থ ইসলামী টাওয়ারে 'সাবআ সানাবিল' গিয়ে সাধ্যমতো অনুসন্ধান করে নিজেই একটি তালিকা তৈরি করে নিতে পারেন।

'শরহে জামী'র ছাত্রদের করণীয়

২৩৪. প্রশ্ন ঃ আমি শরহেজামী জামাতের ছাত্র। আমাদের জামাতে ক. তরজমাতু মাআনিল কুরআন (শেষ ১০ পারা), খ. কানযুদ দাকাইক, গ. নূরুল আনোয়ার (সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস), ঘ. শরহে জামী, ঙ. শরহে তাহযীব, চ. তালখীসুল মিফতাহ পড়ানো হয়। হযরতের নিকট আবেদন, আমরা উক্ত কিতাবগুলো কীভাবে পড়লে আয়ত্ত করা সম্ভব এবং কিতাবগুলোর সাথে কোন কোন শরাহ মুতালাআ করলে উপকৃত হতে পারব।

উত্তর ঃ কিতাবী ইসতিদাদ তৈরির প্রাথমিক ও মৌলিক স্তরটি আপনি পেরিয়ে এসেছেন। নেসাবভুক্ত কিতাবগুলোর দিকে নজর বুলালে আপনি দেখতে পাবেন, এখানে নাহব-ছরফের কোনো কিতাব নেই। শরহে জামী যদিও নাহুর কিতাব, তবে আমি একে 'ফালসাফায়ে নাহু'র কিতাব বলাটাই শ্রেয় মনে করি। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে ফালসাফার তেমন কোনো দখল নেই। যাই হোক, যেহেতু 'কিতাবী ইসতিদাদ' তৈরির মৌলিক স্তরটি আপনি পেরিয়ে এসেছেন এখন আপনার প্রধান কাজ হবে বাস্তবক্ষেত্রে আপনার এই 'ইসতিদাদ কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করে দেখা। আপনার পাঠ্যতালিকাভুক্ত সব কিতাবই যেহেতু

Free@www.eilm.weebly.com

আরবী ভাষায়, তাই সব কিতাবই এমনভাবে পড়তে হবে যাতে নাহবী-ছরফী কোনো দুর্বলতা আর না থাকে। কিতাবের সঠিক মর্ম ও মুসান্নিফের উদ্দেশ্য অনুধাবনে সব সমস্যা যাতে কাটিয়ে উঠতে পারেন এজন্য নোটের সাহায্য নেওয়া একেবারে পরিত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেকটি কিতাবের আরবী 'মুআররা' নুসখা পাশে রাখুন। প্রয়োজনে আরবী শরাহ, হাশিয়া ও সংশ্লিষ্ট উস্তাদের সহযোগিতা নিন।

এ গেল একটি মৌলিক কথা। এবার আপনার নেসাবভুক্ত কিতাবগুলোর ব্যাপারে কিছু আরজ করতে চাই। প্রথমত আপনাকে এজন্য মুবারকবাদ দেই যে, আপনি জামাতের কিতাবের মধ্যে 'তারজমাতু মাআনিল কুরআন'-এর কথাই আগে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবেও তা বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কিন্তু হায়! আজ তা বড় অমনোযোগ ও অবহেলার শিকার।

যেহেতু শেষের দশ পারার পুরোটাই আপনার এই বছরের নেসাবভুক্ত তাই দীর্ঘ কোনো তাফসীরের পেছনে না পড়ে আপনার উচিত হবে, নিয়মিতভাবে প্রত্যেকটি আয়াতের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে সচেষ্ট হওয়া। যাতে একটি আয়াতও ছুটে না যায়। আর এজন্য আরবী ভাষায় শায়খ জাবির জাযায়েরীকৃত 'আয়সারুত তাফাসীর' এবং 'তাফসীরে উসমানী' বা মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) কৃত 'আছান তরজমায়ে কুরআন' (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, মাকতাবাতুল আশরাফ) নিয়মিত পড়ুন। উর্দূ না বুঝলে এই দুটির বঙ্গানুবাদ অথবা এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ তো আপনার হাতের নাগালেই আছে। প্রাসঙ্গিক কোনো প্রয়োজনে 'তাফসীরে ইবনে কাসীরের' সাহায্য নিন। তবে শেষ দশ পারায় যে বিশেষ কাজটির প্রতি আপনাকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে তা হল, শেষ দিকের সূরাগুলোর গরীব শব্দগুলোর অর্থ ও তাহকীক ভালোভাবে আত্মস্থ করা। এজন্য লোগাতুল কুরআন বিষয়ের কোনো কিতাব সংগ্রহ করতে পারেন। দ্বিতীয় কিতাব কানযুদ দাকায়েক। এটি হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ মতন। এটি পড়ার সময় কিতাবের মর্মার্থ বুঝার সাথে সাথে মুসান্নিফের নিজস্ব রুমূয ও ইশারাগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করবেন। সুরতে মাসআলা, হুকুম এবং ইখতেলাফে উলামা (যদিও তা দলীল ছাড়াই হোক না কেন) আত্মস্থ করতে হবে। আর শরাহর কথা বললে হিন্দুস্তানী নুসখার আরবী হাশিয়া ও আল বাহরুর রায়েক নিয়মিত মুতালাআ করার মতো।

নূরুল আনওয়ার (সুন্নাহ) এর মতনেই তো মানার-এর মূল মতনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রয়োজনের সময় কামারুল আকমার তো আছে। তবে উসূলে ফিকহ যেহেতু ইলমে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফন আর দরসে নেযামীর প্রায়

Free @ www.eilm.weebly.com

শেষদিকের একটি কিতাব হল নূরুল আনওয়ার তাই কিতাবের মূল মতন 'আলমানার' হল করার জন্য এবং ফনের সঙ্গে তাআল্লুক গড়ে তোলার জন্য আল্লামা নাসাফী (রহ.)-এরই লিখিত মানারের শরাহ 'কাশফুল আসরার' আর আবদুল মজীদ তুরকমানীর সদ্য লিখিত 'দিরাসাতুন ফী উসূলিল হাদীস আলা মানহাজিল হানাফিয়্যাহ' সংগ্রহ করে নিয়মিত মুতালাআ করতে পারলে ভালো হবে বলে মনে করি।

আর শরহে জামীর জন্য হাওয়াশী মুতাফাররাকা ও শরহে তাহযীবের জন্য 'তুহফায়ে শাহজাহানী' অনেকটা সহজ ও সাবলীল বলে মনে হয়। 'তালখীসুল মিফতাহ'র জন্য সুবকী-কৃত 'আরুসুল আফরাহ' তাফতাযানীর 'মুখতাছার' থেকেও কিছুটা সহজ। এটিও আপনি সংগ্রহ করতে পারেন।

ইরাবুল কুরআনের সহজ কিতাব

২৩৫. প্রশ্ন ঃ ইরাবুল কুরআন বিষয়ক মুদ্রিত কিছু কিতাবের নাম নভেম্বর '০৯ সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছিল। তার মধ্যে কোনটি আমাদের জন্য বেশি উপকারী হবে তা উল্লেখ করলে হযরতের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর ঃ কোনটি বেশি উপকারী হবে– তা বলার জন্য আপনার ইসতিদাদ এবং এই বিষয়ে মুতালাআর জন্য কতটুকু সময় আপনি বের করতে পারবেন তা জানা জরুরী। তবুও বলি, মুহিউদ্দীন আদ-দরবেশ লিখিত 'ইরাবুল কুরআনিল কারীম ওয়াবায়ানুহু' একটি সহজলভ্য কিতাব। এই কিতাবে 'ইরাব' ছাড়াও লুগাত, বালাগাত– বয়ান ও কিছু ফাওয়ায়েদও পাওয়া যায়, যা একটি বাড়তি লাভ। আর যদি সংক্ষিপ্ত কোনো কিতাবের কথা বলেন তাহলে বৈরুতের দারুন নাফায়িস থেকে এক খণ্ডে প্রকাশিত মুহাম্মাদ আত-তাইয়িব আল-ইবরাহীমের "ইরাবুল কুরআনিল কারীম' সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ একটি কিতাব। এটিও আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। তবে ভালো হয় আপনার হাতের কাছে যদি এ বিষয়ক কয়েকটি কিতাব থাকে তবে আপনি নিজেই একটি আয়াত নিয়ে কয়েকটি কিতাব থেকে ইরাব সংক্রান্ত বহস পড়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোনটির উসলূব আপনার জন্য সহজ হবে এবং তরজমা বোঝার জন্য সহায়ক হবে। এরপর তা আপনি নিয়মিত মুতালাআ করতে পারেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কিত একটি ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই

২৩৭. প্রশ্ন ঃ আমরা লোকমুখে একটা ঘটনা শুনে থাকি যে, ইমাম বুখারী (রহ.) যখন বোখারা শহরে বিভিন্ন মাসআলায় ফতোয়া দিতেন তখন জনৈক

Free © www.eilm.weebly.com

হানাফী ইমাম তাঁকে বারণ করেছিলেন। তবু তিনি ফতোয়া দিতে থাকেন। এক সময় তিনি এক প্রশ্নের জবাবে দু'জন শিশুর একই বকরীর দুগ্ধ পানের দ্বারা দুধের সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে বলে ফতোয়া দেন। তার এই ফতোয়াকে কেন্দ্র করে বোখারাতে নাকি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশ্ন এই যে, উপরোক্ত বর্ণনা কি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আমাদের জানা মতে, যে সমস্ত কিতাবে উপরোক্ত ঘটনাটি পাওয়া যায় সেখানে এর কোনো সনদ বা সূত্রের উল্লেখ নেই। তাই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতো একজন ইমামের ক্ষেত্রে সনদবিহীন একটি ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) বলেন,

وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سَنَدَهَا لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ فِيْمَا أَعْلَمُ فَفِيْ نِسْبَتِهَا لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ وَقْفَةٌ

অর্থাৎ আমার জানা মতে, কেউই এই ঘটনার সূত্র উল্লেখ করেননি। অতএব ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সঙ্গে এই ঘটনা যুক্ত করার বিষয়ে আমার দ্বিধা রয়েছে।

(টীকা : আল-ইমাম আবু ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান পৃ. ২১৯)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সংকলিত সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সংকলন পাঠকের সামনে রয়েছে। এসব গ্রন্থ থেকে তাঁর যে পাণ্ডিত্য প্রমাণ হয় এতে এ ধরনের ভুল অবিশ্বাস্যই মনে হয়। বিশেষত সহীহ বুখারীর 'রাযা' বা শিশুর দুগ্ধপান বিষয়ক অধ্যায়গুলোতে এর কাছাকাছি কোনো মাসআলারও অস্তিত্ব নেই। আল্লামা আবদুল হাই লাখনাভী (রহ.) বলেন,

وَهِيَ حِكَايَةٌ مَشْهُوْرَةٌ فِيْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهَا أَيْضًا صَاحِبُ الْعِنَايَةِ وَغَيْرُهُ مِنْ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ لٰكِنِّيْ اَسْتَبْعِدُ وُقُوْعَهَا بِالنِّسْبَةِ إِلٰى جَلَالَةِ قَدْرِ الْبُخَارِيْ وَدِقَّةِ فَهْمِهِ وَسَعَةِ نَظَرِهِ وَغَوْرِ فِكْرِهِ مِمَّا لَا يَخْفٰى عَلٰى مَنِ انْتَفَعَ بِصَحِيْحِهِ وَعَلٰى تَقْدِيْرِ صِحَّتِهَا فَالْبَشَرُ يُخْطِئُ

এমনিভাবে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলবী (রহ.) লামেউদ দারারীর (১/১৩) ভূমিকায় লিখেছেন, "ওয়া ইসতিবআদুহা যাহিরুন।" অর্থাৎ এই ঘটনা বাস্তবতা বিরোধী মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

Free@www.eelm.weebly.com

অতএব ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতো জলীলুল কদর ইমামের সঙ্গে এ ধরনের সনদ ও সূত্রহীন ঘটনা যুক্ত করা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

জালালাইনের হাশিয়া ও হাশিয়াতুস সবী প্রসঙ্গে

২৩৮. প্রশ্ন ঃ আমি এ বৎসর জামাআতে জালালাইন পড়ছি। শুরু থেকেই মতনের পাশাপাশি কিতাবের হাশিয়া, হাশিয়াতুস সবী, সফওয়াতুত তাফাসীর, ই'রাবুল কুরআনিল কারীম, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম লিইবনি কাছীর, ফাতহুল কাদীর, কাশফুল আছরার ফী শারহিল মুসান্নাফি আলাল মানার ইত্যাদি কিতাব পড়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু ইদানিং অনেকের কাছে শুনতে পাচ্ছি, তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়া ও হাশিয়াতুস সবীতে অনেক জাল বর্ণনা আছে। এক্ষেত্রে কি তা পড়া ছেড়ে দিব, না কী করব?

উত্তর ঃ ছেড়ে দিবেন কেন? এই কিতাবগুলোতে জাল ও ইসরাঈলিয়াতের পাশাপাশি সহীহ ও তাফসীরের ক্ষেত্রে 'মাকবুল হাদীসের সংখ্যাও তো কম নয়। এছাড়া কুরআন মাজীদের অর্থ অনুধাবন, তাফসীর ও জালালাইনের মূল ইবারত 'হল' সংক্রান্ত আরো যেসব বিষয় ঐ দুই হাশিয়ায় রয়েছে তা থেকে বঞ্চিত হবেন কেন?

হ্যাঁ, আপনার এই সমস্যার জন্য যা করণীয় তা হল, আপনি প্রত্যেকটি সবক মূল জালালাইন, সংশ্লিষ্ট হাশিয়া ও হাশিয়াতুস সবীতে পড়ার পর তাফসীরে ইবনে কাসীর যা আপনি মুতালাআ করছেন বলে প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন– এর মুতালাআ অবশ্যই নিয়মিত জারি রাখবেন। যে রেওয়ায়েতগুলো অন্য কিতাবে পেয়েছেন তা তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে কি না আর ঐ রেওয়ায়েতের ব্যাপারে ইবনে কাসীর (রহ.) কী রায় পেশ করেছেন তা মনোযোগের সাথে পড়তে ও বুঝতে চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, তাফসীর বিররিওয়াহর ক্ষেত্রে তাফসীরে ইবনে কাসীর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাব।

আর ড. আবু শাহবার আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর, তো একটি অনন্য কিতাব। কোনো এক অবসরে এটি অথবা এর আলোকে 'আসির আদরবী' লিখিত উর্দূ কিতাবটি পড়ে নিলে আপনার এই পেরেশানী অনেকটাই লাঘব হয়ে যাবে বলে আশা রাখি।

তবে যে রেওয়ায়েতগুলো তাফসীরে ইবনে কাসীরে পাবেন না বা রেওয়ায়েত পেলেও এই সম্পর্কে ইবনে কাসীর (রহ.)-এর কোনো আলোচনা পাবেন না সেসব রেওয়ায়েতের শুদ্ধাশুদ্ধি কোনো আহলে ফনের শরণাপন্ন হয়ে যাচাই করে নিবেন। আল্লাহর আপনার সহায় হোন। আমীন।

Free © www.eilm.weebly.com

নবীদের ঘটনা ও তাদের নসব সম্পর্কে কিতাব

২৩৯. প্রশ্ন ঃ নবীদের ঘটনা ও তাদের নসব সম্পর্কে জানতে কী কী কিতাব মুতালাআ করা যেতে পারে?

উত্তর ঃ আল্লাহর প্রেরিত পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের ঘটনাবলীর যে অংশ আমাদের জানা প্রয়োজন তা কুরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসে আছে। একজন মুমিনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর এ বিষয়ে এই কুরআন-হাদীসই হচ্ছে প্রধান সূত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ে তারীখ বিষয়ক কিতাব বিশেষত আল্লামা হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.)-এর আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া এর প্রথম দুই খণ্ড, যা কাসাসুল আম্বিয়া শিরোনামে স্বতন্ত্রভাবেও ছেপেছে তা অধ্যয়ন করতে পারেন। কাসাসুল কুরআন সম্পর্কিত কিতাবগুলোর মধ্যে মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী এর কাসাসুল কুরআন অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

ঈমান : নবীগণের প্রতি না রাসূলদের প্রতি

২৪০. প্রশ্ন ঃ কুরআন মাজীদে পেয়েছি–

... كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ...

আর রিয়াযুস সালেহীনে পড়েছি,

للإيمان : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ...

ঈমানে মুফাসসালে বলে থাকি

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ...

এই সবখানে 'রুসুলুহু, দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমরা তো জানি, আল্লাহর প্রতি, নবীগণের প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনা; জানতে চাই, তাহলে আয়াতে কারীমা বা হাদীসের ব্যাখ্যা কী হবে? মেহেরবানী করে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ প্রশ্নে যতটুকু বুঝেছি তার আলোকে আপনাকে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত দুটি আয়াত ও দুটি হাদীসের অংশবিশেষ পড়ার অনুরোধ করব।

আয়াতটির মধ্যে প্রথম আয়াতটি সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াত

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ

আর দ্বিতীয় আয়াতটিও একই সূরার ১৩৬ নং আয়াত

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

আর যে হাদীস দুটির কথা বললাম, তা হাদীসে জিবরীলেরই দুটি ভিন্ন রেওয়ায়েত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত উভয় রেওয়ায়েতেই নিম্নোক্ত বাক্যটি রয়েছে।

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ

দেখুন : মুসনাদে আহমদ ১/৩১৯, হাদীস : ২৯২৪; মুসনাদে বাযযার-মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৮-৪০

আমার ধারণা, আপনার মনে উপরোক্ত প্রশ্ন জাগার পিছনে কারণ হল নবী ও রাসূলের মধ্যকার ইসতিলাহী ফরকটি। মনে রাখবেন, সেটি একটি ইসতিলাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যথায় কুরআনে নবী শব্দ রাসূল অর্থে এবং রাসূল শব্দ নবী অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আশা করি, আপনার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তবুও কোনো প্রশ্ন থাকলে আবার লিখতে পারেন।

ওয়ালাকাদ ইয়াস্‌সারনাল কুরআন

২৪১. প্রশ্ন ঃ আমি হিফয বিভাগের একজন ছাত্র। শুনেছি আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদকে সহজ করে দিয়েছেন। সূরা কামারে একাধিকবার আল্লাহ তাআলা তা ইরশাদ করেছেন। অথচ কুরআন মাজীদ ইয়াদ করলেও তা স্মরণে থাকে না। আমরা আরো শুনেছি, কুরআন মজীদ ইয়াদ করে ভুলে গেলে পরকালে কঠিন আযাব হয়। তাই কুরআন মজীদ ইয়াদ করার পদ্ধতি কী? আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা কীভাবে ইয়াদ রাখা যায়– এ বিষয়ে সঠিক পরামর্শ দিবেন।

উত্তর ঃ আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন। হিম্মত রাখুন এবং মেহনত করুন। প্রতি বছর হাজার হাজার তালিবে ইলম কুরআন হিফয করছে আর আলহামদুলিল্লাহ ছোটখাটো কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবাই তা ইয়াদও রাখছে। সাময়িকভাবে কোনো আয়াত হিফয থেকে ছুটে গেলে সামান্য দেখেই তারা আবার তা ইয়াদ

Free @ www.eelm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করে ফেলছেন। সহজ বলেই তো যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মুসলমান কালামুল্লাহ হিফয করতে পেরেছেন। এখনও করে চলেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রন্থের বেলায় এর নজীর নেই।

মনে রাখবেন, তিনি সহজ করে না দিলে যত মেধাই থাকুক এই মহান কালামুল্লাহ কোনো মাখলুকের পক্ষে পড়া, হিফয করা ও বুঝা সম্ভব ছিল না। এই যে আপনি কালামুল্লাহ তিলাওয়াত করতে পারছেন, সামান্য সামান্য হলেও ইয়াদ করতে পারছেন তাতো তাঁর বিশেষ ফযল ও করমে সহজ করে দেওয়ার বদৌলতেই সম্ভব হচ্ছে। আর নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত রাখা ও কুরআনের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও ইয়াদ না থাকলে মাওলা তো গাফুরুর রাহীম। তিনিই অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির উপর ক্ষমার চাদর ঢেলে দেবেন বলে আশা করা যায়।

এরপরও আমার পরামর্শ হল, আপনার হিফযের উস্তাদের কাছে নিজের পুরা অবস্থা খুলে বলুন। তিনি আপনার মেধা ও স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে সম্যক অবগত বলে সুন্দর একটি পরামর্শ দিতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা আপনার যেহেন খুলে দিন এবং চিন্তামুক্ত হয়ে তাঁর মহান কালাম হিফয করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নাহব, ছরফ ও আরবী ইবারতে দুর্বলতা প্রসঙ্গে

২৪২. প্রশ্ন ঃ আমি শরহে বেকায়া জামাতের একজন ছাত্র। নাহব, ছরফে বেশ দুর্বল। এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য আমি কী করতে পারি? আরবী ইবারত সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়ার মূল নীতিমালা উল্লেখ করলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর ঃ প্রশ্নোক্ত বিষয়ে আলকাউসারের বিগত সংখ্যাগুলোতে বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মূলকথা হল, এই বিষয়ে দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমে আসে, মৌখিক কিছু কায়দা-কানুন মুখস্থ করে নেওয়া কোনোক্রমেই যথেষ্ট নয়।

নাহব-ছরফে দুর্বল– এটা অনেকটা অস্পষ্ট কথা। ঐসব বিষয়ের কোন কোন জায়গায় আপনার দুর্বলতা রয়েছে, তা নির্ধারণ করা জরুরি। তাহলে আপনার চিন্তাও সার্থক হবে, মেহনতও ফলপ্রসূ হবে। তবে আপনি অনতিবিলম্বে দু'টি কাজ করতে পারেন।

প্রথমত: নাহব-ছরফের উপর বর্তমান সময়ে রচিত 'আননাহবুল ওয়াযেহ' বা এ জাতীয় কোনো কিতাব, যার উপস্থাপনাও সহজ এবং যাতে প্রতি সবকের

Free © www.eilm.weebly.com

সঙ্গে অনুশীলনী রয়েছে, নির্বাচন করুন। নিজে চিন্তা-ভাবনা করে অথবা কোনো অভিজ্ঞ উস্তাদের সাহায্যে ঐ কিতাবের এমন বহসগুলো চিহ্নিত করে নিন, যা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আপনার বেশি প্রয়োজন হবে অথচ তাতে আপনার দুর্বলতা আছে। তারপর এক একটি বহস বুঝে শুনে পড়ুন এবং হাতে কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে অবিরাম মেহনত জারি রাখুন।

দ্বিতীয়ত: আপনার নেসাবী কিতাবসমূহের কোন একটি আরবী কিতাব প্রত্যেক সবকের সাথে বা আগে সম্ভব হলে আরবী হাশিয়াসহ গভীরভাবে মুতালাআ করবেন। অতঃপর আপনার একজন মুহসিন ও শফীক উস্তাদের কাছে গিয়ে নিয়মিত শুনাবেন। আপনি পড়বেন, আর-উস্তাদ শুনে শুনে যে সব সংশোধনী ও দুর্বলতার দিক চিহ্নিত করে দিবেন, তা দূর করার চেষ্টা করবেন হতাশার কিছু নেই।

এই দুই তরীকায় মেহনত করতে থাকুন। অবশ্যই সফল হবেন ইনশাআল্লাহ।

সীরত ও সাওয়ানেহের কিছু কিতাব

২৪৩. প্রশ্ন ঃ নবী-রাসূল, আকাবির-আউলিয়া বিশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত জানার জন্য নির্ভরযোগ্য বাংলা গ্রন্থগুলোর নাম জানতে চাই।

উত্তর ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.)-এর 'আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় সাধারণ ইতিহাসের পাশাপাশি নবী-রাসূল ও আকাবির-আউলিয়ার জীবনী রয়েছে। আর শুধু সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে বাংলাভাষায় রচিত কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী', প্রফেসর আবদুল খালেকের 'সাইয়িদুল মুরসালীন' এর কথা অনেকে উল্লেখ করে থাকেন।

তদ্রূপ আরবী ও উর্দূ ভাষার বেশ কিছু মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থও বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর যাদুল মাআদ, শিবলী নুমানী ও সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.)-এর 'সীরাতুন্নবী' ও ইদরীস কান্ধলভী (রহ.)-এর 'সীরাতুল মোস্তফা', মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরীর 'আসাহহুস সিয়ার', মাওলানা আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী (রহ.)-এর 'নবীয়ে রহমত' এবং মাওলানা সফীউর রহমান মুবারকপুরীর 'আররাহীকুল মাখতুম' ইত্যাদি সংগ্রহে রাখার মতো গ্রন্থ।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

বানান ঠিক করব কিভাবে

২৪৪. প্রশ্ন ঃ আরবী, বাংলা, উর্দূ-ইংরেজি সব লেখায় আমার ভুল হয়ে থাকে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় কী?

উত্তর ঃ 'লেখায় ভুল হয়ে থাকে' বলে সম্ভবত বানানের ভুলই আপনার উদ্দেশ্য। তাই যদি হয় তবে এই সমস্যার সমাধান একটিই। তা হল, যা পড়বেন, মনোযোগের সাথে পড়ুন। যে ভাষাতেই হোক, প্রতিটি শব্দ পড়ার সময় খেয়াল করবেন যেন, এই শব্দটি আপনি মুখস্তও লিখতে পারেন।

শুধু এতটুকু কাজ করলেই আপনার এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। এরপরও কিছু জটিলতা বাংলা বানানের ক্ষেত্রে থেকে যেতে পারে। সেজন্য বাংলা একাডেমীর অভিধান বা অন্য কোনো অভিধানের সাহায্য নিতে থাকুন। সাথে প্রতিদিন তিন-চারটি করে শব্দ বানানশুদ্ধির জন্য নিয়মিত লিখুন এবং হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুমের 'এসো কলম মেরামত করি' থেকে বানান সংক্রান্ত লেখাগুলো ভালো করে পড়ুন। এভাবে ধীরে ধীরে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলে আশা করি।

হেদায়ার সবচেয়ে জামে শরাহ

২৪৫. প্রশ্ন ঃ হেদায়া কিতাবের সবচেয়ে 'জামে মানে' শরাহ কোনটি?

উত্তর ঃ এই সম্পর্কে আলকাউসারের বিগত সংখ্যাগুলোতে বেশ কয়েকবার লেখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত লিখিত শরাহগুলোর মধ্যে 'ফাতহুল কাদীর'কে একটি অনন্য শরাহ বলা যায়। এর সাথে কিতাব হলের জন্য আল্লামা আইনী (রহ.)-এর 'আলবিনায়া' যা ষোল খণ্ডে মুলতান থেকে ছেপেছে এবং সংক্ষেপে 'মতলব' বোঝার জন্য 'ফাতহুল কাদীর'-এর টীকায় প্রকাশিত বাবেরতীকৃত আলইনায়া'ও মুতালাআয় রাখতে পারেন। আর মুহাক্কিক আলেমদের জন্য পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত ইবনে আবিল ইয হানাফী (রহ.)-এর 'আততানবীহ আলা মুশকিলাতিল হিদায়া' অধ্যয়নযোগ্য।

হেদায়া এবং আসরী মাসায়েল ও ইসতিলাহাত

২৪৬. প্রশ্ন ঃ আমি হেদায়া আওয়ালাইন জামাতে পড়ি, যা দরসে নিযামীর মাসআলা বিষয়ক প্রায় সর্বশেষ স্তরের কিতাব। এর প্রথম খণ্ডে ত্বহারাত, ইবাদত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, ফুরূআত বিলআদিল্লা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার প্রশ্ন হল :

Free © www.eelm.weebly.com

ক) দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু বাব রয়েছে যেমন তাফবীযে তালাক, ফসলূন ফিল ইখতিয়ার ফিল আমরি বিল ইয়াদ ইত্যাদিতে উল্লেখিত আরবী আলফাযগুলো সম্পর্কে দীর্ঘ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানার ফায়েদা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কতটুকু এবং কীভাবে পড়লে ফায়দা বেশি হবে?

উত্তর ঃ ক) আপনি যেসব অধ্যায়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করেছেন সেখানে আরবী ইসতিলাহ ছাড়াও অনেক ফিকহী হুকুম আহকাম ও দলীলাদি বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর ফায়দা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া প্রশ্নোক্ত আরবী ইসতিলাহগুলোও ফিকহে ইসলামীর গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই যার আহকাম উৎসারিত হয়েছে। অতএব আরবী এই ইসতিলাহ বা পরিভাষার আলোকে স্থান ও কাল ভেদে বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত এর সম অর্থের পরিভাষা ও ইঙ্গিত ইশারার অর্থ অনুধাবন করে এর শরয়ী হুকুম আহকাম জেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ফিকহে জাদীদ কখনো 'ফিকহে কাদীম' থেকে 'বে-নিয়ায' হতে পারে না।

হিদায়া পড়ুয়া একজন তালেবে ইলমের উচিত, প্রথমে উস্তাযের কাছ থেকে হেদায়ার মূল আরবী পরিভাষাগুলো বোঝার পর আমাদের দেশে প্রচলিত পরিভাষা ও ইশারা-ইঙ্গিত এবং প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনের বিবাহ-তালাক সংক্রান্ত আইন ও নিয়মগুলো জেনে নেওয়া। সাথে সাথে ঐ পারিবারিক আইনের যেসব ধারা-উপধারা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক, তার জন্য মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর অনন্য কিতাব 'হামারে আয়েলী মাসায়েল'ও পড়ে নেয়া জরুরী।

দ্বিতীয়ত কিফায়াতুল মুফতী, ইমদাদুল ফাতাওয়া বা উপমহাদেশে সংকলিত এই ধরনের অন্য কোনো ফাতাওয়ার কিতাবের এই সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো অধ্যয়ন করা। এছাড়া দেশ বা অঞ্চল ভেদে এই সংক্রান্ত আরো যেসব ইসতিলাহ প্রচলিত, প্রয়োজনের সময় সেগুলোও কোনো বিজ্ঞ মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে জেনে নিতে হবে। তাহলে সহজে হিদায়ার এই ধরনের মাসআলাগুলোর প্রয়োগ-ক্ষেত্র ও উপকারিতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ হবে ইনশাআল্লাহ।

২৪৭ প্রশ্ন ঃ (খ) আগামীতে শেষ দুটি খণ্ড পড়ার নিয়ত আর তার সাথে অনেক আধুনিক মাসাইলের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন ইলমুল ইকতিসাদে বিশেষ করে মাহারাত অর্জন করার খেয়াল, যেমন শায়খুল ইসলাম (দা. বা.) বলেছেন। এজন্য এখন থেকেই পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে পরিচিতির জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি এ ব্যাপারে হযরতের সুপরামর্শ কামনা করি।

Free @ www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ (খ) এই জন্য আপনি হেদায়ার শেষ দুই খণ্ডের সাথে ফাতহ মুহাম্মাদ লাখনোভীর 'ঈতরে হিদায়া' নিয়মিত মুতালাআয় রাখার চেষ্টা করবেন। আর ইলমুল ইকতিসাদ বিষয়ের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী (রহ.) রচিত 'ইসলাম কা ইকতিসাদী নেযাম' (ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) পড়ে নিন। আরো ভালো হয়, ইসলামী অর্থনীতি পাঠের সাথে সাধারণ অর্থনীতির কোনো বই অধ্যয়নে রাখা, যাতে ইসলামের সাথে প্রচলিত অর্থনীতি ও এর অসমতা সম্পর্কেও আপনি ধারণা লাভ করতে পারেন। এজন্য সাধারণ অর্থনীতির উপর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারী সিলেবাসভুক্ত কোনো অর্থনীতির বইও অধ্যয়ন করতে পারেন।

একটি হাদীসের তাখরীজ

২৪৮. প্রশ্ন ঃ আল্লামা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর জাহানে দীদাহ গ্রন্থে কনস্টান্টিনোপলের বিজয় সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি কোন কিতাবে আছে এবং তার সনদ কোন পর্যায়ের?

উত্তর ঃ জাহানে দীদাহর ঐ স্থানে দুটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। কায়সারের (রোম) শহর বিজয় নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাযি.)-এর সূত্রে, যা সহীহ বুখারীর কিতাবুল জিহাদের রোমের সাথে যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়ে (১/৪০৯–৪১০, হাদীস ২৯২৪) রয়েছে। আর হযরত বিশর খাসআমী (রাযি.) হতে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি হল,

لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِيْرَ أَمِيْرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشَ ذٰلِكَ الْجَيْشُ

সম্ভবত আপনি এই হাদীসটি সম্পর্কেই জানতে চেয়েছেন। এই হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ৪/৩৩৫, হাদীস : ১৮৯৫৭; মুসতাদরাকে হাকেম ৫/৬০৩, হাদীস : ৮৩৪৯; মুজামে কাবীর, তাবারানী, হাদীস : ১২১৬ ইত্যাদি কিতাবে রয়েছে। হাফেয নূরুদ্দীন হায়সামী (রহ.) 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' কিতাবে (৬/২১৯, হাদীস : ১০৩৮৪) বলেন, 'রিজালুহূ সিকাত'।

নাসবুর রায়ার হাদীসসমূহের মান

২৪৯. প্রশ্ন ঃ নাসবুর রায়া'র মুকাদ্দামায় যে হাদীসগুলো 'তাখরীজ' করা হয়েছে, সেগুলো সবই কি সহীহ?

Free @ www.eilm.weebly.com

উত্তর ঃ নাসবুর রায়া'র মুকাদ্দামা বলতে আপনি কি বুঝিয়েছেন জানি না। আমার জানা মতে, হাফেয যায়লায়ী (রহ.) তাঁর কিতাবের কোনো মুকাদ্দিমা লিখেননি। শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা দামাত বারাকাতুহুম-এর তাহকীকে সৌদী থেকে 'নসবুর রায়া'র যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে– যা এই কিতাবের সর্বোত্তম সংস্করণও বটে-এর প্রথম খণ্ডটিতে ভূমিকা স্বরূপ তিনটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব সন্নিবেশিত হয়েছে।

আল্লামা যাহিদ কাওছারী (রহ.), শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা দামাত বারাকাতুহুম ও হাফেয ইবনে কুতলুবুগা (রহ.)-এর যথাক্রমে 'ফিকহু আহলিল ইরাক', 'দিরাসাহ' ও 'মুনয়াতুল আলমায়ী' দিয়েই এই প্রথম খণ্ডটি সমাপ্ত হয়েছে। তেমনি শেষ খণ্ডটিতে হল শুধু ফাহারিস। এই দুই খণ্ড ছাড়া মূল 'নাসবুর রায়া' হল চার খণ্ডে।

আমার মনে হচ্ছে, মুকাদ্দিমা নয়; বরং মূল নাসবুর রায়ায় তাখরীজকৃত হাদীসগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন। সে হিসাবে আরজ করব, হিদায়া ফিকহে মুকারানের কিতাব। তাই হিদায়ায় প্রায় সব মাযহাবের দলীল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সে নকলী দলীল হোক কিংবা আকলী। সেজন্য যায়লায়ী (রহ.)ও হিদায়ার সব হাদীসের তাখরীজ বিশদভাবে করেছেন– তা যে মাযহাবের দলীলই হোক না কেন। চাই ঐ হাদীসটিকে সরাসরি মাযহাবের ইমাম দলীল হিসেবে পেশ করুন কিংবা ঐ ইমামের অনুসারী পরবর্তী কোনো ফকীহ পেশ করুন। এই হিসাবে তাঁর তাখরীজে সহীহ, হাসান, যয়ীফসহ প্রায় সব মানের হাদীসই রয়েছে। আর স্বয়ং যায়লায়ী (রহ.)ও অনেক জায়গায় হাদীসের মান ও রাবীদের 'জারহ-তা'দীল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন। এগুলো দেখে আপনি আঁচ করতে পারবেন যে, এই হাদীসগুলোর সবগুলোর মান এক পর্যায়ের নয়। অতএব সুনির্দিষ্ট কোনো হাদীসের মান জানতে যায়লায়ী (রহ.)-এর আলোচনা পড়া ও অন্যান্য কিতাবে এই সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ মুতালাআ কিংবা বিজ্ঞ কোনো আহলে ফনের দারস্থ হতে হবে।

গাফলতের ঘুমের এলাজ প্রসঙ্গ

২৫০. প্রশ্ন ঃ আমি তাফসীরে জালালাইন জামাতের ছাত্র। আমার সমস্যা হল, দরসের কিতাবাদি বোঝার জন্য আমার নীরব, আওয়াজবিহীন মুতালাআর প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেটা আমি করতেই পারি না। পারলেও দশ মিনিটের বেশি কখনো নয়। কারণ ওভাবে বসলেই আমার চোখে ঘুম নেমে আসে।

Free © www.eilm.weebly.com

অনেকের কাছে আমি সমস্যাটির সমাধান চেয়েছি। কেউ বলেছেন, চোখ ধুয়ে নিতে, কেউ মাথা ধুয়ে নিতে। কিন্তু বিশেষ ফল পাইনি। আবার কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছেন যে, খাবার কমিয়ে ফেলতে। আসলে যে খাবার গ্রহণ করি তা এমন বেশি নয় যে, তা থেকে খুব একটা কমানো যায়। তবু কাজটি আমি করেছি। ফল একেবারে শূন্যই। উল্টো শারীরিক দুর্বলতার কারণে ঘুম বহু গুণে বেড়ে গেছে। এখন হযরতের নিকট আরজ, আমার সমস্যার কোনো সমাধান দিয়ে প্রকৃত তালিবুল ইলম হওয়ার সাহস যোগাবেন।

উত্তর ঃ আপনার এই সমস্যা বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকতে পারে। প্রথমত: জীবন যাপনে নেযামের অভাব। মনে রাখবেন, প্রকৃত তালিবে ইলম সেই হতে পারে, যার প্রতিটি কাজ-কর্ম নেযাম মোতাবেক হয়। হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দা. বা.) যথার্থই বলেন, 'নেযামুল আওকাত' ছাড়া কোনো তালিবে ইলমের যিন্দেগী বনতে পারে না।' অতএব আপনি দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় ঘুমের জন্য নির্ধারণ করুন। এছাড়া একটি নেযামুল আওকাতের পাবন্দী করে নির্দিষ্ট সময়ে সব কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। 'ঘুমের সময় পড়া আর পড়ার সময় ঘুমের' অভ্যাস থাকলে তা একেবারে পরিহার করুন।

দ্বিতীয়ত: রাতে বা দিনে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমানোর পরও যদি আপনার একই সমস্যা হয় তাহলে এ বিষয়ে একটি সমাধান আমি পেয়েছি হযরত থানভী (রহ.)-এর মালফুযাত, মাকতুবাত ও রাসায়েল থেকে চয়নকৃত 'উস্তায শাগরিদ কে হুকুক' নামক কিতাবে। হিম্মত হলে আপনি আমল করে দেখতে পারেন। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এই ব্যাপারে আমার একটি প্রস্তাব হল, গোল মরিচ পকেটে রাখবে। যখন ঘুমের প্রকোপ বাড়বে তখন একটি মরিচ চাবাতে থাকবে। এটি দেমাগের জন্যও 'মুকাব্বী'। তাতে ক্ষতি নেই। কারণ প্রয়োজন মতো পূর্ণ ঘুমানোর পরও যার ঘুম আসেস তার এই ঘুমের কারণ হল অলসতা। তাছাড়া কম খেলে ঘুম কম আসে আর বেশি খেলে বেশি। খানা যখন উদর পুরে খাবে তখন ঘুমও চোখ ভরে নামবে। (উস্তাদ শাগরিদ কে হুকুক ৭৬–৭৭)

তৃতীয়ত: কারো সামনে বিশাল বড় কোনো কাজ থাকলে কিংবা মাথার উপর গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ চেপে বসলে তার নিদ্রা তো দূরে থাক, এর চিন্তাও আসতে পারে না। আর তালিবে ইলমের জন্য ইলম অর্জনের চেয়ে বিশাল কোনো কাজ তো পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। অতএব আপনিও ইলমের মর্যাদা ও ওলামাদের মাহাত্ম্য এবং ইলমের ব্যাপ্তির কথা বারবার ভাবুন। নিজের মধ্যে ইলমের জন্য অনির্বাণ জ্বালা ও সীমাহীন তড়প পয়দা করুন। ইলমের জন্য যারা

Free @ www.eilm.weebly.com

পূর্ণ জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছেন, সকল আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করেছেন, তাদের জীবনী পড়ুন। এতেও ফায়দা পেতে পারেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, এই ধরনের সমস্যা অনেক সময় শারীরিক কোনো অসুস্থতার ফলেও হয়ে থাকে। এজন্য আপনি কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর আফকার সম্পর্কে কিছু কিতাব

২৫১. প্রশ্ন ঃ মুহতারাম! একজন মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজনে জামাতে ইসলামী ও এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদী সম্পর্কে জানা আমার খুব প্রয়োজন। এজন্য কোন কোন কিতাবের সাহায্য নিতে পারি, জানালে খুশি হব।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে আপনি নিম্নোক্ত কিতাবগুলো নিজে পড়তে পারেন এবং 'হিকমত' ও 'মাওয়িযায়ে হাসানাহ'র মাধ্যমে এবং 'ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান' এর উসূলের ভিত্তিতে তার কাছে দাওয়াত পেশ করতে পারেন। কিতাবগুলো নিম্নরূপ :

১. 'ফিতনায়ে মওদুদিয়ত' বা 'জামাতে ইসলামী : এক লামহায়ে ফিকরিয়্যাহ', শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)।

২. আসরে হাযের মে দ্বীন কি তাফহীম ওয়া তাশরীহ (ইসলামের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ), মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)।

৩. আল উসতায আলমাওদুদী, মাওলানা ইউসুফ বানুরী (রহ.)।

৪. তানকীদ আওর হক্বে তানক্বীদ, মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.)।

৫. হযরত মুআবিয়া আওর তারীখি হাক্বায়িক (ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া), মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম।

৬. মওদুদী সাহেব, আকাবিরে দেওবন্দ কী নজর মে, মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার দামাত বারাকাতুহুম।

৭. মাওলানা মওদুদী কে সাথ মেরী রেফাকত কী সারগুযাশত আওর আব মেরা মাওকাফ (মাওলানা মওদুদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত), মাওলানা মানযুর নুমানী (রহ.)।

৮. তা'বীর কী গলতী, মাওলানা ওয়াহিদুদ্দীন খান।

উপরোক্ত কিছু কিতাব বাংলাতেও অনূদিত হয়েছে। সেগুলো হাদিয়া দেওয়ার মাধ্যমেও তাকে দাওয়াত দিতে পারেন। সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দুআ

Free@www.eilm.weebly.com

করুন, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে দ্বীনের সহীহ 'সমঝ' দান করেন। আমীন।

পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টিকারী কিছু রেসালা

২৫২. প্রশ্ন ঃ আমি একজন তালিবে ইলম। আমি ও আমার মতো অনেকেই এ অবস্থার শিকার যে, আমরা যখনই আসাতিযায়ে কেরামের মুখ থেকে বয়ান ও নসীহত শুনি, আমাদের অন্তরে তা উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং পড়াশোনায় বেশ বরকত হতে থাকে। কিন্তু পুনরায় তা হ্রাস পেতে থাকে এবং এক সময় আমরা আগের অবস্থায় ফিরে আসি। হুযুরের কাছে বাংলা, উর্দূ কিংবা সহজ আরবী ভাষায় রচিত এমন কিছু কিতাবের নাম জানতে চাই, যেগুলো নিয়মিত মুতালাআ করলে পড়াশোনার প্রতি সর্বদা আগ্রহ জাগরুক থাকবে।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে ছোট-বড় অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কিতাবগুলি অধ্যয়ন করতে পারেন।

১. পা-জা ছুরাগে যিন্দেগী (জীবনপথের পাথেয়), মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)।

২. আপ কৌন হ্যায়, কিয়া হ্যায়, আওর আপকা মানসাব ও মানযিল কিয়া হ্যায় (তালিবে ইলমের রাহে মনজিল)। মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.)।

৩. ওলামায়ে সালাফ আওর না-বীনা ওলামা, মাওলানা হাবীবুর রহমান খাঁন শিরওয়ানী।

৪. সাফাহাত মিন সাবরিল ওলামা আলা শাদাইদিল ইলমি ওয়াত তাহসীল, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)।

৫. কীমাতুয যামান ইনদাল ওলামা, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)।

বড়ৌকা বাচপন

২৫৩. প্রশ্ন ঃ দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম দিকের মুরব্বীদের আলোচনা যখনই শুনি তখনই তাদের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি এবং তাদের মতো হওয়ার জন্য মনে সাধ জাগে। কিন্তু তাদের সম্পর্কে যত আলোচনা শুনি তার বেশির ভাগই তাদের পরিণত সময়ের অথচ আমাদের বেশি জানা দরকার তাদের প্রাথমিক জীবনের কথা। তাদের ছাত্রজীবনের কথা। কীভাবে তারা পড়াশোনা করেছেন এবং নিজেদের জীবন গড়েছেন। হুযুরের কাছে আমি এমন কিছু কিতাবের

Free @ www.eilmweekly.com

তালিকা জানতে চাই, যেগুলোতে তাদের প্রাথমিক জীবনের কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

উত্তর ঃ আপনি মাওলানা আসলাম শায়খপুরীর 'বড়ো কে বাচপান' (বড়দের ছেলেবেলা) এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.)-এর অনন্য কিতাব 'আপবীতী' মুতালা'আ করুন। 'আপবীতী' মুতালাআ করা প্রত্যেক তালিবে ইলমের একান্ত কর্তব্য।

ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কা'বাইন

২৫৪. প্রশ্ন ঃ হযরত তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম কৃত উলূমুল কুরআন-এর ৩৩০ পৃষ্ঠায় 'তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন' এর একটি নীতি উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কখনো কোনো বিষয় এক কিরাতে মুবহাম থাকলে অন্য কিরাত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন :

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

এই আয়াতে ارجلكم শব্দে 'জর' ও 'নসব' দুই কিরাত রয়েছে। জরের সুরতে তরজমা দুইভাবে হয় : ক. তোমরা মাথা মাসেহ কর এবং পা ধৌত কর, খ. মাথা ও পা মাসেহ কর। অতএব আয়াতের মর্ম মুবহাম। কিন্তু নসবের ক্ষেত্রে তরজমা নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। ফলে তা জরের সুরতের অস্পষ্টতাকে দূর করেছে। অর্থাৎ জরের সূরতে প্রথম অর্থই উদ্দেশ্য।

এখন প্রশ্ন হল, জরের সুরতে দ্বিতীয় তরজমা তো رُؤُوْسِكُمْ এর উপর আতফ হিসাবে। কিন্তু প্রথম তরজমা (তোমরা মাথা মাসেহ কর এবং পা ধৌত কর) কীভাবে হয়েছে– তা বুঝতে পারছি না। দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ বিষয়টি উলূমুল কুরআনে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হয়েছে। পূর্ণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়নি। সেজন্য আপনিন উস্তাদে মুহতারামের সংকলন 'দরসে তিরমিযী'র (উর্দূ) ১/২৫৩–২৫৬ পর্যন্ত আলোচনাটি পড়তে পারেন। বিষয়টি সহজেই বোধগম্য হবে বলে আশা রাখি।

আল মাদখাল ও আছারুল হাদীসের একটি হাওয়ালা প্রসঙ্গ

২৫৫. প্রশ্ন ঃ 'আলমাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফ' কিতাব বিষয়ে সার্বিক দিকনির্দেশনা দিলে বা কোথায় তা পাওয়া যাবে তা জানালে অত্যন্ত

Free@www.eilm.weebly.com

উপকৃত হব। উক্ত কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের ১০৫ নং পৃষ্ঠার টীকায় একটি বিষয়ের জন্য 'আছারুল হাদীসিশ শরীফ' এর ১৪১–১৫১ পৃষ্ঠা জরুরি ভিত্তিতে দেখার জন্য বলা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বার সাথে পেয়েছি। কিন্তু এখানে السبب الثالث বলে যে আলোচনা শুরু হয়েছে তার সাথে পূর্বের আলোচনার মিল খুঁজে পাচ্ছি না। তাই এই মাদখালের হাওয়ালায় কি السبب الثالث উদ্দেশ্য, নাকি অন্য কোনো নুসখার হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে? বিষয়টি জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ মাদখালের হাওয়ালাটি 'আছারুল হাদীসের দ্বিতীয় সংস্করণের। কিন্তু যে সংস্করণটি আপনি দেখেছেন তা আছারুল হাদীসের পঞ্চম সংস্করণ। তাই এ সমস্যা হয়েছে। অতএব আপনি চতুর্থ 'সাবাবে'র উপর আরোপিত তিনটি সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে তৃতীয় সংশয়-সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনাটি পড়ে নিন। মাদখালে এই আলোচনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মুসান্নাফের সাথে মুদ্রিত পঞ্চম সংস্করণের ২০৮ হতে ২২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আলোচনাটি আছারুল হাদীসের চতুর্থ সংস্করণে ১৮২–১৯২ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান আছে। আর মাদখাল যে উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে তা সঠিকভাবে অর্জন করতে হলে অবশ্যই 'তাদাররুবে আমলী'রও প্রয়োজন। বিশেষত যে সকল কিতাবের আলোচনা মাদখালে করা হয়েছে, সরাসরি ঐসব কিতাবের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট পড়তে হবে, কিতাবের বিভিন্ন সংস্করণ ও এর বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে পরিচিত হতে হবে, মুকাদ্দিমাতুত তাহকীক পড়তে হবে সর্বোপরি ঐসব কিতাব থেকে ফায়দা হাসিলের পথ ও পদ্ধতি জেনে কিতাবের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তুললেই মাদখাল লেখা ও পড়ার পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

উলূমুল হাদীসের মুতালাআ কিভাবে শুরু করব

২৫৬. প্রশ্ন ঃ আমি আগামী বছর মেশকাত জামাতে পড়ব ইনশাআল্লাহ। তাই এ বছর উলূমুল হাদীস বিষয়ে কিছু কিতাব মুতালাআ করার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু কোনকিতাব মুতালাআ করব তা বুঝতে পারছি না। আমার সংগ্রহে তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, আলমাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফ, যাফারুল আমানী, আসসুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীয়িল ইসলামী, দিফাউন আনিস সুন্নাহ, নুখবাতুল ফিকার, ছালাছু রাসাইলা ফী ইলমি মুসতালাহিল হাদীস, তারীখে হাদীস ও মুহাদ্দিসীন নামক কিতাবগুলো আছে।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

এগুলি থেকে কোনটি আগে কোনটি পরে বা কীভাবে পড়ব কিংবা উলূমুল হাদীস বিষয়ে আর কী কী উপকারী কিতাব আছে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনার সংগৃহীত কিতাবগুলো থেকে আপনি 'আলমাদখাল' দিয়ে আপনার মুতালাআ শুরু করতে পারেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ড. আমর আবদুল মুনঈমের 'তাইসীরু উলূমিল হাদীস; সংগ্রহ করে পড়ুন। এরপর আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.)-এর 'আলআজবিবাতুল ফাযিলা' (মুহাক্কাক নোসখা) সংগ্রহ করুন। এটি এবং এর সাথে আপনার সংগৃহীত 'সালাসু রাসাইল'টাও পড়ে নিন। আর 'তারীখে হাদীস ও মুহাদ্দিসীন'সহ আপনার সংগৃহীত অন্যান্য কিতাব পরবর্তী মুনাসিব সময়ে পড়ে নিতে পারেন। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

Free © www.e-ilm.weebly.com

যেসব কিতাবের আলোচনা এসেছে
(শিক্ষাপরামর্শ অংশ)

آسان خاصيت ابواب، مولانا سعد مشتاق حريرى ৫০৬

آب بيتى - شيخ الحديث مولانا زكريا رحمة الله عليه ৫৮৬

ابن ماجه اور علم حديث ৩৪১

اتحاف السادة المتقين ৪৪১

الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفاسير ৫৭৪, ৩৪৫

اصول الشاشى ৫১১, ৪৪৫, ৪৪৩, ৪৪২, ৩৯৯, ৪২৬-৪২৭

الاعتصام ৪৪২

باكورة الأدب ৫০৭

البداية والنهاية ৩৫৯

البناية شرح الهداية ৫৭৯, ৪০৪, ৩৩৭

بوستان، شيخ مصلح الدين سعدى ৪৫১

بندنامه، شيخ فريد الدين عطار ৪১৯

تحفة الأحوذي ৩৫৩

ترجمة قرآن (بنكله) امداديه لائبريري ৫৫৪, ৩৪৫

ترجمه مشكاة (بنكله) مولانا نور محمد ৩৬৭

التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد ৩৫৫

تفسير ابن كثير ৪৪১, ৩৪৫

تفسير البيضاوى ৩৯৯

تفسير الجلالين ৫৭৪, ৪২৪-৪২৫, ৪১১, ৪০১-৪০২, ৩৫৮, ৩৪৪

تفسير مين اسرائيلى روايات ৫৭৪, ৩৪৫
تلخيص المفتاح ৫৭২
التنبيه على مشكلات الهداية ৫৭৯
حاشية جلالين ৫৭৪
حاشية الصاوى على "الجلالين" ৪৪১, ৩৪৫
حاشية العلامة سعدى جلبى على "العناية" ৪০৪-৪০৫
حاشية العلامة عبد الحى اللكنوى على "الهداية" ৪৭৫, ৪০৪, ৩৩৭
الدراية فى منتخب تخريج أحاديث الهداية ৪৭৬, ৩৩৮
دولت عثمانية ৪০৯, ৪১০
الحصن الحصين ৫৫৯
الرحيق المختوم ৪৮০
روضة الأدب ৫০৭, ৪৮৮-৪৮৯
روح البيان (فى التفسير) ৩৫৮
روائع البيان فى تفسير آيات الاحكام ৪৩৪
زجاجة المصابيح ৩৯১
السيرة الحلبية ৪৮০
شرح الجامى "للكافية" ৫৭০, ৩৫৬
شرح العقائد النسفية ৩৯৪, ৩৪৬
شرح العلامة مغلطاي على سنن ابن ماجه ৩৫৫
شرح نخبة الفكر ৪২১, ৩৯৩-৩৯৪, ৩৭৬
شرح الوقاية ৪৮৪-৪৮৭, ৪২০
الشمائل المحمدية للإمام الترمذى ৫৪৪
عارضة الأحوذى ৩৫৩

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

عطر الهداية	৫৭৯, ৩৪০
علوم القرآن للعلامة تقى العثمانى	৩৪৫
عمدة الرعاية	৪২৯
العناية شرح الهداية	৫৭৯, ৪০৪, ৩৩৭
فتح القدير شرح الهداية	৫৭৯, ৪০৩, ৩৩৭
الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد	৪২০
فقه السنن والآثار	৪৬৯-৪৭০
فقه السنة والكتاب	৫১৮
الفوز الكبير	৪০০
قمر الأقمار حاشية نور الأنوار	৪৮৭
قواعد الصرف مولانا ركن الدين	৫০৬
القول البديع	৪২৫
القهستانى	৩৫৮
الكافية فى النحو	৫৫৩-৫৫৪
الكامل فى التاريخ	৪৮০
كتاب الآثار للإمام ابى حنيفة	৩৬৮
الكفاية شرح الهداية	৪০৪
كنز العباد	৩৫৮
الكوثر (المجلة)	৩৬১, ৩৫৯, ৪২৮
ماتمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه	৩৪১
المحلى بحلى اسرار الموطأ، شيخ سلام الله الدهلوى	৩৫৪
المحيط الرضوى	৩৭০
مختارات من أدب العرب	৫২০, ৪৫৪

مختصر القدورى ৩৪৯, ৪৪২, ৪২৬-৪২৭
المدخل لابن الحاج ৪৪২
المدخل إلى علوم الحديث الشريف ৫৮৭
المرقاة فى المنطق ৪৮৩-৪৮৪
مشكاة المصابيح ৫৫৩-৫৫৪, ৫২৬, ৩৬৭, ৩৯০-৩৯৩
المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعانى ৫০৪
المصنف للإمام ابن ابى شيبة ৫০৪
مطالعه قرآن كى اصول ومبادى ৩৪৫
مقدمة الشيخ عبد الحق الدهلوى فى أصول الحديث ৪২১-৪২২
من معين الشمائل ৫৪৫
منية الألمعي ৩৩৮
ميزان الصرف ৫৬১, ৪৩২
الميسر شرح مصابيح السنة ৩৯৩
النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ৩৬৯
نحومير ৫৫৯, ৪১৮
نصب الراية ৫৮২, ৩৩৮
النوادر السلطانية ৫৬৯
نور الأنوار ৫৭২, ৪৮৪-৪৮৭, ৪২৮, ৩৯৯
وقاية الرواية ৪৮৪
الهداية للعلامة المرغينانى ৪১১, ৪১০, ৩৭৪-৩৭৫, ৩৪৯, ৩৩৭ ৫৭৯-৫৮১, ৫১১, ৪৯১, ৪৯৩, ৪৭০-৪৭৫
هداية النحو ৫৫৮, ৫৩২, ৪৫১

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যে বিষয়গুলো একাধিক জায়গায় আছে

❖ আকায়েদ সম্পর্কিত বিষয়/৩৪৬, ৩৯৪, ৪৫৯, ৫২৬, ৫৫৪

❖ উলূমুল হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা/ ৩৪০, ৩৫৯, ৪৪৪, ৫০৩

❖ উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে অধ্যয়ন ও এ বিষয়ক কিতাবাদি/৩৯৯, ৪২৭, ৫৬৭

❖ সমকালীন মাসায়েল সম্পর্কিত কিতাব ও রচনাবলী/ ৩৭৮, ৪০০

❖ দাওরা হাদীসের কিতাবসমূহের অধ্যয়নের নিয়মপদ্ধতি ও ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ/৩৫৩, ৫৫৭

❖ হাদীসের কিতাবসমূহের দ্বিতীয় খণ্ডের পাঠদানপদ্ধতি/৩৭৮, ৩৮০, ৪১৫

❖ মিশকাত জামাতের ছাত্রদের অধ্যয়ন ও তাদের করণীয় বিষয়/৩৭৬, ৩৯০, ৪২১, ৫২৬, ৫৫৪

❖ তাফসীরে জালালাইন সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়/৩৪৪, ৩৫৮, ৪০১, ৪১১, ৫৭৪

❖ তাফসীর বিষয়ক কিছু কিতাব/৪০০, ৪৩৪, ৪৪১

❖ ইলমুল মানতেক বিষয়ক আলোচনা/৩৭১, ৩৭৩, ৪১২, ৪১৩, ৫২৬, ৫২৭

❖ সীগার পরিচয় জানা ও ইলমুছ ছরফে দক্ষতা লাভের উপায়/৩০৪, ৩৫৯, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৩২, ৪৩৩, ৫০৩, ৫৭৭

❖ নাহু-সরফের দুর্বলতা দূর করা ও আরবী বলার নিয়মপদ্ধতি/৩৪৭, ৩৬১, ৩৬৩, ৪২৫

❖ উর্দূ-বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থের উপকারিতা ও অপকারিতা/৪৫৩, ৪৫৪, ৪০৮, ৪১৯, ৪২০, ৪৩১, ৪৩২, ৫৪৫, ৫৪৬

❖ বিশুদ্ধরূপে ইবারত পড়া, অর্থ বুঝা ও দুর্বলতা দূর করার উপায়/৩৮৯, ৪০৭, ৪৫৮, ৫১০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৬২, ৫৭৭

❖ হস্তলিপি প্রশিক্ষণ ও উপস্থাপনার দুর্বলতা দূর করার উপায়/৩৯৬, ৩৯৭, ৪২৪, ৪৪৬–৪৪৮,

❖ আরবী বলা ও লিখার যোগ্যতা অর্জনের উপায়/৩৬৬, ৩৬৭, ৩৪০, ৪২৭, ৪৬২

Free @ www.e-iln.weebly.com

❖ সাহিত্য ও কাব্যচর্চা বিষয়ক আলোচনা/৪২৫, ৪৫৫, ৪৬৫, ৪৯৫
❖ পড়ালেখায় অমনোযোগিতা প্রসঙ্গে/৩৫১, ৩৮৯, ৫১৬, ৫৪১, ৫৫৬–৫৫৭, ৫৮৫
❖ স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও পড়া ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গে/৪৫২, ৫১৫, ৫৫৪, ৫৭৬
❖ ওলামা ও তলাবায়ে কেরামের তাবলীগে সময় লাগানো প্রসঙ্গে/৩৬৫, ৩৮৮, ৫৩৭, ৫৩৯
❖ হীনম্মন্যতা ও মানসিক পেরেশানীর প্রতিকার/৩৫৬, ৩৫৭, ৪০৬, ৪০৭, ৫৪৭
❖ ছুটি কাটানো ও গাফলত দূর করার সঠিক পন্থা/৩৮৯, ৫৪৩, ৫৮২
❖ পারিবারিক প্রতিকূলতায় করণীয় প্রসঙ্গে/৩৯৭, ৫০৮
❖ আলিয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে/৪০৫, ৪০৬, ৩৯৮
❖ সীমিত সময়ে মুতালাআর উপায়/৩৬৬, ৩৬৭, ৩৪০, ৪২৭, ৪৬২
❖ নিসাব প্রসঙ্গে আলোচনা/৪৫০, ৫০১

Free @ www.e-ilm.weebly.com